[সমগ্র বাংলা রচনা, সংস্কৃত ও ফার্সী রচনার অনুবাদ, পত্রাবলী
এবং প্রধান প্রধান ইংরাজী রচনাসহ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ]

প্রধান সম্পাদক

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ এম-এ, ডি-ফিল, ডি-লিট

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান এবং কলাবিভাগের সর্বাধ্যক্ষ : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকমণ্ডলী

মণি বাগচি

ডক্টর শিবদাস চক্রবর্তী

আবদুল আজীজ আল্-আমান

হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২

রাজা রামমোহন রায়

জে. সি. প্রিচার্ডের রঙীন চিত্র হ'তে [সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সৌজন্যে]

ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের সমাধি স্তম্ভ

ফটো : শ্রীনিশিকান্ত সেন [সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সৌজন্যে]

প্রকাশকের নিবেদন

ভারত-পথিক রামমোহন রায়ের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে 'রামমোহন রচনাবলী' প্রকাশিত হলো। পশ্চিম বাংলা তথা নিখিল ভারতে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে রামমোহন রায়ের স্মরণীয় দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়েছে কিন্তু তাঁর রচনাবলী প্রকাশের কোনো আয়োজন হয়নি। আমরা বিশ্বাস করি মহাড়ম্বরে কোনো মনীষীর জন্মবার্ষিকী পালন করা অপেক্ষা তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করে তাঁর বাণীকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। কেননা একটির মূল্য তাৎক্ষণিক, অন্যটির চিরন্তন।

কেবল রচনাবলীর প্রকাশ নয়, অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে আমরা এই গ্রন্থখানি জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি। একথা স্বীকার করতেই হবে এত অল্প মূল্যে ইতিপূর্বে রামমোহন রচনাবলীর এমন শোভন ও অভিজাত সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি।

এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা যখন আমি গ্রহণ করি, আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তখন আমার মনে রীতিমত শংকা ছিল। সাধারণ মানুষ কীভাবে নেবেন—এই আশঙ্কা দীর্ঘদিন আমাকে তাড়িত করে ফিরেছে। রামমোহন রচনাবলী প্রকাশ করতে গিয়ে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সৎভাবে আন্তরিক প্রচেষ্টায় সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে মূল্য সীমাবদ্ধ রেখে যদি কোনো ভাল গ্রন্থের অভিজাত সংস্করণ প্রকাশ করা যায় তা' হ'লে বাঙালী পাঠক তা' সংগ্রহ করতে আজও বিশেষ সচেতন ও তৎপর হ'য়ে ওঠেন। শত অভাব-অনটনের মধ্যেও বাঙালী জাতির জ্ঞানস্পৃহা আপামর ভারতীয়দের মধ্যে আজও আদর্শ-স্থানীয় হ'য়েই রইল। এই সব অগণিত পাঠক-পাঠিকার কাছে আমি আমার সানুরাগ কৃতজ্ঞতা জানাই।

ক্রেতা-সাধারণের নিকট থেকে আশাতিরিক্ত অনুপ্রেরণা পেয়ে আমরা রামমোহন রচনাবলীর পর মধুসূদন রচনাবলীর মুদ্রণ শুরু করেছি। আশা করি অল্পকালের ব্যবধানে তা' আত্মপ্রকাশ করবে। এরপর যথাক্রমে দীনবন্ধু রচনাবলী এবং দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হবে। বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক পর্যায়ের সকল রচনাবলীকে আমরা পর পর মুদ্রণ ও প্রকাশের এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। যথাসময়ে এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে ঘোষিত হবে। নীতিগত ভাবে আমরা কোন রচনাবলীই সাধারণ প্রেস্ টাইপে এবং সাধারণ কাগজে মুদ্রিত করবো না- আমাদের প্রতিটি গ্রন্থই হবে ডি-লাক্স এডিশন—অভিজাত সংস্করণ। আমরা বিশ্বাস করি এসব গ্রন্থ একটি বিশেষ সম্পদ--এগুলি দুই বার সংগ্রহ করা যায় না। কাগজের স্থায়িত্ব, মুদ্রণ-আভিজাত্য, সুদৃঢ় গ্রন্থন এবং মনোরম আবরণী সকল দিক দিয়েই আমরা প্রতিটি গ্রন্থের উচ্চমান বজায় রাখার চেষ্টা করবো। আদর্শ প্রকাশন হিসেবে রামমোহন রচনাবলীতে আমরা এই মান কতখানি বজায় রাখতে পেরেছি পাঠক সাধারণই তার বিচার করবেন।

কেবল প্রকাশন-আভিজাত্যে নয় সম্পাদনার ক্ষেত্রেও আমাদের গ্রন্থগুলিকে আদর্শস্থানীয় করার চেষ্টা করবো। রামমোহন রচনাবলীর সম্পাদনার ভার যাঁরা নিয়েছেন সকল দিক দিয়েই তাঁরা গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা করেছেন। সুদীর্ঘ মূল্যবান ভূমিকা ছাড়াও রামমোহনের জীবনী, গ্রন্থপরিচয়, গ্রন্থপঞ্জী, সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জী, রামমোহনের উপর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকা প্রভৃতি নানান তথ্য ও তত্ত্বে গ্রন্থটিকে বিশেষ

ভাবে সুসমৃদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমার শিক্ষাগুরু এবং বর্তমান গ্রন্থের প্রধান সম্পাদক ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। সকল বিষয়ে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ এবং ছোটখাটো তুচ্ছ বিষয়ে তাঁর অতৃপ্তি ভাব গ্রন্থটিকে সুসম্পূর্ণ ও অভিজাত করার মৌল উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। যে কোন সময়ে যে কোন প্রয়োজনে যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি, অতি ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তখনই তিনি আমার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর অকৃত্রিম অমায়িক ব্যবহার প্রতিবারই আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্রখ্যাত জীবনীকার শ্রদ্ধাস্পদ মণি বাগচি এবং সমালোচক-বন্ধু অধ্যাপক শিবদাস চক্রবর্তী উভয়েই নিরলস পরিশ্রমে গ্রন্থটিকে সুসমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

রামমোহন রচনাবলী প্রকাশের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ—এই প্রতিষ্ঠানের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বর্তমান গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রতিটি ছবি এবং প্রতিলিপির মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন তাঁরা। কেবল তাই নয়, রামমোহন রায়ের 'তুহফত উল মুওয়াহিদ্দিন' নামক ফার্সী গ্রন্থের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস কৃত বঙ্গানুবাদটি মুদ্রণের অনুমতি পেয়েছি তাঁদের নিকট থেকেই। নানান বিষয়ে এঁরা যেভাবে আমাকে সাহায্য এবং অনুপ্রাণিত করেছেন তা চিরদিন স্মরণ রাখবো।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির ব্যাপারে বিশেষ রূপে সাহায্য করেছেন মানবশংকর ঘোষ। প্রুফ দেখেছেন কবি-বন্ধু শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রফুল্ল রায়। আজ গ্রন্থ প্রকাশের এই শুভমুহূর্তে এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। হরফের প্রতিটি কর্মচারী এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণে যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার কথা স্মরণ করে আমি গর্ববোধ করছি।

সোলেমানপুর, রাজীবপুর
২৪ পরগণা

সম্পাদকীয়

ভারতের আধুনিক যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় তাঁর অসাধারণ মনীষা ও কর্মশক্তির প্রভাব ভারত-ইতিহাসে চিরচিহ্নিত রেখে গেছেন। মধ্যযুগীয় ভারতকে তিনি হঠাৎ আধুনিক যুগের দ্বারদেশে এনে উপস্থাপিত করলেন, বহু বছরের সঞ্চিত জড়ত্বের যবনিকা অপসারিত করে মুক্তিসূর্যের আলোকে চতুর্দিক প্রদীপ্ত করে তুললেন এবং অচলায়তনের অবরুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত করে বহির্বিশ্বের অবাধ হাওয়া তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তাঁর কর্মধারা তাঁর সমসাময়িক কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাঁর অমরচিন্তা ও মননের সাক্ষ্য হয়ে আছে তাঁর রচনাবলী। সেগুলি জাতির চিরন্তন সম্পদ, সেগুলি থেকে প্রগতিবাদী ও মুক্তিকামী মানুষ চিরকাল প্রেরণা লাভ করে এসেছে।

রামমোহনের জন্মের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নানা সভা-সমিতিতে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই রামমোহন সম্পর্কে জানবার এবং পড়বার ইচ্ছা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসাধারণের সেই ইচ্ছা পূরণ করবার উদ্দেশ্যে এবং রামমোহন সম্পর্কে কর্তব্য পালনের মহৎ সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের অশেষ স্নেহভাজন, তরুণ সাহিত্যসেবী আবদুল আজীজ আল্-আমান রামমোহন রচনাবলী প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমরা সানন্দে এ-বিষয়ে তাঁর সংগে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিই। কিন্তু কাজে হাত দিয়েই বুঝতে পারি সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা কত দুরূহ ব্যাপার। রামমোহনের জীবিতকালের সংস্করণ অবলম্বনে রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও আমরা তাঁর সমস্ত রচনার মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করতে পারিনি। যে সব রচনার প্রথম সংস্করণ অবলম্বনে পাঠ মেলাতে পারিনি সেগুলি, পরবর্তীকালে প্রকাশিত অন্যান্য সংস্করণ অবলম্বনে পাণ্ডু-লিপি প্রস্তুত করেছি। তবে যে সব রচনার প্রথম সংস্করণ দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে সেগুলি মুদ্রণের সময় ওই সংস্করণকে অবিকল অনুসরণ করা হয়েছে এবং বানান ও বিরতি-চিহ্ন সম্পর্কেও কোনো রকম পরিবর্তন করা হয়নি। গ্রন্থপরিচয়ে এ-সব বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের সম্পাদিত রামমোহন রচনাবলীর মূল অংশ দুটি। প্রথম অংশে রামমোহনের সমগ্র রচনাবলী স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অংশ হল পরিশিষ্ট। এই অংশে গ্রন্থ পরিচয়, জীবনী, রামমোহনের জীবনে প্রধান প্রধান ঘটনাবলী, সমসাময়িক কালের স্মরণীয় ঘটনাবলী, গ্রন্থ-পঞ্জী, রামমোহন সম্পর্কে অন্যান্য মনীষীদের উক্তি, রামমোহনের উপরে লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ, তাঁর সংস্কৃত রচনার অনুবাদ, বিরুদ্ধবাদীদের রচনাসমূহ, সমগ্র চিঠিপত্র এবং নির্বাচিত ইংরেজী রচনাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ পরিশিষ্টে রামমোহনের নিজস্ব রচনা এবং অপরের রচনার মাধ্যমে তাঁকে বোঝাবার তথ্যভিত্তিক চেষ্টাই করা হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহনের যুগপরিবেশ, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র, সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্ম-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী ও বক্তব্য, তাঁর গদ্যরচনার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে এবং অবশেষে প্রত্যেকটি রচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিচার-বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে। যথাসম্ভব নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি নিয়েই রামমোহন-প্রতিভার মূল্যায়নের চেষ্টা হয়েছে। অতিভক্তি ও অভিভক্তি উভয় পথই বর্জন করা হয়েছে।

এ-গ্রন্থের বাহ্য পারিপাট্য বিধানের সব কৃতিত্বই হরফ প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী আবদুল

আজীজ আল্-আমানের। তিনি সুচারু ও আকর্ষণীয় প্রকাশন সম্পর্কে দুঃসাহসিক আদর্শনিষ্ঠ সঙ্কল্প নিয়ে এ-ধরনের রচনাবলী প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর অকাতর অর্থব্যয় ও সাহিত্য প্রচারে অনলস প্রচেষ্টা সহৃদয় পাঠকদের পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা পুরস্কৃত হবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। গ্রন্থ সম্পাদনায় অনেকের কাছ থেকেই সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে দু'একজনের নাম শুধু উল্লেখ করব। পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দুর্গাশরণ চক্রবর্তী মহাশয় রামমোহনের সংস্কৃত রচনার বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা নানা উপদেশ ও সাহায্য পেয়েছি। তাঁকেও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাহিত্য পরিষৎ-এর কর্মিবৃন্দও নানা ভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অন্যান্য যাঁরা উৎসাহ দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

ভূমিকা

রামমোহন রায়ের আবির্ভাবকালে আমাদের দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তার একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, 'শত শত বৎসর চ'লে গেল—ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হ'ল নিস্তব্ধ। ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হ'য়ে পড়ল স্থাবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে, তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হ'ল অবরুদ্ধ, নির্জীব হ'ল নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হ'য়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রস্ত করলে। খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে। এই মৃতদেহের স্তূপ ও আবর্জনারাশি প্রবল প্রাণশক্তির প্লাবনধারায় ভাসিয়ে দেবার জন্য আবির্ভূত হ'লেন আধুনিক যুগের নব ভগীরথ রামমোহন রায়।[১]

আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলাদেশে অরাজকতার রাজত্ব পুরোপুরি চলছিল। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার পর ক্ষমতাচ্যুত বাংলার নবাব শুধু মাত্র নামেই নবাব হ'য়ে রইলেন। ক্লাইভ মোগল সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানীর পদ আদায় ক'রে নিয়ে বাংলার গভর্ণর হ'য়ে বসলেন এবং বিদেশী ব্যবসায়ী কোম্পানি একটি বিশাল রাজ্যের শাসনভার হাতে পেল। কোম্পানিকে বিলাতের ডিরেক্টরদের নির্দেশ মেনে চলতে হ'ত। কিন্তু কার্যত তারা অনেকক্ষেত্রেই নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন ও শোষণ চালিয়ে যেত এবং ডিরেক্টররা মোটা অঙ্কের মুনাফা পেলেই সন্তুষ্ট থাকত। কোম্পানির কর্মচারীরা অসৎ উপায়ে এক একজন হাজার হাজার টাকার মালিক হ'য়ে বসত এবং কত নির্দোষ লোককে যে তাদের অত্যাচার ও প্রতিহিংসার বলি হ'তে হ'ত তার বোধহয় ইয়ত্তা নেই। এদেশীয় লোকেরা শুধু নীরবে সহ্য করত এবং গোপনে অশ্রুবিসর্জন করত, কিন্তু প্রতিকারের কোনো উপায় খুঁজে পেত না। নির্দোষ নন্দকুমারের ফাঁসির মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে তখন বিচার কি রকম প্রহসন ছিল এবং সাহেবদের সঙ্গে বিবাদের ফলে এদেশীয় কোনো লোকেরই তা' তিনি যতই সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী হ'ন না কেন—নিষ্কৃতি ছিল না।[২]

হেস্টিংস কর্ণওয়ালিশ ওয়েলেসলি প্রভৃতির আমলে ইংরেজ শাসন এই দেশের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন এবং ওয়েলেসলির শাসনকালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা হ'ল। বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপরে এদুয়ের প্রভাব অসামান্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নানা জটিলতার সৃষ্টি হ'ল। আইনের কড়াকড়ি ও মামলা মোকদ্দমার ফলে অনেক বনেদী জমিদার বংশ লুপ্ত হ'য়ে গেল এবং সস্তায় জমিদারি কিনে অনেকেই হঠাৎ ধনী জমিদার হ'য়ে উঠল। মধ্যযুগে বাংলাদেশে যেসব বৃত্তিজীবী শ্রেণী ছিল ইংরেজ আগমনের ফলে সেগুলি আস্তে

[১] 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' -পৃষ্ঠা ৩৮৩—(রবীন্দ্র রচনাবলী—১১)

[২] **H. E. Busteed—Echoes from old Calcutta** গ্রন্থের **Nuncoomar** পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য।

আস্তে বিলুপ্ত হ'তে লাগল। ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে আমাদের দেশের শিল্পগুলি প্রচন্ড আঘাত পেল। আগে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যগুলি ইংলন্ডে রপ্তানী হ'ত কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যগুলি ভারতেই আমদানী হ'তে লাগল। এর ফলে দেশীয় শিল্পের মৃত্যু ঘটল। ১৮১৩ সালের আগে পর্যন্ত ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করবার অধিকার ছিল কোম্পানির। কিন্তু নতুন সনন্দ দেবার সময় কোম্পানির এই একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হ'ল এবং ইংলন্ডের শিল্পপতিদের ভারতে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হ'ল। এর ফলে ইংলন্ড থেকে রপ্তানী করা শিল্পদ্রব্যে ভারতের বাজার ভর্তি হয়ে গেল এবং ভারতের নিজস্ব শিল্প-উৎপাদন প্রায় বন্ধ হ'ল এবং ভারত থেকে রপ্তানীর পরিমাণ বিশেষ কমে যাওয়ার ফলে তার জাতীয় সম্পদ ও সচ্ছলতা দিন দিন সংকুচিত হয়ে এল। শিল্পের প্রসার অবরুদ্ধ হ'য়ে আসার ফলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে গেল। আর বৃত্তিহীন লোকেরা কোম্পানির অধীনে নানা কাজে নিজেদের নিয়োজিত করল। ব্যবসাদার, ঠিকাদার, দালাল, মহাজন দোকানদার, মুন্সী, কেরাণী প্রভৃতি নতুন নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হল। আঠারো শতকের শেষভাগে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার জন্য সামাজিক জীবনেও দেখা গিয়েছিল নৈতিক শৈথিল্য, স্বৈরাচার এবং অন্ধ প্রথা ও নিয়মের নাগপাশে বাঁধা মূঢ় জীবনযাত্রা। মুষ্টিমেয় বিদেশী নরনারী অবশ্য দেশের সকল সুখ ও সম্পদ হরণ ক'রে বিলাস ও প্রমোদের তরল স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে রাখতেন। ফিটনে চ'ড়ে গড়ের মাঠে প্রমোদ ভ্রমণ, থিয়েটারে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা আমোদ উপভোগ, প্রচুর ভোজন ও প্রচুরতর মদ্যপান, নৃত্যগীতের প্রমত্ত আসরে যোগদান এবং সুন্দরী নারী ভজনা- এ-সবের মধ্য দিয়ে মোগল বাদশাহদের মতই আরামে ও উত্তেজনায় তাদের দিন কাটত। কিন্তু এই সমাজের পাশেই ম্লানিভরা আর একটি সমাজের মসীমলিন চিত্র। তখনকার কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা কিরূপ কদর্য ছিল তার একটি চিত্র দেওয়া হচ্ছে Busteed-এর 'Echoes from old Calcutta' থেকে— 'from 1780 and onwards correspondents in the newspapers make frequent complaints about the indescribably filthy condition of the streets and roads, the canals and cesspools reeking with putrifying animal matter the awful stench—the myriads of flies, and the crowds and flocks of animals and birds acting as scavengers. . . . often the Police authorities are reproached in the public papers for suffering dead human bodies to lie on the roads in and near Calcutta for two or three days.' (p. 157)

এই ধূলোপাঁক, মশামাছি জঞ্জাল আবর্জনা ও মৃতের স্তূপের মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল তার পরিবেশের মতই কর্দমাক্ত ও পূতিগন্ধময়। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল-জুয়াচুরির দ্বারা অর্থসঞ্চয় করা তখন প্রশংসনীয় ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজে যে বাবু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল তার চিত্র দিতে গিয়ে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে (পৃঃ ৫৬) শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন 'এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থ-দিগের গৃহে বাবু নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীনধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহির্মূর্তি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোলে নিশা অত্যাচারের চিহ্ন-স্বরূপ কালিমারেখা।' শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি।' অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তম রূপে চুনটকরা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে

ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলের লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত, এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিয়া যাইত।'

রামমোহন রায়ের আবির্ভাবকালে হিন্দুধর্মের কিরূপ বিকৃতি ঘটেছিল তার একটি বিবরণ দিয়েছিলেন রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়' গ্রন্থে সেই বিবরণটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেই বিবরণ থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হ'ল, 'রাম-মোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না, কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদিদ্বারা ঘোর পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায় ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্মের কাঠামো ছিল আহারশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। শ্বপাক-হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রতর কর্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীন বিষয়কর্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশঃ সর্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন তাঁহারা কার্যালয়ে যাইবার পূর্বেই সন্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পত্রের চিহ্ন কোশাকোশ হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্বত্র কীর্তন এবং ধনদাতাদিগের যশঃ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বর্ণনা করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহবা প্রশংসালাভের আশ্বাসে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন, কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কিনা সন্দেহ।' এই দীর্ঘ বিবরণ থেকে তখনকার ধর্মীয় অবস্থার একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। রামমোহন রায়ের আমলেই পূজা উপলক্ষে সাড়ম্বর উৎসবের সূচনা হয়েছিল। সমাজের মধ্যে যাঁরা

ধনশালী ছিলেন তাঁরা নিজেদের ধনসম্পদের প্রাচুর্য দেখাবার জন্য জাঁকজমকের সঙ্গে পুজো শুরু করলেন। হিন্দুর পূজাপার্বণে সাহেবদের আমন্ত্রণ জানানো হ'ত এবং আমোদ-প্রমোদ, নাচগানের মধ্য দিয়ে তাঁদের মনোরঞ্জনের আয়োজন করা হ'ত। দুর্গোৎসব ছাড়া রথ, দোল, রাস প্রভৃতি উৎসবেও যথেষ্ট আমোদপ্রমোদ হ'ত। মাহেশের রথ, চড়ক পুজো প্রভৃতিতে ধুমধাম, মেলা ও রঙ্গতামাসায় সমাজের সর্বস্তরের লোক মেতে উঠত।

[১] রামমোহন রায়ের আবির্ভাবকালে সমাজ ও ধর্মের শোচনীয় অধোগতির চিত্র দেওয়া হ'ল। কিন্তু যেমন অধোগতি ছিল তেমনি আবার আলোর নবরেখা, এবং মুক্তির নবদিগন্তও এই সময়ে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থে সুন্দরভাবে তথ্যপ্রমাণসহ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, রামমোহনের জীবনকালেই 'বাঙালী মধ্যযুগীয়তা মুক্ত হ'য়ে আধুনিক যুগের সিংহদ্বারে হাজির হয়েছে'। আধুনিক যুগের সূচনা হ'ল মুদ্রাযন্ত্র ও শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে। 'মানুষ এতকাল অন্ধের মতো অন্যের কথা শুনে চ'লে আসছিল, এখন সে দেখেশুনে চলতে শুরু করল, পাঁচজনের কথা না শুনে নিজের পাঁচ রকমের বই পড়ে। মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের আবির্ভাব হ'ল সেদিন যেদিন শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র এল আর পুস্তক-পুস্তিকা ছাপা আরম্ভ হ'ল। সেদিন মানুষের মনে যে প্রচণ্ড বিপ্লবের আগুন জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল তা আর নির্বাপিত হ'ল না আমরা সেই যুগে বাস করছি সেই অমরশিখার আলোয় প্রতিদিন আমাদের মনের অন্ধকার দূরে যাচ্ছে।' বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার দুশো বছর আগে পোর্তুগীজরা গোয়ায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে। বাংলাদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। সেই মুদ্রাযন্ত্রে খ্রীষ্টান ধর্মপুস্তক, সাময়িক পত্র ও শিক্ষার নানা পুস্তকাদি ছাপা হ'তে লাগল। ১৮০০ থেকে ১৮৩৯ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকেই ৪০টি ভাষায় ২১২ খানা বইয়ের ২ লক্ষ ১২ হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮১৩ সালের পরে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তিত হবার পর ইংলণ্ড থেকে বহু বাণিজ্য এসে এদেশের কারবারে প্রচুর টাকা বহু অর্থ বিনিয়োগ করতে লাগলেন এবং কলকাতায় ও তার আশেপাশে বহু ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সেই সব ছাপাখানা থেকে অনেক গ্রন্থ ও আলোচনা পত্রিকাদি মুদ্রিত হতে লাগল। অজ্ঞানতার অন্ধকারে চারদিক থেকে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হ'ল।

মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে বাংলাদেশে সাময়িক পত্রের উদ্ভবের কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। Echoes from old Calcutta গ্রন্থে কালানুক্রমিকভাবে কয়েকটি সাময়িক পত্রের উল্লেখ করা হয়েছে যথা, The Bengal Gazette (1780), The India Gazette (1780), The Calcutta Gazette (1781), The Bengal Journal (1785), The Oriental Magazine (1785) The Calcutta Chronicle (1786)। সাময়িক পত্রের উদ্ভবের ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের প্রতিবাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। যত ক্ষমতাশালীই হোন না কেন কেউই যে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন এই গণতান্ত্রিক অধিকার সাময়িক পত্রের সর্বপ্রধান দান। The Bengal Gagette-এর সম্পাদক হিকি সকল রকম অন্যায় হস্তক্ষেপ ও ভীতিপ্রদর্শনের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন 'Before he will bow, cringe or fawn to any of his oppressors, was the whole sale of his paper stopped, he would compose ballads and sell them through the streets of Calcutta as Homer did He

[১] রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৩-৩৪

has now but three things to lose: his honour in the support of his paper—his liberty and his life; two latter he will hazard in defence of the former, for he is determined to make it a scourge of all schemers and leading tyrants, should these illegally deprive him of his liberty and confine him in a jail, he is determined to print there with every becoming spirit suited to this case and the deserts of his oppressors'[৯]

আধুনিক যুগের সূচনাপর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে এদেশে আগত সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা শেখাবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন কেরী। তিনি কয়েকজন পণ্ডিতকে তাঁর সহকারী রূপে নিযুক্ত করেন। কেরী এবং তাঁর সহকারী এই সব পণ্ডিত একদিকে যেমন বাইবেল ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনুবাদ করেন তেমনি আবার বিচিত্র বিষয় নিয়ে নানা মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেন। এঁরাই বাংলাগদ্য ভাষা ও সাহিত্য প্রবর্তন করলেন এবং সেই গদ্যভাষা ও সাহিত্য জনসাধারণের জ্ঞানোন্মেষে যেমন সহায়তা করেছিল, তেমনি বিতর্ক, বিচার আলোচনার উপযুক্ত ও আকাঙ্ক্ষিত মাধ্যমরূপে তাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল। বাদপ্রতিবাদ, মতপ্রচার ও মতখণ্ডনের মধ্যদিয়েই স্বাধীন জনচেতনার জাগরণ ঘটেছিল। এই জাগরণের মূলে অন্যতম শক্তি ছিল গদ্যভাষা এবং সেই গদ্যভাষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে।

রামমোহন রায়ের সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পটভূমিটি এবার একটু আলোচনা করে দেখা যাক। সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আগুন জ্বলে উঠল ফরাসী দেশে। সারা পৃথিবীর নির্যাতিত জনগণ সেই আগুনের শিখায় নিজেদের মুক্তির স্বপ্ন দেখতে পেল। [illegible] বছর আগে আমেরিকার জনগণও স্বাধীনতা পেয়েছিল এবং গঠিত হয়েছিল মার্কিন রাষ্ট্র। আঠারো শতকের শেষভাগে ইংলণ্ডে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতির ফলে শিল্প-বিপ্লব ঘটল। উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যসমূহ কাতারে কাতারে ভারতে আসতে লাগল। ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা দলে দলে ভারতে নানা ধরনের শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করতে শুরু করল। শিল্পপতিরা লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতে লাগল।

সমগ্র পৃথিবীর জনগণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যস্থল থেকে তখনও অনেক দূরে। কিন্তু সেকালের দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ অনেকেই বিভিন্ন দেশে মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখছেন। দার্শনিক টমাস পেন যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিমুক্তির বাণী শোনালেন। ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বজ্র হানলেন ভলটেয়ার এবং সাম্যের বাণী প্রচার করলেন রুশো। বেন্থাম হিউম, রিকার্ডো মিল প্রভৃতি দার্শনিকগণও মানবমুক্তি-চিন্তার উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে চ্যাথাম বার্ক ফক্স প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ বক্তাদের অগ্নিময় বক্তৃতাও ন্যায় ও স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করেছিল।

এপারে যে যুগের আলোচনা করা হল সেই যুগ ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা অথচ সেই অন্ধকারের পূর্বপ্রান্তে আলোর রেখা। সেই যুগে আবির্ভূত হলেন যুগমানব রামমোহন রায়। মধ্যযুগীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে সেই যুগ আধুনিকতার সিংহদ্বারে এসে আঘাত দিতে শুরু করেছে। কুসংস্কার, জড়তা ও অন্ধ মতবাদের অচলায়তনে যুক্তির নির্মল আলো এবং মুক্তির তোরালো হাওয়া এসে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এতদিন ধরে মানুষ শুধু ভয় পেয়েছে নত হয়েছে আর সহ্য করেছে। এই প্রথম সে শুরু [illegible] এবং [illegible] প্রতিবাদ জানাতে প্রতিঘাত হানতে। এতকাল ধরে দেশের শাসন ছিল নিরঙ্কুশ শাস্ত্রের বিধান ছিল অমোঘ কিন্তু বিজ্ঞান বস্তুজগতের সত্যকেই বড় করে তুলে ধরল এবং

[৯] Echoes from old Calcutta by H F Busteed. P 182

।।তিন।।

রামমোহন রায় সম্পর্কে মিস কলেটের গ্রন্থে বলা হয়েছে, '. . . he was above all and beneath all a religious personality.' যথার্থই তাই। তিনি সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয়েই তাঁর অদম্য কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্মের উপলব্ধি এবং সেই ধর্মের প্রচারেই তাঁর ধ্যান মনন ও প্রচেষ্টা প্রধানত নিয়োজিত ছিল। তিনি পাটনায় আরবী ও পারসী শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং কাশীতে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ এবং হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মনে একেশ্বরবাদের বীজ বপন করে এবং ষোল বছর বয়সেই তিনি 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম-প্রণালীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। রংপুরে কাজ করবার সময়েও তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এবং এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপলব্ধির পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস শুরু করার সময় থেকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব ও একেশ্বরবাদ প্রচারেই তাঁর সময় ও শক্তির বেশির ভাগ ব্যয় করেছিলেন। তিনি বেদান্তচর্চার সূত্রপাত ক'রে পুস্তিকাদি রচনা ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য আত্মীয়সভা এবং ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন করলেন। ইংলণ্ডে গিয়েও তিনি ধর্মালোচনায় অনেকখানি সময় অতিবাহিত করতেন। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার জন্য অনেকেই তাঁকে খ্রীষ্টান ব'লে ভাবতেন। তবে তিনি নিজে সেই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ধ্যানেই মগ্ন হ'য়ে থাকতেন এবং মৃত্যুকালেও তাঁরই কাছে প্রার্থনা জানিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

রামমোহন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'The ground which I took in all my controversies was, not that of opposition to Brahminism, but to a perversion of it and I endeavoured to show that the idolatry of the Brahmins was contrary to the practice of their ancestors, and the principles of the ancient books and authorities which they profess to revere and obey.'

অর্থাৎ, তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী ছিলেন এবং তিনি দেখাতে চাইলেন যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৌত্তলিকতার সঙ্গে এই ধর্মের প্রাচীন সাধকদের ধর্মাচরণের কোনো যোগ নেই। বেদান্ত-তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপলব্ধিই যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল কথা তা তিনি বুঝেছিলেন এবং সেজন্যই তিনি বেদান্তচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ধর্মের সঙ্গে যেসব অন্ধ কুসংস্কার, অবতারবাদ, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান সাধারণত জড়িত থাকে সে সব তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ধর্মচেতনা প্রখর যুক্তিবাদ এবং সংস্কারমুক্ত মননশীলতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মতই তিনি সব ধর্মের ভিতরেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে সন্ধান করেছিলেন, কিন্তু প্রাণহীন এবং যুক্তিহীন বিশ্বাসবাধ্য সকল ধর্ম থেকেই দূরে স'রে গিয়েছিলেন। তিনি মুসলমান শাস্ত্রাদি এত বেশি চর্চা করেছিলেন যে মৌলবীরা তাঁকে 'জবরদস্ত মৌলবী' বলত। কিন্তু ইসলাম ধর্মকেও তিনি আশ্রয় করতে পারলেন না। তিনি তিব্বতে গিয়ে লামাকে বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপালয়িতা রূপে পূজা করতে দেখে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং ফলে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু যীশুখ্রীষ্টকে ভগবানের অবতার রূপে মেনে নিতে পারলেন না। ফলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর অনিবার্য সংঘাত বাধল। তিনি সকল ধর্মেরই সমালোচনা করেছিলেন অথচ সকল ধর্মকেই নিজের ধর্ম রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর মুসলমানরা তাঁকে বলবেন মুসলমান, হিন্দুরা বলবেন বেদান্তবাদী হিন্দু এবং খ্রীষ্টানরা তাঁকে দাবী করবেন খ্রীষ্টান ব'লে। অর্থাৎ তিনি নিজেই বিশ্বাস করতেন যে, তিনি সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজার প্রকৃত ধর্মমত কি তা আলোচনা করতে গিয়ে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

লিখেছেন, 'বাস্তবিক রাজা অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন। এক ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণ-সাধনকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। ইহার বিরোধী যাহা কিছু ধর্মমত ও ধর্মানুষ্ঠান, তাহা তিনি অসার ও অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন।' (পৃঃ ৩৩৬—নব সংস্করণ) ¶ রামমোহন যদিও এই বিশ্বজনীন ধর্মকে একটি জাতীয় রূপ দিয়ে ব্রহ্মোপলব্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনার ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোনো আচার অনুষ্ঠান, প্রথা ও সংস্কারের বেড়াজালে এই ধর্মকে আবদ্ধ করতে চান নি। তাঁর ধর্মবোধ বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্তরেই অবস্থিত ছিল এবং ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মানসউন্নয়ন ও বিশ্বমানবতা উপলব্ধি এই বিশ্বাসই তিনি পোষণ করতেন। ব্রাহ্মসমাজের দলিলে রামমোহনের পরিকল্পিত ধর্ম-সাধনার রূপ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে নীচের কথাগুলিতে '. . . no sermon preaching discourse prayer or hymn be delivered made or used in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe to the promotion of charity morality piety benevolence virtue and the strengthening the bonds of union between men of all religions persuasions and creeds'

কথাগুলি থেকে বোঝা যায় যে তিনি ধর্মোপদেশ প্রচার, প্রার্থনা স্তবস্তোত্র ব্রহ্মসাধনার অন্তর্ভুক্ত করতে চান নি, সর্বমানুষের ঐক্য এবং মানসিক সদ্‌গুণগুলির অনুশীলনের কেন্দ্ররূপেই তিনি তাঁর ধর্মের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম শুধু কেবল আদর্শ-বাদী মহামনস্বীর ধ্যানেই বিরাজ করতে পারে সাধারণ লোকের আশ্রয় হ'তে পারে না। সেজন্য পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়ে তাকে সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে তোলা হয়েছিল। রামমোহন যে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তা হ'ল সকল ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের গ্রহণীয় এক বিশ্বধর্ম কিন্তু কালক্রমে এই বিশ্বধর্ম সীমায়িত ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

॥ চার ॥

নারীসমাজের প্রতি সহানুভূতি এবং সেই সমাজের অধিকার আদায়ের দৃঢ়সংকল্প থেকেই রামমোহন সামাজিক আন্দোলনের প্রেরণা পেয়েছিলেন। আমাদের সমাজে চিরকাল নারী তার সেবা, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার বিনিময়ে পুরুষের কাছ থেকে পেয়েছে শুধু অবিচার লাঞ্ছনা ও নির্যাতন। নারীর এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য রামমোহন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তবে পরবর্তীকালে রামমোহনের উৎসাহী অনুরাগীরা সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে রামমোহনের যতখানি কৃতিত্বের দাবী করেছেন ততখানি কৃতিত্ব অবশ্য তাঁর প্রাপ্য নয়। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সতীদাহ নিরোধ আন্দোলনের কথাই প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আন্দোলনের প্রবর্তক রামমোহন নন। বহুদিন আগে থেকেই ফরাসী, ওলন্দাজ ও পোর্তুগীজ শাসকরা এই কুপ্রথা বন্ধ করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজরাও এটা বন্ধ করবার জন্য অনেকদিন থেকেই চেষ্টা ক'রে আসছিলেন তবে আইনের দ্বারা এই প্রথা বন্ধ করতে গেলে এ-দেশীয় লোকেরা তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ হয়েছে ব'লে অসন্তুষ্ট হতে পারে ভেবে তাঁরা দৃঢ় কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, ১৮১৭ সালে রামমোহন ইংরেজ শাসকদের পক্ষে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। মিস কলেট বলেছেন, ১৮১৮ সাল থেকে রামমোহনের প্রভাব এই আন্দোলনে পড়েছিল।[১] রামমোহন সতীদাহ-

[১] নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কলেটের Raja Rammohun Roy গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় বলেছেন যে, রামমোহন ১৮১৮ সালের আগেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু

প্রথার ঘোর বিরোধী হ'লেও উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক যখন আইনের দ্বারা এই প্রথা বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি তার বিরোধিতা করেছিলেন। রামমোহনের এই বিরোধিতার পক্ষে তাঁর অনুরক্ত জীবনীলেখকরা অনেক রকম যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু তবুও এই বিরোধিতা সমর্থন করতে পারা যায় কিনা সন্দেহ। আইন না ক'রে সরকার কিভাবে এই মারাত্মক কুপ্রথাটি বন্ধ করতে পারতেন? রামমোহন রাজনৈতিক শাসনক্ষমতা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন এবং আস্থাবান ছিলেন এবং অনেক বিষয়েই তিনি শাসনকর্তাদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের দ্বারা এই কুপ্রথা হয়তো দমন করা যেতে পারতো। কিন্তু তখন এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে এ-ধরনের আন্দোলন সম্ভব ছিল কি? রামমোহন নিজেও কি তখন কোনো জন-আন্দোলন পরিচালিত করতে পারতেন? রামমোহন আইনের দ্বারা সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সম্পর্কে বিরোধিতা করেছিলেন বটে, কিন্তু আইনের দ্বারা যখন এই প্রথা নিষিদ্ধ হল তখন তিনি এবং তাঁর সমমতাবলম্বী আরো অনেকে বেণ্টিংককে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিভাষণ পাঠিয়েছিলেন। তাতে ছিল, ' শ্রীল শ্রীযুতের অনুগতিক্রমে সমীপস্থ হইয়া হিন্দুপ্রজাদের স্ত্রীপরম্পরার জীবনরক্ষার জন্য মহামহিম ইদানীন্তন যে উপাদেয় নিয়ম করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাপূর্বক স্ত্রীবধকলংক আর আত্মঘাতের অতিশয় উৎসাহকারী বপ দুর্নাম হইতে চিরকালের জন্য এ শরণাগত প্রজাদিগকে মোচন করিতে যে করুণাযুক্ত হইয়া সুসিদ্ধ যত্ন করিয়াছেন সেই পরোপকারের পুনঃ২ স্বীকার করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়।' সতীদাহপ্রথা সম্পর্কে রামমোহনের সক্রিয় বিরোধিতার নিদর্শন রয়েছে কয়েকটি পুস্তিকার মধ্যে যথা, 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ', 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', 'সহমরণ বিষয়'। এই পুস্তিকাগুলি রচনার ফলেই সহমরণ সম্পর্কে তাঁর মত প্রচারিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধ আন্দোলনও প্রবল হয়ে ওঠে। মনে হয়, সতীদাহপ্রথা নিরোধ সম্পর্কে রামমোহনের ভূমিকা ছিল প্রধানত যুক্তিবাদী, শাস্ত্রবলে বলীয়ান লেখকের বক্তা আলোচক ও আন্দোলনকারীর ভূমিকা তাঁর ছিল না।

রামমোহন নারীজাতির দুঃখ ও লাঞ্ছনা যতখানি সহানুভূতির সংগে অনুভব করেছেন বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কেউ ততখানি অনুভব করেছেন কিনা সন্দেহ। সহমরণের ন্যায় বহু-বিবাহ রোধ করবার জন্যও তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদের' মধ্যে তিনি বলেছেন 'আর যাহার স্বামী দুইতিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে, কখন এমত উপস্থিত হয় যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্বদা তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সংসর্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে, চোরের তাড়না তাহাদিগকে করে।' বহু-বিবাহ সম্পর্কে রামমোহনের কিরূপ মত ছিল তা' আলোচনা করতে গিয়ে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট এইরূপ ব্যবস্থা করিলে অত্যন্ত উপকার হয় যে কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন রাজকর্মচারীর নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহার স্ত্রীর শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোন দোষ আছে। প্রমাণ করিতে সক্ষম না হইলে, সে পুনর্বার বিবাহ করিতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না।'

তাঁদের সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয় না। রামমোহন রায়ের ভ্রাতৃবধূর সহমৃতা হওয়ার ঘটনাটি বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ অমূলক বলেছেন। ১৮১৮ সালে সহমরণের বিরুদ্ধে কয়েকজন আবেদনকারী হেস্টিংসের কাছে যে আবেদন পাঠিয়েছিলেন, কলেটের মতে তাতে রামমোহনের হাত ছিল না।

রামমোহন হিন্দুনারীর বিষয়সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার সম্পর্কে মত প্রকাশ করে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন শাস্ত্রকাররা হিন্দুনারীর দায়াধিকার সম্বন্ধে উদার বিধান দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমানে টীকাকাররা ভ্রান্ত মীমাংসা দ্বারা নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে পুত্রদের ন্যায় সমান-অধিকারিণী। বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ বিধানের ফলে স্ত্রী সেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আত্মীয়স্বজনের অধীনে নানা লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য ক'রে অশেষ মনঃকষ্টে দিন অতিবাহিত করে। এই দায়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থার জন্যই বাংলাদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সহমরণের সংখ্যা এত অধিক।

রামমোহন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। অবশ্য তিনি নিজে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করতেন না এবং অন্য ধর্মাবলম্বী এবং অন্য জাতের লোকের সঙ্গে ব'সে আহার করতেন না। ব্রাহ্মণের উপবীতও মৃত্যু পর্যন্ত তার অঙ্গে শোভা পেয়েছিল। কিন্তু তিনি জাতিভেদ প্রথা যে সমাজের পক্ষে কত অনিষ্টকর তা' বিশেষভাবেই দেখিয়ে গেছেন। ১৮২৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন 'The distinction of castes introducing innumerable divisions and sub divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise.'[১]

জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে এই বিরূপ মনোভাবের ফলেই বোধ হয় তিনি মূল সংস্কৃত থেকে মৃত্যুঞ্জয়াচার্য বিরচিত বজ্রসূচী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় অনুবাদ করেছিলেন। ওই গ্রন্থে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে তা নির্ণয় করা হয়েছে, যথা, 'কিন্তু করতলস্থিত আমলকী ফলে যেমন নিশ্চয় হয় তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম দমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়, যেহেতু শাস্ত্রে কহে, 'জন্ম প্রাপ্ত হইলে সর্বসাধারণ শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ অন্য নহে ইহা নিশ্চয় হইল।'

॥ পাঁচ ॥

রামমোহন বুঝেছিলেন দেশবাসীর কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও মানসিক জড়তা দূর হতে পারে শুধু কেবল শিক্ষার আলোকে। সেজন্য তিনি শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাপ্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৮২৩ সালে তিনি গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন তাতে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ঐ পত্রে সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা করে তিনি লিখেছিলেন, '... the Sanskrit system of educatoin would be the best calculated to keep this country in darkness'

নিজে বেদান্তবাদী ও বেদান্তধর্মের প্রচারক হলেও তিনি বেদান্তের বিরোধিতা করে ঐ পত্রে লিখেছেন 'Nor will youths be fitted to be better members of the society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible thing have no real existence, that as father, brother etc have no actual entity

---

[১] কলেটের জীবনীগ্রন্থের ২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

they consequently deserve no real affection and therefore the sooner we escape from them and leave the world, the better.'

রামমোহন তাঁর অতি আধুনিক বাস্তববাদী মন দিয়ে বুঝেছিলেন, আধ্যাত্মিক বিষয় থেকে পার্থিব বিষয়ের জ্ঞানে দেশবাসীর মনকে নিয়োজিত করতে না পারলে আধুনিক যুগের উপযোগীরূপে তাকে গড়ে তোলা যাবে না এবং সেজন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানশিক্ষার। তিনি লিখেছেন, 'But as the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences.'

রামমোহন উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সব বিজ্ঞানবিষয়ক চর্চার ফলেই ইউরোপবাসী জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে। তিনিও সম্ভবত সে-কারণেই বস্তুবিদ্যার চর্চার দ্বারা ভারতকে বস্তুজগতে সাফল্যের পথেই চালিত করতে চেয়েছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের বাহন হ'ল আধুনিক ভাষা—ইংরেজী, সেজন্য ইংরেজী শিক্ষার উপরেই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এতকাল রামমোহনের নাম জড়িত করা হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ডেভিড হেয়ার, সার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এবং রামমোহন রায় এই তিনজনের যত্নে হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছিল।' শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, অনুমান করা যায় বৈদ্যনাথ মুখুয্যেই[৭] হেয়ার ও রামমোহন রায়ের প্রস্তাবিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংবাদ তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইস্ট মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করিয়া থাকিবেন।' সাম্প্রতিক কালে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বহু তথ্য ও প্রমাণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের কোনো হাত ছিল না। তৎকালীন নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের সহযোগিতায় হাইড ইস্ট এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী যে বলেছেন সে হাইড ইস্ট হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা অমূলক মনে হয়। কারণ হাইড ইস্ট তাঁর পত্রেই লিখেছেন, 'I do not know what Rammohan's religion is not being acquainted or having had any communication with him.' হাইড ইস্ট হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে পঞ্চাশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তাঁর বাড়িতে আহ্বান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামমোহন ছিলেন না এবং পরে দশজন ইংরেজ ও দশজন ভারতীয়কে নিয়ে যে কলেজ কমিটি গঠিত হয়েছিল তার মধ্যেও রামমোহন ছিলেন না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন, কিভাবে পরবর্তীকালে রামমোহনের অনুরাগী ভক্তদের দ্বারা তিনি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতারূপে প্রচারিত হয়েছেন। তাঁর কথায়, 'Thus the legend of the founder of the Hindoo College completed its cycle: first, it was Hyde East; second Hyde East and David Hare; third David Hare and Rammohan and last Rammohan alone came to be regarded as the prime mover and founder of the Hindoo College.'[৮]

রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পত্রে বেদান্তশিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন, আবার

[৭] হাইড ইস্ট তাঁর বন্ধু হ্যারিংটনকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'About the beginning of May, a Brahmin of Calcutta . . . called upon me . . .' এই ব্রাহ্মণই কি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ?

[৮] On Rammohan Roy, P. 37.

তিনিই বেদান্তশিক্ষার জন্য ১৮২৬ সালে মাণিকতলা স্ট্রীটে বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজে হিন্দু একেশ্বরবাদ চর্চা ও প্রচারই তাঁর কাম্য ছিল। সেই সঙ্গে খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীদের বেদান্ত-বিরোধিতার উত্তর দেবার জন্যই সম্ভবত তিনি এই কলেজ স্থাপন করেন। মিস কলেটের মতে 'He thus combated both the conservative Christian who advocated indiscriminate rejection and the conservative Hindu who advocated the indiscriminate retention of vedantic teaching.'

রামমোহন ১৮৮২ সালে হিন্দু ছাত্রদের ইংরেজীতে শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের খরচ প্রায় সবটুকু রামমোহনই বহন করতেন। উইলিয়াম অ্যাডাম ঐ স্কুলের দর্শক অথবা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ধর্ম ও নীতিশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। অ্যাডাম সাহেব স্কুলটিকে জনসাধারণের অর্থে চালিত সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঐ প্রস্তাবে রামমোহন সম্মত ছিলেন না। রামমোহনের সঙ্গে অ্যাডামের প্রবল মতভেদ দেখা দিল এবং বিরক্ত হয়ে অ্যাডাম স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

খ্রীস্টধর্ম প্রচারক ডাফ এদেশে এসে ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য একটি স্কুলবাড়ির সন্ধান করছিলেন। চীৎপুর রোডের যে বাড়িতে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বাড়িটি রামমোহন ডাফকে ৪ পাউন্ড মাসিক ভাড়ায় স্কুলের জন্য দিলেন। তিনি আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু বন্ধুদের কাছে গিয়ে ঐ স্কুলের ছাত্র যোগাড় করে আনলেন। প্রথম দিন ডাফ যখন ছাত্রদের হাতে এক একখানি বাইবেল দিলেন তখন প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠল। রামমোহন তখন ছাত্রদের বললেন, 'হোরেস হেমান উইলসন হিন্দু শাস্ত্র পড়েছেন, কিন্তু তিনি হিন্দু হন নি। আমি বার বার কোরান পড়েছি, কিন্তু তাতে তো মুসলমান হয়ে যাই নি। আমি তো বাইবেল সবটা পড়েছি, তাতে কি আমি খ্রীস্টান হয়ে গিয়েছি?' রামমোহনের কথা শুনে ছাত্ররা চুপ করল। কিন্তু এর পরদিন থেকে তিনি দশটার সময় এসে প্রত্যহ বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান করতেন।

রামমোহন নিজে যে শিক্ষাপ্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন শুধু তাই নয়। অন্য কোনো লোকের শিক্ষাপ্রচারে আগ্রহ দেখলে তিনি তা সমর্থন করতেন। ১৮১৭ সালে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দ্বারা শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি নিজে বাংলায় ও ইংরেজীতে একখানা ভূগোল রচনা করেছিলেন। রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণ ১৮৩৩ সালে সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত হয়।

রামমোহনের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় যে, তিনি শিক্ষাকে সমাজকল্যাণ ও জাগতিক উন্নতির উপায়রূপেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, তাত্ত্বিক পারদর্শিতা ও পারমার্থিক ইষ্ট সাধনের জন্য শিক্ষার প্রচার তিনি চান নি। এজন্যই পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-শিক্ষার উপরে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, আইন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা তিনি বর্তমান যুগে অত্যাবশ্যক মনে করতেন। তিনি সর্বমানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই মুক্তি আসতে পারে শিক্ষার সর্বব্যাপী প্রচলনের দ্বারা। শিক্ষাই মানুষের বুদ্ধির জড়তা ও মনের পরবশ্যতা দূর করে। তিনি বুঝেছিলেন, শিল্পের প্রসার না হ'লে দেশের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়, এবং শিল্পের প্রসারের জন্য বস্তুবিদ্যার প্রয়োজন। সেজন্যই তিনি ইউরোপীয় বস্তুবিদ্যা সাদরে বরণ করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষা বিশ্বের বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞান এবং এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের সংযোগরক্ষাকারী ভাষা। এজন্যই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাপ্রদান তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করতেন।

॥ ছয় ॥

রামমোহনকে ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রচিন্তানায়ক বলা যেতে পারে। মধ্যযুগে রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের কোনো যোগ ছিল না। রাষ্ট্র চালাতেন বাদশাহ, নবাব ও তাঁদের পরামর্শদাতা এবং রাজকর্মচারীগণ। সাধারণ লোক শুধু সামাজিক গণ্ডির মধ্যেই তাদের জীবন সীমাবদ্ধ করে রাখত। যখন সাধারণ লোক শাসনব্যবস্থার উপরে প্রভাব বিস্তার করা কিংবা শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের অধিকারের কথা চিন্তা করলো তখন থেকেই রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সূচনা হ'ল। এই রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার প্রথম উন্মেষ হ'ল রামমোহনের মধ্যে। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা আরোহী (inductive) অবরোহী (deductive) নয়, অর্থাৎ, তিনি রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপরে ভিত্তি করেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বেন্থামের চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বেন্থামের মতই তিনি আইন ও নৈতিকতাকে পৃথকভাবে দেখতেন। তিনি মনে করতেন যে, আইনপ্রণয়ন ও প্রশাসনের ক্ষমতা সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম শক্তির উপরেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। সেজন্য তিনি ভারতের শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীনেই রাখতে চেয়েছিলেন। আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা যদি ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের উপর অর্পিত হয় তা' হ'লে সেই আইনের অপপ্রয়োগ হবেই।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কিভাবে ভারত সম্পর্কে আইন রচনা করবে সে বিষয়ে তিনি কয়েকটি অভিমত জানিয়েছিলেন :

প্রথমত, সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। সুপ্রীম কোর্টের কাছে রামমোহন এবং অপর পাঁচজন বিশিষ্ট নাগরিক যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল, 'Every good Ruler, who is convinced of the imperfection of human nature and reverences the Eternal Governor of the world, must be conscious of the great liability to error in managing the affairs of a vast empire, and therefore he will be anxious to afford every individual the readiest means of bringing to his notice whatever may require his interfenence. To secure this important object, the unrestrained Liberty of Publication is the only effectual means that can be employed.'

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রকার কমিটি বা কমিশন গঠনের দ্বারা শাসকশক্তি জনসাধারণের মত জানতে পারেন, এর বিকল্প ব্যবস্থারূপে সরকার সংবাদপত্র প্রকাশ করতে পারেন।

তৃতীয়ত, আইন প্রণয়নের পূর্বে শাসনকর্তা এদেশীয় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করতে পারেন। ওই সব ব্যক্তির মতামত সহ খসড়া আইন পার্লামেণ্টের অনুমোদনের জন্য পাঠানো উচিত।

প্রশাসন সম্পর্কে রামমোহনের কয়েকটি সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। তাঁর মতে, ১। বিচারক আইন প্রণয়ন করবেন না। বিচারক সম্পূর্ণ স্বাধীন হবেন। তাঁর উপরে শাসনকর্তা কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না। ২। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন লিপিবদ্ধ ক'রে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। ৩। ভারতের সকল আদালতে জুরীর বিচার প্রবর্তন করা উচিত। ৪। দেশীয় লোকেদের সরকারের উচ্চ কাজে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত কম বেতনে এ-দেশীয় যোগ্য লোকেদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। ৫। জমির স্বত্ব প্রজাদের দেওয়া হ'লে বহুসংখ্যক সৈন্য রাখবার আর প্রয়োজন থাকবে না এবং তার ফলে সরকারের ব্যয়ভার অনেক কমে যাবে। ৬। জ্ঞানের প্রসার এবং সভ্যতার উন্নতি না হ'লেই অশান্তি ও রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দেয়। সেজন্য শাসনব্যবস্থা স্থায়ী করতে হ'লে জ্ঞানবিস্তারের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার এবং রাজকর্মচারীগণ

যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে অসন্তোষ বৃদ্ধি না করেন সে বিষয়েও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

রামমোহন সামাজিক ও ধর্মীয় মুক্তি এবং ব্যক্তিগত মানুষের চিন্তায়, মননে ও আচরণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ইংরেজ শাসন এই মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভের অনুকূল হবে। তাই তিনি ইংরেজ শাসনকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় শাসনে যে জড়তা ও পরবশ্যতা জাতীয় চিত্তকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল ইংরেজ শাসন অবস্থা থেকে চিত্তের মুক্তি ঘটিয়েছিল। সেই শাসনে জ্ঞানের বিস্তার, যুক্তিবাদ, অধিকার-বোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছিল। সেজন্য তিনি বার বার এই শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। সপারিষদ রাজাকে তিনি একটি পত্রে কিরূপ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন তার কিছুটা নিদর্শন দেওয়া হ'ল, 'Considering these things and bearing in mind also the solicitude for the welfare of this country, uniformly expressed by the Honourable East India Company, under whose immediate control we are placed, and also by the Supreme Councils of the British nation, your dutiful subjects consequently have not viewed the English as a body of conquerors, but rather as deliverers, and look up to your Majesty not only as a Ruler, but also as a father and protector.'

রামমোহন শুধু যে ইংরেজ জাতিকে মুক্তিদাতা ও রক্ষাকর্তা ব'লে মনে করেছিলেন তা নয়, তিনি চেয়েছিলেন যে ইউরোপীয়রা এ-দেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করুক। তা'হলে তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হবে। ১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি টাউন হলে একটি সভায় যোগদান করেছিলেন। সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইউরোপীয়দের বিনা বাধায় বাণিজ্য ও বসবাস স্থাপন করবার জন্য পার্লামেন্টের কাছে আবেদন করা। ওই আবেদনপত্রে তিনি বলেছিলেন 'from personal experience, I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs.'

যে নীলকর সাহেবদের নিয়ে পরবর্তী কালে প্রচণ্ড গণআন্দোলন হয়েছিল সেই নীলকরদের পক্ষেও রামমোহন জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, নীলকররা দেশের অনেক পতিত জমি চাষ করেছিল এবং কৃষকরা তাদের কাছে বর্ধিত হারে মজুরী পেতো। তাঁর মতে নীলের চাষ যত বেশি হবে ততই কৃষি ও দরিদ্র কৃষকের পক্ষে মঙ্গল। তিনি বলেছিলেন, 'I am positively of opinion that upon the whole the indigo planters have done more essential good to the natives of Bengal than any other class of persons. This is a fact which I will not hesitate to affirm whenever I may be questioned on the subject either in India or in Europe.' ইংলণ্ডে থাকার সময় তিনি পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে একটি প্রতিবেদনে ভারতে ইউরোপীয়দের বসবাস সমর্থন ক'রে নয় প্রকার সুফললাভের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যথা। ১। তারা দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধান করবেন। ২। এদেশীয় লোকেদের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণে তাঁরা সাহায্য করবেন। সরকারের কাছ থেকে অনস্থান উন্নয়ন আদায় করবেন। ৪। যে কোনো প্রকার অত্যাচার ... সাহায্য করবেন। ৫। দেশের সর্বত্র শিক্ষা বিস্তার করবেন। ৬। ভারতে শাসনব্যবস্থা কিভাবে চলছে সে সম্পর্কে ইংলণ্ডের শাসনকর্তাদের অবহিত রাখবেন। ৭। ভারত আক্রান্ত হ'লে তাঁরা ভারতের অতিরিক্ত শক্তি যোগাবেন। ৮। ভারত চিরকাল ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে উন্নত সরকারের কাছ থেকে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। ৯। যদি

কোনো দিন উভয় দেশের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে তবুও ইউরোপীয়রা নিজে দেশের সাহায্যে ভারতকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করবার জন্য চেষ্টা ক'রে যাবেন।

রামমোহন আধুনিক চিন্তা ও কর্মধারার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন ব'লে তিনি ইউরোপীয়দের সংস্পর্শ বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন এ-যুক্তি দেখানো যেতে পারে। কিন্তু তিনি মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি দিল্লীর মোগল বাদশাহের কাছ থেকে রাজা উপাধি কিভাবে গ্রহণ করলেন তা' ভাবলে একটু বিস্মিত হ'তে হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্ককে একটি পত্রে তাঁর এই রাজা উপাধি স্বীকার ক'রে নেবার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন, 'I therefore take the liberty of laying the subject before your Lordship, hoping that you will be pleased to sanction my adoption of such title accordingly' এই বাদশাহের ভাতা বাড়াবার জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন এবং ভাতা বাড়াতেও সক্ষম হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জের কাছে দিল্লীর বাদশাহ মোগল সম্রাটদের পূর্ব গরিমা উল্লেখ ক'রে যে পত্র লিখেছিলেন তা ছিল রামমোহনেরই রচনা।

রামমোহনই সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি ভারতের বাইরের রাজনৈতিক ঘটনায় প্রবল আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মানবমুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকা স্পেনের অত্যাচারমুক্ত হ'লে তিনি আনন্দের আতিশয্যে তাঁর কলকাতার বাড়িতে একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ধর্ম', ভাষা কিংবা স্বার্থের সম্পর্ক না থাকলেও আমি কি আমার সম-মানুষের দুঃখে উদাসীন থাকতে পারি?' স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি উদারনীতিবাদীদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। পর্তুগালের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে তিনি উদারনৈতিক দলের জয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। ১৮২২ সালে তিনি তাঁর সাপ্তাহিক মিরাত-উল-আখ্‌বার-এ আয়ারল্যাণ্ডের উপর ইংরেজ সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অবশ্য রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি সব ক্ষেত্রেই যে সমর্থন করা যায় তা' নয়। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাজাত্যবোধের অভ্যুত্থানকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতির ফলেই তিনি বোধ হয় গ্রীসকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। ফরাসী বিপ্লবের জয়ে তিনি আনন্দে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি কিছুকালের জন্য অন্য কিছুই ভাবতেন না এবং বলতেন না। ইংলণ্ডগামী জাহাজে তাঁর সহযাত্রী জেমস সাথারল্যান্ড বলেছেন যে, দুখানা ফরাসী জাহাজ দেখে তিনি ফরাসীদের অভিনন্দন জানাবার জন্য তাঁদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সাথারল্যাণ্ডের বর্ণনা কিছুটা উদ্ধৃত হ'ল 'He was conducted over the vessels and endeavoured to convey by the aid of interpreters how much he was delighted to be under the banner that waved over their decks— an evidence of the glorious triumph of right over might; and as he left the vessels he repeated emphatically, 'Glory, glory, glory to France'

রামমোহন সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির চিরসমর্থক ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মকে কখনো বর্জন করতে চান নি। সেজন্য ধর্মবিরোধী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে তাঁর মতভেদের কারণ এটাই। ১৮৩৩ সালের ১৯শে এপ্রিল তিনি রবার্ট ওয়েনের পুত্রকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'It is not necessary either in England or in America to oppose religion in promoting the social domestic and political welfare of their inhabitants particularly a system of Religion which inculcates the doctrine of universal love and charity. . . . . I grieve to observe that by opposing Religion your most benevolent father has hitherto impeded his success.

রামমোহন বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার সঙ্গে নিজেকে কিভাবে যুক্ত করেছিলেন এবং সকল মানুষের মুক্তি তাঁর কতখানি কাম্য ছিল তা' উপরে আলোচনা করা হ'ল। রামমোহনের ন্যায় তখন বিশ্বের অপর কেউ অন্য দেশের কথা এত গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন কিনা তা' জানি না। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের সব মানুষই এক এবং সকল রাষ্ট্রই এক বিশ্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। ভৌগোলিক ব্যবধান ও রাজনৈতিক ব্যবধান তাঁর কাছে অর্থহীন ছিল। তাঁর সম্বন্ধে এ-কথা বলাই সঙ্গত হবে যে, তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদে একশ বছর এগিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ, যে আন্তর্জাতিক চেতনা আমরা একশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখেছি তারই পূর্বাভাস তাঁর মধ্যে পেলাম। কিন্তু রামমোহনের অব্যবহিত পরবর্তী কালে যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছিল তার সঙ্গে রামমোহনের কোনো যোগ ছিল না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ-সম্পর্কে বলেছেন, 'Rammohan's cosmopolitanism or internationalism may be a greater or higher virtue, but it is different from nationalism, and for this combination of patriotism and national consciousness which marked the New Age, the Bengalis are perhaps indebted to Derozio even more than the abstract ideas of freedom cherished by Rammohan, though they were very liberal and noble' (On Rammohan Roy, P. 49).

রামমোহনের সমস্ত বাণী ও রচনার মধ্যে সমাজ ও ধর্মের কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচারবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে, কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও দেশকে ভালোবাসা ও তার মুক্তিবিধানের স্বপ্ন দেখা এ ধরনের কোনো জাতীয় আবেগ তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি। ভাবলে একটু বিস্মিত হ'তে হয় যে তিনি দক্ষিণ আমেরিকা, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতার কথা এত চিন্তা করেছিলেন তিনি নিজের দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবেন নি কেন। একটি বিদেশী শাসনের তিনি অবিমিশ্র প্রশংসা করলেন, কিন্তু সেই শাসনে ভারতবাসীর আত্মাধিকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যে সম্ভব নয় এটা তিনি বিচার ক'রে দেখেন নি। ভাবতে ইউরোপীয় বাণিজ্যগুলির মূলধনের বিনিয়োগ এবং বিদেশী শিল্পপ্রসারের ফলে দেশীয় লোকেদের দারিদ্র্য দূরীভূত হবে এবং তাদের দুরবস্থার প্রতিকার হবে এটাই তিনি ভেবেছিলেন কিন্তু এর ফলে স্থায়ীভাবে দেশের লোকেদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে না তা তিনি কেন যে ভেবে দেখেন নি, বোঝা যায় না। কোনো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব নয় যদি রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা তার স্ব-আয়ত্ত না থাকে। রামমোহনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবনা বিশেষ পরিণত, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী ছিল। সেজন্য নিজের দেশের স্বাধীনতার কথা তিনি আগে চিন্তা করেন নি কেন তার কারণ নির্ণয় করা যায় না। হয়তো নিজের দেশের লোকেদের প্রতি তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। তাদের রাষ্ট্রীয় শাসন চালাবার মত তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি।

।।সাত।।

রামমোহন বাংলা গদ্যভাষাকে সুসংস্কৃত ও সুসমৃদ্ধ করেন কিন্তু বাংলা গদ্যের প্রবর্তকের স্থান তাঁকে দেওয়া যায় না। তাঁর আগে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দ বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রচনারীতির দিক দিয়ে কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসুর গদ্য রামমোহনের গদ্য অপেক্ষা অনেক বেশি সুবোধ্য শক্তিশালী। মৃত্যুঞ্জয়ের সাহিত্যগুণ ও কেরীর স্বচ্ছ সরসতা রামমোহনে ছিল না। কিন্তু তবু রামমোহন বাংলা ভাষার এমন একটি দৃঢ় বনিয়াদ নির্মাণ করলেন যে পরবর্তী কালে ভাষাশিল্পী সেই বনিয়াদের উপরে ভাষার সুরম্য শিল্পনিকেতন গ'ড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাংলা ভাষায় বেদবেদান্ত চর্চার পথ প্রবর্তন করেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে, ধর্ম বলতে তখনকার লোকেরা শুধু কেবল কতকগুলি অর্থহীন আচার-বিচার-অনুষ্ঠান ও বিকৃত মন্ত্রতন্ত্র বুঝতো। ভারতীয় ধর্মের মূল বেদবেদান্ত চর্চা তখন প্রায় বিলুপ্ত হ'তেই বসেছিল। সেজন্য বেদবেদান্ত চর্চার পুনঃপ্রবর্তন ক'রে তিনি যথার্থ ধর্মবোধে জনসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রাচীন শাস্ত্রাদি আলোচনা না করলে সর্বসাধারণ সেই শাস্ত্রাদির মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে না। এ-কারণে সর্বসাধারণের বোধগম্য বাংলা ভাষায় তিনি বেদবেদান্তের আলোচনা শুরু করলেন। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে'র ভূমিকায় তিনি বললেন, ' সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য এই যে সর্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ়২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্যের অন্যথা করা হয়।' রামমোহন কথাগুলি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'কে উদ্দেশ্য ক'রে বলেছিলেন। 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ভাষা যথার্থই সংস্কৃতসমাসবদ্ধশব্দবহুল এবং দুরূহ ছিল, সেজন্য রামমোহন যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, 'সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়'—তা সমীচীন মনে হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করা কি কঠিন ব্যাপার তা' তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। 'বেদান্তগ্রন্থে'র গোড়ায় সন্নিবেশিত 'অনুষ্ঠান' নামক অংশে তিনি বলেছিলেন, 'বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ-নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি।'

গদ্যভাষার বিকাশে রামমোহনের প্রধান দান এই যে, তিনি বিচার-বিতর্কের ভাষা রূপে বাংলা গদ্যভাষাকে সুগঠিত ক'রে তোলেন। রামমোহনের তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও প্রখর যুক্তিবত্তা তাঁর ভাষার মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। ভাষাকে তিনি তাঁর যুদ্ধের অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেজন্য সেই ভাষার দীপ্ত বৈদগ্ধ্য, সংযত দৃঢ়তা এবং অকাট্য যুক্তিজালের দিকে তাঁর এতখানি লক্ষ্য ছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল এবং কিছুটা দুর্বোধ হলেও তাতে অলংকারের পর অলংকারের প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত অবতারণা ক'রে লেখক যথেষ্ট সাহিত্যরস সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যরস সৃষ্টির কোনো সচেতন প্রয়াস রামমোহনের ছিল না। ছন্দের উচ্ছ্বাস এবং সৌন্দর্যবিলাসকে তিনি কোথাও প্রশ্রয় দেননি। ভাষা তাঁর কাছে ছিল উপায়, উদ্দেশ্য নয় তা ছিল তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার মাধ্যম মাত্র। সেই ভাষা তাঁর কাছে ছিল লক্ষ্যভেদী ব্রহ্মাস্ত্র, মদনদেবের পঞ্চবাণের কোনো বাণ তা' কখনো হ'য়ে ওঠেনি। তিনি তথ্যের পর তথ্য সমাবেশ করেছেন, যুক্তির পর যুক্তি বিস্তার করেছেন, প্রতিপক্ষের বাস্তব ও সম্ভাবিত আপত্তি ও অভিযোগগুলি এক এক ক'রে খণ্ডন করেছেন এবং নিরুত্তাপ মননশীলতার হাল ধ'রে তিনি ভাষাতরণীকে বাদপ্রতিবাদের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেছেন।

রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়কে 'সুগম ভাষা'তে লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের ভাষাও প্রথম দিকে যে খুব সুগম ছিল তা' মনে হয় না। 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারে'র ভাষা খুবই জটিল ও দুর্বোধ। মৃত্যুঞ্জয়ের মত তিনি সমাসবদ্ধ ও দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন নি সত্য কিন্তু যথাস্থানে ছেদের ব্যবহার নেই, বাক্যবিন্যাসপ্রণালী প্রচলিত বাংলা বাক্যবিন্যাসপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং বহু অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগও রয়েছে। বেদান্তগ্রন্থের প্রারম্ভে অনুষ্ঠান অংশে তিনি নাম ও ক্রিয়ার অন্বয় সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন করতে চেয়েছেন, যথা, 'কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার

মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না।' কিন্তু তাঁহার নিজের ভাষাই দুরান্বয়দোষে দুষ্ট। বেদান্তগ্রন্থের ভূমিকা থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছুটা উদ্ধৃত হ'ল, 'লোকেতে বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্যনিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকো এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ-নিমিত্ত এ-অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে একপ্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব পরম্পরায়ে এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধিবিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।' 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারে'র ভাষা এরূপ অসরল ও আড়ষ্ট হবার কারণ এই যে, ওই গ্রন্থগুলিতে সংস্কৃত ভাষা আশ্রয় ক'রেই তাঁর ভাবনা উৎসারিত হয়েছিল, সেই ভাবনা মনের তলদেশ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়নি, সেজন্য বাংলাভাষারূপের মধ্যেও তার আড়ষ্ট পরবশ্যতা যেন দূরীভূত হয়নি। তখনও বাংলাভাষার স্বাভাবিক রূপটি তিনি যেন আবিষ্কার করতে পারেন নি। তবে 'ভট্টাচার্যে'র সহিত বিচারে'র মধ্যে তাঁর ভাষা অনেকটা সহজ ও সাবলীল হয়ে এসেছে। এ-গ্রন্থে এসে অনেকখানি আত্মবিশ্বাস তিনি যেন লাভ করেছেন। আর এখান থেকে তাঁর যোদ্ধৃরূপ শুরু হ'ল। তাই তাঁর অস্ত্র যাতে শত্রুশিবিরে পৌঁছতে পারে সেজন্য ধর্মকে করতে হ'ল অবাধ ও অনাবৃত। এখানে শুধুমাত্র নীরস তাত্ত্বিকতা নয়, প্রতিপক্ষকে পদে পদে সন্ধান ক'রে যুক্তির তীক্ষ্ণ শায়কে তাকে যে বিদ্ধ করা। শ্লেষ ও বক্র মন্তব্যে এই ভাষা ধারাল, যুদ্ধের উত্তেজনা একে করেছে প্রাণবন্ত। 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারে'র ভাষার চেয়ে উপনিষৎগুলির অনুবাদের ভাষা অনেক সহজ ও সুবোধ্য। ওই গ্রন্থগুলিতে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করতে হয়নি, অনুবাদ যাতে বাঙালী পাঠকদের কাছে গ্রহণীয় হয় সেজন্যই বোধ হয় ভাষা সরল হ'য়ে এসেছিল। ভাষার এই ক্রমিক সরলীকরণের দিকে প্রবণতাই 'গোস্বামীর সহিত বিচার' ও 'কবিতাকারের সহিত বিচারে'র মধ্যে পরিস্ফুট। তবে ওই দুই পুস্তিকার ভাষা 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে'র ভাষার ন্যায় আক্রমণের সজীবতায় এবং তির্যক্ বাক্যের দীপ্তিতে চমকপ্রদ নয়।

শাস্ত্রীয় বিষয় আলোচনা থেকে রামমোহন যখন সামাজিক বিষয়ে এসেছেন তখন তাঁর ভাষা সবচেয়ে সরল ও স্বাভাবিক হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ', 'প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' এবং 'সহমরণ বিষয়' পুস্তিকাগুলিতে তাঁর ভাষার চূড়ান্ত সফল রূপ দেখা যায়। কয়েক বছর ভাষাচর্চার ফলে তাঁর ভাষা সর্বজনগ্রাহ্য হ'য়ে এসেছে। শুধু তাই নয়। দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যার ভাষা দুরধিগম্য জ্ঞানরাজ্যে সঞ্চরণশীল কিন্তু সামাজিক বিষয়ের ভাষা পরিচিত বস্তুজগতের মধ্যেই ব্যাপৃত, তার আকৃতি প্রকৃতি সেই বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই গঠিত হয়। সেজন্য সাধারণ মানুষের কাছে তা সহজগম্য হ'য়ে ওঠে। রামমোহন এই ভাষা রচনার সময় তাঁর জ্ঞানবৃত্তিকেই যে শুধু সক্রিয় রেখেছিলেন তা' নয়, সেই ভাষা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উত্তাপে সহজে অক্লেমে মানস অনুভূতির স্পর্শ সজীব। 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত ক'রে ভাষার আশ্চর্য সরলতার নিদর্শন দেওয়া হচ্ছে 'কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহারদের প্রথম বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই-চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীদ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন, আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহাদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি২ দুর্গতি না পায়?'

রামমোহনের গদ্যভাষার সবচেয়ে সরল রূপ পাওয়া যায় তাঁর শেষ রচনা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'। বইখানা ছাত্রদের জন্য লিখেছিলেন। সেজন্যই বোধ হয় এর ভাষা এত সরল। বাক্যগুলি খুবই ছোট ছোট। অসমাপিকা ক্রিয়া এবং জটিল বাক্যাংশের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। বহু তদ্ভব শব্দ তিনি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করলেন, যথা, বাপ, মা, ভাই, ভাজ, বুন, বোনাই, মাসী, মেসো, আঁডিয়া, গাই, মেটে, বামনাই, ঘরপাগলী, কাপড়চোপড় ইত্যাদি।

রামমোহন ভাষায় এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেগুলির অর্থ বর্তমানে পরিবর্তিত হ'যে গেছে, যথা ' সেই মনুষ্যকে অত্যন্ত মন্দ কহা তাঁহাদের কোন বিচিত্র হয় অতএব ভট্টাচার্যের দুর্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।' (ভট্টাচার্যের সহিত বিচার)। এই বাক্যে 'বিচিত্র' ও 'অপরাধী' রামমোহন যে অর্থে প্রয়োগ করেছেন বর্তমানে তা প্রচলিত নয়। 'যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব'—এই ধরনের বাক্যের অর্থ শুধু প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ক'রেই বুঝতে হয় স্বতন্ত্রভাবে শব্দার্থের মধ্য দিয়ে আসল বক্তব্য বোঝা যায় না। ইংরেজী বাক্যরীতির প্রভাব রামমোহনের গদ্যভাষায় বহুস্থানে লক্ষিত হয়, যথা, 'জগন্নাথদেব যাঁহাকে ঈশ্বর করিয়া কহেন', 'ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন' ইত্যাদি। সম্ভবত ইংরেজী ও হিন্দী বাক্যরীতির প্রভাবে তাঁর ভাষায় নঞর্থক শব্দ অনেক স্থানেই ক্রিয়ার আগে ব্যবহৃত হয়েছে, যথা 'ব্রহ্ম বেদের কারণ না হয়েন' 'অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন', 'সে অন্তর্যামী না হয় ইত্যাদি। স্থানে স্থানে উৎকটসন্ধির ব্যবহারও চোখে পড়ে, যথা, 'মূর্ত্ত্যাদিতে' (মূর্ত্তি+আদিতে)। অনেক প্রাচীনতর শব্দের তখন পর্যন্ত ব্যবহার চ'লে এসেছে, যেগুলি বর্তমান বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত হ'যে গেছে, যথা তেঁহ-তেঁহো, যাঁহা, তাঁহাদিগ্যে, ঞেঁহারা, ঞেঁহাদিগ্যের ইত্যাদি। ছেদের ব্যবহার খুব কম থাকায় ভাষার অর্থনির্ণয় করা অনেক স্থানেই কঠিন হ'যে পড়ে। মাঝে মাঝে ছেদ আছে বটে, কিন্তু হয়তো দুই-তিনটি বাক্যের পরে ছেদের ব্যবহার হয়েছে, তার ফলে কোন বাক্য কোথায় শেষ হয়েছে বোঝা যায় না। বাক্যের অন্তর্বর্তী কোনো অর্ধছেদ না থাকায় বাক্যাংশগুলিকে আলাদা আলাদা ভাগ করতে যেমন অসুবিধা হয়, অর্থ বোঝাও তেমনি শক্ত হ'যে পড়ে।

।। আট ।।

রামমোহনের রচনাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫) ।। রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক প্রকাশিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলি'তে প্রকাশক 'বেদান্তগ্রন্থ' সম্পর্কে বলেছেন, 'ইহার অন্য নাম ব্রহ্মসূত্র, শারীরিক মীমাংসা বা শারীরক সূত্র। যাগযজ্ঞাদি কর্মসমাপ্তে এই ভারতবর্ষে যদবধি ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তদবধি আর্য-দিগের মধ্যে ঐ কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে একটি বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঋষিগণ ঐ দুই বিষয়ের বিস্তর বিচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞানপক্ষীয় ছিলেন। তিনি যে সকল বিচার করিয়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায় তিনি ঐ সকল বিচারোদ্বোধক' কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়া যান। বহু কালের পর শ্রীমৎশঙ্করাচার্য সেই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যাপূর্বক ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ পণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে প্রচার করেন। ঐ সকল সূত্রে এবং শঙ্করাচার্যকৃত তাহার ব্যাখ্যানে বা ভাষ্যে বেদব্যাসের সমস্ত ব্রহ্মবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উক্ত বেদান্তসূত্র গ্রন্থের ঐরূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীত করিয়া প্রথমে ঐ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন।'

এই গ্রন্থের তিন ভাগ। ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও মূল গ্রন্থ। ভূমিকায় লেখক গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণনা ক'রে বলেছেন, 'ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব পরম্পরায়ে এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণগুণে কেবল

ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন'। বিরুদ্ধবাদীদের কতকগুলি মত তিনি ভূমিকায় খণ্ডন করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তগুলি হল—১। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হতে পারে। ২। পূর্ব পূর্ব নিয়ম ত্যাগ ক'রেও পরমার্থের উত্তম পথের চেষ্টা করা যায়। ৩। লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানীকেও ভদ্রাভদ্র বিবেচনা ও লৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করতে হয়। ৪। ঈশ্বর অপরিমিত, অতীন্দ্রিয়, তাঁর প্রতিমূর্তি পরিমিত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'তে পারে না। ব্রহ্ম সর্বময়, সেজন্য বিশেষ বিশেষ রূপে তাঁর পূজা করবার তাৎপর্য নেই।

'অনুষ্ঠান' অংশে রামমোহন বাংলা ভাষায় বেদান্ত চর্চার পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কেহো২ এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ-ভাষা শুনিলে পাতক হয় তাঁহাদিগো জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতাপুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কিনা আর ছাত্রেরা সেই বিবরণ শুনেন কিনা ' রামমোহন দেখিয়েছেন যে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার কথা বেদব্যাস থেকে আরম্ভ করে ভারতের অনেক মুনি ঋষি ও মনীষিগণ বলেছেন, শুধু তাই নয়, পৃথিবীর অর্ধাংশের অধিক স্থানে নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা ক'রে থাকেন।

'বেদান্তগ্রন্থের চারটি অধ্যায় আছে, প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার চারটি পাদে বিভক্ত। 'বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মেতে সমন্বয় প্রমাণ করার প্রথম অধ্যায়ের নাম সমন্বয়। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত সৃষ্টিবিষয়ক বেদান্তবাক্য সকলের বিরোধ পরিহার করায় এবং জীব ও সূক্ষ্মদেহবিষয়ক শ্রুতিসমূহের পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন করার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম অবিরোধ। বৈরাগ, জীবব্রহ্মের ঐক্য, উপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন উপদিষ্ট হওয়ায় তৃতীয় অধ্যায়ের নাম সাধন। এবং জীবন্মুক্তি, মৃত্যুর পর ভিন্ন ভিন্ন উপাসকের শুক্লা কৃষ্ণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গতি। সগুণ ব্রহ্মোপাসকের উত্তরমার্গে গতি, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর নির্বাণমুক্তি প্রভৃতি ফলের বিচার থাকায় চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'ফলাধ্যায়।'[১]

রামমোহনের ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। তিনি ব্রহ্মকে উপাসনার কথা বলেছেন। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম উপাস্য হন না। সগুণ ব্রহ্মই শুধু উপাস্য হন। অদ্বৈতবাদীরা নির্গুণকেই সত্য বলেন এবং সগুণকে উপাসনাদির নিমিত্ত আবশ্যক, কিন্তু বস্তুত মিথ্যা বলেন। এ-সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য—'রামমোহন শংকর শিষ্য ও অদ্বৈতবাদী হ'য়েও সংসারবিমুখ হ'লেন না, এইটিই হল নবমতের বৈশিষ্ট্য। রামমোহন জানতেন অদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম নির্গুণ। সেই নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিকল্প ব্রহ্ম নেতি-ধর্মী। অর্থাৎ ব্রহ্মকে নেতি নেতি অসংখ্যবার ব'লেও তাঁকে ইতিবাচক করা যায় না। সুতরাং তাঁকে সগুণরূপে উপাসনা করতে হবে। তবে সগুণ ও সাকার প্রতিশব্দবাচক নয়।' .

বেদান্তসার (১৮১৫)।। বেদান্তগ্রন্থের পরে রামমোহন বেদান্ততত্ত্বের সার সংকলন ক'রে বেদান্তসার প্রকাশ করেন। প্রকাশের পরেই এর একটি ইংরেজী অনুবাদ 'Translation of an Abridgement of the Vedant' নাম দিয়ে তিনি প্রকাশ করেন। 'বেদান্তসারে'র ইংরেজী অনুবাদের একটি ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন। সেই ভূমিকার শেষে তিনি বললেন,

. a day will arrive when my humble endeavours will be viewed justice--perhaps acknowledged with gratitude At any rate, owever men may say, I can not be deprived of this consolation: my motives are acceptable to that Being who beholds in secret and compensates openly!'

[১] বেদান্তদর্শন: ভূমিকা—চন্দ্রশেখর বসু।

বেদান্তসার গ্রন্থে বিভিন্ন উপনিষৎ-এর নানা বচন উদ্ধৃত ক'রে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁকে ইন্দ্রিয়দ্বারা জানা যায় না। তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর, শব্দাতীত ও স্পর্শাতীত। তিনি সকল পুরুষের কর্তা এবং তাঁর থেকেই সকল জগতের উৎপত্তি ইত্যাদি। তিনি ভূমা, জ্যোতির জ্যোতি, জীবের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে বাস করেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। যাবৎ সংসার ব্রহ্মময়। তিনিই সকল গন্ধ ও সকল রস। তিনি অরূপ ও নির্গুণ। তিনি স্থূল নন, সূক্ষ্মও নন। তুমিই সেই পরমাত্মা, আমিই শোকরহিত ব্রহ্ম। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। যে ব্রহ্ম বিনা অন্য দেবতার উপাসনা করে সে অজ্ঞান দেবতাদের পশু মাত্র হয়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট তিনিই ব্রহ্ম হন। শ্রবণ মনন ও ধ্যান দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। ব্রহ্ম উপাসক শমদমাদিতে যত্ন করবে। অনাশ্রমী জ্ঞানী থেকে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মজ্ঞানী সমুদায় বস্তু ভক্ষণ করবেন। জ্ঞানী এই আনন্দময় আত্মাকে পেয়ে জন্মমৃত্যু হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি থেকে মুক্ত হন। বেদের প্রমাণ, মহর্ষির বিবরণ, আচার্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনায় যার শ্রদ্ধা নেই তাঁর নিকট শাস্ত্র, যুক্তি ব্যর্থ।

রামমোহনের বেদান্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কর্ম ও জ্ঞান এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়ই স্বীকার করেছেন। যে বেদান্তবাদী সংসার ও স্বজনকে মিথ্যা মনে করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন রামমোহন রায় তাঁকে স্বীকার করতে পারেন নি।

পঞ্চোপনিষৎ ।। রামমোহন পাঁচখানা উপনিষৎ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, যথা, তলবকার উপনিষৎ (জুন, ১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (জুলাই, ১৮১৬), কঠোপনিষৎ (আগস্ট, ১৮১৭), মাণ্ডূক্যোপনিষৎ (অক্টোবর, ১৮১৭), মুণ্ডকোপনিষৎ (ফেব্রুয়ারী, ১৮১৯)। রামমোহন দশখানা উপনিষৎ অনুবাদ করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঁচখানা উপনিষৎ-এর অনুবাদ করতে সক্ষম হন। উপনিষৎ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হ'ল, 'ব্রহ্মবিষয়ের বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহা যায়। অথবা যে বিদ্যা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান সেই বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহি। শমদমাদিবিশিষ্ট পুরুষ উপনিষদের অধিকারী জানিবে। সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম উপনিষদের বক্তব্য হয়েন। সর্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। আর উপনিষদের সহিত মুক্তির জন্যজনকভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা সর্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি তাহা হয়।' ঈশোপনিষৎ-এর অনুবাদের 'অনুষ্ঠান' অংশে রামমোহন ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলেছেন যে, কেউ কেউ এরূপ মন্তব্য করেছেন যে অনুবাদের মধ্য দিয়ে অনুবাদকের মত ব্যক্ত হয়। আসলে তা তো নয়। তিনি বললেন, 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি-সকল বিবেচনা করিলে অনায়াসেই জানিবেন যে এ কেবল দুষ্প্রবৃত্তিজনক বাক্য হয় এ সকল শাস্ত্র শ্রমপূর্বক ভাষা করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহার মত জ্ঞান স্বদেশীয় লোকসকলের অনায়াসে হইয়া এ অকিঞ্চনের প্রতি তুষ্ট হয়েন কিন্তু মনোদুঃখ এই যে অনেক স্থানে তাহার বিপরীত দেখা যায়।' যাঁরা পুরাণ তন্ত্রের উল্লেখ ক'রে সাকার উপাসনা সমর্থন করেন তাঁদের মত খণ্ডন করবার উদ্দেশ্যে তিনি ঈশোপনিষৎ-এর অনুবাদের ভূমিকায় লিখলেন 'পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ২ এইরূপে করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্মে প্রবর্তনা হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।'

কঠোপনিষৎ-এর ভূমিকায় রামমোহন এই উপনিষৎ পাঠের সুফল বর্ণনা ক'রে বললেন 'পূর্বসঞ্চিত পুণ্যের দ্বারা অথবা তৎকালীন সৎকর্মাধীন যে সকল ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয় থাকে তাঁহাদের এই উপনিষদের শ্রবণ মননে অবশ্য যত্ন হইবেক এবং তাঁহারা ইহার অনুষ্ঠানের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা বিলম্বে অথবা ত্বরায় কৃতার্থ হইবেন।' মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-এর একটি

ভূমিকাতেও রামমোহন ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার সত্তা অর্থাৎ তেঁহ আছেন এই মাত্র জানা যায় কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোনোমতে জানা যায় না যেমন এই শরীরে জীব সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন ইহাতে সকলের বিশ্বাস আছে কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয় ইহা কেহ জানেন না।'

মুণ্ডকোপনিষৎ মুদ্রণের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথমে মূল সংস্কৃত এবং পরে তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। রামমোহনের উদ্দেশ্য, শুধু কেবল উপনিষদের অনুবাদ করা নয়। সেই অনুবাদের মধ্য দিয়ে সাধারণ লোকের মন ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করা। সেজন্য অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাখ্যামূলক ভূমিকার অবতারণা করেছেন। তাঁর অনুবাদ সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ হয় নি। তবে অনুবাদের ভাষা যথেষ্ট সবল ও সাবলীল।

উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬) ।। বিষ্ণুভক্ত মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে রামমোহনের ঘোরতর বিতর্ক হয়েছিল। উৎসবানন্দের প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন সংস্কৃতভাষায় তিনটি বিচার পুস্তিকা রচনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'এই বিচারকেই রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচারগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম গণ্য করিতে হইবে।'

উৎসবানন্দ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতার একত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্বীকার ক'রেও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছেন। রামমোহন বলেছেন, উৎসবানন্দ যেমন বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চেয়েছেন, শিবভক্তও তেমনি শিবের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পারেন। অন্য কোনো দেবতার ভক্ত আবার সেই দেবতার উৎকর্ষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে পারেন। রামমোহন বিষ্ণুর পরমেশ্বরত্বের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রয়োগ ক'রে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মহিমাই প্রচার করেছেন।

ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭) ।। রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারে'র প্রতিবাদ ক'রে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বেদান্তচন্দ্রিকা' রচনা করেন। এই গ্রন্থে মৃত্যুঞ্জয় সাকার উপাসনার পক্ষে অনেক জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের আলোচনার মধ্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগুণের নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাঁর রচনাভঙ্গি একটু আক্রমণাত্মক। আলোচনার শেষাংশে রামমোহনকে আক্রমণ ক'রে তিনি লিখলেন, 'যদি বল আমি তাদৃশ অদ্বৈতজ্ঞানী হই এমন কহিও না তুমি তাদৃশ নও গীতাতে জীবন্মুক্তিবিবেকেতে তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ কহিয়াছেন তাহার গন্ধমাত্র স্পর্শ তোমাতে নাহি বরং বিরুদ্ধ অনেক সংপূর্ণ লক্ষণ আছে যেহেতুক তোমারদের লোকৈষণা ও বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা ও স্রক্‌চন্দনবনিতাদি ভোগবাসনা আছে এ সকলের মধ্যে একেরো থাকাতেও তত্ত্বজ্ঞানের অংকুরও হইতে পারে না, দ্বৈতজ্ঞানশূন্য হইয়া অদ্বৈতৈকরসসাগরে মগ্ন হইয়া থাক ভালমানুষেরদের সন্তানগুলি রক্ষা পাউক অনধিকার চর্চা না তোমরা কের কারো।' রামমোহন এই ধরনের আলোচনায় খুশি হ'য়ে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার জন্য প্রত্যাশা জানিয়েছিলেন। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে'র ভূমিকায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, ভট্টাচার্য দুরূহ সংস্কৃত শব্দে তাঁর রচনা দুর্বোধ ক'রে তুলেছেন। দ্বিতীয়ত তিনি মন্ত্র ও শ্লোকাদি কোন্ গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন তার নাম উল্লেখ করেন নি। তৃতীয়ত, 'বেদান্তচন্দ্রিকা'য় রামমোহন বলেন নি এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রেও তাঁর প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নিক্ষেপ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকায় ভট্টাচার্য যেন দুর্বাক্য প্রয়োগ না করেন এ অনুরোধ জানাবার সময় রামমোহন নিজেও তাঁর লেখনীকে একটু শ্লেষ কণ্টকিত ক'রে লিখলেন, 'ভট্টাচার্য শাস্ত্রালাপে দুর্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না।' রামমোহন গ্রন্থ মধ্যেও শ্লেষ ও ব্যঙ্গ অনেক স্থলেই ব্যবহার করেছেন, যথা, 'ভট্টাচার্য যেরূপ সৎকর্মান্বিত তাহাও আমরা নহি কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসু',

'ভট্টাচার্যেরা মন্ত্রবলে কাষ্ঠপাষাণ মৃত্তিকাদিকে সজীব করিতেছেন', 'ভট্টাচার্যের উচিত আপন প্রিয়পাত্র শিষ্ট সন্তানদের প্রতি এ প্রেরণা করেন যে তাঁহারা আপনার শরীরকে এবং দেব-শরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদনুরূপ কর্ম করেন', 'ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করি আপনি রাজসংক্রান্ত কর্মত্যাগ কেন না করেন', 'রাজাদের উপাসনায় যেমন উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষ দিয়া থাকে সেইরূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক বিশেষ এইমাত্র রাজাদের নিমিত্ত সে ঘুষ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্যাপ্ত হয় ঈশ্বরের নিমিত্ত ঘুষ ভট্টাচার্যের উপকারে আইসে' ইত্যাদি।

রামমোহন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার ক'রে নানা শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃতি দ্বারা ভট্টাচার্যের প্রত্যেকটি মত খণ্ডন করতে চেয়েছেন। ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'পরমাত্মা ও দেবাত্মাদেরো দেহ আছে।' রামমোহন বহু শাস্ত্রীয় বচন উল্লেখ ক'রে প্রমাণ করেছেন যে, ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যমাত্র। ভট্টাচার্যের মতে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মূর্তিতেই সম্ভব। কিন্তু রামমোহন বললেন, বস্তুকে সগুণ ব'লে মানলেই যে তাকে সাকার ভাবতে হবে তা নয়। রামমোহন ভট্টাচার্যের আর একটি মত খণ্ডন ক'রে বললেন মূর্তি উপাসনা ব্যতীত নিরাকার চৈতন্যময় ব্রহ্মের যে উপাসনা হয় না তা' নয়।

ভট্টাচার্য প্রতিমাপূজার পক্ষে কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। প্রথমত তিনি বলেছিলেন, প্রতিমা পূজার প্রমাণ শাস্ত্র। রামমোহন এর উত্তরে বললেন 'শাস্ত্রে প্রতিমাপূজার বিধি আছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন তাহাদের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।' ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় যুক্তি, বিশ্বকর্মার প্রণীত শিল্পশাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্মাণের উপদেশ। এর উত্তরে রামমোহন বললেন, 'প্রতিমা-পূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার নির্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতিমার নির্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয় তাহাও লিখিয়াছেন।' ভট্টাচার্যের তৃতীয় যুক্তি, নানা তীর্থস্থানেতে প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। রামমোহন উত্তর দিলেন, 'যে সকল ব্যক্তি তীর্থগমনের অধিকারি তাহারাই প্রতিমাপূজার অধিকারি অতএব তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায় তবে সুতরাং তাহাদের তীর্থগমনের তাবদভিলায থাকিবেক না এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে'। ভট্টাচার্যের চতুর্থ যুক্তি, প্রতিমাপূজা শিষ্টাচারসিদ্ধ। রামমোহন বললেন, 'যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন তাঁহাদের অনেকেই প্রতিমাপূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য উহার প্রচার করাইতেছেন'। ভট্টাচার্যের পঞ্চম যুক্তি, প্রতিমা-পূজা পরম্পরাসিদ্ধ। রামমোহনের উত্তর 'যে কোনো মত কি বৌদ্ধ কি জৈন কি বৈদিক কি অবৈদিক একবার ভ্রমেই বা কি যথার্থ বিচারের দ্বারাই বা কথক লোকের গ্রাহ্য হয় তাহার পর সেই মতের নাশ সম্যক প্রকারে প্রায় হয় না সেইরূপ প্রতিমাপূজা প্রথমত কথক লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে'।

গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮) ।। যে গোস্বামীর সঙ্গে রামমোহন বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি সম্ভবত রামগোপাল শর্মা। গোস্বামী যে সাকার উপাসনার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন তার প্রতিবাদ করাই ছিল রামমোহনের প্রধান উদ্দেশ্য। গোস্বামী লিখেছিলেন, 'তোমাদের যদি কোনো বেদান্তভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার এমৎ জ্ঞান হইয়া থাকে তবে সে কুজ্ঞান।' এর উত্তরে রামমোহন বহু শ্রুতিবচন উদ্ধৃত ক'রে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। গোস্বামী বলেছিলেন বেদ ও বেদান্তশাস্ত্র সাধারণ মানুষের বোধগম্য হ'তে পারে না। উত্তরে রামমোহন এইমত প্রকাশ করলেন যে, 'বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই।' গোস্বামীর মতে, পুরাণ-ইতিহাসকেও বেদ বলা উচিত এবং বেদব্যাস স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। কিন্তু রামমোহনের

বক্তব্য, 'শ্রীভাগবত বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ প্রমাণ নহেন।' গোস্বামী লিখেছিলেন যে, ব্রহ্ম স্বয়ং সাকার কৃষ্ণমূর্তি। রামমোহনের মত, 'যে বস্তু সাকার সে নিত্য সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ কদাপি হইতে পারে না।' গোস্বামীর মতে, 'জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয় এবং ভক্তির দ্বারাও সাক্ষাৎ মুক্তি হয়।' কিন্তু রামমোহন মুক্তিলাভের উপায়রূপে জ্ঞানের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮) ।। সহমরণ সম্পর্কে এটি প্রথম পুস্তিকা। রামমোহন সহমরণের বিরুদ্ধবাদীর যুক্তিগুলি শুধুমাত্র উত্থাপন না ক'রে নাটকীয় রীতিতে প্রবর্তক ও নিবর্তক নামক দুই চরিত্রের মুখ দিয়ে সহমরণের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি উল্লেখ করেছেন। এর ফলে বিতর্ক খুবই সরস ও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে এবং পাঠকেরা দুই পক্ষের যুক্তি শুনে স্বাধীনভাবে নিজেদের মত গঠন করতে সক্ষম হয়। দুই পক্ষের বক্তব্যই জোরালো ও শাস্ত্রীয় তথ্য ও প্রমাণপূর্ণ। কিন্তু নিবর্তকের বক্তব্যের মধ্যে ধার ও ভার বেশি এবং সেই বক্তব্যই যে লেখকের তা' সহজেই বোঝা যায়। প্রবর্তক অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষির বচন উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন, 'যে স্ত্রী ভর্তার সহিত পরলোক গমন করে সে মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং স্বামিকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে।' পক্ষান্তরে নিবর্তক মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির উক্তি উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, তাঁরা বিধবার ব্রহ্মচর্য ধর্মপালনের কথাই বলেছেন। নিবর্তক আরো বলেছেন 'তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছাপিয়া রাখ।' নিবর্তকের মতে, 'এ কেবল জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা।' এর উত্তরে প্রবর্তকের বক্তব্য এই যে, এরূপ বন্ধনাদি পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। নিবর্তক তীক্ষ্ণভাষায় প্রশ্ন করলেন, কোনো অন্যায় পরম্পরায় চলে এলেই কি তা সমর্থন করতে হবে? প্রবর্তক নূতন যুক্তি দিলেন, বিধবা অবস্থায় ব্যভিচারের সম্ভাবনা আছে। নিবর্তক এই যুক্তিও অগ্রাহ্য করলেন এই বলে যে, পতি বর্তমান থাকতেও তো অনেক স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়। প্রবর্তক শেষ পর্যন্ত নিবর্তকের কাছে যেন পরাজয় বরণ ক'রে নিলেন।

প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯) ।। কাশীনাথ তর্কবাগীশের 'বিধায়ক নিষেধক সম্বাদের প্রত্যুত্তরে এই পুস্তিকাটি লিখিত। পুস্তিকার শেষ অংশে প্রবর্তক সহমরণের পক্ষে কতকগুলি যুক্তি পুনরায় উত্থাপন করে বলেছেন, 'স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্মজ্ঞানশূন্যা হয়।' নারীসমাজ সম্পর্কে এই হীন উক্তিগুলি রামমোহন পর পর খণ্ডন করেছেন। প্রথমত, স্ত্রীলোক অল্পবুদ্ধি এ-অভিযোগ গ্রাহ্য নয়। প্রাচীন ভারতের মৈত্রেয়ী, লীলাবতী, ভানুমতী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতির দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় যে, বিদ্যাভ্যাস হ'লে নারী সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিনী হ'য়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়ত, যে নারী অসাধারণ স্থৈর্যের সঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করে তাকে অস্থিরান্তঃকরণ বলা খুবই অসঙ্গত। তৃতীয়ত, বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় আলোচনা করলে দেখা যায়, পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার সংখ্যা স্ত্রীলোকের বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি। চতুর্থত, নারী সানুরাগা এ-অভিযোগও ভিত্তিহীন। এক এক পুরুষের বহু পত্নী থাকে, কিন্তু নারীর একজনমাত্রই স্বামী এবং সেই স্বামীর মৃত্যুতে নারীকে হয় সহমৃতা হ'তে হয়, অথবা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। পঞ্চমত, নারীর ধর্মভয় অল্প এও নিতান্ত অধর্মের কথা। বিবাহের পর কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রীরা হয় পিতা কিংবা ভ্রাতার সংসারে অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে বাস করতে থাকে অথবা স্বামীর গৃহে দাসীর মত যাবতীয় কাজকর্ম করেও শুধু তিরস্কার ও গঞ্জনা লাভ করে। রামমোহন এই পুস্তিকার শেষে ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলেছেন, 'দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।'

গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮) ।। গায়ত্রীর অর্থজ্ঞানের উপর রামমোহন কেন গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা' ব্যাখ্যা ক'রে তিনি আলোচ্য পুস্তিকার ভূমিকায় বলেছেন, 'প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী ইহাঁকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং অনেকে ইহার পুরশ্চরণো করিয়া থাকেন অথচ তাঁহারদের গায়ত্রীপ্রদাতা আচার্য অথচ পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হইতে তাঁহাদিগ্যে পরাঙ্মুখ রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ তাহা অনেককে কহেন না এবং ওই জপকর্তারাও ইহার কি অর্থ তাহা জানিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথার্থ ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন এ কারণ ইহার অর্থজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের জপের সাফল্য হয়.।' নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদের সঙ্গে গায়ত্রীর তিনটি ভাগের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। গায়ত্রীর প্রথম অংশ ওঁ--অর্থ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, ত্রিত্ববাদের পিতার সঙ্গে এর মিল রয়েছে। গায়ত্রীর দ্বিতীয় অংশ ব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূঃ ভুবঃ এবং স্বঃ দ্বারা সমস্ত জগতে ঈশ্বরের প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। এই অংশের সঙ্গে ত্রিত্ববাদের পুত্রের ভাবসাদৃশ্য রয়েছে। গায়ত্রীর তৃতীয় অংশে বলা হয়েছে, 'সূর্যদেবের অন্তর্যামী সেই প্রার্থনীয় সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে আমাদের অন্তর্যামীরূপে আমরা চিন্তা করি যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির বৃত্তিসকলকে প্রেরণ করিতেছেন।' এই অংশের সঙ্গে ত্রিত্ববাদের পবিত্রাত্মার মিল রয়েছে। খ্রীষ্টীয় মতে, পবিত্রাত্মা আত্মাতে পবিত্রতা শুভবুদ্ধি প্রেরণ করেন।

আত্মানাত্মবিবেক (১৮১৯) ।। শঙ্করাচার্যরচিত এই পুস্তিকাটির মূল সংস্কৃত সহ অনুবাদ রামমোহন প্রকাশ করেন। পুস্তিকার গোড়াতেই বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়গোচর সকল বস্তুই অনাত্মা, সর্বসাক্ষি ব্রহ্ম যিনি তিনিই আত্মা। দুঃখের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। অজ্ঞান থেকে জন্মে অবিবেক, অবিবেক থেকে অভিমান, অভিমান থেকে রাগ রাগ থেকে কর্ম কর্ম থেকে শরীর পরিগ্রহ, শরীর পরিগ্রহ থেকে দুঃখের উৎপত্তি। সর্বতোভাবে শরীর পরিগ্রহ নাশ হলেই দুঃখের নিবৃত্তি। পরিশেষে জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ আমি ইহাতে সংশয় সম্ভাবনা বিপরীতভাবনারহিত হইয়া যেভাবে সে জীবন্মুক্ত হয়।'

কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০) ।। কবিতাকার কে তা জানা যায় নি। কবিতাকারের অভিযোগ ছিল যে রামমোহন বেদ ও মন্ত্রের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করেছেন। রামমোহন এই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। তিনি কবিতাকারের আর একটি অভিযোগও অস্বীকার ক'রে বলেছেন যে, তিনি স্মার্ত ভট্টাচার্যের প্রতি কোনো দ্বেষ পোষণ করেন না। রামমোহন তাঁর পুস্তকাদি প্রকাশ ক'রে দেশের ধর্ম নষ্ট করছেন, কবিতাকারের এই অভিযোগের উত্তরে তিনি বললেন 'ধর্মকে অধর্ম করিয়া ও অধর্মকে ধর্মরূপে যাঁহাদের জ্ঞান তাঁহারা পরমেশ্বরের উপদেশকে ধর্মনাশের কারণ করিয়া যে কহিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি আছে।' রামমোহনকে যত লোক আক্রমণ করেছেন তাঁদের মধ্যে কবিতাকারের আক্রমণই সবচেয়ে তীব্র মনে হয়। এই আক্রমণের উত্তর দিতে গিয়ে রামমোহনও মাঝে মাঝে যেন তাঁর যত্নরক্ষিত সংযম হারিয়ে প্রতি-আক্রমণ ক'রে ফেলেছেন, যথা 'কবিতাকার প্রভৃতির ন্যায় আমরা পৌত্তলিক নহি যে দীর্ঘ তিলক ছাপা ও খোল করতালের সহিত নগরকীর্তন করিয়া অথবা সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা ও রক্তবস্ত্রাদি পরিধান ও নৃত্যগীতের দ্বারা আপন উপাসনা অন্যকে জানাইব এবং আমরা কোন২ বিশেষ পৌত্তলিকের ন্যায় নহি যে উপাস্যকে ঘোর প্রতারণার দ্বারা গোপন করিব।' এই কথাগুলি থেকে বোঝা যায় ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহন তাঁর ক্রুদ্ধ ঘৃণাকে জাগিয়ে রেখেছিলেন, শান্ত শ্রদ্ধা দ্বারা অপর ধর্মকে জয় করার চেষ্টা করেন নি। কবিতাকার বলেছিলেন, রামমোহন ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা যবনের ন্যায় পোষাক পরিধান ক'রে দরবারে

যান। এর উত্তরে রামমোহন বললেন, ধর্মের সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রাদির কি সম্পর্ক আছে? আর কবিতাকার এবং অনেক পৌত্তলিকই তো শিল্পবস্ত্র পরিধান ক'রে থাকেন।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০) ।। 'ব্রাহ্মণধর্মতৎপর' সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী সাঙ্গ-বেদপাঠহীন অনেক ব্রাহ্মণের কাছে একটি পত্রে লিখেছিলেন যে, বেদাধ্যয়নহীন ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নন। কিন্তু রামমোহনের বক্তব্য এই যে বর্ণাশ্রমকর্মহীন ব্যক্তিরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে। তিনি আরো বলেছেন, শূদ্র ও নারী যাঁদের বেদাধ্যয়নের অধিকার ছিল না তাঁরাও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে পারতেন। এই বিচার থেকে বোঝা যায় যে, রামমোহন বেদের কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ছিলেন না। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল। ব্রহ্মবিদ্যাতে যে সকলেরই অধিকার আছে, রামমোহনের এই মতের মধ্য দিয়ে তাঁর উদার চিন্তা ও সমানাধিকারবোধের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১) ।। শ্রীরামপুরের এক খ্রীস্টান পাদরী হিন্দুদের বিভিন্ন শাস্ত্রের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ক'রে সমাচার দর্পণে একখানি পত্র প্রকাশ করেন। রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মা এই নামে ওই পত্রের একটি প্রতিবাদ সমাচার দর্পণে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু প্রতিবাদ-পত্রখানি সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয় না। তখন রামমোহন ব্রাহ্মণ সেবধি নামক পত্রিকা প্রকাশ ক'রে পাদরীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। এই পত্রিকার বারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথমেই রামমোহন বলেছেন যে, ইংরেজ অধিকারের প্রথম ত্রিশ বছর এদেশীয় লোকেদের ধর্মে কোনো হস্তক্ষেপ করা হয় নি, কিন্তু শেষ কুড়ি বছর ধ'রে মিশনারীরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে ওই সব ধর্মাবলম্বী লোকেদের খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা ক'রে চলেছে। অবশ্য চিরকালই বিজয়ী জাতি জোর ক'রে নিজের ধর্ম বিজিত জাতির উপরে চাপাবার চেষ্টা ক'রে এসেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় খ্রীস্টান পাদরীর প্রশ্ন ও রামমোহনের উত্তরগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ সেবধিতে প্রকাশিত উত্তরের প্রত্যুত্তর 'ফ্রেন্ড-ইন্ডিয়া'র ৩৮ সংখ্যায় শুধু কেবল ইংরেজী ভাষাতে প্রকাশিত হয়েছিল। রামমোহন তৃতীয় সংখ্যায় যীশু খ্রীস্ট সম্পর্কে পাল্টা কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। খ্রীস্টান মিশনারীরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে যে সব অবজ্ঞাসূচক উক্তি করেছিলেন রামমোহন সেগুলির তীব্র প্রতিবাদ করলেন। রামমোহন হিন্দুধর্মের সাকার উপাসনা এবং আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমালোচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্মের উপর বিদেশী মিশনারীর আক্রমণ সহ্য করতে পারেন নি। এর মধ্যে তাঁর স্বাজাত্যবোধ ও স্বধর্মপ্রীতির পরিচয়ই পাওয়া যায়।

চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২) ।। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণ ক'রে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন। ওই প্রশ্নগুলির মধ্যে রামমোহন রায়ের প্রতি নিন্দাসূচক ইঙ্গিত করা হয়েছিল। ওই প্রশ্নগুলির উত্তরে রামমোহন 'চারি প্রশ্নের উত্তর' লিখেছিলেন। প্রথম প্রশ্ন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী এবং তাঁদের সংসর্গীরা স্বস্ব জাতীয় ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করছেন, তাঁদের সঙ্গে সংসর্গ অকর্তব্য কিনা। উত্তরে রামমোহন বললেন, একজন ভাক্ত কর্মী অপর এক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীকে স্বধর্মচ্যুত ব'লে যদি নিন্দা করে তবে তা ঠিক এক অন্ধ অপর অন্ধের এবং এক খঞ্জ অপর খঞ্জের নিন্দা করার মত হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, যাঁরা সদাচার সম্বন্ধহীন বিরুদ্ধ কাজ করেন অথচ নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞানী বলেন তাঁদের পক্ষে যজ্ঞোপবীত ধারণ করা নিরর্থক কিনা। রামমোহন উত্তর দিলেন ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী যদি নিজের উপাসনায় বিহিতধর্মের সহস্রাংশের এক অংশও না করেন তা' হ'লে তিনি প্রথমে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ ক'রে অপরকে উপবীত ত্যাগ করার কথা বললেই ভালো হয়। কোনো ব্যক্তির আচার ব্যবহার ভিন্ন হ'লেই তাঁর যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক এরূপ বলা উচিত নয়। তৃতীয় প্রশ্ন, ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবৈধ হিংসা দ্বারা আত্মোদর ভরণের জন্য ছাগাদি বধ অনুচিত কিনা। রামমোহন উত্তরে বললেন আগমবিহিত মাংসভোজনে অধর্ম হয় না। চতুর্থ প্রশ্ন, অনেক বিশিষ্ট সন্তান লোকলজ্জা ধর্মভয় পরিত্যাগ ক'রে বৃথা

কেশচ্ছেদন, সুরাপান, ও বেশ্যাগমন করেন। তাদের শাসনের অভাবে এ সকল দুষ্কর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে। রামমোহন উত্তর দিলেন, এধরনের লোক অবশ্যই বিরুদ্ধকারী এবং শাসনযোগ্য। কিন্তু তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে মদ্যপান কোথায় কোথায় দূষণীয় নয় তা' উল্লেখ করেছেন। আর 'তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়।' মদ্যপান ও বিবাহ সম্পর্কে রামমোহনের মত সহনশীল ছিল, বোঝা যায়।

প্রার্থনাপত্র (১৮২৩) ।। এই ক্ষুদ্র পত্রে রামমোহন বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। নিরাকার পরমেশ্বরের যাঁরা উপাসক তাঁরা ঐ ধরনের উপাসকদের প্রতি প্রীতিমান হবেন। একেশ্বরবাদী অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিও তাঁরা ভ্রাতৃভাবাপন্ন হবেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে একেশ্বরবাদী ব্যক্তিরাও যে সর্বধর্মভাবাপন্ন একথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এদেশীয় ও বিদেশীয় যেসব অবতারবাদী ব্যক্তি উপাস্যদেবতার প্রতিমা নির্মাণ না ক'রে মনে মনে তাঁর ধ্যান করেন তাঁরা দ্বিতীয় ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত, এবং তাঁদের প্রতিও অনুকূল ভাব দেখান উচিত। রামমোহন তৃতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেসব বিদেশীয় ও এদেশীয় ব্যক্তিকে যাঁরা উপাস্য দেবতার মূর্তি নির্মাণ ক'রে পূজা করেন। তাঁদের প্রতিও বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। এই পত্রে ধর্মবিষয়ে রামমোহনের উদারতা ও শ্রদ্ধাশীলতার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

পাদরি ও শিষ্য সংবাদ (১৮২৩) ।। বিদেশাগত এক খ্রীষ্টান পাদরী ও তাঁর তিন চীনা শিষ্যের মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন এই পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। গূঢ় শ্লেষ ও তীক্ষ্ন বিদ্রূপে এই কথোপকথন সরস ও আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে। এরূপ রসরচনা রামমোহনের হাত থেকে আর বার হয় নি। চীনা শিষ্য তিনজনকে আপাতদৃষ্টিতে সরল ও স্থূলবুদ্ধি মনে হয়। কিন্তু আসল আপাতনির্বোধ কথাগুলির মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের ধর্মপ্রচারে অসংগতি ও নিষ্ফলত্ব এবং তাঁদের প্রচারিত ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে অমিল ও অসামঞ্জস্য দেখানো হয়েছে। ঈশ্বরের ত্রিত্ব এবং যীশুখ্রীষ্টের ঐশ্বরিকতা সরল কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অস্বীকৃত হয়েছে।

পথ্য প্রদান (১৮২৩) ।। 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী 'পাষণ্ডপীড়ন' রচনা করেন। ওই গ্রন্থের উত্তরে রামমোহন 'পথ্যপ্রদান' লেখেন। 'পাষণ্ডপীড়নে' রামমোহনের প্রতি অনেক কটূকাটব্য বর্ষিত হয়েছিল, যথা 'অবিরত মনস্তাপতাপিত', 'ভাক্ত-তত্ত্বজ্ঞানী', 'পাণ্ডিত্যাভিমানী' ইত্যাদি। রামমোহনের উত্তরকে বলা হয়েছিল 'স্বকপোলকল্পিত', 'নানাবাগাডম্বরিত', 'অন্তঃসারবর্জিত', 'নয়নধূলিপ্রক্ষেপসদৃশ' ইত্যাদি। রামমোহন তাঁহার গ্রন্থে ওই সব কটূক্তির উত্তর দানে বিরত ছিলেন। শুধু কেবল মাঝে মাঝে তাঁর উক্তিতে একটু আধটু ঝাঁঝ এবং তীক্ষ্ন ও বক্র উক্তির ঝলকানি দেখা গেছে। ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর নাম দিলেন তিনি ধর্মসংহারক। ওই নামেই সর্বত্র তাঁকে উল্লেখ করলেন। 'পথ্যপ্রদান' রামমোহনের সর্ববৃহৎ বিচারগ্রন্থ। সব বিচারগ্রন্থের বক্তব্যই এখানে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬) ।। রামমোহন এই পুস্তিকায় মনু কথিত তিন-প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের মধ্যে তৃতীয় প্রকার গৃহস্থের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। 'পঞ্চযজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন এইরূপ চিন্তনের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থেরা তৎ তৎ কর্ম নিষ্পন্ন করেন।' স্বশাখাদি বেদপাঠ, তর্পণ নিত্যহোম ইন্দ্রাদির উদ্দেশে অন্নাদিপ্রদান এবং অতিথি সেবন, এই হ'ল পঞ্চ যজ্ঞ। 'পূর্বোক্ত কর্মসকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম-চিন্তনে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন।' ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ইচ্ছা করলে বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু ত্যাগ করা যে একান্ত আবশ্যক তাও নয়।

কায়স্থের সহিত মদ্যপানবিষয়ক বিচার (১৮২৬) ।। মদ্যপান সম্পর্কে রামমোহনের মত বেশ উদার ছিল। 'চারি প্রশ্নের উত্তর' ও 'পথ্যপ্রদানে' মদ্যপানের পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করে-ছিলেন। আলোচ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকাকেও তিনি বলতে চেয়েছেন, মদ্যপান করলে ধর্মলোপ হয় না।

বজ্রসূচী (১৮২৭) ।। মৃত্যুঞ্জয় আচার্যের বজ্রসূচী নামক গ্রন্থের প্রথম নির্ণয় বাংলা অনুবাদসহ রামমোহন প্রকাশ করেন। গোড়াতেই গ্রন্থের পরিচয় রয়েছে, 'অজ্ঞানের নাশ করেন এমতরূপ বজ্রসূচী নামে শাস্ত্র কহিতেছি যে শাস্ত্র অজ্ঞানিদের দূষণ আর জ্ঞানিদের ভূষণ হন।।' প্রকৃত ব্রাহ্মণ কাকে বলা যায় তাই এই পুস্তিকায় আলোচিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ কে? জীবাত্মার ব্রাহ্মণত্ব সম্ভব নয়। দেহের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করা যায় না। জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব চিহ্নিত করা যায় না। বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণকে চেনা যায় না। ধর্মাচরণের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। পাণ্ডিত্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব নির্ধারণ করা যায় না। কর্মদ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব পরিচায়িত হয় না। তবে ব্রাহ্মণ কে? - 'কিন্তু করতলস্থিত আমলকী ফলে যেমন নিশ্চয় হয় তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শমদমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান যে ব্যক্তি হন, তাহারেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়।' লেখকের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, 'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ অন্য নহে ইহা নিশ্চয় হইল।'

গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানং (১৮২৭) ।। এই পুস্তিকায় যে তত্ত্বটি প্রতিপন্ন হয়েছে তা' হল এই যে, বেদপাঠ ব্যতীত কেবল গায়ত্রী জপদ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা হয়। 'গায়ত্রীর অর্থ' পুস্তিকার দশ বছর পরে আলোচ্য পুস্তিকাটি রচিত হয়। 'যে ব্যক্তি প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া জপ করে সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হয় এবং পবনতুল্য বিভূতিবিশিষ্ট হইয়া শরীর নাশের পর ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।' রামমোহন গায়ত্রী সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রকারের মত উদ্ধৃত করেছেন। মহানির্বাণপ্রদায়ী তন্ত্রে বলা হয়েছে, 'প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হন তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা করিয়া গায়ত্রী ঝটিতি শুভ প্রদান করেন।'

ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮) ।। আলোচ্য ক্ষুদ্র পত্রে প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সব ধর্মের মূল বিষয় দুটি প্রথমত পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা রাখা, দ্বিতীয়ত পরস্পরের প্রতি সৌজন্য ও সাধু ব্যবহার করা। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে যথাক্রমে ধর্মসাধনার আন্তর ও বাহ্য রূপ নিহিত রয়েছে।

ব্রহ্মসংগীত (১৮২৮) ।। ব্রহ্মসংগীতগুলি রামমোহনের রচনাবলীর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র মাধুর্যমণ্ডিত স্থানে যেন রক্ষিত হয়ে আছে। অন্যান্য রচনার মধ্যে তাঁর বিচার ও বৈদগ্ধের প্রখর দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলির আবেদন আমাদের চিন্তাশীল মনের কাছে। কিন্তু ব্রহ্মসংগীতগুলির মধ্যে তাঁর অকপট আকুতি ও অনুভূতির স্নিগ্ধ সরসতাই বিদ্যমান। এদের আবেদন ভাবাপ্লুত সাধক চিত্তের গভীরতম স্তরে। বিতর্ক কণ্টকিত এবং যুক্তির উপলবিক্ষিপ্ত গদ্যের পথ থেকে আমরা কবিতার ভাবভাষা ও ছন্দের সুষমা উদ্যানে এসে যেন ক্ষণিক আরাম বোধ করলাম। ব্রহ্মসংগীতগুলি গীত হবার উদ্দেশ্যেই রচিত সেজন্য প্রত্যেকটি সংগীতের সঙ্গে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। ভাবের অখণ্ডতা অনুভূতির আন্তরিকতা এবং সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গির জন্য সংগীত হিসাবে এগুলি সার্থক রচনা। গানগুলির মধ্যে নিরাকার, সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের মহিমাই ব্যক্ত হয়েছে এবং সংসারের প্রতি বৈরাগ্য এবং ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যে ভক্তিভাব সংগীতগুলির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে তা হৃদয়ের নির্বিচার উচ্ছ্বাসপ্রবাহ নয়, তা যুক্তি ও বিচারনিয়ন্ত্রিত জ্ঞানাশ্রিত ভগবৎপরায়ণতা। ভগবানের মূর্তিময়রূপ পরিহার এবং সাকার উপাসনা বর্জনের সচেতন প্রয়াসই সংগীতগুলির মধ্যে পরিস্ফুট। ভগবান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত তন্ময়তার ভক্তিরসাপ্লুত ভাব এগুলির মধ্যে ফোটে নি, সংশয় ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে জ্ঞানগ্রাহ্য ভগবানের সন্ধানই এদের মধ্যে চলেছে। তবে ধর্মসাধনার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ চোখে পড়ে, যথা, জীবনের অনিত্যতা-

বোধ, জন্মের অভিশাপ মৃত্যুর অনিবার্যতা, ষড়রিপু দমনের সংকল্প এবং ভগবৎপদে অন্তিম আশ্রয়লাভের আকুলতা ইত্যাদি।

অনুষ্ঠান (১৮২৯) ।। আলোচ্য পুস্তিকায় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপাসনার অর্থ কি? কে উপাস্য? তাঁর স্বরূপ কি প্রকার? এই উপাসনার কেউ বিরোধী আছে কি? নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন কি? এই উপাসনা কিপ্রকারে করা যায়? এই উপাসনাতে লোকযাত্রা নির্বাহের নিয়ম কিরূপ? এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সরল ও স্পষ্ট হয় সেজন্য এই রীতি রামমোহনের ধর্মীয় বক্তব্য পরিস্ফুটনের পক্ষে উপযোগী হয়েছে।

সহমরণ বিষয় (১৮২৯) ।। আলোচ্য পুস্তিকায় বিপ্রনামা ও মুগ্ধবোধছাত্র নামে দুই ব্যক্তির সংগে রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচার সন্নিবেশিত হয়েছে। বিপ্রনামার সঙ্গে গীতার তত্ত্ব নিয়েই বিচার হয়েছে। আর মুগ্ধবোধছাত্রের সংগে শাস্ত্রীয় বিচার প্রসঙ্গে সহমরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, সহমরণাদি কাম্য কর্মের নিন্দা ও নিষেধ গীতায় রয়েছে। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারও সহমরণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। ঋগ্বেদে যে সহমরণের বিধি নেই রামমোহন এ-বিষয়টিও শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হারীতের সহমরণ সম্পর্কে সমর্থনসূচক বচনের প্রতি তিনি গুরুত্ব দেন নি।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) ।। রামমোহনের সর্বশেষ গ্রন্থ। ইংরেজীতে তিনি ইতিপূর্বেই ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তার নাম ছিল Bengali Grammar in the English Language. গৌড়ীয় ব্যাকরণ ওই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ নয়। এ গ্রন্থটি তিনি স্কুল বুক সোসাইটির অভিপ্রায়ে রচনা করেন। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'র ভাষা রামমোহনের রচনাবলীর মধ্যে সব চেয়ে সরল ও সহজ। এই ভাষাকে একেবারে আধুনিক ভাষা বললেই চালান যায়। এ-কথা সত্য যে, তিনি ছাত্রদের উপযোগী ব্যাকরণ রচনা করছেন এ-সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা ছিল, কিন্তু তবুও ১৮৩০ সালে এত সহজ বাংলা গদ্য রচনা করা সম্ভব ছিল এই ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

প্রথম অধ্যায়ে লেখক ধ্বনি, বর্ণ শব্দ, অক্ষর প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বাংলা ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট উচ্চারণপদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক মন্তব্য করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট প্রত্যয়গুলি আলোচনাতেও তিনি মৌলিক দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যে অবিকল সংস্কৃত ব্যাকরণের পথ অনুসরণ করে চলে না, শব্দগঠন, পদের অন্বয় ও বাক্যবিন্যাসরীতি যে বাংলায় ভিন্নধরনের এ-সম্পর্কে তিনি নির্দেশ করে গেছেন। উদাহরণগুলিতেও তিনি খাঁটি তদ্ভব শব্দ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য হল ভাষার বিশিষ্টতাগুলিকে নিয়মবন্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ করে রাখা। ভাষার উচ্চারণ ও গঠনবৈশিষ্ট্যগুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে সেগুলিই নিজস্ব-রীতিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে গেছেন। যান্ত্রিকভাবে তিনি শুধু কেবল কয়েকটি সূত্র ও সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি। বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনার দ্বারা পাঠকের মনে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাই জাগিয়ে তুলেছেন। বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই ব্যাকরণে বাংলাভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই তিনি আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
১লা বৈশাখ, ১৩৮০
(১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৩)

অজিতকুমার ঘোষ

বেদান্ত গ্রন্থ

THE

BENGALEE TRANSLATION

OF THE

V E D A N T,

OR

RESOLUTION

OF ALL THE

V E D S;

THE MOST CELEBRATED AND REVERED WORK

OF

B R A H M I N I C A L T H E O L O G Y,

ESTABLISHING THE UNITY

OF

The Supreme Being.

AND

THAT HE IS THE ONLY OBJECT OF WORSHIP

TOGETHER WITH

A P R E F A C E,

B Y T H E T R A N S L A T O R

C A L C U T T A.

FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO

1815.

ভূমিকা

।।ওঁ তৎ সৎ।। বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কৃত শব্দে জে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্থৈর্য্য কোন মতে থাকে না জেহেতু ব্যুৎপত্তিবলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য২ বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন শাস্ত্রের কি প্রকার তাৎপর্য্য তাহার নিশ্চয় হইতে পাবে না ইহার কাবণ এই জে সংস্কৃতে নিয়ম করিয়াছেন জে শব্দ সকল প্রায়স ধাতু হইতে বিশেষ২ প্রত্যয়েব দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই ধাতুব অনেকার্থ এবং প্রত্যযো নানা প্রকাব অর্থে হয় অতএব প্রতি শব্দের নানা প্রকার ব্যুৎপত্তিবলেতে অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে সকলে অনাযাসে নিশ্চয় করিবেন জে যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্তশাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক [২] পাঁচ শত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিম্বা মনুষোব প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপেব বর্ণন অবশ্য হইত কিন্তু ওই সকল সূত্রে ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চ্চাব লেশ নাই। যদি বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণবিশিষ্ট দেবতাব এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন করিযাছেন অতএব তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্য হযেন ইহাব উত্তব এই অত্যল্প মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক জে এমত কথনের দ্বারা ওই দেবতা কিম্বা মনুষ্যের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয নাই জেহেতু বেদেতে জেমন কোন কোন দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্বকথন দেখিতেছি সেইরূপ আকাশের এবং মনেব এবং অন্নাদির স্থানে২ বেদে ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন আছে এ সকলকে ব্রহ্ম কথনের তাৎপর্য্য বেদের এই হয জে ব্রহ্ম সর্ব্বময় হয়েন তাহার অধ্যাস কবিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকাব ববা জায় পৃথক্ পৃথক্কে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন কবা বেদেব তাৎপর্য্য নহে এইমত সিদ্ধান্ত বেদে আপনি অনেক স্থানে করিযাছেন তবে অনেকেই কখন পশু পক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিযা ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ কবেণ বোধগম্য করা যায় না এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকা[৩]লেব পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইযাছে। লোকেতে বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্ব্বশিক্ষা ও সংস্কাবের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকো এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে একপ্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ কবিলেক ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন জে আমারদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব্ব পরম্পরায়ে এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।।—

তিন চারি বাক্য লোকের প্রবৃত্তির নিমিত্ত রচণা করিয়াছেন ওই লোকেও তাহার পূর্ব্বাপব না দেখিযা আপন আপন মতের পুষ্টি নিমিত্ত ওই সকল বাক্যকে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান করেণ এবং সর্ব্বদা বিচারকালে কহেন।। ।। প্রথমত এই জাহাকে ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তা কহ তিহো বাক্য মনের অগোচর সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসম্ভব হয় এই নিমিত্ত কোন রূপগুণবিশিষ্টকে জগতের কর্ত্তা জানিয়া উপাসনা না করিলে নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই অতএব রূপগুণ-

বিশিষ্টের উপাসনা আবশ্যক হয়। ইহার সামান্য উত্তর এই। [৪] জে কোন ব্যক্তি বাল্যকালে শত্রুগ্রস্ত এবং দেশান্তর হইয়া আপনার পিতার নিরূপণ কিছু জানে নাই এনিমিত্ত সেই ব্যক্তি যুবা হইলে পরে জে কোন বস্তু সম্মুখে পাইবেক তাহাকে পিতারূপে গ্রহণ করিবেক এমত নহে বরঞ্চ সেই ব্যক্তি পিতার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া করিবার সময়ে অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করিবার কালে এই কহে জে জে জন জন্মদাতা তাহার শ্রেয় হউক সেই মত এখানেও জানিবে জে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় নহে কিন্তু তাঁহার উপাসনাকালে তাঁহাকে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয় তাহার কল্পনা কোন নশ্বর নামরূপে কিরূপ করা জাইতে পারে সর্ব্বদা জে সকল বস্তু জেমন চন্দ্রসূর্য্যাদি আমরা দেখি ও তাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন করি তাহারো যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না ইহাতেই বুঝিবে জে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাঁহার স্বরূপ কিরূপে জানা জায় কিন্তু জগতের নানাবিধ রচনার এবং নিয়মের দৃষ্টিতে তাহার কর্ত্তৃত্ব এবং নিয়ন্তৃত্ব নিশ্চয় হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভব হয়। সামান্য অবধানে নিশ্চয় হয় জে এই দুর্গম্য নানাপ্রকার রচণাবিশিষ্ট জগতের কর্ত্তা ইহা হইতে ব্যাপক এবং অধিক শক্তিমান্ অবশ্য হইবেক ইহার এক অংশ কিম্বা ইহার ব্যাপ্য কোন বস্তু ইহার কর্ত্তা. [৫] কি যুক্তিতে অঙ্গীকার করা জায় আর এক অধিক আশ্চর্য্য এই জে স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন অথচ কহিতেছেন জে নিরাকার ঈশ্বর তাহার উপাসনা কোনমতে হইতে পারে না ।।১।। দ্বিতীয় বাক্যরচনা এই জে পিতা পিতামহ এবং স্ববর্গেরা জে মতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অন্যথা করণ অতি অযোগ্য হয়। লোক সকলের পূর্ব্বপুরুষ এবং স্ববর্গের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ সুতরাং এ বাক্যকে পর পূর্ব্ব বিবেচনা না করিয়া প্রমাণ স্বীকার করেণ ইহার সাধারণ উত্তর এই জে কেবল স্ববর্গের মত হয এই প্রমাণে মত গ্রহণ করা পশুজাতীয়ের ধর্ম্ম হয় জে সর্ব্বদা স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করে। মনুষ্য জাহার সৎ অসৎ বিবেচনার বুদ্ধি আছে সে কিরূপে ক্রিয়ার দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়া স্ববর্গে করেণ এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে এই মত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে হইলে পর পৃথক্২ মত এ পর্য্যন্ত হইত না বিশেষত আপনাদের মধ্যে দেখিতেছি জে এক জন বৈষ্ণবের কুলে জন্ম লইয়া শাক্ত হইতেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি শাক্তকুলে বৈষ্ণব হয় আর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের পরে জাহাকে এক সত বৎসর হয় না যাবতীয় পরমার্থ কর্ম্ম স্নান দান [৬] ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূর্ব্ব মতের ভিন্ন প্রকারে হইতেছে আর সকলে কহেন জে পঞ্চ ব্রাহ্মণ জে কালে এ দেশে আইসেন তাঁহাদের পায়েতে মোজা এবং জামা ইত্যাদি বেশ এবং গোযান ছিল তাহার পরে পরে সে সকল ব্যবহার কিছুই রহিল না আর ব্রাহ্মণের যবনাদির দাসত্ব করা এবং যবনের শাস্ত্র পাঠ করা এবং যবনকে শাস্ত্র পাঠ করাণ কোন পূর্ব্বধর্ম্ম ছিল অতএব স্ববর্গে যে উপাসনা ও ব্যবহার করেণ তাহার ভিন্ন উপাসনা করা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিয়মের ত্যাগ আপনারাই সর্ব্বদা স্বীকার করিতেছি তবে কেন এমত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরমার্থের উত্তম পথের চেষ্টা না করা যায় ।।২।। তৃতীয় বাক্য এই জে ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান এবং দুর্গন্ধি সুগন্ধি আর অগ্নি ও জলের পৃথক্ জ্ঞান থাকে না অতএব সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা গৃহস্থ লোকের কিরূপে হইতে পারে। উত্তর। তাঁহারা কি প্রমাণে এ বাক্য রচনা করেণ তাহা জানিতে পারি নাই জেহেতু আপনারাই স্বীকার করেণ জে নারদ জনক সনৎকুমারাদি শুক বশিষ্ঠ ব্যাস কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন অথচ ইহারা অগ্নিকে অগ্নি জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্যকর্ম্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিষ্য সকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন তবে কি রূপে [৭] বিশ্বাস করা জায় জে ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রাদি জ্ঞান কিছুই থাকে নাই আর কিরূপে এ কথার আদর লোকে করেণ তাহা জানিতে পারি না। বিশেষত আশ্চর্য্য এই জে নশ্বরের উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান থাকে আর ব্রহ্ম উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানের

বহিভূ'ত হইয়া লোক ক্ষিপ্ত হয় ইহাও লোকের বিশ্বাস জন্মে। যদি কহ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম জ্ঞান করিলে ভেদ জ্ঞান আর ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কেন থাকিবেক তাহার উত্তর এই জে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ম হস্তাদের কর্ম্ম চক্ষু কর্ম হস্তাদির দ্বারা অবশ্য করিতে হয় এবং পুত্রের সহিত পিতার কর্ম্ম পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবেক জেহেতু এ সকল নিয়মের কর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন, জেমন দশ জন ভ্রমবিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে একজন অভ্রান্ত যদি কালক্ষেপ করিতে চাহে সেই ভ্রমবিশিষ্ট লোক সকলের অভিপ্রায়ে দেহযাত্রার নির্ব্বাহার্থ লৌকিক আচরণ করিবেক ।।৩।। চতুর্থ বাক্যপ্রবন্ধ এই জে পুরাণে এবং তন্ত্রাদিতে নানাবিধ সাকার উপাসনার প্রয়োগ আছে অতএব সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য তাহার উত্তর এই ।। পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে জেমন সাকার উপাসনার বিধি আছে সেইরূপ জ্ঞানপ্রকরণে তাহাতেই লিখেন জে এ সকল জত কহি সকল ব্রহ্মের রূপকল্পনামাত্র। [৮] অন্যথা মনের দ্বারা জে রূপ কৃত্রিম হইযা উপাস্য হইবেন সেই রূপ ওই মনের অন্য বিষয়ে সংযোগ হইলে ধ্বংসকে পায় আর হস্তের কৃত্রিম রূপ হস্তাদির দ্বাবা কালে কালে নষ্ট হয অতএব যাবৎ নামরূপবিশিষ্ট বস্তু সকল নশ্বর ব্রহ্মই কেবল জ্ঞেয় উপাস্য হয়েন অতএব এইরূপ পুবাণ তন্ত্রের বর্ণনা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জে সাকাব বর্ণন কেবল দুর্বলাধিকাবীব মনোবঞ্জনের নিমিত্ত করিয়াছেন এই নিশ্চয় হয আর বিশেষত বুদ্ধির অত্যন্ত অগ্রাহ্য বস্তু কেবল পবস্পব অনৈক্য বচন বলেতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিব গ্রাহ্য হইতে পাবে না অথচ পূর্ব্ববাক্যেব মীমাংসা পরবচনে ওই পুরাণাদিতে দেখিতেছি। জাঁহারা সকল বেদান্তপ্রতিপাদ্য পবমাত্মাব উপাসনা না করিয়া পৃথক্২ কল্পনা কবিয়া উপাসনা কবেণ তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য জে ওই সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বব কহেন কিম্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর কহিযা তাঁহার প্রতিমর্ত্তি জানিয়া ওই সকল বস্তুব পূজাদি করেণ ইহার উত্তরে তাঁহারা ওই সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহিতে পারিবেন না জেহেতু ওই সকল বস্তু নশ্বর এবং প্রায় তাঁহাদেব কৃত্রিম অথবা বশীভূত হয়েণ অতএব জে নশ্বর এবং কৃত্রিম তাঁহাব ঈশ্ববত্ব কিবূপে আছে স্বীকাব কবিতে পাবেণ এবং ওই প্রশ্নের উত্তবে [৯] ও সকল বস্তুকে ঈশ্ববেব প্রতিমূর্ত্তি কহিতেও তাঁহাবা সঙ্কুচিত হইবেন জেহেতু ঈশ্বব যিনি অপবিমিত অতীন্দ্রিয় তাঁহাব প্রতিমূর্ত্তি পবিমিত এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতে পারে না ইহার কাবণ এই জে জেমন তাঁহাব প্রতিমূর্ত্তি তদনুজায়ি হইতে চাহে এখানে তাহাব বিপবীত দেখা জায বরঞ্চ উপাসক মনুষ্য হয়েন সে মনুষ্যেব বশীভূত ওই সকল বস্তু হয়েন এই প্রশ্নেব উত্তবে এরূপ যদি কহেন জে ব্রহ্ম সর্ব্বময অতএব ওই সকল বস্তুর উপাসনায় ব্রহ্মেব উপাসনা সিদ্ধ হয এই নিমিত্ত ওই সকল বস্তুব উপাসনা কবিতে হইযাছে। তাহার উত্তর এই জে যদি ব্রহ্ম সর্ব্বময় জানেন তবে বিশেষ বিশেষ রূপেতে পূজা করিবাব তাৎপর্য্য হইত না। এ স্থানে এমত যদি কহেন জে ঈশ্ববেব আবির্ভাব জে বূপেতে অধিক আছে তাহার উপাসনা করা জায তাহার উত্তর এই। জে ন্যূনাধিক্য এবং হ্রাস বৃদ্ধি দ্বাবা পরিমিত হইল সে ঈশ্বব পদের যোগ্য হইতে পারে না অতএব ঈশ্বব কোন স্থানে অধিক আছেন কোন স্থানে অল্প এ অত্যন্ত অসম্ভাবনা বিশেষত এ সকল বূপে প্রত্যক্ষে কোন অলৌকিক আধিক্য দেখা জায় নাঃ যদি কহেন এ সকল রূপেতে মাযিক উপাধি [১০] ঐশ্বর্য্যেব বাহুল্য আছে অতএব উপাস্য হয়েন তাহার উত্তব এই জে মাযিক উপাধি ঐশ্বর্য্যের ন্যূনাধিক্যের দ্বাবা লৌকিক লঘুতা গুরুতাব স্বীকার করা জায় পরমার্থেব সহিত লৌকিক উপাধির কি বিষয় আছে জেহেতু লৌকিক ঐশ্বর্য্যেব দ্বাবা পবমার্থে উপাস্য হয এমত স্বীকার করিলে অনেক দোষ লোকে উপস্থিত হইবেক বস্তুত কারণ এই জে বহুকাল অবধি এই সংস্কার হইয়াছে জে কোন দৃশ্য কৃত্রিম বস্তুকে সম্মুখে রাখাতে তাহাকে পূজা এবং আহারাদি নিবেদন করাতে অত্যন্ত প্রীতি পাওয়া জায়। প্রায়শ আমারদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন জে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এ সকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত্ত করিয়া

সর্ব্বসাক্ষী সদ্রূপ পরব্রহ্মের প্রতি চিত্ত নিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাঁহারদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম। বেদান্তশাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দ সকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে এহার দোষ যাঁহারা ভাষা এবং সংস্কৃত জানেন তাঁহারা লইবেন না কারণ বিচারযোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা জায় না আর আমি সাধ্যানুসার সুলভ করিতে [১১] ত্রুটি করি নাই উত্তম ব্যাক্ত সকল জেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধ করিবেন আর ভাষানুবোধে কোন কোন শব্দ লিখা গিয়াছে তাহাবো দোষ মার্জ্জনা করিবেন উত্তরের লাঘব গৌরব প্রশ্নের লঘুতা গুরুতার অনুসারে হয অতএব পূর্ব্বলিখিত উত্তর সকলের গুরুত্ব লঘুত্ব তাহার প্রশ্নের গৌবব লাঘবের অনুসারে জানিবেন ওই সকল প্রশ্ন সর্ব্বদা শ্রবণে আইসে এ নিমিত্ত এমত অযুক্ত প্রশ্ন সকলেরো উত্তর অনিচ্ছত হইয়াও লিখা গেল ইতি শকাব্দা ১৭৩৭ কলিকাতা।।—

দৌর্জ্জন্যমস্য শাস্ত্রস্য তথালোচ্য মমাজ্ঞতাং। কৃপয়া সুজনৈঃ শোধ্যাস্ত্র টযোস্মিন্নিবন্ধনে।।—

[১২]

অনুষ্ঠান

ওঁ তৎ সৎ।—

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতের জেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে কবিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেণ না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তবজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেণ এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। জে২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেই [১৩] রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান কবিবেন জেহেতু এক বাক্যে কখন২ কয়েক নাম এবং কযেক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পাবে না তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম জাঁহাকে সকল বেদে গান করেণ আর জাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তথাপি সকলের শেষে হয়েন এই জে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে আর মধ্যেতে গান করেণ জে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া জেখানে২ বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত জেন না করেণ এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর জাহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা [১৪] ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন বস্তুত মনযোগ আবশ্যক হয় এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।—

কেহো২ এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন জে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং সুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা সুনিলে পাতক হয় তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য জে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না আর মহাভারত জাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা জায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেণ কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রনিকটে ঐ

সকল উচ্চারণ করেণ কি না যদি এইরূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন [১৫] তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেক কিরূপে করিতে পারেণ। সুবোধ লোক সত্য শাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন। কেহ২ কহেন ব্রহ্ম প্রাপ্তি জেমন রাজপ্রাপ্তি হয় সেই রাজপ্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেক হইতে পারে না সেইরূপ রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপিও এ বাক্য উত্তরযোগ্য নহে তত্রাপি লোকের সন্দেহ দূর কবিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। জে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্ত নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি জে রূপ-গুণবিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেণ দ্বিতীয়ত রাজা হইতে রাজার দ্বারী সুসাধ্য এবং নিকটস্থ সুতরাং তাহাব দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয় এখানে তাহার অন্যথা দেখি ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহ তেহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয কখন নিকটস্থ কখন দূরস্থ অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা জায় তৃতীয়ত চৈতন্যাদিরহিত বস্তু কিরূপে এইমত মহৎ সহায়[১৬]তার ক্ষমতাপন্ন হইতে পারেণ।। মধ্যে২ কহিয়া থাকেন জে পৃথিবীর সকল লোকেব জাহা মত হয় তাহা ত্যাগ করিয়া দুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে করে আর পূর্ব্বে কেহো পণ্ডিত কি ছিলেন না এবং অন্য কেহ পণ্ডিত কি সংসারে নাই জে তাঁহারা এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না। যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া জাইতেছে। প্রথমত এ কাল পর্যন্ত পৃথিবীর জে সীমা আমবা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুবা জে দেশেতে প্রচুররূপে বাস করেণ তাহাকে হিন্দোস্থান কহা জায়। এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পবব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন এই হিন্দোস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদু সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিবক্ত কেবল নিরাকার পবমেশ্বরের উপাসনা কবেণ তবে কিরূপে কহেন জে তাবৎ পৃথিবীব মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়। আব পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং [১৭] উপদেশ না করিতেন তবে ভগবান্ বেদব্যাস এই ব্রহ্মসূত্র কিরূপে করিয়া লোকের উপকারেব নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বার্দার বশিষ্ঠাদি আচার্য্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং ভাষ্যেব টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্ম স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ কবিয়াছেন নব্য আচার্য্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেণ এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্য্যন্ত সহস্র২ লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশকর্ত্তা আছেন তবে আমি যাহা না জানি সে বস্তু অপ্রাসিদ্ধ হয় এমত নিয়ম যদি করহ তবে ইহাব উত্তর নাই। এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আব দেশ ভ্রমণ করেণ তবে কদাপি এ সকল কথাতে জে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন এ মত হয় বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগের উচিত জে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহাব অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।—

[১] ওঁ তৎ সৎ।। কোন কোন শ্রুতির অর্থের এবং তাৎপর্য্যের হটাৎ অনৈক্য বুঝায় যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি আর এক শ্রুতি আকাশ হইতে বিশ্বের জন্ম কহেন আর জেমন এক শ্রুতি ব্রহ্মের উপাসনাতে প্রবর্ত্ত করেণ অন্য শ্রুতি সূর্য্যের কিংবা বায়ুর উপাসনার জ্ঞাপক হয়েন এবং কোন কোন শ্রুতি বিশেষ করিয়া বিবরণের অপেক্ষা করেণ জেমন এক শ্রুতি কহেন জে পাঁচ পাঁচ জন। ইহাতে কিরূপ পাঁচ পাঁচ জন স্পষ্ট বুঝায় নাই এই নিমিত্ত পরমকারুণিক ভগবান্ বেদব্যাস পাঁচ শত ও পঞ্চাশত অধিক সূত্রঘটিত বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা সকল শ্রুতির সমন্বয় অর্থাৎ অর্থ ও তাৎপর্য্যের ঐক্য এবং বিশেষ বিবরণ করিয়া কেবল ব্রহ্ম সমুদায় বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা স্পষ্ট করিলেন জেহেতু বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন জে সমুদায় বেদে ব্রহ্মকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন ভগবান্ পূজ্যপাদ সংকরাচার্য্য ভাষ্যের দ্বারা ঐ শাস্ত্রকে পুনরায় লোকশিক্ষার্থে সুগম করিলেন এ বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আর এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়েন ।।°।।— [২]

।।ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।। ওঁ তৎ সৎ।।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ।।১।। চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ব্রহ্মবিচারের ইচ্ছা জন্মে ।।১।। ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন তবে কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার হইতে পারে এই সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন। **জন্মাদ্যস্য যতঃ** ।।২।। এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়।।২।। শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা বেদের নিত্যতা দেখি অতএব ব্রহ্ম বেদের কারণ না হয়েন। এ সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন।। **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**।।৩।। শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম অতএব সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্ম হয়েন। অথবা শাস্ত্র বেদ সেই বেদে ব্রহ্মের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যেহেতু বেদের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব নিশ্চিত হয় ।।৩।। বেদ ব্রহ্মকে কহেন [৩] এবং কর্ম্মকেও কহেন তবে সমুদায় বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ কিরূপ হইতে পারেন এই সন্দেহ দূর করিতেছেন।। **তত্তু সমন্বয়াৎ** ।।৪।। ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হযেন সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়। জেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ২ ব্রহ্ম কথিত হইযাছেন।। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান। জেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত থাকিলে ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয় পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে ।।৪।। বেদে কহেন সৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন অতএব সৎ শব্দের দ্বারা প্রকৃতির জ্ঞান কেন না হয এই সন্দেহ দূর করিতেছেন।। **ঈক্ষতের্নাশব্দং** ।।৫।। স্বভাব জগৎকারণ না হয় জেহেতু শব্দে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের জগৎকর্ত্তৃত্ব কহেন নাই সৎ শব্দ জে বেদে কহিয়াছেন তাহার নিত্য ধর্ম্ম চৈতন্য। কিন্তু স্বভাবের চেতন নাই জেহেতু ঈক্ষতি অর্থাৎ সৃষ্টির সংকল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা রাখে সে চৈতন্য ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় প্রকৃতি প্রভৃতির ধর্ম্ম নহে।।৫।। **গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ**।।৬।। জেমত তেজের দৃষ্টি এবং জলের দৃষ্টি বেদে গৌণরূপে কহিতেছেন সেইরূপ এখানে প্রকৃতির গৌণ দৃষ্টির অঙ্গীকার করিতে পারা যায় এমত নহে। জে[৪]হেতু এই শ্রুতির পরে পরে

সকল শ্রুতিতে আত্মশব্দ চৈতন্যবাচক হয় এমত দেখিতেছি অতএব এই স্থানে ঈক্ষণকর্ত্তা কেবল চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হয়েন ।।৬।। আত্মাশব্দ নানার্থবাচী অতএব এখানে আত্মাশব্দ স্বারা প্রকৃতি বুঝায় এমত নহে।। **তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ** ।।৭।। জেহেতু আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ ফল হয় এইরূপ উপদেশ শ্বেতকেতুর প্রতি শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে। আত্মশব্দ স্বারা এখানে জড়রূপা প্রকৃতি অভিপ্রায করহ তবে শ্বেতকেতুর চৈতন্যনিষ্ঠতা না হইয়া জড়নিষ্ঠতা দোষ উপস্থিত হয়।।৭।। লোক বৃক্ষশাখাতে কখন আকাশস্থ চন্দ্রকে দেখায়। সেইরূপ সৎ শব্দ প্রকৃতিকে কহিযাও পরম্পরায় ব্রহ্মকে কহে এমত না হয়।। **হেয়ত্বাবচনাচ্চ**।। ৮ ।। জেহেতু শাখা স্বারা যে ব্যক্তি চন্দ্র দেখায় সে ব্যক্তি কখন শাখাকে হেয় করিয়া কেবল চন্দ্রকে দেখায় কিন্তু সৎ শব্দেতে কোন মতে হেযত্ব করিযা বেদেতে কথন নাই। সূত্রে জে চ শব্দ আছে তাহার স্বারা অভিপ্রায এই জে একের অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞানের স্বারা অন্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে ।। ৮ ।। **স্বাপ্যয়াৎ** ।।৯ ।। এবং আত্মাতে জীবের অপ্যয় অর্থাৎ লয় হওয়া বেদে শুনা যাইতেছে প্রকৃতিতে লযেব শ্রুতি নাই ।।৯।। **গতিসামান্যাৎ** ।।১০।। এইরূপ বেদেতে সমভাবে চৈতন্যস্ববূপ [৫] আত্মার জগৎকারণত্ব বোধ হইতেছে ।।১০ ।। **শ্রুতত্বাচ্চ** ।।১১ ।। সর্ব্বজ্ঞের জগৎকারণত্ব সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে। অতএব জড়স্বরূপ স্বভাব জগৎকারণ না হয় ।।১১।। আনন্দময় জীব এমত শ্রুতিতে আছে অতএব জীব সাক্ষাৎ আনন্দময় হয় এমত নহে।। **আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ** ।।১২ ।। ব্রহ্ম কেবল সাক্ষাৎ আনন্দময় জেহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময কহিতেছেন। যদি কহ শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দ শব্দে কহিতেছেন আনন্দময় শব্দের কথন পুনঃ পুনঃ নাই। তাহার উত্তর এই জেমন জ্যোতিষের স্বারা যাগ করিবেক যেখানে বেদে কহিয়াছেন সেখানে তাৎপর্য্য জ্যোতিষ্টোমের স্বারা যাগ করিবেক সেইরূপ আনন্দ শব্দ আনন্দমযবাচক। তবে আনন্দময় ব্রহ্মলোকে জীবরূপে শরীরে প্রতীতি পান সে কেবল উপাধি স্বারা অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ কবিয়া পরধর্ম্মে প্রকাশ পাইতেছেন। জেমন সূর্য্য জলাধারস্থিত হইয়া অধস্থ এবং কম্পান্বিত হইতেছেন। বস্তুত সেই জলাধার উপাধিব ভগ্ন হইলে সূর্য্যের অধস্থিতি এবং কম্পাদির অনুভব আর থাকে নাই। সেইরূপ জীব মায়াঘটিত উপাধি হইতে দূর [৬] হইলে আনন্দময ব্রহ্মস্ববূপ হয়েন এবং উপাধিজন্য সুখ দুঃখের জে অনুভব হইতেছিল সে অনুভব আর হইতে পারে নাই ।।১২ ।। **বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ** ।।১৩ ।। আনন্দ শব্দের পর বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। এই হেতু আনন্দময় শব্দ বিকারীকে কয় অতএব জে বিকাবী সে আনন্দময় ঈশ্বর হইতে পারে নাই এইমত সন্দেহ করিতে পার না। জেহেতু জেমন মযট্ প্রত্যয় বিকারার্থে হয় সেইরূপ প্রচুর অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হয় এখানে আনন্দের প্রচুরতা অভিপ্রায় হয বিকার অভিপ্রায় নয়।।১৩।। **তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ** ।।১৪।। আনন্দের হেতু ব্রহ্ম হয়েন জেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ ব্যপদেশ অর্থাৎ কথন আছে অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়। যদি কহ ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিযা জীব হয়েন তবে জীব আনন্দের হেতু কেন না হয়। তাহার উত্তর এই জে নির্ম্মল জল হইতে জে কার্য্য হয় তাহা জলবৎ দুগ্ধ হইতে হইবেক নাই ।।১৪।। **মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে** ।।১৫।। মন্ত্রে যিনি উক্ত হয়েন তিহো মান্ত্রবর্ণিক সেই মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম তাঁহাকেই শ্রুতিতে আনন্দময়রূপে গান করেন ।।১৫।। **নেতরোঽনুপপত্তেঃ** ।।১৬ ।। ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎকারণ না হয় যেহেত জগৎ সৃষ্টি করিবাব [৭] সংকল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেণ নাই ।।১৬ ।। **ভেদব্যপদেশাচ্চ** ।।১৭।। জীব আনন্দময না হয় জেহেতু জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এমতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদ বেদে দেখিতেছি ।।১৭।। **কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা** ।।১৮।। অনুমান শব্দের স্বারা প্রধান বুঝায়। প্রধানের অর্থাৎ স্বভাবের আনন্দময়রূপে স্বীকার করা যায় নাই। জেহেতু কাম শব্দ বেদে দেখিতেছি অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টির কামনা ঈশ্বরের হয় প্রধান জড়স্বরূপ তাহাতে কামনার সম্ভাবনা নাই ।।১৮।। **অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি** ।।১৯।। অস্মিন্

অর্থাৎ ব্রহ্মোতে অস্য অর্থাৎ জীবের মুক্তি হইলে সংযোগ অর্থাৎ একত্র হওয়া বেদে কহেন অতএব ব্রহ্মই আনন্দময় ।।১৯।। সূর্য্যের অন্তর্বর্ত্তী দেবতা জে বেদে শুনি সে জীব হয় এমত নহে।। **অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ** ।।২০।। অন্তঃ অর্থাৎ সূর্য্যান্তর্বর্ত্তীরূপে ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয় যেহেতু ব্রহ্মধর্ম্মের কথন সূর্য্যান্তর্বর্ত্তী দেবতাতে আছে অর্থাৎ বেদে কহেন সূর্য্যান্তর্বর্ত্তী ঋগ্বেদ হয়েন এবং সাম হয়েন উক্থ হয়েন যজুর্ব্বেদ হয়েন এরূপে সর্ব্বত্র হওয়া ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় জীবের ধর্ম্ম নয় ।।২০।। **ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ** ।।২১।। সূর্য্যান্তর্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে অন্য হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্বর্ত্তীর [৮] ভেদকথন বেদে আছে ।।২১।। এ লোকের গতি আকাশ হয় বেদে কহেন এ আকাশশব্দ হইতে ভূতাকাশ তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। **আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ** ।।২২।। লোকের গতি আকাশ জেখানে বেদে কহেণ সে আকাশশব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন জেহেতু বেদে আকাশকে ব্রহ্মরূপে কহিযাছেন। জে আকাশ হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছেন সকল ভূতকে উৎপন্ন করা ব্রহ্মের কার্য্য হয ভূতাকাশের কার্য্য নয় ।।২২।। বেদে কহেণ ঈশ্বর প্রাণ হযেন অতএব এই প্রাণ শব্দ হইতে বাযু প্রতিপাদ্য হয এমত নহে।। **অতএব প্রাণঃ**।।২৩।। বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ হইতে সকল বিশ্ব হযেন এই প্রমাণে এখানে প্রাণশব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হযেন বাযু তাৎপর্য্য নয যেহেতু বাযুব সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব নাই।।২৩।। বেদে যে জ্যোতিকে স্বর্গের ওপর কহিযাছেন সে জ্যোতি পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতেব এক ভূত হয় এমত নহে।। **জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ** ।।২৪।। জ্যোতি শব্দে এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বিশ্ব সংসারকে জ্যোতিরব্রহ্মের পাদরূপ কবিয়া অভিধান অর্থাৎ কথন আছে। সামান্য জ্যোতিতে পাদ বিশ্ব হইতে পাবে না ।।২৪।। **ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনং** [৯] ।।২৫।। বেদে গাযত্রীকে বিশ্বরূপ করিযা কহেন অতএব ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম না হইযা গাযত্রী কেবল প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে যেহেতু ব্রহ্মেব অধিষ্ঠান গায়ত্রীতে লোকের চিত্ত অর্পণের জন্যে কথন আছে এইরূপ অর্থ বেদে দৃষ্টি হইল।।২৫।। **ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং**।।২৬।। এবং অর্থাৎ এইরূপ গাযত্রীবাক্যে ব্রহ্মই অভিপ্রায় হয়েন যেহেতু ভূত পৃথিবী শরীর হৃদয এ সকল ঐ গায়ত্রীব পাদরূপে বেদে কথন আছে। অক্ষরসমূহ গাযত্রীব এ সকল বস্তু পাদ হইতে পাবে নাই। কিন্তু ব্রহ্মেব পাদ হয অতএব ব্রহ্মই এখানে অভিপ্রেত ।।২৬।। **উপদেশভেদান্নেতি চেন্ন উভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ** ।।২৭।। এক উপদেশেতে ব্রহ্মেব পাদের স্থিতি স্বর্গে পাযা জায় দ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর পাদের স্থিতি বুঝায অতএব এই উপদেশভেদে ব্রহ্মের পাদের ঐক্যতা না হয এমত নহে যদ্যপিও আধারে ও অবধিতে ভেদ হয কিন্তু উভয স্থলে উপবে স্থিতি উভয পাদেব কথন আছে অতএব অবিরোধেতে দুইয়েব ঐক্য হইল। ব্রহ্মকে যখন বিবাট্‌রূপে স্থূল জগৎস্বরূপ করিয়া বর্ণন করেণ তখন জগতেব এক এক দেশকে ব্রহ্মেব হস্ত পাদ্যাদি করিয়া কহেন বস্তুত তাহার হস্ত পাদ আছে এমত [১০] তাৎপর্য্য না হয।।২৭।। আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা হই ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রাণবাযু উপাস্য হয় কিম্বা জীব উপাস্য হয এমত নহে। **প্রাণস্তথানুগমাৎ**।।২৮।। প্রাণ শব্দেব এখানে ব্রহ্ম কথনেব অনুগম অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে অতএব প্রাণ শব্দ এই স্থলে ব্রহ্মবাচক কারণ এই যে সেই প্রাণকে পরশ্রুতিতে অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ কবিয়া কহিযাছেন।।২৮।। **ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্‌** ।।২৯।। ইন্দ্র আপনার উপাসনার উপদেশ কবেণ অতএব বক্তার অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রাণ উপাস্য হয় এমত নয যেহেতু এই প্রাণ বাক্যে বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ তুমি প্রাণ সকল ভূত এইরূপ অধ্যাত্ম সম্বন্ধের বাহুল্য আছে বস্তুত আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাভিমানী হইয়া ইন্দ্র আপনার প্রাণের উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন।।২৯।। **শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ**।।৩০।। আমার উপাসনা করহ এই বাক্য আমি ব্রহ্ম হই এমত শাস্ত্রদৃষ্টিতে ইন্দ্র কহিয়াছেন স্বতন্ত্ররূপে আপনাকে উপাস্য করিয়া কহেন নাই যেমত বামদেব

আপনাকে ব্রহ্মাভিমান করিয়া আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি এইমত বাক্য সকল কহিয়াছেন।।৩০।। **জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিত[১১]ত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ** ।।৩১।। জীব আর মুখ্য প্রাণের পৃথক্ কথন বেদে দেখিতেছি অতএব প্রাণ শব্দ এখানে ব্রহ্মপর না হয় এমত নয়। উভয় শব্দ ব্রহ্মপ্রতিপাদক এ স্থলে হয় যেহেতু এরূপ জীব আর মুখ্য প্রাণ এবং ব্রহ্মের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা হইলে তিন প্রকার উপাসনার আপত্তি উপস্থিত হয়। তিন প্রকার উপাসনা অগত্যে অঙ্গীকার করিতে হইলে এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু জীব আর মুখ্য প্রাণ এই দুই অধ্যাসরূপে ব্রহ্মের আশ্রিত হয়েন আর সেই ব্রহ্মের ধর্ম্মের সংযোগ রাখেন যেমত রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমরূপ সর্প পৃথক্ উপলব্ধি হইয়াও রজ্জুর আশ্রিত হয় আর রজ্জুর ধর্ম্মও রাখে অর্থাৎ রজ্জু না থাকিলে সে সর্পের উপলব্ধি আর থাকে না। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হওয়া অধ্যাস কহেন।।৩১।।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ।।০।।

।।০।।ওঁ তৎ সৎ। বেদে কহেন যে মনোময়কে উপদেশ করিয়া ধ্যান করিবেক। এখানে মনোময়াদি বিশেষণের দ্বারা জীব উপাস্য হয়েন এমত নয়।।

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।।১।। সর্ব্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ আছে অতএব ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন। যদি কহ মনোময়ত্ব জীব বিনা ব্রহ্মের বিশেষণ কিরূপে [১২] হইতে পারে তাহার উত্তর এই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অতএব সমুদায় বিশেষণ ব্রহ্মের সম্ভব হয় ।।১।। **বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ** ।।২।। যে শ্রুতি মনোময় বিশেষণ কহিয়াছেন সেই শ্রুতিতে সত্যসঙ্কল্পাদি বিশেষণ দিয়াছেন এ সকল সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ ব্রহ্মেতেই সিদ্ধ আছে।।২।। **অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ**।।৩।। শারীর অর্থাৎ জীব উপাস্য না হয়েন যেহেতু সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ জীবেতে সিদ্ধি নাই।।৩।। **কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ**।।৪।। বেদে কহেন মৃত্যুর পরে মনোময় আত্মাকে জীব পাইবেক এ শ্রুতিতে প্রাপ্তিব কর্ম্মরূপে ব্রহ্মাকে আর প্রাপ্তিব কর্ত্তারূপে জীবকে কথন আছে অতএব কর্ম্মের আর কর্ত্তার ভেদ দ্বারা মনোময় শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয়।।৪।। **শব্দবিশেষাৎ**।।৫।। বেদে হিরণ্ময় পুরুষরূপে ব্রহ্মকে কহিয়াছেন জীবকে কহেন নাই অতএব এই সকল শব্দ সর্ব্বময় ব্রহ্মের বিশেষণ হয় জীবের বিশেষণ হইতে পারে নাই।।৫।। **স্মৃতেশ্চ** ।।৬।। গীতাদি স্মৃতির প্রমাণে ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন অতএব জীব উপাস্য না হয় ।।৬।। **অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ** ।।৭।। বেদে কহেন ব্রহ্ম হৃদয়ে থাকেন [১৩] আর বেদে কহেন ব্রহ্ম ব্রীহি ও যব হইতেও ক্ষুদ্র হয়েন অতএব অল্প স্থানে জাহার বাস এবং জে এ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র হয় সে ঈশ্বর না হয়। এমত নহে এ সকল শ্রুতি দুর্ব্বলাধিকারী ব্যক্তির উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে হৃদয়দেশে ক্ষুদ্রস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন জেমন সূচের ছিদ্রকে সূত্র প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আকাশশব্দে লোকে কহে।।৭।। **সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ** ।।৮।। জীবের ন্যায় ঈশ্বরের সম্ভোগের প্রাপ্তি আছে এমত নয় জেহেতু চিৎশক্তির বিশেষণ ঈশ্বরে আছে জীবে নাই।।৮।। বেদে কোন স্থানে অগ্নিকে ভোক্তারূপে বর্ণন করিযাছেন কোন স্থানে জীবকে ভোক্তা কহিয়াছেন অতএব অগ্নি কিম্বা জীব ভোক্তা হয় ঈশ্বর জগৎভোক্তা না হয়েন এমত নয়।। **অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ**।।৯।। জগতের সংহারকর্ত্তা ঈশ্বর হয়েন জেহেতু চরাচর অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের ভক্ষ্য হয় এমত বেদেতে দেখিতেছি তথাহি ব্রহ্মের ঘৃতস্বরূপ ভক্ষ্য সামগ্রী মৃত্যু হয়।।৯।। **প্রকরণাচ্চ**।।১০।। বেদে কহেন ব্রহ্মের জন্ম নাই মৃত্যু নাই ইত্যাদি প্রকরণের দ্বারা ঈশ্বর জগৎভোক্তা অর্থাৎ সংহারক হয়েন ।।১০।। বেদে কহেন হৃদয়াকাশে দুই বস্তু [১৪] প্রবেশ করেণ কিন্তু পরমাত্মার

পরিমিত স্থানে প্রবেশের সম্ভাবনা হইতে পারে নাই অতএব বেদে এই দুই শব্দ দ্বারা বুদ্ধি আর জীব তাৎপর্য্য হয়। এমত নহে।। **গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ** ।।১১।। জীব আর পরমাত্মা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হয়েন জেহেতু এই দুইয়ের চৈতন্য স্বীকার করা জায় আর ঈশ্বরের হৃদয়াকাশে প্রবেশ হওয়া অসম্ভব নহে জেহেতু ঈশ্বরের হৃদয়ে বাস হয় এমত বেদে দেখিতেছি আর সর্ব্বময়ের সর্ব্বত্র বাসে আশ্চর্য্য কি হয় ।।১১।। **বিশেষণাচ্চ** ।।১২।। বেদে ঈশ্বরকে গম্য জীবকে গন্তা বিশেষণের দ্বারা কহেন অতএব বিশেষণের দ্বারা জীব আর ঈশ্বরের ভেদের প্রতীতি আছে।।১২।। বেদে কহিতেছেন ইহো অক্ষিগত হয়েন। এ শ্রুতি দ্বারা বুঝায় জে জীব চক্ষুগত হয এমত নহে।। **অন্তর উপপত্তেঃ** ।।১৩ ।। অক্ষির মধ্যে ব্রহ্মই হয়েন জেহেতু সেই শ্রুতির প্রকরণে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ অক্ষিগত পুরুষের বিশেষণ করিয়া কহিয়াছেন।।১৩।। **স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ**।।১৪।। চক্ষুস্থিত যদি ব্রহ্ম হয়েন তবে তাহার সর্ব্বগতত্ব থাকে নাই এমত নহে বেদে ব্রহ্মকে অক্ষিস্থিত ইত্যাদি বিশেষণেতে উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন অতএব ব্রহ্মের চক্ষুস্থিতি বিশেষণের দ্বারা সর্ব্বগতত্ব বিশেষণের হানি নাই।।১৪।। **সুখবিশিষ্টা[১৫]ভিধানাদেব চ**।।১৫।। ব্রহ্মকে সুখস্বরূপ বেদে কহেন অতএব সুখস্বরূপ ব্রহ্মের বেদেতে কথন দেখিতেছি।।১৫।। **শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ** ।।১৬।। বেদে কহেন জে উপনিষৎ শুনে এমত জ্ঞানীর প্রাপ্তব্য বস্তু চক্ষুস্থিত পুরুষ হয়েন অতএব চক্ষুস্থিত শব্দের দ্বারা এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ।।১৬ ।। **অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ**।।১৭।। অন্য উপাস্যের চক্ষুতে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই আর অমৃতাদি বিশেষণ অপরেতে সম্ভব হয় নাই অতএব এখানে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হয়েন ইতর অর্থাৎ জীব প্রতিপাদ্য নহে ।।১৭ ।। পৃথিবীতে থাকেন তেঁহো পৃথিবী হইতে ভিন্ন এ শ্রুতিতে পৃথিবীর অভিমানী দেবতা কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন তাৎপর্য্য হয় এমত নহে।। **অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ**।।১৮।। বেদে অধিদৈবাদি বাক্য সকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামী হয়েন জেহেতু অন্তর্যামীর অমৃতাদি ধর্ম্ম বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি আর অমৃতাদি ধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মের হয।।১৮।। **নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ**।।১৯।। সাংখ্যস্মৃতিতে উক্ত জে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি সে অন্তর্যামী না হয় জেহেতু প্রকৃতির ধর্ম্মের অন্য ধর্ম্মকে অন্তর্যামীর বিশেষণ করিয়া বেদে কহিতেছেন তথাহি অন্তর্যামী অদৃষ্ট অথচ সকলকে [১৬] দেখেন অশ্রুত কিন্তু সকল সুনেন এ সকল বিশেষণ ব্রহ্মের হয় স্বভাবের না হয় ।।১৯ ।। **শারীরশ্চোভয়েপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে** ।।২০ ।। শারীর অর্থাৎ জীব অন্তর্যামী না হয জেহেতু কান্ব এবং মাধ্যন্দিন উভযেতে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবের অন্তর্যামিস্বরূপে কহেন।।২০।। বেদেতে ব্রহ্মকে অদৃশ্য বিশেষণেতে কহেন আর বেদে কহেন জে পণ্ডিত সকল বিশ্বের কারণকে দেখেন অতএব অদৃশ্য ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ না হইযা প্রাধান অর্থাৎ স্বভাব বিশ্বের কারণ হয। এমত নহে।। **অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ** ।।২১।। অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া জগৎকারণ ব্রহ্ম হযেন জেহেতু সেই প্রকরণের শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞাদি ব্রহ্মধর্ম্মের কথন আছে। যদি কহ পণ্ডিতেরা অদৃশ্যকে কি মতে দেখেন তাহার উত্তর এই জ্ঞানের দ্বারা দেখিতেছেন ।।২১।। **বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ** ।।২২।। বেদে ব্রহ্মকে অমূর্ত্ত পুরুষ বিশেষণের দ্বারা কহিয়াছেন আর প্রকৃতির এবং জীব হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন অতএব এই বিশেষণ আর জীব ও প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ এমত দৃষ্টির দ্বারা জীব এবং প্রকৃতি বিশ্বের কারণ না হয়েন ।।২২ ।। **রূপোপন্যাসাচ্চ** ।।২৩ ।। বেদে কহেন বিশ্বের কারণের মস্তক অগ্নি দুই চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য এইমত রূপের আরোপ সর্ব্বগত [১৭] ব্রহ্ম ব্যতিরেক জীবে কিম্বা স্বভাবে হইতে পারে নাই অতএব ব্রহ্মই জগৎকারণ ।।২৩।। বেদে কহেন বৈশ্বানরের উপাসনা করিলে সর্ব্বফলপ্রাপ্তি হয় অতএব বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা জঠরাগ্নি প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে।। **বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ** ।।২৪ ।।

যদ্যপি আত্মা শব্দ সাধারণেতে জীবকে এবং ব্রহ্মকে বলে এবং বৈশ্বানর শব্দ জঠরাগ্নিকে এবং সামান্য অগ্নিকে বলে কিন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম বিশেষণের দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন জেহেতু ঐ শ্রুতিতে স্বর্গকে বৈশ্বানরের মস্তকরূপে বর্ণন করিয়াছেন এ ধর্ম্ম ব্রহ্ম বিনা অপরের হইতে পারে নাই ।।২৪।। **স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ।।২৫।।** স্মৃতিতে উক্ত জে অনুমান তাহার দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্মাবাচক হয় জেহেতু স্মৃতিতেও কহিয়াছেন জে অগ্নি ব্রহ্মের মুখ আর স্বর্গ ব্রহ্মের মস্তক হয়।।২৫।। **শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে** ।।২৬।। পৃথক্ পৃথক্ শ্রুতি শব্দের দ্বারা এবং পুরুষে অন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং এ শ্রুতির দ্বারা বৈশ্বানর এখানে প্রতিপাদ্য হয় পরমাত্মা প্রতিপাদ্য নহেন জেহেতু উপাসনা নিমিত্ত এ সকল কাল্পনিক উপদেশ হয় আর স্বর্গ এই সামান্য বৈশ্বা[১৮]নরের মস্তক হয় এমত বিশেষণ অসম্ভব এবং বাজসনেয়ীরা আত্মা পুরুষকে বৈশ্বানর বলিয়া গান করেন। অতএব বৈশ্বানর শব্দে এখানে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হযেন ।।২৬।। **অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ।।২৭।।** পূর্ব্বোক্ত কারণসকলেব দ্বাবা বৈশ্বানব শব্দ হইতে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অথবা পঞ্চ ভূতের তৃতীয ভূত তাৎপর্য্য নহে পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত বৈশ্বানরাদি শব্দ দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন।।২৭।। **সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ।।২৮।।** বিশ্বসংসারের নর অর্থাৎ কর্ত্তা বৈশ্বানর শব্দেব সাক্ষাৎ অর্থ আর অগ্র্য অর্থাৎ উত্তম জন্ম দেন অগ্নি শব্দেব অর্থ এই দুই সাক্ষাৎ অর্থেব দ্বাবা বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দ হইতে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হইলে অর্থবিরোধ হয় নাই এমত জৈমিনিও কহিযাছেন।।২৮।। যদি বৈশ্বানর এবং অগ্নি শব্দেব দ্বারা পরমাত্মা তাৎপর্য্য হয়েন তবে সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মাব প্রাদেশমাত্র হওযা কিরূপে সম্ভব হয়।। **অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ।।২৯।।** আশ্মরথ্য কহেন জে উপলব্ধিনিমিত্ত পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র কহা অনুচিৎ নহে।।২৯।। **অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ।।৩০।।** পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র কহা অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যাননিমিত্ত বাদরি মুনি কহিয়াছেন ।।৩০।। **সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি।।৩১।।** উপাসনার নিমিত্ত [১৯] প্রাদেশমাত্র এরূপে পরমাত্মাকে কহা সুসিদ্ধ বটে জৈমিনি কহিযাছেন এবং শ্রুতিও ইহা কহিয়াছেন।।৩১।। **আমনন্তি চৈনমস্মিন্।।৩২।।** এই পরমাত্মাকে বৈশ্বানবস্থরূপে শ্রুতিসকল স্পষ্ট কহিযাছেন তথাহি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ অগ্নিতে আছেন অতএব সর্ব্বত্র এ পবমাত্মা উপাস্য হয়েন ।।৩২।।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।।০।।

বেদে কহেন জাহাতে স্বর্গ এবং পৃথিবী আছেন অতএব স্বর্গ এবং পৃথিবীব আধাবস্থান প্রকৃতি কিম্বা জীব হয এমত নহে।। **দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ।।১।।** স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার ব্রহ্মই হয়েন জেহেতু ঐ শ্রুতি জাহাতে স্বর্গাদেব আধাররূপে বর্ণন করিয়াছেন স্ব অর্থাৎ আত্মা শব্দ তাহাতে আছে।।১।। **মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ।।২।।** এবং মুক্তের প্রাপ্য ব্রহ্ম হয়েন এমত কথন ঐ সকল শ্রুতিতে আছে তথাহি মর্ত্য ব্যক্তি অমৃত হয় ব্রহ্মকে সে পায়। অতএব ব্রহ্মই স্বর্গাদের আধার হয়েন।।২।। **নানুমানমতচ্ছব্দাৎ।।৩।।** অনুমান অর্থাৎ প্রকৃতি স্বর্গাদের আধার না হয জেহেতুক সর্ব্বজ্ঞাদি শব্দ প্রকৃতির বিশেষণ হইতে পারে নাই।।৩।। **প্রাণভৃচ্চ।।৪।।** প্রাণভৃৎ অর্থাৎ জীব স্বর্গাদের আধার না হয় জেহেতু সর্ব্বজ্ঞাদি বিশেষণ জীবেরো হইতে পারে নাই।।৪।। অমৃতের সেতু[২০]রূপে আত্মাকে বেদসকল কহেন কিন্তু এখানে আত্মা শব্দ হইতে জীব প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে।। **ভেদব্যপদেশাৎ ।।৫।।** জীব আর আত্মার ভেদকথন আছে অতএব এখানে আত্মা শব্দ জীবপর নয় তথাহি সেই আত্মাকে জান ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে জ্ঞাতা আত্মাকে জ্ঞেয়রূপে কহিয়াছেন

।।৫।। **প্রকরণাৎ** ।।৬।। ব্রহ্মপ্রকরণের শ্রুতি আত্মাকে সেতুরূপে কহিয়াছেন অতএব প্রকরণবলের দ্বারা জীব প্রতিপাদ্য হইতে পারে নাই ।।৬।। **স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ** ।।৭।। বেদে কহেন দুই পক্ষী এই শরীরে বাস করেন এক ফলভোগী দ্বিতীয় সাক্ষী অতএব জীবের স্থিতি এবং ভোগ আছে ব্রহ্মের ভোগ নাই অতএব জীব এখানে শ্রুতির প্রতিপাদ্য না হয।।৭।। বেদে কহেন জে দিক্ হইতেও প্রাণ ভূমা অর্থাৎ বড় হয় অতএব ভূমা শব্দের প্রতিপাদ্য প্রাণ হয় এমত নহে।। **ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ**।।৮।। ভূমাশব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন জেহেতু প্রাণ উপদেশের শ্রুতির পরে ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্মই নিষ্পন্ন হয়েন এইমত উপদেশ আছে।।৮।। **ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ**।।৯।। ভূমাশব্দ ব্রহ্মবাচক জেহেতু বেদেতে অমৃতত্ব জে ব্রহ্মের ধর্ম্ম তাহাকে ভূমাতে প্রসিদ্ধরূপে বর্ণন কবিযাছেন ।।৯ ।। প্রণবোপাসনা প্রকরণে জে অক্ষর শব্দ বেদে কহিয়াছেন [২১] সেই অক্ষব বর্ণস্বরূপ হয এমত নহে।। **অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ**।।১০।। অক্ষর শব্দে এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হযেন জেহেতু বেদে কহেন আকাশ পর্য্যন্ত যাবৎ বস্তুর ধারণা অক্ষর করেণ অতএব ব্রহ্ম বিনা সর্ব্ব বস্তুর ধারণা বর্ণস্বরূপ অক্ষরে সম্ভব হয নাই।।১০।। **সা চ প্রশাসনাৎ**।।১১।। এইরূপ বিশ্বের ধারণা ব্রহ্ম বিনা প্রকৃতি প্রভৃতির হইতে পারে নাই জেহেতু বেদে কহিতেছেন জে সেই অক্ষরের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি সকলে আছেন অতএব এরূপ শাসন ব্রহ্ম বিনা অপরে সম্ভব নয।।১১।। **অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ**।।১২।। বেদেতে অক্ষরকে অদৃষ্ট এবং দ্রষ্টারূপে বর্ণন করেন শাসনকর্ত্তাতে দৃষ্টি সম্ভাবনা থাকিলে অন্য অর্থাৎ প্রকৃতি তাহার জডতা ধর্ম্মের সম্ভাবনা শাসনকর্ত্তাতে কিরূপে থাকিতে পারে অতএব দ্রষ্টা এবং শাসনকর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন ।।১২।। শ্রুতিতে কহেন ওঁকারের দ্বারা পরম পুরুষের উপাসনা করিবেক আর উপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির শ্রবণ আছে অতএব ব্রহ্মা এখানে উপাস্য হযেন এমত নহে।। **ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ**।।১৩।। ঐ শ্রুতির বাক্যশেষে কহিতেছেন জে উপাসক ব্রহ্মার পরাৎপরকে ইক্ষণ করেণ অতএব এখানে ব্রহ্মার পরাৎপরকে [২২] ইক্ষণ অর্থাৎ উপাসনা করা দ্বারা প্রণবমন্ত্রে উপাস্য না হয়েন কিন্তু ব্রহ্মার পরাৎপর ব্রহ্ম উপাস্য হযেন।।১৩।। বেদে কহেন হৃদয়ে অল্পাকাশ আছেন অতএব অল্পাকাশ শব্দের দ্বারা পঞ্চ ভূতের মধ্যে জে আকাশ গণিত হইযাছে সেই আকাশ এখানে প্রতিপাদ্য হয এমত নহে।। **দহর উত্তরেভ্যঃ**।।১৪।। ঐ শ্রুতির উত্তর২ বাক্যেতে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ আছে অতএব দহরাকাশ অর্থাৎ অল্পাকাশ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ।।১৪ ।। **গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ** ।।১৫ ।। গতি জীবের হয় আর ব্রহ্ম গম্য হয়েন এবং সৎ করিয়া বিশেষণপদ বেদে এই স্থানে কহিতেছেন অতএব এই সকল বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মই হৃদযাকাশ হযেন।।১৫।। **ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নু-পলব্ধেঃ**।।১৬।। বেদে কহেন সকল লোকের ধারণা ব্রহ্মতে এবং ভূতের অধিপতিরূপ মহিমা ব্রহ্মতে অতএব হৃদয়দহরাকাশ শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হযেন ।।১৬ ।। **প্রসিদ্ধেশ্চ** ।।১৭ ।। হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনার প্রসিদ্ধি হয় আকাশের উপাসনার প্রসিদ্ধি নহে অতএব দহরাকাশ এখানে তাৎপর্য্য নহে।।১৭।। **ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ**।।১৮।। ইতর অর্থাৎ জীব তাহার উপলব্ধি দহরাকাশ শব্দের দ্বারা হইতেছে অতএব জীব এখানে তাৎপর্য্য হয এমত নহে জেহেতু প্রাপ্তা আর প্রাপ্য [২৩] দুইযের এক হইবার সম্ভব হইতে পারে নাই।।১৮।। **উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু**।।১৯।। ইন্দ্র বিরোচনের প্রশ্নেতে প্রজাপতির উত্তরের দ্বারা জ্ঞান হয় জে জীব উত্তম পুরুষ হযেন তাহার মীমাংসা এই জে ব্রহ্মের আবির্ভূত স্বরূপ জীব হয়েন অতএব জীবেতে ব্রহ্মের উপন্যাস এবং দহরাকাশেতে জীবের উপন্যাস অর্থাৎ আরোপণ ব্যর্থ না হয় জেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্বতে সূর্য্যের উপন্যাস অযোগ্য নয ।।১৯ ।। **অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ**।।২০।। জীবের জ্ঞান হইতে এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন হয জেমন বিম্ব হইতে [illegible] **[illegible]তোরিতি চেত্তদুক্তং**।।২১।। হৃদয়া-

কাশকে অল্পস্বরূপে বেদে বর্ণন করেন অতএব সর্ব্বব্যাপী আত্মা কিরূপে অল্প হইতে পারেন তাহার উত্তর পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে উপাসনার নিমিত্ত অল্প বোধে অভ্যাস করা জায় বস্তুত অল্প নহেন।।২১।। বেদে কহেন সেই শুভ্র সকল জ্যোতির জ্যোতি হয়েন অতএব এখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতি প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে।। **অনুকৃতেস্তস্য চ।।২২।।** বেদে কহেন জে ব্রহ্মের পশ্চাৎ সূর্য্যাদি দীপ্ত হয়েন অতএব ব্রহ্মই জ্যোতি শব্দের প্রতিপাদ্য হয়েন আর সেই ব্রহ্মের তেজের দ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয়।।২২।। **অপি চ স্মর্য্যতে।।২৩।।** সকল তেজের তেজ ব্রহ্মই হয়েন স্মৃতি[২৪]তেও এ কথা কহিতেছেন ।।২৩ ।। বেদে কহেন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হৃদয়মধ্যে আছেন অতএব অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীব হয়েন এমত নহে।। **শব্দাদেব প্রমিতঃ।।২৪।।** ঐ পূর্ব্বশ্রুতিব পরে পরে কহিয়াছেন জে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সকল বস্তুর ঈশ্বর হয়েন অতএব এই সকল ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দেব দ্বারা ব্রহ্মই প্রমাণ হইতেছেন ।।২৪ ।। **হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ।।২৫ ।।** মনুষ্যেব হৃদয়পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠমাত্র করিযা ঈশ্ববকে বেদে কহিযাছেন হস্তী কিম্বা পিপীলিকাব হৃদয়েব অভিপ্রায়ে কহেন নাই জেহেতু মনুষ্যেতে শাস্ত্রের অধিকাব হয।।২৫।। বেদে কহেন দেবতাব ও ঋষির এবং মনুষ্যেব মধ্যে জে কেহো ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস কবেন তিঁহো ব্রহ্ম হয়েন কিন্তু পূর্ব্বসূত্রের দ্বাবা অনুভব হয জে মনুষ্যেতে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার আছে দেবতাতে নাই এমত নহে।। **তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।।২৬।।** মনুষ্যের উপব এবং দেবতার উপব ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিযাছেন জেহেতু বৈবাগ্যেব সম্ভাবনা জেমন মনুষ্যে আছে সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতেও হয।।২৬।। **বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ।।২৭।।** দেবতার অধিকার ব্রহ্মবিদ্যা বিষযে অঙ্গীকাব করিলে স্বর্গের এবং মর্ত্ত্য লোকেব [২৫] কর্ম্মের নিষ্পত্তি এককালে দেবতা হইতে হয় এমতরূপ বিবোধ স্বীকার করিতে হইবেক এমত নহে জেহেতু দেবতা অনেক রূপ ধারণ করিতে পাবেন এমত বেদে কহেন অতএব বহু দেহে বহু দেশীয় কর্ম্ম এককালে হইতে পারে অর্থাৎ দেবতা স্বর্গের কর্ম্ম এক রূপে করিতে পারেন দ্বিতীয রূপে মর্ত্ত্য লোকেব জে কর্ম্ম উপাসনা তাহাও করিতে পাবেন।।২৭।। **শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং।।২৮।।** নিত্যস্বরূপ বেদ হয়েন অনিত্যস্বরূপ দেবতা তাহার প্রতিপাদক বেদকে স্বীকাব করিলে বেদেতে নিত্যানিত্যের বিরোধ উপস্থিত হয় এমত নহে জেহেতু বেদ হইতে যাবৎ বস্তু প্রকট হইয়াছে এ কথা সাক্ষাৎ বেদে এবং স্মৃতিতে কহিয়াছেন অতএব যাবৎ বস্তুর সহিত বেদের জাতিপুরঃসরে সম্বন্ধ হয় ব্যক্তিব সহিত সম্বন্ধ না হয় ইহার কারণ এই জাতি নিত্য এবং বেদ নিত্য হযেন ।।২৮ ।। **অত এব চ নিত্যত্বং ।।২৯ ।।** যাবৎ বস্তুব সৃষ্টির প্রকাশক বেদে হয়েন অতএব মহাপ্রলয বিনা বেদ সর্ব্বদা স্থায়ী হযেন।।২৯।। **সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।।৩০।।** সৃষ্টি এবং প্রলয়ের যদ্যপিও পুনঃ২ আবৃত্তি হইতেছে তত্রাপি নূতন বস্তুব উৎপন্ন হইবার দোষ বেদে হইতে পাবে নাই জেহেতু পূর্ব্বসৃষ্টিতে জে জে রূপে ও [২৬] জে জে নামে বস্তুসকল থাকেন পবসৃষ্টিতে সেই রূপে সেই নামে উপস্থিত হয়েন অতএব পূর্ব্বে এবং পবে ভেদ নাই এই মত বেদে দেখা যাইতেছে তথাহি যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ এবং স্মৃতিতেও এমত কহেন।।৩০।। এখন পবের দুই সূত্রের দ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। **মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ।।৩১।।** বেদে কহেন বসুব উপাসনা করিলে বসুব মধ্যে এক বসু হয়। এ বিদ্যাকে মধুতুল্য জানিয়া মধু সংজ্ঞা দিয়াছেন আদি শব্দের দ্বারা সূর্য্য উপাসনা করিলে সূর্য্য হয় এই শ্রুতির গ্রহণ করিয়াছেন এই সকল বিদ্যার অধিকার মনুষ্য ব্যতিরেক দেবতার না হয় জেহেতু বসুর বসু হওয়া সূর্য্যের সূর্য্য হওয়া অসম্ভব সেইমত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার দেবতাতে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন।।৩১।। যদি কহ জেমন ব্রাহ্মণের রাজসূয় যজ্ঞেতে অধিকার নাই কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্যেতে অধিকার আছে সেইমত মধ্বাদি বিদ্যাতে দেবতার অধিকার না থাকিয়া

'ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকিবার কি হানি তাহার উত্তর এই। **জ্যোতিষি ভাবাচ্চ।।৩২।।** সূর্য্যাদি ব্যবহার জ্যোতির্ম্মণ্ডলেই হয় অতএব সূর্য্যশব্দে জ্যোতির্ম্মণ্ডল প্রতিপাদ্য হয়েন নতুবা মন্ত্রাদের স্বকীয় অর্থের প্রমাণ থাকে নাই কিন্তু মণ্ডলাদের চৈতন্য নাই অতএব অচৈত[২৭]ন্যের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার থাকিতে পারে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন।।৩২।। **ভাবন্তু বাদরায়ণোহস্তি হি।।৩৩।।** সূত্রে তু শব্দ জৈমিনির শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত দিয়াছেন ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবতার অধিকারের সম্ভাবনা আছে বাদরায়ণ কহিয়াছেন জেহেতু যদ্যপিও সূর্য্যমণ্ডল অচেতন হয় কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী দেবতা সচৈতন্য হয়েন।।৩৩।। ছান্দোগ্য উপনিষদে বিদ্যাপ্রকরণে শিষ্যকে শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে জ্ঞান হয় যে শূদ্রে ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যাপনের অধিকার আছে এমত নহে।। **শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।।৩৪।।** শূদ্রকে অজ্ঞ কহিয়া সম্বোধন ঊর্দ্ধগামী হংস করিয়াছিলেন এই অনাদরবাক্য শুনিয়া শূদ্রের শোক উপস্থিত হইল ঐ শোকেতে ব্যাকুল হইয়া শূদ্র শীঘ্র রৈক্য নামক গুরুর নিকটে গেলেন গুরু আপনার সর্ব্বজ্ঞতা জানাইবার নিমিত্ত শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করিলেন অতএব শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারের জ্ঞাপক না হয়।।৩৪।। **ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ।।৩৫ ।।** পরে পরশ্রুতিতে চৈত্ররথনামা প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের উপলব্ধি হয় শূদ্রের উপলব্ধি হয় নাই।।৩৫।। **সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ।।৩৬।।** বেদে কহেন উপনীত যাহার হয় তাহাকে [২৮] অধ্যয়ন করাবেক অতএব উপনয়নসংস্কার অধ্যায়নের প্রতি কারণ কিন্তু শূদ্রে উপনয়নসংস্কারের কথন নাই।।৩৬।। যদি কহ গোতম মুনি শূ[illegible] সংস্কার করিয়াছেন তাহার উত্তর এই **তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ।।৩৭।।** শূ[illegible] এই নির্দ্ধারণ জ্ঞান হইলে পর শূদ্রের সংস্কার করিতে গোতমের প্রবৃত্তি হইয়াছিল অতএব শূদ্র [illegible] সংস্কারে প্রবৃত্ত করেন নাই ।।৩৭ ।। **শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্য।।৩৮।।** শ্রবণ এবং অধ্যয়নের অনুষ্ঠানের নিষেধ শূদ্রের প্রতি আছে অতএব শূদ্র অধিকারী না হয় এবং স্মৃতিতেও নিষেধ আছে। এ পাচ সূত্র শূদ্র অধিকার বিষয়ে প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেন ।৩৮।। বেদে কহেন প্রাণের কম্পনে শরীরের কম্পন হয় অতএব প্রাণ সর্ব্বের কর্ত্তা হয় এমত নহে। **কম্পনাৎ।।৩৯।।** প্রাণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন জেহেতু বেদে কহেন জে ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ হয়েন অতএব প্রাণের কম্পন ব্রহ্ম হইতেই হয়।।৩৯।। বেদে কহেন পরম জ্যোতি উপাস্য হয় অতএব পরম জ্যোতি শব্দের দ্বারা সূর্য্য প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে।। **জ্যোতির্দর্শনাৎ ।।৪০ ।।** ঐ শ্রুতিতেই ব্রহ্মকেই জ্যোতি শব্দে কহিয়াছেন এমত দৃষ্ট হইয়াছে।।৪০।। বেদে কহেন নামরূপের কর্ত্তা আকাশ হয় অতএব [২৯] ভূতাকাশ নামরূপের কর্ত্তা হয় এমত নহে। **আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ।।৪১।।** বেদে কহিয়াছেন জে নামরূপের ভিন্ন হয় সেই ব্রহ্ম আর নামাদের মধ্যে আকাশ গণিত হইতেছে অতএব আকাশের নামাদের মধ্যে গণিত হওয়াতে এবং ব্রহ্মশব্দ কথনের দ্বারা আকাশশব্দ হইতে এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ।।৪১ ।। জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন জে আত্মা দেহাদি ভিন্ন হয়েন কি না তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন জে সুষুপ্তি আদি ধর্ম্ম জাহার তিহোঁ বিজ্ঞানময় হয়েন অতএব জীব এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। **সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ।।৪২।।** বেদে কহেন জীব সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েন আর প্রাজ্ঞ আত্মার অবলম্বনের দ্বারা জীব শব্দ করেন অতএব জীব হইতে সুষুপ্তিসময়ে এবং উত্থানকালে বিজ্ঞানময় পরমাত্মার ভেদকথন আছে এই হেতু বিজ্ঞানময় শব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন।।৪২।। **পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ।।৪৩।।** উত্তর২ শ্রুতিতে পতি প্রভৃতি শব্দের কথন আছে অতএব বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম হয়েন সংসারী জীব বিজ্ঞানময় না হয় ।।৪৩ ।।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ।।৩।।

২

[৩০] ওঁ। **আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দর্শয়তি চ**।।১।। বেদে কহেন জীব হইতে অব্যক্ত সূক্ষ্ম হয় অতএব কোন শাখাতে অব্যক্ত শব্দ হইতে এখানে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি বোধ্য হয় এমত নহে জেহেতু শরীরকে জেখানে রথরূপে বেদে বর্ণন করিয়াছেন সেখানে অব্যক্ত শব্দ হইতে লিঙ্গশরীর বোধ্য হইতেছে অতএব লিঙ্গশরীর অব্যক্ত হয় এমত বেদে দেখাইতেছেন ।।১।। **সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ** ।।২।। সূক্ষ্ম এখানে লিঙ্গ-শরীর হয় জেহেতু অব্যক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য হইবার যোগ্য লিঙ্গশরীর কেবল হয় তবে স্থূল শরীরকে অব্যক্ত শব্দে জে কহে সে কেবল লক্ষণার দ্বারা জানিবে।।২।। **তদধীনত্বাদর্থবৎ** ।।৩।। যদি সেই অব্যক্ত শব্দ হইতে প্রধান অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির তাৎপর্য্য হয় তবে সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের সহকারী দ্বারা সেই প্রধানের কার্য্যকারিত্ব শক্তি থাকে।।৩।। **জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ** ।।৪।। সাংখ্যমতে জাহাকে প্রধান কহেন সে অব্যক্ত শব্দের বোধ্য নহে জেহেতু সে প্রধান জ্ঞাতব্য হয় এমত বেদে কহেন নাই।।৪।। **বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ**।।৫।। যদি কহ বেদে কহিতেছেন মহত্তের পরবস্তুকে ধ্যান করিলে মুক্তি হয় তবে প্রধান এ শ্রুতির দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু সেই প্রকরণে [৩১] কহিতেছেন জে পুরুষের পর আর নাই অতএব প্রাজ্ঞ জে পরমাত্মা তিহোঁ কেবল জ্ঞেয় হয়েন।।৫।। **ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ**।।৬।। পিতৃতুষ্টি আর অগ্নি এবং পরমাত্মা এই তিনের প্রশ্ন নচিকেত করেন এবং কঠবল্লীতে এই তিনের স্থাপন করিয়াছেন অতএব প্রধান জ্ঞেয় না হয় জেহেতু এই তিনের মধ্যে প্রধান গণিত নহে ।।৬।। **মহদ্বচ্চ** ।।৭।। জেমন মহান্ শব্দ প্রধানবোধক নয় সেইরূপ অব্যক্ত শব্দ প্রধানবাচী না হয় ।।৭।। বেদে কহেন জে অজা লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণা হয় অতএব অজাশব্দ হইতে প্রধান প্রতিপাদ্য হইয়াছে এমত নয়। **চমসবদবিশেষাৎ**।।৮।। অজা অর্থাৎ জন্ম নাই আর লোহিতাদি শব্দ বর্ণকে কহে এই দুই অর্থের অন্যত্র সম্ভাবনা আছে প্রধানে এ শব্দের শক্তি হয় এমত বিশেষ নিয়ম নাই জেমত চমস শব্দ বিশেষণাভাবে কোন বস্তুকে বিশেষ করিয়া কহেন নাই।।৮।। যদি কহ চমস শব্দ বিশেষণের দ্বারা যজ্ঞশিরোভাগকে জেমত কহে সেইরূপ অজা শব্দ বিশেষণের দ্বারা প্রধানকে কহিতেছে এমত কহিতে পার না। **জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীযত একে** ।।৯।। জ্যোতি জে মায়ার প্রথম হয় এমত তেজ আর জল এবং অন্নাত্মিকা মায়া অজাশব্দ হইতে বোধ্য হয় ছন্দোগেরা ঐ মায়ার লোহিতাদি রূপ বর্ণন [৩২] করেন এবং কহেন এইরূপ মায়া ঈশ্বরাধীন হয় স্বতন্ত্র নহে।।৯।। **কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ** ।।১০।। সূর্য্যকে জেমন সুখ দানে মধুর সহিত তুল্য জানিয়া মধু কহিয়া বেদে বর্ণন করেন এবং বাক্যকে অর্থদানে ধেনুর সহিত তুল্য জানিয়া ধেনু কহিয়া বর্ণন করেন সেইরূপ তেজ অপ্ অন্নস্বরূপিণী জে মায়া তাহার অজা অর্থাৎ ছাগের সহিত তাজা হইবাতে সমতা আছে সেই সমতার কল্পনার বর্ণন মাত্র অতএব এ মায়ার জন্ম হইবাতে কোন বিরোধ নাই।।১০।। বেদে কহেন পাঁচ পাঁচ জন অর্থাৎ পঁচিশ তত্ত্ব হয় অতএব এই পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে প্রধানের গণনা আছে এমত নহে।। **ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ** ।।১১।। তত্ত্বের পঞ্চবিংশতি সংখ্যা না হয় জেহেতু পরস্পর এক তত্ত্বে অন্য তত্ত্ব মিলে এই নিমিত্ত নানা সংখ্যা তত্ত্বের কহিয়াছেন যদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কহ তবে আকাশ আর আত্মা লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে অতিরেক তত্ত্ব হয় ।।১১।। যদি কহ যদ্যপি তত্ত্ব পঁচিশ না হয় তবে বেদে পঞ্চ পঞ্চ জন অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কিরূপে কহিয়াছেন তাহার উত্তর এই।। **প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ**।।১২।। পঞ্চ পঞ্চ জন জে শ্রুতিতে আছে সেই শ্রুতির বাক্যশেষেতে কহিয়াছেন [৩৩] প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু শ্রোত্রের শোত্র অন্নের অন্ন মনের মন অতএব এই প্রাণাদি পঞ্চ বস্তু পঞ্চ জনের অর্থাৎ পঞ্চ পুরুষের তুল্য হয়েন এই পাঁচ আর অবিদ্যারূপ আকাশ এই ছয় জে আত্মাতে থাকেন তাহাকে জান এখানে শ্রুতির এই অর্থ তাৎপর্য্য হয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তাৎপর্য্য নহে ।।১২।। **জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে**

।।১৩।। কাণ্বদের মতে অন্নের স্থানে জ্যোতির জ্যোতি এমত পাঠ হয় সেমতে অন্ন লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি না হইয়া জ্যোতি লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি হয় ।।১৩।। বেদে কোন স্থানে কহেন আকাশ সৃষ্টির পূর্ব্বে হয় কোথাও তেজকে কোথাও প্রাণকে সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ণন করেন অতএব সকল বেদের পরস্পর সমন্বয় অর্থাৎ একবাক্যতা হইতে পারে নাই এমত নহে ।। **কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ** ।।১৪।। ব্রহ্ম সকলের কারণ অতএব অবিরোধ হয় এবং বেদের অনৈক্য না হয় জেহেতু আকাশাদি বস্তুর কারণ করিয়া ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র বেদে যথাবিহিত কথন আছে আর আকাশ তেজ প্রাণ এই তিন অগ্র সৃষ্টির পূর্ব্বে হয়েন এ বেদের তাৎপর্য্য হয় এ তিনের মধ্যে এক অন্যের পূর্ব্বে হয় এমত তাৎপর্য্য নহে জে বেদের অনৈক্যতা দোষ হইতে পারে সূত্রের জে চ শব্দ আছে তাহার এই অর্থ হয় ।।১৪।। বেদে কহেন [৩৪] সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল অতএব জগতের অভাবের দ্বারা ব্রহ্মের কারণত্বের অভাব সে কালে স্বীকার করিতে হয় এমত নহে। **সমাকর্ষাৎ** ।।১৫।। অন্যত্র বেদে জেমন অসৎ শব্দের দ্বারা অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্য্য হইতেছে সেইরূপ পূর্ব্বশ্রুতিতেও অসৎ শব্দ হইতে অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্য্য হয় অর্থাৎ নামরূপ ভোগপূর্ব্বক সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ লীন থাকে অতএব সে কালেও কারণত্ব ব্রহ্মের রহিল ।।১৫।। কৌষীতকী শ্রুতিতে আদিত্যাদি পুরুষকে বলাকি মুনির বর্ণন করাতে অজাতশত্রু তাহার বাক্যে অশ্রদ্ধা করিয়া গার্গের শ্রবণার্থ কহিলেন জে ইহার কর্ত্তা সে তাহাকে জানা কর্ত্তব্য হয় অতএব এ শ্রুতির দ্বারা জীব কিংবা প্রাণ জ্ঞাতব্য হয় এমত নহে। **জগদ্বাচিত্বাৎ** ।।১৬।। এই জাহার কর্ম্ম অর্থাৎ এই জগৎ জাহার কর্ম্ম ঐ স্থানে বেদের তাৎপর্য্য হয় আর প্রাণ কিম্বা জীবের জগৎকর্ম্ম নহে জেহেতু জগৎকর্ত্তৃত্ব কেবল ব্রহ্মের হয় ।।১৬।। **জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং** ।।১৭।। বেদে কহেন প্রাজ্ঞস্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়ের সহিত ভোগ করেন এই শ্রুতি জীববোধক হয় আর প্রাণ জে সে সকলের মুখ্য হয় এ শ্রুতি প্রাণবোধক হয় এমত নহে। যদি বল এ সকল শ্রুতি জীব এবং প্রাণের প্রতিপাদক [৩৫] হয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদক না হয়েন তবে ইহার উত্তর পূর্ব্বসূত্রে ব্যাখ্যান করিয়াছি অর্থাৎ কোন শ্রুতি ব্রহ্মকে এবং কোন শ্রুতি প্রাণ ও জীবকে যদি কহেন তবে উপাসনা তিন প্রকার হয় এ দোষ ।।১৭।। **অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে** ।।১৮।। এক শ্রুতি প্রশ্ন কহেন জে কোথায় এ পুরুষ অর্থাৎ জীব শয়ন করেন অন্য শ্রুতি উত্তর দেন জে প্রাণ অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সুষুপ্তিকালে জীব থাকেন এই প্রশ্ন উত্তরের দ্বারা জৈমিনি ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য কহেন এবং বাজসনেয়ীরা এই প্রশ্নের দ্বারা জে নিদ্রাতে এ জীব কোথায় থাকেন আর এই উত্তরের দ্বারা জে হৃদাকাশে থাকেন ঐরূপ ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য করেন ।।১৮।। শ্রুতিতে কহেন আত্মাতে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদিরূপ সাধন করিবেক এখানে আত্মা শব্দে জীব বুঝায় এমত নহে। **বাক্যান্বয়াৎ** ।।১৯।। জেহেতু ঐ শ্রুতির উপসংহারে অর্থাৎ শেষে কহিয়াছেন জে এই মাত্র অমৃত হয় অর্থাৎ আত্মার শ্রবণাদি অমৃত হয় অতএব উপসংহারের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত পূর্ব্বশ্রুতির সম্বন্ধ হইলে জীবের সহিত অন্বয় হয় না ।।১৯।। **প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ** ।।২০।। এক ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি নিমিত্ত জেখানে জীবকে ব্রহ্মরূপে কহিয়াছেন সে ব্রহ্মরূপে [৩৬] কথন সঙ্গত হয় আশ্মরথ্য এইরূপ কহিয়াছেন ।।২০।। **উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ** ।।২১।। সংসার হইতে জীবের জখন উৎক্রমণ অর্থাৎ মোক্ষ হইবেক তখন জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য হইবেক সেই হইবেক জে ঐক্য তাহা কে হইয়াছে এমত জানিয়া জীবকে ব্রহ্মরূপে কথন সঙ্গত হয় এ ঔডুলোমি কহিয়াছেন ।।২১।। **অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ** ।।২২।। ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিবিম্বের ন্যায় অবস্থিতি করেন অতএব জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য সঙ্গত হয় এমত কাশকৃৎস্ন কহিয়াছেন ।।২২।। বেদে কহেন ব্রহ্ম সংকল্পের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন অতএব ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্তকারণ হয়েন জেমন ঘটের নিমিত্তকারণ

কুম্ভকার হয় এমত নহে। **প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ** ।।২৩।। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণো জগতের ব্রহ্ম হয়েন যেমন ঘটের উপাদানকারণ মৃত্তিকা হয় জেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন জে এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয় এ প্রতিজ্ঞা তবে সিদ্ধ হয় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন জে এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার বস্তুত জ্ঞান হয় এ দৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধি পায় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর ঈক্ষণ দ্বারা [৩৭] সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন অতএব ব্রহ্ম এই সকল শ্রুতির অনুরোধেতে নিমিত্তকারণ এবং সমবায়কারণ জগতের হয়েন জেমন মাকড়সা আপনা হইতে আপন ইচ্ছা দ্বারা জাল করে সেই জালের সমবায়কারণ এবং নিমিত্তকারণ আপনি মাকড়সা হয় সমবায়কারণ তাহাকে কহি জে স্বয়ং মিলিত হইয়া কার্য্যকে জন্মায় জেমন মৃত্তিকা স্বয়ং মিলিত হইয়া ঘটের কারণ হয় আর নিমিত্তকারণ তাহাকে কহি জে কার্য্য হইতে ভিন্ন হইয়া কার্য্য জন্মায় জেমন কুম্ভকার ঘট হইতে ভিন্ন হইয়া ঘটকে উৎপন্ন করে ।।২৩।। **অভিধ্যোপদেশাচ্চ** ।।২৪।। অভিধ্যা অর্থাৎ আপন হইতে অনেক হইবার সংকল্প সেই সংকল্প শ্রুতিতে কহেন যে ব্রহ্ম করিয়াছেন তথাহি অহং বহু স্যাং অতএব এই উপদেশের দ্বারা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ হয়েন ।।২৪।। **সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ** ।।২৫।। বেদে কহেন উভয় অর্থাৎ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কর্তৃত্ব সাক্ষাৎ ব্রহ্মে হয় অতএব ব্রহ্ম উপাদানকারণ জগতের হয়েন জেহেতু কার্য্য উপাদানকারণে লয় হয় নিমিত্তকারণে লয় হয় নাই জেমন ঘট মৃত্তিকাতে লীন হয় কুম্ভকারে লীন না হয় ।।২৫।। **আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ** ।।২৬।। বেদে কহেন ব্রহ্ম [৩৮] সৃষ্টিসময়ে স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করেন এই ব্রহ্মের আত্মকৃতির শ্রবণ বেদে আছে আর কৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির পরিণাম যাহাকে বিবর্ত্ত কহি তাহার শ্রবণ বেদে আছে অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হয়েন। বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই জে স্বরূপের নাশ না হইয়া কার্য্যান্তরকে স্বরূপ হইতে জন্মায় ।।২৬।। **যোনিশ্চ হি গীয়তে** ।।২৭।। বেদে সকলে ব্রহ্মকে যোনি করিয়া কহেন যোনি অর্থাৎ উপাদান অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ হয়েন। বেদে সূক্ষ্মকে কারণ কহিতেছেন অতএব পরমাণ্বাদি সূক্ষ্ম জগৎকারণ হয় এমত নহে ।।২৭।। **এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ** ।।২৮।। প্রধানকে খণ্ডনের দ্বারা পরমাণ্বাদি বাদ খণ্ডন হইয়াছে জেহেতু বেদে পরমাণ্বাদিকে জগৎকারণ কহেন নাই এবং পরমাণ্বাদি সচেতন নহে অতএব ত্যাজ্য করিয়া ব্যাখ্যান পূর্ব্বেই হইয়াছে তবে পরমাণ্বাদি শব্দ জে বেদে দেখি সে ব্রহ্মপ্রতিপাদক হয় জেহেতু ব্রহ্মকে স্থূল হইতে স্থূলে এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বেদে বর্ণন করিয়াছেন ব্যাখ্যাতা শব্দ দুই বার কথনের তাৎপর্য্য অধ্যায়সমাপ্তি হয়। ।।২৮।।

ইতি শ্রীবেদান্তগ্রন্থে প্রথমাধ্যায়ঃ ।।০।।

ওঁ তৎ সৎ ।। যদ্যপিও প্রধানকে বেদে জগৎকারণ কহেন[৩৯]নাই কিন্তু অপর প্রামাণের দ্বারা প্রধান জগৎকারণ হয় এই সন্দেহ নিবারণ করিতেছেন।।

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।।১।। প্রধানকে যদি জগৎকারণ না কহ তবে কপিলস্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয় অতএব প্রধান জগৎকারণ হয় তাহার উত্তর এই যদি প্রধানকে জগৎকারণ কহ তবে গীতাদি স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয় অতএব স্মৃতির পরস্পর বিরোধে কেবল শ্রুতি এ স্থানে গ্রাহ্য আর শ্রুতিতে প্রধানের জগৎকারণত্ব নাই ।।১।। **ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ** ।।২।। সাংখ্যশাস্ত্রে ইতর অর্থাৎ মহত্ত্বাদিকে জাহা কহিয়াছেন তাহা প্রামাণ্য নহে জেহেতু বেদেতে এমত সকল বাক্যের উপলব্ধি হয় নাই ।।২।। বেদে যে যোগ কহিয়াছেন তাহা সাংখ্যমতে প্রকৃতিঘটিত করিয়া কহেন অতএব সেই

যোগের প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতির প্রামাণ্য হয় এমত নহে।। **এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ** ।।৩।। সাংখ্যমত খণ্ডনের দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রে জে প্রধানঘটিত যোগ কহিয়াছেন তাহার খণ্ডন সুতরাং হইল ।।৩।। এখন দুই সূত্রেতে সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সন্দেহের নিরাকরণ করেণ।। **ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ** ।।৪।। জগতের উপাদানকারণ চেতন না হয় জেহেতু চেতন হইতে জগৎকে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন দেখি[৪০]তেছি ঐ চেতন হইতে জগৎ ভিন্ন হয় অর্থাৎ জড় হয় এমত বেদে কহিতেছেন ।।৪।। যদি কহ শ্রুতিতে আছে জে ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যেকে আপন আপন বড় হইবার নিমিত্ত বিবাদ করিয়াছেন অতএব ইন্দ্রিয়সকলের এবং পৃথিবীর চেতনত্ব পাওয়া জায় এমত কহিতে পারিবে নাই।। **অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাং** ।।৫।। ইন্দ্রিয়সকলের এবং পৃথিবীর অভিমানী দেবতা এ স্থানে পরস্পর বিবাদী এবং মধ্যস্থ হইয়াছিলেন জেহেতু এখানে অভিমানী দেবতার কথন বেদে আছে তথাহি তা হৈব দেবতা অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা আর অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ অর্থাৎ অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন ঐ দেবতা শব্দের বিশেষণের দ্বারা আর অগ্নির গতির দ্বারা এখানে অভিমানী দেবতা তাৎপর্য্য হয় ।।৫।। **দৃশ্যতে তু** ।।৬।। এখানে তু শব্দ পূর্ব্ব দুই সূত্রের সন্দেহের সিদ্ধান্তের জ্ঞাপক হয়। সচেতন পুরুষের অচেতন স্বরূপ নখাদির উৎপত্তি জেমন দেখিতেছি সেইরূপ অচেতন জগতের চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হয়েন ।।৬।। **অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ** ।।৭।। সৃষ্টির আদিতে জগৎ অসৎ ছিল সেইরূপ অসৎ জগৎ সৃষ্টিসময়ে উৎপন্ন হইল এমত নহে জে[৪১]হেতু সতের প্রতিষেধ অর্থাৎ বিপরীত অসৎ তাহার সম্ভাবনা কোন মতেই হয় নাই অতএব অসতের আভাস শব্দমাত্রে কেবল উপলব্ধি হয় বস্তুত নাই জেমন খপুষ্পের আভাস শব্দমাত্রে হয় বস্তুত নয় ।।৭।। **অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং** ।।৮।। জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্মকে কহিলে যুক্ত হয় নাই জেহেতু অপীতি অর্থাৎ প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্মেতে লীন হইলে জেমন তিক্তাদি সংযোগে দুগ্ধ তিক্ত হয় সেইরূপ জগতের সংযোগে ব্রহ্মেতে জগতের জড়তাগুণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে সন্দেহ করিয়া পরসূত্রে নিবারণ করিতেছেন।।৮।। **ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ** ।।৯।। তু শব্দ এখানে সিদ্ধান্তনিমিত্ত হয়। জেমন মৃত্তিকার ঘট মৃত্তিকাতে লীন হইলে মৃত্তিকার দোষ জন্মাইতে পারে নাই এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে জড় জগৎ প্রলয়কালে ব্রহ্মেতে লীন হইলেও ব্রহ্মের জড়দোষ জন্মাইতে পারে নাই।।৯।। **স্বপক্ষদোষাচ্চ** ।।১০।। প্রধানকে জগতের কারণ কহিলে জে জে দোষ পূর্ব্বে কহিয়াছি সেই সকল দোষ স্বপক্ষে অর্থাৎ ব্রহ্মপক্ষে হইতে পারে নাই অতএব এই পক্ষ যুক্ত হয় ।।১০।। **তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যাবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ** ।।১১।। তর্ক কেবল বুদ্ধি [৪২] সাধ্য এই হেতু তাহার প্রতিষ্ঠা নাই অর্থাৎ স্থৈর্য্য নাই অতএব তর্কে বেদের বাধা জন্মাইতে পারে নাই যদি তর্ককে স্থির কহ তবে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ হইবেক যদি এইরূপে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ স্বীকার করহ তবে শাস্ত্রের দ্বারা জে নিশ্চিত মোক্ষ হয় তাহার অভাবপ্রসঙ্গ কপিলাদি বিবুধ তর্কের দ্বারা হইবেক অতএব কোন তর্কের প্রামাণ্য নাই ।।১১।। যদি কহ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপক হয়েন তবে আকাশের ন্যায় ব্যাপক হইয়া জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেণ নাই কিন্তু পরমাণু জগতের উপাদানকারণ হয় এরূপ তর্ক করা অশাস্ত্র তর্ক না হয় জেহেতু বৈশেষিকাদি শাস্ত্রে উক্ত আছে এমত কহিতে পারিবে না ।। **এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ** ।।১২।। সদ্রূপ ব্রহ্মকে জে শিষ্টলোকে কারণ কহেন তাঁহারা কোন অংশে পরমাণ্বাদি জগতের উপাদানকারণ হয় এমত কহেন নাই অতএব বৈশেষিকাদি মত পরস্পর বিরোধের নিমিত্ত ত্যাজ্য করিয়া শিষ্টসকলে ব্যাখ্যান করিয়াছেন ।।১২।। পরসূত্রে আদৌ সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সমাধান করিতেছেন।। **ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ**।।১৩।। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদানকারণ হয়েন তবে ভোক্তা আর

-ভোগ্যের [৪৩] মধ্যে বিভাগ অর্থাৎ ভেদ থাকে নাই অথচ ভোক্তা এবং ভোগ্যের পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে ইহার উত্তর এই জে লোকেতে বস্তুতে সর্পভ্রম এবং দণ্ডভ্রম হইয়া উভয়ের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ জেমন মিথ্যা উপলব্ধি হয় সেই মত ভোক্তা এবং ভোগ্যের ভেদ কল্পিত মাত্র ।।১৩।। দুগ্ধ লোকেতে জেমন দধি হইযা দুগ্ধ হইতে পৃথক কহায এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্ম এবং জগতের ভেদ বস্তুত হইতে পারে এমত নহে।। **তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ** ।।১৪।। ব্রহ্ম হইতে জগতের অন্যত্ব অর্থাৎ পার্থক্য না হয জেহেতু বাচারম্ভণাদি শ্রুতি কহিতেছেন জে নাম আর রূপ যাহা প্রত্যক্ষ দেখহ সে কেবল কথন মাত্র বস্তুত ব্রহ্মই সত্য ।।১৪।। **ভাবে চোপলব্ধেঃ** ।।১৫।। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয জেহেতু ব্রহ্মসত্তাতে জগতের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে ।।১৫।। **সত্ত্বাচ্চাবরস্য** ।।১৬।। অবর অর্থাৎ কার্য্যরূপ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মস্বরূপে ছিল অতএব সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয জেমন ঘট আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে পূর্ব্বে মৃত্তিকারূপে ছিল পশ্চাৎ ঘট হইযাও মৃত্তিকা হইতে অন্য হয নাই ।।১৬।। **অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ** ।।১৭।। বেদে কহেন জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল অতএব কার্য্যের অর্থাৎ জগ[৪৪]তের অভাব সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞান হয এমত নহে জেহেতু ধর্ম্মান্তরেতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল অর্থাৎ নামরূপে যুক্ত হইয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল নাই কিন্তু নামরূপ ত্যাগ করিয়া কারণেতে সে কালে জগৎ লীন ছিল ইহার কারণ এই জে ওই বেদের বাক্য শেষে কহিয়াছেন জে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৎ ছিলো ।।১৭।। **যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ** ।।১৮।। ঘট হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকারূপে ঘট যদি না থাকিতো তবে ঘট করিবার সময মৃত্তিকাতে কুম্ভকারের যত্ন হইতো না এই যুক্তির দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ব্রহ্মস্বরূপে ছিল নিশ্চয হইতেছে এবং শব্দান্তরের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৎ ছিল এমত প্রমাণ হইতেছে।।১৮।। **পটবচ্চ** ।।১৯।। জেমন বস্ত্রসকল অকুঞ্চন অর্থাৎ তানা আর প্রসারণ অর্থাৎ পড়্যান হইতে ভিন্ন না হয সেই মত ঘট জন্মিলে পরেও মৃত্তিকা ঘট হইতে ভিন্ন নহে এইরূপ সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নয ।।১৯।। **যথা চ প্রাণাদি** ।।২০।। ভিন্ন লক্ষণ হইয়া জেমন প্রাণ অপানাদি পবন হইতে ভিন্ন না হয সেইরূপ রূপান্তরকে পাইযাও কার্য্য আপন উপাদানকারণ হইতে পৃথক হয নাই ।।২০।। এই সূত্রে সন্দেহ করিযা দ্বিতীয় সূত্রে এহার নিরাকরণ করিতেছেন ।। **ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ[৪৫]প্রসক্তিঃ** ।।২১।। ব্রহ্ম যদি জগতের কারণ হয়েন তবে জীবো জগতের কারণ হইলেক জেহেতু জীবকে ব্রহ্ম করিয কথন আছে আর জীব জড়াদিকে অর্থাৎ ঘটাদিকে সৃষ্টি করে কিন্তু জীবরূপ ব্রহ্ম আপন কার্য্যের জড়ত্ব দূর করিতে পারে নাই এ দোষ জীবরূপ ব্রহ্মে উপস্থিত হয ।।২১।। **অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ** ।।২২।। অল্পজ্ঞ জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক হয়েন যেহেতু নানা শ্রুতিতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদকথন আছে অতএব জীব আপন কার্য্যের জড়তা দূর করিতে পারে নাই ।।২২।। **অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ** ।।২৩।। এক জে ব্রহ্ম উপাদানকারণ তাহা হইতে নানাপ্রকার পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য বিরূপে হইতে পারে এ দোষের এখানে সংগতি হইতে পারে নাই জেহেতু এক পর্ব্বত হইতে নানাপ্রকার মণি এবং এক বীজ হইতে জেমন নানাপ্রকার পুষ্প ফলাদি হয় সেইরূপ এক ব্রহ্ম হইতে নানাপ্রকার কার্য্য প্রকাশ পায ।।২৩।। পুনর্ব্বার সন্দেহ করিযা সমাধান করিতেছেন। **উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি** ।।২৪।। উপসংহার দণ্ডাদি সামগ্রীকে কহে। ঘট জন্মাইবার জন্যে মৃত্তিকার সহকারী দণ্ডাদি সামগ্রী হয কিন্তু সে সকল সহকারী ব্রহ্মের নাই [৪৬] অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ না হয়েন এমত নহে জেহেতু ক্ষীর জেমন সহকারী বিনা স্বযং দধি হয এবং জল জেমন আপনি আপনাকে জন্মায সেইরূপ সহকারী বিনা ব্রহ্ম জগতের কারণ হয়েন।।২৪।। **দেবাদিবদপি লোকে** ।।২৫।। লোকেতে জেমন দেবতা সাধন অপেক্ষা না করিয়া ভোগ করেণ সেই মত ব্রহ্ম সাধন বিনা জগতের কারণ হয়েন ।।২৫।। প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন। **কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা**

।।২৬।। ব্রহ্মকে যদি অবয়বরহিত কহ তবে তিহোঁ একাকী যখন জগৎরূপ কার্য্য হইবেন তখন তিহোঁ সমস্ত একবারে কার্য্যস্বরূপ হইয়া জাইবেন তিহোঁ আর থাকিবেন নাই তবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কার্য্য হইলে তাঁহার দ্রষ্টব্যত্ব থাকে নাই যদি অবয়ববিশিষ্ট কহ তবে শ্রুতি শব্দের কোপ হয় অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ হয় জেহেতু শ্রুতিতে তাঁহাকে অবয়বরহিত কহিয়াছেন ।।২৬।। **শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ** ।।২৭।। এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তের নিমিত্ত। একেই ব্রহ্ম উপাদান এবং নিমিত্তকারণ জগতের হয়েন যেহেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন অতএব এখানে যুক্তির অপেক্ষা নাই আর যেহেতু বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ হয়েন ।।২৭।। **আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি** ।।২৮।। পরমাত্মাতে সর্ব্বপ্রকার [৪৭] বিচিত্র শক্তি আছে এমত শ্বেতাশ্বতরাদি শ্রুতিতে বর্ণন দেখিতেছি ।।২৮।। **স্বপক্ষদোষাচ্চ** ।।২৯।। নিরবয়ব জে প্রধান তাহার পরিণামের দ্বারা জগৎ হইয়াছে এমত কহিলে প্রধানের অভাব দোষ জন্মে কিন্তু ব্রহ্ম পক্ষে এ দোষ হইতে পারে নাই জেহেতু ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ হয়েন ।।২৯।। শরীররহিত ব্রহ্ম কিরূপে সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট হইতে পারেণ ইহার উত্তর এই। **সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ** ।।৩০।। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হয়েন জেহেতু এমত বেদে দৃষ্ট হইতেছে ।।৩০।। **বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তং** ।।৩১।। ইন্দ্রিয়রহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন এমত যদি কহ তাহার উত্তর পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে অর্থাৎ দেবতা সকল লোকেতে বিনা সাধন যেমন ভোগ করেণ সেইরূপ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় বিনা জগতের কারণ হয়েন ।।৩১।। প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন।। **ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ** ।।৩২।। ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন জেহেতু জে কর্ত্তা হয় সে বিনা প্রয়োজনে কার্য্য করে নাই ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন জগতের সৃষ্টিতে নাই ।।৩২।। **লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং** ।।৩৩।। এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তার্থ লোকেতে যেমন বালকেরা রাজাদি রূপ গ্রহণ করিয়া লিলা করে সেইরূপ জগৎরূপে [৪৮] ব্রহ্মের আবির্ভাব হওয়া লীলা মাত্র হয় ।।৩৩।। জগতে কেহ সুখী কেহ দুঃখী ইত্যাদি অনুভব হইতেছে অতএব ব্রহ্মের বিষম সৃষ্টি করা দোষ জন্মে এমত যদি কহ তাহার উত্তর এই। **বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি** ।।৩৪।। সুখী আর দুঃখীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সুখ আর দুঃখের দাতা জে পরমাত্মা তাহার বৈষম্য এবং নির্দ্দয়ত্ব জীবের বিষয়ে নাই জেহেতু জীবের সংস্কার কর্ম্মের অনুসারে কল্পতরুর ন্যায় ব্রহ্ম ফলকে দেন পুণ্যেতে পুণ্য উপার্জ্জিত হয় এবং পাপে পাপ জন্মে এমত বর্ণন বেদে দেখিতেছি ।।৩৪।। **ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ** ।।৩৫।। বেদে কহিতেছেন সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সৎ ছিলেন এই নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের বিভাগ অর্থাৎ কর্ম্মের সত্তা ছিল নাই অতএব সৃষ্টি কোন মতে কর্ম্মের অনুসারী না হয় এমত কহিতে পারিবে না জেহেতু সৃষ্টি আর কর্ম্মের পরস্পর কার্য্যকারণত্বরূপে আদি নাই জেমন বৃক্ষ ও তাহার বীজ কার্য্য-কারণরূপে অনাদি হয় ।।৩৫।। **উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ** ।।৩৬।। জগৎ সহেতুক হয় অতএব হেতুর অনাদিত্ব ধর্ম্ম লইয়া জগতের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয় আর বেদে উপলব্ধি হইতেছে জে কেবল নাম আর রূপের সৃষ্টি হয় কিন্তু সকল অনাদি আছেন।।৩৬।। নির্গুণ ব্রহ্ম জগ[৪৯]তের কারণ হইতে পারেন নাই এমত নহে।। **সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ** ।।৩৭।। বিবর্ত্ত-রূপে ব্রহ্ম জগৎকারণ হয়েন জেহেতু সকল ধর্ম্ম আর সকল শক্তি ব্রহ্মে সিদ্ধ আছে বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই জে আপনি নাট না হইয়া কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়েন ।।৩৭।।০।।০।।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ।।০।।০।।—

ওঁ তৎ সৎ ।।সত্ত্বরজস্তমস্বরূপ প্রকৃতি জগতের উপাদানকারণ কেনো না হয়েন ।। **রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং** ।।১।। অনুমান অর্থাৎ প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদান হইতে পারে নাই জেহেতু যড় হইতে নানাবিধ রচনার সম্ভাবনা নাই।।১।। **প্রবৃত্তেশ্চ**।।২।। চিৎস্বরূপ

ব্রহ্মের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রধানের প্রবৃত্তি হয় অতএব প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদানকারণ নহে।।২।। **পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি**।।৩।। যদি কহ জেমন দুগ্ধ স্বয়ং স্তন হইতে নিঃসৃত হয় আর জল জেমন স্বয়ং চলে সেই মত প্রধান অর্থাৎ স্বভাব স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয় এমত হইলেও ঈশ্বরকে প্রধানের এবং দুগ্ধাদের প্রবর্ত্তক তত্রাপি স্বীকার করিতে হইবেক জেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জলেতে স্থিত হইয়া জলকে প্রবর্ত্ত করাণ।।৩।। **ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ**।।৪।। তোমার মতে প্রধান যদি চেতনেব সাপেক্ষ [৫০] সৃষ্টি করিবাতে না হয় তবে কার্য্যের অর্থাৎ জগতের পৃথক্ অবস্থিতি প্রধান হইতে জাহা তুমি স্বীকার করহ সে পৃথক্ অবস্থিতি থাকিবেক না জেহেতু প্রধান তোমাব মতে উপাদানকারণ সে জখন জগৎ-স্বরূপ হইবেক তখন জগতেব সহিত ঐক্য হইয়া জাইবেক পৃথক্ থাকিবেক নাই অতএব তোমাব প্রমাণে তোমাব মত খণ্ডিত হয।।৪।। **অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ**।।৫।। ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা প্রধান জগৎস্বরূপ হইতে পাবে না জেমন গবাদির ভক্ষণ বিনা ক্ষেত্রস্থিত তৃণ স্বয়ং দুগ্ধ হইতে অসমর্থ হয।।৫।। **অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ**।।৬।। প্রধানের স্বযং প্রবৃত্তি সৃষ্টিতে অঙ্গীকার করিলে প্রধানেতে জাহাদিগ্গের প্রবৃত্তি নাই তাহাদিগ্গের মুক্তিরূপ অর্থ হইতে পাবে না অথচ বেদে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লিখেন প্রধানেব জ্ঞানের দ্বাবা মুক্তি লিখেন না।।৬।। **পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি**।।৭।। যদি বল জেমন পঙ্গু পুরুষ হইতে অন্ধের চেষ্টা হয আর অয়স্কান্তমণি হইতে লৌহেব স্পন্দন হয সেইরূপ প্রক্রিযারহিত ঈশ্বরেব দ্বাবা প্রধানের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয এমত হইলেও তথাপি জেমন পঙ্গু আপনাব বাক্য দ্বাবায় অন্ধকে প্রবর্ত্ত কবায এবং অয়স্কান্তমণি সান্নিধ্যের দ্বাবা লৌহকে প্রবর্ত্ত কবায সেইরূপ ঈশ্বব আপনার ব্যাপাবেব [৫১] দ্বাবা প্রধানকে প্রবর্ত্ত কবাণ অতএব প্রধান ঈশ্বরের সাপেক্ষ হয় যদি কহ ব্রহ্ম তবে ক্রিয়াবিশিষ্ট হইলেন তাহাব উত্তব এই তাহার ক্রিযা কেবল মায়ামাত্র বস্তু করিতে ব্রহ্ম ক্রিয়াবিশিষ্ট নহেন।।৭।। **অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ**।।৮।। বেদে সত্ত্ব রজ তম তিন গুণেব সমতাকে প্রধান কহেন এই তিন গুণেব সমতা দূর হইলে সৃষ্টির আরম্ভ হয় অতএব প্রধানের সৃষ্টি আবম্ভ হইলে সেই প্রধানেব অঙ্গ থাকে না।।৮।। **অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিয়োগাৎ**।।৯।। কার্য্যের উৎপত্তিব দ্বাবা প্রধানের অনুমান যদি করিতে চাহ তাহা করিতে পারিবে না জেহেতু জ্ঞানশক্তি প্রধানে নাই আর জ্ঞানশক্তি ব্যতিরেকে সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পাবে নাই।।৯।। **বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসং**।।১০।। কেহ কহে তত্ত্ব পাঁচিশ কেহ ছাব্বিশ কেহ আঠাইশ এই প্রকার পবস্পব বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ অনৈক্য তত্ত্বসংখ্যাতে হইযাছে অতএব পাঁচিশ তত্ত্বেব মধ্যে প্রধানকে জে গণনা করিয়াছেন সে অযুক্ত হয়।।১০।। বৈশেষিক আব নৈয়ায়িকের মত এই জে সমবায়ি কাবণেব গুণ কার্য্যেতে উপস্থিত হয় এ মতে চৈতন্যবিশিষ্ট ব্রহ্ম কিরূপে চৈতন্যহীন জগতের কাবণ হইতে পাবেণ ইহাব উত্তর এই। **মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং**।।১১।। হ্রস্ব অর্থাৎ দ্ব্যণুক তাহাতে মহত্ত্ব নাই পরি[৫২]মণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু তাহাতে দীর্ঘত্ব নাই কিন্তু জখন দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হয তখন মহত্ত্ব গুণকে জন্মায পবমাণু জখন দ্ব্যণু হয তখন দীর্ঘত্ব জন্মায় অতএব এখানে জেমন কাবণেব গুণ কার্য্যেতে দেখা জায না সেইরূপ ব্রহ্ম এবং জগতের গুণের ভেদ হইলে দোষ কি আছে।।১১।। যদি কহ দুই পবমাণু নিশ্চল কিন্তু কর্ম্মাধীন দুইয়েব যোগেব দ্বাবা দ্ব্যণুকাদি হয ওই দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি জন্মে ইহার উত্তব এই। **উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ** ১২।। ঐ সংযোগের কারণ জে কর্ম্ম তাহার কোন নিমিত্ত আছে কি না তাহাতে নিমিত্ত আছে ইহা কহিতে পারিবে না জেহেতু জীবেব যত্ন সৃষ্টির পূর্ব্বে নাই অতএব যত্ন না থাকিলে কর্ম্মের নিমিত্তের সম্ভাবনা থাকে না অতএব ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত কিছু আছে এমত কহা জায না আর যদি কহ নিমিত্ত নাই তবে নিমিত্ত না থাকিলে কর্ম্ম হইতে পারে না অতএব উভয় প্রকারে দুই পবমাণুর সংযোগের কারণ কোন মতে কর্ম্ম না হয় এই হেতু ওই মত অসিদ্ধ।।১২।। **সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ**।।১৩।। পরমাণু দ্ব্যণুকাদি হইতে

যদি সৃষ্টি হয় তবে পরমাণু আর দ্ব্যণুকের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতে হইবেক পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ পরমাণুবাদীর সম্মত নহে অতএব ঐ মত সিদ্ধ হইল নাই যদি[৫৩] পরমাণুবাদের সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করহ তবে অনবস্থাদোষ হয় জেহেতু পরমাণু হইতে ভিন্ন দ্ব্যণুক সেই দ্ব্যণুক পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ অপেক্ষা করে এইরূপ দ্ব্যণুকের সহিত ত্রসরেণুবাদের ভেদের সমতা আছে অতএব ত্রসরেণু দ্ব্যণুকের সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে এই প্রকারে সমবায় সম্বন্ধের অবধি থাকে না যদি কহ পরমাণুর সম্বন্ধ দ্ব্যণুকের সহিত দ্ব্যণুকের সম্বন্ধ ত্রসরেণুর সহিত ত্রসরেণুর সম্বন্ধ চতুরেণুর সহিত সমবায় না হইয়া স্বরূপসম্বন্ধ হয় এমতে পরমাণুবাদের সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা সৃষ্টি জন্মে এমত জাহারা কহেন সে মতের স্থাপনা হয় না।।১৩।। **নিত্যমেব চ ভাবাৎ**।।১৪।। পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করিলে পরমাণুর প্রবৃত্তিও নিত্য মানিতে হইবেক তবে প্রলয়ের অঙ্গীকার হইতে পারে নাই এই এক দোষ জন্মে ।।১৪।। **রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ** ।।১৫।। পরমাণু যদি সৃষ্টির কারণ হয় তবে পরমাণুর রূপ স্বীকার করিতে হইবেক এবং রূপ স্বীকার করিলে তাহার নিত্যতার বিপর্য্যয় হয় অর্থাৎ নিত্যত্ব থাকিতে পারে নাই জেমন পটাদিতে দেখিতেছি রূপ আছে এ নিমিত্ত তাহার নিত্যত্ব নাই।।১৫।। **উভয়থা চ দোষাৎ** ।।১৬।। পরমাণু বহুগুণ-বিশিষ্ট হইবেক কিম্বা গুণ[৫৪]বিশিষ্ট না হইবেক বহুগুণবিশিষ্ট যদি কহ তবে তাহার ক্ষুদ্রতা থাকে না গুণবিশিষ্ট না হইলে পরমাণুর কার্য্যেতে অর্থাৎ জগতে রূপাদি হইতে পারে নাই অতএব উভয় প্রকারে দোষ জন্মে ।।১৬।। **অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা** ।।১৭।। বিশিষ্ট লোকেতে কোন মতে পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন নাই অতএব এ মতের কোন প্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে নাই।।১৭।। বৈভাষিক সৌত্রান্তিকের মত এই জে পরমাণুপুঞ্জ আর পরমাণুপুঞ্জের পঞ্চস্কন্ধ এই দুই মিলিত হইয়া সৃষ্টি জন্মে প্রথমতো রূপস্কন্ধ অর্থাৎ চিত্তকে অবলম্বন করিয়া গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ জাহা নিরূপিত আছে দ্বিতীয়তো বিজ্ঞানস্কন্ধ অর্থাৎ গন্ধাদের জ্ঞান তৃতীয়তো বেদনাস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের জ্ঞানের দ্বারা সুখ দুঃখের অনুভব চতুর্থ সংজ্ঞাস্কন্ধ অর্থাৎ দেবদত্তাদি নাম পঞ্চম সংস্কারস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের প্রাপ্তি ইচ্ছা এই মতকে বক্তব্য সূত্রের দ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন ।। **সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ**।।১৮।। অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ এই উভয়ের দ্বারা যদি সমুদায় দেহ স্বীকার কর তথাপি সমুদায় দেহের সৃষ্টি ঐ উভয় হইতে নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই জেহেতু চৈতন্যস্বরূপ কর্ত্তার ঐ উভয়ের মধ্য উপলব্ধি হয় নাই ।।১৮।। **ইতরেতরপ্রত্যয়[৫৫]-ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ** ।।১৯।। পরমাণুপুঞ্জ ও তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর কারণ হইয়া ঘটীযন্ত্রের ন্যায় দেহকে জন্মায় এমত কহিতে পারিবে না জেহেতু ঐ পরমাণুপুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর উৎপত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে কিন্তু ঐ সকল বস্তুর একত্র হওনের কারণ অপর এক বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মকে স্বীকার না করিলে হইতে পারে নাই জেমন ঘটের কারণ দণ্ডচক্রাদি থাকিলেও কুম্ভকার ব্যতিরেকে ঘট জন্মিতে পারে না।।১৯।। **উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ**।।২০।। ক্ষণিক মতে যাবৎ বস্তু ক্ষণিক হয় এ মত স্বীকার করিলে পরক্ষণে জে কার্য্য হইবেক তাহার কারণ পূর্ব্বক্ষণে ধ্বংস হয় এমত স্বীকার করিতে হইবেক অতএব হেতুবিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে নাই এই দোষ ও মতে জন্মে।।২০।। **অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা**।।২১।। যদি কহ হেতু নাই অথচ কার্য্যের উৎপত্তি হয় এমত কহিলে তোমার এ প্রতিজ্ঞা জে যাবৎ কার্য্য সহেতুক হয় ইহা রক্ষা পায় না আর যদি কহ কার্য্য কারণ দুই এককক্ষণে হয় তবে তোমার ক্ষণিক মত অর্থাৎ কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণে কারণ পরক্ষণে কার্য্য ইহা রক্ষা পাইতে পারে নাই।।২১।। বৈনাশিকের মত জে এই সকল ক্ষণিক বস্তুর ধ্বংস অবশ্য। বিশ্বসংসার কেবল [৫৬] আকাশময় সে আকাশ অস্পষ্টরূপ এ কারণ বিচারযোগ্য হয় না ঐ মতকে নিরাকরণ করিতেছেন। **প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তির-**

বিচ্ছেদাৎ।।২২।। সামান্য জ্ঞানের দ্বারা এবং বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর নাশের সম্ভাবনা হয় না জেহেতু যদ্যপিও প্রত্যেক ঘট পটাদি বস্তুর নাশ সম্ভব হয় তথাপি বুদ্ধিবৃত্তিতে জে ঘট পটাদি পদার্থের ধারা চলিতেছে তাহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই।।২২।। বৈনাশিকেরা যদি কহে সামান্য জ্ঞানের কিম্বা বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা নাশ ব্যতিরেকে জে সকল বস্তু দেখিতেছি সে কেবল ভ্রান্তি যেহেতু ব্যক্তি সকল ক্ষণিক আর মূল মৃত্তিকা আদিতে মৃত্তিকাদিঘটিত সকল বস্তু লীন হয় তাহার উত্তর এই। **উভয়থা চ দোষাৎ**।।২৩।। ভ্রান্তির নাশ দুই প্রকারে হয় এক যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রান্তি দূর হয় দ্বিতীয়তো স্বয়ং নাশকে পায়। জ্ঞান হইতে যদি ভ্রান্তির নাশ কহি তবে বৈনাশিকের মত বিরুদ্ধ হয় জেহেতু তাহারা নাশের প্রতি হেতু স্বীকার করে নাই যদি বল স্বয়ং নাশ হয় তবে ভ্রান্তি শব্দের কথন ব্যর্থ হয় জেহেতু তুমি কহ নাশ আর তদ্ভিন্ন ভ্রান্তি এই দুই পদার্থ তাহার মধ্যে ভ্রান্তির স্বয়ং নাশ স্বীকার করিলে দুই পদার্থ থাকে না অতএব উভয় প্রকারে বৈনাশিকের মতে দোষ হয় [৫৭]।।২৩।। **আকাশে চাবিশেষাৎ** ।।২৪।। জেমন পৃথিব্যাদিতে গন্ধাদি গুণ আছে সেইরূপ আকাশেতেও শব্দ গুণ আছে এমত কোন বিশেষণ নাই জে আকাশকে পৃথক্ স্বীকার করা জায়।।২৪।। **অনুস্মৃতেশ্চ** ।।২৫।। আত্মা প্রথমতো বস্তুর অনুভব করেণ পশ্চাৎ স্মরণ করেণ যদি আত্মা ক্ষণিক হইতেন তবে আত্মার অনুভবের পর বস্তুর স্মৃতি থাকিত নাই।।২৫।। **নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ**।।২৬।। ক্ষণিক মতে যদি কহ জে অসৎ হইতে সৃষ্টি হইতেছে এমত সম্ভব হয় না জেহেতু অসৎ হইতে বস্তুর জন্ম কোথায় দেখা জায় না।।২৬।। **উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ**।।২৭।। অসৎ হইতে যদি কার্য্যের উৎপত্তি হয় এমত বল তবে জাহারা কখন কৃষিকর্ম্ম করে নাই এমত উদাসীন লোককে কৃষিকর্ম্মের কর্ত্তা কহিতে পারি বস্তুত এই দুই অপ্রসিদ্ধ।।২৭।। কোন ক্ষণিকে বলেন জে সাকার ক্ষণিক বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবাভাস এই ভিন্ন অন্য বস্তু নাই এ মতকে নিরাস করিতেছেন। **নাভাব উপলব্ধেঃ**।।২৮।। বৌদ্ধ মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তুর জে অভাব কহে সে অভাব অপ্রসিদ্ধ জেহেতু ঘট পটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে আর এই সূত্রের দ্বারা শূন্যবাদিকেও নিরাস করিতেছেন তখন সূত্রের এই অর্থ হইবেক জে বিজ্ঞান আর অর্থ অর্থাৎ ঘট পটাদি পদার্থের [৫৮] অভাব নাই জেহেতু ঘট পটাদি পদার্থের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতেছে।।২৮।। **বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ**।।২৯।। যদি কহ স্বপ্নেতে জেমন বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তু থাকে না সেইমত জাগ্রৎ অবস্থাতেও বিজ্ঞান ব্যতিরেক বস্তু নাই যাবদ্বস্তু বিজ্ঞানকল্পিত হয় তাহার উত্তর এই স্বপ্নেতে জে বস্তু দেখা জায় সে সকল বস্তু বাধিত অর্থাৎ অসংলগ্ন হয় জাগ্রৎ অবস্থার বস্তু বাধিত হয় নাই অতএব স্বপ্নাদির ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থা নহে জেহেতু জাগ্রৎ অবস্থাতে এবং স্বপ্নাবস্থাতে বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভেদ দেখিতেছি শূন্যবাদীর মত নিরাকরণ পক্ষে এই সূত্রের এই অর্থ হয় যে স্বপ্নাদিতে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে কেবল শূন্যমাত্র থাকে ঐ প্রকারে জাগ্রৎ অবস্থাতেও বিচারের দ্বারা শূন্য মাত্র রহে তদতিরিক্ত বস্তু নাই এমত কহা জায় না জেহেতু সুষুপ্তিতেও আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান হইতেছে অতএব সুষুপ্তিতেও শূন্যের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভেদ আছে।।২৯।। **ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ**।।৩০।। যদি কহ বাসনা দ্বারা ঘটাদি পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে তাহার উত্তর এই বাসনার সম্ভব হইতে পারে নাই জেহেতু বাসনা লোকেতে পদার্থের অর্থাৎ বস্তুর হয় তোমার মতে পদার্থের অভাব মানিতে হইবেক অতএব সুতরাং বাসনার অভাব হইবেক। শূন্যবাদীর মত নিরাকরণ পক্ষে এ সূত্রের এই অর্থ [৫৯] হয় যে শূন্যকে যদি স্বপ্রকাশ বল তবে শূন্যকে ব্রহ্ম নাম দিতে হয় যদি কহ শূন্য স্বপ্রকাশ নয় তবে তাহার প্রকাশকর্ত্তার অঙ্গীকার করিতে হইবেক কিন্তু বস্তুত তাহার প্রকাশকর্ত্তা নাই জেহেতু তোমার মতে পদার্থমাত্রের উপলব্ধি নাই।।৩০।। **ক্ষণিকত্বাচ্চ**।।৩১।। যদি কহ আমি আছি আমি নাই ইত্যাদি অনুভব যাবজ্জীবন থাকে ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে জে

বাসনা জীবের ধর্ম্ম হয় তাহার উত্তর এই আমি এই ইত্যাদি অনুভবো তোমার মতে ক্ষণিক তবে তাহার ধর্ম্মেরো ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিতে হয় শূন্যবাদী মতে কোন স্থানে বস্তুর ক্ষণিক হওয়া স্বীকার করিলে তাহার শূন্যবাদী বিরোধ হয়।।৩১।। **সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।।৩২।।** পদার্থ নাই এমত কথন দর্শনাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে অসিদ্ধ হয়।।৩২।। অস্তি নাস্তি ইত্যাদি অনেক বস্তুকে বিবসনেরা অর্থাৎ বৌদ্ধবিশেষেরা অঙ্গীকার করে এ মতে বেদের তাৎপর্য্য এক বস্তুকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা তাহার বিরোধ হয় এ সন্দেহেব উত্তব এই। **নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।।৩৩।।** এক সত্য বস্তু ব্রহ্ম তাহাতে নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অঙ্গীকার কবা সম্ভব হয় না অতএব নানাবস্তুবাদির মত বিরুদ্ধ হয় তবে জগতেব যে নানা রূপ দেখি তাহার কারণ এই জগৎ মিথ্যা তাহার রূপ [৬০] মায়িক মাত্র।।৩৩।। **এবঞ্চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যং।।৩৪।।** যদি কহ দেহেব পরিমাণের অনুসারে আত্মার পবিমাণ হয় তাহাব উত্তরে এই দেহকে জেমন পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পবিমিত স্বীকাব কবিতেছ সেইরূপ আত্মাকেও পরিচ্ছিন্ন স্বীকার যদি কবহ তবে ঘট পটাদি যাবৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তু অনিত্য দেখিতেছি সেই মত আত্মারো অনিত্য হযা দোষ মানিতে হইবেক।।৩৪।। **ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।।৩৫।।** আত্মাকে যদি বৈদান্তিকেরা এক এবং অপরিমিত কহেন তবে সেই আত্মা হস্তিতে এবং পিপীলিকাতে কিরূপে ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারেণ অতএব পর্য্যায়ের দ্বাবা অর্থাৎ বড় স্থানে বড় হযা ছোট স্থানে ছোট হযা এইরূপ আত্মাব পৃথক্২ গমন স্বীকাব করিলে বিরোধ হইতে পাবে না এমত দোষ বেদান্তমতে জে দেয তাহাব মত অগ্রাহ্য জেহেতু আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি এ মতে অঙ্গীকার কবিতে হয আব জাহাব হ্রাস বৃদ্ধি আছে তাহার ধ্বংস স্বীকার কবিতে হইবেক।।৩৫।। **অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ।।৩৬।।** জৈনেবা কহে জে মুক্ত আত্মার শেষ পরিমাণ মহৎ কিম্বা সূক্ষ্ম হইয়া নিত্য হইবেক ইহার উত্তর এই দৃষ্টান্তানুসারে অর্থাৎ শেষ পবিমাণেব নিত্যতা স্বীকার করিলে আদি পরিমাণের এবং মধ্য পবিমাণেব নিত্যতা স্বীকাব কবিতে [৬১] হয জেহেতু অন্ত্য পবিমাণ নিত্য হইলে পবিমাণেব উৎপত্তির অভাব হয় এই হেতু অন্ত্য পবিমাণেব আদি মধ্য পবিমাণের সহিত বিশেষ রহিল নাই অতএব সিদ্ধান্ত এই জে এক আত্মাব পবিমাণান্তবেব সম্ভাবনা না থাকিলে শবীবের স্থূল সূক্ষ্মতা লইয়া আত্মাব পবিমাণ হয না।।৩৬।। জাহাবা কহে ঈশ্বর নিমিত্তকাবণ হযেন উপাদানকাবণ নহেন তাহারদিগের মত নিবাকবণ কবিতেছেন।। **পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।।৩৭।।** যদি ঈশ্ববকে জগতের কেবল নিমিত্তকাবণ বল তবে কেহ সুখী কেহ দুঃখী এরূপ দৃষ্টি হইবাতে পতির অর্থাৎ ঈশ্বরের বাগ দ্বেষ উপলব্ধি হইয়া সামঞ্জস্য থাকে না বেদান্তমতে এই দোষ হয না জেহেতু বেদে কহিযাছেন ব্রহ্ম জগৎস্বরূপে প্রতীত হইতেছেন তাঁহার বাগ দ্বেষ আত্মস্বরূপ জগতে স্বীকার কবিতে হয নাই জেহেতু আপনাব প্রতি কাহারো অসামঞ্জস্য থাকে না।।৩৭।। **সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ।।৩৮।।** ঈশ্বব নিরবযব তাহাতে অপবকে প্রেবণ করিবার সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ নিববয়ব বস্তু অপবকে প্রেবণ কবিতে পারে না অতএব জগতেব কেবল নিমিত্ত কাবণ ঈশ্বব নহেন।।৩৮।। **অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ।।৩৯।।** ঈশ্বব কেবল নিমিত্তকারণ হইলে তাঁহাব অধি[৬২]ষ্ঠান অর্থাৎ ঈশ্বরেব প্রেরণা প্রধানাদি জড়েতে সম্ভব হইতে পারে নাই।।৩৯।। **করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ।।৪০।।** যদি কহ জেমন জীব ইন্দ্রীযাদি জড়কে প্রেবণ করেণ সেইরূপ প্রধানাদি জড়কে ঈশ্বব প্রেবণ করেণ তাহাতে উত্তর এই জে ঈশ্বব পৃথক্ হইযা জড়কে প্রেবণ কবেণ এমত স্বীকাব করিলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরের ভোগাদি দোষের সম্ভাবনা হয।।৪০।। **অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা।।৪১।।** ঈশ্বরকে যদি কহ জে প্রধানাদিকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত কবিযাছেন তবে ঈশ্বরের অন্তবত্ত্ব অর্থাৎ বিনাশ স্বীকার কবিতে হয জেমন আকাশেব পবিচ্ছেদক ঘট অতএব তাহাব নাশ দেখিতেছি যদি কহ ঈশ্বর প্রধানের পরিমাণ করেন না তবে এমতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকে নাই অতএব উভয় প্রকারে

এই মত অসিদ্ধ হয় ।।৪১।। ভাগবতেরা কহেন বাসুদেব হইতে **সংকর্ষণ জীব সংকর্ষণ** হইতে প্রদ্যুম্ন মন প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ অহঙ্কার উৎপন্ন হয় এমত নহে।।**উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ।।৪২।।** জীবের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে জীবের ঘট পটাদের ন্যায় অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে পুনঃ পুনঃ জন্মবিশিষ্ট জে জীব তাহাতে নির্ব্বাণ মোক্ষের সম্ভাবনা হয় না ।।৪২।। **ন চ কর্ত্তুঃ করণং ।।৪৩।।** ভাগবতেরা কহেন সংকর্ষণ জীব হইতে মনরূপ [৬৩] করণ জন্মে সেই মনরূপ করণকে অবলম্বন করিয়া জীব সৃষ্টি করে এমত কহিলে সেমতে দোষ জন্মে জেহেতু কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি কদাপি হয় নাই জেমন কুম্ভকার হইতে দণ্ডাদের উৎপত্তি হয় না।।৪৩।। **বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ।।৪৪।।** সংকর্ষণাদের এমতে বিজ্ঞানের স্বীকার করিতেছ অতএব জেমন বাসুদেব বিজ্ঞানবিশিষ্ট সেইরূপ সংকর্ষণাদিও বিজ্ঞানবিশিষ্ট হইবেন তবে বাসুদেবের ন্যায় সংকর্ষণাদেরো উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না অতএব এ মত অগ্রাহ্য ।।৪৪।। **বিপ্রতিষেধাচ্চ ।।৪৫।।** ভাগবতেরা কোন স্থলে বাসুদেবের সহিত সংকর্ষণাদের অভেদ কহেন কোন স্থলে ভেদ কহেন এইরূপ পরস্পর বিরোধহেতুক এ মত অগ্রাহ্য।।৪৫।। ।।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।।

ওঁ তৎ সৎ।। ছান্দোগ্য উপনিষদে কহেন জে তেজ প্রভৃতিকে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে আকাশের কথন নাই অন্য শ্রুতিতে কহেন জে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ শ্রুতির বিরোধ দেখিতেছি এই সন্দেহের উপর বাদী কহিতেছে ।। **ন বিয়দশ্রুতেঃ ।।১।।** বিয়ৎ অর্থাৎ আকাশ তাহার উৎপত্তি নাই জেহেতু আকাশের জন্ম বেদে পাওয়া জায় নাই।।১।। বাদীর এই কথা সুনিয়া প্রতিবাদী [৬৪] কহিতেছে।। **অস্তি তু।।২।।** বেদে আকাশের উৎপত্তিকথন আছে তথাহি আত্মনি আকাশ ইতি অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে ।।২।। ইহাতে পুনরায় বাদী কহিতেছে।। **গৌণ্যসম্ভবাৎ ।।৩।।** আকাশের উৎপত্তিকথন জেখানে বেদে আছে সে মুখ্য নহে কিন্তু গৌণ অর্থাৎ উৎপত্তি শব্দ হইতে প্রকাশের তাৎপর্য্য হয় জেহেতু নিত্য জে আকাশ তাহার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে নাই ।।৩।। **শব্দাচ্চ ।।৪।।** বায়ুকে এবং আকাশকে বেদে অমৃত করিয়া কহিয়াছেন অতএব অমৃত বিশেষণ দ্বারা আকাশের উৎপত্তি অঙ্গীকার করা জায় নাই ।।৪।। **স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ।।৫।।** প্রতিবাদী সন্দেহ করে জে একই ঋচাতে আকাশের জন্ম জখন কহিবেন তখন গৌণার্থ লইবে জখন তেজাদির উৎপত্তিকে কহিবেন তখন মুখ্যার্থ লইবে এমত কিরূপে হইতে পারে ইহার উত্তর বাদী করিতেছে জে একই উৎপত্তি শব্দের এক স্থলে গৌণত্ব মুখ্যত্ব দুই হইতে পারে জেমন ব্রহ্ম শব্দের পরমাত্মা বিষয়ে মুখ্য অন্নাদি বিষয়ে গৌণ স্বীকার আছে। গৌণ তাহাকে কহি জে প্রসিদ্ধার্থের সদৃশার্থকে কহে।।৫।। এখন বাদী প্রতিবাদীর বিরোধ দেখিয়া মধ্যস্থ কহিতেছেন। **প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ।।৬।।** ব্রহ্মের সহিত সমুদায় জগ[৬৫]তের অব্যতিরেক অর্থাৎ অভেদ আছে এই নিমিত্তে ব্রহ্মের ঐক্য বিষয়েতে এবং এক ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল জগতের জ্ঞান হয় এ বিষয়েতে জে প্রতিজ্ঞা বেদে করিয়াছেন আকাশকে নিত্য স্বীকার করিলে ঐ প্রতিজ্ঞার হানি হয় জেহেতু ব্রহ্ম আর আকাশ এমতে দুই পৃথক নিত্য হইবেন তবে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আকাশের জ্ঞান হইতে পারে নাই।।৬।। এখন সিদ্ধান্তী বিরোধের সমাধান করিতেছেন ।। **যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ।।৭।।** আকাশাদি যাবৎ বিকার হইতে ব্রহ্মের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ আছে জেহেতু আকাশাদের উৎপত্তি আছে ব্রহ্মের উৎপত্তি নাই জেমন লোকেতে ঘটাদের সৃষ্টিতে পৃথিবীর সৃষ্টির অঙ্গীকার করা জায় না তবে যদি বল তেজাদের

সৃষ্টি ছান্দোগ্য কহিয়াছেন আকাশের কহেন নাই ইহার সমাধা এই আকাশাদের সৃষ্টির পরে তেজাদের সৃষ্টি হইযাছে এই অভিপ্রায় ছান্দোগ্যের হয আর যদি বল শ্রুতিতে বায়ুকে এবং আকাশকে অমৃত কহিয়াছেন তাহাব সমাধা এই পৃথিবী প্রভৃতিব অপেক্ষা কবিয়া আকাশ আর বায়ুর অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব আছে।।৭।। **এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ।।৮।।** এইরূপ আকাশের নিত্যতা বারণের দ্বারা মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুর নিত্যত্ব বারণ কবা গেল [৬৬] জেহেতু তৈত্তিরীযতে বায়ুর উৎপত্তি কহিয়াছেন আর ছান্দোগ্যেতে অনুৎপত্তি কহিযাছেন অতএব উভয় শ্রুতির বিবোধ পরিহারের নিমিত্তে নিত্য শব্দেব গৌণতা আব উৎপত্তি শব্দেব মুখ্যতা স্বীকার কবা জাইবেক।।৮।। শ্রুতিতে কহিযাছেন জে হে ব্রহ্ম তুমি জন্মিতেছ এবং জন্মিযাছ অতএব ব্রহ্মের জন্ম পাযা জাইতেছে এমত নহে।। **অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ।।৯।।** সাক্ষাৎ সদ্রূপ ব্রহ্মেব জন্ম সদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে সম্ভব হয নাই জেহেতু ঘটত্ব জাতি হইতে ঘটত্ব জাতি কিরূপে হইতে পারে তবে বেদে ব্রহ্মেব জে জন্মেব কথন আছে সে ঔপাধিক অর্থাৎ আবোপণ মাত্র।।৯।। এক বেদে কহিতেছেন জে ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি হয অন্য শ্রুতি কহিতেছেন জে বাযু হইতে তেজের উৎপত্তি হয এই দুই বেদেব বিবোধ হয এমত নহে ।। **তেজোঽতস্তথা হ্যাহ** ।।১০।। বাযু হইতে তেজের জন্ম হয এই শ্রুতিতে কহিতেছেন তবে জেখানে ব্রহ্ম হইতে তেজের জন্ম কহিযাছেন সে বাযুকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন মাত্র।।১০।। এক শ্রুতিতে কহিযাছেন যে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি অন্য শ্রুতিতে কহিযাছেন তেজ হইতে জলেব উৎপত্তি অতএব উভয শ্রুতিতে বিরোধ হয এমত নহে।। **আপঃ।।১১।।** অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি [৬৭] হয তবে ব্রহ্ম হইতে জলেব উৎপত্তি জে কহিযাছেন সে অগ্নিকে ব্রহ্মরূপাভিপ্রায়ে কহেন।।১১।। বেদে কহেন জল হইতে অন্নেব জন্ম সে অন্নশব্দ হইতে পৃথিবীভিন্ন অন্নরূপ খাদ্য সামগ্রী তাৎপর্য্য হয এমত নহে।। **পৃথিব্যাধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ।।১২।।** অন্নশব্দ হইতে পৃথিবী কেবল প্রতিপাদ্য হয় জেহেতু অন্য শ্রুতিতে অন্ন শব্দেতে পৃথিবী নিরূপণ করিযাছেন।।১২।। আকাশাদি পঞ্চ ভূতেরা আপনার২ সৃষ্টি করিতেছে ব্রহ্মকে অপেক্ষা করে না এমত নহে।। **তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ।।১৩।।** আকাশাদি হইতে সৃষ্টি জাহা দেখিতেছি তাহাতে সংকল্পেব দ্বাবা ব্রহ্মই স্রষ্টা হযেন জেহেতু সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের প্রতিপাদক শ্রুতি দেখিতেছি ।।১৩।। পঞ্চ ভূতেব পরস্পব লয উৎপত্তির ক্রমে হয এমত কহিতে পারিবে না। **বিপর্য্যযেণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ।।১৪।।** উৎপত্তিক্রমেব বিপর্য্যযেতে লযেব ক্রম হয জেমন আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম হয কিন্তু লযের সময আকাশেতে বাযু লীন হয জেহেতু কারণে অর্থাৎ পৃথিবীতে কার্য্যের অর্থাৎ ঘটের নাশ সম্ভব হয কার্য্যে কারণেব নাশ সম্ভব নহে।।১৪।। এক স্থানে বেদে কহিতেছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন সর্ব্বেন্দ্রিয় আর আকাশাদি পঞ্চ ভূত জন্মে দ্বিতীয় শ্রুতিতে কহিতেছেন জে [৬৮] আত্মা হইতে আকাশাদিক্রমে পঞ্চ ভূত হইতেছে অতএব দুই শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বিরুদ্ধ হয এই বিবোধকে পরসূত্রে সমাধান করিতেছেন। **অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ।।১৫।।** বিজ্ঞান শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয প্রতিপাদ্য হয সেই জ্ঞানেন্দ্রিয আর মন ইহারদিগের সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির অন্তরা অর্থাৎ পূর্ব্বে হয এইরূপ ক্রম শ্রুতির দ্বাবা দেখিতেছি এমত কহিবে না। জেহেতু পঞ্চ ভূত হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয আর মন হয অতএব উৎপত্তি বিষয়েতে মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রমেব কোন বিশেষ নাই যদি কহ জে শ্রুতিতে কহিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয তাহার সমাধা কিরূপে হয ইহাতে উত্তর এই জে শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বর্ণন কবা তাৎপর্য্য নহে কিন্তু ব্রহ্ম হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে ইহাই তাৎপর্য্য ।।১৫।। যদি কহ জীব নিত্য তবে তাহার জাতকর্ম্মাদি কিরূপে শাস্ত্রসম্মত হয়।। **চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ।।১৬।।**

জীবের জন্মাদিকথন স্থাবর জঙ্গম দেহকে অবলম্বন করিয়া কহিতেছেন জীব বিষয়ে জে জন্মাদি কহিয়াছেন সে কেবল ভাক্ত মাত্র জেহেতু দেহের জন্মাদি লইয়া জীবের জন্মাদি কহা জায় অতএব দেহের জন্মাদি লইয়া জাতকর্ম্মাদি [৬৯] উপপন্ন হয় ।।১৬।। বেদে কহিতেছেন জে ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি হয় অতএব জীব নিত্য নহে। **নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ** ।।১৭।। আত্মা অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি নাই জেহেতু বেদে এমত শ্রবণ নাই আর অনেক শ্রুতিতে কহিয়াছেন জে জীব নিত্য যদি কহ ব্রহ্ম হইতে জীবসকল জন্মিয়াছে এই শ্রুতির সমাধান কি ইহার উত্তর এই সেই শ্রুতিতে দেহের জন্ম লইয়া জীবের জন্ম কহিয়াছেন।।১৭।। বেদে কহেন জীব দেখেন এবং জীব সুনেন এপ্রযুক্ত জীবের জ্ঞান জন্য বোধ হইতেছে এমত নহে। **জ্ঞোঽত এব**।।১৮।। জীব জ্ঞ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হয় জেহেতু জীবের উৎপত্তি নাই যদি কহ তবে আধুনিক দৃষ্টিকর্ত্তা শ্রবণকর্ত্তা জীব কিরূপে হয় তাহার উত্তর এই জীবের শ্রবণ এবং দর্শনের শক্তি নিত্য আছে তবে ঘট পটাদের আধুনিক প্রত্যক্ষ লইয়া জীবের দর্শন শ্রবণের আধুনিক ব্যবহার হয়।।১৮।। সুষুপ্তিসময়ে জীবের জ্ঞান থাকে না এমত কহিতে পারিবে নাই। **যুক্তেশ্চ** ।।১৯।। নিদ্রার পর আমি সুখে সুইয়া ছিলাম এই প্রকার স্মরণ হয়াতে নিদ্রাকালেতে জ্ঞান থাকে এমত বোধ হয় জেহেতু পূর্ব্বে জ্ঞান না থাকিলে পশ্চাৎ স্মরণ হয় না।।১৯।। শ্রুতিতে কহিয়াছেন জীব ক্ষুদ্র হয় ইহাকে অবলম্বন [৭০] করিয়া দশ পরসূত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন জে জীবের ক্ষুদ্রতা স্বীকার করিতে হয়। **উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং**।।২০।। এক বেদে কহেন দেহ ত্যাগ করিয়া জীবের উর্দ্ধ্বগতি হয় আর দ্বিতীয় বেদে কহেন জীব চন্দ্রলোকে জান তৃতীয় বেদে কহেন পরলোক হইতে পুনর্ব্বার জীব আইসেন এই তিন প্রকার গমন শ্রবণের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রতা বোধ হয়।।২০।। যদি কহ দেহের সহিত জে অভেদজ্ঞান জীবের হয় তাহার ত্যাগকে উৎক্রমণ কহি সেই উৎক্রমণ জীবে সম্ভব হয় কিন্তু গমন পুনরাগমন জীবেতে সম্ভব হয় নাই জেহেতু গমনাগমন দেহসাধ্য ব্যাপার হয় তাহার উত্তর এই। **স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ**।।২১।। স্বকীয় সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরের দ্বারা জীবের গমনাগমন সম্ভব হয় ।।২১।। **নাণুরতৎশ্রুতেরিতি চেন্ন ইতরাধিকারাৎ**।।২২।। যদি কহ জীব ক্ষুদ্র নহে জেহেতু বেদে জীবকে মহান্ কহিয়াছেন এমত কহিতে পারিবে না কারণ এই জে শ্রুতিতে জীবকে মহান্ কহিয়াছেন সে শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্রহ্ম হয়েন।।২২।। **স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ** ।।২৩।। জীবের প্রতিপাদক জে সকল শ্রুতি তাহাকে স্বশব্দ কহেন আর জীবের পরিমাণ করেণ যে শ্রুতিতে তাহাকে উন্মান কহেন এই স্বশব্দ আর উন্মানের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রত্ব বোধ হইতেছে।।২৩।। [৭১] **অবিরোধশ্চন্দনবৎ**।।২৪।। শরীরের এক অঙ্গে চন্দন লেপন করিলে সমুদায় দেহে সুখ হয় সেইরূপ জীব ক্ষুদ্র হইয়াও সকল দেহের সুখ দুঃখ অনুভব করেণ অতএব ক্ষুদ্র হইলেও বিরোধ নাই ।।২৪।। **অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি** ।।২৫।। চন্দন স্থানভেদে শীতল করে কিন্তু জীব সকল দেহব্যাপী জে সুখ তাহার জ্ঞাতা হয় অতএব জীবের মহত্ব স্বীকার যুক্ত হয় এমত কহিতে পারিবে নাই জেহেতু অল্প স্থান হৃদয়েতে জীবের অবস্থান হয় এমত শ্রুতি শ্রবণের দ্বারা জীবকে ক্ষুদ্র স্বীকার করিতে হইবেক।।২৫।। **গুণাদ্বালোকবৎ**।।২৬।। জীব যদ্যপি ক্ষুদ্র কিন্তু জ্ঞানগুণের প্রকাশের দ্বারা জীব ব্যাপক হয় জেমন লোকে অল্প প্রদীপের তেজের ব্যাপ্তির দ্বারা সমুদায় গৃহের প্রকাশক দীপ হয়।।২৬।। **ব্যতিরেকো গন্ধবৎ** ।।২৭।। জীব হইতে জ্ঞানের আধিক্য হওয়া অযুক্ত নয় জেহেতু জীবের জ্ঞান সর্ব্বথা ব্যাপক হয় জেমন পুষ্প হইতে গন্ধের দূরগমনে আধিক্য দেখিতেছি।।২৭।। **তথা চ দর্শয়তি**।।২৮।। জীব আপনার জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় এমত শ্রুতিতে দেখাইতেছেন।।২৮।। **পৃথগুপদেশাৎ**।।২৯।। বেদে কহিতেছেন জীব জ্ঞানের দ্বারা দেহকে অবলম্বন করেণ। অতএব জীব কর্ত্তা হইলেন জ্ঞান [৭২] করণ হইলেন এই ভেদকথনের

হেতু জানা গেল জে জীব জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় বস্তুত ক্ষুদ্র ।।২৯।। এই পর্য্যন্ত বাদীর মতে জীবের ক্ষুদ্রতা স্থাপন হইল এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন।। **তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।।৩০।।** বুদ্ধের অণুত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব গুণ লইয়া জীবের ক্ষুদ্রতাকথন হইতেছে জেহেতু জীবেতে বুদ্ধির গুণ প্রাধান্যরূপে থাকে জেমন প্রাজ্ঞকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত উপাধি অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া বেদে কহেন বস্তুত পরমাত্মা ও জীব কেহ ক্ষুদ্র নহেন। এই সূত্রে তু শব্দ শঙ্কানিরাসার্থে হয় ।।৩০।।**যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ।।৩১।।** যদি কহ বুদ্ধির ক্ষুদ্রত্ব ধর্ম্ম জীবেতে আরোপণ করিয়া জীবের ক্ষুদ্রত্ব কহেন তবে জখন সুষুপ্তিসময়ে বুদ্ধি না থাকে তখন জীবের মুক্তি কেন না হয় তাহার উত্তর এই এ দোষ সম্ভব হয় না জেহেতু যাবৎ কাল জীব সংসারে থাকেন তাবৎ বুদ্ধির যোগ তাহাতে থাকে বেদেতে এই মত দেখিতেছি স্থূল দেহ বিয়োগের পরেও বুদ্ধির যোগ জীবেতে থাকে কিন্তু ভ্রমমূল বুদ্ধিযোগের নাশ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে হয়।।৩১।। **পুংস্ত্বাদিবত্তস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ।।৩২।।** সুষুপ্তিতে বুদ্ধির বিয়োগ জীব হইতে হয় না জেহেতু [৭৩] জেমন শরীরেতে বাল্যাবস্থায় পুরুষত্ব এবং শ্মশ্রু সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে যৌবনাবস্থায় ব্যক্ত হয় সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থাতে সূক্ষ্মরূপে বুদ্ধির যোগ থাকে জাগ্রদবস্থায় ব্যক্ত হয় ।।৩২।। **নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ।।৩৩।।** যদি মনকে স্বীকার না কর আর কহ মনের কার্য্যকারি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েতে আছে তবে সকল ইন্দ্রিয়েতে এককালে যাবৎ বস্তুর উপলব্ধিদোষ জন্মে জেহেতু মন ব্যতিরেকে জ্ঞানের কারণ চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের সন্নিধান সকল বস্তুতে আছে যদি কহ জ্ঞানের কারণ থাকিলেও কার্য্য হয় নাই তবে কোন বস্তুর উপলব্ধি না হইবার দোষ জন্মে আর যদি এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকালে অন্য সকল ইন্দ্রিয়েতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধ স্বীকার করহ তবে সর্ব্বপ্রকার দোষ হয় জেহেতু আত্মা নিত্য চৈতন্যকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পার না সেইরূপ জ্ঞানের কারণ জে ইন্দ্রিয় তাহাকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পারিবে না অতএব জ্ঞানের বাধকের সম্ভব হয় না।।৩৩।। বেদে কহিতেছেন জে আত্মা কোন বস্তুতে আসক্ত হয়েন না অতএব বিধি নিষেধ আত্মাতে হইতে পারে না বুদ্ধির কেবল কর্ত্তৃত্ব হয় তাহার উত্তর এই।। **কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ।।৩৪।।** বস্তুত আত্মা কর্ত্তা না [৭৪] হয়েন কিন্তু উপাধির দ্বারা আত্মা কর্ত্তা হয়েন জেহেতু আত্মাতে কর্ত্তৃত্বের আরোপণ করিলে শাস্ত্রের সার্থক্য হয়।।৩৪।। **বিহারোপদেশাৎ।।৩৫।।** বেদে কহেন জীব স্বপ্নেতে বিষয়কে ভোগ করেণ অতএব জীবের বিহার বেদে দেখিতেছি এই প্রযুক্ত জীব কর্ত্তা হয়েন।।৩৫।। **উপাদানাৎ ।।৩৬।।** বেদে কহেন ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণশক্তিকে স্বপ্নেতে জীব লইয়া মনের সহিত হৃদয়েতে থাকেন অতএব জীবের গ্রহণকর্ত্তৃত্ব শ্রবণ হইতেছে এই প্রযুক্ত জীব কর্ত্তা।।৩৬।। **ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ।।৩৭।।** বেদে কহেন জীব যজ্ঞ করেণ অতএব যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে আত্মার কর্তৃত্বের কথন আছে অতএব আত্মা কর্ত্তা যদি আত্মাকে কর্ত্তা না কহিয়া জ্ঞানকে কর্ত্তা কহ তবে জেখানে বেদে জ্ঞানের দ্বারা জীব যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেণ এমত কথন আছে সেখানে জ্ঞানকে করণ না কহিয়া কর্ত্তা করিয়া বেদে কহিতেন ।।৩৭।। আত্মা যদি স্বতন্ত্র কর্ত্তা হয়েন তবে অনিষ্ট কর্ম্ম কেন করেণ ইহার উত্তর পরসূত্রে করিতেছেন।। **উপলব্ধিবদনিয়মঃ।।৩৮।।** জেমন অনিষ্ট কর্ম্মের কখন২ ইষ্টরূপে উপলব্ধি হয় সেইরূপ অনিষ্ট কর্ম্মকে ইষ্ট কর্ম্ম ভ্রমে জীব করেণ ইষ্ট কর্ম্মের ইষ্টরূপে সর্ব্বদা উপলব্ধি হইবার নিয়ম নাই।।৩৮।। [৭৫] **শক্তিবিপর্য্যয়াৎ।।৩৯।।** বুদ্ধিকে আত্মা কহিতে পারিবে না জেহেতু বুদ্ধি জ্ঞানের কারণ হয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বস্তুসকলের জ্ঞান জন্মে বুদ্ধিকে জ্ঞানের কর্ত্তা কহিলে তাহার করণ অপেক্ষা করে এই হেতু বুদ্ধি জীবের করণ হয় জীব নহে।।৩৯।। **সমাধ্যভাবাচ্চ।।৪০।।** সমাধিকালে বুদ্ধি থাকে নাই আর যদি আত্মাকে কর্ত্তা করিয়া স্বীকার না করহ তবে সমাধির লোপাপত্তি হয় এই হেতু আত্মাকে কর্ত্তা স্বীকার করিতে

হইবেক। চিত্তের বৃত্তিনিরোধকে সমাধি কহি।।৪০।। **যথা চ তক্ষোভয়থা**।।৪১।। জেমন তক্ষা অর্থাৎ ছুতার বাইসাদিবিশিষ্ট হইলেই কর্ম্মকর্ত্তা হয আর বাইসাদি ব্যতিরেকে তাহার কর্ম্মকর্তৃত্ব থাকে না সেইরূপ বুদ্ধ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট হইলে জীবের কর্তৃত্ব হয় উপাধি ব্যতিরেকে কর্তৃত্ব থাকে নাই সে অকর্তৃত্ব সুষুপ্তিকালে জীবের হয়।।৪১।। সেই জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন না হয় এমত নহে।। **পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ**।।৪২।। জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন হয় যেহেতু এমত শ্রুতিতে কহিতেছেন জে ঈশ্বর জাহাকে ঊর্দ্ধ্ব লইতে ইচ্ছা কবেন তাহাকে উত্তম কর্ম্ম কাবণ ও যাহাকে অধো লইতে ইচ্ছা কবেন তাহাকে অধম কর্ম্ম করাণ ।।৪২।। ঈশ্বর যদি কাহাকেও উত্তম কর্ম্ম করাণ কাহাকেও অধম কর্ম্ম করাণ তবে [৭৬] ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয় এমত নহে।। **কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ**।।৪৩।। ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসাবে জীবকে উত্তম অধম কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত করাণ এই হেতু জে বেদেতে বিধি নিষেধ কবিযাছেন তাহাব সাফল্য হয় যদি বল তবে ঈশ্বর কর্ম্মেব সাপেক্ষ হইলেন এমত কহিতে পারিবে না জেহেতু জেমন ভোজবিদ্যাব দ্বারা লোকদৃষ্টিতে মাবণ বন্ধনাদি ক্রিয়া দেখা জায বস্তুত জে ভোজবিদ্যা জানে তাহার দৃষ্টিতে মারণ বন্ধন কিছুই নাই সেইবূপে জীবের সুখ দুঃখ লৌকিকাভিপ্রাযে হয বস্তুত নহে।।৪৩।। লৌকিকাভিপ্রাযেতেও জীব ঈশ্বরেব অংশ নয এমত নহে। **অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে**।।৪৪।। জীব ব্রহ্মেব অংশের ন্যায হযেন জেহেতু বেদে নানা স্থানে জীব ও ব্রহ্মেব ভেদ কবিয়া কহিতেছেন কিন্তু জীব বস্তুত ব্রহ্মের অংশ না হয়েন জেহেতু তত্ত্বমসীত্যাদি শ্রুতিতে অভেদ কবিযা কহিতেছেন আব আথর্ব্বণিকেবা ব্রহ্মকে সর্ব্বময জানিয়া দাস ও শঠকে ব্রহ্ম কবিযা কহিযাছেন ।।৪৪।। **মন্ত্রবর্ণাচ্চ** ।।৪৫।। বেদোক্ত মন্ত্রেব দ্বারাতেও জীবকে অংশের ন্যায় জ্ঞান হয ।।৪৫।। **অপি চ স্মর্য্যতে** ।।৪৬।। গীতাদি স্মৃতিতেও জীবকে অংশ কবিয়া কহিয়াছেন [৭৭]।।৪৬।। যদি কহ জীবেব দুঃখেতে ঈশ্বরেব দুঃখ হয় এমত নহে।। **প্রকাশাদিবন্নৈবম্পরঃ**।।৪৭।। জীবেব দুঃখেতে ঈশ্বরেব দুঃখ হয নাই জেমন কাষ্ঠেব দীর্ঘতা লইয়া অগ্নিব দীর্ঘতা অনুভব হয় কিন্তু বস্তুতো অগ্নি দীর্ঘ নহে ।।৪৭।। **স্মরন্তি চ**।।৪৮।। গীতাদি স্মৃতিতেও এইবূপ কহিতেছেন জে জীবেব সুখ দুঃখে ঈশ্বরেব দুঃখ সুখ হয না ।।৪৮।। **অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ** ।।৪৯।। জীবেতে জে বিধিনিষেধ সম্বন্ধ হয সে শবীবের সম্বন্ধ লইযা জানিবে জেমন এক অগ্নি যজ্ঞের ঘটিৎ হইলে গ্রাহ্য হয শ্মশানেব ঘটিৎ হইলে ত্যাজ্য হয ।।৪৯।। **অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ** ।।৫০।। জীব জখন উপাধিবিশিষ্ট হইযা এক দেহেতে পরিচ্ছিন্ন হয় অন্য দেহেব সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ তখন সে জীবেব থাকে নাই ।।৫০।। **আভাস এব চ**।।৫১।। জেমন সূর্য্যেব এক প্রতিবিম্বেব কম্পনেতে অন্য প্রতিবিম্বেব কম্পন হয না সেইরূপ জীবসকল ঈশ্বরেব প্রতিবিম্ব এই হেতু এক জীবেব সুখ দুঃখ অন্য জীবের উপলব্ধি হয় না।।৫১।। সাংখ্যেবা কহেন সকল জীবেব ভোগাদি প্রধানেব সম্বন্ধে হয় নৈযায়িকেরা কহেন জীবের এবং ঈশ্বরেব সর্ব্বত্র সম্বন্ধ হয অতএব এই দুই [৭৮] মতে দোস স্পর্শে জেহেতু এমন হইলে এক জীবের ধর্ম্ম অন্য জীবে উপলব্ধি হইতো এই দোষের সমাধা সাংখ্যেরা ও নৈযাযিকেরা এইরূপে কবেণ যে পৃথক্ ২ অদৃষ্টের দ্বারা পৃথক্ ২ ফল হয এমত সমাধান কহিতে পারিবেন নাই।। **অদৃষ্টানিয়মাৎ** ।।৫২।। সাংখ্যেরা কহেন অদৃষ্ট প্রধানেতে থাকে নৈয়ায়িকেবা কহেন অদৃষ্ট জীবে থাকে এইরূপ হইলে প্রধানের ও জীবের সর্ব্বত্র সম্বন্ধের দ্বাবা অদৃষ্টের অনিয়ম হয় অতএব এই দুই মতে দোষ তদবস্থ রহিল ।।৫২।। যদি কহ আমি করিতেছি এইরূপ পৃথক্ ২ জীবের সংকল্প পৃথক্ ২ অদৃষ্টের নিয়ামক হয় তাহাব উত্তর এই।। **অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবং** ।।৫৩।। অভিসন্ধি অর্থাৎ সংকল্প মনোজন্য হয় সে সংকল্প জীবেতে আছে অতএব সেই জীবের সর্ব্বত্র সম্বন্ধপ্রযুক্ত অদৃষ্টের ন্যায় সংকল্পের অনিয়ম হয় ।।৫৩।। **প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ** ।।৫৪।। প্রতি শরীরে

সঙ্কল্পের পার্থক্য কহিতে পারিবে না জেহেতু যাবৎ শরীরে জীবের এবং প্রধানের আবির্ভাব স্বীকার ঐ দুই মতে করেণ ।।৫৪।।০।।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ।।০।।—

ওঁ তৎ সৎ ।। বেদে কহেন সৃষ্টির প্রথমেতে ব্রহ্ম ছিলেন আর ইন্দ্রিয়গণ ছিলো অতএব এই শ্রুতির দ্বারা [৭৯] বুঝায় জে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি নাই এমত নহে ।।

তথা প্রাণাঃ ।।১।। জেমন আকাশাদিব উৎপত্তি সেইরূপ প্রাণেব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এমত অনেক শ্রুতিতে আছে ।।১।। **গৌণ্যসম্ভবাৎ** ।।২।। যদি কহ জে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে গৌণার্থ হয় মুখ্যার্থ নহে এমত কহিতে পারিবে নাই জেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম ব্যতিরেকে সকলকে বিশেষরূপে অনিত্য কহিযাছেন দ্বিতীয়ত এক শ্রুতিতে আকাশাদের উৎপত্তি মুখ্যার্থ হয় ইন্দ্রিযাদেব উৎপত্তি গৌণার্থ এমত অঙ্গীকার করা অত্যন্ত অসম্ভব হয় ।।২।। **তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ** ।।৩।। বাক্য মন ইন্দ্রিয় এ সকল উৎপন্ন হয় জেহেতু বাক্যেব কারণ তেজ মনেব কারণ পৃথিবী ইন্দ্রিয়ের কারণ জল অতএব কারণ আপন কায়ের পূর্ব্বে অবশ্য থাকিবেক তবে বেদে কহিযাছেন জে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিযেরা ছিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই জে অব্যক্তরূপে ব্রহ্মেতে ছিলেন ।।৩।। কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন পশুরূপ পুরুষকে, আট ইন্দ্রিযেবা বন্ধ করে আব কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন ইন্দ্রিয়েব মধ্যে প্রধান সাত অপ্রধান দুই এই নয় ইন্দ্রিয হয এই দুই শ্রুতির বিরোধেতে কেহ এইরূপে সমাধান করেন। **সপ্ত গতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ** ।।৪।। ইন্দ্রিয সাত হযেন বেদে [৮০] এমত উপগতি অর্থাৎ উপলব্ধি আছে জেহেতু ইন্দ্রিয সাত কবিযা বিশেষ বেদে কহিতেছেন তবে দুই ইন্দ্রিয়ের অধিক বর্ণন আছে তাহা ঐ সাতেব অন্তর্গত জানিবে এই মতে মন এক। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচেতে এক। জ্ঞানেন্দ্রিয পাঁচ এই সাত হয ।।৪।। এখন সিদ্ধান্তী এই মতে দোষ দিযা স্বমত কহিতেছেন।। **হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবং** ।।৫।। বেদেতে হস্তপাদাদিকেও ইন্দ্রিয় করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাত ইন্দ্রিয কহিতে পাবিবে না কিন্তু ইন্দ্রিয একাদশ হয পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয আব মন তবে সপ্ত ইন্দ্রিয় জে বেদে কহিযাছেন তাহাব তাৎপর্য্য মস্তকের সপ্ত ছিদ্র হয আব অপ্রধান দুই ইন্দ্রিয় কহিয়াছেন তাহাব তাৎপর্য্য অধোদেশেব দুই ছিদ্র হয ।।৫।। অপবিমিত অহঙ্কারেব কার্য্য ইন্দ্রিয়সকল হয অতএব ইন্দ্রিযসকল অপরিমিত হয় এমত নহে ।। **অণবশ্চ** ।।৬।। ইন্দ্রিযসকল সূক্ষ্ম অর্থাৎ পবিমিত হযেন জেহেতু ইন্দ্রিযবৃত্তি দূর পর্য্যন্ত জায না এবং বেদেতে ইন্দ্রিয়সকলের উৎক্রমণেব শ্রবণ আছে ।।৬।। বেদে কহেন মহাপ্রলয়েতে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন আব ঐ শ্রুতিতে আনীত এই শব্দ আছে তাহাতে বুঝা জায় প্রাণ ছিলো। এমত নহে। **শ্রেষ্ঠশ্চ** ।।৭।। শ্রেষ্ঠ জে প্রাণ তিনিও ব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন জে[৮১]হেতু বেদে কহিযাছেন প্রাণ আব সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইযাছেন তবে আনীত শব্দের অর্থ এই। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ম উৎপন্ন হযেন নাই কিন্তু বিদ্যমান ছিলেন ।।৭।। প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু হয় কিম্বা বাযুজন্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হয় এই সন্দেহেতে কহিতেছেন ।। **ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ** ।।৮।। প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু নহে এবং বাযুজন্য ইন্দ্রিয়ক্রিযা নহে জেহেতু প্রাণকে বায়ু হইতে বেদে পৃথক্ কবিযা কহিযাছেন তবে পূর্ব্বশ্রুতিতে জে কহিয়াছেন জে বায়ু সেই প্রাণ হয সে কার্য্যকারণের অভেদরূপে কহিয়াছেন ।।৮।। যদি কহ জীব আর প্রাণের ভেদ আছে অতএব দেহ উভযের ব্যাপ্য হইযা ব্যাকুল হইবেক এমত নহে ।। **চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ** ।।৯।। চক্ষুকর্ণাদের ন্যায় প্রাণো জীবেব অধীন হয জেহেতু চক্ষুরাদির উপর প্রাণের অধিকার জীবেব সহকারে আছে পৃথক্ অধিকার নাই তাহার কারণ এই জে চক্ষুরাদি ন্যায় প্রাণো ভৌতিক এবং অচেতন হয ।।৯।। চক্ষুরাদির সহিত প্রাণের তুল্যতা

কহা উচিত নহে জেহেতু চক্ষুরাদির রূপাদি বিষয় আছে প্রাণের বিষয় নাই তাহার উত্তর এই।। **অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি** ।।১০।। যদি কহ প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবের করণ না হয় ইহা কহিলে দোষ [৮২] হয় না জেহেতু প্রাণ জীবের করণ না হইয়াও দেহধারণরূপ বিষয় করিতেছে বেদেতেও এইরূপ দেখিতেছি ।।১০।। **পঞ্চবৃত্তির্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে** ।।১১।। প্রাণের পাচ বৃত্তি নিশ্বাস এক প্রশ্বাস দুই দেহক্রিয়া তিন উৎক্রামণ চারি সর্ব্বাঙ্গে রসের চালন পাঁচ। মনের জেমন অনেক বৃত্তি সেইরূপ প্রাণেরো এই পাঁচ বৃত্তি বেদে কহিয়াছেন অতএব প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বিষয়যুক্ত হইল ।।১১।। বেদে কহিয়াছেন জীব তিন লোকের সমান হয়েন জীবের সমান প্রাণ হয় ইহাতে বুঝা জায় প্রাণ মহান্ হয় এমত নহে।। **অণুশ্চ** ।।১২।। প্রাণ ক্ষুদ্র হয়েন জেহেতু প্রাণের উৎক্রমণ বেদে শ্রবণ আছে তবে পূর্ব্বশ্রুতিতে জে প্রাণকে মহান্ করিয়া কহিযাছেন তাহার তাৎপর্য্য সামান্য বায়ু হয।।১২।। বেদে কহিতেছেন জীব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিযের দ্বারা রূপাদিকে দর্শনাদি করেন অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে অপেক্ষা না করিয়া আপন২ বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয় এমত নহে।। **জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ** ।।১৩।। জ্যোতিরাদি অর্থাৎ অগ্ন্যাদির অধিষ্ঠানের দ্বারা চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিযেরা আপন২ বিষযেতে প্রবৃত্ত হয়েন জেহেতু সূর্য্য চক্ষু হইযা চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছেন এমত বেদেতে কথন আছে যদি [৮৩] বল যিনি জাহার অধিষ্ঠাতা হয়েন তিনি তাহার ফল ভোগ করেন তবে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ইন্দ্রিয়জন্য ফল ভোগের আপত্তি হয় ইহার উত্তর এই রথের অধিষ্ঠাতা সারথি সে তাহার ফল ভোগ করে না ।।১৩।। **প্রাণবতা শব্দাৎ** ।।১৪।। প্রাণবিশিষ্ট জে জীব তিনি ইন্দ্রিযের ফল ভোগ করেন জেহেতু শব্দ প্রত্যক্ষ কহিতেছেন জে চক্ষু ব্যাপ্ত হইযা জীব চক্ষুতে অবস্থিত করিলে তাহাকে দেখাইবার জন্যে সূর্য্য চক্ষুতে গমন করেন ।।১৪।। **তস্য চ নিত্যত্বাৎ** ।।১৫।। ভোগাদি বিষযে জীবের নিত্যতা আছে অতএব অধিষ্ঠাতৃদেবতা ফলভোক্তা নহেন ।।১৫।। বেদেতে আছে জে ইন্দ্রিযেরা কহিতেছেন জে আমরা প্রাণের স্বরূপ হইযা প্রাণিক অতএব সকল ইন্দ্রিযের ঐক্যতা মুখ্য প্রাণের সহিত আছে এমত নহে।। **ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ** ।।১৬।। শ্রেষ্ঠ প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সকল ভিন্ন হয জেহেতু বেদেতে ভেদকথন আছে তবে জে পূর্ব্বশ্রুতিতে ইন্দ্রিযকে প্রাণের স্বরূপ করিযা কহিযাছেন তাহার তাৎপর্য্য এই জে ইন্দ্রিয়সকল প্রাণের অধীন হয় ।।১৬।। **ভেদশ্রুতেঃ** ।।১৭।। বেদেতে কহিয়াছেন জে সকল ইন্দ্রিযেরা মুখস্থ প্রাণকে আপনার২ অভিপ্রায কহিযাছেন অতএব ইন্দ্রিয আর প্রাণের ভেদ দেখিতেছি ।।১৭।। **বৈলক্ষণ্যাচ্চ** ।।১৮।। সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রি[৮৪]যের সত্তা থাকে না প্রাণের সত্তা থাকে এই বৈলক্ষণ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয আর প্রাণের ভেদ আছে ।।১৮।। বেদে কহিতেছেন জে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন জে জীবের সহিত পৃথিবী এবং জল আর তেজেতে প্রবিষ্ট হইযা এই পৃথিব্যাদি তিনকে নাম রূপের দ্বারা বিকারবিশিষ্ট করি পশ্চাৎ ঐ তিনকে একত্র করিযা পৃথক্ করি অতএব এখানে জীব শব্দ ব্রহ্ম শব্দের সহিত আছে এই নিমিত্ত নাম রূপের কর্ত্তা জীব হয এমত নহে।। **সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ** ।।১৯।। পৃথিব্যাদি তিনকে একত্র করেণ পৃথিব্যাদি তিনকে পৃথক্ করেণ এমন জে ঈশ্বর তিনি নাম রূপের কর্ত্তা জেহেতু বেদে নাম রূপের কর্ত্তা ঈশ্বরকে কহিযাছেন ।।১৯।। যদি কহ পৃথিবী জল তেজ এই তিন একত্র হইলে তিনের কার্য্যের ঐক্য হয এমত কহিতে পারিবে না। **মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ** ।।২০।। মাংস পুরীষ মন এই তিন ভূমের কার্য্য আর এই দুইয়ের অর্থাৎ জল আর তেজের তিন২ করিয়া ছয় কার্য্য হয জলের কার্য্য মূত্র রুধির প্রাণ। তেজের কার্য্য অস্থি মজ্জা বাক্য এইরূপ বিভাগ বেদের অসম্মত নহে ত্রিবৃৎ অর্থাৎ পৃথিব্যাদি তিনকে পঞ্চীকরণের দ্বারা একত্রকরণ হয়। পঞ্চীকরণ একের অর্দ্ধেক আর ভিন্ন দুইয়ের এক২ পাদ মিশ্রিতকরণকে কহি ।।২০।। [৮৫] যদি কহ পৃথিব্যাদি তিন একত্র হইলে তবে তিনের পৃথক্

পৃথক্ ব্যবহার কি প্রকারে হয় তাহার উত্তর এই।। **বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ** ।।২১।। ভাগাধক্যের নিমিত্তে পৃথিব্যাদের পৃথক্২ ব্যবহার হইতেছে সূত্রেতে তু শব্দ সিদ্ধান্তবোধক হয় আর তদ্বাদস্তদ্বাদঃ পুনরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি-সূচক হয় ।।২১।।

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।।০।।—

ওঁ তৎ সৎ ।। যদি কহ এতৎশরীরারম্ভক পঞ্চ ভূতের সহিত জীব মিলিত না হইয়া অন্য দেহেতে গমন করেণ এমত কহিতে পারিবে না ।।

তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং ।।১।। অন্য দেহপ্রাপ্তিসময়ে এই শরীরের আরম্ভক জে পঞ্চ ভূত তাহার সহিত মিলিত হইয়া জীব অন্য দেহেতে গমন করেণ প্রবহণরাজের প্রশ্নে সেতুকেতুর উত্তরেতে ইহা প্রতিপাদ্য হইতেছে জে জল হইতে স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন হয় ।।১।। যদি কহ এই শ্রুতিতে কেবল জলের সহিত জীবের মিলন প্রতিপন্ন হয় অন্য চারি ভূতের সহিত জীবের মিলন প্রতিপন্ন হয় না ।। **ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ** ।।২।। পূর্ব্বশ্রুতিতে পৃথিবী অপ্ তেজ এই তিনের একত্রীকরণ শ্রবণের দ্বারা জলের সহিত জীবের মিলন হওয়াতে পৃথিবী আর তেজের সহিত মিলন[৮৬] হওয়া সিদ্ধ হয় আপ এই বহুবচন বেদে দেখিতেছি ইহাতেও বোধ হয় জে কেবল জলের সহিত মিলন নহে কিন্তু জল পৃথিবী তেজ এই তিনের সহিত জীবের মিলন হয় আর শরীর বাতপিত্তময় এবং গন্ধস্বেদপাক প্রাণ অবকাশময় হয় ইহাতে বুঝায় জে কেবল জলের সহিত দেহের মিলন নহে কিন্তু পৃথিব্যাদি পাঁচের সহিত মিলন হয় ।।২।। **প্রাণগতেশ্চ** ।।৩।। বেদেতে কহিতেছেন জে জীব গমন করিলে প্রাণো গমন করে প্রাণ জাইলে সকল ইন্দ্রিয় জায় এই প্রাণাদের সহিত গমনের দ্বারা বোধ হয় জে কেবল জলের সহিত জীবের মীলন নহে কিন্তু সেই পাঁচের সংগে মীলন হয় ।।৩।। **অগ্ন্যাদিষু গতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ** ।।৪।। যদি কহ অগ্নিতে বাক্য বায়ুতে প্রাণ আর সূর্য্যেতে চক্ষু জান এই শ্রুতির দ্বারা এই বোধ হয় জে মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল অগ্ন্যাদিতে জায় জীবের সহিত জায় না এমত নহে। এই শ্রুতির উত্তর শ্রুতিতে লিখিয়াছেন জে লোমসকল ঔষধিতে লীন হয় কেশসকল বনস্পতিতে লীন হয় অতএব এই দুই স্থলে এমন ভাক্ত নয় তাৎপর্য্য হইয়াছে সেইরূপ অগ্ন্যাদিতেও লয় হয়া ভাক্ত স্বীকার করিতে হইবেক ।।৪।। **প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ** ।।৫।। বেদে কহিয়াছেন জে ইন্দ্র [৮৭] সকল প্রথম স্বর্গস্থ অগ্নিতে শ্রদ্ধাহোম করিয়াছেন অতএব পঞ্চমী আহুতিতে জলকে পুরুষরূপে হোম করা সিদ্ধ হইতে পারে নাই এমত নহে জেহেতু এখানে শ্রদ্ধা শব্দে লক্ষণার দ্বারা দধ্যাদিস্বরূপ জল তাৎপর্য্য হয় জেহেতু শ্রদ্ধার হোম সম্ভব না হয় ।।৫।। **অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাম্প্রতীতেঃ** ।।৬।। যদি বল জল যদ্যপিও পুরুষবাচক তথাপি জলের সহিত জীবের গমন যুক্ত হয় না জেহেতু আহুতি শ্রুতিতে জলের সহিত গমন শ্রুত হইতেছে নাই এমত কহিতে পারিবে না জেহেতু বেদে কহিতেছেন আহুতির রাজা সোম আর জে জীব যজ্ঞ করে সে ধূম হইয়া গমন করে অতএব জীবের পঞ্চ ভূতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গমন দেখিতেছি ।।৬।। যদি কহ বেদে কহিতেছেন জীবসকল চন্দ্রকে পাইয়া অন্ন হয়েন সেই অন্ন দেবতারা ভক্ষণ করেণ অতএব জীবসকল দেবতার ভক্ষ্য হয়েন ভোগ করিতে স্বর্গ জান এমত প্রসিদ্ধ হয় না এমত নহে ।। **ভাক্তং বাঽনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি** ।।৭।। শ্রুতিতে জে জীবকে দেবতার ভক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন সে কেবল ভাক্ত জেহেতু আত্মজ্ঞানরহিত জে জীব তাহারা অন্নের ন্যায় তুষ্টিজনকের দ্বারা দেবতার ভোগসামগ্রী হয়েন জেহেতু শ্রুতিতে কহিয়াছে [৮৮] জাহারা দেবতার উপাসনা করেণ তাহারা দেবতার পশু হয়েন। স্বর্গে গিয়া দেবতার ভক্ষ্য হইয়া জীবের ধ্বংস হয় এমত স্বীকার করিলে জে শ্রুতিতে কহিয়াছেন জে স্বর্গে

নিমিত্ত অশ্বমেধ করিবেক সেই শ্রুতি বিফল হয় ।।৭।। বেদে কহিতেছেন জে জীব যাবৎ কর্ম্ম তাবৎ স্বর্গে থাকেন কর্ম্মক্ষয় হইলে তাহার পতন হয় অতএব কর্ম্মশূন্য হইয়া জীব পৃথিবীতে পতিত হয়েন এমত নহে ।। **কৃতাত্যয়েহনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ** ।।৮।। কর্ম্মবান্ ক্ষয় হইলে কর্ম্মের জে সূক্ষ্ম ভাগ থাকে জীব তদ্বিশিষ্ট হইয়া জে পথে জায় তদ্বিপরীত পথে আসিয়া ইহলোকে উপস্থিত হয় অর্থাৎ ধূম আর আকাশাদির দ্বারা জায় রাত্রি আর মেঘাদির দ্বারা আইসে জেহেতু বেদে কহিযাছেন জিনি উত্তম কর্ম্মবিশিষ্ট তিনি ইহলোকে উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয়েন জিনি নিন্দিত কর্ম্ম করেণ তিনি নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হযেন এবং স্মৃতিতেও কহিতেছেন জে যাবৎ মোক্ষ না হয তাবৎ কর্ম্মক্ষয় হয় নাই ।।৮।। **চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ** ।।৯।। যদি কহ চরণ অর্থাৎ আচারের দ্বারা উত্তম অধম যোনি প্রাপ্ত হয় কর্ম্মের সূক্ষ্মাংশবিশিষ্ট হইযা হয না এমত কহিতে পারিবে না জেহেতু কার্ষ্ণাজিনি মুনি চবণ শব্দকে কর্ম্ম করিযা কহিয়া[৮৯]ছেন ।।৯।। **আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ** ।।১০। যদি কহ কর্ম্ম উত্তম অধম যোনিকে প্রাপ্তি করায তবে আচাব বিফল হয় এমত নহে জেহেতু আচাব ব্যতিরেকে কর্ম্ম হয না ।।১০।। **সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ**।।১১।। সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মকে আচাব কবিয়া বাদরিও কহিযাছেন ।।১১।। পরসূত্রে সন্দেহ কবিতেছেন। **অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতং** ।।১২।। বেদে কহিযাছেন জে লোক এখান হইতে জায সে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয অতএব পাপকর্ম্মকাবীও পুণ্যকারীব ন্যায় চন্দ্রলোকে গমন করে।।১২।। পরসূত্রে ইহাব সিদ্ধান্ত করিতেছেন। **সংযমনে স্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ**।।১৩।। সংযমনে অর্থাৎ যমলোকে পাপী জন দুঃখকে অনুভব করিয়া বাব২ গমনাগমন করে বেদেতে নচিকেতসেব প্রতি যমের উক্তি এই প্রকার দেখিতেছি ।।১৩।। **স্মরন্তি চ** ।।১৪।। স্মৃতিতেও পাপীর নরকগমন কহিয়াছেন ।।১৪।। **অপি চ সপ্ত** ।।১৫।। পাপীদিগের নিমিত্তে পুরাণেতে সকল নরককে সপ্তবিধ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন তবে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি পুণ্যবান্‌দিগের হয় এই বেদের তাৎপর্য্য হয় ।।১৫।। **তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ**।।১৬।। শাস্ত্রেতে যমকে শাস্তা কহেন কোন স্থানে যমদূতকে শাস্তা দেখিতেছি কিন্তু সে [৯০] যমের আজ্ঞার দ্বারা শাসন কবে অতএব বিরোধ নাই।।১৬।। **বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ**।।১৭।। জন্ম আর মৃত্যুর স্থানকে বেদে তৃতীয স্থান কবিযা কহিযাছেন সেই তৃতীয স্থান পাপীব হয় জেহেতু দেবস্থান বিদ্যাবিশিষ্ট লোকেব পিতৃস্থান কর্ম্মবিশিষ্ট লোকেব বেদে পূর্ব্বেই কহিযাছেন।।১৭।। **ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ**।।১৮।। তৃতীযে অর্থাৎ নরকমার্গে জাহাবা জায তাহাদিগের পঞ্চাহুতি হয নাই জেহেতু আহুতি বিনা তাহাদিগেব পুনঃ২ জন্ম বেদে উপলব্ধি হইতেছে।।১৮।। **স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে**।।১৯।। পুণ্যবিশিষ্ট হইবাব প্রতি পঞ্চাহুতিব নিয়ম নাই জেহেতু লোকে অর্থাৎ ভারতে স্ত্রীপুরুষের পঞ্চাহুতি ব্যতিরেকে দ্রৌপদি প্রভৃতির জন্ম ঋষিরা কহিতেছেন।।১৯।। **দর্শনাচ্চ**।।২০।। মসকাদীর স্ত্রীপুরুষ ব্যতিরেকে জন্ম দেখিতেছি এই হেতু পুণ্যবান্ পঞ্চাহুতি কবিবেক পঞ্চাহুতি না করিলে পুণ্যবান্ হয নাই এমত নহে।।২০।। বেদে কহিযাছেন অণ্ড হইতে এবং বীজ হইতে আব ভেদ কবিযা এই তিন প্রকারে জীবের জন্ম হয অণ্ড হইতে পক্ষ্যাদির বীজ হইতে মনুষ্যাদীব তৃতীয় ভেদ করিয়া বৃক্ষাদের জন্ম হয অতএব স্বেদ হইতে মসকাদীর জন্ম হয় এই প্রকার জীব অর্থাৎ মসকাদি এ তিনের মধ্যে পায়া [৯১] জায় নাই তাহার সমাধা এই ।। **তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য** ।।২১।। সংশোক অর্থাৎ স্বেদজ জে মসকাদি তাহাব সংগ্রহ তৃতীয শব্দে অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শব্দের দ্বারা অবরোধ অর্থাৎ সংগ্রহ হয় জেহেতু মসকাদিও ঘর্ম্ম জলাদি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয়।।২১।। বেদে কহিতেছেন জীবসকল স্বর্গ হইতে আসিবার কালে আকাশ হইয়া বায়ু হইয়া মেঘ হইয়া আইসেন অতএব এই সন্দেহ হয় জে জীব সাক্ষাৎ আকাশাদি হয়েন

এমত নহে। **তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ।।২২।।** আকাশাদের সাম্যতা জীব পান সাক্ষাৎ আকাশ হয়েন না জেহেতু সাক্ষাৎ আকাশ হইলে বায়ু হওয়া অসম্ভব হয় এই হেতু আকাশাদি শব্দ তাহার সাদৃশ্য বুঝায়।।২২।। আকাশাদির সাম্যত্যাগ বহু কাল পরে জীব করেন এমত নহে।। **নাতিচিরেণ বিশেষাৎ।।২৩।।** জীবের আকাশাদি সাম্যের ত্যাগ অল্পকালে হয় জেহেতু বেদে আকাশাদি সাম্য ত্যাগের কাল বিশেষ না কহিয়া জীবের ব্রীহিসাম্যের ত্যাগ অনেক কষ্টে বহু কালে হয় এমত ত্যাগের কাল বিশেষ কহিয়াছেন অতয়ব জীবের স্থিতি ব্রীহিতে অধিক কাল হয় আকাশাদিতে অল্প কাল হয়।।২৩।। বেদেতে কহিয়াছেন জীবসকল পৃথিবীতে আসিয়া [৯২] ব্রীহি যবাদি হয়েন ইহাতে বোধ হয় জে জীবসকল সাক্ষাত ব্রীহিযবাদি হয়ে না এমত নহে। **অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ।।২৪।।** জীবের ব্রীহিযবাদিতে অধিষ্ঠান মাত্র হয় জীব সাক্ষাৎ ব্রীহিযবাদি হয়েন নাই অতএব ব্রীহিযবাদের যন্ত্রবিশেষে মর্দ্দনের দ্বারা জীবের দুঃখ হয় না পূর্ব্বের ন্যায় জীবের আকাশাদির কথনের দ্বারা জেমন সাদৃশ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে সেইরূপ এখানে ব্রীহিকথনের দ্বারা ব্রীহিসম্বন্ধ মাত্র তাৎপর্য্য হয় জেহেতু পূর্ব্বেতে কহিয়াছেন জে উত্তম কর্ম্ম করে সে উত্তম যোনিকে প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেইরূপে জীব ব্রীহিধর্ম্মকে পায় না।।২৪।। **অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ।।২৫।।** পশুহিংসনাদির দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম অশুদ্ধ হয় অতএব যজ্ঞাদিকর্ত্তা জে জীব তাহার ব্রীহিযবাদি অবস্থাতে দুঃখ পায়া উচিত হয় এমত নহে জেহেতু বেদেতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধি আছে।।২৫।। **রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ।।২৬।।** ব্রীহিযবাদি ভাবের পর রেতের সংসর্গ হয়।।২৬।। যদি কহ রেতের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ মাত্র অতএব ভোগাদের নিমিত্তে জীবের মুখ্য জন্ম হয় না এমত নহে ।। **যোনেঃ শরীরং** ।।২৭।। যোনি হইতে নিষ্পন্ন হয় জে শরীর সেই শরীর ভোগের নিমিত্তে জীব পায় জীবের জে জন্মাদির কথন এই [৯৩] অধ্যায়েতে সে কেবল বৈরাগ্যের নিমিত্তে জানিবে।।২৭।।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ।। ১ ।।--

ওঁ তৎ সৎ।। দুই সূত্রে স্বপ্ন বিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন। **সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি।।১।।** জাগ্রৎ সুষুপ্তির সন্ধি জে স্বপ্নাবস্থা হয় তাহাতে জে সৃষ্টি সেও ঈশ্বরের কর্ম্ম অতএব অন্য সৃষ্টির ন্যায় সেও সত্য হউক জেহেতু বেদে কহিতেছেন রথ রথের সম্বন্ধ এবং পথ এ সকলের স্বপ্নেতে সৃষ্টি হয়।।১।। **নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ।।২।।** কোনো শাখিরা পাঠ করেন জে স্বপ্নেতে পুত্রাদি সকলের আর অভীষ্ট সামগ্রীর নির্ম্মাণকর্ত্তা পরমাত্মা হয়েন।।২।। পরসূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।। **মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।।৩।।** স্বপ্নেতে জে সকল বস্তু হয় সে মায়ামাত্র জেহেতু স্বপ্নেতে জে সকল বস্তু দৃষ্ট হয় তাহার উচিত মতে স্বরূপের প্রকাশ নাই জেমন পার্থিব শরীর মনুষ্যের উড়িতে দেখেন তবে পূর্ব্বশ্রুতিতে জে রথের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে সকল কাল্পনিক জেহেতু পরশ্রুতিতে কহিয়াছেন জে স্বপ্নেতে রথ রথের যোগ পথ সকলি মিথ্যা।।৩।। যদি কহ স্বপ্ন মিথ্যা হয় তবে শুভাশুভের সূচক স্বপ্ন কিরূপে হইতে পারে তাহার [৯৪] উত্তর এই।। **সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ।।৪।।** স্বপ্ন যদ্যপিও মিথ্যা তথাপি উত্তম পুরুষেতে কদাচিৎ স্বপ্ন শুভাশুভসূচক হয় জেহেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন এবং স্বপ্নজ্ঞাতারা এই প্রকার কহেন।।৪।। যদি কহ ঈশ্বরের সৃষ্টি সংসার জেমন সত্য হয় সেইরূপ জীবের সৃষ্টি স্বপ্ন সত্য হয় জেহেতু জীবের ঈশ্বরের সহিত ঐক্য আছে। এমত কহিতে পারিবে না।। **পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ।।৫।।** জীব যদ্যপিও ঈশ্বরের অংশ তথাপি জীবের বহির্দৃষ্টির দ্বারা ঐশ্বর্য্য আচ্ছন্ন হইয়াছে এই হেতু জীবের বন্ধ আর দুঃখ অনুভব

হয় অতএব ঈশ্বরের সকল ধর্ম্ম জীবেতে নাই।।৫।। **দেহযোগাদ্বা সোঽপি।।৬।।** দেহকে আত্মসাত লইবার নিমিত্তে জীবের বহির্দৃষ্টি হইয়া ঐশ্বর্য্য আচ্ছন্ন হয় কিন্তু পুনরায় ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হইলে বহির্দৃষ্টি থাকে না।।৬।। বেদে কহিয়াছেন জে জীবসকল নাড়ী ভ্রমণ করিয়া পুরীতন্নাড়ীতে জাইয়া কেবল সেই নাড়ীতে সুষুপ্তি করেণ এমত নহে।। **তদভাবো নাড়ীষু তৎশ্রুতেরাত্মনি চ ।।৭।।** স্বপ্নের অভাব জে সুষুপ্তি সে কালে জীব পুরীতৎ-নাড়ীতে এবং পরমাত্মাতে শয়ন করেণ সুষুপ্তিসময়ে জীবের শয়নের মুখ্য স্থান ব্রহ্ম হয়েন এমত বেদেতে কহিয়াছেন [১৫] ।।৭।। **অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ।।৮।।** সুষুপ্তি সময়ে জীবের শয়নের মুখ্যস্থান পরমাত্মা হয়েন এই হেতু পরমাত্মা হইতে জীবের প্রবোধ হয় এমত বেদে কহিয়াছেন।।৮।। যদি সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন পুনরায় জাগ্রৎসময়ে ব্রহ্ম হইতে উত্থান করেণ তবে এই বোধ হয় জে এক জীব ব্রহ্মতে লয় হয়েন অপর জীব ব্রহ্ম হইতে উত্থান করেণ জেমন পুস্করণীতে এক কলশী জল নিঃক্ষেপ করিয়া পুনরায় উত্থাপন করাইলে সে জলের উত্থান হয় নাই ইহার উত্তর এই। **স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ।।৯।।** সুষুপ্তি সময়ে জে জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন জাগ্রৎকালে সেই জীব উত্থান করেণ ইহাতে এই পাচ প্রমাণ এক কর্ম্মশেষ অর্থাৎ শয়নের পূর্ব্বে কোন কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া শয়ন করে উত্থান করিয়াও সেই কর্ম্মের শেষ পূর্ণ করে এমত দেখিতেছি দ্বিতীয় অনু অর্থাৎ নিদ্রার পূর্ব্বে জে আমি ছিলাম সেই আমি নিদ্রার পরে আছি এমত অনুভব। তৃতীয় পূর্ব্বধনাদের স্মরণ চতুর্থ বেদে কহিয়াছেন সেই জীব নিদ্রার পরে সেই শরীরে আইসেন পঞ্চম যদি জীব সেই না হয় তবে প্রতিদিন স্নান করিবেক ইত্যাদি বেদের বিধি সফল হয় না।।৯।। মূর্চ্ছাকালে জ্ঞান থাকে নাই অতএব মূর্চ্ছা জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের ভিন্ন শরী[১৬]রেতে মূর্চ্ছাকালে উষ্ণতা থাকে এই হেতু মৃত্যু হইতেও ভিন্ন হয় অতএব এ তিন হইতে ভিন্ন জে মূর্চ্ছা সে সুষুপ্তির অন্তর্গত হয় এমত নহে ।**মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ।।১০।।** মূর্চ্ছা সুষুপ্তির অর্দ্ধাবস্থা হয় জেহেতু সুষুপ্তিতে বিশেষ জ্ঞান থাকে নাই মূর্চ্ছাতেও বিশেষ জ্ঞান থাকে না কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রাণের গতি থাকে মূর্চ্ছাতে প্রাণের গতি থাকে না এই ভেদপ্রযুক্ত মূর্চ্ছা সুষুপ্তি হইতেও ভিন্ন হয়।।১০।। বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম স্থূল হয়েন সূক্ষ্ম হয়েন গন্ধ হয়েন রস হয়েন অতএব ব্রহ্ম দুই প্রকার হয়েন তাহার উত্তর এই। **ন স্থানতোঽপি পরস্যো-ভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ।।১১।।** উপাধি দেহ আর উপাধেয় জীব এই দুয়ের পর জে পরং-ব্রহ্ম তিনি দুই দুই নহেন জেহেতু সর্ব্বত্র বেদেতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ এক করিয়া কহিয়াছেন তবে জে পূর্ব্বশ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস করিয়া কহিয়াছেন সে ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ হয়েন এই তাহার তাৎপর্য্য হয়।।১১।। **ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ।।১২।।** বেদে কোন স্থানে ব্রহ্ম চতুষ্পাদ কোন স্থানে ব্রহ্ম ষোড়শকলা কোন স্থানে ব্রহ্ম বিশ্বরূপ হয়েন এমত কহিয়াছেন এই ভেদকথনের দ্বারা ব্রহ্ম নির্বিশেষ না হইয়া নানাপ্রকার হয়েন এমত নহে জেহেতু বেদেতে [১৭] পৃথিবী এবং দেহাদি সকল উপাধি হইতে অভেদ করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন ।।১২।। **অপি চৈবমেকে ।।১৩।।** কোন শাখিরা পূর্ব্বোক্ত উপাধিকে নিরাস করিয়া ব্রহ্মের অভেদকে স্থাপন করিয়াছেন ।।১৩।। **অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ।।১৪।।** ব্রহ্মের রূপ কোন প্রকারে নাই জেহেতু যাবৎ শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্গুণত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়া কহিয়াছেন তবে সগুণ শ্রুতি জে সে কেবল ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি বর্ণন মাত্র ।।১৪।। **প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ।।১৫।।** অগ্নি জেমন বস্তুত বক্র না হইয়াও কাষ্ঠের বক্রতাতে বক্ররূপে প্রকাশ পায়েন সেইরূপ মনের তাৎপর্য্য লইয়া ঈশ্বর নানাপ্রকারে প্রকাশের ন্যায় হয়েন জেহেতু এমত স্বীকার না করিলে সগুণ শ্রুতির বৈয়র্থ্য হয়।।১৫।। **আহ হি তন্মাত্রং।।১৬।।** বেদে চৈতন্যমাত্র করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন জেমন লবণের রাশি অন্তরে এবং বাহ্যে লবণের স্বাদু থাকে সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বথা

বিজ্ঞানস্বরূপ হয়েন এইরূপ বেদে কহিয়াছেন।। ১৬।। **দর্শয়তি চাথো হ্যপি চ স্মর্য্যতে।। ১৭।।** বেদে ব্রহ্মকে সবিশেষ করিয়া কহিয়া পশ্চাৎ অথ শব্দ অবধি আরম্ভ করিয়াছেন জে জাহা পূর্ব্বে কহিলাম সে বাস্তবিক না হয অর্থাৎ ব্রহ্ম কোন মতে সবিশেষ হইতে পাবেন নাই এবং স্মৃতিতেও কহিয়াছেন [৯৮] জে ব্রহ্ম সৎ কিম্বা অসৎ কবিযা বিশেষ্য হয়েন নাই।।১৭।। **অত এবোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ।।১৮।।** ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়েন অতএব জেমন জলেতে সূর্য্য থাকেন সেই জলরূপ উপাধি এক সূর্য্যকে নানা করে সেইরূপ ব্রহ্মকে মায়া নানা করিয়া দেখায় বেদেতেও এইরূপ উপমা দিযাছেন ।।১৮।। **অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বং ।।১৯।।** সূর্য্য এবং জল সমূর্ত্তি হযেন আব ব্রহ্ম অমূর্ত্তি হযেন অতএব জলাদিব ন্যায ব্রহ্মকে গ্রহণ করা জাইবেক নাই এই নিমিত্ত এই উপমা উপযুক্ত হয নাই।। এই পূর্ব্বপক্ষ ইহাব সমাধান পবসূত্রে কহিতেছেন ।।১৯।। **বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবং ।।২০।।** সূর্য্যের জেমন জলেতে অন্তর্ভাব হইলে জলেব ধর্ম্ম কম্পনাদি সূর্য্যেতে আরোপিত বোধ হয সেইরূপ ব্রহ্মেব অন্তর্ভাব দেহেতে হইলে দেহের ধর্ম্ম হ্রাস বৃদ্ধি ব্রহ্মেতে ভাক্ত উপলব্ধি হয এইরূপে উভয অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জল সূর্য্যের দৃষ্টান্ত উচিত হয এখানে মূর্ত্তি অংশে দৃষ্টান্ত নহে ।।২০।। **দর্শনাচ্চ ।।২১।।** বেদে সর্ব্বদেহেতে ব্রহ্মেব অন্তর্ভাবেব দর্শন আছে জেহেতু বেদে কহিতেছেন জে ব্রহ্ম দ্বিপাদ চতুষ্পাদ শরীবকে নির্ম্মাণ কবিযা আপনি পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গদেহ হইযা ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে ওই শবীরে প্রবেশ কবিলেন এই হেতু জল [৯৯] সূর্য্যেব উপমা উচিত হয ।।২১।। যদি কহ বেদেতে ব্রহ্মকে দুই প্রকারে অর্থাৎ সবিশেষ নির্বিশেষরূপে কহিযা পশ্চাৎ নেতি নেতি বাক্যেব দ্বারা নিষেধ কবিযাছেন ইহাতে বুঝায জে সবিশেষ আব নির্বিশেষ উভযেব নিষেধ বেদে কবিতেছেন তবে সুতবাং ব্রহ্মেব অভাব হয তাহাব উত্তব এই ।। **প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূযঃ ।।২২।।** প্রকৃতি আব তাহাব কার্য্যসমুদাযকে প্রকৃত কহেন সেই প্রকৃতেব দ্বাবা পবিচ্ছিন্ন হওয়াকে বেদে নেতি নেতি শব্দের দ্বাবা নিষেধ কবিতেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম পবিমিত নহেন এই কহিবার তাৎপর্য্য বেদের হয জেহেতু ঐ শ্রুতিব পবশ্রুতিতে ব্রহ্ম আছেন এমত বাব বাব কহিযাছেন ।।২২।। **তদব্যক্তমাহ হি ।।২৩।।** সেই ব্রহ্ম বেদ বিনা অব্যক্ত অর্থাৎ অজ্ঞেয হয়েন এইরূপ বেদে কহিযাছেন ।।২৩।। **অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ।।২৪।।** সংরাধনে অর্থাৎ সমাধিতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয় এইরূপ প্রত্যক্ষে অর্থাৎ বেদে এবং অনুমানে অর্থাৎ স্মৃতিতে কহেন ।।২৪।। যদি কহ এমত ধ্যেয জে ব্রহ্ম তাহাব ভেদ ধ্যাতা হইতে অর্থাৎ সমাধিকর্ত্তা হইতে অনুভব হয তাহাব উত্তব এই ।। **প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং ।।২৫।।** জেমন সূর্য্যেতে ও সূর্য্যের প্রকাশেতে বৈশেষ্য অর্থাৎ ভেদ নাই সেই[১০০]রূপে ব্রহ্মেতে আব ব্রহ্মের ধ্যাতাতে ভেদ না হয ।।২৫।। **প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ।।২৬।।** জেমন অন্য বস্তু থাকিলে সূর্য্যের কিরণকে রৌদ্র কবিযা কহা জায বস্তুত এক সেইরূপ কর্ম্ম উপাধি থাকিলে ব্রহ্মেব প্রকাশকে জীব কবিযা ব্যবহার হয অন্যথা বেদবাক্যেব অভ্যাসেব দ্বাবা জীবে আব ব্রহ্মে বস্তুত ভেদ নাই ।।২৬।। **অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গং ।।২৭।।** এই জীব আব ব্রহ্মেব অভেদেব দ্বারা মুক্তি অবস্থাতে জীব ব্রহ্ম হয়েন বেদে কহিযাছেন ।।২৭।। **উভয়ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ ।।২৮।।** এখানে তু শব্দ ভিন্ন প্রকবণজ্ঞাপক হয জেমন সর্পেব কুণ্ডল কহিলে সর্পেব সহিত কুণ্ডলের ভেদ অনুভব হয় আর সর্পস্বরূপ কুণ্ডল কহিলে উভযেব অভেদ প্রতীতি হয সেইরূপ জীব আর ঈশ্বরের ভেদ আব অভেদ বেদে ভাক্ত মতে কহিযাছেন ।।২৮।। **প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ।।২৯।।** নিরুপাধি রৌদ্রে আর তাহাব আশ্রয সূর্য্যে জেমন অভেদ সেইরূপ জীবে আব ব্রহ্মে অভেদ জেহেতু উভয়ে অর্থাৎ রৌদ্রে আর সূর্য্যে এবং জীবে আব ব্রহ্মে তেজস্বরূপ হওয়াতে ভেদ নাই ।।২৯।। **পূর্ব্ববদ্বা ।।৩০।।** জেমন পূর্ব্বে ব্রহ্মেব স্থূলত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব উভয় নিরাকরণ করিযাছেন সেইরূপ এখানে ভেদ আর অভেদের উভযের [১০১] নিরাকরণ

করিতেছেন জেহেতু দ্বিতীয় হইলে ভেদাভেদ বিবেচনা হয় বস্তুত ব্রহ্মের দ্বিতীয় নাই ।।৩০।। **প্রতিষেধাচ্চ** ।।৩১।। বেদে কহিতেছেন ব্রহ্ম বিনা অন্য দ্রষ্টা নাই অতএব এই দ্বৈতের নিষেধের দ্বারা ব্রহ্ম অদ্বৈত হয়েন ।।৩১।। **পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ** ।।৩২।। এই সূত্রে আপত্তি করিয়া পরে সমাধা করিতেছেন। ব্রহ্ম হইতে অপর কোন বস্তু পর আছে জেহেতু বেদে ব্রহ্মকে সেতু করিয়া কহিয়াছেন আর ব্রহ্মের চতুষ্পাদ কহিয়াছেন ইহাতে পরিমাণ বোধ হয় আর কহিয়াছেন জে জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মেতে শয়ন করেণ ইহাতে আধার আধেয় সম্বন্ধ বোধ হয আব বেদে কহিয়াছেন সূর্য্যমণ্ডলে হিবণ্ময় পুরুষ উপাস্য আছেন অতএব দ্বৈতবাদ হইতেছে এ সকল শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু আছে এমত বোধ হয ।।৩২।। **সামান্যাত্তু** ।।৩৩।। এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তজ্ঞাপক। লোকের মর্য্যাদাস্থাপক ব্রহ্ম হয়েন এই অংশে জল সেতুব সহিত ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত বেদে দিযাছেন জল হইতে সেতু পৃথক্ এই অংশে দৃষ্টান্ত দেন নাই ।।৩৩।। **বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ** ।।৩৪।। পাদযুক্ত করিয়া ব্রহ্মকে বিরাট্‌রূপে বর্ণন কবেন ইহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মের স্থূলরূপে উপা[১০২]সনার নিমিত্ত হয় বস্তুত ব্রহ্মের পাদ আছে এমত নহে ।।৩৪।। **স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ** ।।৩৫।। ব্রহ্মেব জীবেব সহিত সম্বন্ধ আব হিবণ্ময়েব সহিত ভেদ স্থানবিশেষ হয় অর্থাৎ উপাধিব উৎপত্তি হইলে সম্বন্ধ এবং ভেদের বোধ হয বস্তুত ভেদ নাই জেমন দর্পণাদিস্বরূপ জে উপাধি তাহার দ্বারা সূর্য্যেব ভেদ জ্ঞান হয় ।।৩৫।। **উপপত্তেশ্চ** ।।৩৬।। বেদে কহেন আপনাতে আপনি লীন হযেন ইহাতে নিষ্পন্ন হইল জে বাস্তবিক জীবে আব ব্রহ্মে ভেদ নাই ।।৩৬।। **তথান্যপ্রতিষেধাৎ** ।।৩৭।। বেদে কহিতেছেন জে ব্রহ্ম অধোমণ্ডলে আছেন অতএব অধোদেশেও ব্রহ্ম বিনা অপব বস্তুস্থিতির নিষেধ কবিতেছেন এই হেতু ব্রহ্মেতে এবং জীবেতে ভেদ নাই ।।৩৭।। **অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ** ।।৩৮।. বেদে কহেন জে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত হযেন এই সকল শ্রুতির দ্বাবা জাহাতে ব্রহ্মেব ব্যাপকত্বের বর্ণন আছে ব্রহ্মেব সর্ব্বগতত্ব প্রতিপাদ্য হইতেছে সেই সর্ব্বগতত্ব তবে সিদ্ধ হয যদি বিশ্বেব সহিত ব্রহ্মের অভেদ থাকে ।।৩৮।। ধর্ম্মাধর্ম্মেব ফলদাতা কর্ম্ম হয় এমত নহে। **ফলমত উপপত্তেঃ** ।।৩৯।। কর্ম্মের ফল ঈশ্বব হইতে হয জেহেতু কেবল চৈতন্য হইতে ফল নিষ্পন্ন হইতে পারে ।।৩৯।। **শ্রুতত্বাচ্চ** ।।[১০৩] ৪০।। বেদেতে সুনা জাইতেছে জে সকল ফলের দাতা ঈশ্বর হযেন ।।৪০।। **ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব** ।।৪১।। শুভাশুভ ফল ঈশ্বর দেন এমত কহিলে ঈশ্ববেব বৈষম্যদোষ জন্মে অতএব জৈমিনি কহেন শুভাশুভ ফলের দাতা ধর্ম্ম হযেন।।৪১।। **পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ**।।৪২।। পূর্ব্বোক্ত মত অর্থাৎ ঈশ্বর ফলদাতা হযেন ব্যাস কহিযাছেন জেহেতু বেদেতে কহিযাছেন জে ঈশ্বর পুণ্যের দ্বারা জীবকে পুণ্যলোক পাঠান অতএব পুণ্যকে হেতুস্বরূপ কবিয়া আব ব্রহ্মকে কর্ত্তা করিয়া কহিয়াছেন ।।৪২।। **মায়িকত্বাত্তু ন বৈষম্যং** ।।৪৩।। জীবেতে জে সুখ দুষ্খ দেখিতেছি সে কেবল মাযার কার্য্য অতএব ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ নাই জেমন রজ্জুতে কেহ সর্পজ্ঞান করিযা ভয়েতে দুষ্খ পায কেহো মালা জ্ঞান কবিযা সুখ পায় রজ্জুর ইহাতে বৈষম্য নাই।।৪৩।।০।।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।। ২ ।।—

ওঁ তৎ সৎ।।উপাসনা পৃথক্২ হয এমত নহে।। **সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ঞ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ** ।।১।। সকল বেদের নির্ণযরূপ জে উপাসনা সে এক হয় জেহেতু বেদে কেবল এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে আর ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি সংজ্ঞার অভেদ হয়।।১।। **ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি** [১০৪]।।২।। যদি কহ এক শাখাতে আত্মাকে উপাসনা করিতে বেদে কহিয়াছেন দ্বিতীয় শাখাতে কৃষ্ণকে তৃতীয় শাখাতে রুদ্রকে উপাসনা করিতে বেদে কহেন

অতএব এই ভেদকথনের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন২ হয় এমত নহে জেহেতু একই শাখাতে ব্রহ্মকে ক করিয়া এবং খ করিয়া কহিয়াছেন অতএব নামের ভেদে উপাসনা এবং উপাস্যের ভেদ হয় নাই।।২।। জদি কহ মুণ্ডক অধ্যয়নে শিরোব্রত অঙ্গ হয় অন্য অধ্যয়নে অঙ্গ হয় নাই অতএব বেদেতে উপাসনার ভেদ আছে তাহার উত্তর এই।। **স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ** ।।৩।। সমাচারেতে অর্থাৎ ব্রতগ্রন্থে জেমন অন্য অধ্যয়নে গোদান নিয়ম করিয়াছেন সেইরূপ মুণ্ডক অধ্যায়িদিগের জন্যে শিরোব্রতকে বেদের অধ্যয়নের অঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন অতএব শিরোব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ হয় বিদ্যার অঙ্গ না হয় বিদ্যার অঙ্গ হইলে উপাসনার ভেদ হইত আর বেদে কহিয়াছেন এ ব্রত না করিয়া মুণ্ডক অধ্যযন করিবেক না আর জে ব্রত না করে সে অধ্যয়নের অধিকারী না হয় এই হেতুর দ্বারা শিরোব্রত অধ্যয়নেব অঙ্গ হয বিদ্যার অঙ্গ না হয়।।৩।। **শরবচ্চ তন্নিয়মঃ**।।৪।। শর অর্থাৎ সপ্ত হোম জেমন আথর্ব্বণিকদের নিযম সেইরূপ [১০৫] মুণ্ডকাধ্যয়নেতে শিরোব্রতের নিযম হয়।।৩।। **সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ**।।৪।। সমুদ্রেতে জেমন সকল [জল] প্রবেশ করে সেইরূপ সকল উপাসনাব তাৎপর্য্য ঈশ্বরে হয়।।৪।। **দর্শয়তি চ**।।৫।। বেদেব উপাস্য এক এবং উপাসনা এক এমত দেখাইতেছেন জেহেতু কহেন সকল বেদ এক বস্তুকে প্রতিপাদ্য করেণ।।৫।। যদি কহ কোথায বেদে উপাসনা কহেন কিন্তু তাহাব ফল কহেন নাই অতএব সেই উপাসনা নিষ্ফল হয় তাহার উত্তব এই।। **উপসংহারোঽর্থাভেদাৎ বিধিশেষবৎ সমানে চ**।।৬।। দুই সমান উপাসনাব একের ফল কহিযাছেন দ্বিতীযেব ফল কহেন নাই জাহাব ফল কহেন নাই তাহাব ফল শাখান্তব হইতে সংগ্রহ করিতে হইবেক জেহেতু সমান উপাসনার ফলের ভেদ নাই জেমন অগ্নিহোত্রবিধিব ফল এক স্থানে কহেন অন্য স্থানে কহেন নাই জে অগ্নিহোত্রে ফল কহেন নাই তাহাব ফল সংগ্রহ শাখান্তর হইতে করেণ।।৬।। **অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ**।।৭।। বৃহদারণ্যে প্রাণকে কর্ত্তা কহিযাছেন ছান্দোগ্যেবা প্রাণকে কর্ম্ম কহেন অতএব প্রাণেব উপাসনাব অন্যথাত্ব অর্থাৎ দ্বিধা হইল এই সন্দেহেব সমাধান অজ্ঞ ব্যক্তি করিতেছেন জে উভয শ্রুতিতে প্রাণকে কর্ত্তা করিযা কহিযাছেন অতএব বিশেষ অর্থাৎ ভেদ নাই তবে জে[১০৬]খানে প্রাণকে উদ্গীথ অর্থাৎ উদ্গানেব কর্ম্ম করিয়া বেদে বর্ণন করেণ সেখানে লক্ষণা করিযা উদ্গীথ শব্দেব দ্বাবা উদ্গীথকর্ত্তা প্রতিপাদ্য হইবেক জেহেতু প্রাণ বাযুস্বরূপ তিহো অক্ষরস্বরূপ হইতে পারেণ নাই ।।৭।। এখানে সিদ্ধান্তী এই অজ্ঞেব সমাধানকে হেলন করিযা আপনি সমাধান করিতেছেন।। **ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ** ।।৮।। ছান্দোগ্যে কহেন উদ্গীথে উদ্গীথের অবযব ওঁকারে প্রাণ উপাস্য হযেন আব বৃহদারণ্যে প্রাণকে উদ্গীথেব কর্ত্তা কহিয়াছেন অতএব প্রকরণভেদেব দ্বাবা উপাসনা ভিন্ন২ হয় জেমন উদ্গীথে সূর্য্যকে অধিষ্ঠাতারূপে উপাস্য কহেন এবং হিরণ্যশ্মশ্রুকে উদ্গীথের অধিষ্ঠাতা জানিযা উপাস্য কহিযাছেন এখানে অধিষ্ঠানেব সাম্য হইয়াও প্রকরণভেদেব নিমিত্তে উপাসনা পৃথক্ পৃথক্ হয।।৮।। **সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি**।।৯।। যদি কহ দুই স্থানে প্রাণেব সংজ্ঞা আছে অতএব উপাসনার ঐক্য কহিতে হইবেক ইহার পূর্ব্বেই উত্তব দিযাছি জে যদিও সংজ্ঞাব ঐক্য ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যে আছে তত্রাপি প্রকরণভেদের দ্বাবা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন কহিতে হইবেক।।৯।। উদ্গীথে আব ওঁকারে পরস্পব অধ্যাস হইতে পারিবেক নাই জেহেতু ওঁকারেতে [১০৭] উদ্গীথের স্বীকাব করিলে আর উদ্গীথে ওঁকারেব অধ্যাস করিলে প্রাণ উপাসনার দুই স্থান হইয়া এক প্রকরণে উপাসনাব ভেদ উপস্থিত হয আব এক প্রকরণে উপাসনার ভেদ কোথাও দৃষ্ট নহে। জেমন শুক্তিতে কোন কারণের দ্বাবা রূপাব অধ্যাস হইয়া সেই কারণ গেলে পর রূপার অধ্যাস দূব হয সেইমত এখানে কহিতে পারিবে নাই জেহেতু উদ্গীথ আর ওঁকারের অধ্যাসেতে কোন কারণান্তর নাই জাহাতে এ অধ্যাস দূর হয় উদ্গীথ

আর ওঁকার এক অর্থকে কহেন এমত কহিতেও পারিবে নাই জেহেতু বেদে এমত কথন কোন স্থানে নাই অতএব জে সিদ্ধান্ত করিলে তাহার অসিদ্ধ হইল এ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন।। **ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসং**।।১০।। অবয়বকে অবয়বী করিয়া স্বীকার করিতে হয় জেমন পটের একদেশে দগ্ধ হইলে পটদাহ হইল এমত কহা জায় এই ব্যাপ্তি অর্থাৎ ন্যায়ের দ্বারা উদ্গীথের অবয়ব জে ওঁকার তাহাতে উদ্গীথকথন যুক্ত হয় এমত কথন অসমঞ্জস নহে।।১০।। ছান্দোগ্যে কহিতেছেন জে প্রাণ তিহোঁ বাক্যের শ্রেষ্ঠ হয়েন কিন্তু কৌষীতকীতে জেখানে ইন্দ্রিয়-সকল প্রাণের নিকট পরস্পর বিরোধ করিয়াছিলেন সেখানে প্রাণের ঐ শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণের [১০৮] কথন নাই অতএব ছান্দোগ্য হইতে ঐ সকল প্রাণের গুণ কৌষীতকীতে সংগ্রহ হইতে পারে নাই এমত কহিতে পারিবে নাই।। **সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে**।।১১।। সকল শাখাতে প্রাণের উপাসনার অভেদ নিমিত্ত এই সকল শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণ শাখান্তর হইতেও সংগ্রহ করিতে হইবেক।।১১।। নির্বিশেষ ব্রহ্মের এক শাখাতে জে সকল গুণ কহিয়াছেন তাহার শাখান্তরে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে।। **আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য**।।১২।। প্রধান জে ব্রহ্ম তাহার আনন্দাদি গুণের সংগ্রহ সকল শাখাতে হইবেক জেহেতু বেদ্যবস্তুর ঐক্যের দ্বারা বিদ্যার ঐক্যের স্বীকার করিতে হয়।।১২।। **প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে**।।১৩।। বেদে বিশ্বরূপ ব্রহ্মের বর্ণনে কহিয়াছেন জে ব্রহ্মের প্রিয় সেই তাহার মস্তক এই প্রিয়শির আদি করিয়া সকল ব্রহ্মের সগুণ বিশেষণ শাখান্তরেতে সংগ্রহ হইবেক নাই জেহেতু মস্তকাদি সকল হ্রাস বৃদ্ধির স্বরূপ হয় সেই হ্রাস বৃদ্ধি ভেদবিশিষ্ট বস্তুতে দেখা জায় কিন্তু অভেদ ব্রহ্মতে হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।।১৩।। **ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ**।।১৪।। প্রিয়শির ভিন্ন সমুদায় নির্গুণ বিশেষণ জেমন জ্ঞানঘন ইত্যাদি সর্ব্বশাখাতে সংগ্রহ হইবেক জেহেতু জ্ঞেয় বস্তুর ঐক্য সকল শাখাতে আছে [১০৯] বেদে কহিয়াছেন ইন্দ্রিয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়সকলের বিষয় পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয় এই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদির শ্রেষ্ঠত্ব তাৎপর্য্য হয় এমত নহে।।১৪।। **আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ**।।১৫।। সম্যকঃ প্রকারে ধ্যান নিমিত্ত এই শ্রুতিতে আত্মার শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎপর্য্য হয় কিন্তু বিষয়াদের শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎপর্য্য না হয় জেহেতু আত্মা ব্যতিরেক অপরের শ্রেষ্ঠত্বকথনে বেদের প্রয়োজন নাই।।১৫।। **আত্মশব্দাচ্চ**।।১৬।। বেদে কহিয়াছেন জে কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক অতএব আত্মা শব্দ পুরুষকে কহেন বিষয়াদিকে কহেন নাই অতএব আত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন।।১৬।। বেদে কহিয়াছেন আত্মা সকলের পূর্ব্বে ছিলেন অতএব এ বেদের তাৎপর্য্য এই জে আত্মা শব্দের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে।। **আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ**।।১৭।। এই স্থানে আত্মা শব্দ হইতে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হয়েন জেমন আর আর স্থানে আত্মা শব্দের দ্বারা পরমাত্মার প্রতীতি হয় জেহেতু ঐ শ্রুতির উত্তর শ্রুতিতে কহিয়াছেন জে আত্মা জগতের দ্রষ্টা হয়েন অতএব জগতের দ্রষ্টা ব্রহ্ম বিনা অপর হইতে পারে নাই।।১৭।। **অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ**।।১৮।। যদি কহ [১১০] ঐ শ্রুতি জাহাতে আত্মা এ সকলের পূর্ব্বে ছিলেন এমত বর্ণন দেখিতেছি তাহার আদ্যে এবং অন্তে সৃষ্টির প্রকরণের অন্বয় আছে আর সৃষ্টির প্রকরণ হিরণ্যগর্ভের ধর্ম্ম হয় অতএব আত্মা শব্দ হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রতিপাদ্য হইবেন তাহার উত্তর এই এমত হইলেও ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হইবেন জেহেতু পরশ্রুতি কহিতেছেন জে ব্রহ্ম ভিন্ন আর বস্তু ছিল নাই তবে হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির দ্বার মাত্র ব্রহ্মই বস্তুত সৃষ্টি-কর্ত্তা হয়েন।।১৮।। প্রাণবিদ্যার অঙ্গ আচমন হয় এমত নহে।। **কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বং**।।১৯।। ঐ প্রাণবিদ্যাতে প্রাণ ইন্দ্রিয়কে প্রশ্ন করিলেন জে আমার বাস কি হয় তাহাতে ইন্দ্রিয়েরা উত্তর দিলেন জে জল প্রাণের বাস হয় এই নিমিত্ত প্রাণের আচ্ছাদক জল হয় এই জলের আচ্ছাদকত্বের ধ্যান মাত্র প্রাণবিদ্যাতে অপূর্ব্ববিধি হয় আচমন অপূর্ব্ববিধি না হয় জেহেতু আচমনবিধির কথন সকল কার্য্যে আছে এ হেতু এখানেও প্রাণবিদ্যার পূর্ব্বে আচমন বিধি হয়।।১৯।। বাজসনেয়িদের সাণ্ডিল্যবিদ্যাতে কহিয়াছেন জে মনোময় আত্মার উপাসনা

করিবেক পুনরায় সেই বিদ্যাতে কহিয়াছেন জে এই মনোময় পুরুষ উপাস্য হয়েন অতএব পুনর্ব্বার কথনের দ্বারা দুই উপাসনা প্রতীতি হয় এমত নহে।। **সমান এবঞ্চা [১১১] ভেদাৎ**।।২০।। সমানে অর্থাৎ এক শাখাতে বিদ্যা ঐক্য পূর্ব্ববৎ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক জেহেতু মনোময় ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা অভেদ জ্ঞান হয়। পুনর্ব্বার কথন কেবল দৃঢ় করিবার নিমিত্ত হয়।।২০।। প্রথম সূত্রে আশঙ্কা করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন। **সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি** ।।২১।। অন্যত্র অর্থাৎ সূর্য্যবিদ্যা আর চাক্ষুষ পুরুষ-বিদ্যা পূর্ব্ববৎ ঐক্য হউক আর পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হউক জেহেতু অহর অর্থাৎ সূর্য্য আর অহং অর্থাৎ চাক্ষুষ পুরুষ এই দুইয়ের উপনিষৎস্বরূপ এক বিদ্যার সম্বন্ধ আছে এমত বেদে কহিতেছেন ।।২১।। **ন বাবিশেষাৎ** ।।২২।। সূর্য্য আর চাক্ষুষ পুরুষের বিদ্যার ঐক্য এবং পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইবেক নাই জেহেতু উভয়ের স্থানের ভেদ আছে তাহার কারণ এই অহর নাম পুরুষের স্থান সূর্য্যমণ্ডল আর অহং নাম পুরুষের স্থান চক্ষু হয়।।২২।। **দর্শয়তি চ** ।।২৩।।ছান্দোগ্যে কহিতেছেন জে সূর্য্যের রূপ হয় সেই চাক্ষুষ পুরুষের রূপ হয় অতএব এই সাদৃশ্যকথন উভয়ের ভেদকে দেখায় জেহেতু ভেদ না হইলে সাদৃশ্য হইতে পারে নাই ।।২৩।।**সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ** ।।২৪।।বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি হইয়া এই সকল ব্রহ্মবীর্য্য ব্রহ্ম হইতে পুষ্ট [১১২] হইতেছেন আর ব্রহ্ম আকাশেতে ব্যাপ্ত হয়েন এই সংভৃতি আর দ্যুব্যাপ্তি শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে সংগ্রহ হইতে পারিবেক নাই জেহেতু শাণ্ডিল্য-বিদ্যাতে হৃদয়কে স্থান কহিয়াছেন আর এ বিদ্যাতে আকাশকে স্থান কহিলেন অতএব স্থান-ভেদের দ্বারা বিদ্যার ভেদ হয়।।২৪।। পৈঙ্গিরা কহেন জে পুরুষ রূপ যজ্ঞ তাহার আয়ু তিন কাল হয়। তৈত্তিরীয়েতে কহেন জে বিদ্বান্ পুরুষ যজ্ঞস্বরূপ হয় আত্মা যজমান এবং তাহার শ্রদ্ধা তাহার পত্নী আর তাহার শরীর যজ্ঞকাষ্ঠ হয় এই দুই শ্রুতিতে মরণ গুণের সাম্যের দ্বারা অভেদ হউক এমত নহে।। **পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ**।।২৫।। পৈঙ্গিপুরুষবিদ্যাতে জেমন গুণান্তরের কথন আছে সেইরূপ তৈত্তিরীয়েতে গুণান্তরের কথন নাই অতএব দুই শ্রুতিতে ভেদ স্বীকার করিতে হইবেক। এই গুণের সাম্যের দ্বারা দুই বস্তুতে অভেদ হইতে পারে নাই।।২৫।। ব্রহ্মবিদ্যার সন্নিধানেতে বেদে কহিয়াছেন জে শত্রুর সর্ব্বাঙ্গ ছেদন করিবেক অতএব এ মারণ শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যার একাংশ হয় এমত নহে।। **বেধাদ্যর্থভেদাৎ** ।।২৬।। শত্রুর অঙ্গ ছেদন করিবেক এই হিংসাত্মক শ্রুতি উপনিষদের অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রুতির ভিন্ন অর্থকে কহে অতএব এইরূপ মারণ শ্রুতি আত্মবিদ্যার একাংশ [১১৩] না হয় ।।২৬।। যদি কহ বেদে কহিতেছেন জে জ্ঞানবান্ সে পুণ্য আর পাপকে ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ নিরঞ্জন হয় আর সেই স্থলেতে কহেন জে সাধু সকল সাধু কর্ম্ম করেন আর দুষ্টেরা পাপ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়েন অতএব এই পরশ্রুতি পূর্ব্বশ্রুতির একদেশ নয় এবং ইহার সংগ্রহ পূর্ব্বের শ্রুতির সহিত হইবেক নাই জেহেতু পুণ্য পাপ উভয়রহিত জে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তাহার সাধু কর্ম্মের অপেক্ষা আর থাকে নাই তাহার উত্তর এই।। **হানৌ তূপাদানশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগান-বত্তদুক্তং**।।২৭।। হানিতে অর্থাৎ পুণ্য পাপ ত্যাগেতেও সাধু কর্ম্মের বিধির সংগ্রহ হইবেক জেহেতু পরশ্রুতির পূর্ব্বশ্রুতির একদেশ হয় জেমন কুশকে এক শ্রুতিতে বৃক্ষসম্বন্ধীয় কহিয়াছেন অন্য শ্রুতিতে উদুম্বরসম্বন্ধীয় কহিয়াছেন অতএব পরশ্রুতির অর্থ পূর্ব্বশ্রুতিতে সংগ্রহ হইয়া তাৎপর্য্য এই হইবেক জে উদুম্বরবৃক্ষের কুশের দ্বারা যজ্ঞ করিবেক সামান্য বৃক্ষ তাৎপর্য্য না হয় আর জেমন ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক এক স্থানে বেদে কহেন অন্যত্র কহেন দেবছন্দের দ্বারা স্তব করিবেক অতএব দেবছন্দের সংগ্রহ পূর্ব্বশ্রুতিতে হইয়া তাৎপর্য্য এই হইবেক জে অসুরছন্দো আর দেবছন্দো ইহার মধ্যে দেবছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক অসুরছন্দে করিবেক না [১১৪] আর জেমন বেদে এক স্থানে কহেন জে পাত্র গ্রহণের অঙ্গ স্তোত্র পড়িবেক ইহাতে কালের নিয়ম নাই পরশ্রুতিতে কহিয়াছেন সূর্য্যোদয়ে

পাত্রবিশেষের স্তোত্র পড়িবেক এই পরশ্রুতির কালনিয়ম পূর্ব্বশ্রুতিতে সংগ্রহ করিতে হইবেক আর জেমন বেদে এক স্থানে কহিয়াছেন জে যাজক বেদগান করিবেক পরে কহিয়াছেন যজুর্ব্বেদিরা গান করিবেক নাই অতএব পরশ্রুতির অর্থ পূর্ব্বশ্রুতিতে সংগ্রহ হইবেক জে যজুর্ব্বেদি ভিন্ন যাজকেরা গান করিবেক জৈমিনিও এইরূপ বাক্যশেষ গ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন। জৈমিনিসূত্র। অপি তু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যায্যত্বাৎ বিকল্পস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ।। বেদে কহিযাছেন আশ্রাবয়। অস্তু শ্রৌষট্।। যজয়ে যজামহে।। বষট্। এই পাঁচ সকল যজ্ঞে আবশ্যক হয আর অন্যত্র বেদে কহিয়াছেন জে অনূযাজেতে আশ্রাবয় ইত্যাদি পাঠ করিবেক নাই অতএব পরশ্রুতি পূর্ব্বশ্রুতির একদেশ হয় অর্থাৎ পূর্ব্বশ্রুতির অর্থ পরশ্রুতির অপেক্ষা করে এইমতে দুই শ্রুতির অর্থ এই হইবেক জে অনূযাজ ভিন্ন সকল যাগেতে আশ্রবয় ইত্যাদি পঞ্চ বিধি আবশ্যক হইবেক যদি পূর্ব্বশ্রুতি পরশ্রুতির অপেক্ষা না করে তবে বিকল্পদোষের প্রসঙ্গ অনূযাজ যজ্ঞে হইবেক অর্থাৎ পূর্ব্বশ্রুতির বিধির দ্বারা আশ্রাবয় আদি [১১৫] পঞ্চ বিধি জেমন সকল যাগে আবশ্যক হয় সেইরূপ অনূযাজেতেও আবশ্যক স্বীকার করিতে হইবেক এবং পরশ্রুতির নিষেধ শ্রবণের দ্বারা আশ্রাবয়াদি পঞ্চ বিধি অনূযাজেতে কর্ত্তব্য নহে। এমত বিকল্প স্বীকার করা ন্যায়যুক্ত হয নাই অতএব তাৎপর্য্য এই হইল জে এক শ্রুতির একদেশ অপর শ্রুতি হয।।২৭।। পর্য্যঙ্কবিদ্যাতে কহিতেছেন জে বিরজা নদীকে মনের দ্বারা পার হইলে সুকৃত দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হয় অতএব বিরজা পার হইলে পর কর্ম্মের ক্ষয় হয এমত নহে।। **সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ।।২৮।।** বিদ্যা কালে তরণের হেতু জে কর্ম্মক্ষয় তাহা জ্ঞানীর হয় কিন্তু সেই কর্ম্মক্ষযকে এই শ্রুতিতে তরণের সম্পরায়ে অর্থাৎ তরণের উত্তরে কহিযাছেন জেহেতু কর্ম্ম থাকিলে পর দেবযানে প্রবেশ হইতে পারে না এই হেতু তাহার তরণের কর্ম্ম থাকিতে অসম্ভব হয পর এইরূপ তাণ্ডি আদি কহিযাছেন জে অশ্বের ন্যায লোম অর্থাৎ পাপ পুণ্যকে কাঁপাইয়া পশ্চাৎ তরণ করেন।।২৮।। যদি কহ জ্ঞান হইলে পরেও লোক-শিক্ষার্থ কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম পুনরায় জ্ঞানীর বন্ধনের কারণ হইবেক তবে মুক্তির সম্ভাবনা থাকিল নাই ইহার উত্তর এই।। **ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ।।২৯।।** জ্ঞান হইলে ছন্দত অর্থাৎ ইচ্ছাধীন জে [১১৬] কর্ম্ম করিবেক তাহা বন্ধনের নিমিত্ত হইবেক না জেহেতু জ্ঞানের পর বন্ধন প্রতিবন্ধনের সম্ভাবনা থাকে নাই।।২৯।। সকল জ্ঞানীর তরণপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এমত নহে।। **গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থা অন্যথা হি বিরোধঃ।।৩০।।** দেবযান গতির বিকল্পে যথার্থতা হয অর্থাৎ কেহ দেবযান হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় কেহ এই শরীরে ব্রহ্মকে পায় জেহেতু দেবযান গতির বিকল্প অঙ্গীকার না করিলে অন্য শ্রুতিতে বিরোধ হয় সে এই শ্রুতি জে এই দেহেই জ্ঞানী অদ্বৈত নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মকে পায ।।৩০।। **উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ।।৩১ ।।** ঐ দেবযান গতি আর তাহার অভাবরূপার্থ শ্রুতিতে উপলব্ধি আছে এই হেতু সগুণ নির্গুণ উপাসকের ক্রমেতে দেবযান এবং তাহার অভাব নিষ্পন্ন হয অর্থাৎ স্বরূপলক্ষণে জে ব্রহ্ম উপাসনা করে তাহার দেবযানগতি নাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় তটস্থ লক্ষণে বিরাট্ ভাবে কিম্বা হৃদযাকাশে জে উপাসনা করে তাহার দেবযানগতি হয়। জেমন লোকেতে এক জন গঙ্গা হইতে দূরস্থ অথচ গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা করিলেক তাহার গতি বিনা গঙ্গাস্নান সিদ্ধি হইবেক না আর এক জন গঙ্গাতে আছে এবং গঙ্গাস্নান ইচ্ছা করিলেক গতি বিনা তাহার স্নান সিদ্ধ হয ।।৩১ ।। অর্চ্চিরাদিমার্গ [১১৭] জে২ বিদ্যাতে কহিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য বিদ্যাতে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে।। **অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাং ।।৩২।।** সমুদায় সগুণ বিদ্যার দেবযানের নিয়ম নাই অর্থাৎ বিশেষ বিদ্যার বিশেষ মার্গ এমত কথন নাই অতএব নিয়ম অভাবে কোন বিরোধ হইতে পারে নাই জেহেতু বেদে কহিয়াছেন জে ব্রহ্মকে যথার্থরূপে জানে আর উপাসনা করে সে অর্চ্চির্যানকে প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপ স্মৃতিতেও কহিয়াছেন ।।৩২ ।। বশিষ্ঠাদি জ্ঞানীর ন্যায় সকল জ্ঞানীর জন্মের সম্ভাবনা আছে এমত নহে।।

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাং ।।৩৩।। দীর্ঘপ্রারব্ধকে অধিকার কহেন সেই দীর্ঘ-প্রারব্ধে যাহাদের স্থিতি হয় তাহারদিগে আধিকারিক কহি ঐ আধিকারিকদের যাবৎ দীর্ঘ-প্রারব্ধের বিনাশ না হয় তাবৎ সংসারে জন্মাদি হয় প্রারব্ধের বিনাশ হইলে জ্ঞানীদের জন্ম মৃত্যু ইচ্ছামতে হয় ।।৩৩।। কঠবল্লীতে ব্রহ্মকে অস্পর্শ অশব্দ কহিয়াছেন অন্য শাখাতে ব্রহ্মকে অস্থূল কহিয়াছেন এই অস্থূল বিশেষণ কঠবল্লীতে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে।। **অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তং** ।।৩৪।। অক্ষরধিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম[১১৮] প্রতিপাদ্য শ্রুতিসকলের শাখান্তর হইতে অন্য শাখাতে অববোধঃ অর্থাৎ সংগ্রহ করিতে হইবেক জেহেতু সে সকল শ্রুতির সমান অর্থ এবং ব্রহ্মের জ্ঞাপকতা হয়। উপসদ শব্দ যামদগ্ন্যের হবির্বিশেষকে কহে সেই হবির প্রদানের মন্ত্রকে ঔপসদ কহি সেই সকল মন্ত্রকে শাখান্তর হইতে জেমন যজুর্ব্বেদে সংগ্রহ করা জায়। জৈমিনিও এইরূপ সংগ্রহ স্বীকার করিযাছেন জৈমিনিসূত্র। গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ।। জেখানে গৌণ ও মুখ্য শ্রুতির বিরোধ হইবেক সেই স্থানে মুখ্যের সহিত বেদের সম্বন্ধ মানিতে হয় জেহেতু মুখ্য সর্ব্বথা প্রধান হয় জেমন বেদে কহেন যজুর্ব্বেদের বারবতীয় গান করিবেক কিন্তু যজুর্ব্বেদে দীর্ঘ স্বরের অভাব নিমিত্ত এই শ্রুতি গৌণ হয় বেদে অগ্নির স্থাপন করিবেক আর অগ্নির স্থাপনে গান আবশ্যক আর ঐ গানে দীর্ঘ স্বরের আবশ্যকতা অতএব পরশ্রুতি মুখ্য হয় এই নিমিত্ত সামবেদীয় বারবতীয় অগ্নিস্থাপনে গান করিবেক ।।৩৪।। দ্বা সুপর্ণা এই প্রকরণের শ্রুতিতে কহিযাছেন জে দুই পক্ষীর মধ্যে এক ভোগ করেন পুনরায় কহিয়াছেন জে দুই পক্ষী এক বিষয়ফল ভোগ করেন অতএব দুই পক্ষীর ভোগ এবং ভেদ বুঝা জায় এমত নহে।। **ইয়দামননাৎ** ।।৩৫।। উভয় শ্রুতিতে[১১৯] ইয়ত্তাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত জীবের পরমাত্মার সহিত অভেদ আমনন অর্থাৎ কথন হয় পরমাত্মাকে ভোক্তা করিযা কথন কেবল জীবের সহিত অভেদ জানাইবার নিমিত্ত হয় অন্যথা বস্তুত এক পক্ষী অর্থাৎ সোপাধি জীব বিষয়ভোক্তা হয়েন দ্বিতীয় পক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা সাক্ষী মাত্র ।।৩৫।। দ্বিতীয় সূত্রের ইতি চেৎ পর্য্যন্ত সন্দেহ করিয়া উপদেশান্তরবৎ এই বাক্যে সমাধান করিতেছেন।। **অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ** ।।৩৬।। যদি কহ জীব আর পরমাত্মার মধ্যে অন্তরা অর্থাৎ ভেদ আছে জেহেতু নানা স্থানে ভেদ করিযা বেদে কহিয়াছেন জেমন পঞ্চ ভূতজন্য দেহসকল পৃথক্২ উপলব্ধি হয় ।।৩৬।। **অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ** ।।৩৭।। অন্যথা অর্থাৎ আত্মা আর জীবের ভেদ অঙ্গীকার না করিলে বেদে ভেদ কথনের বৈফল্য হয তাহার উত্তর এই জে জীব আর পরমাত্মাতে ভেদ আছে এমত নহে জেহেতু তত্ত্বমসি ইত্যাদি উপদেশের ন্যায় ভেদকথন কেবল আদর নিমিত্ত হয তাহার কারণ এই ভেদ কহিয়া অভেদ কহিলে অধিক আদর জন্মে ।।৩৭।। জেখানে কহেন জে পরমাত্মা সেই আমি জে আমি সেই পরমাত্মা এইরূপ ব্যতীহারে অর্থাৎ বিপর্য্যয় করিয়া কহিবার প্রযোজন নাই জেহেতু জীবকে [১২০] পরমাত্মার সহিত অভেদ জানিলে পরমাত্মাকেও সুতরাং জীবের সহিত অভেদ জানিতে হয় অতএব ঐ ব্যতীহার বাক্যের তাৎপর্য্য কেবল ঈশ্বর আর জীবের অভেদ চিন্তন হয। এমত নহে।। **ব্যতীহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ** ।।৩৮।। এই স্থানে ঈশ্বরের অপর বিশেষণের ন্যায় ব্যতীহারকেও অঙ্গীকার করিতে হইবেক জেহেতু জাবালেরা এইরূপ ব্যতীহারকে বিশেষরূপে কহিয়াছেন জে হে ঈশ্বর তুমি আমি আমি তুমি। জে আমি সেই ঈশ্বর এ বাক্যের ফল এই জে আমি সংসার হইতে নিবর্ত্ত আর জে ঈশ্বর সেই আমি ইহার প্রয়োজন এই জে ঈশ্বর আমার পরোক্ষ না হয়েন অতএব ব্যতীহার অপ্রয়োজন নহে ।।৩৮।। বৃহদারণ্যে পূর্ব্বোক্ত সত্যবিদ্যা হইতে পরোক্ত সত্যবিদ্যা ভিন্ন হয এমত নহে।। **সৈব হি সত্যাদয়ঃ** ।।৩৯।। জে পূর্ব্বোক্ত সেই পরোক্ত সত্যবিদ্যাদি হয জেহেতু দুই বিদ্যাতে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অভেদ হইতেছে ।।৩৯।। ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে উপাস্য করিয়া আর বৃহদারণ্যে তাঁহাকে জ্ঞেয় করিয়া

কহিযাছেন অতএব উভয় উপনিষদেতে উক্ত বিশেষণ সকল পরস্পর সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে।। **কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ** ।।৪০।। ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে সত্যকামাদিরূপে জাহা কহিযাছেন [১২১] তাহার বৃহদারণ্যে সংগ্রহ করিতে হইবেক আর বৃহদারণ্যে জে ব্রহ্মকে সকলবশকর্ত্তা আর সকলের ঈশ্বর কহিয়াছেন তাহা ছান্দোগ্যে সংগ্রহ করিতে হয় জেহেতু ঐ দুই উপনিষদে ব্রহ্মের স্থান হৃদযে হয় আর ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন একই ব্রহ্ম সেতু হযেন এমত কথন আছে যদি কহ ছান্দোগ্যে কহিযাছেন জে হৃদয়াকাশে ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন আর বৃহদারণ্যে কহিযাছেন ব্রহ্ম আকাশে জ্ঞেয হয়েন অতএব সগুণ করিয়া এক শ্রুতিতে কহিযাছেন দ্বিতীয় শ্রুতিতে নিগুর্ণরূপে বর্ণন করেণ এই ভেদের নিমিত্ত পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইবেক না তাহার উত্তর এই ভেদকথন কেবল ব্রহ্মের স্তুতিনিমিত্ত বস্তুত ভেদ নাই ।।৪০।। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উপাসনার প্রয়োজন নাই অতএব উপাসনার লোপাপত্তি হউক এমত নহে।। **আদরাদলোপঃ** ।।৪১।। মুক্ত ব্যক্তির যদ্যপিও উপাসনার প্রয়োজন নাই তত্রাপি স্বভাবের দ্বারা আদরপূর্ব্বক উপাসনা করেণ এই হেতু উপাসনার লোপ হয নাই ।।৪১।। উপাসনা পূজাকে কহে সে পূজা দ্রব্যের অপেক্ষা রাখে এমত নহে।। **উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ** ।।৪২।। দ্রব্যের উপস্থিতে দ্রব্য দিযা উপাসনা করিবেক জেহেতু কহিয়াছেন জে ভোজনের নিমিত্ত জাহা উপস্থিত হয় তাহাতেই [১২২] হোম করিবেক দ্রব্য উপস্থিত না থাকিলে দ্রব্যের প্রযাস করিবেক নাই ।।৪২।। বেদে কহিয়াছেন বিদ্বান্ ব্যক্তি অগ্নি স্থাপন করিবেক অতএব কর্ম্মের অঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা হয এমত নহে।। **তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলং** ।।৪৩।। বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গ হইবার নিশ্চযের নিযম নাই জেহেতু বেদেতে কর্ম্ম হইতে বিদ্যার পৃথক্ উৎকৃষ্ট ফল কহিযাছেন আর বেদেতে দৃষ্ট হইতেছে জে ব্রহ্মজ্ঞানী আর জে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী নয উভয়ে কর্ম্ম করিবেক এখানে ব্রহ্মবিদ্যা বিনা কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা নাই যদি ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হইত তবে বিদ্যা বিনা কর্ম্মের সম্ভাবনা হইত নাই ।।৪৩।। সংবর্গবিদ্যাতে বাযুকে অগ্নি আদি হইতে শ্রেষ্ঠ কহিযাছেন আর প্রাণকে বাক্যাদি ইন্দ্রিয হইতে উত্তম করিয়া বর্ণন করিয়াছেন অতএব বাযু আর প্রাণের অভেদ হউক এমত নহে।। **প্রদানবদেব তদুক্তং** ।।৪৪।। এক স্থানে বেদে কহেন ইন্দ্ররাজাকে একাদশ পাত্রের সংস্কৃত পুরোড়াশ অর্থাৎ পিষ্টক দিবেক অন্যত্র কহেন ইন্দ্রকে তিন পাত্রে পুরোডাশ দিবেক এই দুই স্থলে যদ্যপিও পুরোড়াশ প্রদানে ইন্দ্র দেবতা হযেন তত্রাপি প্রযোগের ভেদ দৃষ্টিতে দেবতার ভেদ আর দেবতার ভেদে আহুতি প্রদানের ভেদ জেমন স্বীকার করা জায সেইরূপ বাযু আর প্রাণের [১২৩] গুণের ভেদ দ্বারা প্রযোগভেদ মানিতে হইবেক জৈমিনিও এইমত কহেন জৈমিনিসূত্র।। নানাদেবতা পৃথগ্‌জ্ঞানাৎ।। যদ্যপি বস্তুত দেবতা এক তথাপি প্রযোগভেদের দ্বারা পৃথক্২ জ্ঞান করিতে হয ।।৪৪।। বেদেতে মনকে অধিকার করিযা কহিতেছেন জে ছত্রীশ হাজার দিন মনুষ্যের আযুর পরিমাণ এই ছত্রীশ হাজার দিনেতে মনের বৃত্তিরূপ অগ্নিকে মন দেখেন এ শ্রুতি কর্ম্মপ্রকরণেতে দেখিতেছি অতএব এই সংকল্পরূপ অগ্নি কর্ম্মের অঙ্গ হয। এমত নহে।। **লিঙ্গভূযস্ত্বাত্তদ্ধি বলীযস্তদপি** ।।৪৫।। বেদে ঐ প্রকরণে কহিযাছেন জে যাবৎ লোকে মনের দ্বারা জাহা কিছু সংকল্প করে সেই সংকল্পরূপ অগ্নিকে পশ্চাৎ সাধন করে আর কহিয়াছেন সর্ব্বদা সকল লোকে সেই মনের সঙ্কল্পরূপ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয় করে এই সকল শ্রুতিতে কর্ম্মাঙ্গ ভিন্ন জে সংকল্পরূপ অগ্নি তাহার বিষযে লিঙ্গবাহুল্য আছে অর্থাৎ সর্ব্বলোকের সর্ব্বকালে জাহা তাহা করা কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে নাই। জেহেতু প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা আছে অতএব লিঙ্গবল প্রকরণ বলের বাধক হয এইরূপ প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা জৈমিনিও কহিযাছেন। জৈমিনিসূত্র। শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবাযে পারদৌর্ব্বল্য[১২৪]মর্থবিপ্রকর্ষাৎ।। শ্রুত্যাদির মধ্যে অনেকের জেখানে সংযোগ হয সেখানে পূর্ব্ব২ বলবান্ পর২ দুর্ব্বল জেহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্বের অপেক্ষা করিয়া উত্তর২ বিলম্বে অর্থকে বোধ করায় ।।৪৫।। পরের দুই সূত্রে সন্দেহ

করিতেছেন।। **পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ** ।।৪৬।। বেদে কহেন ইষ্টিকা অর্থাৎ মন্ত্রবিশেষের দ্বারা অগ্নির আহরণ করিবেক এই প্রকরণ নিমিত্ত মনোবৃত্তিরূপ ক্রিয়াগ্নি পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞিক অগ্নির বিকল্পেতে অঙ্গ হয় জেমন দ্বাদশাহ যজ্ঞের দশম দিবসে সকল কার্য্য মানসে করিবেক বিধি আছে এই বিধিপ্রযুক্ত মানস কার্য্য দ্বাদশাহ যজ্ঞের অঙ্গ হয় সেইরূপ এখানেও মনোবৃত্তি অগ্নি যজ্ঞের অঙ্গ হইতে পাবে পূর্ব্বোক্ত জে লিঙ্গের বলবত্তা কহিয়াছ সে এই স্থলে অর্থবাদমাত্র বস্তুত লিঙ্গ নহে ।।৪৬।। **অতিদেশাচ্চ** ।।৪৭।। বেদে কহেন জেমন যজ্ঞাগ্নি সেইরূপ মনোবৃত্তি অগ্নি হয এই অতিদেশ অর্থাৎ সাদৃশ্যকথনের দ্বাবা মনোবৃত্তি অগ্নি কর্ম্মের অঙ্গ হয় ।।৪৭।। পবসূত্র দ্বারা সমাধান করিতেছেন।। **বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ** ।।৪৮।। মনের বৃত্তিরূপ অগ্নিসকল কর্ম্মাঙ্গ না হইযা পৃথক্ বিদ্যা হয় জেহেতু বেদে পৃথক্ বিদ্যা করিয়া নির্দ্ধারণ করিযাছেন ।।৪৮।। **দর্শনাচ্চ** ।।৪৯।। মনোবৃত্তি অগ্নি [১২৫] স্বতন্ত্র হয় এমত বোধক শব্দ বেদে দেখিতেছি ।।৪৯।। **শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ** ।।৫০।। সাক্ষাৎ শ্রুতিতে কহিয়াছেন জে মনোবৃত্তি রূপ কেবল স্বতন্ত্র বিদ্যা হয আব পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গবাহুল্য আছে এবং বাক্য অর্থাৎ বেদে কহিযাছেন জে মনোবৃত্তি অগ্নি জ্ঞানী হইতে সম্পন্ন হয়েন এই তিনেব বলবত্তা দ্বাবা মনোবৃত্তি অগ্নি পৃথক্ বিদ্যা কবিযা নিষ্পন্ন হইল এই পৃথক্ বিদ্যা হওয়ার বাধক কেবল প্রকবণবল হইতে পাবিবেক নাই ।।৫০।। **অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তং** ।।৫১।। মনোবৃত্তি অগ্নিকে কর্ম্মাঙ্গ অগ্নি হইতে পৃথক্‌রূপে বেদেতে অনুবন্ধ অর্থাৎ কথন আছে আব যজ্ঞাগ্নি এবং মনোবৃত্তি অগ্নি উভযেব সাদৃশ্য বেদে দিযাছেন অতএব মনেব বৃত্তিস্বরূপ অগ্নি যজ্ঞ হইতে স্বতন্ত্র হয় ইহার স্বতন্ত্র হওয়া স্বীকাব না কবিলে বেদেব অনুবন্ধ এবং সাদৃশ্যকথন বৃথা হইযা জায। প্রজ্ঞান্তর অর্থাৎ শাণ্ডিল্যবিদ্যা জেমন অন্য বিদ্যা হইতে পৃথক্ হয সেইরূপ এখানে পার্থক্য মানিতে হইবেক। আব এক প্রকবণে দুই বস্তু কথিত হইযাও কোন স্থানে এক বস্তুব বিশেষ কারণেব দ্বাবা উৎকর্ষতা হয় জেমন বাজসূত্র যজ্ঞ আব আগ্নেযেষ্টি যজ্ঞ যদ্যপিও এক [১২৬] প্রকবণে কথিত হইযাছেন তত্রাপি আগ্নেযেষ্টি ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিমিত্ত বাজসূয় হইতে উৎকৃষ্ট হয। তবে দ্বাদশাহ যজ্ঞেব দশম দিবসীয মানস ক্রিযা জেমন যজ্ঞের অঙ্গ হয সেই সাম্যেব দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি কর্ম্মাঙ্গ হয এমত আশঙ্কা জাহা কবিযাছ তাহার উত্তর শ্রুত্যাদিবলীযস্ত্বাদ সূত্রে কওয়া গিযাছে অর্থাৎ শ্রুতি এবং লিঙ্গ এবং বাক্য এ তিনের প্রমাণেব দ্বাবা মনোবৃত্তি অগ্নি স্বতন্ত্র হয কর্ম্মাঙ্গ না হয ।।৫১।। অদৃঢ উপাসনাব দ্বারা মুক্তি হয কি না এই সন্দেহেতে পরসূত্র কহিযাছেন।। **ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ** ।।৫২।। সামান্য উপাসনা কবিলে মুক্তি হয নাই জেহেতু সেই উপাসনা হইতে জ্ঞান কিম্বা ব্রহ্মলোক দুযেব এক প্রাপ্তি হয না এইরূপ শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে জেমন মৃদু আঘাতে মর্ম্মভেদ হয না অতএব মৃত্যুও হয না কিন্তু দৃঢ আঘাত হইতে মর্ম্মভেদ হইযা মৃত্যু হয সেই[রূপ] দৃঢ উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মিযা মুক্তি হয ।।৫২।। সকল উপাসনা তুল্য এমত নহে।। **পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূযস্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ** ।।৫৩।। পবমেশ্বব এবং তাহার জনেব সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতিঃ আব তাদ্বিধ্যঃ অর্থাৎ প্রীতানুকূল ব্যাপাব এই দুই পবম মুখ্য উপাসনা হয জেহেতু শ্রুতি এবং [১২৭] স্মৃতিও এইরূপ উপাসনাকে অনেক স্থানে কহিযাছেন ।।৫৩।। বেদে কহিতেছেন আত্মাব উপকাব নিমিত্ত অপব বস্তু প্রিয হয অতএব আত্মা হইতে অধিক প্রিয কেহ নয তবে ঈশ্বরেতে আত্মা হইতে অধিক প্রীতি কিরূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই।। **এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ** ।।৫৪।। আত্মা হইতে অর্থাৎ জীব হইতেও ঈশ্বর মুখ্য প্রিয অতএব অতিস্নেহ দ্বাবা তিহোঁ উপাস্য হযেন জেহেতু সর্ব্বাবস্থাতে ঈশ্বর সমুদায় ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্ত করিযা পবম উপকারীরূপে শরীরে অবস্থিতি করেন ।।৫৪।। জীব হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন নহেন অর্থাৎ জীব ঈশ্বর

হয়েন জেহেতু জীব ব্যতিরেক অপর ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ হয় নাই এমত কহিতে পারিবে নাই।। **ব্যতিরেকস্তু তদ্ভাবভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ।।৫৫।।** পরমেশ্বরে আর জীবে ভেদ আছে জেহেতু জীবেব সত্তাব দ্বাবা পবমেশ্বরের সত্তা না হয় বরঞ্চ পরমেশ্বরের সত্তাতে জীবের সত্তা হয় আর ঈশ্বর অপর বস্তুর ন্যায় ইন্দ্রিযগ্রাহ্য না হযেন কিন্তু কেবল উত্তম জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন ।।৫৫।। কোন শাখাতে উদ্‌গীথেব অবয়ব ওঁকারে প্রাণের উপাসনা কহিয়াছেন আর কোন শাখাতে উক্‌থতে পৃথিবীর উপাসনা কহেন এইরূপ উপাসনা সেই২ শাখাতে [১২৮] হইবেক অন্য শাখাতে হইবেক নাই এমত নহে।। **অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদং ।।৫৬।।** অঙ্গাববদ্ধ অর্থাৎ অঙ্গাশ্রিত উপাসনা প্রতি বেদের শাখাবিশেষে কেবল হইবেক না বরঞ্চ এক শাখাব উপাসনা অপব শাখাতে সংগ্রহ হইবেক জেহেতু উদ্‌গীথাদি শ্রুতির শাখাবিশেষের দ্বারা বিশেষ না হয ।।৫৬।। **মন্ত্রাদিবদ্বাবিরোধঃ ।।৫৭।।** জেমন পাষাণ খণ্ডনের মন্ত্র আব প্রযাজাদের মন্ত্রের শাখান্তবে গ্রহণ হয় সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত উক্‌থাদি শ্রুতির শাখান্তরে লইলে বিরোধ না হয ।।৫৭।। সত্তার এবং চৈতন্যেব ভেদ কোন ব্যক্তিতে নাই অতএব সকল উপাসনা তুল্য হউক এমত নহে।। **ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি ।।৫৮।।** সকল গুণের প্রকাশেব কর্ত্তা জে পরমেশ্বর তাঁহাব উপাসনা শ্রেষ্ঠ হয জেমন সকল কর্ম্মের মধ্যে যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ মানা জায এইরূপ বেদে দেখাইতেছেন ।।৫৮।। তবে নানাপ্রকার উপাসনা কেন তাহাব উত্তব এই।। **নানা শব্দাদিভেদাৎ ।।৫৯।।** পৃথক্‌২ অধিকাবীরা পৃথক্ উপাসনা কবে জেহেতু শাস্ত্র নানাপ্রকাব আব আচার্য্য নানাপ্রকার হয় ।।৫৯।। নানা উপাসনা এককালে এক জন কবুক এমত নহে।। **বিকল্পো বিশিষ্টফলত্বাৎ ।।৬০।।** উপাসনার বিকল্প হয অর্থাৎ এক উপাসনা [১২৯] করিবেক জেহেতু পৃথক্‌২ উপাসনার পৃথক্‌২ বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ আছে ।।৬০।। **কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ।।৬১।।** কাম্যোপাসনা এককালে অনেক করে কিম্বা না করে তাহার বিশেষ কথন নাই জেহেতু কাম্য উপাসনাব বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ অকাম্য উপাসনার ন্যায় দেখা জায না ।।৬১।। **অঙ্গেষু যথাশ্রয়ং ভাবঃ ।।৬২।।** সূর্য্যাদি যাবৎ বিরাট্ পুরুষের অঙ্গ হয়েন তাহাতে অঙ্গেব উদ্দেশ বিনা স্বতন্ত্ররূপে সূর্য্যাদেব উপাসনা করিবেক না ।।৬২।। **শিষ্টেশ্চ ।।৬৩।।** শ্রুতিশাসনের দ্বারা সূর্য্যাদি যাবৎ দেবতাকে বিরাট্ পুরুষের চক্ষুরাদিরূপে জানিয়া উপাসনা করিবেক পৃথক্‌রূপে করিবেক নাই ।।৬৩।। **সমাহারাৎ ।।৬৪।।** সমুদায় সূর্য্যাদি অঙ্গ উপাসনা করিলে অঙ্গী জে বিরাট্ পুরুষ তাঁহাব উপাসনা হয় ।।৬৪।। **গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ।।৬৫।।** গুণ অর্থাৎ অঙ্গোপাসনার সর্ব্বত্র বেদে সাধাবণে শ্রবণ হইতেছে অতএব সমুদায় অঙ্গের উপাসনাতে অঙ্গীব উপাসনা সিদ্ধ হয ।।৬৫।। **ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ।।৬৬।।** বেদে কহিয়াছেন জে ব্রহ্মেব সহিত সূর্য্যাদেব সত্তা থাকে নাই অতএব সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা করিবেক কিম্বা না করিবেক উভযের বিকল্প প্রাপ্ত হয় ।।৬৬।। **দর্শনাচ্চ ।।** [১৩০] **৬৭।।** বেদে কহিযাছেন জে এক ব্রহ্ম বিনা অপরেব উপাসনা করিবেক না অতএব এই দৃষ্টিতে অঙ্গোপাসনা করিবেক না ।।৬৭।।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ।।০।।

ওঁ তৎ সৎ।। আত্মবিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হয়েন অতএব আত্মবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র ফলপ্রাপ্তি না হয় এমত নহে।। **পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ।।১।।** আত্মবিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বেদে কহিয়াছেন ব্যাসের এই মত ।।১।। **শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ।।২।।** প্রযাজাদি যজ্ঞের স্তুতিতে লিখিয়াছেন জে যাজক অপাপ হয়

ই অর্থবাদ মাত্র সেইরূপ আত্মজ্ঞানীর পুরুষার্থপ্রাপ্তি হয় এই শ্রুতিতেও অর্থবাদ জানিবে অতএব কেবল জ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ না হয় জেহেতু জ্ঞান সর্ব্বদা কর্ম্মের শেষ হয় স্বতন্ত্র ফল দেন নাই জৈমিনির এই মত ।।২।। **আচারদর্শনাৎ** ।।৩।। বেদে কহিয়াছেন জে জনক বহু দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন অতএব জ্ঞানীদের কর্ম্মাচার দেখিয়া উপলব্ধি হইতেছে জে আত্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ হয় ।।৩।। **তৎশ্রুতেঃ** ।।৪।। বেদে কহিয়াছেন জে কর্ম্মকে আত্ম-বিদ্যার দ্বারা করিবেক সে অন্য কর্ম্ম হইতে উত্তম হইবেক অতএব আত্মবিদ্যা কর্ম্মের শেষ এমত শ্রবণ হইতেছে ।।৪।। **সমন্বারম্ভণাৎ** ।।৫।। [১৩১] বেদে কহিয়াছেন জে কর্ম্ম আর আত্মবিদ্যা পরলোকে পুরুষের সমন্বারম্ভণ করে অর্থাৎ সঙ্গে জায় অতএব আত্মবিদ্যা পৃথক্ ফল না হয় ।।৫।। **তদ্বতো বিধানাৎ** ।।৬।। বেদাধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্ম বিধান হয় এমত বেদে কহিয়াছেন অতএব আত্মবিদ্যা স্বতন্ত্র নয় ।।৬।। **নিয়মাচ্চ** ।।৭।। বেদে শত বর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্যের নিয়ম করিয়াছেন অতএব আত্মবিদ্যা কর্ম্মের অন্তর্গত হইবেক ।।৭।। এই সকল সূত্রে জৈমিনির পূর্ব্বপক্ষ তাহার সিদ্ধান্ত পর২ সূত্রে করিতেছেন।। **অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ** ।।৮।। বেদেতে কর্ম্মাঙ্গ পুরুষ হইতে জ্ঞানী অধিক হয়েন এমত দেখিতেছি অতএব জ্ঞান সর্ব্বদা কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র হয় এই হেতু বাদরায়ণের মত জে আত্মবিদ্যা হইতে পুরুষার্থকে পায় সে মত সপ্রমাণ হয় ।।৮।। **তুল্যন্তু দর্শনং** ।।৯।। জনকের জেমত জ্ঞান এবং কর্ম্ম দুইয়ের দর্শন আছে সেই মত অনেক জ্ঞানীর কর্ম্মত্যাগেরো দর্শন আছে জেহেতু বেদে কহিয়াছেন জ্ঞানীরা অগ্নিহোত্র করেন নাই ।।৯।। **অসার্ব্বত্রিকী** ।।১০।। জ্ঞানসহিত জে কর্ম্ম সে অন্য কর্ম্ম হইতে উত্তম হয় এই শ্রুতির অধিকার সর্ব্বত্র নহে কেবল উদ্গীথে জে কর্ম্মসকল বিহিত তৎপর এ শ্রুতি হয় ।।১০।। **বিভাগঃ শতবৎ** ।।১১।। [১৩২] জেমন এক শত মুদ্রা দুই ব্যক্তিকে দিতে কহিলে প্রত্যেককে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দিতে হয় সেইরূপ জে শ্রুতিতে কহিয়াছেন জে পুরুষের সঙ্গে পরলোকে কর্ম্ম এবং আত্মবিদ্যা জায় তাহার তাৎপর্য্য এই জে কোন পুরুষের সহিত পরলোকে কর্ম্ম জায় তাহার সহিত আত্মবিদ্যা জায় এইরূপ দুইয়ের ভাগ হইবেক ।।১১।। **অধ্যয়নমাত্রবতঃ** ।।১২।। জেখানে বেদে কহিয়াছেন জে বেদাধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ম্ম করিবেক সেখানে তাৎপর্য্য জ্ঞানী না হয় বরঞ্চ তাৎপর্য্য এই জে অর্থ না জানিয়া বেদাধ্যয়ন জাহারা করে এমত পুরুষের কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় ।।১২।। **নাবিশেষাৎ** ।।১৩।। জেখানে বেদে কহেন শত বর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেক সেখানে জ্ঞানী কিম্বা অন্য এরূপ বিশেষ নাই অতএব এ শ্রুতি অজ্ঞানিপর হয় ।।১৩।। **স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা** ।।১৪।। অথবা জ্ঞানীর স্তুতির নিমিত্তে এরূপ বেদে কহিয়াছেন জে জ্ঞানিবিশিষ্ট হইয়াও শত বর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেক তত্রাপি কদাচিৎ কর্ম্ম সেই জ্ঞানীর বন্ধনের হেতু হইবেক না ।।১৪।। **কামকারেণ চৈকে** ।।১৫।। বেদে কহেন জে কোন জ্ঞানীরা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিয়া গার্হস্থ্য কর্ম্ম আপন২ ইচ্ছাতে ত্যাগ করিয়াছেন অতএব আত্ম[১৩৩]বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ না হয় ।।১৫।। **উপমর্দ্দঞ্চ** ।।১৬।। বেদে কহিতেছেন জে জখন জ্ঞানীর সর্ব্বত্র আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় তখন কোন নিমিত্তে কর্ম্মাদিকে দেখেন না অতএব জ্ঞান হইলে পর কর্ম্মের উপমর্দ্দ অর্থাৎ অভাব হয় ।।১৬।। **ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি** ।।১৭।। বেদে কহেন জে এ জ্ঞান ঊর্দ্ধরেতাকে কহিবেক অতএব ঊর্দ্ধরেতা জাহার অগ্নিহোত্রাদিতে অধিকার নাই তাঁহারা কেবল জ্ঞানের অধিকারী হয়েন ।।১৭।। বেদে কহেন ধর্ম্মের তিন স্কন্ধ অর্থাৎ তিন আশ্রম হয় গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ্য এই হেতু ব্রহ্মপ্রাপ্তিনিমিত্ত কর্ম্মসন্ন্যাসের উপর পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন।। **পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি** ।।১৮।। বেদেতে চারি আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসের কথন কেবল অনুবাদমাত্র জৈমিনি কহিয়াছেন জেমন সমুদ্রতটস্থ ব্যক্তি কহে জে জল হইতে সূর্য্য উদয় হয়েন সেইরূপ অলসের কর্ম্মত্যাগ দেখিয়া সন্ন্যাসের অনুকথন আছে অতএব সন্ন্যাসের বিধি নাই আর

বেদেতে কহিয়াছেন জে জে কোন ব্যক্তি অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে সে দেবতা হত্যা করে অতএব/ বেদে সন্ন্যাসের অপবাদ অর্থাৎ নিষেধ আছে যদি কহ বেদে কহিতেছেন জে ব্রহ্মচর্য্য পরেই কর্ম্ম [১৩৪] সন্ন্যাস করিবেক অতএব সন্ন্যাস করণের বিধি ইহার দ্বারা পায়া জাইতেছে তাহার উত্তর এই জে এ বিধি অপূর্ব্ববিধি নহে কেবল অলস ব্যক্তির জন্যে এমত কথন আছে অথবা স্তুতিপর এ শ্রুতি হয় ।।১৮।। পূর্ব্বসূত্রের সিদ্ধান্ত করিতেছেন।। **অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ।।১৯।।** সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে ব্যাস কহিয়াছেন জেহেতু দেবতাধিকারের ন্যায় সন্ন্যাসবিধির জে শ্রুতি সে স্তুতিপর বাক্য হইয়াও ঐ শ্রুতিতে সিদ্ধ জে চারি আশ্রম তাহার সমতার নিয়ম করেণ অর্থাৎ চারি আশ্রমের সমান কর্ত্তব্যতা হয় শ্রুতিতে কহেন। দেবতাধিকারের তাৎপর্য্য এই জে বেদে কহিয়াছেন দেবতার মধ্যে জাহাঁরা ব্রহ্ম সাধন করেণ তেঁহো ব্রহ্মকে পায়েন এ শ্রুতি যদ্যপিও স্তুতিপর হয় তত্রাপি এই স্তুতির দ্বারা দেবতার ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার পায়া জায়। যদি কহ অগ্নিহোত্রত্যাগী দেবতাহত্যা জন্য পাপভাগী হয় তাহার উত্তর এই জে সে শ্রুতি অজ্ঞানপর হয়।।১৯।। **বিধির্ব্বা ধারণবৎ ।।২০।।** গৃহস্থাদি ধর্ম্ম ধারণে জেমন বেদে স্তুতিপূর্ব্বক বিধি আছে সেইরূপ সন্ন্যাসেরো স্তুতিপূর্ব্বক বিধি আছে অতএব উভয়ের বৈলক্ষণ্য নাই।। আসক্ত অজ্ঞানীর ব্রহ্মনিষ্ঠা দুর্ল্লভ হয় এই বা শব্দের অর্থ জানিবে [১৩৫] ।।২০।। **স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ।।২১।।** বেদে কহেন এ উদ্গীথ সকল রসের উত্তম হয় অতএব কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথের স্তুতি মাত্র পাওয়া যাইতেছে জেমন স্রুককে বেদে আদিত্যরূপে স্তুতিপূর্ব্বক কহিয়াছেন সেইরূপ উদ্গীথের গ্রহণ এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে জেহেতু প্রমাণান্তর হইতে উদ্গীথের উপাসনার বিধি নাই অতএব এ অপূর্ব্ববিধিকে স্তুতিপর কথন যুক্ত হয় না। অপূর্ব্ববিধি তাহাকে বলি জে অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করে জেমন স্বর্গকামী অশ্বমেধ করিবেক অশ্বমেধ করা পূর্ব্বে কোন প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত ছিল না এই বিধিতে অশ্বমেধের কর্ত্তব্যতা পাওয়া গেল ।।২১।। **ভাবশব্দাচ্চ ।।২২।।** উদ্গীথ উপাসনা করিবেক এই ভাব অর্থাৎ উপাসনা তাহার বিধায়ক জে বেদ সেই বেদের দ্বারা কর্ম্মাঙ্গ পুরুষের আশ্রিত জে উদ্গীথ তাহার উপাসনা এবং বসতমধ্যে বিধান জ্ঞানীর প্রতি পাওয়া জাইতেছে অতএব কর্ম্মাঙ্গ পুরুষের অনাশ্রিত জে ব্রহ্মবিদ্যা তাহার অনুষ্ঠান জ্ঞানীর কর্ত্তব্য এ সুতরাং যুক্ত হয় ।।২২।। **পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ।।২৩।।** পারিপ্লব সেই বাক্য হয় জাহা অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজাদের তুষ্টির নিমিত্ত বলা জায়। আখ্যায়িকা অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ও তাহার দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী [১৩৬] আর কাত্যায়নীর সম্বাদ জাহা বেদে লিখিয়াছেন সে সম্বাদ পারিপ্লব মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার একদেশ না হয় এমত নহে জেহেতু মনুর্বৈবস্বতো রাজা এই আরম্ভ করিয়া পারিপ্লবমাচক্ষীত এই পর্য্যন্ত পারিপ্লব প্রসিদ্ধ হয় এমত বিশেষ কথন আছে ।।২৩।। **তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ।।২৪।।** যদি ঐ আখ্যায়িকা পারিপ্লবের তুল্য না হইল তবে সুতরাং নিকটবর্ত্তি আত্মবিদ্যার সহিত আখ্যায়িকার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবেক অতএব আখ্যায়িকা আত্মবিদ্যার একদেশ হয় ।।২৪।। ব্রহ্মবিদ্যার ফলশ্রুতি আছে অতএব ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের সাপেক্ষ হয় এমত নহে।। **অতএবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ।।২৫।।** আত্মবিদ্যা হইতে পৃথক্ পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় এই হেতু জ্ঞানের উত্তর অগ্নি আর ইন্ধনের উপলক্ষিত যাবৎ নিত্যনৈমিত্তিকে কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না কর্ম্মের ফলজ্ঞানের ইচ্ছা হয় মুক্তি কর্ম্মের ফল নহে ।।২৫।। জ্ঞানের পূর্ব্বেও কর্ম্মাপেক্ষা নাই এমত নহে।। **সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ।।২৬।।** জ্ঞানের পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্ব কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে জেহেতু বেদেতে যজ্ঞাদিকে জ্ঞানের সাধন কহিয়াছেন জেমন গৃহপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অশ্বের প্রয়োজন থাকে সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মের অপেক্ষা [১৩৭] জানিবে ।।২৬।। **শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ।।২৭।।** জ্ঞানের

অন্তরঙ্গ শম দমাদের বিধান বেদেতে আছে অতএব শম দমাদের অবশ্য অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য এই হেতু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে পরেও শমদমাদিবিশিষ্ট থাকিবেক। শম মনের নিগ্রহ। দম বাহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। তিতিক্ষা অপকারীর প্রতি অপকার ইচ্ছা না করা। উপরতি বিষয় হইতে নিবৃত্তি। শ্রদ্ধা শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস। সমাধি চিত্তের একাগ্র হওয়া। বিবেক ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার। বৈরাগ্য বিষয় হইতে প্রীতি ত্যাগ। মুমুক্ষা মুক্তি সাধনের ইচ্ছা ।।২৭।। বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞানী সকল বস্তু খাইবেক ইহার অভিপ্রায় সর্ব্বদা সকল খাদ্যাখাদ্য খাইবেক এমত নহে।। **সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ** ।।২৮।। সর্ব্বপ্রকার খাদ্যের বিধি জ্ঞানীকে প্রাণাত্যয়ে অর্থাৎ আপৎকালে আছে জেহেতু চাক্রায়ণ ঋষি দুর্ভিক্ষে হস্তিপালের উচ্ছিষ্ট খাইয়াছেন অতএব প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত সর্ব্বান্ন ভক্ষণের বিধি বেদেতে দেখিতেছি ।।২৮।। **অবাধাচ্চ** ।।২৯।। জ্ঞান হইলে সদাচার করিলে জ্ঞানের বাধা জন্মে নাই অতএব সদাচার জ্ঞানীর অকর্ত্তব্য নয় ।।২৯।। **অপি চ স্মর্য্যতে** ।।৩০।। স্মৃতিতেও আপৎকালে সর্ব্বান্ন ভক্ষণ [১৩৮] করিলে পাপ নাই আর সদাচার কর্ত্তব্য হয় এমত কহিতেছেন ।।৩০।। **শব্দাশ্চাস্যাকামকারে** ।।৩১।। জ্ঞানী ব্যক্তি জখন জাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিবেক না এমত শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আছে ।।৩১।। **বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি** ।।৩২।। বেদে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মের জ্ঞানীর প্রতিও বিধান আছে অতএব জ্ঞানী বর্ণাশ্রমকর্ম্ম করিবেক ।।৩২।। **সহকারিত্বেন চ** ।।৩৩।। সৎ কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারি হয় এই হেতু সৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ।।৩৩।। কাশীতে মহাদেব তারক মন্ত্র প্রাণীকে উপদেশ করেণ এমত বেদে কহেন অতএব কাশীবাস বিনা অপর শুভ কর্ম্মের প্রয়োজন নাই এমত নহে।। **সর্ব্বথাপি তু তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ** ।।৩৪।। সর্ব্বথা মহাদেবের উপদেশ কাশীতে আছে তথাপি শুভনিষ্ঠ ব্যক্তিসকল মুক্ত হয়েন অশুভনিষ্ঠ মুক্ত না হয়েন ইহার উভয়ের নিদর্শন বেদে আছে। জেমন বিরোচন আর ইন্দ্রকে ব্রহ্মা আত্মজ্ঞান কহিলেন বিরোচন জ্ঞান প্রাপ্ত হইল না ইন্দ্র শুভ কর্ম্মাধীন জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ।।৩৪।। **অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি** ।।৩৫।। স্বভাবের অনভিভব অর্থাৎ আদর বেদে দেখাইতেছেন অতএব শুভ স্বভাববিশিষ্ট হইবেক ।।৩৫।। বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়ারহিত ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান নাই এমত নহে।। **অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ [১৩৯]** ।।৩৬।। অন্তরা অর্থাৎ আশ্রমের ক্রিয়া বিনাও জ্ঞান জন্মে রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এমত নিদর্শন বেদে আছে ।।৩৬।। **অপি চ স্মর্য্যতে** ।।৩৭।। স্মৃতিতেও আশ্রম বিনা জ্ঞান জন্মে এমত নিদর্শন আছে ।।৩৭।। **বিশেষানুগ্রহশ্চ** ।।৩৮।। ঈশ্বরের উদ্দেশে জে আশ্রম ত্যাগ করে তাহার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ হয় সে ব্যক্তির জ্ঞানের অধিকার সুতরাং জন্মে ।।৩৮।। তবে আশ্রম বিফল হয় এমত নহে।। **অতস্ত্বিতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ** ।।৩৯।। অনাশ্রমী হইতে ইতর অর্থাৎ আশ্রমী শ্রেষ্ঠ হয় জেহেতু আশ্রমীর শীঘ্র ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি হয় বেদে কহিয়াছেন ।।৩৯।। উত্তম আশ্রমী আশ্রমভ্রষ্ট কর্ম্ম করিলে পর নীচাশ্রমে তাহার পতন হয় জেমন সন্ন্যাসী নিন্দিত কর্ম্ম করিলে বানপ্রস্থ হইবেক এমত নহে।। **তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ** ।।৪০।। উত্তমাশ্রমী হইয়া পুনরায় নীচাশ্রম করিতে পারে নাই জৈমিনিরো এই মত হয় জেহেতু নিয়মভ্রষ্ট ব্যক্তির পূর্ব্ব আশ্রমের অভাব দ্বারা সকল ধর্ম্মের অভাব হয় ।।৪০।। পরসূত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন।। **ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদযোগাৎ** ।।৪১।। আপনহ অধিকারপ্রাপ্ত প্রায়শ্চিত্তকে আধিকারিক কহি। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি পতিত [১৪০] হয় তবে তাহার আধিকারিক অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই জেহেতু স্মৃতিতে কহিয়াছেন জে নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম হইতে জে ব্যক্তি পতিত হয় তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই অতএব প্রায়শ্চিত্তের সম্ভাবনা হয় ।।৪১।। এখন পরসূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।। **উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তং** ।।৪২।। গুরুদারাগমন ব্যতিরেক অন্য পাপ নৈষ্ঠিকাদের উপপাপে গণিত হয় তাহার প্রায়শ্চিত্তের ভাব অর্থাৎ সম্ভাবনা আছে এমত

কেহো কহিয়াছেন জেমন মাংসাদি ভোজনের প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গীকার করেণ সেইরূপ অতিপাতক বিনা অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্মৃতিতে কহেন তবে পূর্ব্বস্মৃতি জাহাতে লিখিয়াছেন জে নৈষ্ঠিকের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধি নাই তাহার তাৎপর্য্য এই জে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যবহারে সঙ্কুচিত থাকে ।।৪২।। প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যবহার সঙ্কোচিত না হয় এমত নহে ।।**বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ** ।।৪৩।। উর্দ্ধরেতা জ্ঞানী হইয়া জে ভ্রষ্ট হয় সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করুক অথবা না করুক উভয় প্রকারেই লোকে সঙ্কুচিত হইবেক জেহেতু স্মৃতিতে তাহার নিন্দা লিখিয়াছেন এবং শিষ্টাচারেও সে নিন্দিত হয় ।।৪৩।। পরসূত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন।। **স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ** ।।৪৪।। [১৪১] অঙ্গোপাসনা কেবল যজমান করিবেক ঋত্বিকের অর্থাৎ পুরোহিতের অধিকার তাহাতে নাই জেহেতু বেদে লিখিয়াছেন জে উপাসনা করিবেক সেই ফল প্রাপ্ত হইবেক এ আত্রেয়ের মত হয় ।।৪৪।। পরসূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।। **আর্ত্বিজ্যমিত্যৌডুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে** ।।৪৫।। অঙ্গোপাসনা ঋত্বিকে করিবেক ঔড়ুলোমি কহিয়াছেন জেহেতু ক্রিয়াজন্য ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত যজমান ঋত্বিককে নিযুক্ত করে ।।৪৫।। **শ্রুতিশ্চ** ।।৪৬।। বেদেও কহিতেছেন জে আপনি ফল পাইবার নিমিত্ত যজমান ঋত্বিককে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিবেক ।।৪৬।। আর আত্মাকে দেখিবেক শ্রবণ এবং মনন করিবেক এবং আত্মার ধ্যানের ইচ্ছা করিবেক অতএব এই চারি পৃথক্২ বিধি হয় এমত নহে।। **সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ** ।।৪৭।। ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ধ্যানের ইচ্ছা এ তিন ব্রহ্মদর্শনের সহকারী অর্থাৎ সহায় হয় এবং ব্রহ্মদর্শন বিধির অন্তঃপাতীয় হয় অতএব জ্ঞানির শ্রবণ মননাদি কর্ত্তব্য হয়। তৃতীয় অর্থাৎ ধ্যানের ইচ্ছা জে পর্য্যন্ত ভেদজ্ঞান থাকে তাবৎ কর্ত্তব্য জেমন দর্শযাগের অন্তঃপাতীয় বিধি অগ্ন্যাধান বিধি হয়। সেইরূপ ব্রহ্মদর্শনের অন্তঃ[১৪২]পাতীয় শ্রবণাদি হয় জেহেতু শ্রবণাদি ব্যতিরেক ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়েন না।।৪৭।। বেদে কহেন কুটুম্বাবশিষ্ট গৃহস্থ উত্তম দেশে অধ্যয়ন করিবেক তাহার পুনরাবৃত্তি নাই অতএব সমুদায় গৃহস্থ প্রতি এ বিধি হয় এমত নহে।। **কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ** ।।৪৮।। কৃৎস্নে অর্থাৎ সকল কর্ম্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে অতএব পূর্ব্বোক্ত দর্শন শ্রবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবেক জেহেতু বেদে কহিয়াছেন জে শ্রদ্ধার আধিক্য হইলে সকল দেবতা এবং উত্তম গৃহস্থ যতিস্বরূপ হয়েন অর্থাৎ উত্তম গৃহস্থ দর্শন শ্রবণাদি করিতে পারেণ এবং স্মৃতিতেও এই বিধি আছে ।।৪৮।। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা কেবল দুই আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস আর গার্হস্থ্য প্রাপ্তি হয় এমত সন্দেহ দূর করিতেছেন। **মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ** ।।৪৯।। মৌন অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং গার্হস্থ্যের ন্যায় ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য এবং বানপ্রস্থ্য আশ্রমের বেদে উপদেশ আছে অতএব আশ্রম চারি হয় ।।৪৯।। বেদে কহিয়াছেন জ্ঞানী বাল্যরূপে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন এখানে বাল্য শব্দে চপলতা তাৎপর্য্য হয় এমত নহে।। **অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ** ।।৫০।। জ্ঞানকে ব্যক্ত না করিয়া অহঙ্কাররহিত হইয়া [১৪৩] জ্ঞানী থাকিতে ইচ্ছা করিবেন ঐ শ্রুতির এই অর্থ হয় জেহেতু পরশ্রুতিতে বাল্য আর পাণ্ডিত্যের একত্র কথন আছে যথার্থ পণ্ডিত অহঙ্কাররহিত হয়েন ।।৫০।। বেদে কহেন ব্রহ্মবিদ্যা শুনিয়াও অনেকে ব্রহ্মকে জানে না অতএব ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণাদি অভ্যাস করিলে এ জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না এমত নহে।। **ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ** ।।৫১।। অভ্যাসের ত্যাগাদি প্রতিবন্ধ উপস্থিত না হইলে ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণাদি ফল এই জন্মেই হয় জেহেতু বামদেব ব্রহ্মজ্ঞান শ্রবণের দ্বারা ইহ লোকেতে ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এমত বেদে দৃষ্ট আছে ।।৫১।। সালোক্যাদি মুক্তি শ্রবণের দ্বারা বুঝাইতেছে জে মুক্তির উৎকৃষ্টতা আর অপকৃষ্টতা আছে এমত নহে।। **এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ** ।।৫২।। ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির মুক্তিরূপ ফলের অধিক হওয়া কিম্বা ন্যূন হওয়ার কোন মতে নিয়ম

নাই অর্থাৎ জ্ঞানবান্ সকলের এক প্রকার মুক্তি হয় জেহেতু বিশেষরহিত ব্রহ্মাবস্থাকে জ্ঞানী পায়েন এমত নিশ্চয় কথন বেদে আছে। পুনরাবৃত্তি অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক হয় ।।৫২।।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ঃ।।—

।।ওঁ তৎ সৎ।। আত্মজ্ঞান সাধনেতে পুনঃ পুনঃ সাধ[১৪৪]নের অপেক্ষা নাই এমত নহে।। **আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ** ।।১।। সাধনেতে আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর্ত্তব্য হয় জেহেতু আত্মার পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদির উপদেশ এবং তত্ত্বমসি বাক্যের পুনঃ পুনঃ উপদেশ বেদে দেখিতেছি ।।১।। **লিঙ্গাচ্চ** ।।২।। আদিত্য এবং বরুণের পুনঃ পুনঃ উপাসনা কর্ত্তব্য এমত অর্থবোধক শ্রুতি আছে অতএব ব্রহ্মবিদ্যাতেও সেইরূপ আবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবেক ।।২।। আপনা হইতে আত্মার ভেদ জ্ঞানে ধ্যান করিবেক এমত নহে।। **আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ** ।।৩।। ঈশ্বরকে আত্মা জানিয়া জাবালেরা অভেদরূপে উপাসনা করিতেছেন এবং অভেদরূপে লোককে জানাইতেছেন ।।৩।। বেদে কহিতেছেন মনরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক অতএব মন আদি পদার্থ ব্রহ্ম হয় এমত নহে।। **ন প্রতীকে ন হি সঃ** ।।৪।। মন আদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবে মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হন জেহেতু বেদে এমত কথন নাই এবং অনেক ব্রহ্ম স্বীকার করা অসম্ভব হয় ।।৪।। যদি মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হইল তবে ব্রহ্মেতে মন আদির স্বীকার করা যুক্ত নহে।। **ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ** ।।৫।। মন আদিতে ব্রহ্ম বোধ করা যুক্ত হয় কিন্তু ব্রহ্মেতে মন আদির বুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে [১৪৫] জেহেতু ব্রহ্ম সকল হইতে উৎকৃষ্ট হয়েন জেমন রাজার আমাত্যকে রাজবোধ করা জায় কিন্তু রাজাকে রাজার আমাত্য বোধ করা কল্যাণের কারণ হয় নাই ।।৫।। বেদে কহেন উদ্গীথরূপে আদিত্যের উপাসনা করিবেক অতএব আদিত্যে উদ্গীথ বোধ করা যুক্ত হয় এমত নহে।। **আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ** ।।৬।। কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথে আদিত্যবুদ্ধি করা যুক্ত হয় কিন্তু সূর্য্যেতে উদ্গীথ বোধ করা অযুক্ত জেহেতু মন্ত্রে সূর্য্যাদি বোধ করিলে অধিক ফলের উৎপত্তি অর্থাৎ সিদ্ধি হয় ।।৬।। দাণ্ডাইয়া কিম্বা শয়ন করিয়া আত্মবিদ্যার উপাসনা করিবেক এমত নহে।। **আসীনঃ সম্ভবাৎ** ।।৭।। উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক জেহেতু শয়ন করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয় আর দাণ্ডাইলে চিত্তবিক্ষেপ জন্মে কিন্তু বসিয়া উপাসনা করিলে দুইয়ের প্রায় সম্ভাবনা থাকে না অতএব উপাসনার সম্ভব বসিয়াই হয়।।৭।। **ধ্যানাচ্চ** ।।৮।। ধ্যানের দ্বারা উপাসনা হয় সে ধ্যান বিশেষ মতে না বসিলে হইতে পারে নাই ।।৮।। **অচলত্বং চাপেক্ষ্য** ।।৯।। বেদে কহিয়াছেন পৃথিবীর ন্যায় ধ্যান করিবেক অতএব উপাসনার কালে চঞ্চল না হইবেক বেদের এই তাৎপর্য্য সেই অচঞ্চল হওয়া আসনের অপেক্ষা রাখে ।।৯।। **স্মরন্তি চ** ।।১০।। [১৪৬] স্মৃতিতেও উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক এমত কথন আছে ।।১০।। ব্রহ্মোপাসনাতে তীর্থাদির অপেক্ষা রাখে এমত নহে।। **যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ** ।।১১।। জে স্থানে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক তীর্থাদির নিয়ম নাই যেহেতু বেদে কহিয়াছেন জে কোন স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক এ বেদে তীর্থাদের বিশেষ করিয়া নিয়ম নাই ।।১১।। ব্রহ্মোপাসনার সীমা আছে এমত নহে।। **আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টং** ।।১২।। মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার ত্যাগ করিবেক না জেহেতু বেদে মুক্তি পর্য্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক এমত দেখিতেছি ।।১২।। বেদে কহিতেছেন ভোগে পুণ্যক্ষয় আর শুভের দ্বারা পাপের বিনাশ হয় তবে জ্ঞানের দ্বারা পাপ নষ্ট না হয়। এমত নহে।। **তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ** ।।১৩।। ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে উত্তরপাপের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ হইতে পারে নাই আর পূর্ব্বপাপের বিনাশ

হয় জেহেতু বেদে কহিতেছেন জেমন পদ্মপত্রে জলের সম্বন্ধ না হয় সেইরূপ জ্ঞানীতে উত্তরপাপের স্পর্শ হইতে পারে না। আর জেমন শরের তূলাতে অগ্নি মিলিত হইলে অতি [১৪৭] শীঘ্র দগ্ধ হয় সেইমত জ্ঞানের উদয় হইলে সকল পূর্ব্বপাপের ধ্বংস হয় তবে পূর্ব্বশ্রুতিতে কহিয়াছেন জে শুভেতে পাপ ধ্বংস হয় সে লৌকিকাভিপ্রায়ে কহিয়াছেন অথবা শুভ শব্দে এখানে জ্ঞান তাৎপর্য্য হয় ।।১৩।। জ্ঞানী পাপ হইতে নির্লিপ্ত হয় কিন্তু পুণ্য হইতে মুক্ত না হইয়া ভোগাদি করেণ এমত নহে।। **ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ।।১৪।।** ইতর অর্থাৎ পুণ্যের সম্বন্ধ পাপের ন্যায় জ্ঞানীর সহিত থাকে না অতএব দেহপাত হইলে পুণ্যের ফল জে ভোগাদি তাহা জ্ঞানী করেণ নাই ।।১৪।। যদ্যপি জ্ঞান পাপ পুণ্য উভয়ের নাশ করে তবে প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশকর্ত্তা জ্ঞান হয় এমত নহে।। **অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ।।১৫।।** প্রারব্ধ ব্যতিরেক পাপ পুণ্য জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয় আর প্রারব্ধ পাপ পুণ্যের নাশ জ্ঞানের দ্বারা নাই এই তাৎপর্য্য পূর্ব্বে দুই সূত্রে হয় জেহেতু প্রারব্ধ পাপ পুণ্যের সীমা যাবৎ শরীর থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত করিয়াছেন প্রারব্ধ পাপ পুণ্য তাহাকে কহি জে পাপ পুণ্যের ভোগের জন্যে শরীর ধারণ হয় ।।১৫।। সাধকের নিত্যকর্ম্মের কোন আবশ্যক নাই। এমত নহে।। **অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ।।১৬।।** অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানফলের হেতু হয় জেহেতু [১৪৮] নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা সম্প্রীতি হয় এমত বেদে এবং স্মৃতিতেও দৃষ্টি আছে ।।১৬।। বেদে কহিতেছেন জ্ঞানী সাধু কর্ম্ম করিবেক এখানে সাধু কর্ম্ম হইতে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম তাৎপর্য্য হয় এমত নহে।। **অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ।।১৭।।** কোন শাখিরা পূর্ব্বোক্ত সাধু কর্ম্মকে নিত্যাদি কর্ম্ম হইতে অন্য কাম্য কর্ম্ম কহিয়াছেন এই মত ব্যাস এবং জৈমিনি উভয়ের হয় জ্ঞানীর কাম্য কর্ম্ম সাধুসেবাদি হয় জেহেতু অন্য কামনা জ্ঞানীর নাই ।।১৭।। সমুদায় নিত্যাদি কর্ম্ম জ্ঞানের কারণ হইবেক এমত নহে ।। **যদেব বিদ্যয়েতি হি ।।১৮।।** জে কর্ম্ম আত্মবিদ্যাতে যুক্ত হয় সেই জ্ঞানের কারণ হয় জেহেতু বেদে এইরূপ কহিয়াছেন ।।১৮।। প্রারব্ধ কর্ম্মের কদাপি নাশ না হয় এমত নহে ।। **ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে ।।১৯।।** ইতর অর্থাৎ সঞ্চিত ভিন্ন পাপ পুণ্য ভোগের দ্বারা নাশ করিয়া জ্ঞানী ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন জেহেতু প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ ভোগ বিনা হইতে পারে নাই ।।১৯।।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ।।—

।। ওঁ তৎ সৎ ।। সমবায়কারণেতে কার্য্যের লয় হয় যেমন পৃথিবীতে ঘট লীন হইতেছে কিন্তু বেদে কহেন বাক্য মনেতে লয় হয় অথচ মন বাক্যের সমবায়কারণ [১৪৯] নহে তাহার উত্তর এই ।।

বাঙ্মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ ।।১।। বাক্য অর্থাৎ বাক্যের বৃত্তি মনেতে লয় হয় যদ্যপিও মন বাক্যের সমবায়কারণ নহে জেমন অগ্নির সমবায়কারণ জল না হয় তথাপিও অগ্নির বৃত্তি অর্থাৎ দহনশক্তি জলেতে লয়কে পায় এইরূপ বেদেও কহিয়াছেন ।।১।। **অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ।।২।।** সমবায়কারণ ব্যতিরেকে লয় দর্শনের দ্বারা নিশ্চয় হইল জে চক্ষু আদি করিয়া সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি মনেতে লয়কে পায় যদ্যপিও চক্ষু প্রভৃতি আপন২ সমবায়েতে লীন হয়েন ।।২।। এখন মনের বৃত্তির লয়স্থানের বিবরণ করিতেছেন ।। **তন্মনঃ প্রাণে উত্তরাৎ ।।৩।।** সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তির লয়স্থান যে মন তাহার বৃত্তি প্রাণে লয়কে পায় জেহেতু তাহার পরশ্রুতিতে কহিয়াছেন যে মন প্রাণেতে আর প্রাণ তেজেতে লীন হয় ।।৩।। তেজে প্রাণের লয় হয় এমত নহে।। **সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ।।৪।।** সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবেতে লয়কে পায় জেহেতু জীবেতে মৃত্যুকালে প্রাণের গমন এবং জীবেতে মন আদি সকল ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি

বেদে কহিয়াছেন ।।৪।। এইরূপে পূর্ব্বশ্রুতি জাহাতে প্রাণের লয় তেজেতে কহিয়াছেন তাহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন।। **ভূতেষু তৎশ্রুতেঃ।।** [১৫০] ৫।। প্রাণের লয় পঞ্চভূতে হয় জেহেতু বেদে কহিতেছেন অতএব তেজোবিশিষ্ট জীবেতে সাক্ষাৎ প্রাণের লয় হয় জীবের উপাধিরূপ তেজেতে জে প্রাণের লয় কহিয়াছেন সে পরম্পরা সম্বন্ধে হয় ।।৫।। **নৈকস্মিন্ দর্শয়তি হি** ।।৬।। কেবল জীবের উপাধিরূপ তেজেতে প্রাণের লয় হয় এমত নহে জেহেতু প্রাণের লয় পরম্পরাতে পৃথিবী আদি পঞ্চ ভূতে হয় এমত শ্রুতি ও স্মৃতি দেখাইতেছেন ।।৬।। সগুণ উপাসনার উদ্ধ্বগমনে নির্গুণ উপাসক হইতে বিশেষ আছে এমত নহে।। **সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য** ।।৭।। আসৃতি অর্থাৎ দেবযান মার্গ তাহার আরম্ভ পর্য্যন্ত সগুণ এবং নির্গুণ উপাসকের উদ্ধ্বগমন সমান হয় এবং অমৃতত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিও সমান হয়। কিন্তু সগুণ উপাসকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না জেহেতু রাগাদি তাহার সগুণ উপাসনাতে দগ্ধ হইতে পারে না।।৭।। বেদে কহিতেছেন জে লিঙ্গদেহ পরমেশ্বরেতে লয়কে পায় অতএব মরিলেই সকলের লিঙ্গশরীর ব্রহ্মেতে লীন হয় এমত নহে ।। **তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ** ।।৮।। ঐ লিঙ্গশরীর নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত থাকে জেহেতু বেদে কহিতেছেন যে সগুণ উপাসকের পুনর্ব্বার জন্ম হয় তবে জে শ্রুতিতে কহিয়াছেন জে লিঙ্গশরীর [১৫১] মৃত্যুমাত্র ব্রহ্মেতে লীন হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে মৃত্যুর পরে সুষুপ্তির ন্যায় পরমাত্মাতে লয়কে পায় ।।৮।। লিঙ্গশরীরের দৃষ্টি না হয় তাহার কারণ এই।। **সূক্ষ্মন্তু প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ** ।।৯।। লিঙ্গশরীর প্রমাণের দ্বারা ত্রসরেণুর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং স্বরূপেতেও চন্দ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম হয় জেহেতু বেদেতে লিঙ্গশরীরকে এমত সূক্ষ্ম করিয়া কহিয়াছেন জে নাড়ীর দ্বারা তাহার নিঃসরণ হয়। তবে লিঙ্গশরীর দৃষ্টিগোচর না হয় ইহার কারণ এই জে তাহার স্বরূপ প্রকট নহে ।।৯।। **নোপমর্দ্দেনাতঃ** ।।১০।। লিঙ্গশরীর অতি সূক্ষ্ম হয় এই হেতু স্থূল দেহের মর্দ্দনেতে লিঙ্গদেহের মর্দ্দন হয় না ।।১০।। লিঙ্গশরীর প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করিতেছেন ।। **অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা** ।।১১।। লিঙ্গশরীরের উষ্মার দ্বারা স্থূল শরীরের উষ্মা উপলব্ধি হয় জেহেতু লিঙ্গশরীরের অভাবে স্থূল শরীরে উষ্মা থাকে না এই যুক্তির দ্বারা লিঙ্গদেহের স্থাপন হইতেছে ।।১১।। পরসূত্রে বাদীর মতে প্রতিবাদী আপত্তি করিতেছে ।। **প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ** ।।১২।। বাদী কহে জে বেদে কহিতেছেন জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়সকল দেহ হইতে উদ্ধ্ব গমন না করে এই নিষেধের দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে জে জ্ঞানী ভিন্নের ইন্দ্রিসকল দেহ হইতে [১৫২] উদ্ধ্বগমন করেণ প্রতিবাদী কহে এমত নহে জেহেতু বেদে কহেন জাহারা অকাম ব্যক্ত হয় তাহা হইতে ইন্দ্রিয়েরা উদ্ধ্ব গমন করেণ না অতএব অকাম হওয়া জীবের ধর্ম্ম দেহের ধর্ম্ম নহে। এখানে জীব হইতে জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়সকলের উদ্ধ্বগমন নিষেধের দ্বারা উপলব্ধি হয় জে জ্ঞানী ভিন্নের জীব হইতে ইন্দ্রিয়সকল উদ্ধ্ব গমন করেণ ।।১২।। এখন সিদ্ধান্তী বাদীর মতকে স্থাপন করিতেছেন ।। **স্পষ্টো হ্যেকেষাং** ।।১৩।। কাণ্বরা স্পষ্ট কহেন জে জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়সকল দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ করে না কিন্তু দেহেতেই লীন হয়। অতএব জ্ঞানীর দেহ হইতে ইন্দ্রিয়ের উদ্ধ্বগমনের নিষেধের দ্বারা জ্ঞানী ভিন্নের দেহ হইতে ইন্দ্রিয় উদ্ধ্বগমন করেণ এমত নিশ্চয় হইতেছে কিন্তু জীব হইতে ইন্দ্রিয়ের উদ্ধ্ব গমন না হয়। তবে পূর্ব্বশ্রুতিতে জেখানে কহিয়াছেন জে জাহারা অকাম ব্যক্ত হয় তাহা হইতে ইন্দ্রিয় উদ্ধ্ব গমন করেন নাই সেখানে তাহা হইতে ইন্দ্রিয় উদ্ধ্ব গমন করে নাই অর্থাৎ তাহার দেহ হইতে উদ্ধ্ব গমন করে না এই তাৎপর্য্য হয় ।।১৩।। **স্মর্য্যতে চ** ।।১৪।। স্মৃতিতেও কহিতেছেন জে জ্ঞানীর উৎক্রমণ নাই অতএব দেবতারাও জ্ঞানীর উৎক্রমণ জানেন নাই ।।১৪।। বেদে কহিতেছেন যে পঞ্চদশ কলা অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় আর [১৫৩] পাঁচ তন্মাত্র গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ এই সকলের আপন২ উৎপত্তিস্থানে মৃত্যুকালে লীন হয় কিন্তু জ্ঞানীর কিম্বা অজ্ঞানীর এমত এই শ্রুতিতে বিশেষ

নাই অতএব জ্ঞান হইলে পরেও ইন্দ্রিয়সকল আপনার২ উৎপত্তিস্থানে লীন হইবেক এমত নহে।। **তানি পরে তথা হ্যাহ** ।।১৫।। জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়াদিসকল পরব্রহ্মে লীন হয় জেহেতু বেদে এইরূপ কহিয়াছেন তবে জে পূর্ব্বে লযশ্রুতি কহিলে সে অজ্ঞানীপর হয় এই বিবেচনায় জে জাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাতেই সেই লয়কে পায় ।।১৫।। জ্ঞানী ব্রহ্মেতে লয়কে পায় সে লয়প্রাপ্ত অনিত্য এমত নহে ।। **অবিভাগো বচনাৎ** ।।১৬।। ব্রহ্মেতে জে লীন হয় তাহার পুনরায বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ ব্রহ্ম হইতে হয না জেহেতু বেদবাক্য আছে জে ব্রহ্মে লীন হইলে নাম রূপ থাকে না সে ব্যক্তি অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয।।১৬।। সকল জীবের নিঃসবণ শরীর হইতে হয অতএব এক নাড়ী হইতে সকলেব নিঃসবণ হয এমত নহে।। **তদোকোহগ্রপ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তৎশেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া** ।।১৭।। তদোকো অর্থাৎ হৃদযে জে জীবের স্থান হয় সে স্থান জীবেব নিঃসবণসময় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইযা উঠে সেই তেজ হইতে [১৫৪] জে কোন চক্ষু কর্ণাদি নাড়ীব দ্বাবা প্রকাশকে পায সেই নাড়ী হইতে সকল জীবেব নিঃসবণ হয তাহাব মধ্যে অন্তর্যামীর অনুগৃহীত জাহারা তাহাদেব জীব শতাধিকা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নিঃসবণ করে জেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার এই সামর্থ তাহাব ব্রহ্মবন্ধ্র হইতে নিঃসবণ হওযা শেষ ফল হয এমত শাস্ত্রে কহিয়াছেন ।।১৭।। নাড়ীতে সূর্য্যের রশ্মিব সম্ভব নাই অতএব নাড়ীব দ্বাব হইতে অন্ধকাবে জীব নিঃসবণ কবে এমত নহে ।।**রশ্ম্যনুসারী** ।।১৮।। বেদে কহেন জে সূর্য্যের সহস্র কিবণ সকল নাড়ীতে ব্যাপক হইযা থাকে সেই বশ্মিব প্রকাশ হইতে জীবেব নিঃসরণ হয অতএব জীব সূর্য্যরশ্মিব অনুগত হইয়া নিঃসরণ করেণ ।।১৮।। **নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ** ।।১৯।। বাত্রিতে সূর্য্য প্রকাশ থাকেন না অতএব নাড়ীতে সে কালে সূর্য্যরশ্মিব অভাব হয এমত নহে জেহেতু যাবৎ দেহ থাকে তাবৎ উষ্মাব দ্বারা সূর্য্যরশ্মিব সম্ভাবনা দিবা রাত্রি নাড়ীতে আছে বেদেও কহিতেছেন যাবৎ শরীর আছে তাবৎ নাড়ী এবং সূর্য্যরশ্মিব বিয়োগ না হয় ।।১৯।। ভীষ্মের ন্যায় জ্ঞানীর উত্তরাযণে মৃত্যু আবশ্যক হয় এমত নহে।। **অতশ্চায়নেহপি দক্ষিণে**।। ২০।। দক্ষিণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলে সুষুম্নার [১৫৫] দ্বারা জীব নিঃসরণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয তবে ভীষ্মের উত্তরাযণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা এ লোকশিক্ষার্থ হয় জেহেতু অজ্ঞানীব উত্তরায়ণে মৃত্যু উত্তম হয ।।২০।। **যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মাতে চৈতে** ।।২১।। স্মৃতিতে কথিত জে শুক্ল কৃষ্ণ দুই গতি সে কর্ম্মযোগির প্রতি বিধান হয জেহেতু যোগী শব্দে সেই স্মৃতিতে তাহার বিশেষণ কহিয়াছেন কিন্তু ব্রহ্ম উপাসকের সর্ব্বকালে ব্রহ্মপ্রাপ্তি এমত তাহার পরস্মৃতিতে কহেন অতএব জ্ঞানীর জে কোন কালে মৃত্যু হইলেও উত্তরায়ণমৃত্যুফল প্রাপ্ত হয় ।।২১।।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।।

ওঁ তৎ সৎ ।। এক বেদে কহেন জে উপাসকেরা মৃত্যুর পবে তেজপথকে প্রাপ্ত হয়েন অন্য শ্রুতি কহিতেছেন উপাসকেরা সূর্য্যদ্বার হইয়া জান অতএব ব্রহ্মলোক গমনের নানা পথ হয এমত নহে ।।

অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ।।১।। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে বেদে কহিযাছেন জে কেহ এ উপাসনা কবে সে তেজপথেব দ্বাবা জায এতএব ব্রহ্মোপাসক এবং অন্যোপাসক উভযের তেজপথেব দ্বারা গমনেব খ্যাতি আছে তবে সূর্য্যদ্বাব হইতে গমন জে শ্রুতিতে কহেন সে তেজপথের বিশেষণ মাত্র হয ।।১।। কৌষীতকীতে কহেন জে উপাসক অগ্নিলোক বাযু[১৫৬]লোক এবং বরুণ-লোককে জায ছান্দোগ্যে কহেন জে প্রথমত তেজপথকে প্রাপ্ত হযেন পশ্চাৎ দিবা পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী পশ্চাৎ ছয় মাস উত্তরায়ণ পশ্চাৎ সম্বৎসর পশ্চাৎ সূর্য্যের দ্বারা জান অতএব দুই

শ্রুতি ঐক্য করিবার নিমিত্ত কৌষীতকীতে জে বায়ুলোক কহিয়াছেন তাহা ছান্দোগ্যের তেজপথের পর স্বীকার করিতে হইবেক এমত নহে।। **বায়ুশব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাং ।।২।।** কৌষীতকীতে উক্ত জে বায়ুলোক তাহাকে ছান্দোগ্যের সম্বৎসরের পরে স্বীকার করিতে হইবেক জেহেতু কৌষীতকীতে কাহার পর কে হয় এমত বিশেষ নাই আর বৃহদারণ্যে বিশেষণ আছে কারণ এই বৃহদারণ্যে কহিয়াছেন জে বায়ুর পরে সূর্য্যকে যায় ।।২।। কৌষীতকীতে বরুণাদিলোক জাহা কহিয়াছেন তাহার বিবরণ এই।। **তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ।।৩।।** কৌষীতকীতে জে বরুণলোক কহিয়াছেন সে তাড়িৎলোকের উপর জেহেতু জলসহিত মেঘস্বরূপ বরুণের তাড়িৎলোকের উপরেই সম্বন্ধের সম্ভাবনা হয় ।।৩।। তেজপথাদি জাহার ক্রম কহা গেল সে সকল কেবল পথচিহ্ন না হয় এবং উপাসকের ভোগস্থান না হয়।। **আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ।।৪।।** অর্চিরাদি আতিবাহিক হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মলোক[১৫৭]কে প্রাপ্ত করান জেহেতু পরশ্রুতিতে কহিতেছেন জে অমানব পুরুষ তাড়িৎলোক হইতে ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করান এই প্রাপণের বোধক শব্দ বেদে আছে ।।৪।। অর্চিরাদের চৈতন্য নাই অতএব সে সকল হইতে অন্যের চালন হইতে পারে নাই এমত নহে।। **উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ।।৫।।** স্থূলদেহরহিত জীবের ইন্দ্রিয়কার্য্য থাকে নাই এবং অর্চিরাদের চৈতন্য স্বীকার না করিলে উভয়ের গমনের সামর্থ্য হইতে পারে না অতএব অর্চিরাদের চৈতন্য অঙ্গীকার করিতে হইবেক ।।৫।। কোন স্থান হইতে অমানব পুরুষ জীবকে লইয়া জান তাহার বিবরণ কহিতেছেন।। **বৈদ্যুতেনৈব ততস্তৎশ্রুতেঃ ।।৬।।** বিদ্যুৎলোকস্থিত জে অমানব পুরুষ তিহোঁ বিদ্যুৎলোকের উর্দ্ধ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জীবকে লইয়া জান এইরূপ বেদেতে শ্রবণ হইতেছে গমনের ক্রম এই। প্রথম রশ্মি পশ্চাৎ অগ্নি পশ্চাৎ অহ পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী পশ্চাৎ উত্তরায়ণ পশ্চাৎ সম্বৎসর পশ্চাৎ বায়ু পশ্চাৎ সূর্য্য পশ্চাৎ চন্দ্র পশ্চাৎ তড়িত পশ্চাৎ বরুণ পশ্চাৎ ইন্দ্র পশ্চাৎ প্রজাপতি ইহার পর বরুণলোক হইতে অমানব পুরুষ জীবকে উর্দ্ধ গমন করান ।।৬।। তখন কি প্রাপ্তব্য হয় [১৫৮] তাহা কহিতেছেন।। **কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ।।৭।।** কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাকে এই সকল গমনের পর উপাসকেরা প্রাপ্ত হয়েন বাদরি আচার্য্যের এই মত জেহেতু ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন এমত বেদে প্রসিদ্ধ আছে ।।৭।। **বিশেষিতত্বাচ্চ ।।৮।।** ব্রহ্মলোককে অমানব পুরুষ লইয়া জায় এমত বিশেষণ বেদে আছে অতএব ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন ।।৮।। **সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ।।৯।।** ব্রহ্মার প্রাপ্তির পর ব্রহ্মপ্রাপ্তির সন্নিকট হয় এই নিমিত্ত কোথাও ব্রহ্মার প্রাপ্তিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করিয়া কহিয়াছেন ।।৯।। **কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহিতঃ পরমভিধানাৎ ।।১০।।** ব্রহ্মলোকের বিনাশ হইলে পর ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ অর্থাৎ তাহার প্রভু জে ব্রহ্মা তাঁহার সহিত পরব্রহ্মে লয়কে পায় জেহেতু বেদে এইরূপ কহিয়াছেন ।।১০।। **স্মৃতেশ্চ ।।১১।।** স্মৃতিতেও এইরূপ কহিয়াছেন ।।১১।। **পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ।।১২।।** জৈমিনি কহেন পরব্রহ্মতে লয়কে পাইবেক জেহেতু ব্রহ্ম শব্দ জেখানে নপুংসক হয় সেখানে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন জৈমিনির এ মত পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা অর্থাৎ কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ খণ্ডিত হইয়াছে ।।১২।। **দর্শনাচ্চ ।।১৩।।** উপাসনার দ্বারা উর্দ্ধ গমন করিয়া মুক্তিকে পায় এই শ্রুতি দৃষ্টি হইতেছে মুক্তির প্রাপ্তি পরব্রহ্ম [১৫৯] বিনা হয় নাই অতএব পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য হইয়াছেন এই জৈমিনির মতকে সামীপ্যাৎ আর স্মৃতেশ্চ ইতি দুই সূত্রের দ্বারা খণ্ডন করা গিয়াছে ।।১৩।। **ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ।।১৪।।** বেদে কহেন প্রজাপতির সভা এবং গৃহ পাইব এমত প্রাপ্তির অভিসন্ধি অর্থাৎ সংকল্পের দ্বারা ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন এমত কহিতে পারিবে না জেহেতু ঐ শ্রুতির পাঠ ব্রহ্মপ্রকরণে হইয়াছে অতএব পূর্ব্বশ্রুতি হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন এই জৈমিনির মত কিন্তু ব্যাসের তাৎপর্য্য এই জে পূর্ব্বশ্রুতির ব্রহ্মপ্রকরণে স্তুতিনিমিত্ত পাঠ হইয়াছে বস্তুত ব্রহ্মা প্রথমত প্রাপ্তব্য হয়েন ।।১৪।। প্রাপ্তব্যের নিরূপণ করিয়া গমনকর্ত্তার নিরূপণ করিতেছেন।। **অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা**

দোষাত্তৎক্রতুশ্চ ।।১৫।। অবয়ব উপাসক ভিন্ন জে উপাসক তাহাকে অমানব পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত করেণ এই ব্যাসের মত হয় জেহেতু প্রতীকের উপাসনাতে এবং ব্রহ্মের উপাসনাতে যদি উভয়েতেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় তবে প্রভেদ থাকে না তাহার কারণ এই জে জাহার প্রতি শ্রদ্ধা করে সেই তাহাকে পায় এই জে ন্যায় তাহা মূর্তিপূজা করিয়া পাইলে অসিদ্ধ হয় এবং বেদেও কহিয়াছেন জে জে কামনা উদ্দেশ করিয়া ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞ করে সে সেই ফলকে [১৬০] পায় ।।১৫।। **বিশেষঞ্চ দর্শয়তি** ।।১৬।। নামাদিশব্দ ঘটপটাদি হইতে বাক্যের বিশেষ বেদে কহিতেছেন অতএব মূর্তিতে ব্রহ্ম উপাসনা হইতে বাক্যে মনে ব্রহ্ম উপাসনা উত্তম হয় ।।১৬।।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ।।

ওঁ তৎ সৎ ।। যদি কহ ঈশ্বরের জন সকল তাঁহার কার্য্যের নিমিত্তে প্রকট হয়েন অতএব প্রকট হওনের পূর্ব্বে তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ছিল না অন্যথা প্রকট হইতে কিরূপে পারিতেন এমত কহিতে পারিবে না ।।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ ।।১।। সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে সম্পন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াও ভগবৎসাধন নিমিত্ত ভগবানের জন সকল ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া আবির্ভাব হয়েন জেহেতু বেদেতে কহিতেছেন ।।১।। যদি বহ জে কালে ভগবানের জন সকল আবির্ভাব হয়েন তৎকালে তাঁহারা আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক দেখেন অতএব তাঁহাদের মুক্তির অবস্থা আর থাকে না এমত নহে ।। **মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ** ।।২।। ভাগবত জন সকল নিশ্চিত মুক্ত সর্ব্বদা হয়েন জেহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাদের প্রকট অপ্রকট দুই অবস্থাতে আছে ।।২।। ছান্দোগ্যেতে কহিতেছেন জে জীব পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয় অতএব জ্যোতি প্রাপ্তির নাম মুক্তি হয় ব্রহ্মপ্রাপ্তির নাম মুক্তি নয় [১৬১] এমত নহে ।। **আত্মা প্রকরণাৎ** ।।৩।। পরংজ্যোতি শব্দ এখানে জে বেদে কহিতেছেন তাহা হইতে আত্মা তাৎপর্য্য হয় জেহেতু এ শ্রুতি ব্রহ্মপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে ।।৩।। মুক্ত সকল ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া অবস্থিতি এবং আনন্দ ভোগাদি করেন এমত নহে ।। **অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ** ।।৪।। অবিভাগরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপে অবস্থিতি এবং আনন্দ ভোগ মুক্ত সকলে করেণ জেহেতু বেদে দৃষ্ট হইতেছে জে জাহা জাহা ব্রহ্ম অনুভব করেণ সেই সকল অনুভব মুক্তেরা দেহ ত্যাগ করিয়া করেণ ।।৪।। শাস্ত্রে কহিতেছেন জে দেহ আর ইন্দ্রিয় এবং সুখ দুঃখরহিত জে মুক্ত ব্যক্তি তাহারা অপ্রাকৃত ভোগ করেণ অতএব ইন্দ্রিয়াদিরহিত হইয়া মুক্তের ভোগ কিরূপে সংগত হয় তাহার উত্তর এই।। **ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ** ।।৫।। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মুক্ত সকল অবস্থিতি এবং ভোগাদি করেণ জৈমিনিও কহিয়াছেন জেহেতু বেদে কহেন জে মুক্তের অবস্থিতি ব্রহ্মে হয় আর এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপকে দেখেন আর সুনেন ।।৫।। **চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ** ।।৬।। জীব অল্পজ্ঞাতা ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞাতা ইহার অল্প শব্দ আর [১৬২] সর্ব্ব শব্দ দুই শব্দকে ত্যাগ দিলে জ্ঞাতা মাত্র থাকে অতএব জ্ঞানমাত্রের দ্বারা জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয় ঐ ঔড়ুলোমির মত ।।৬।। **এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ** ।।৭।। এই ঔড়ুলোমির মত পূর্ব্বোক্ত জৈমিনির মতের সহিত বিরোধ নাই ব্যাস কহিতেছেন জেহেতু জৈমিনিও মুক্ত জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিয়া কহিয়াছেন ।।৭।। মুক্ত ব্যক্তিরা জে ভোগ করেণ সে ভোগ লৌকিক সাধনের অপেক্ষা রাখে অতএব মুক্তেরা ভোগেতে লৌকিক সাধনের সাপেক্ষ হয়েন এমত নহে ।। **সংকল্পাদেব তু তৎশ্রুতেঃ** ।।৮।। কেবল সংকল্পের দ্বারাতেই মুক্তের ভোগাদি হয় বহিঃ-সাধনের অপেক্ষা থাকে না জেহেতু বেদে কহিয়াছেন জে সংকল্প মাত্র জ্ঞানীর পিতৃলোক উত্থান করেন ।।৮।। **অতএব চানন্যাধিপতিঃ** ।।৯।। মুক্তের ইন্দ্রিয়াদি নাই কেবল সংকল্পের দ্বারা

সকল সিদ্ধ হয় অতএব তাহাদের আত্মা ব্যাতিরেকে অন্য অধিপতি নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠাতা জে সকল দেবতা তাঁহারা মুক্তের অধিপতি না হয়েন ।।৯।। মুক্ত হইলে পরে দেহ থাকে কি না ইহার বিচার করিতেছেন।। **অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবং** ।।১০।। বাদরি কহিয়াছেন জে মুক্ত হইলে পর দেহাদির অভাব হয় এই মত নৈয়ায়িকের মতের সহিত [১৬৩] ঐক্য হয় জেহেতু ন্যায়মতে কহেন জে ছয় ইন্দ্রিয় আর রূপাদি ইন্দ্রিয়বিষয় ছয় এবং ছয় রূপাদি বিষয়ের জ্ঞান আর সুখ দুঃখ আর শরীর এই একুইশপ্র .ার সামগ্রী মুক্তি হইলে নিবৃত্তিকে পায় ।।১০।। **ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ** ।।১১।। মুক্ত হইলেও দেহ থাকে এই জৈমিনির মত জেহেতু বেদে বিকল্প করিয়া মুক্তের অবস্থা কহিয়াছেন তথাহি মুক্ত ব্যক্তি এক হয়েন তিন হয়েন মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে দৃষ্টি এবং শ্রবণ করেণ জ্যোতিস্বরূপে এবং চিৎস্বরূপে অথবা অচিৎস্বরূপে নিত্যস্বরূপে অথবা অনিত্যস্বরূপে থাকেন এবং আনন্দবিশিষ্ট হয়েন ।।১১।। **দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ** ।।১২।। বেদে কোন স্থানে কহিয়াছেন জে মুক্তের দেহ থাকে কোথাও কহেন দেহ থাকে নাই এই বিকল্প শ্রবণের দ্বারা বাদরায়ণ কহিয়াছেন জে মুক্ত হইলে দেহ থাকে এবং দেহ না থাকে উভয় প্রকার মুক্তের ইচ্ছামতে হয় জেমত এক শ্রুতি দ্বাদশাহ শব্দ যজ্ঞকে কহেন অন্য শ্রুতি দিনসমূহকে কহেন ।।১২।। **তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ** ।।১৩।। স্বপ্নে জেমন শরীর না থাকিলে পরেও জীব সকল ভোগ করে সেই মত শরীর না থাকিলেও মুক্ত ব্যক্তির ভোগ সিদ্ধ হয় ।।১৩।। **ভাবে জাগ্রদ্বৎ** ।।১৪।। মুক্ত লোক দেহবিশিষ্ট [১৬৪] জখন হয়েন তখন জাগ্রৎ ব্যক্তি জেমন বিষয় ভোগ করে সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেণ ।।১৪।। মুক্ত ব্যক্তির ঈশ্বর হইতে কোন বিশেষ নাই এমত নহে।। **প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি** ।।১৫।। প্রদীপের জেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয় স্বরূপের দ্বারা হয় না সেইরূপ মুক্তাদিগের প্রকাশরূপে সর্ব্বত্র আবেশ অর্থাৎ ব্যাপ্তি হয় ঈশ্বরের প্রকাশ এবং স্বরূপ উভয়ের দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হয় এই বিশেষ শ্রুতি দেখাইতেছেন ।।১৫।। বেদে কহিতেছেন স্বর্গেতে কোন ভয় নাই অতএব স্বর্গসুখে আর মুক্তিসুখে কোন বিশেষ নাই এমত নহে।। **স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ্যমাবিষ্কৃতং হি** ।।১৬।। আপনাতে লয়কে পাওয়া অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আর আপনাতে মিলিত হওয়া অর্থাৎ মোক্ষসময়ে দুঃখরহিত জে সুখ তাহার প্রাপ্তি হয় আর স্বর্গের সুখ দুঃখমিশ্রিত হয় অতএব মুক্তিতে আর স্বর্গেতে বিশেষ আছে জেহেতু এইরূপ বেদেতে প্রকট করিয়াছেন ।।১৬।। বেদে কহেন মুক্ত সকল কামনা পাইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন আর মনের দ্বারা জগৎ দেখেন এবং বিহার করেন অতএব ঈশ্বরের ন্যায় সংকল্পের দ্বারা মুক্তসকল জগতের কর্ত্তা হয়েন এমত নহে।। **জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ** ।।১৭।। নারদাদি [১৬৫] মুক্তসকলের ইচ্ছার দ্বারা শরীর ধারণা হইয়াও জগতের কর্তৃত্ব নাই কেবল ঈশ্বরের উপাসনা মাত্র জেহেতু বেদে সৃষ্টিপ্রকরণে কহিয়াছেন জে কেবল ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন আর ঈশ্বরের সমুদায় শক্তির সন্নিধান মুক্তসকলেতে নাই এবং মুক্তাদিগের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাও নাই ।।১৭।। **প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ** ।।১৮।। বেদে কহেন মুক্তকে সকল দেবতা পূজা দেন আর মুক্ত স্বর্গের রাজা হয়েন এই প্রত্যক্ষ শ্রুতির উপদেশের দ্বারা মুক্তসকলের সমুদায় ঐশ্বর্য্য আছে এমত বোধ হয় অতএব মুক্ত ব্যক্তিরা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন। এমত নহে জেহেতু আধিকারিক অর্থাৎ জীব তাহার মণ্ডলে অর্থাৎ হৃদয়ে স্থিত জে পরমাত্মা তাঁহার সৃষ্টির নিমিত্ত মায়াকে অবলম্বন করা আর সগুণ হইয়া সৃষ্টি করা ইহার উক্তি বেদে আছে মুক্তাদিগের মায়াসম্বন্ধ নাই জেহেতু তাঁহাদের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা নাই ।।১৮।। ঈশ্বর কেবল সগুণ হয়েন অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তৃত্বগুণবিশিষ্ট হয়েন নির্গুণ না হয়েন এমত নহে।। **বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহ** ।।১৯।। সৃষ্ট্যাদি বিকারে না থাকেন এমত নির্গুণ ঈশ্বরের স্বরূপ হয় এইরূপ সগুণ নির্গুণ উপাসকের ক্রমেতে

ঈশ্বরের সগুণ নির্গুণ স্বরূপেতে স্থিতি অর্থাৎ প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রে এই[১৬৬]রূপ কহিয়াছেন ।।১৯।। **দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে** ।।২০।। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি এই দুই এই সগুণ নির্গুণ স্বরূপ এবং মুক্তদের ঈশ্বরেতে স্থিতি অনেক স্থানে দেখাইতেছেন ।।২০।। **ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ** ।।২১।। বেদে কহিতেছেন জে মুক্ত জীব-সকল এইরূপ আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জন্ম মরণ এবং বৃদ্ধি হ্রাস হইতে রহিত হয়েন এবং যথেষ্টাচার ভোগাদি করেণ অতএব ভোগমাত্রেতে মুক্তের ঈশ্বরের সহিত সাম্য হয় সৃষ্টি-কর্তৃত্বে সাম্য নহে জেহেতু জগত্ করিবার সংকল্প তাহাদের নাই আর জগতের কর্তা হইবার জন্যে ঈশ্বরের উপাসনা করেণ নাই ।।২১।। মুক্তদিগের পুনরাবৃত্তি নাই তাহাই স্পষ্ট কহিতেছেন।। **অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ** ।।২২।। বেদে কহেন জে মুক্তের পুনরাবৃত্তি নাই অতএব বেদে শব্দ দ্বারা মুক্ত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি নাই এমত নিশ্চয় হইতেছে সূত্রের পুনরুক্তি শাস্ত্রসমাপ্তির জ্ঞাপক হয ।।২২।।

ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধানমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্তজয়াখ্যব্রহ্মসূত্রস্য বিবরণং সমাপ্তং সমাপ্তোয়ং বেদান্তগ্রন্থঃ।।—

বেদান্তসার

AN APOLOGY FOR THE PRESENT SYSTEM OF HINDOO WORSHIP.

WRITTEN IN THE BENGALEE LANGUAGE, AND ACCOMPANIED BY AN ENGLISH TRANSLATION

Calcutta

Printed by A G Balfour, at the Government Gazette Press, No 1. Mission Row

1817

ওঁ তৎ সৎ। বেদান্তসারঃ। সমুদায় বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে ইহার উল্লেখ বেদান্তের প্রথম সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাস করিয়া শ্রুতি এবং শ্রুতিসম্মত বিচারের দ্বারা দেখিলেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ কোনো মতে জানিতে পারা যায় না অর্থাৎ ব্রহ্ম কি আর কেমন এমত নিদর্শন হইতে পারে না যেহেতু শ্রুতিতে কহিতেছেন। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। মুণ্ডক। অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অস্থূলমনণু। বৃহদারণ্যক। অবাঙ্‌মনসগোচরং। অশব্দং অস্পর্শং। কঠবল্লী। চক্ষুর দ্বারা কিম্বা চক্ষু ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা অথবা তপের দ্বারা কিম্বা শুভ কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম কি পদার্থ হয়েন তাহা জানা যায় না। ব্রহ্ম কাহার দৃষ্ট নহেন অথচ সকলকে দেখেন শ্রুত নহেন অথচ সকল শুনেন। ব্রহ্ম স্থূল নহেন সূক্ষ্ম নহেন। বাক্য আর মনের অগোচর হয়েন। শব্দাতীত এবং স্পর্শাতীত হয়েন।। অতএব বেদব্যাস দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনের প্রয়াস না করিয়া তটস্থরূপে তাঁহার নিরূপণ করিতেছেন অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর দ্বারা জানাইতেছেন যেমন সূর্য্যকে দিবসের নির্ণয়কর্ত্তা করিয়া নিরূপণ করা যায়। জন্মাদ্যস্য যতঃ।২। সূত্র।১। পাদঃ।১।। অধ্যায়ঃ। এই জগতের জন্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তেঁহো ব্রহ্ম হয়েন। নানাবিধ আশ্চর্য্যান্বিত জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং নাশ দেখা যাইতেছে অতএব ইহার যে কর্ত্তা তাঁহাকে ব্রহ্ম শব্দে কহি যেমন ঘট দেখিয়া কুম্ভকারের নির্ণয় করা যাইতেছে। শ্রুতিসকলো এইরূপ তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে বর্ণন করেন।। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। তৈত্তিরীয়।। যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্যৈতৎ কর্ম্ম। কৌষীতকী। যাহা হইতে এই সকল জগৎ উৎপন্ন হইতেছে তেঁহো ব্রহ্ম। যে এই সকল পুরুষের কর্ত্তা আর যাহার জগৎ কার্য্য হয় তেঁহো ব্রহ্ম।। বেদে কহেন।। বাচা বিরূপনিত্যয়া। নিত্যবাক্য বেদে হয়েন। ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বেদকে স্বতন্ত্র নিত্য কহিতে পারি না কারণ এই যে শ্রুতিতে বেদের জন্ম পুনর্বার শুনা যাইতেছে। ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ঋক্‌সকল আর সামসকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এবং বেদান্তের তৃতীয় সূত্রে বেদের কারণ ব্রহ্মকে কহিয়াছেন। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।। ৩।।১।।১।। শাস্ত্র যে বেদ তাহারো কারণ ব্রহ্ম হয়েন অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ম।। বেদে কহেন। আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। ছান্দোগ্য। আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা আকাশ জগৎকারণ না হয় যেহেতু শ্রুতিতে কহিতেছেন। এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ।। ১৪ ।। ৪ ।। ১ ।। সকলের কারণ ব্রহ্ম হয়েন অতএব শ্রুতির পরস্পর বিরোধ হয় না যেহেতু আকাশাদির কারণ ব্রহ্মকে সকল বেদে কহিয়াছেন। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি।। শ্রু।। এই সকল সংসার প্রাণেতে লয়কে পায়।। এই শ্রুতি দ্বারা প্রাণবায়ুকে জগতের কর্ত্তা কহিতে পারি না যেহেতু বেদে কহেন। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।। ব্রহ্ম হইতে প্রাণ আর মন আর সকল ইন্দ্রিয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি আর পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছেন।। ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ।। ৮ ।। ২ ।। ১ ।। ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হইতেছেন প্রাণ প্রতিপাদ্য হয়েন না যেহেতু প্রাণ উপদেশ শ্রুতির পরে ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্ম নিষ্পন্ন হয়েন এমত বেদে উপদেশ আছে।। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। মুণ্ডক। যাবৎ সকল জ্যোতির জ্যোতি জগতের কর্ত্তা। এ শ্রুতি দ্বারা কোনো জ্যোতির্বিশেষকে জগতের কারণ কহিতে পারি না যেহেতু বেদে কহেন। তমেব ভান্তমনুভাতি। মু। সকল তেজস্মান্ সেই প্রকাশবিশিষ্ট ব্রহ্মের অনুকরণ করিতেছেন।। অনুকৃতেস্তস্য চ।। ২২ ।। ৩ ।। ১ ।। বেদে

কহেন যে ব্রহ্মের পশ্চাৎ সূর্য্যাদি দীপ্ত হয়েন অতএব ব্রহ্মই জ্যোতি শব্দের প্রতিপাদ্য হয়েন আর সেই ব্রহ্মের তেজের দ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয়।। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। ঋক্‌। আদ্যন্তরহিত নিত্যস্বরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবকে জানিলে মৃত্যুহস্ত হইতে উদ্ধার পায়। শ্রুতি। স্বভাব এব সমুত্তিষ্ঠতে। স্বভাব স্বয়ং প্রকাশ পায়। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা স্বভাবকে স্বতন্ত্র জগতের কর্ত্তা কহা যায় না যেহেতু বেদে কহেন। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ। কঠ। আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তমেবৈকং জানথ। মু। সেই আত্মাকে কেবল জান। ঈক্ষতের্নাশব্দং।। ৫ ।। ১ ।। ১ ।। শব্দে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের জগৎকারণত্ব কহেন না। যেহেতু সৃষ্টির সঙ্কল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা করে সে চৈতন্য ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় স্বভাবের ধর্ম্ম চৈতন্য নহে যেহেতু স্বভাব জড় হয় অতএব স্বভাব স্বতন্ত্র জগৎকারণ না হয়।। সৌম্যৈষোঽণিম্নঃ। হে সৌম্য জগৎকারণ অতি সূক্ষ্ম হয়েন। ইহার দ্বারা পরমাণুর জগৎকর্তৃত্ব হয় না যেহেতু পরমাণু অচৈতন্য আর পূর্ব্বলিখিত সূত্রের দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে অচৈতন্য হইতে এতাদৃশ জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না।। জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা। ঋ। পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় রূপেতে জীব বিরাজ করেন। গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। কঠ। ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে জীব এবং পরমাত্মা প্রবেশ করেন। এ সকল শ্রুতি দ্বারা জীব স্বতন্ত্র কারণ এবং অন্তর্যামী না হয়েন যেহেতু বেদে কহিতেছেন য আত্মনি তিষ্ঠন্‌।। মাধ্যন্দিন। যে ব্রহ্ম জীবেতে অন্তর্যামিরূপে বাস করেন। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি। এই জীব ব্রহ্মসুখকে পাইয়া আনন্দযুক্ত হয়েন। উভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে।। ২০ ।। ২ ।। ১ ।। জীব অন্তর্যামী না হয়েন যেহেতু কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন উভয়ে ব্রহ্ম হইতে জীবকে উপাধি অবস্থাতে ভেদ করিয়া কহিয়াছেন।। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ।। বৃ।। যিনি পৃথিবীতে থাকেন এবং পৃথিবী হইতে অন্তর অথচ পৃথিবী যাঁহাকে জানেন না এই শ্রুতি দ্বারা পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে পৃথিবীর অন্তর্যামী কহিতে পারি না। যেহেতু বেদে কহিতেছেন। এষোঽন্তর্যাম্যমৃতঃ। বৃ। এই আত্মা অন্তর্যামী এবং অমৃত হয়েন। অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ।। ১৮ ।। ২ ।। ১ ।। বেদে অধিদৈবাদি বাক্যসকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামী হয়েন যেহেতু অন্তর্যামীর অমৃতাদি বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি।। অসৌ বা আদিত্যঃ।। ইত্যাদি অনেক শ্রুতি সূর্য্যের মাহাত্ম্য কহেন ইহার দ্বারা সূর্য্যকে জগৎকারণ কহিতে পারি না যেহেতু শ্রুতিতে কহেন। য আদিত্যে তিষ্ঠন্‌ আদিত্যাদন্তরঃ।। বৃ।। যিনি সূর্য্যেতে অন্তর্যামিরূপে থাকেন তিনি সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।। ২১ ।। ১ ।। ১ ।। সূর্য্যান্তর্যামী পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন যেহেতু সূর্য্যের সহিত সূর্য্যান্তর্যামীর ভেদকথন বেদে আছে।। এইরূপ নানা দেবতার জগৎকর্তৃত্ব করিয়া স্থানে২ বেদে বর্ণন আছে ইহাতে তাঁহাদের সাক্ষাৎ জগৎকারণত্ব না হয় যেহেতু বেদে পুনঃ২ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি। সকল বেদে এককে কহেন অতএব এক ভিন্ন অনেক কর্ত্তা হইলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় আর বেদে কহেন যে। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।। কঠ।। ব্রহ্ম এক দ্বিতীয়রহিত হয়েন। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা। বৃ। ব্রহ্ম বিনা আর কেহ ঈক্ষণকর্ত্তা না হয়। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। বৃ। সংসারে ব্রহ্ম বিনা অপর কেহ নাই। তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম। ছা। নাম রূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। নামরূপে ব্যাকরবাণি। ছা। যাবৎ নাম রূপের জন্যতা হয়। এইরূপ ভূরি শ্রুতি দ্বারা যে কেহ নামরূপবিশিষ্ট তাহার নিত্যতা এবং জগৎকর্তৃত্ব না হয় এমত প্রমাণ হইতেছে বেদেতে নানা দেবতাকে এবং অন্ন মন আকাশ চতুষ্পাদ দাস কিতব ইত্যাদির স্থানে২ ব্রহ্মকথন দেখিতেছি শ্রুতি। চতুষ্পাৎ ক্কচিৎ ক্কচিৎ ষোড়শকলঃ। ঋ। কোথায় ব্রহ্ম চতুষ্পাদ কোথায় ষোড়শকলা হয়েন। মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত। মন ব্রহ্ম হয়েন এই উপাসনা করিবেক। কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম। বৃ। ব্রহ্ম সুখস্বরূপ

এবং খস্বরূপ হয়েন। ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্ম কিতবাঃ। আথর্ব্ব। ব্রহ্ম দাসসকল এবং কিতবসকল হয়েন। এবং ব্রহ্মকে জগৎস্বরূপে রূপক করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ। ইত্যাদি মুণ্ডক। অগ্নি ব্রহ্মের মস্তক আর দুই চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য হয়েন। আর হৃদয়ের ক্ষুদ্রাকাশ করিয়া ব্রহ্মকে বর্ণন করিয়াছেন। দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ। ছা। অণীয়ান্ ব্রীহের্যবাদ্বা। ছা। ব্রীহি এবং যব হইতেও ব্রহ্ম ক্ষুদ্র হয়েন। এই সকল নানা রূপে এবং নানা নামে কহিবাতে এ সকল বস্তু স্বতন্ত্র ব্রহ্ম না হয়েন। অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ।। ৩৮ ।। ২ ।। ৩ ।। বেদে কহেন ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত হয়েন ঐ সকল শ্রুতি হইতে যাহাতে ব্রহ্মের ব্যাপকত্ব বর্ণন আছে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব প্রতিপাদ্য হইতেছে। শ্রুতি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং। ছা। যাবৎ সংসার ব্রহ্মময় হয়েন। সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ। ছা। ব্রহ্ম সকল গন্ধ এবং সকল রস হয়েন অতএব নানা বস্তুকে এবং নানা দেবতাকে ব্রহ্মত্ব আরোপণ করিয়া ব্রহ্ম কহিবাতে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন হয় নানা বস্তুর স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না সকল দেবতার এবং সকল বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় এবং এই জগতের স্রষ্টা অনেককে মানিতে হয় ইহা বুদ্ধির এবং বেদের বিরুদ্ধ মত হয়। ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।। ১১ ।। ২ ।। ৩ ।। দেহ এবং দেহের আধেয় এই দুই হইতে ভিন্ন যে পরব্রহ্ম তেঁহো নানাপ্রকার হয়েন না যেহেতু বেদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে নির্বিশেষ করিয়া এক কহিয়াছেন। শ্রুতি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। আহ হি তন্মাত্রং।। ১৬ ।। ২ ।। ৩ ।। বেদে চৈতন্যমাত্র করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন। অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। বৃ। এই আত্মা অন্তর্বাহিঃ কেবল চৈতন্যময় হয়েন। দর্শয়তি চাথো অপি চ স্মর্য্যতে।। ১৭ ।। ২ ।। ৩ ।। বেদে ব্রহ্মকে সবিশেষ করিয়া কহিয়া পশ্চাৎ অথ শব্দ অবধি আরম্ভ করিয়া কহিয়াছেন। নেতি নেতি।। বৃ।। যে যাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি সে বাস্তবিক না হয় ব্রহ্ম কোনমতে সবিশেষ হইতে পারেন না এবং স্মৃতিতেও এইরূপ কহিয়াছেন। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ।।১৪।।২।।৩।। ব্রহ্ম নিশ্চয় রূপবিশিষ্ট না হয়েন যেহেতু সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্গুণত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। তৎ সদাসীৎ। ছা। শ্রুতি। অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। ইত্যাদি। ব্রহ্মের পা নাই অথচ গমন করেন হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন চক্ষু নাই অথচ দেখেন কর্ণ নাই অথচ শুনেন। শ্রুতি। ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা। আত্মার কেহ জনক নাই। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। আত্মা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন। অস্থূলমনণু। ব্রহ্ম স্থূল নহেন সূক্ষ্ম নহেন। যদি কহ ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী করিয়া এই সকল নানাপ্রকার পরস্পর বিপরীত বিশেষণের দ্বারা কিরূপে কহা যায়। তাহার উত্তর। আত্মনি চৈবং বিচিত্রা হি।।২৮।।১।।২।। আত্মাতে সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র শক্তি আছে। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্বেতাশ্বতর। এতাবানস্য মহিমা। ছা। এইরূপ ব্রহ্মের মহিমা জানিবে অর্থাৎ যাহা অন্যের অসাধ্য হয় তাহা পরমাত্মার অসাধ্য হয় এমত নহে বস্তুত পরমাত্মা অচিন্তনীয় সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন।। আর দেবতারা স্থানে২ আপনাকে জগতের কারণ এবং উপাস্য করিয়া কহিয়াছেন সে আপনাতে ব্রহ্মের আরোপণ করিয়া কহা মাত্র। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ।। ৩০ ।। ১ ।। ১ ।। ইন্দ্র আপনাকে উপাস্য করিয়া উপদেশ করেন সে আপনাতে ব্রহ্মের আরোপণ করিয়া কহিয়াছেন স্বতন্ত্ররূপে কহেন নাই যেমন বামদেব দেবতা না হইয়া ব্রহ্মাভিমানী হইয়া আপনাকে জগতের কর্ত্তা করিয়া কহিয়াছেন। বামদেবশ্রুতিঃ। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। বৃ। বামদেব আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে কহিতেছেন আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি। এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে ব্রহ্মের আরোপণ করিয়া ব্রহ্মরূপে আপনাকে চিন্তন এবং বর্ণন করিবার অধিকার রাখেন। শ্রুতি। তত্ত্বমসি। সেই পরমাত্মা তুমি হও। ত্বম্বা অহমস্মি। ইত্যাদি তুমি হে ভগবান্ আমি হই। স্মৃতি। অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি

নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ।। আমি অন্য নহি দেবস্বরূপ হই সাক্ষাৎ শোকরহিত ব্রহ্ম আমি হই। সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্য মুক্ত আমি হই। ইত্যাদি বাক্যের অধিকারী সকলেই হয়েন এ নিমিত্তে তাহারদিগ্যে জগতের স্বতন্ত্র কারণ এবং উপাস্য করিয়া স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার হয় এবং উপাদানকারণ হয়েন যেমন সত্য রজ্জুতে যখন ভ্রম দ্বারা সর্প জ্ঞান হয় তখন সেই মিথ্যা সর্পের উপাদানকারণ সেই রজ্জু হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই রজ্জুকে সর্পাকারে দেখা যায় আর যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদানকারণ হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার ঘটাকারে প্রত্যক্ষ হয়। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ।। ২৩ ।।৪ ।।১ ।। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ হযেন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ হয়েন যেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয় আর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে এক মৃৎপিণ্ড জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার জ্ঞান হয় এ দৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধ হয় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর ব্রহ্ম ঈক্ষণের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন অতএব এই শ্রুতিসকলের অনুরোধে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ হয়েন। শ্রুতি। সোহকাময়ত বহু স্যাং। ব্রহ্ম চাহিলেন আমি অনেক হই। ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ব্রহ্ম আত্মসঙ্কল্পের দ্বারা আপনি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত নাম রূপের আশ্রয় হইতেছেন যেমন মরীচিকা অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের রশ্মিতে যে জল দেখা যায় সেই জলের আশ্রয় সূর্য্যের রশ্মি হয় বস্তুত সে মিথ্যা জল সত্যরূপ তেজকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় দেখায় সেইরূপ মিথ্যা নামরূপময় জগৎ ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশ পায়। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং। শ্রুতি। নাম আর রূপ যাহা দেখহ সে সকল কথন মাত্র বস্তুত ব্রহ্ম সত্য হয়েন অতএব নশ্বর নাম রূপের কোনো মতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।। কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। কৃষ্ণই পরম দেবতা হয়েন তাঁহার ধ্যান করিবেক। ত্র্যম্বকং যজামহে। মহাদেবের উদ্দেশে আমরা যজন করি। আদিত্যমুপাস্ম। আদিত্যকে উপাসনা করি। পুনর্ব্বরুণং পিতরমুপাসন। পুনর্ব্বার পিতৃরূপ বরুণকে উপাসনা করিলাম। ওমামায়ুরমৃতমুপাস্ব। বায়ুবচন। সেই আয়ু আর অমৃতস্বরূপ আমাকে উপাসনা কর। তমেব প্রাদেশমাত্রং বৈশ্বানরমুপাস্তে। সেই প্রাদেশ অর্থাৎ বিগৎপ্রমাণ অগ্নির উপাসনা যে করে। মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত। মন ব্রহ্ম হয়েন তাহার উপাসনা করিবেক। উদ্গীথমুপাসীত। উদ্গীথের উপাসনা করিবেক। ইত্যাদি নানা দেবতার এবং নানা বস্তুর উপাসনার প্রয়োগের দ্বারা এই সকল উপাসনা মুখ্য না হয় ইহার তাৎপর্য্য এই ব্রহ্মোপাসনাতে যাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই তাঁহাদের নানা উপাসনাতে অধিকার হয় যেহেতু ব্রহ্মসূত্রে এবং বেদে কহিতেছেন। ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।। ৭ ।।১ ।।৩ ।। শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া কহিয়াছেন সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয় এই তাৎপর্য্য মাত্র যেহেতু যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে ইহার কারণ এই যে শ্রুতিতে এইরূপ কহিতেছেন। যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোহসাবন্যোহহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাং।। বৃ।। যে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য উপাসকরূপে হই সে অজ্ঞান দেবতাদের পশু মাত্র হয়। সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়শ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ।।১।।৩।।৩।। সকল বেদের নির্ণয়রূপ যে উপাসনা সে এক হয় যেহেতু বেদে এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে আর ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দের ভেদ নাই। আত্মেত্যেবোপাসীত।। বৃ।। কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। কঠ। সেই যে আত্মা কেবল তাহাকে জান অন্য বাক্য ত্যাগ করহ। দর্শনাচ্চ।। ৬৬ ।।৩ ।।৩ ।। বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে ব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেক অন্যোপাসনা করিবেক না। শ্রুতি। আত্মৈবেদং নিত্যদোপাসনং স্যাৎ নানাৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসীত ধীরঃ। এই

যে আত্মা কেবল তাহার উপাসনা করিবেক কোন অন্য বস্তুর উপাসনা জ্ঞানবান্ লোকের কর্ত্তব্য না হয়।। আর বেদান্ত দৃষ্ট হইতেছে। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।। ২৬ ।।৩ ।।১ ।। মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদের উপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়। তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এতদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং।। শ্রু।। দেবতাদের মধ্যে ঋষিদের মধ্যে মনুষ্যদের মধ্যে যে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট হয়েন তেঁহো ব্রহ্ম হয়েন। অতএব ব্রহ্মের উপাসনায় মনুষ্যের এবং দেবতাদের তুল্যাধিকার হয়। বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসক মনুষ্য যে সে দেবতার পূজ্য হয়েন এমত শ্রুতিতে কহিতেছেন। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি। ছা। সকল দেবতা ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্টের পূজা করেন। সেই ব্রহ্মের উপাসনা কিরূপে করিবেক তাহার বিবরণ কহিতেছেন।। শ্রুতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিবেক শ্রবণ করিবেক এবং চিন্তন করিবেক এবং ধ্যান করিতে ইচ্ছা করিবেক।। সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ।। ৪৭ ।।৪ ।।৩ ।। ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ধ্যান করিবার ইচ্ছা এই তিন ব্রহ্মদর্শনের অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সহায় হয় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিধির অন্তঃপাতীয় বিধি হয় অতএব শ্রবণ মননাদি অবশ্য জ্ঞানীর কর্ত্তব্য তৃতীয় বিধি অর্থাৎ ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হয় তাবৎ কর্ত্তব্য যেমন দর্শযাগের অন্তঃপাতীয় অগ্ন্যাধান বিধি হয় পৃথক্ নহে। ব্রহ্মের শ্রবণ কর্ত্তব্য অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের শ্রবণ কর্ত্তব্য হয়। মনন অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যার্থের চিন্তা করা। নিদিধ্যাসন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা করা। অর্থাৎ ঘটপটাদি যে ব্রহ্মের সত্তা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই সত্তাতে চিত্তনিবেশ করিবার ইচ্ছা করা পশ্চাৎ অভ্যাস দ্বারা সেই সত্তাকে সাক্ষাৎকার করিবেক।। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।। ১ ।।১ ।।৪ ।। সাধনেতে আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস পুনঃ২ কর্ত্তব্য হয় যেহেতু শ্রবণাদির উপদেশ বেদে পুনঃ২ দেখিতেছি।। আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টং।। ১২ ।।১ ।।৪ ।। মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপাসনা করিবেক জীবন্মুক্ত হইলে পরেও আত্মার উপাসনা ত্যাগ করিবেক না। যেহেতু বেদে এইরূপ দেখিতেছি।। শ্রুতি। সর্ব্বদৈবমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ।। মুক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আত্মার উপাসনা করিবেক।। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতে।। জীবন্মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক।। শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষ্যামবশ্যমনুষ্ঠেয়ত্বাৎ।। ২৭ ।।৪ ।।৩ ।। জ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া শমদমাদের বিধান বেদে আছে। অতএব শমদমাদের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য এই হেতু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরেও শমদমাদিবিশিষ্ট থাকিবেক। শম। মনের নিগ্রহ। দম। বাহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। অর্থাৎ মনের এবং বহিরিন্দ্রিয়ের বশে থাকিবেক না বরঞ্চ মন এবং ইন্দ্রিয়কে আপন বশে রাখিবেক। আদি শব্দে বিবেক আর বৈরাগ্যাদি। বিবেক ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার। বৈরাগ্য বিষয় হইতে প্রীতিত্যাগ। অতএব ব্রহ্ম উপাসক শমদমাদিতে যত্ন করিবেক।

ব্রহ্মোপাসনা যেমন মুক্তি ফল দেন সেইরূপ অন্য সকল ফল প্রদান করেন।। পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ।।১।।৪।।৩।। আত্মবিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বেদে কহিতেছেন ব্যাসের এই মত।। শ্রুতি। আত্মানং চিন্তয়েৎ ভূতিকামঃ। ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি। শ্রু।। ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষিত আত্মার উপাসনা করিবেক। যে ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট সে ব্রহ্মস্বরূপ হয়।। সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। ছা।। ব্রহ্মজ্ঞানীর সংকল্পমাত্র পিতৃলোক উত্থান করেন।। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি। তৈ।। ব্রহ্মজ্ঞানীকে সকল দেবতারা পূজা করেন।। ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে। ছা।। ব্রহ্মজ্ঞানীর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম কদাপি নাই। যতির যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সেইরূপ উত্তম গৃহস্থেরো অধিকার হয়। কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ।। ৪৮ ।।৪ ।।৩ ।। সকল কর্ম্মে এবং সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত দর্শন শ্রবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার

করিতে হইবেক যেহেতু বেদে কহেন শ্রদ্ধাধিক্য হইলে সকল উত্তম গৃহস্থ দেবতা যতি তুল্য হয়েন।। শ্রদ্ধাধিক্যাত্তু কৃৎস্না হ্যেব গৃহিণো দেবাঃ কৃৎস্না হ্যেব যতয়ঃ। ছা।। স্ব স্ব বর্ণ এবং আশ্রমের আচারের অনুষ্ঠান যদি ব্রহ্মোপাসক করেন তবে উত্তম হয়। না করিলে পাপ নাই ।। সর্ব্বাপেক্ষা যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ।।২৬।।৪।।৩।। জ্ঞানের পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বকর্ম্মের অপেক্ষা থাকে যেহেতু বেদে যজ্ঞাদিকে চিত্তশুদ্ধির সাধন করিয়া কহিয়াছেন যেমন গৃহপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত অশ্বের অপেক্ষা করে সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে ।। অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ।।৩৬।।৪।।৩।। অন্তরা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এমৎ বেদে দেখিতেছি। তুল্যন্তু দর্শনং ।।৯।।৪।।৩।। কোন২ জ্ঞানীর যেমন কর্ম্ম এবং জ্ঞান দুয়ের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছে সেই মত কোন কোন জ্ঞানীর কর্ম্ম ত্যাগ দেখা যায় উভয়ের প্রমাণ পরের দুই শ্রুতিতে পাওয়া যাইতেছে ।। জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে। বৃ ।। জনক জ্ঞানী বহু দক্ষিণা দিয়া যাগ করিয়াছেন ।। বিদ্বাংসোহগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে ।। জ্ঞানবান্ সকল অগ্নিহোত্র সেবা করেন নাই। যদ্যপি ব্রহ্মোপাসকের বর্ণাশ্রমকর্ম্মানুষ্ঠানে এবং তাহার ত্যাগে দুইয়েতেই সামর্থ্য আছে তত্রাপি ।।অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ।।৩৯।।৪।।৩।। অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়েন যেহেতু আশ্রমবিশিষ্ট জ্ঞানীর শীঘ্র ব্রহ্মাবিদ্যাতে উপলব্ধি হয় বেদে কহিয়াছেন। যদ্যপিও বেদে কহেন ।। এবংবিন্নিখিলং ভক্ষয়ীত। ছা। ব্রহ্মজ্ঞানী সমুদায় বস্তু খাইবেন অর্থাৎ কি অন্ন কাহার অন্ন এমৎ বিচার করিবেন না তত্রাপি ।। সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ।।২৮।।৪।।৩।। সর্ব্বপ্রকার অন্নাহারের বিধি জ্ঞানীকে আপৎকালে আছে যেহেতু চাক্রায়ণ ঋষি দুর্ভিক্ষেতে হস্তিপালকের অন্ন খাইয়াছেন এমত বেদে দেখিতেছি। ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানের জন্যে কোনো তীর্থের কোনো দেশের অপেক্ষা নাই ।। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ।।১১।।১।।৪ যেখানে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক ইহাতে দেশের এবং তীর্থাদের নিয়ম নাই যেহেতু বেদে কহিতেছেন ।। শ্রুতি। চিত্তস্যৈকাগ্র্যসম্পাদকে দেশে উপাসীত ।। যে স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক।। ব্রহ্মোপাসকের উত্তরায়ণে এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে পৃথক্ ফল হয় না।। অতশ্চায়নেপি দক্ষিণে।।২০।।২।।৪।। দক্ষিণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলেও সুষুম্নার দ্বারা জীব নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।। শ্রুতি। এতমানন্দময়-মাত্মানমনুবিশ্য ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন হ্রসতে ন বর্দ্ধতে ইত্যাদি ।। জ্ঞানী এই আনন্দময় আত্মাকে পাইয়া জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়েন।। ওঁ তৎ সৎ।। অর্থাৎ স্থিতিসংহারসৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তেহোঁ সত্তামাত্র হয়েন। বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্য্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এ দুই অক্ষম হয়েন। এই বেদান্তসারের বাহুল্য এবং বিচার যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা হয় তাঁহারা বেদান্তের সংস্কৃত এবং ভাষাবিবরণে জানিবেন।

ইতি বেদান্তসারঃ সমাপ্তঃ ।।

তলবকার উপনিষৎ

ওঁ তৎ সৎ। সামবেদের তলবকার উপনিষদের ভাষাবিবরণ ভগবান্ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে করা গেল বেদেতে যে যে ব্যক্তির প্রামাণ্য জ্ঞান আছে তাঁহারা ইহাকে মান্য এবং গ্রাহ্য অবশ্যই করিবেন আর যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন তাহার সহিত সুতরাং প্রয়োজন নাই ।।

ওঁ তৎ সৎ। কেনেষিতং ইত্যাদি শ্রুতিসকল সামবেদীয় তলবকার শাখার নবমাধ্যায় হয়েন ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা কহিয়া এ অধ্যায়ে শুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব কহিতেছেন অতএব এ অধ্যায়কে উপনিষৎ অর্থাৎ বেদাশিরোভাগ কহা যায়। এ সকল শ্রুতি ব্রহ্মপর হয়েন কর্ম্মপর নহেন। শিষ্যের প্রশ্ন গুরুর উত্তর কল্পনা করিয়া এ সকল শ্রুতিতে আত্মতত্ত্ব কহিয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রশ্ন উত্তর রূপে যাহা কহা যায় তাহার অনায়াসে বোধ হয় আর দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে প্রশ্ন উত্তরের দ্বারা জানাইতেছেন যে উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল তর্কেতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ।।১।। কোন্ কর্ত্তার ইচ্ছা মাত্রের দ্বারা মন নিযুক্ত হইয়া আপনার বিষয়ের প্রতি গমন করেন অর্থাৎ আপন বিষয়ের চিন্তা করেন। আর কোন্ কর্ত্তার আজ্ঞার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান যে প্রাণ বায়ু তিনি আপন ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হয়েন। আর কার প্রেরিত হইয়া শব্দরূপে বাক্য নিঃসরণ হয়েন যে বাক্যকে লোকে কহিয়া থাকেন। আর কোন্ দীপ্তিমান্ কর্ত্তা চক্ষু ও কর্ণকে উহাদের আপন আপন বিষয়েতে নিয়োগ করেন ।।১।। শিষ্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পরে গুরু উত্তর করিতেছেন।। শোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ।।২।। তুমি যাঁহার প্রশ্ন করিতেছ তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র হয়েন এবং অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ বাক্যের বাক্য প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু হয়েন অর্থাৎ যাঁহার অধিষ্ঠানে এই সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত হয় তিনি ব্রহ্ম হয়েন। এই হেতু শ্রোত্রাদির স্বতন্ত্র চৈতন্য আছে এমৎ জ্ঞান করিবে না এইরূপে ব্রহ্মকে জানিয়া আর শ্রোত্রাদিতে আত্মভাব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানী সকল এ সংসার হইতে মৃত্যু হইলে পর মুক্ত হয়েন ।।২।। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।। ৩ ।। যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের জ্ঞানেন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়াছেন এই হেতু চক্ষুঃ তাঁহাকে দেখিতে পায়েন না বাক্য তাঁহাকে কহিতে পারেন না আর মন তাঁহাকে ভাবিতে পারেন না এবং নিশ্চয় করিতেও পারেন না অতএব শিষ্যকে কি প্রকারে ব্রহ্মের উপদেশ করিতে হয় তাহা আমরা কোন মতে জানি না। কিন্তু বেদে এক প্রকারে উপদেশ করেন যে যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে জানা যায় তাহা হইতে ভিন্ন হয়েন এবং অবিদিত হইতে অর্থাৎ ঘট পটাদি হইতে ভিন্ন হইয়া ঘট পটাদিকে যে মায়া প্রকাশ করেন সে মায়া হইতেও ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। তর্ক এবং যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানগোচর হয়েন না কিন্তু এইরূপ আচার্য্যের কথিত যে বাক্য তাহার দ্বারা এক প্রকারে তাঁহাকে জানা যায় ইহা আমরা পূর্ব্ব আচার্য্যদের মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে আচার্য্যেরা আমাদিগ্যে ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন ।।৩।। শিষ্যের পাছে অন্য কাহাকে ব্রহ্ম করিয়া বিশ্বাস হয় তাহা নিবারণের নিমিত্তে পরের পাঁচ শ্রুতি কহিতেছেন।। যদ্বাচানভ্যুদিতং

যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।। ৪ ।। যাঁহাকে বাক্য অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় এবং বর্ণ আর নানাপ্রকার পদ ইঁহারা কহিতে পারেন না আর যিনি বাক্যকে বিশেষ বিশেষ অর্থে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাঁহাকে লোকসকল উপাসনা করেন সে ব্রহ্ম নহে।। ৪ ।। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।। ৫ ।। যাঁহাকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সঙ্কল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারেন না আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীরা কহেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে।।৫ ।। যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।৬ ।। যাঁহাকে চক্ষুর্দ্বারা লোকে দেখিতে পায়েন না আর যাঁহার অধিষ্ঠানেতে লোকে চক্ষুর বৃত্তিকে অর্থাৎ ঘটপটাদি যাবদ্বস্তুকে দেখেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে।।৬ ।। যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।৭ ।। যাঁহাকে কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা কেহ শুনিতে পায়েন না আর যিনি এই কর্ণেন্দ্রিয়কে শুনিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে।।৭ ।। যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীযতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।৮ ।। যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা লোকে গন্ধের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন না আর যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তাহার বিষয়েতে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে।।৮ ।। পূর্ব্বে যে উপদেশ গুরু করিলেন তাহা হইতে পাছে শিষ্য এই জ্ঞান করে যে এই শরীরস্থিত সোপাধি যে জীব তিনি ব্রহ্ম হয়েন এই শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত গুরু কহিতেছেন।।* ।। যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং।।৯ ।। আমি অর্থাৎ এই শরীরস্থিত যে আত্মা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হই অতএব আমি সুন্দররূপে ব্রহ্মকে জানিলাম এমত যদি তুমি মনে কর তবে তুমি ব্রহ্মস্বরূপের অতি অল্প জানিলে। আপনাতে পরিচ্ছিন্ন করিয়া যে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতেছ সে কেবল অল্প হয় এমত নহে বরঞ্চ দেবতাসকলেতে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ যে জানিতেছ তাহাও অল্প হয় অতএব তুমি ব্রহ্মকে জানিলে না এই হেতু এখন ব্রহ্ম তোমার বিচার্য্য হয়েন এই প্রকার গুরুর বাক্য শুনিয়া শিষ্য বিশেষ মতে বিবেচনা করিয়া উত্তর করিতেছেন আমি বুঝি যে ব্রহ্মকে এখন আমি জানিলাম।।৯ ।। কিরূপে শিষ্য ব্রহ্মকে জানিলেন তাহা শিষ্য কহিতেছেন।। নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।।১০ ।। আমি ব্রহ্মকে সুন্দর প্রকারে জানিয়াছি এমত আমি মনে করি না আর ব্রহ্মকে আমি জানি না এরূপো আমি মনে করি না আর আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে বিশেষ মতে জানিতেছেন সে ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতেছেন পূর্ব্বোক্ত বাক্য কি তাহা কহিতেছেন ব্রহ্মকে আমি জানি না এমত মনে করি না আর ব্রহ্মকে সুন্দররূপ জানি এরূপো মনে করি না। অর্থাৎ যথার্থরূপে ব্রহ্মকে জানি না কিন্তু ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ করিয়া বেদে কহিয়াছেন ইহা জানি।।১০ ।। এখন গুরুশিষ্যসম্বাদ দ্বারা যে অর্থ নিষ্পন্ন হইল তাহা পরের শ্রুতিতে কহিতেছেন।। যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্ বিজ্ঞাতম বিজানতাং।।১১ ।। ব্রহ্ম আমার জ্ঞাত নহেন এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্মকে জানে না উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় নহেন আর উত্তম জ্ঞানবিশিষ্ট যে ব্যক্তি নহেন তাঁহার বিশ্বাস এই যে ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় হয়েন।।১১ ।। পরের শ্রুতিতে কি প্রকারে ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে তাহা কহিতেছেন।। প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে আত্মনা

বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং।।১২।। জড় যে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সে ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের দ্বারা চেতনের ন্যায় ঘটপটাদি বস্তুর জ্ঞান করিতেছে ইহাতেই সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম প্রতীত হইতেছেন এইরূপে ব্রহ্মের যে জ্ঞান সেই উত্তম জ্ঞান হয় যেহেতু এইরূপ জ্ঞান হইলে মোক্ষ হয়। আর আপনার যত্নের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানের সামর্থ্য হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়।।১২।। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ।।১৩।। যদি এই মনুষ্যদেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তবে তাহার ইহলোকে প্রার্থনীয় সুখ পরলোকে মোক্ষ দুই সত্য হয় আর এই মনুষ্যশরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়। অতএব জ্ঞানী সকল স্থাবরেতে এবং জঙ্গমেতে এক আত্মাকে ব্যাপক জানিয়া ইহলোক হইতে মৃত্যু হইলে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন ।।১৩।। ব্রহ্ম সকলের কর্ত্তা এবং দুর্জ্ঞেয় হয়েন ইহা দেখাইবার নিমিত্তে পরে এক আখ্যায়িকা অর্থাৎ এক বৃত্তান্ত কহিতেছেন।। ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ।।১৪।। ব্রহ্ম দেবতাদের নিমিত্তে নিশ্চয় জয় করিলেন অর্থাৎ দেবাসুরসংগ্রামে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত দেবতাদিগ্যে জয় দেয়াইলেন সেই ব্রহ্মের জয়েতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসকল আপন আপন মহিমাকে প্রাপ্ত হইলেন আর তাহারা মনে করিলেন যে আমাদিগেরি এ জয় আর আমাদিগেরি এ মহিমা অর্থাৎ এ জয়ের সাক্ষাৎ কর্ত্তা আর এ মহিমার সাক্ষাৎ কর্ত্তা আমরাই হই ।।১৪।। তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি।।১৫।। সেই অন্তর্যামী ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যাভিমান জানিলেন পাছে দেবতাসকল এই মিথ্যাভিমানের দ্বারা অসুরের ন্যায় নষ্ট হয়েন এই হেতু তাঁহাদিগ্যে জ্ঞান দিবার নিমিত্ত বিস্ময়ের হেতু মায়ানির্ম্মিত অদ্ভূতরূপে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহাদিগের চক্ষুর গোচর হইলেন। ইঁনি কে পূজ্য হয়েন তাহা দেবতারা জানিতে পারিলেন না।।১৫।। তে অগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতৎ যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি।।১৬।। সেই দেবতাসকল অগ্নিকে কহিলেন যে হে অগ্নি এ পূজ্য কে হয়েন ইহা তুমি বিশেষ করিয়া জান অগ্নি তথাস্তু বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন সেই পূজ্য অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ অগ্নির কর্ণগোচর এই শব্দ হইল যে তুমি কে। অগ্নি উত্তর দিলেন যে আমার নাম অগ্নি হয় আমার নাম জাতবেদ হয় অর্থাৎ আমি বিখ্যাত হই ।।১৬।। তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি।।১৭।। তখন অগ্নিকে সেই পূজ্য কহিলেন এমন বিখ্যাত যে তুমি অগ্নি তোমাতে কি সামর্থ্য আছে তাহা কহ তখন অগ্নি উত্তর দিলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কিছু বস্তু আছে সে সকলকেই দগ্ধ করিতে পারি তখন সেই পূজ্য অগ্নির সংমুখে এক তৃণ রাখিয়া কহিলেন যে এই তৃণকে তুমি দগ্ধ কর অর্থাৎ যদি এই তৃণকে তুমি দগ্ধ করিতে না পার তবে আমি দগ্ধ করিতে পারি এমত অভিমান আর করিবে না।।১৭।। তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি।।১৮।। তখন অগ্নি সেই তৃণের নিকট গিয়া আপনার তাবৎ পরাক্রমের দ্বারাতে তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না তখন অগ্নি সেই স্থান হইতে নিবর্ত্ত হইয়া দেবতাদিগ্যে কহিলেন যে এ পূজ্য কে হয়েন তাহা জানিতে পারিলাম না।।১৮।। অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি।।১৯।। পশ্চাৎ সেই সকল দেবতারা বায়ুকে কহিলেন যে হে বায়ু এ পূজ্য কে হয়েন তাহা তুমি বিশেষ করিয়া জান বায়ু তথাস্তু বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন সেই পূজ্য বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ বায়ুর কর্ণগোচর এই শব্দ হইল যে তুমি কে।

বায়ু উত্তর দিলেন যে আমার নাম বায়ু হয় আমার নাম মাতরিশ্বা হয় অর্থাৎ আমি বিখ্যাত হই।।১৯।। তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি অপীদং সর্ব্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি।।২০।। তখন বায়ুকে সেই পূজ্য কহিলেন এমন বিখ্যাত যে তুমি বায়ু তোমাতে কি সামর্থ্য আছে তাহা কহ তখন বায়ু উত্তর দিলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কিছু বস্তু আছে সে সকলকেই গ্রহণ করিতে পারি তখন সেই পূজ্য বায়ুর সম্মুখে এক তৃণ রাখিয়া কহিলেন যে এই তৃণকে তুমি গ্রহণ কর অর্থাৎ যদি এই তৃণকে গ্রহণ করিতে তুমি না পার তবে আমি গ্রহণ করিতে পারি এমত অভিমান আর করিবে না।।২০।। তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।।২১।। তখন বায়ু সেই তৃণের নিকটে গিয়া আপনার তাবৎ পরাক্রমের দ্বারাতে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না তখন বায়ু সেই স্থান হইতে নিবর্ত্ত হইয়া দেবতাদিগকে কহিলেন যে এ পূজ্য কে হয়েন তাহা জানিতে পারিলাম না।।২১।। অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্-যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে।।২২।। পশ্চাৎ সেই সকল দেবতারা ইন্দ্রকে কহিলেন যে হে ইন্দ্র এই পূজ্য কে হয়েন তাহা তুমি বিশেষ করিয়া জান ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন তখন সেই পূজ্য ইন্দ্র হইতে চক্ষুর নিমেষের ন্যায় অন্তর্দ্ধান করিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের চক্ষুগোচর আর থাকিলেন না।।২২।। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতৎ যক্ষমিতি ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি।।২৩।। ইন্দ্র ওই আকাশে সেই পূজ্যকে দেখিতে না পাইয়া নিবর্ত্ত না হইয়া তথায় থাকিলেন তখন বিদ্যারূপিণী মায়া অতিসুন্দরী উমারূপেতে ইন্দ্রকে দেখা দিলেন ইন্দ্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে এ পূজ্য এখানে ছিলেন তেঁহ কহিলেন যে ইনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মের জয়েতে তোমরা মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ।।২৩।। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।।২৪।। সেই বিদ্যার উপদেশেতেই ইনি ব্রহ্ম ইহা ইন্দ্র জানিলেন। যেহেতু অগ্নি বায়ু ইন্দ্র ইঁহারা ব্রহ্মের সমীপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর যেহেতু অতি নিকটস্থ ব্রহ্মের সহিত ইঁহাদিগের আলাপাদি দ্বারা সম্বন্ধ হইয়াছিল আর যেহেতু ইঁহারা অন্য দেবতার পূর্ব্বে ব্রহ্ম করিয়া জানিয়াছিলেন সেই হেতু অগ্নি বায়ু ইন্দ্র অন্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠের ন্যায় হইলেন কারণ এই যে বিদ্যাবাক্য হইতে ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন আর ইন্দ্র হইতে প্রথমত অগ্নি ও বায়ু ব্রহ্ম করিয়া জানিয়াছিলেন।।২৪।। তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।।২৫।। যেহেতু ইন্দ্র ব্রহ্মের অতিসমীপ গমনের দ্বারা সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর যেহেতু অগ্নি বায়ু অপেক্ষা করিয়াও উমার বাক্যতে প্রথমে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন সেই হেতু অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সকল দেবতা হইতেও ইন্দ্র শ্রেষ্ঠের ন্যায় হইলেন অর্থাৎ জ্ঞানেতে যে শ্রেষ্ঠ সেই শ্রেষ্ঠ হয়।।২৫।। তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীতি ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতং।।২৬।। সেই যে উপমারহিত ব্রহ্ম তাঁহার এই এক উপমার কথন হয় যেমন বিদ্যুতের প্রকাশের ন্যায় অর্থাৎ একেবারেই তেজের দ্বারা বিদ্যুতের ন্যায় জগতের ব্যাপক হয়েন আর অন্য উপমা কথন এই যে যেমন চক্ষুর্নিমেষ অত্যন্ত দ্রুত এবং অনায়াসে হয় সেইরূপ ব্রহ্ম সৃষ্ট্যাদি এবং তিরোধান অনায়াসে করেন এই যে উপমা তাহা দেবতাদের বিষয়ে কহিয়াছেন।।২৬।। অথাধ্যাত্মং যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাভিহৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।।২৭।। এখন মনের বিষয়ে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের তৃতীয় আদেশ এই যে এই ব্রহ্মকে যেন পাইতেছি এমৎ অভিমান মন করেন আর এই মনের দ্বারা সাধকে জ্ঞান করেন ব্রহ্মকে যেন ধ্যানগোচর করিলাম আর মনের পুনঃ পুনঃ সংকল্প অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে সাধকের পুনঃ পুনঃ

স্মরণ হয়। তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বের দুই উপমা আর পরের এই আদেশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির জ্ঞানের নিমিত্ত কহেন যেহেতু উপমাঘটিত বাক্যকে অল্পবুদ্ধিরা অনায়াসে বুঝিতে পারে নতুবা নিরুপাধি ব্রহ্মের কোনো উপমা নাই এবং মনো তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সেই যে ব্রহ্ম তিনি সকলের নিশ্চিত ভজনীয় হয়েন অতএব সর্ব্বভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারেতে তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা করে তাহাকে সকল লোক প্রার্থনা করেন।।২৭।। পূর্ব্বে উপদেশের দ্বারা সবিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আর যাহা পূর্ব্বে কহিয়াছেন তাহাতে উপনিষদের সমাপ্তি হইল কি আর কিছু অবশেষ আছে ইহা নিশ্চয় করিবার জন্যে শিষ্য কহিতেছেন।। উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষৎ ব্রাহ্মী বাব ত উপনিষদমব্রুমেতি তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনং।।২৮।। শিষ্য বলিতেছেন যে হে গুরু উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয় পরম রহস্য যে শ্রুতি তাহা আমাকে কহ গুরু উত্তর দিলেন যে উপনিষৎ তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ প্রথমত নির্ব্বিশেষ পশ্চাৎ সবিশেষ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বকে কহিলাম ব্রহ্মতত্ত্বঘটিত যে বাক্য সে উপনিষৎ হয় তাহা তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি তাহাতেই উপনিষদের সমাপ্তি হইল। তপ আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আর বেদ আর বেদের অঙ্গ অর্থাৎ ব্যাকরণ প্রভৃতি এঁহাবা সেই উপনিষদের পা হয়েন অর্থাৎ এ সকলের অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি ইহ জন্মে কিম্বা পূর্ব্বজন্মে করিয়াছে উপনিষদের অর্থ সেই ব্যক্তিতে প্রকাশ হয় আর উপনিষদের আলয় সত্য হয়েন অর্থাৎ সত্য থাকিলেই উপনিষদের অর্থস্ফূর্ত্তি থাকে।।২৮।। যো বা এতামেবং বেদ অপহত্য পাপ্নানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি।।২৯।। কেনেষিতং ইত্যাদি শ্রুতিরূপ যে উপনিষৎ তাহাকে যে ব্যক্তি অর্থত এবং শব্দত জানে সে ব্যক্তি প্রাক্তনকে নষ্ট করিয়া অন্তশূন্য সকল হইতে মহান্ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থিতি করে অবস্থিতি করে। শেষ বাক্যতে যে পুনরুক্তি সে নিশ্চয়ের দ্যোতক এবং গ্রন্থসমাপ্তির জ্ঞাপক হয়।।২৯।। ইতি সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ সমাপ্তা।। সামবেদীয় তলবকারোপনিষদের সমাপ্তি হইল ইতি।। শকাব্দা ১৭৩৮ ইংরাজী ১৮১৬। ১৭ আষাঢ় ২৯ জুনেতে ছাপা৷া গেল।।

ঈশোপনিষৎ

।। ভূমিকা ।।

ওঁ তৎ সৎ। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে সমুদায় বেদ একবাক্যতায় বুদ্ধি মন বাক্যের অগোচর যে ব্রহ্ম কেবল তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন সেই সকল সূত্রের অর্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের বুঝিবার নিমিত্তে সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরণ করা গিয়াছে এক্ষণে দশোপনিষৎ যে মূল বেদ ও যাহার ভাষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ সেই ভাষ্যের অনুসারেতে ভাষাতে করিবার যত্ন করা গিয়াছে সংপ্রতি সেই দশোপনিষদের মধ্যে যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদের ভাষাবিবরণকে ছাপানো গেল আর ক্রমে ক্রমে যে যে উপনিষদের ভাষাবিবরণ পরমেশ্বরের প্রসাদে প্রস্তুত হইবেক তাহা পরে পরে ছাপানো যাইবেক। এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বরের এক মাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহারি উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয় আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। যদি কহ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতাদের উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল কি অপ্রমাণ আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন। তাহার উত্তর এই যে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ২ কহিয়াছেন তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ২ এইরূপে করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নির বচন।। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা। জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীররহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্তে করিয়াছেন রূপ কল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়। বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশের দ্বিতীয়াধ্যায়ের বচন।। রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ। অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ। বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং। রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণরহিত নাশরহিত অবস্থান্তরশূন্য দুঃখ এবং জন্মহীন পরমাত্মা হয়েন কেবল আছেন এই মাত্র করিয়া তাঁহাকে কহা যায়।। অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা।। জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয় গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেবজ্ঞানীরা করেন কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে আত্মাকে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানীরা করেন। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে চৌরাশি অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্বাক্য। কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং। দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং।। ভগবান্ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। তীর্থস্নানাদিতে তপস্যাবুদ্ধি যাহাদের আর প্রতিমাতে দেবতাজ্ঞান যাহাদের এমতরূপ ব্যক্তিসকলের যোগেশ্বরেদের দর্শন স্পর্শন নমস্কার আর পাদার্চ্চন অসম্ভাবনীয় হয়। যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিৎ

জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।। যে ব্যক্তির কফপিত্তবায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয় আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মভাব হয় আর মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয় আর জলেতে তীর্থ-বোধ হয় আর এ সকল জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানীতে না হয় সে ব্যক্তি বড় গরু অর্থাৎ অতি মূঢ় হয়। কুলার্ণবে নবমোল্লাসে। বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ।। ক্রিয়াহীন বর্ণাতীত যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বিদিত হইলে মন্ত্রসকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং। তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে।। পরব্রহ্মজ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোনো কার্য্যে আইসে না। মহানির্ব্বাণ। এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং।। এইরূপ গুণের অনুসারে নানাপ্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে। অতএব বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে যত২ রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্ব্বলাধিকারীর নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে এইরূপ শত২ মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন। যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞানের যেরূপ মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন সে প্রমাণ কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই সুতরাং সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই যে। ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত তবে। আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ। আত্মেত্যেবোপাসীত। এইরূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিতো না। কেন না অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা শাস্ত্রে হইতে পারে না আর যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কষ্টসাধ্য বহু যত্নে হয় ইহার উত্তর এই। যে বস্তু বহু যত্নে হয় তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আবশ্যক হয় তাহার অবহেলা কেহ করে না। তুমি আপনিই ইহাকে কষ্টসাধ্য কহিতেছ অথচ ইহাতে যত্ন করা দূরে থাকুক ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর। অধিকন্তু পুরাণ এবং তন্ত্রাদি স্পষ্ট কহিতেছেন যে যাবৎ নামরূপ-বিশিষ্ট সকলেই জন্য এবং নশ্বর। প্রমাণ মার্কণ্ডেয়ে বিষ্ণুর বচন। যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ। তেঽপি কালে প্রলীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ।। এই জগতের যাঁহারা সৃষ্টি সংহারের কর্ত্তা এবং সমর্থ হয়েন তাঁহারাও কালে লীন হয়েন অতএব কাল বড় বলবান্। যাজ্ঞবল্ক্যের বচন। গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ। ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি।। পৃথিবী এবং সমুদ্র এবং দেবতারা এ সকলেই নাশকে পাইলেন অতএব ফেনার ন্যায় অচিরস্থায়ী যে মনুষ্যসকল কেন তাহারা নাশকে না পাইবেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে ভগবতীর প্রতি ব্রহ্মার বাক্য। বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।। বিষ্ণুর এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু শরীরগ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে। কুলার্ণবের প্রথমোল্লাসে। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ।। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ শরীরবিশিষ্ট বস্তুসকলে নাশকে পাইবেন অতএব আপনা আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক। এইরূপ ভূরি বচনের দ্বারা গ্রন্থবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যদ্যপি পুরাণ তন্ত্রাদিতে লক্ষ স্থানেও নামরূপবিশিষ্টকে উপাস্য করিয়া কহিয়া পুনরায় কহেন যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর মনস্থিরের নিমিত্ত কল্পনা মাত্র করা গেল তবে ঐ পূর্ব্বের লক্ষ বচনের সিদ্ধান্ত স্বপরর বচনে হয় কি না। আর যদি পুরাণতন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময় এই বিচারের দ্বারা নানা দেবতা এবং দেবতার বাহন এবং ব্যক্তিসকল আর অন্নাদি যাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া পুনরায় পাছে এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয় এ নিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে বাস্তবিক নাম রূপ সকল জন্য এবং নশ্বর হয়েন তবে তাবৎ পূর্ব্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কি না যদি কহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহস্র সহস্র বার ব্রহ্ম কহিয়াছেন আর কাহাকেও কেবল দুই চারি স্থানে কহিয়াছেন অতএব যাহাদিগে অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন তাহারাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর। যদি পুরাণাদিকে সত্য করিয়া কহ তবে তাহাতে দুই চারি

স্থানে যাহার বর্ণন আছে আর সহস্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে সকলকেই সত্য করিয়া মানিতে হইবেক যেহেতু যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাহার সকল বাক্যেই বিশ্বাস করিতে হয় অতএব পুরাণ তন্ত্রাদি আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন যাহাতে পরস্পর দোষ না হয় কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তবাক্যে মনোযোগ না করিয়া মনোরঞ্জনবাক্যে মগ্ন হই। যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্রবিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্রসম্মত হয় কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থেরো কর্ত্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থেরো আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি বেদে এবং বেদান্তে যাহা প্রমাণ আছে তাহা বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৪৮ সূত্রে পাইবেন অধিকন্তু মনু সকল স্মৃতির প্রধান তাহার শেষ গ্রন্থে সকল কর্ম্মকে কহিয়া পশ্চাৎ কহিলেন। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।। শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহেতে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসেতে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। ইহাতে কুল্লূক ভট্ট মনুর টীকাকার লিখেন যে এ সকলের অনুষ্ঠানের দ্বারা মুক্তি হয় ইহাই এ বচনের তাৎপর্য্য হয় এ সকল অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতে অবশ্য হয় এমৎ নহে। আর মনুর চতুর্থাধ্যায়ে গৃহস্থধর্ম্মপ্রকরণে। ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা। নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ।।২১।। তৃতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে ঋষিযজ্ঞ আর দেবযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ নৃযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে সর্ব্বদা যথাশক্তি গৃহস্থে ত্যাগ করিবেক না।।২১।। এতানেকে মহাযজ্ঞান যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ। অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি।।২২।। যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন তাঁহারা বাহ্যেতে কোনো যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ কোনো২ ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয়দমনরূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহাকে করেন।।২২।। বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞ-নির্বৃতিমক্ষয়াং।।২৩।। আর কোনো২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায় তখন নিশ্বাস থাকে না যখন নিশ্বাসের ত্যাগ করা যায় তখন বাক্য থাকে না এই হেতু কোনো২ গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে শ্বাস নিশ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন।।২৩।। জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।।২৪।। আর কোনো২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তাঁহারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্মাত্মক হয়েন। অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় যজ্ঞ সিদ্ধ হয়।।২৪।। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ। ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথি-প্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে।। সৎপ্রতিগ্রহাদি দ্বারা যে গৃহস্থে ধনের উপার্জ্জন করেন আর অতিথিসেবাতে তৎপর হয়েন নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেতে রত হয়েন আর সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন আত্মতত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন এমৎ ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমৎ নহে কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়। অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের যেমন বিধি আছে সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অথবা কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনারো বিধি আছে বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এমৎ স্থানে২ পাওয়া যাইতেছে। যদি বল

ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় তাঁহার উপাসনা বেদবেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে প্রধান যদি হইল তবে এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে এইরূপ সাকার উপাসনা যাহাকে গৌণ কহিতেছ কেন পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন। ইহার উত্তর বিবেচনা করিলে আপনা হইতে উপস্থিত হইতে পারে তাহার কারণ এই। পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ মতে আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম্ম করিয়া জানিয়া থাকেন কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব আছে সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি অতএব তাঁহারা কেহ২ সাকার উপাসনার প্রেরণ সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্রাদি এবং বিষয়কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয় অর্থাৎ আপনার উপমার ঈশ্বর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহাদের আহ্লাদ হইতে পারে। আর ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং নানাপ্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাকে নিশ্চয় করিতে হয় তাহা মন এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয় অতএব প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইরূপ নানাপ্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন কিন্তু কোনো লোককে স্বার্থপর জানিলে তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যক্তিরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিশ্বাস করেন না অতএব আপনাদের শাস্ত্র আছে পরমার্থ বিষয়ে কেন না বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করা যায়। এ স্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারী আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরা মতে আর কেহ২ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইবে। কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসংমত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্টপরম্পরাসিদ্ধ হয় কেবল অল্প কাল কোনো২ দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে আর সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং হাস্য আমোদ জন্মে না তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরাসিদ্ধ নহে কিরূপে ইহা করি কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সেইরূপে সামান্য লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা শত২ কর্ম্ম করেন সে সময়ে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্বপরম্পরার নামো করেন না যেমন যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর ইংরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্রবিহিত আর পরম্পরা-সিদ্ধ হয় ইংরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্বপরম্পরাতে পাওয়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাঁহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতাসমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরাসিদ্ধ হয় এইরূপ নানাপ্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্টপরম্পরাবিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভসূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ এ কোন্ পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত আছে যদ্যপিও পরম্পরাসিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরাসিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতি অল্প কাল কোনো২ দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা

জন্মিয়াছে ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়। শুনিতে পাই যে কোনো২ ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মোপাসক তবে শাস্ত্রপ্রমাণ সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বোধ করিয়া পঙ্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর। ইহার উত্তর এক প্রকার বেদান্তসূত্রের ভাষাবিবরণের ভূমিকাতে ৬ ছয়ের পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে যে বশিষ্ঠ পরাশর সনৎকুমার ব্যাস জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন আর রাজনীতি এবং গৃহস্থব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যোগবাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনো ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞানশূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন। বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব। বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সংকল্পবর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। রামচন্দ্রো ঐ সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় উত্তর এই যে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী শাস্ত্রপ্রমাণ সকলকে ব্রহ্ম জানিয়াও খাদ্যাখাদ্য পঙ্ক চন্দন আর শত্রু মিত্রের বিবেচনা কেন করহ সে ব্যক্তি যদি দেবীর উপাসক হয়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ আর কহিতেছ দেবীমাহাত্ম্যে। সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে। যে তুমি সর্ব্বস্বরূপ এবং সকলের ঈশ্বরী হও। তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতী জ্ঞান করিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রকে প্রভেদ করিয়া কেন জান। সে ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হয়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তোমার বিশ্বাস এই যে। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। যে যাবৎ সংসার বিষ্ণুময় হয়। গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য। একাংশেন স্থিতো জগৎ। আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়া আছি। তবে তুমি বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র জানিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রের ভেদ কেন করহ। এইরূপ সকল দেবতার উপাসকেরে জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর তাঁহারা দিবেন সেই উত্তর প্রায় আমাদের পক্ষে হইবেক। আর কোনো কোনো পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানী কহাও তাহার মত কি কর্ম্ম করিয়া থাকহ। এ যথার্থ বটে যে যেরূপ কর্ত্তব্য এ ধর্ম্মের তাহা আমাদের হইতে হয় নাই তাহাতে আমরা সর্ব্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরসা আছে।। গীতা।। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।। যে কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থরূপ যত্ন না করিতে পারে তাহার ইহলোকে পাতিত্য পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় না যেহেতু শুভকারীর হে অর্জ্জুন কদাপি দুর্গতি জন্মে না। কিন্তু ওঁ পণ্ডিতেরদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম্ম প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার লক্ষাংশের একাংশ করেন কি না বৈষ্ণবের শৈবের এবং শাক্তের যে যে ধর্ম্ম তাহার শতাংশের একাংশ তাঁহারা করিয়া থাকেন কি না যদি এ সকল বিনাও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ বৈষ্ণব কেহ শৈব ইত্যাদি কহাইতেছেন তবে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া এরূপ ব্যঙ্গ কেন করেন। মহাভারতে। রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি।। পরের ছিদ্র সর্ষপমাত্র লোকে দেখেন আপনার ছিদ্র বিল্বমাত্র হইলে দেখিয়াও দেখেন না। সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যত্নপূর্ব্বক করেন সংপূর্ণ অনুষ্ঠান না করিলে উপাসনা যদি সিদ্ধ না হয় তবে কাহারো উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহো কেহো কহেন বিধিবৎ চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার উত্তর এই যে। শাস্ত্রে কহেন যথাবিধি চিত্তশুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা হয় অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে চিত্তশুদ্ধি ইহার হইয়াছে যেহেতু কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয় তবে সাধনের দ্বারা অথবা সৎসঙ্গ অথবা পূর্ব্বসংস্কার অথবা গুরুর প্রাসাদাৎ কি

কারণের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে তাহা বিশেষ কিরূপে কহা যায়। অধিকন্তু যাঁহারা এমত প্রশ্ন করেন তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা উচিত যে তন্ত্রে দীক্ষাপ্রকরণে লিখিয়াছেন।। শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ।। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা।। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয় এবং বিনয়ী হয় সর্ব্বদা শুচি হয় শ্রদ্ধাযুক্ত হয় ধারণাতে পটু শক্তিমান্ আচারাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট সুন্দর বুদ্ধিমান্ সচ্চরিত্র সংযত হয় ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইলেই দীক্ষার অধিকারী হয়। কিন্তু শিষ্যকে তাঁহারা এইরূপ অধিকারী দেখিয়া মন্ত্র দিয়া থাকেন কি না যদি আপনারা অধিকাবী বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না করেন তবে অন্যের প্রতি কি বিচারে এ প্রশ্ন তাঁহাদের শোভা পায়। ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ প্রায় তিন প্রকারে হয় এক এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ পরে পরে হইয়া উঠে। দ্বিতীয় নাস্তিক সুতরাং কর্ম্ম করে নাই। তৃতীয় কৃতাকৃত শাস্ত্রজ্ঞানরহিত যেমন অন্ত্যজ জাতি সকল হয়। তাহারা শাস্ত্রের অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোনো কর্ম্ম করে না। বেদান্তশাস্ত্রের ভাষাবিবরণে কিম্বা বেদের ভাষাবিবরণে আর ইহার ভূমিকায় কোনো স্থানে এমৎ লেখা নাই যে নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে অবহেলা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক। যদি কোনো ব্যক্তি নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে বিমুখ হইয়া এবং আলস্যপ্রযুক্ত কর্ম্মাদি ত্যাগ করে তবে তাহার নিমিত্তে বেদান্তের ভাষাবিবরণের অপরাধ মহৎ ব্যক্তিরা দিবেন না যেহেতু তাঁহারা দেখিতেছেন যে ভাষাবিবরণের পূর্ব্বে এরূপ কর্ম্মত্যাগী লোক সকল ছিলো বিববণে অশাস্ত্র কোনো স্থানে লেখা থাকে তবে তাহার প্রতিবাদ কবিতে পাবেন এবং অশাস্ত্র প্রমাণ হইলে দোষ দিতে পাবেন। তবে দ্বেষ মৎসরতা প্রাপ্ত হইয়া নিন্দা কবিলে ইহাব উপায নাই। হে পবমাত্মন্ আমাদিগ্যে দ্বেষ মৎসরতা অসূযা এবং পক্ষপাত এ সকল পীডা হইতে মুক্ত কবিয়া যথার্থ জ্ঞানে প্রেরণ কর ইতি। ওঁ তৎ সৎ। শকাব্দ ১৭৩৮ ইংবাজী ১৮১৬। ৩১ আষাঢ ১৩ জুলাই।

অনুষ্ঠান

।। ওঁ তৎ সৎ ।। এই সকল উপনিষদ্‌কে শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া তাহার অর্থকে পুনঃ২ চিন্তন করিলে ইহার তাৎপর্য্য বোধ হইবার সম্ভাবনা হয়। কেবল ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিলে বিশেষ অর্থবোধ হইতে পারে না অতএব নিবেদন ইহার অর্থে যথার্থ মনোযোগ করিবেন। বেদান্তের বিবরণ ভাষাতে হইবার পরে প্রথমত স্বার্থপর ব্যক্তিরা লোকসকলকে ইহা হইতে বিমুখ করিবার নিমিত্ত নানা দুষ্প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছিলেন এখন কেহ২ কহিয়া থাকেন যে এ গ্রন্থ অমুকের মত হয় তোমরা ইহাকে কেন পড় আর গ্রহণ কর অর্থাৎ ইহা শুনিলে অনেকের অভিমান উদ্দীপ্ত হইয়া এ শাস্ত্রকে এক জন আধুনিক মনুষ্যের মত জানিয়া ইহার অনুশীলন হইতে নিবর্ত্ত হইতে পারিবেন। অত্যন্ত দুঃখ এই যে সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এমত সকল অপ্রামাণ্য বাক্যকে বিরূপে কর্ণে স্থান দেন কোনো শাস্ত্রকে ভাষায় বিবরণ করিলে সে শাস্ত্র যদি সেই বিবরণকর্ত্তার মত হয় তবে ভগবদ্গীতা যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিন্দোস্থানি ভাষায় কয়েক জন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে ও রামায়ণকে কীর্ত্তিবাস' আর মহাভারতের কথক২ কাশীদাস ভাষায় বিবরণ করেন তবে এ সকল গ্রন্থ তাঁহাদের মত হইল আর মনু প্রভৃতি গ্রন্থের অন্য২ দেশীয় ভাষাতে বিবরণ দেখিতেছি তাহাও সেই২ দেশীয় লোকের মত তাঁহাদের বিবেচনায় হইতে পারে ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য উঠিয়া যায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিসকল বিবেচনা করিলে অনায়াসেই জানিবেন যে এ কেবল দুষ্প্রবৃত্তিজনক বাক্য হয় এ সকল শাস্ত্র শ্রমপূর্ব্বক ভাষা করিবার উদ্দেশ এই যে ইহার মত জ্ঞান স্বদেশীয় লোকসকলের অনায়াসে হইয়া এ অকিঞ্চনের প্রতি তুষ্ট হয়েন কিন্তু মহাদুঃখ এই যে অনেক স্থানে তাহার বিপরীত দেখা যায়।

ঈশোপনিষদের ভাষাবিবরণ সমুদায় ছাপানার পূর্ব্বেই সামবেদের তলবকার উপনিষৎ ছাপানা হইয়া প্রকাশ হওয়াতে কোনো২ ব্যক্তি আপত্তি করিলেন যে যদি ব্রহ্ম বিদ্যুতের ন্যায় দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইলেন আর বাক্য কহিলেন তবে তেঁহো এক প্রকার সাকার হইলেন। এরূপ আপত্তি শুনিলে কেবল খেদ উপস্থিত হয় সে এই খেদ যে ব্যক্তিসকল গ্রন্থের পূর্ব্বাপর না পড়িয়া এবং বিবেচনা না করিয়া আশঙ্কা করেন যেহেতু ওই উপনিষদের পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্বরূপ যে পর্যন্ত কহা যায় তাহা কহিলেন অর্থাৎ তেঁহো মন বুদ্ধি বাক্য শ্রবণ ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন পরে এই স্থির করিবার নিমিত্তে যে কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্ম বিনা অন্য কাহারো নাই ওই আখ্যায়িকা অর্থাৎ ইতিহাস কহিলেন যেহেতু ওই উপনিষদে এবং ভাষ্যতে লিখিতেছেন যে এরূপ আদেশ মায়িক বস্তুত তাঁহার উপমা নাই এবং চক্ষুর্গোচর তেঁহ কদাপি হয়েন না ইহা না হইলে উপনিষদের পূর্ব্বাপরের একবাক্যতা থাকে না। দ্বিতীয় এই যে ব্রহ্মমায়া কল্পনায় আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নাম রূপেতে দেখাইতেছেন তাঁহার বিদ্যুতের ন্যায় মায়া কল্পনা করিয়া দেখান কোন আশ্চর্য্য আর যেঁহো যাবৎ শব্দকে কর্ণের গোচর করিতেছেন আর সেই শব্দসকলের দ্বারা নানা অর্থ প্রাণিসমূহকে বোধ করাইতেছেন তাঁহার কি আশ্চর্য্য যে অগ্নি বায়ু ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ করান। এই শরীরেতে উপাধিবিশিষ্ট যে চৈতন্য যাহাকে জীব কহিয়া একত্র সহবাস করিতেছি সে কি আর কি প্রকার হয় তাহা দেখিতে এবং জানিতে পারি না তবে সর্ব্বব্যাপী অনির্ব্বচনীয় চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিব এমত ইচ্ছা করা কোন্ বিবেচনায় হইতে পারে। আমার নিবেদন এই। ব্যক্তিসকল যে যে গ্রন্থকে দেখেন তাহার পর পূর্ব্ব দেখিয়া যেন সিদ্ধান্ত স্থির করেন কেবল বাদ করিব ইহা মনে করিয়া দুই চারি শ্লোকের এক এক চরণ শুনিয়াই আপত্তি যদি করেন তবে ইহার উপায়ে মনুষ্যের ক্ষমতা নাই। ইতি। ওঁ তৎ সৎ।।

ওঁ তৎ সৎ।। এই যজুর্ব্বেদীয় উপনিষৎ অষ্টাদশ মন্ত্রস্বরূপ হয়েন ঐ উপনিষৎ কর্ম্মের অঙ্গ নহেন যেহেতু আত্মার যাথার্থ্যসূচক বাক্য কোনো মতে কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না আর উপনিষৎ কর্ম্মাঙ্গ না হইলে বৃথা হয়েন না যেহেতু ব্রহ্মকথনের দ্বারা উপনিষৎ চরিতার্থ হয়েন। ঈশা আদি করিয়া উপনিষদেতে ব্রহ্মই প্রতিপন্ন হযেন ইহার প্রমাণ এই যে প্রথমেতে শেষেতে মধ্যেতে পুনঃ২ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন আর আত্মজ্ঞানের প্রশংসাকথন এবং তাহার ফলের কথন আর আত্মজ্ঞান ভিন্ন যে অজ্ঞান তাহার নিন্দা উপনিষদেতে দেখিতেছি। তবে কর্ম্ম কদাপি বিহিত না হয় এমত নহে যেহেতু যাবৎ মিথ্যা সোপাধি জ্ঞানে বাধিত থাকে তাবৎ কর্ম্ম বিহিত হয় জৈমিনি প্রভৃতিও এই মত কহিয়াছেন যে আমি ব্রাহ্মণ কর্ম্মেতে অধিকারী হই এই অভিমান যাবৎ পর্য্যন্ত থাকিবেক তাবৎ তাহার কর্ম্মে অধিকার হয়। এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য আত্মার যাথার্থ্য জ্ঞান হযেন আর ইহার প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর সম্বন্ধ প্রকাশ্য প্রকাশক ভাব অর্থাৎ আত্মার যাথার্থ্য জ্ঞান প্রকাশ্য আর মন্ত্রসকল প্রকাশক হযেন।।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ।।১।। পরমেশ্বরের চিন্তন দ্বারা যাবৎ নামরূপবিশিষ্ট মায়িক বস্তু সংসারে আছে সে সকলকে আচ্ছাদন করিবেক অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নামরূপবিশিষ্ট বস্তুসকল পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে এমত জ্ঞান করিবেক যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এইরূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপনার ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না।।১।। পূর্ব্বমন্ত্রে আত্মার যাথার্থ্য কহিয়া এবং আত্মজ্ঞানের প্রকার কহিয়া সেই আত্মজ্ঞানেতে যাহারা অসমর্থ এবং শতায়ু হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করে তাহাদের প্রতি দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন।। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।।২।। এই সংসারে যে পুরুষ শতায়ু হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক সে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই এক শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক এইরূপ নরাভিমানী যে তুমি তোমাতে এই প্রকার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর অন্য কোনো প্রকার নাই যাহাতে অশুভ কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয় অর্থাৎ জ্ঞানেতে অশক্ত যাহারা তাহাদের বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা অশুভ হইতে পারে না।।২।। পূর্ব্বমন্ত্রে জ্ঞান দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্ম কহিয়া তৃতীয় মন্ত্রেতে এ দুয়ের মধ্যে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহা কহিতেছেন।। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।। ৩।। পরমাত্মার অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সব অসুর হয়েন তাঁহাদের দেহকে অসূর্য্য লোক অর্থাৎ অসূর্য্য দেহ কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহসকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে এই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিসকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হযেন অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহ পাযেন এইরূপ ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না।। ৩ ।। যে আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরা সংসারে পুনঃ২ যাতাযাত করেন আর যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট হইলে ব্যক্তিরা মুক্ত হযেন সেই আত্মতত্ত্ব কি তাহা চতুর্থ মন্ত্রে কহিতেছেন।। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ।।৪।। সেই পরমাত্মা গতিহীন হয়েন অর্থাৎ সর্ব্বদা এক অবস্থায় থাকেন এবং তেঁহো এক হযেন আর মন হইতেও বেগবান্ হয়েন অর্থাৎ মন যে পর্যন্ত যাইতে পারেন তাহা যাইয়া ব্রহ্মকে না পাইয়া জ্ঞান করেন যে ব্রহ্ম আমা হইতেও পূর্ব্বে গিযাছেন বস্তুত মন হইতে বেগবান্ ইহার তাৎপর্য্য এই যে মনেরো

অপ্রাপ্য হয়েন আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলো তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন না যেহেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে মনের অধিক সামর্থ্য হয় সে মন হইতেও তেঁহ অগ্রে গমন করেন অতএব ইন্দ্রিয়েরা কিরূপে তাঁহাকে পাইতে পারেন অর্থাৎ মনের যে অগোচর সে সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইবেক মন আর বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মার অন্বেষণ নিমিত্তে দ্রুত গমন করেন সেই মন বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া যেন গমন করেন এমৎ অনুভব হয় অর্থাৎ মন আর বাগিন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্ম হয়েন সেই ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্থির অর্থাৎ গমনরহিত এই বিশেষণের দ্বারা এই প্রমাণ হইল যে মন বাক্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে বস্তুত আত্মা গমন করেন এমৎ নহে কিন্তু মন বাক্য ইন্দ্রিয়েরা তাঁহাকে না পাইয়া অনুভব করেন যেন মন বাক্য ইন্দ্রিয়ের পূর্বে আত্মা গমন করিতেছেন সেই আত্মার অধিষ্ঠানেতে বায়ু যাবৎ বস্তুর কর্ম্মকে বিধান করিতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মের অবলম্বনের দ্বারা বায়ু হইতে সকল বস্তুর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে।।৪।। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।৫।। সেই আত্মা চলেন এবং চলেন না অর্থাৎ অচল হইয়া চলের ন্যায় উপলব্ধ হয়েন আর অজ্ঞানীর অপ্রাপ্য হইয়া অতি দূরে যেন থাকেন আর জ্ঞানীর অতি নিকস্থ হয়েন কেবল অজ্ঞানীর দূরস্থ আর জ্ঞানীর নিকটস্থ তেঁহ হয়েন এমৎ নহে কিন্তু এ সমুদায় জগতের সূক্ষ্মরূপে অন্তর্গত হয়েন আর আকাশের ন্যায় ব্যাপকরূপে সমুদায় জগতের বহিঃস্থিত হয়েন।।৫।। পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞানের ফল কহিতেছেন।। যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।। ৬ ।। যে ব্যক্তি স্বভাব অবধি স্থাবর পর্যন্ত ভূতকে আত্মাতে দেখে অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু না দেখে। আর আত্মাকে সকল ভূতে দেখে অর্থাৎ যাবৎ শরীরে এক আত্মাকে দেখে সে ব্যক্তি এই জ্ঞানের দ্বারা কোনো বস্তুতে ঘৃণা করে না অর্থাৎ সকল বস্তুকে আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিলে কেন ঘৃণা উপস্থিত হইবেক।। ৬ ।। পূর্ব্বমন্ত্রের অর্থ পুনবার সপ্তম মন্ত্রে কহিতেছেন।। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।। ৭ ।। যে সময়েতে জ্ঞানীর এই প্রতীতি হয় যে কোনো বস্তুর পৃথক্ সত্তা নাই পরমাত্মার সত্তাতেই সকলের সত্তা হইয়াছে আর আকাশের ন্যায় ব্যাপক করিয়া পরমাত্মাকে এক করিয়া যে দেখে ওই জ্ঞানীর সে সময়েতে শোক আর মোহ হইতে পারে না যেহেতু শোক মোহের কারণ যে অজ্ঞান তাহা সে জ্ঞানীর থাকে না।। ৭ ।। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে কথিত হইয়াছেন যে আত্মা তাঁহার স্বরূপকে অষ্টম মন্ত্রে স্পষ্ট করিতেছেন।। স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ।।৮।। সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন এবং সর্ব্বপ্রকাশক এবং সূক্ষ্মশরীররহিত হয়েন এবং খণ্ডিত হয়েন না আর তাঁহাতে শির নাই এ দুই বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্থূল শরীরো নাই ইহা প্রতিপন্ন হইল অতএব তেঁহ নির্ম্মল হয়েন আর পাপ পুণ্য দুই হইতে রহিত আর সকল দেখিতেছেন আর মনের নিয়মকর্ত্তা আর সকলের উপরি বর্ত্তমান হয়েন আর সৃষ্টিকালে স্বয়ংপ্রকাশ হয়েন এইরূপ নিত্য মুক্ত যে পরমাত্মা তিনি অনাদি সর্ব্বসকলকে ব্যাপিয়া প্রজা আর প্রজাপতিসকলের বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মসকলকে বিধান অর্থাৎ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।। ৮ ।। প্রথম মন্ত্রেতে জ্ঞান কহিলেন দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্ম কহিলেন তৃতীয় মন্ত্রে অজ্ঞানী যে কর্ম্মী তাহার নিন্দা কহিলেন পরে চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্যন্ত জ্ঞানের অঙ্গ কহিলেন এখন নবম মন্ত্রে কহিতেছেন যে কর্ম্ম করিবেক সে দেবতাজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত করিয়া করিবেক পৃথক্ পৃথক্ করিলে নিন্দা আছে ইহা নবম মন্ত্রাদিতে কহিতেছেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।। ৯ ।। যে ব্যক্তিরা দেবতাজ্ঞান বিনা কেবল কর্ম্ম করেন তাঁহারা অজ্ঞানস্বরূপ নিবিড়ান্ধকারে গমন করেন আর যাঁহারা কর্ম্ম বিনা কেবল দেবজ্ঞানে রত হয়েন তাঁহারা

সে অন্ধকার হইতেও বড় অন্ধকারে প্রবেশ করেন।। ৯ ।। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের আর দেবতাজ্ঞানের পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিতেছেন। অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদেবাহুরবিদ্যয়া। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।। ১০ ।। দেবজ্ঞান পৃথক্ ফলকে করেন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পৃথক্ ফলকে করেন পণ্ডিতসকল কহিয়াছেন যে সকল পণ্ডিত এইরূপ দেবজ্ঞান আর কর্ম্মের পৃথক্২ ফল আমাদিগ্যে কহিয়াছেন তাঁহাদের এই প্রকার বাক্য আমরা পরম্পরাক্রমে শুনিয়া আসিতেছি।। ১০ ।। এক পুরুষেতে কর্ম্ম এবং দেবজ্ঞানের ফলের সমুচ্চয় কহিতেছেন। বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে।।১১।। যে ব্যক্তি দেবজ্ঞান আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এই দুই এক পুরুষের কর্ত্তব্য হয় এমৎ জানিয়া এ দুয়ের অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সাধারণ জ্ঞান এ দুইকে অতিক্রম করিয়া দেবজ্ঞানের দ্বারা উপাস্য দেবতার শরীরকে পায়।। ১১ ।। এক্ষণে অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিতত্ত্ব ব্যাকৃত কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ এ দুয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনায় নিন্দা আছে তাহা কহিতেছেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ।। ১২ ।। যে যে ব্যক্তি কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ভিন্ন কেবল অবিদ্যাকামকর্ম্মবীজস্বরূপিণী প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকারেতে প্রবেশ করে আর যে যে ব্যক্তি প্রকৃতি ভিন্ন কেবল হিরণ্যগর্ভের উপাসনাতে রত হয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়।। ১২ ।। এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির উপাসনার ফলভেদ কহিতেছেন। অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।। ১৩ ।। পণ্ডিতসকল হিরণ্যগর্ভের উপাসনার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যরূপ পৃথক্ ফলকে কহিয়াছেন এবং প্রকৃতির উপাসনার প্রকৃতিতে লয়রূপ পৃথক্ ফলকে কহিয়াছেন যে সকল পণ্ডিত এইরূপ হিরণ্যগর্ভের আর প্রকৃতির উপাসনার ফল আমাদিগ্যের কহিয়াছেন তাঁহাদের এইরূপ বাক্য আমরা পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি।। ১৩ ।। এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির মিলিত উপাসনার ফল কহিতেছেন। সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাহমৃতমশ্নুতে ।।১৪ ।। যে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতি এ দুয়ের উপাসনা এক পুরুষের কর্ত্তব্য এমৎ জানিয়া দুই উপাসনাকে মিশ্রিতরূপে করে সে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভের উপাসনার দ্বারা অধর্ম্ম এবং দুঃখ এ দুইকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনার দ্বারা প্রকৃতিতে লীন হয়।। ১৪ ।। এ উপনিষদে নিবৃত্তিরূপ পরমাত্মার জ্ঞান এবং সর্ব্বত্র এক সভাব অনুভব বিস্তার মতে কহিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা আর হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতির উপাসনাকে বিস্তার মতে কহিলেন। আত্মোপাসনার প্রকরণ বাহুল্যরূপে বৃহদারণ্যকে আছে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রবর্গ্যান্ত যে ব্রাহ্মণসংজ্ঞক শ্রুতি তাহাতে বাহুল্যরূপে আছে। এ উপনিষদে পূর্ব্ব২ মন্ত্রে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং দেবতোপাসনার ফল লিখিলেন যে স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সাধারণ জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া উপাস্য দেবতার শরীরকে প্রাপ্ত হয়েন এবং হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির উপাসনার ফল লিখিলেন যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যকে পাইয়া প্রকৃতিতে লীন হয় এ দুই ফল কোন্ পথের দ্বারা পাইবেক তাহা কহিতেছেন। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।। ১৫ ।। কর্ম্মী এবং দেবোপাসক মৃত্যুকালে আত্মার প্রাপ্তির নিমিত্ত আপন উপাস্য দেবতা সূর্য্যস্থানে পথ প্রার্থনা করিতেছেন। হে সূর্য্য স্বর্ণময় পাত্রের ন্যায় যে তোমার জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল সেই মণ্ডলের দ্বারা তোমার অন্তর্যামী যে পরমাত্মা তাঁহার দ্বারকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছ তুমি সেই দ্বারকে তোমার উপাসক যে আমি আমার প্রতি আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্তে খোলো।। ১৫ ।। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ।।১৬।। হে জগতের পোষক সূর্য্য হে একাকী গমনকর্ত্তা হে সকল প্রাণীর

সংযমকর্ত্তা হে তেজের এবং জলের গ্রহণকর্ত্তা হে প্রজাপতির পুত্র আপন কিরণকে দুই পাশে চালাইয়া পথ দেও আর তোমার তাপজনক যে তেজ তাহাকে উপসংহার কর যেহেতু কিরণকে উপসংহার করিলে তোমার প্রসাদেতে তোমার অতি শোভন রূপকে দেখি। পুনরায় সেই উপাসক আত্মজ্ঞানের প্রকাশের দ্বারা কহিতেছেন যে হে সূর্য্য তোমাকে কি ভৃত্যের ন্যায় যাচ্ঞা করি যেহেতু তোমার মণ্ডলস্থ যে আত্মা সে আমি হই অর্থাৎ তোমার যে অন্তর্যামী সে আমারো অন্তর্যামী হয়েন অতএব তোমাকে যাচ্ঞা করিবার কি প্রয়োজন আছে।। ১৬ ।। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং। ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ।। ১৭ ।। মৃত্যুকাল প্রাপ্ত হইয়াছি যে আমি আমার প্রাণবায়ু সকলের আধার যে মহাবায়ু তাহাতে লীন হউন এবং আমার সূক্ষ্ম শরীর উপরে গমন করুন আর আমার স্থূল শরীর ভস্ম হউন। সত্যরূপ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অগ্নিতে ও সূর্য্যেতে আছে কর্ম্মীরা অগ্নি দ্বারা আর দেবজ্ঞানীরা সূর্য্য দ্বারা তাহাকে পরম্পরায় উপাসনা করেন এখানে অধিষ্ঠান আর অধিষ্ঠাতার অভেদবুদ্ধিতে ওঁকার শব্দের দ্বারা অগ্নিকে সম্বোধন করিতেছেন প্রথমত মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যে হে মন মৃত্যুর কালে যাহা স্মরণযোগ্য হয় তাহা স্মরণ কর হে অগ্নি এ পর্য্যন্ত যে উপাসনা এবং অগ্নিহোত্রাদি যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহা তুমি স্মরণ কর পুনর্ব্বার মন আর অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্ববৎ কহিতেছেন এখানে পুনরুক্তি আদরের নিমিত্তে জানিবা।। ১৭ ।। অষ্টাদশ মন্ত্রেতে কেবল অগ্নিকে প্রার্থনা করিতেছেন। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মৎ জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম।। ১৮ ।। হে অগ্নি আমাদিগ্যে উত্তম পথের দ্বারা কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তে স্বর্গে গমন করাও যেহেতু আমরা যে সকল কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা করিয়াছি তাহা তুমি সকল জান। আর আমাদের কুটিল যে পাপ তাহাকে নষ্ট কর আর আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইষ্ট ফলকে প্রাপ্ত হই এ মৃত্যুকালে তোমার অধিক সেবা করিতে অশক্ত হইয়াছি অতএ নমস্কার মাত্র করিতেছি। এইরূপ যাচ্ঞা কর্ম্মীর এবং দেবোপাসকের আবশ্যক হয় ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতি এ বিধি নহে যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞানী শরীরত্যাগের পর স্বর্গাদি ভোগ না করিয়া এই লোকেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন তাহার প্রমাণ এই শ্রুতি। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

ইতি যজুর্ব্বেদীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ।। ওঁ তৎ সৎ ।।

উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার

[উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ]

প্রশ্ন

ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ শরণম্

মুক্তিস্ত্রীকর্ণপূরৌ মুনিহৃদয়বয়ঃ পক্ষতী তীরভূমী
সংসারাপারাসিন্ধোঃ কলিকলুষতমস্তোমসোমার্কবিম্বৌ।
উন্মীলদ্রম্যপুণ্যদ্রুমললিতদলে লোচনে যৌ শ্রুতীনাম্
কামং বামেতি বর্ণৌ শমিহ কলয়তাং সন্ততং সজ্জনানাম্।।
সচ্চিদানন্দানন্ততনুঃ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতঃ।
শ্রীকৃষ্ণো ভগবানত্র ভক্তিগম্যো মনীষিণাম্।।

অত্র ভগবতঃ সচ্চিৎসুখানন্তবিগ্রহত্বে মূর্ত্তিধ্যাং যা যা বিপ্রতিপত্তিঃ উৎপদ্যতে সা সা অস্মাভিরনুকূলযুক্ত্যা সমাধাতব্যা ইতি ব্যবসিতম্।

অথ ভবান্ প্রষ্টব্যঃ ভবাদৃশাং মতে কা জীবন্মুক্তিঃ তৎসম্ভাবে কিং বা প্রমাণম্ কথং বা সম্পাদনীয়া কেন বা সম্পৎস্যতে চ। জীবন্মুক্তো ব্রাহ্মণোতিবর্ণাশ্রমী কৃষ্ণভক্তঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যাদিপদবাচ্য এক এব বা নেতি আদ্যে ব্রহ্মবিদি এতে শব্দাঃ প্রবর্ত্তন্তে। তথা সতি কৃষ্ণব্রহ্মশব্দয়োরেকার্থত্বং সুতরাং বাচ্যং তদা ভবৎপ্রণীতে বেদান্তসারভাষায়াং কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ ইতি তাপনীশ্রুতিপ্রতিপাদিতপরদেবেন সাম্যং রুদ্রাকাশোদরবায়ুবাদীনামনুচিতমিব ভাতি তেষাং সগুণত্বাৎ নির্গুণত্বাচ্চ ত[২]স্যোতি জিজ্ঞাসয়া ভবাদৃক্ষা সমর্জনি।।

এই প্রশ্ন ১৭ জ্যৈষ্ঠ [১২২৩] রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আত্মীয়সভাতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সরকারের হস্তে পাওয়া গেল মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য্যের প্রস্থাপিত।

[রামমোহন রায়]

উত্তর

।। ওঁ তৎ সৎ ।।

নৃপাণামাদীনির্দ্দেশাবশেষেণ বিবর্জ্জিতঃ।
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্।।

কেনচিদ্ বৈষ্ণবেন ভগবতি চিদাত্মনি পরমেষ্ঠিনি কৃষ্ণে সমর্পিতচেতসা নির্গুণেন কৃষ্ণেন সহ সগুণানাং শিবাদীনাং সাম্যে কিং কারণমিতি কস্মিংশ্চিৎ প্রেপ্সিতব্রহ্মবিদো মিথ্যাত্বেন পরিগৃহীতনামরূপকে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিষু বিহিতসাম্যভাবে পৃষ্টে সতি তত্রস্থঃ কশ্চিৎ শৈবঃ পরাৎপরে জগতামধীশ্বরে মহেশ্বরে অদ্বৈতে পরমানন্দতত্ত্বে শিবে রুদ্রে [৩] সর্ব্বেষামেকভদ্রে সমবধারিতমনোবাক্‌কর্ম্মা চোকুপ্যমানঃ প্রাহ কিমহো অনেন বৈষ্ণবেন কৈবল্যাদ্যুপনিষদো ন দৃষ্টা মহাভারতং পুরাণাদীনি চ নাবলোকিতানি কেবলাঃ কাশ্চিদ্ বিষ্ণুপ্রতিপাদিকা এব শ্রুতয়ঃ অধীতাঃ অন্যথা তুরীয়েঽদ্বিতীয়ে শান্তে শিবে গুণস্যারোপণং তদ্ভক্তে তদ্দত্তবিষ্ণুত্বে

বিষ্ণৌ তু নির্গুণত্বপ্রতিপাদনং কদাচিদপি নাকরিষ্যত যদি ব্রহ্মাবিষ্ণ্বাদীনাং লীলয়া জনয়িতুঃ সাক্ষান্মুক্তিপ্রদাতুঃ শিবস্য বস্তুতঃ সগুণত্বমনীশ্বরত্বঞ্চ স্যাৎ তদ্ভক্তস্য কৃষ্ণস্য তু নির্গুণত্বমীশ্বরত্বঞ্চ ভবেৎ তদা এতাসাং শ্রুতীনাং ভারতাদিবচনানাং চ কা গতিঃ স্যাৎ তথাচ কৈবল্যোপনিষৎ।

তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্।
উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।।

ইত্যাদিঃ। তথা

স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে।।

ইত্যাদিশ্চ। তথাচ শতরুদ্রীয়ং

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
উদ্ধ্বরেতসং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ।।
যো রুদ্রোঽগ্নৌ যোঽপ্সু য ওষধীষু যো রুদ্রো
বিশ্বাভুবনং বিবেশ তস্মৈ রুদ্রায় নমোঽস্তু ইত্যাদি।

এতাশ্চেৎ শ্রুতয়ো ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যায়েরন্ তদা কৃষ্ণ [৪] এব পরো দেবঃ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়োঽপি তৎপক্ষ এব ব্যাখ্যাতব্যাঃ।

হা হন্ত বৈষ্ণবোঽয়ং মহাভারতীযদানধর্ম্মে ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে শিবসহস্রনামপ্রকরণমপি ন দৃষ্টবান্, তৎপ্রকরণস্থাঃ কেচন শ্লোকাঃ শিববিমুখানাং মূঢ়ধিযাং প্রবোধায়াত্র পঠ্যন্তে –

ভীষ্ম উবাচ। অশক্তোঽহং গুণান্ বক্তুং দেবদেবস্য ধীমতঃ।
যো হি সর্ব্বগতো দেবো ন চ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে।।
ব্রহ্মাবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ।
ব্রহ্মাদয় পিশাচান্তা যং হি দেবা উপাসতে।।
প্রকৃতীনাং পরত্বেন পুরুষস্য চ যঃ পরঃ।
চিন্ত্যতে যো যোগবিদ্ভিঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম অসচ্চ সদসচ্চ যঃ।
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষোভযিত্বা স্বতেজসা।।
ব্রহ্মাণমসৃজত্তস্মাদ্দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ।
কো হি শক্তো গুণান্ বক্তুং দেবদেবস্য ধীমতঃ।।
গর্ভজন্মজরাযুক্তো মর্ত্ত্যো মৃত্যুসমন্বিতঃ।
কো হি শক্তো ভবং জ্ঞাতুং মদ্বিধঃ পরমেশ্বরম্।।
ঋতে নারাযণাৎ পুত্র শঙ্খচক্রগদাধরাৎ।
এষ বিদ্বান্ যদুশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ পরমদুর্জ্জযঃ।।
দিব্যচক্ষুর্মহাতেজা বীক্ষতে যোগচক্ষুষা।
রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেন জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা।

তথা। প্রসাদ্য বরদং দেবং চরাচরগুরুং শিবং।
যুগে যুগে তু কৃষ্ণেন তোষিতো বৈ মহেশ্বরঃ ই[৫]ত্যাদয়ঃ।

তথা কাশীখণ্ডেঽপি

একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সমস্তং সত্যং সত্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ। একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে তস্মাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশম্ ইত্যাদি। এবং বহুষু মহাভারতীয়পর্ব্বসু

বহুলেষু পুরাণেষু চ ঈদৃশানি ভূরীণি বচনানি প্রাপ্তব্যানি তৈশ্চ সমস্তৈর্ব্বচনৈরিতি স্ফুটমেব প্রতিপন্নমাসীৎ যৎ কৃষ্ণস্যৈশ্বর্য্যং, সচ্চিদানন্দত্বং, সর্ব্বজ্ঞাদিমাহাত্ম্যঞ্চ বেদে পুরাণেষু চ বর্ণিতমস্তি তৎ সর্ব্বং শিবস্য পরমাত্মনঃ প্রসাদাৎ এব কৃষ্ণেন লব্ধমিতি।

অথ তয়োঃ শৈববৈষ্ণবয়োঃ শিববিষ্ণোঃ স্তুতিনিন্দাবিষয়ান্ বিরোধান্ শ্রুত্বা কশ্চিৎ হরিহরোপাসকো বিষসাদ ব্যাজহার চ। অহো ভবন্তৌ বেদপুরাণাদীনাং বিরুদ্ধমর্থং কল্পয়িত্বা একাত্মনো হরিহরয়োর্নরকোৎপাদকং ভেদং ব্যাচক্ষাতে

পক্ষপাতবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা

এতস্যাঃ শ্রুতেধ্বনিরপি কিং যুবয়োঃ কর্ণবিবরে ন বিবেশ। অপিচ ওঙ্কারস্য ত্র্যক্ষরাত্মকপ্রণবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং একাত্মত্বপ্রতিপাদনং কিং ভবদ্ভ্যাং ন জ্ঞায়তে হরিবংশেঽপি নাদৃশ্যত তত্রস্থাঃ কেচন শ্লোকাঃ শ্রূয়ন্তাম্

যোঽসৌ বিষ্ণুঃ স বৈ রুদ্রো যো রুদ্রঃ স পিতামহঃ।
একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা রুদ্রবিষ্ণুপিতামহাঃ।।
জগতঃ শুভ[৬]দাতারৌ প্রভূ বিষ্ণুমহেশ্বরৌ।
কর্ত্তৃকারণকর্ত্তারৌ কর্ত্তৃকারণকারকৌ।।
ভূতভব্যভবৌ দেবৌ নারায়ণমহেশ্বরৌ।
রুদ্রস্য পরমো বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ পরমঃ শিবঃ।।
এক এব দ্বিধাভূতো লোকে চরতি নিত্যশঃ।।

ইত্যাদ্যাঃ।। এবং কৈলাসযাত্রায়াং হরিহরয়োর্ভেদো মহাপাতকোৎপাদকত্বেন নিরূপিতঃ।।

অনয়া শাস্ত্রযুক্ত্যা শিষ্টপরম্পরয়া চ ভগবতা শ্রীধরস্বামিনাপি ভাগবতটীকাপ্রারম্ভে তাবুভৌ একাত্মত্বেন প্রণম্যেতাং।। তথা হি

মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ।। ইতি

অথেদানীং পক্ষপাতব্যাকুলিতচিত্তয়োর্বহুপরিবারয়োঃ শৈববৈষ্ণবয়োঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধযুক্ত্যা দুঃখকারুণ্যব্যাপ্তমানসা হরিহরোপাসকবাক্যশ্রবণসংজাতহর্ষাঃ প্রেপ্সিতাত্মতত্ত্বাঃ তান্ জ্ঞাপয়ামাসুঃ।

একত্বমনুপশ্যতামস্মাকং আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তানি যাবন্তি নামরূপাণি মায়াকার্য্যাণি দিক্‌কালাকাশবৃত্তীনি পরিমিতানি সত্যাশ্রিতানি ভবন্তি কেবলং সদধ্যাসেন সত্যমিব প্রতীয়ন্তে, অতোঽধ্যাসবলাৎ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ইতি বদতাং বেদানামনুগতৈরস্মাভিঃ আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং সমস্তং জগৎ সমষ্ট্যা ব্যষ্ট্যা বা ব্রহ্মত্বেন বর্ণ্যতে। অতএব দে[৭]বাদি-স্থাবরপর্য্যন্তসমস্তবস্তুনঃ সুখানন্তবিগ্রহত্বে ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং। ইত্যাদি পঠতাম্ অস্মাকং কদাপি বিপ্রতিপত্তির্নোৎপদ্যতে এবং যাথার্থ্যতঃ তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়মুৎ-পদ্যতে। ইত্যাদিশ্রুত্যর্থানুসারেণ যাবন্তি নামরূপাত্মকানি বস্তূনি মিথ্যাত্বেনানুপশ্যাম ইতি। জীবন্মুক্তেঃ স্ফুটলক্ষণং তৎপ্রমাণভূতগীতাশ্লোকাভ্যাং গ্রহীতব্যম্ দ্বিতীয়াধ্যায়ে-

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।

জীবন্মুক্তিঃ কথং কেন বা সম্পৎস্যতে ইত্যয়ং প্রশ্নস্তু ভবতঃ সমালোচিতাগ্রিম-গীতাশ্লোকার্থস্যানুচিত ইব প্রতিভাতি স চায়ং শ্লোকঃ

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। ইতি।।

আত্মীয়সভা

নির্ব্বাহক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথবন্দ্যোপাধ্যায়স্য।
সংস্কৃত ছাপাখানায় ছাপা হইল।

[উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ]

শ্রীরামঃ।।

ব্রহ্মাদিভূতগুণরূপাবির্বাজতোহসৌ
দিক্‌কালখাদিনিখিলং পরিপশ্যতাহ।
যঃ সর্ব্বদা শুকসনাতনবিজ্ঞগীত-
স্তৎপাশ্রয়ামিহ ভবেৎ কুত এব ভীতিঃ।।

বিষ্ণুরিব স্বরূপতশ্চোপাধিতো বান্যোহস্তীতি শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বেন মন্যমানানাং বিদুষাং বচনৈঃ সংজাতদুঃখহর্ষাঃ কেনচিৎ কথঞ্চিৎ নিবেদয়ন্তে। নহি কেহপি বৈষ্ণবাঃ সচ্চিৎসুখানন্তবিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতদেহেন্দ্রিয়প্রাণা ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কদাচিদপি নির্গুণত্বং প্রতিপাদয়ন্তি প্রত্যুত নিখিলসদ্‌গুণরত্নরত্নাকরত্বেনৈব তমুপাদিশন্তি। এতৎপ্রমাণান্যপি কেষাঞ্চিৎ সুকৃতিনামেব কর্ণকুহরগোচরাণি স্যুঃ।

যে কেচিৎ ক্ষীরোদকশায়িভগবদুপাসকা বৈষ্ণবাস্তেঽপি গুণাবতারত্বেনৈব প্রখ্যাতগুণস্য বিষ্ণোর্ন নির্গুণত্বম্ প্রতিপাদয়ন্তি। সত্ত্বগুণোপাধিবৈশিষ্ট্যং সর্ব্বত্রাদূষণম্। অতএব বৈকুণ্ঠনাথোপাসকা অন্যেঽপি ইলাবৃতাদিনববর্ষেস্বর্গস্থভবানীনাথাদ্যুপাসকগণোপাসিতচরণসংকর্ষণাদিরূপোপাসকাশ্চ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবানাং ত্রয়াণামপি সৃষ্ট্যাদ্যর্থপ্রগৃহীতবিগ্রহাণাং গুণাবতারত্বেনৈব নৈকাত্ম্যম্ ন কদাচিৎ স্বরূপতোঽভেদিতা। অপিচ অপি যশ্চাণ্ডালঃ শিব ইতি বাচং বদেত্তেন[২]সহ সংবসেৎ তেন সহ সংবদেত্তেন সহ ভুঞ্জীতেতি

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীযান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্তে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।

ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভিঃ শিববিষ্ণুনাম্নামপি পরমপাবনত্বকথনেন স্কান্দপাদ্মাদৌ নামমহিম্ন্যর্থবাদমাত্রমিতি মন্যমানানাং নারকিত্বস্মরণেন চ নামনামিনোরভেদত্বনির্ণয়াদপ্রাকৃতত্বপ্রতিপাদনেন চ তয়োর্নামিভবেব সর্ব্বেষাং প্রাপ্তসর্ব্বাভীষ্টত্বং চ স্যাৎ। ইত্যেব জানন্ত এব বিষ্ণুশিবয়োঃ পৃথগীশ্বরদৃশো মূঢজনান্ নামাপরাধিত্বেন নারকানেব কথয়ন্তি। তথাহি--

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ

ইত্যাদি সর্ব্বাপরাধকৃদপি

মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ।

ইত্যাদি। অতএব তয়োর্ভেদমননে কেষাঞ্চিদপি ন শ্রেয়ঃ এতদর্থকাঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়ো বহ্ব্যঃ সন্তি সুকৃতিভির্জ্জনৈঃ শ্রুতা এব। অতো হরিহরোপাসকৈঃ সহ ন কেচন বিবদন্তে তেষাং মতন্তু সর্ব্বসজ্জনমনোরঞ্জনমিতি।

অত ত্রয়াণামেকাত্মত্বেঽপি কেচিদ্ভাগবতাভিজ্ঞা বিষ্ণুপাস[৩]কাঃ সত্ত্বতনোর্বাসুদেবাৎ নৃণাং শ্রেয়াংসি স্যুরিতি ভগবৎস্বামিপাদভাবার্থদীপিকাদৃষ্ট্যা চৈবং প্রতিপাদয়ন্তি। তথাহি— গুণত্রয়ে ! তমস্তু ভূতোপাদানত্বাদাধিভৌতিকং রজশ্চেন্দ্রিয়বর্গকারণতয়া আধ্যাত্মিকং সত্ত্বন্তু দেবপ্রসৃষ্টত্বাৎ আধিদৈবিকম্ নিয়ন্তৃতদুপহিতো বিষ্ণুরেব ঈশঃ।

ন চ তদুপহিতত্বে স্বরূপে কাচিৎ ক্ষতিঃ তমস এব আবরকত্বম্ রজস এব অন্যথাভানহেতুত্বম্ সত্ত্বস্য তু ন আবরকত্বম্ ন অন্যথাপ্রত্যায়কত্বম্ কিন্তু যথাবস্থিতস্বরূপস্ফুরণপক্ষপাতিত্বমেব অতঃ সচ্চিদানন্দানন্তবিগ্রহো বাসুদেবাখ্যো বিষ্ণুরেব ঈশঃ।

অতএব বৃদ্ধৈঃ শ্রীশংকরাচার্য্যপূজ্যপাদৈঃ ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ইত্যত্র অদুপপদেশশব্দস্য সংকোচমনভিপ্রেত্য নিরতিশয়ত্বেন সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বমধ্যবস্য ঈশপদব্যাখ্যানে পরমেশ্বরঃ পরমাত্মেতিশব্দাভ্যাং বিষ্ণুরেব সম্মতঃ।

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম আত্মা নারায়ণঃ পরঃ

ইতি তেঃ

কঃ প্রজাপতিরিত্যুক্ত ঈশোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্
আবাং তবাঙ্গসংভূতৌ তস্মাৎ কেশবনামবান্।

ইতি শিববচনাচ্চ তস্যৈব পরমেশ্বরত্বপরমাত্মত্বনির্ণয়াৎ স এব আবাস্যং আবসিতুং যোগ্যং স্থানম্ আধারঃ সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদো যস্য তদিদং পরিদৃশ্যমানং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ তস্যৈব আবাস্যম্ আ[৪]বসিতুং যোগ্যং ব্যাপ্যমিতি বা স্বপ্নদৃগনুগতভদাধারিকস্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ।

অত্র জগতীশব্দো ভূমিবাচকঃ সমস্তভূতভৌতিকপ্রপঞ্চোপলক্ষণঃ, জগচ্ছব্দস্তু গচ্ছতীতি জগৎ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রবৃত্ত্যাত্মকেন্দ্রিয়াদ্যাধ্যাত্মিকোপলক্ষণঃ তয়োরুচিতমেব স্বনিয়ন্ত্রীশানুগতত্বমঃ অনেন ঈশশব্দেন আধিদৈবকত্বদ্যোতকেন তদাবাস্যত্বকথনেন চ বসন্তি অস্মিন্ ভূতানি ইতি বাসু ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্বস্য বাসুদেবনিয়ম্যত্বং তদধিষ্ঠানকত্বং চ ধ্বনিতম্।

ন চ প্রপঞ্চস্য বাসুদেবাধিষ্ঠানকত্বে প্রপঞ্চে তদ্বিগ্রহপ্রতীত্যপেক্ষা শুক্তীদমংশস্য রৌপ্যে ভানেঽপি নীলপৃষ্ঠাদেরভানবৎ সচ্চিদ্ভানেঽপ্যদ্বয়ানন্দবিগ্রহাভানসম্ভবাৎ। তদুক্তং ব্যাপক-বিগ্রহাব্যক্তত্বং ভগবতা,

ময়া ততমিদং কৃৎস্নং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য। ইতি চেতি

কেচিত্তু ত্রয়াণামেকাত্মত্বেঽপি

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ।

ইত্যাদিশ্লোকবিচারেণ দ্বয়োঃ সেবকত্বমেকস্যৈব সেব্যত্বং ব্যাহরন্তি ন তু তেঽপি তয়োরনীশ্বরত্বং প্রতিপাদয়ন্তি।

যৎ ব্রহ্মণো জীবত্বং সম্ভাবয়ন্তি কদাচিৎ তৎ খলু ক্বচন কল্পে কশ্চিৎ প্রকৃষ্টজীব উপাসনয়া ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নোতি তদভিপ্রায়েণ ইতি সর্ব্বমন[৫]বদ্যম্।

ইদানীমিদানীন্তনো যঃ কশ্চিৎ শৈবঃ অদ্বৈতে পরমানন্দতত্ত্বে শিবস্বরূপে সমবধারিতমনা অপি যৎ শ্রীকৃষ্ণস্য নির্গুণত্বং শ্রুত্বা চুকোপ তদ্ অনতিশোভনম্ অনুশীলিতাদ্বৈততত্ত্বানাং তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ। ইত্যাদি শ্রুত্বা কোপাদিবিষয়ানিরূপণাৎ।

স চ কৈবল্যাদ্যুপনিষদো ন দৃষ্টা ইতিহাসপুরাণাদীনি চ নাবলোকিতানীতি যদাক্ষিপতি তদপি বৈষ্ণবানাং ন অত্যননুকূলম্ বহুগ্রন্থকলাভ্যাসবর্জ্জনস্য ভক্ত্যঙ্গতয়া বিহিতত্বাৎ

গ্রন্থানৈবাভ্যাসেদ্বহূন্ ইতি স্মৃতেঃ
বহুগ্রন্থকথাকন্থারোমন্থেন বৃথৈব কিম্
অন্বেষ্টব্যং প্রযত্নেন তত্ত্বজ্ঞৈর্জ্যোতিরান্তরম্। ইত্যাদিভশ্চ।

এবং শিবস্য অনীশ্বরত্বং কৈর্বাপি বৈষ্ণবৈর্ন প্রতিপাদিতম্। বস্তুতস্তু তৎপদার্থস্যাপি সগুণত্বং ন ঘটতে কিম্মত তৎপদার্থলক্ষ্যীভূতসদানন্দঘনরূপস্য শিবস্যেতি।

যত্তু কোপাবেশেন ব্রহ্মাবিষ্ণ্বাদীনাং শ্রীশিবাদ্ অভিব্যক্তিরুক্তা তদপি তেষাং ন বিরোধায় ভবতি, গর্ভোদকশায়িনো মহাবিষ্ণোরেব শিবত্বাৎ মৎস্যাদ্যবতারবিত্বাচ্চ।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য শিবভক্তত্বপ্রতিপাদকঃ অসৎ শৈবঃ কেন চ পৌরাণিকবৈষ্ণবেন পৃচ্ছ্যতে কিং নিত্যধামস্থিতো নিত্যলীলঃ অখিলসৌভগবান্ ভগবান্ সচ্চিদানন্দঘনবি[৬]গ্রহো যোগেশ্বরেশ্বরঃ কদাচিৎ শিবমপূজয়ৎ বৈবস্বতমন্বন্তরীযাষ্টাবিংশতিচতুর্যুগীয়দ্বাপরে স্বয়মবতীর্য্য বা ন আদ্যঃ তস্য স্বধামবিহারান্যতমকর্ম্মানুপযোগাৎ। নহি কয়াপি শ্রুত্যা স্মৃত্যা বা স্বমহিম্ন্যভিরতস্য তস্য অন্যারাধকত্বং দর্শিতম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদোঽস্যামৃতং দিবি ইত্যাদি-শ্রুতিভিঃ তস্যৈব স্বতন্ত্রপরমেশ্বরত্বকথনাৎ। দ্বিতীয়ে ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্ সংকরস্য চ কর্ত্তা স্যাম্ ইত্যুক্তদিশা লোকসংগ্রহার্থনানাকর্ম্মকরণপূর্ব্বকং দুষ্টবিনাশেন সাধুসংরক্ষণেন চ ধর্ম্মস্থাপনার্থং স্বয়মবতরতি, অতএব ব্যাস-নারদ-যুধিষ্ঠিরাদীনামপি চরণবন্দনপূজাদিকং করোতি, তেন লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ইত্যাদিন্যায়াৎ ন পরমেশ্বরত্বহানিঃ নাপি তদ্ভক্তত্বঞ্চ, যতস্তৈরপি তথাত্বেনৈব সম্মানিতঃ অভূৎ।

কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যাসাদিভক্তত্বমপ্রসিদ্ধম্, তেষাং চ তদ্ভক্তত্বং চাতিপ্রসিদ্ধম্ তথা শিবস্য গঙ্গাধরত্বেনৈব বিষ্ণুভক্তত্বমীশ্বরত্বঞ্চ অভিব্যক্তম্ বিষ্ণোস্তু শিবভক্তত্বেঽপি পরমেশ্বরত্বম্, অতো ন কশ্চিৎ বিবাদাবসরঃ।

যো হি হরিহরোপাসকো বিষ্ণুশিবপ্রতিপাদকানি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যানি বৈষ্ণবশৈবাভ্যাং পঠিতানি স্তু[৭]তিনিন্দাপরাণীতি মত্বা যদ্বিষসাদ তন্ন সম্যক্ত্বং তেষাং বচনানাং নিন্দাপরত্বাভাবাৎ যথাবস্থস্বরূপনির্ণায়কত্বাবগমাৎ স্তুতিপরত্বশ্রবণেন বিষাদস্যানৌচিত্যাচ্চ। স চ স্বয়মপি দ্বয়োরৈকাত্ম্যপ্রতিপাদকানি স্তুতিপরাণি বচনানি পপাঠেতি অলমতিবিস্তরেণ।

অথেদানীং লোচনগোচরীকৃতকেবলপক্ষপাতব্যামোহিতচিত্তনামমাত্রশৈববৈষ্ণবাঃ পরদুঃখেন দুঃখিতমানসাঃ কারুণ্যাশ্রয়ো হরিহরোপাসকাদানুগ্রহপরবশা বৈদিকাঃ প্রত্যক্তত্ত্ববিদ আচার্য্যকল্পা একত্বমনুপশ্যন্তো মায়াকার্য্যত্বেনৈব আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তানাং নামরূপাণাং পরিচ্ছিন্নপদার্থানাং সত্যাশ্রিতত্বেনৈব অধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যবদ্ভাসমানানাং যথোক্তশ্রুত্যা ব্রহ্মত্বং বর্ণয়ন্তো নিত্যবিজ্ঞানানন্দবিগ্রহাধিষ্ঠানকত্বেন দেবাদিস্থাবরপর্য্যন্তবস্তুনঃ সুখানন্তবিগ্রহত্বে চ অনুৎপন্নবিপ্রতিপত্তয়ঃ অধিগতানন্দাঃ পরমমঙ্গলায়না যথাসুখং বিজয়ন্তাম্ তন্মতং পুনঃ কেষাং বিরক্তচিত্তানাং ন অনুসন্ধেয়ম্ এতদনুসন্ধানাভাবে রাগদ্বেষাদিক্লেশানপগমাৎ বৈরাগ্যাদীনামপি আত্মজ্ঞানান্যতমফলান্তরাভাবাচ্চ।

যে কেচিৎ কেবলবিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহাগ্রহগ্রাহগৃহীতাঃ শুষ্কতার্কিকাঃ তৈরপি নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া। তর্কা[৮]প্রতিষ্ঠানাৎ। ইতি শ্রুতিসূত্রে শ্রুত্বা স্বমতপরিহারেণ অন্যতমম্ অনুসন্ধেয়ম্, নতু উপেক্ষণীযম্। শাক্তবাক্ষাবণ্যাদীনাম্ উদরদহরোপাসকানাং চ উদর্কফলত্বেনৈব আদরণীযম্, তদুপাসনানাং চিত্তশুদ্ধিসাধনত্বেন অভিহিতত্বাৎ।

ভগবতঃ অখণ্ডানন্দস্বরূপসেবনস্যৈব চিত্তশুদ্ধিফলত্বং চ অভিহিতম্ অতঃ তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পচ্ছামি। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। বাচোবিগ্লাপনং হি তৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। একস্মিন্ বিজ্ঞানে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবেৎ

একো দেবঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুত্যর্থং দর্শিনামেকদেশীয়ানাং শ্রৌতমার্গাভিনিবেশিতমনসাং মুমুক্ষূণাং তস্মিন্ ন বিবাদাবসর-প্রসঙ্গঃ। কেবলং অত্যন্তকাম্যনিষিদ্ধকর্ম্মাত্যন্তদুর্ব্বাসনাবাসিতমানসেভ্যঃ শুষ্ককর্ম্মকর্ম্মঠেভ্যো যন্ন রোচতে তেন জগতামনির্ব্বাচ্যাজ্ঞানকারণকত্ববাদিনাং ব্রহ্মবিদাং কাচন ন হানিঃ যতঃ সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্নস্যৈবাধিকারিত্বাৎ।

অতঃ অন্যে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতদেবাদিস্থাবরপর্য্যন্তবস্তুমাত্রদৃষ্টয়ো ভগবতঃ সুখানন্তবিগ্রহে চিচ্ছক্তিপতৌ বিবদমানা যাবন্তি নামরূপাত্মকানি প্রাকৃতানি বস্তূনি সত্যত্বেনৈব পশ্যন্তো বংভ্রম্যমানাঃ কেবলং ক্লেশ[৯]ভাগিনঃ স্যুঃ তৈরলং সম্ভাষণেনেতি।

যে তু ভগবতো নামরূপগুণলীলাদীনাং চিচ্ছক্তিকার্য্যত্বেন নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো জায়তে ক্ষণপরিণামিনো ভাবা ঋতে চিচ্ছক্তিম্ মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ইত্যাদ্যুক্তিদৃষ্ট্যা পরমসত্যত্বম্ অনুভবন্তো মায়িকপ্রপঞ্চজাতস্য চ অধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়মানত্বেনৈব মিথ্যাত্বং ব্যাহরন্তো বিশিষ্টাদ্বৈতিন ঔপনিষদৈবনুগৃহ্যমাণা ভগবৎসেবানু-কূলমানস্য জগজ্জীবানুগ্রহপরবশাঃ সমধিগতব্রহ্মবিদ্যা যোগভ্রষ্টকল্পা কৃতার্থা এব তেষাং সন্দর্শনস্পর্শনস্তুত্যভিনন্দনসেবাপরিপ্রশ্নাদিভিরপি মুমুক্ষূণাম্ অতীব শ্রেয়ো ভবেদিতি।

অপরে কেবলাদ্বৈতিনো হি ব্রহ্মাদিতৃণান্তস্য জগতঃ প্রাতীতিকসত্তাকত্বং ব্রুবন্তো ভগবদ্-বিগ্রহাদীনাং চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষাণাং নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ ইত্যাদিনা সর্ব্বেন্দ্রিয়াদে-রবিষয়ত্বেন মুক্তগম্যত্বেন চ স্বয়ংপ্রকাশমানানাং দৃশ্যত্বকল্পনয়া মিথ্যাত্বং প্রতিপাদয়ন্তো

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ। ইতি
যোহন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা।
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধজড়মূকতা
যন্মুহূর্ত্তং[১০] ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ
অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।

ইত্যাদিপ্রমাণসংঘাতাৎ বহির্ম্মুখানামাত্মঘাতিত্বাদিস্মরণেনৈব শোচ্যা ইব বৃথৈব বর্ত্তন্তে, তজ্জ্ঞানাদেরপি ভক্তিব্যতিরেকেণ সিদ্ধ্যভাবাৎ তদনুষ্ঠিতস্বধর্ম্মাদেঃ সুতরাং শ্রমত্বম্, তদর্থকানি প্রমাণানি বহূনি সন্তি। শ্রীগুরুপরমেশ্বরভক্ত্যৈব উপনিষদর্থঃ প্রকাশতে চেতি শ্রূয়তে যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ইত্যাদি বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত ইত্যাদি অনন্যপ্রোক্তা গতিরত্র নাস্তি আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ। প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিভ্যো গুরুকারুণ্যরহিতানাং কেবলবেদানুগতিমাত্রেণ তত্ত্বজ্ঞানাদেরসৌলভ্যত্বকথনাৎ তে তু কেবলং নির্ব্বিশেষে অশেষে পরে ব্রহ্মণি লয় এব পরমপুরুষার্থ ইতি মন্যমানা নিত্যপ্রকটিতচিচ্ছক্তিবিলাসস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ভক্তিরস্য ভজনং তদ্ ইহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন অমুষ্মিন্ মনঃকল্পনম্, এতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্ ইতি শ্রুতিসূত্রাভ্যাং লক্ষিতমপি ভজনমজানন্তঃ ভ্রংশিতপুরুষার্থাঃ পণ্ডিতম্মন্যা মায়িকজীবান্ বিরোধয়িষবো হি সমুৎসহন্তে। তাং[১১]শ্চ উপহস্য কশ্চিৎ কেনচিদ ভগবদনুরাগিণা গীতং পঠ্যতে যথা -

বরং বৃন্দাবনে শূন্যে শৃগালত্বং স ইচ্ছতি,
ন তু নির্ব্বিষয়ং মোক্ষং গন্তুমর্হতি গৌতম। ইতি

স চ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যনির্ণীতপ্রমেয়াণ্যেব সর্ব্বান উপদির্শাত। শুষ্কতর্ককর্ম্মাত্মজ্ঞানিনশ্চ অনাদৃত্য শ্রুতিভিস্তদনুগতযুক্ত্যা চ ভগবতঃ পারতম্যং সর্ব্ববেদগম্যত্বং জগৎসত্যত্বং জীবভেদং জীবানাং হরিদাসত্বং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভো মোক্ষঃ আন্ত্যান্তিকী ভক্তিরেব তৎসাধনমিতি চ প্রতিপাদয়তি।

তস্য পরতমত্বং শ্রীগোপালোপনিষদি কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
অথ তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ।
এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

গীতাসু-- মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।।
হেতুত্বাদ্‌বিভুচৈতন্যানন্দত্বাদিগুণাশ্রয়াৎ
নিত্যলক্ষ্ম্যাদিমত্ত্বাচ্চ কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ।

হেতুত্বং যথাহুঃ শ্বেতাশ্বতরাঃ—একঃ স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ।
যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্‌যঃ।

বিভুচৈতন্যানন্দত্বং যথা কাঠকে

মহান্তং বিভুমাত্মানং ম[১২]ত্বা ধীরো ন শোচতি ইতি।।
বিজ্ঞানসুখরূপত্বমাত্মশব্দেন কথ্যতে
অনেন মুক্তগম্যত্বব্যুৎপত্তেরিতি তদ্‌বিদঃ।

বাজসনেয়িনশ্চাহুঃ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইতি গোপালোপনিষদি চ তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ইতি।

মূর্ত্তত্বং প্রতিপত্তব্যং চিৎসুখস্যৈব রাগবৎ
বিজ্ঞানঘনশব্দাদিকীর্ত্তনাচ্চাপি তস্য তৎ।
দেহদেহিভিদা নাস্তীত্যেতেনৈবোপদর্শিতম্।

মূর্ত্তস্যৈব বিভুত্বং যথা মাণ্ডূকে
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্। ইতি
দৃশ্যোঽপ্যসৌ নিখিলব্যাপীত্যাখ্যানান্ মূর্ত্তিমান্ বিভুঃ।
যুগপদ্‌ধ্যাতৃবৃন্দেষু সাক্ষাৎকারাচ্চ তাদৃশঃ।

শ্রীদশমে চ - ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ।
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা।

গীতাসু চ - ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
অচিন্ত্যা শক্তিরস্তীশে যোগশব্দেন চোচ্যতে।
বিরোধভঞ্জিকা সা স্যাদিতি তত্ত্ববিদাং মতম্।।
আদিনা সার্ব্বজ্ঞ্যং মুণ্ডকে--যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ। ইতি
আনন্দিত্বঞ্চ তৈত্তিরীয়কে—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি[১৩]কুতশ্চন।।
ন ভিন্না ধর্ম্মিণো ধর্ম্মা ভেদভানং বিশেষতঃ।
যস্মাৎ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিধীর্বিদুষামপি
এবমুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে— নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো।
নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র হি স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা।। ইতি
নিত্যলক্ষ্মীকত্বং বিষ্ণুপুরাণে—
নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেযং দ্বিজোত্তম।। ইতি
বিষ্ণোস্তু শক্তয়স্তিস্রস্তাসু যা কীর্ত্তিতা পরা।
সৈব শ্রীস্তদভিন্নেতি প্রাহ শিষ্যান্ প্রভুর্মহান্।।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি— পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশঃ। ইতি চ
বিষ্ণুপুরাণে চ— বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।
পরৈব বিষ্ণ্বভিন্না শ্রীঃ। ইত্যুক্তম্।
তত্রৈব- - কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালসূত্রস্য গোচরে।
যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরিঃ।। ইতি
অখিলাম্নায়বেদ্যত্বং গোপালোপনিষদি—যোঽসৌ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈর্গীয়তে। ইতি।
কাঠকে— সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
হরিবংশে চ - বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।
সাক্ষাৎপরম্পরাভ্যাঞ্চ বে[১৪]দা গায়ন্তি মাধবম্।
সর্ব্বে বেদান্তাঃ কিন্তু সাক্ষাদ্ অপরে তেভ্যঃ পরম্পরয়া।
ক্বচিৎ ক্বচিদবাচ্যত্বং যদ্বেদেষু বিলোক্যতে।
কার্ৎস্ন্যেন বাচ্যং ন ভবেদিতি স্যাত্তত্র সঙ্গতিঃ।।
অন্যথা তু তদারম্ভো ব্যর্থঃ স্যাদিতি মে মতিঃ।
শব্দপ্রবৃত্তিহেতূনাং জাত্যাদীনামভাবতঃ।
ব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মকং বাচ্যং নৈবেত্যাহুর্বিপশ্চিতঃ।
সর্ব্বৈঃ শব্দৈরবাচ্যে তু লক্ষণা ন ভবেদতঃ।।
লক্ষ্যঞ্চ ন ভবেদ্ধর্ম্মহীনং ব্রহ্মেতি মে মতম্।।

অথ বিশ্বসত্যত্বং। — স্বশক্ত্যা সৃষ্টবান্ বিষ্ণুর্যথার্থং সর্ব্ববিজ্জগৎ।
ইত্যুক্তেঃ সত্যমেবৈতদ্ বৈরাগ্যার্থমসদ্ বচঃ।।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি—য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।

বিষ্ণুপুরাণে চ—একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
ঈশাবাস্যোপনিষদি - স পর্য্যগাচ্ছুক্রম্। ইত্যাদৌ যথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

মহাভারতে চ ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যেনৈব প্রজাপতিঃ।
সত্যাদ্ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ।। ইতি
আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ সন্নলীনাবিহঙ্গবৎ।
সত্যং বিশ্বস্য মন্তব্যং ইত্যুক্তং বেদবাদিভিঃ।।

বিষ্ণুতো জীবানাং ভেদং শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি—দ্বা সুপর্ণা সযুজা ইত্যাদৌ তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। মুণ্ডকে [১৫] যদা পশ্যঃ পশ্যতে। কাঠকে—যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।

গীতায়াম্- ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।।
এষু মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেঃ স্যাদ্ভেদঃ পারমার্থিকঃ।
ব্রহ্মাহমেকো জীবোঽস্মি নান্যো জীবা ন চেশ্বরঃ।।
মদবিদ্যাকল্পিতাস্তে সদ্বিতীয়ং চ দূষিতম্।।
অন্যথা নিত্য ইত্যাদি শ্রুত্যর্থো নোপপদ্যতে।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। ইত্যাদীতি।
একস্মাদীশ্বরাদেব চেতনাৎ তাদৃশ মিথঃ।
ভিদ্যন্তে বহবো জীবাস্তেন ভেদঃ সনাতনঃ।।
প্রাণৈকাধীনবৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে।।

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি। ইতি

ব্রহ্মব্যাপ্যত্বতঃ কৈশ্চিজ্জগদ্ ব্রহ্মেতি মন্যতে।

যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপে দেবতাগণঃ।

স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ স র্বগতো ভবান্।। ইতি।

উপাধৌ প্রতিবিম্বিতং তেন পরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম জীবরূপং স্যাৎ উপাধিবিগমে তু ব্রহ্মৈকাম্ ইত্যাহুঃ কেবলাদ্বৈতিনঃ. তন্নিরাকর্ত্তুমাহুঃ -

প্রতিবিম্বপরিচ্ছেদপক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ।
বিভুত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং তৌ বিম্বাদ্ভিনিবারিতৌ।।

ব্রহ্মণো [১৬]বিভুত্বাৎ নৈরূপ্যাচ্চ ন তস্য প্রতিবিম্বঃ. পরিচ্ছেদাবিষয়ত্বাস্বীকারাচ্চ ন তস্য পরিচ্ছেদঃ, বাস্তবে পরিচ্ছেদে তু টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণবদ্ বিকারাদ্যাপত্তেঃ।

অদ্বৈতং ব্রহ্মণো ভিন্নমভিন্নং বা ত্বয়োচ্যতে।
আদ্যে দ্বৈতাপত্তিরন্তে সিদ্ধসাধনতা শ্রুতেঃ।।
অলীকং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয়ত্বতঃ।
শ্রদ্ধেয়ং বিদুষাং নৈবেত্যূচিরে তত্ত্ববাদিনঃ।।

জীবানাং ভগবদ্দাসত্বং শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি--

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
ত্বং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।। ইতি

স্মৃতিশ্চ-- ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ।
এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা।। ইত্যাদ্যা
সব্রহ্মকাঃ সরুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ।
অর্চ্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্।। ইত্যাদ্যা চ

পাদ্মে চ জীবলক্ষণে—দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন। ইতি
ভগবৎপ্রাপ্তের্মোক্ষত্বং যথা—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ। ইত্যাদি
একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ ইত্যাদি
বহুধা বহুভির্বর্ণৈর্ভাতি কৃষ্ণঃ স্বয়ংপ্রভঃ।
তমিষ্টবা তৎপদে নিত্যং সুখং তিষ্ঠন্তি মোক্ষিণঃ।।

একান্তভক্তের্মোক্ষসাধনত্বং চ

যস্য দেবে ইত্যাদি
তস্মাদ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।
তত্র ভাগবতান্ [১৭] ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ।।

ইত্যেবংপ্রকারেণ গুরুকারুণ্যলব্ধজ্ঞানেন শাস্ত্রাণি আলোচ্য ভগবদ্ভক্তিমেব কুর্ব্বন্ কৃতকৃত্যঃ সন্ বিরাজতে।

কিন্তু যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবচনেনৈব প্রোবাচ। ইতি দর্শনাৎ প্রজ্ঞম্মন্যঃ কমপি কিঞ্চিৎ ন বক্তি যৎ কদাচিৎ ঔপনিষদান্ প্রাপ্য কথঞ্চিৎ পৃচ্ছতি তৎ খলু

সঙ্গমঃ খলু সাধুনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ।
যৎ সম্ভাষণসংপ্রশ্নৈঃ সর্ব্বেষাং বিতনোতি শম্।।

ইত্যাদিরীত্যা পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্ ইত্যুক্তদিশা চ সৎসঙ্গেন তৎকথাশ্রবণেন চ ভগবদ্রসাস্বাদনমেব পুরুষার্থশিরোমণিত্বেন জানন্নেব নান্যথা ইতি অনাপৃষ্টস্তু ন ব্রূয়াৎ ইতি শ্রুত্বা প্রশ্নাভাবে জ্ঞানিনামুপদেশস্য নিষেধশ্রবণাচ্চ ইতি চ।

ইত্যেবমেবং নিবেদনানন্তরং তৈরেব তু জগন্মিথ্যাত্ববাদিনাং বিশ্বসত্যত্ববাদিনাং প্রপঞ্চানির্ব্বাচ্যত্ববাদিনাং চ অন্যোন্যমতপ্রৌঢ়িমাবিষ্কারেণ কক্ষীকৃতপক্ষপাতানাং বচনৈর্দোদুয়মানান্তঃকরণেন কেবলশুষ্ককর্ম্মাত্মজ্ঞানপরান্ উপহসতাং ব্যাহারেণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্তমানসেন ভগবদ্বিগ্রহস্য সত্যত্ববাদেন লব্ধামোদেন ক্রোড়ীকৃতবিশিষ্টাদ্বৈতিনা পরাকৃতকেবলাদ্বৈতিনাং বাক্যজাতেন সংজাতসুখাতিশয়েন [১৮] কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপ্যন্তে চ তে। কিমহো

মনোমাত্রবিলাসিতানাত্মভূতানাং দেবাদিস্থাবরপর্য্যন্তানাং জগতাং সত্যত্বমিথ্যাত্বানির্ব্বাচ্যত্ব-প্রতিপাদনপক্ষপাতেন ব্যাকুলীকৃতবুদ্ধয়ো লোকায়তিকা ইব বৃথৈব কালং নির্য্যাপয়ন্তো মনুষ্যত্বং বিফলায়ন্তে ভবন্তঃ অনাত্মবিচারে বেদতাৎপর্য্যাভাবাৎ। ন চ পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। ইতি শ্রুত্যা ইন্দ্রিয়াণাং প্রপঞ্চবিষয়ত্বকথনেন তদস্তি ইতি বাচ্যম্ ফলবদর্থাববোধকস্য বেদস্য অফলেন্দ্রিয়প্রপঞ্চবিষয়ত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যাসম্ভবাৎ শ্রুতি-প্রামাণিকত্বে তস্য বাধাসম্ভবাচ্চ ভ্রান্তপ্রতীত্যনুবাদেন য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি যস্যাত্মা শরীরম্ ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধস্য অন্তরাত্মনো ভগবতঃ তদবিষয়ত্বাপাদনে তাৎপর্য্যাৎ তাৎ-পর্য্যার্থস্য এব শব্দার্থত্বস্বীকারাচ্চ। যথা—বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ইতি বাক্যার্থস্য বিষভোজনে ন তাৎপর্য্যম্ কিন্তু পরগৃহভোজননিষেধে এব তদ্বদ্ অত্রাপীতি সুধিয়া অনুসন্ধেয়ম্। যদ্ যদ্ অত্রানুকূলতর্কাদিকং তৎ তৎ পশ্চাৎ নির্দ্দেক্ষ্যতি।

যৎ জীবন্মুক্তিবিষয়প্রশ্নোত্তরতয়া ভবদ্ভির্লিখিতং তদ্ অযুক্তমিব আভাতি, বিশেষস্তু অশেষতয়া লিখনানবকাশতয়া চ ন বিবৃতঃ। স্বয়মেবাভবিষ্যদিব জ্ঞাযতে তদা ভগ[১৯]বদিচ্ছায়াঃ ফলদাতৃত্বং বিদুষো ন স্বাতন্ত্র্যমননির্মিতি।

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব পবেচ্ছয়া
যথাযোগ্যং বিবেচন্তু সুধিয়ঃ সমদর্শিনঃ।

শ্রীউৎসবানন্দশর্ম্মণাম্। ১৯ আশ্বিন ১২২৩। স্বাক্ষর করা এই প্রত্যুত্তর শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র দত্তের দ্বারা পাওযা জায়।

[রামমোহন রায়]

।। ওঁ তৎ সৎ।।

ব্রহ্মাদ্বয়ং পরানন্দং ব্রহ্মাদীনামগোচবম্।
কার্য্যকারণনির্ম্মুক্তং সত্যং পরমুপাস্মহে।।

ভবতা পরমভাগবতেন বৈষ্ণবেন প্রথমতো যৎ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ক্ষীরোদশায়িনো বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠনাথস্য ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাঞ্চ সগুণত্বং শবীববত্ত্বঞ্চ অভিহিতং তৎ সম্যগেব, দিক্‌কালাকাশবৃত্তীনাং করণগোচরাণাং সগুণত্বপরিচ্ছিন্নত্বযোর্যুক্তত্বাৎ। প্রশংসিতহরিহরোপাসক-মতো ভবান্ সাধুর্বিদ্ভিঃ স্তবনীয়শ্চ।

যত্তু ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাম্ ঐক্যম্ ঈশ্বরত্বঞ্চ অঙ্গীকৃত্য তেষু একস্য বিষ্ণোঃ সেব্যত্বং ব্রহ্মমহেশ্বরয়োঃ সেবকত্বং ব্যাহৃতং তত্তু সকলসদ্‌যুক্তিবিরুদ্ধং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণতন্ত্রাদি-শাস্ত্রাণাম্ অনভিমতং ভবদুক্তবিরুদ্ধঞ্চ একাত্মত্বে দ্বিত্বাদিবিরহাৎ সেব্যসেবকভাবস্য অসম্ভাবনীয়ত্বাৎ একস্য সেব্যত্বে অপরয়োঃ সেবকত্বে বিনিগমনাবিরহাৎ সেবকত্বপরমেশ্বরত্বয়োর্বি-রোধিধর্ম্মত্বেন একধর্ম্মিকত্বানুপপত্তেশ্চ।

বিষ্ণোঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মত্বসূচনায় ব্রহ্মেশানাভ্যাং শ্রেষ্ঠত্বাখ্যানায় চ পরমাত্মপরা ঈশাবাস্যম্ ইত্যাদয়ো দশোপনিষদীয়া যা যাঃ শ্রুতয়ঃ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধকেবলকণ্টসাধ্যব্যুৎপত্তিবলাৎ যথা ভবতা ব্যাখ্যা[২]তাঃ তথা তথৈব যুক্ত্যা তাঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ঃ শিবস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মত্বায় বিষ্ণুতঃ সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠত্বায় চ শিবোপাসকৈর্ব্যাখ্যায়েরন্।

বরঞ্চ শ্রুতীনাং সগুণপ্রতিপাদকত্বাঙ্গীকারে ঈশেশানেশ্বরপদানাং কোষবলাৎ ব্যবহারবলাচ্চ শিবে এব প্রসিদ্ধা শক্তিঃ প্রতীয়তে, এবং সৌরৈঃ সূর্য্যস্য ব্রহ্মত্বায় শাক্তৈঃ শক্তেঃ প্রাধান্যায় তা এব শ্রুতয়ঃ সমুদাহ্রিয়েরন্।

যদ্যেবং ব্রূষে কৃষ্ণোপনিষদাদীনাং বিষ্ণুপরাণাং শ্রুতীনাং দশোপনিষদীয়শ্রুতিভিঃ সার্দ্ধম্ একবাক্যতায়ৈ সর্ব্বাসাং শ্রুতীনাং বিষ্ণুপরত্বং কথয়ামঃ তর্হি কৈবল্যোপনিষদাদীনাং শিবপরাণাং শ্রুতীনাং তাভির্দশোপনিষদীয়শ্রুতিভিঃ একবাক্যতার্থং যাবতীনাং শ্রুতীনাং শিবপরত্বং শৈবাঃ কথয়েয়ুঃ। এবং কালিকোপনিষদাদীনাং তাভিরেকবাক্যতার্থং শাক্তাদিভিরপি শক্ত্যাদিপরত্বেন সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো ব্যাখ্যাতব্যাঃ। হা হন্ত স্বপক্ষপক্ষপাতাঃ সোপাধিকোপাসকা লোকাঃ স্বস্বমতানুকূল্যায় অন্যোহন্যাকর্ষণেন বেদমন্ত্রান্ সংঘর্ষয়ন্তি ব্যাকুলয়ন্তি চ।

কিঞ্চ যথা বিষ্ণুপরায়ণেন ভবতা বিষ্ণোঃ প্রাধান্যায় ভগবদ্গীতাশ্লোকাঃ শ্রীভাগবতবিষ্ণু-পুরাণপদ্মপুরাণবচনানি চ লিখিতানি তথৈব শিবভক্তিমদ্ভিঃ সাধুভির্জনৈঃ শিবস্য শ্রেষ্ঠত্বায় মাহেশ্বরগীতা—স্কান্দ-শৈব-[৩]লৈঙ্গভাবতীয়বচনানি নানাতন্ত্রবচনানি চ পঠ্যন্তে। অত্র একত্র মান্যত্বম্ অপরত্র অমান্যত্বম্ অমন্তব্যম্ বিনিগমকাভাবাৎ।

কিঞ্চ যদ্বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যে নারদপঞ্চরাত্রিবচনং ভবতা দর্শিতং তত্রাপি শক্তেঃ উৎকৃষ্টত্বায় শক্তিভক্তিমদ্ভিঃ কোটিশ আগমোক্তানি বচনানি পরমোৎসাহম্ অধীয়ন্তে। তেষু কানিচিৎ বচনানি লিখ্যন্তে যথা নির্ব্বাণতন্ত্রে--

ততঃ কালীং মহাবিদ্যাং ভক্ত্যা তু মুরলীধরঃ।
আরাধ্য বহুযত্নেন বৈকুণ্ঠাধিপতির্ভবেৎ।।
গোলোকাধিপতির্দেবীস্তুতিভক্তিপরায়ণঃ।
কালীপদপ্রসাদেন সোহভবল্লোকপালকঃ।।
লোকানাং রক্ষণার্থায় সস্ত্রীকো মুরলীধরঃ।
সমারাধ্য ভদ্রকালীং গোলোকে নিবসেৎ সদা।।
নির্ম্মাল্যং কালিকাদেব্যা গৃহ্যতে বিষ্ণুনা সতা।
অতশ্চ পালকো বিষ্ণুর্মহাসত্ত্বপরায়ণঃ।।
তদাজ্ঞাং প্রাপ্য দেবেশি সৃজ্যতে পদ্মযোনিনা।
তদাজ্ঞয়া পাতি লোকান্ এষ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।।

প্রথমপটলে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়াঞ্চ—দ্বিতীয়ো জায়তে পুত্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ। ইত্যাদি সত্ত্বগুণাশ্রয়ত্বাদ্বিষ্ণোঃ রজস্তমোগুণাবচ্ছিন্নাভ্যাং ব্রহ্মশিবাভ্যাং যৎ প্রাধান্যং ভবদ্ভিরুক্তং তত্র শৈবাঃ প্রপঞ্চময়জাগ্রদবস্থায়া অধিষ্ঠাতুর্বিষ্ণুতো মুক্তিকল্পসুষুপ্ত্যধিষ্ঠাতুর্ভগবতঃ শিবস্যৈব প্রাধান্য[৪]কথনেন উত্তরং দদন্তে। অত্র মহাভারতে দানধর্ম্মে মহেশ্বরং প্রতি বিষ্ণুরুবাচ--

নমোহস্তু তে শাশ্বতসর্ব্বযোনয়ে ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষয়ো বদন্তি।
তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ ত্বামেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ।।

ইত্যাদি। তথা তত্রৈব—

তমব্যয়মনৌপম্যমচিন্ত্যং শাশ্বতং প্রভুম্।
নিষ্কলং সকলং ব্রহ্ম নির্গুণং গুণগোচরম্।।
যোগিনাং পরমানন্দমক্ষরং মোক্ষসংজ্ঞিতম্।

ইত্যাদি পঠন্তঃ তত্ত্ববিদস্তু ত্রিগুণাধিষ্ঠাতারং বস্তুতঃ ত্রমোগন্ধবিবর্জ্জিতং নির্গুণঞ্চ ভগবন্তং শিবং মন্যমানা ন কিঞ্চিৎ সন্দিহন্তি ইতি অলমতিজল্পনেন।

যচ্চোক্তং ভগবতা বুধৈঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপূজ্যপাদৈঃ ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ইত্যত্র নিরুপপদেশশব্দব্যাখ্যানে পরমেশ্বরঃ পরমাত্মেতি শব্দাভ্যাং বিষ্ণুরেব সম্মত ইতি

উক্তং ভবৎকল্পিতমেব ন তু পূজ্যপাদস্য আচার্য্যস্য কদাপি এতন্মতম্ যত উক্তং ভাষ্যে ঈশাবাস্যম্ ইত্যাদয়ো মন্ত্রা আত্মনো যাথাত্ম্যপ্রকাশনেন আত্মবিষয়ং স্বাভাবিকমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ন্তঃ শোক-মোহাদিসংসারবিচ্ছিত্তিসাধনম্ আত্মৈকত্বাদিবিজ্ঞানম্ উৎপাদয়ন্তি ইত্যেবম্ উক্তাভিধেয়সম্বন্ধ-প্রয়োজনান্ মন্ত্রান্ সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্যামঃ। ঈশা ইতি ঈষ্টে ইতি ঈট্ তেন ঈশা ঈশিতা পরমেশ্ব[৫]রঃ পরমাত্মা স হি সর্ব্বমীষ্টে সর্ব্বজন্তূনামাত্মা সন্ স্বেন আত্মনা ঈশা আবাস্যম্ আচ্ছাদনীয়ম্ কিং ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ তৎ সর্ব্বং ইত্যাদি।

যদপি ভবতা লিখিতং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নির্গুণত্বশ্রবণেন শৈবস্য কোপঃ অসঙ্গতঃ ইতি তদেব অত্যন্তমসঙ্গতং বৈষ্ণবস্য বিষ্ণুতঃ শিবস্য প্রাধান্যশ্রবণাৎ শৈবস্য শিবতো বিষ্ণুপ্রাধান্যশ্রবণাৎ এবং সর্ব্বেষাং তত্তদ্দেবোপাসকানাং স্বেষ্টদেবতাতঃ অন্যদেবতানাম্ উৎকর্ষশ্রবণাৎ ক্রোধস্য স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ। কিন্তু প্রেপ্সিতব্রহ্মতত্ত্বানাং সর্ব্বত্র একত্বম্ অনুপশ্যতাঞ্চ ন কস্যাপি স্তুতৌ শ্রেষ্ঠত্বশ্রবণে বা ক্বচিৎ কোপলেশস্যাপি উৎপত্তিঃ।

যচ্চোক্তং কৈবল্যোপনিষদাদীনাং শিববিষয়কপুরাণেতিহাসানাঞ্চ অদর্শনং বৈষ্ণবানামনুকূলমেব বহুগ্রন্থকলাভ্যাসবর্জ্জনস্য ভক্ত্যঙ্গতয়া বিহিতত্বাদিতি তদতীব আশ্চর্য্যম্ ভবাদৃশানাং বিদুষাম-যোগ্যঞ্চ ন হি বিষ্ণুবিষয়ত্বাৎ বেদৈকদেশস্য পুরাণেতিহাসাদীনাম্ একদেশস্য চ গ্রাহ্যতা শিব-বিষয়ত্বাৎ তস্যৈব বেদস্য তেষাং পুরাণাদীনাঞ্চ অপরদেশস্য অগ্রাহ্যতা কয়াচিৎ সদ্যুক্ত্যা শাস্ত্র-প্রমাণেন বা সংগচ্ছতে। কিন্তু সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ইত্যাদি [৬] শ্রুতিভ্যঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসাদীনি পরব্রহ্মণ এব প্রতিপাদকত্বেন বিদুষাম্ আদর্ত্তব্যানি গ্রাহ্যাণি চ।

গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্ ইত্যাদি ভবল্লিখিতনিষেধবচনন্তু সমূলকং চেৎ তদা অনীশ্বরবাদি-গ্রন্থাভ্যাসবিষয়কং বোদ্ধব্যম্। অবিষ্ণুবিষয়কাণাং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসাদীনাং সমাধানং কর্ত্তুমশক্নুবতাং বৈষ্ণবানাং পলায়নস্য সমীচীনোঽয়ং পন্থাঃ যৎ স্বমতপ্রতিকূলশাস্ত্রাভ্যাসনিষেধ ইতি।

যদবোচৎ ভবান্ যত্র যত্র বিষ্ণ্বাদিজনকত্বং শিবস্য শ্রূয়তে স্মর্য্যতে চ তত্র তত্র শিবপদং গর্ভোদকশায়িমহাবিষ্ণুপরমিতি তত্র আকর্ণয়তু যথা ভবদ্ভির্বৈষ্ণবৈঃ স্বমতস্থাপনায় রুদ্র-ত্র্যম্বক-মহেশ্বর-শিবাদিপদানাং শক্তিগ্রাহককোষাপ্তবাক্যব্যবহারাদিকম্ অনাদৃত্য কেবলপক্ষপাতবলাৎ গর্ভোদকশায়িনি মহাবিষ্ণৌ শক্তিঃ কল্প্যতে তথা যত্র যত্র ব্রহ্মশিবয়োস্তত্ত্বেন বিষ্ণুবর্ণনং তত্র তত্র কৃষ্ণ-বিষ্ণু-নারায়ণাদি-শব্দানামপি আনন্দকাননবাসিনি মহারুদ্রে শক্তিকল্পনে কো বাধকঃ এবং স্বস্বমতস্থাপনায় পরস্পরশক্তিকল্পনে শক্তিগ্রাহকাণাং কোষাদীনাং নৈষ্ফল্যং শাস্ত্রতাৎপর্য্যচ্ছেদশ্চ স্যাৎ অতো যৎকিঞ্চিদেতৎ।

যদুক্তং গোলোকরূপনিত্যধামস্থায়িনঃ কৃষ্ণস্য অন্যাবাধকত্বম্ অস[৭]ম্ভবমেব তস্যৈব পৃথিব্যামবতীর্ণস্য কৃষ্ণস্য তু যৎ ব্যাস-নারদযুধিষ্ঠিরাদীনাং শিবস্য চ সেবনং তল্লোক-সংগ্রহার্থমেব অনেন তেষাং সেব্যত্বং কৃষ্ণস্য সেবকত্বং বস্তুতো ন আয়াতি ইতি। তত্রাপি শ্রূয়তাং স্বধামস্থায়িনঃ কৃষ্ণস্য শিবশক্তিপরায়ণত্বং সর্ব্বথৈব সম্ভবতি যথোক্তং নির্ব্বাণতন্ত্রে--

গোলোকাধিপতিং কৃত্বা ভক্তং বক্ষ্যতি যঃ শিবঃ।
তস্য দেবস্য মাহাত্ম্যং বিস্তরাৎ শৃণু চণ্ডিকে।

ইত্যাদি ভুব্যবতীর্ণস্য তু বিষ্ণোঃ শিবসেবনং প্রসিদ্ধতরং ভবদ্ভিঃ স্বীকৃতঞ্চ।

কিঞ্চ লোকা বর্ণগুরূন্ বান্ধবগুরূংশ্চ সম্মানয়ন্তু এবং শিবং পূজয়ন্তু ইতি লোকশিক্ষার্থৈ ব্যাসাদীনাং শিবস্য চ সেবনং কৃষ্ণেন কৃতম্ ইতি যথা ভবতা কল্প্যতে তথা ভবান্যা ভৈরবাদীনাং বিষ্ণোশ্চ স্তবনং যৎ শিবেন বিহিতং তদপি লোকসংগ্রহায়ৈব ইতি কুতো ন কল্প্যতে বিনিগমনা-বিরহাৎ। কল্পনায়া উভয়ত্র সম্ভবাৎ।

যদপ্যুক্তং শৈববৈষ্ণবপঠিতবিষ্ণুশিবভেদসূচকবচনাকর্ণনাৎ হরিহরোপাসকস্য বিষাদঃ অনুচিত এবেতি তদপ্যনুচিতম্ বিষ্ণুশিবৈকাত্মবাদিনো হরিহরোপাসকস্য বিষ্ণুশিবয়োর্ভেদশ্রবণাৎ বিষাদস্য স্বভাবতো যুক্তত্বাৎ।

প্রত্যক্‌তত্ত্ববিদাম্ একত্বমনুপশ্যতাং যদ্ বিজয়মকাঙ্ক্ষীৎ তৎ পরমার্থদর্শিনঃ [৮] পরোপকাররতস্য ভবতো যুক্তমেব।

যত্তু কেবলকুতর্কো ন পরমার্থসাধকঃ দহরোপাসনা চিত্তশুদ্ধ্যর্থা কাম্যনিষিদ্ধকর্ম্মাসক্তচিত্তা মুক্তিবহির্ভূতাঃ ঈশ্বরে বিবদমানাঃ সম্ভাষণানর্হা ইতি ভবতো মতম্ তৎ তু অস্মাকমপি অভিমতমেব।

যত্তু বিশিষ্টাদ্বৈতিনো ভগবদ্বিষ্ণুসেবিনঃ সংস্তুত্য কেবলাদ্বৈতিনো ব্রহ্মাদিতৃণান্তস্য জগতঃ প্রাতীতিকসত্তাকত্বং মন্যমানান্ আত্মন্যভিরতান্ বিনিন্দ্য মুক্তিং তুচ্ছীকৃত্য চ ভক্তেরুৎকর্ষস্থাপনায় বরং বৃন্দাবনে শূন্যে শৃগালত্বং স ইচ্ছতি ইতি শ্লোকমপাঠীৎ তত্তু সর্ব্বথৈব উত্তরাযোগ্যং বেদদর্শনস্মৃতিভ্যঃ সর্ব্বথা বহির্ভূতত্বাৎ। ঈদৃশাধিকারিবিষয়ে শ্রীমদ্ভিঃ তার্কিকৈর্যৎ অলেখি তদ্ বহুমন্যামহে। তদ্ যথা—যুস্মৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু ইতি কৃত্বা পরদারাদিষু প্রবর্ত্তমানাঃ বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং বৃণোম্যহম্ ইতি বদন্তঃ অবিবেকিনঃ ন মুক্ত্যধিকারিণঃ ইতি মুক্তিতঃ শৃগালত্বং প্রশংসতো মুমুক্ষূন্ উপহসতো বিজাতীয়রুচিমতঃ প্রতি অলং শাস্ত্রপ্রমাণদর্শনেন।

যৎ পুনর্বৈষ্ণবোঽয়ং মধ্বাচার্য্যমতম্ অবলম্ব্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পারতম্যং সর্ব্ববেদগম্যত্বং জগতঃ সত্যত্বং জীবভেদঃ জীবানাং হরিদাসত্বং বি[৯]ষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভো মোক্ষঃ আত্যন্তিকী ভক্তিরেব তৎসাধনমিতি জগাদ স্বমতস্থাপনায় জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্‌বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।। স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্। ইত্যাদ্যাঃ সাক্ষাদাত্মবিষয়িকাঃ শ্রুতীঃ পাণিপাদাদ্যবয়বিকৃষ্ণবিষয়িকা অকথযৎ সর্ব্বে বেদান্তাঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণং প্রতিপাদয়ন্তি তেভ্যঃ অপরে পরম্পরয়া ইতি যৎ প্রাহ তত্র ক্ষণং চিত্তং সমাধায় শ্রূয়তাম্ কোষাদিবলাৎ ব্যবহারবলাৎ প্রকরণবলাচ্চ যস্য যস্য শব্দস্য যো যঃ অর্থঃ স্পষ্টং প্রতীয়তে তত্তন্মুখ্যার্থপরিত্যাগপূর্ব্বককেবলকষ্টসাধ্যব্যুৎপত্তিবললভ্যগৌণার্থস্বীকারেণ কস্যাপি শাস্ত্রস্য সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতাৎপর্য্যানি নির্ণেতুং স্থিরীকর্ত্তুং চ কেনাপি শক্যেরন্।

কিন্তু একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। যদ্‌বাচা[১০]নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। ন স্ত্রী ন পুমান্ন ষণ্ডঃ ইত্যাদি শ্রুতীনাং কোষাদিবলাৎ ভগবদ্‌ব্যাসাদিবৃদ্ধব্যবহারবলাৎ প্রকরণবলাচ্চ সর্ব্ববিশেষরহিতপরব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বমেব নিশ্চীয়তে। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। আহ চ তন্মাত্রম্। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রাণামপি তত্তদ্‌বলাদেব ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বমেব নির্ণীয়তে ন হস্তপদাদ্যবয়ববিশিষ্টশ্রীকৃষ্ণপ্রতিপাদকত্বম্।

তাসাং শ্রুতীনাং এতেষাং ব্রহ্মসূত্রাণাঞ্চ কষ্টকল্পনয়া করচরণাদ্যবয়বশালী বনমালী শ্রীকৃষ্ণশ্চেৎ প্রতিপাদ্যঃ স্যাৎ তদা অন্যেঽপি দেবা দেব্যশ্চ তয়ৈব কল্পনয়া তত্তৎপ্রতিপাদ্যাঃ কথং ন ভবেয়ুঃ কৃষ্ণ এব পরো দেব ইত্যাদি কৃষ্ণোপনিষৎশ্রুতিবলাৎ বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ ইত্যাদি গীতাবচনবলাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কপুরাণবলাচ্চ যদি শ্রীকৃষ্ণস্য পারতম্যং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যত্বঞ্চ বর্ণ্যতে তদা ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম। ইত্যাদিনানাশ্রুতিবলাৎ।

সর্ব্বৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ।
প্রতিপাদ্যোঽস্মি নান্যোঽস্তি প্রভুর্জগ[১১]তি মাং বিনা।।

ইত্যাদিশিববাক্যবলাৎ শিবগীতাবলাৎ শিবপ্রতিপাদকপুরাণবলাচ্চ সর্ব্বজ্ঞস্য পরমানন্দবিগ্রহস্য মহেশ্বরস্য শিবস্য পারতম্যং সর্ব্ববেদান্তপ্রতিপাদ্যত্বমপি কুতো ন স্বীক্রিয়তে এবং কালিকোপনিষদ্-দেবীসূক্ত-দেবীপ্রতিপাদকপুরাণনানাতন্ত্রাদিবলাৎ ভগবত্যাঃ সর্ব্বজগতাং মাতুঃ কালিকায়াঃ পারতম্যং সর্ব্ববেদবেদ্যত্বঞ্চ কথং ন বর্ণ্যতে এবং সূর্য্যগণেশেন্দ্রপবনাদিপ্রতিপাদকশ্রুত্যাদিবলাৎ তেষামপি পারতম্যং সর্ব্ববেদবেদ্যত্বঞ্চ কথং ন অঙ্গীক্রিয়তে?

তদঙ্গীকারে তু একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। য ইহ নানেব পশ্যতি। দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি। ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিজ্ঞায়া লোকানাং ব্রহ্মৈকত্ববিষয়কপ্রতীতেশ্চ মূলতঃ এব উচ্ছেদঃ স্যাৎ একস্মিন্নেব নির্ধারিতয়োঃ পারতম্যসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বধর্ম্মযোঃ অনেকধর্ম্মত্বস্য অভ্যুপগমাপত্তিশ্চ স্যাৎ। কিন্তু সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্। তত্ত্বমসি। ইত্যাদীনাং ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবাঃ মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত অহং ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে ইত্যাদীনাঞ্চ শ্রুতীনাং অর্থান্ বিভাবযন্তঃ অদ্বৈতবাদিনস্তু তৎশ্রুতিদর্শনেন দেবতানাং তদিতরেষাঞ্চ ব্রহ্মণি অধ্যাসেনৈব ব্রহ্মত্বং পশ্যন্তো ব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বমেব মন্যন্তে নতু সজাতীয-[১২]বিজাতীয়-স্বগতভেদরহিতস্য অদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো নানাত্বম্। যথাহ বেদান্তে ভগবান্ বাদরাযণঃ অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ। ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ইত্যাদি।

যৎ জগতঃ সত্যত্বং মধ্বাচার্য্যেণ কথ্যতে তচ্চেৎ ব্রহ্মণঃ সত্যতযা স্বীক্রিযতে ন তু স্বভাবতঃ তদা অনুকূলমেব যদি পরমাত্মানম্ অনপেক্ষ্য স্বাতন্ত্র্যেণ জগতঃ সত্যত্বং তদা অলং ব্রহ্মণঃ স্বীকারেণ গৌরবাৎ। এবঞ্চ সতি চার্ব্বাকীয়মাধ্বীযমতয়োঃ কো বিশেষঃ।

যৎ পুনর্জীবভেদম্ আহ তত্তু মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। মনসৈবেদমাপ্তব্যম্ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদিশ্রুতীনাং অবহেলনেনৈব দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখাযা যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদ্যাঃ ঔপাধিকং ভেদং দর্শয়ন্ত্যঃ সূলভোপদেশেন প্রথমাধিকারিণো ব্রহ্মবিদ্যায়াং প্রবর্ত্তয়ন্ত্যঃ শ্রুতয়স্তু আত্মজ্ঞানোপাযভূতাঃ প্রত্যক্ষীভূতস্য কার্যস্য ব্রহ্মসত্যতয়া সত্যবদ্ভাসমানস্য জগতো দর্শনেন হি তৎকারণং সত্যং জ্ঞানমনতং ব্রহ্ম অস্তীতি অনুভূয়তে। সোপাধিতয়া পরমাত্মানং বথয়ন্তীনাং শ্রুতীনাং গৌণত্বন্তু স্বযমেব অপরা অথাত আদেশো নে[১৩]তি নেতি ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ব্যঞ্জযন্তি।

যত্তু কেচিৎ বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভো মোক্ষ ইতি, কেচিৎ শিবপাদাম্বুজলীনত্বং মুক্তিঃ ইতি, কেচিৎ কালিকাচরণাম্বুজরেণুপ্রসাদঃ পরমপুরুষার্থলাভ ইতি, কিং বহুনা কেচিদ্ বৃন্দাবনে শৃগালত্বপ্রাপ্তিরেব মুক্তিরিতি, কেচিৎ গঙ্গাযাং কচ্ছপাদিযোনিপ্রাপ্তিঃ পরং শ্রেয় ইতি মন্যন্তে, তৎ তু স্বস্বরুচিবৈচিত্র্যাদেব।

কিঞ্চ শাস্ত্রস্য শাস্ত্রান্তরং বিবরণম্ ইতি অনাকর্ণিতবাদ্ভির্বিবাদার্থধৃতবেদান্তসম্মতাদ্বৈতবাদকানি ন্যায়াদিশাস্ত্রাণি বিশেষতঃ অনালোচিতবদ্ভির্মধ্বাচার্য্যতন্মতানুযাযিভিঃ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম এব বেদান্তস্য বিষযঃ স্বরূপানন্দাবাপ্তির্মোক্ষো বেদান্তস্য প্রযোজনমিতি বেদান্তসিদ্ধপক্ষং বিপক্ষবদ্দূরতঃ সমুৎসৃজ্য জীবভেদো বেদান্তসম্মতঃ বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভো মোক্ষশ্চ ইতি বিনৈব সৎপ্রমাণং কল্প্যতে। ন হি তর্কশাস্ত্রাদিষু বিবাদার্থং দ্বৈতবাদো বেদান্তসম্মত ইতি কৃত্বা কচিদ্ধৃতঃ ন বা বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভো মোক্ষ ইত্যপি কুত্রচিদ্গৃহীতঃ। কিন্তু বেদান্তসম্মতঃ অদ্বৈতবাদঃ স্বরূপানন্দাবাপ্তির্মোক্ষ ইত্যেব অবতারিতঃ।

কিমহো পক্ষপাতেন দৃষ্টমপি অদৃষ্টায়তে শ্রুতমপি অশ্রুতায়তে।

জাত্যাদিধর্ম্মরহিতস্য ব্রহ্মণঃ শক্ত্যা লক্ষণয়া বা ন কিঞ্চিচ্ছব্দবাচ্যত্বম ইতি যৎ মধ্বাচার্য্যঃ অচকথ[১৪]ৎ তৎ তু অদ্বৈতবাদিনাং ন অনভিমতম্ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে

অপ্রাপ্য মনসা সহ। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে অথাত আদেশো নেতি নেতি। ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ ন সত্তন্নাসদুচ্যতে। ইত্যাদিস্মৃতিভিশ্চ শব্দানাং ব্রহ্মস্বরূপে প্রবৃত্তেরসম্ভবস্যৈব বোধিতত্বাৎ। কিন্তু প্রতিবোধবিদিতং মতং শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচম্। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ প্রত্যক্ষাসম্ভ-সদ্‌যুক্ত্যা চ অনির্ব্বচনীয়ঃ কশ্চিৎ জগতামধিষ্ঠাতা নিয়ন্তা চ অস্তীতি নিশ্চীয়তে।।

ব্রহ্মণো বিভুত্বাৎ নৈরূপ্যাচ্চ ন তস্য প্রতিবিম্বঃ পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাস্বীকারাচ্চ ন তস্য পরিচ্ছেদ ইতি যদ্দূষণপরত্বেন মধ্বাচার্য্যঃ কথয়ামাস তত্তু অদ্বৈতমতানভিজ্ঞতয়ৈব ন হি বস্তুতঃ সর্ব্ববিশেষরহিতস্য সর্ব্বব্যাপিনো ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বঃ পরিচ্ছেদশ্চ সম্ভবতি ন বা অদ্বৈতবাদিভিঃ স্বীক্রিয়তে কিন্তু প্রতিবিম্বোপময়া একস্য বস্তুনঃ উপাধিভেদাৎ নানাত্বেন ভানং পরিচ্ছিন্নোপমানেন চ অবয়বরহিতস্য বিভোরুপাধিতঃ পরিচ্ছিন্নত্বেন অবভাস ইত্যেব অদ্বৈতবাদিনাং তাৎপর্য্যম্। ন হি শাস্ত্রতো ব্যবহারতো বা সর্ব্বধর্ম্মৈরুপমা সম্ভবতি ন হি চন্দ্রবন্মুখমিত্যুক্তে মুখস্য দেবত্বং আকাশস্থত্বং ক[১৫]লঙ্কবত্ত্বম্ উভয়োঃ পক্ষয়োর্বৃদ্ধিহ্রাসশালিত্বম্ আয়াতি।

অনন্তং সুখমানন্দো বিজ্ঞানমিচ্ছা ইত্যাদয়ো ব্রহ্মণো ন ভিন্নাঃ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ

> জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
> বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোহবশিষ্যতে।।
> জ্ঞানমাত্মা চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
> বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ।।

ইতি বচনানি চ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ। ইত্যাদিশ্রবণাৎ ব্রহ্মোপাসনার্থান্যেব ন তু অদ্বৈতসাধকানি অতো ন মধ্বাচার্য্যোক্তাভিসন্ধানাভিবাদোবাস্য অত্রাবসরঃ। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অস্থূলমনণু অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ আহ চ তন্ত্রম্।

> ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
> নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ
> গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্‌বিভুঃ।

ইত্যাদিষু শ্রুতিসূত্রপুরাণতন্ত্রেষু প্রমাণেষু সৎসু অপি

> অলীকং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয়ত্বতঃ।

ইতি যন্মাধ্বীয়ং বচনং তদেবাপ্রমাণম্

> বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্।
> যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণম্।।

ইতি স্মরণাৎ।

ভগবৎকৃষ্ণকলেবরস্য সত্য[১৬]ত্বং বদতা ক্রোড়ীকৃতবিশিষ্টাদ্বৈতবাদকেন অদ্বৈতবাদিনঃ প্রপঞ্চবাদিনো মত্বা মনুষ্যত্বং বিফলায়ন্তে ইতি যদ্ ব্যাক্ষেপি তেন তু এবং বদতস্তস্যৈবোপরি ব্যাঘাতঃ বেদান্তবেদ্যত্বেন অবিজানতাং প্রপঞ্চং মিথ্যাত্বেনৈব পশ্যতাং কেবলাদ্বৈতবাদিনাং মিথ্যাভূতপ্রপঞ্চবিচারস্য অসম্ভবাৎ। ন হি প্রপঞ্চং মিথ্যাত্বেন জানন্তঃ প্রপঞ্চমেব বিচারয়ন্তীতি কদাপি সম্ভবতি পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ননির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। অচিন্ত্যাক্ষর-ব্যাপকাব্যক্তভত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ্বরাধীশ নিত্য।। ওঁ তৎ সৎ। ৩ আশ্বিন ১২২৩। পূর্ব্বের প্রাপ্ত প্রত্যুত্তরের এই উত্তর শ্রীযুৎ বাবু ভৈরবচন্দ্র দত্তের দ্বারা দেওয়া জায়।।

[রামমোহন রায়]

।।ওঁ তৎ সৎ।।

যচ্ছোত্রাদেরধিষ্ঠানং চক্ষুর্বাগাদ্যগোচরম্।
স্বতোঽধ্যক্ষং পরং ব্রহ্ম নিত্যং বযমুপাস্মহে।।

অস্মৎপ্রস্থাপিতপ্রথমদ্বিতীয়োত্তরে সমালোচিতবতা ভবতা যদুক্তং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে লব্ধবৈরাণামিব অস্মাকমতিজল্পনম্ অত্যন্তানুচিতমেবেতি তদতীব আশ্চর্য্যম্ তত্র তত্রোত্তরে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদিতরস্য বা বৈরসূচকবাক্যস্যাপি অভাবাৎ ব্রহ্মাদিতৃণান্তবস্তুনো ব্রহ্মাধ্যাসেন ব্রহ্মত্বং পশ্যতাং কস্মিন্নপি দ্বেষোৎপত্তেরসম্ভবাচ্চ।

ক্বচিদ্ দ্বৈতমতং ক্বচিদ্ বিশিষ্টাদ্বৈতমতমবলম্ব্য যৎ পৌনঃপুন্যেন ভগবৎশ্রীকৃষ্ণবিগ্রহস্য সাক্ষাদ্ ব্রহ্মত্ব-নিত্যত্ব-প্রচ্যুতিরহিতত্ব-বিভুত্ব-সচ্চিদানন্দত্বম্ উক্তম্ তত্র পৃচ্ছামঃ তদীয়বিগ্রহঃ পাঞ্চভৌতিকঃ তদিতরো বা। আদ্যে ক্ষিত্যাদ্যুদ্ভূতশরীরস্য অবযবিত্বেন বৃদ্ধিহ্রাসশালিত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বেন চ তদীয়বিগ্রহস্য নিত্যত্বপ্রচ্যুতিরহিতত্ব-বিভুত্বং সর্ব্বথা অসম্ভবমেব। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ইত্যাদিশ্রুতিব্রহ্মসূত্রাণাং নিরোধশ্চ স্যাৎ।

দ্বিতীয়ে তু পাঞ্চভৌতিকভিন্নস্য তস্য বিগ্রহস্য রূপবত্ত্বাভাবাদ্ দর্শনাসম্ভবঃ। লোকে হি ক্ষিত্যপ্তেজস্তৎসমবেতভিন্নস্য বস্তুনঃ চক্ষুষামবিষয়ীভূতত্বং প্রসিদ্ধত[২]বম্। এবং সতি তদ্বিগ্রহে হস্তপদাদীনাং শ্রীবৎস-বনমালা-বেণু-ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-নূপুর-পীতাম্বরাদীনাঞ্চ কল্পনং তৈরুপহিততদ্বিগ্রহস্য দিদৃক্ষা চ ন কয়াচিদ্ যুক্ত্যা সঙ্গচ্ছতে।

যদি চ শাস্ত্রং প্রত্যক্ষং তন্মূলকানুমানঞ্চ তুচ্ছীকৃত্য স্বগণপরিতোষণার্থং বৈষ্ণবাঃ শ্রীবৎস-বনমালাদ্যুপহিতশ্রীকৃষ্ণবিগ্রহঃ অপ্রাকৃতো নিত্যানন্দরূপঃ প্রাকৃতচক্ষুরাদ্যগোচরোঽপি সন্ দৃঢ়তর-ভক্তিদ্রবীভূতচিত্তৈঃ কেবলং মনসা দৃশ্যতে ইতি ব্রূয়ুঃ তদা কথয়ামঃ জগতি চক্ষুরাদিভিঃ প্রাগননুভূতস্য অবযবিনঃ স্বপ্নে জাগ্রদবস্থায়াং বা মনসি সর্ব্বথৈব প্রকাশাভাবাৎ চক্ষুরাদ্যগোচরস্য তস্য আনন্দবিগ্রহস্য মানসদর্শনমসম্ভবং চক্ষুরাদিভিরুপলব্ধস্য অবযবিনো দিক্কালবৃত্তিত্বেন অপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ অনীশ্বরত্বঞ্চেতি।

যৎ পুনঃ স্বপ্নে শশাদৌ শৃঙ্গাদীনাং অলৌকিকদর্শনং জাগ্রদবস্থায়াং তেষাং কল্পনঞ্চ তৎ তু পৃথক্ত্বেন শশশৃঙ্গয়োঃ প্রাগ্দর্শনাদেব। সর্ব্বথা হি জন্মান্ধস্য প্রাগদৃষ্টত্বেন স্বপ্নাদৌ শশে শৃঙ্গদর্শনম্ অন্যেষাং বস্তূনাং দর্শনঞ্চ ন সম্ভবতি। কিঞ্চ ভক্তিবশাৎ অবযবিন আনন্দত্বেন পরিগ্রহঃ স্নেহাৎ কুৎসিতস্যাপি পুত্রস্য রুচিরত্বেন অনুভবঃ দ্বেষাদ্ বিদুষোঽপি শত্রোরজ্ঞত্বেন অবগমশ্চ ভক্তি-স্নেহ-দ্বেষবৎসু এব দৃশ্য[৩]তে। বস্তুতস্তত্তদ্বিকারোদ্ভূতত্বাৎ তু এষাং জ্ঞানানাং ভ্রমত্বেন অবয়বিনি পুত্রে শত্রৌ চ আনন্দত্বং রুচিরত্বম্ অজ্ঞত্বঞ্চ অলীকমেব। ব্রহ্মবুদ্ধ্যা আনন্দময়ত্বাপরিচ্ছিন্নত্বাদিস্মরণে কৃষ্ণমহেশ্বরদেবীপ্রভৃতীনাং তুল্যত্বম্ অতারতম্যঞ্চ প্রত্যেকেন তেষাং মাহাত্ম্যসূচকগ্রন্থবাহুল্যাৎ।

অস্মল্লিপিখণ্ডবিনিগমনাবিরহদোষমনবহিতবতা যৎ পুনরুক্তং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং তত্ত্বত ঐক্যেঽপি আকাশবদুপাধিভেদাৎ সেব্যসেবকভাবঃ নাপ্রসিদ্ধ ইতি তত্রালং বিপ্রতিপত্ত্যা। পরন্তু ইদং উক্তসাদৃশ্যং তদনুগতা যুক্তিশ্চ তেষাম্ একস্য বিষ্ণোঃ সেব্যত্বম্ অপরয়োঃ সেবকত্বং কথযতাং ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবানাম্ ঐক্যম্ উপাধিতঃ পরস্পরসেব্যসেবকভাবং দর্শয়ন্তি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণতন্ত্রাদিশাস্ত্রাণি অনাদৃতবতাং বৈষ্ণবানাং কদাপি আনুকূল্যায় ন ভবতঃ মিথ্যাত্বেন পরিগৃহীতোপাধিকপ্রত্যক্-তত্ত্ববিদাং প্রেপ্সিতব্রহ্মবিদ্যানাঞ্চ উপাধিবৈলক্ষণ্যমাদায় অলং বিচারেণ।

যদুক্তং ভগবতি কৃষ্ণে এব মিথো বিরোধিবিচিত্রশক্তয়ঃ সম্ভবন্তীতি অত্রেদমবধীয়তাম্ অস্থূলমনণু। অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা। অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্। ইত্যাদ্যাঃ বিরুদ্ধধর্ম্মোপদেশেন পরমাত্মনো ব্যাপকত্বমেব প্রতিপাদয়ন্ত্যঃ শ্রু[৪]তয়ো ব্যোমবদ্ অপরিচ্ছিন্নে অবাঙ্মনসগোচরে পরে ব্রহ্মণ্যেব সঙ্গচ্ছন্তে অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ। ইত্যাদিসিদ্ধান্তবাক্যাৎ। ন তু পরিচ্ছিন্নে কস্মিংশ্চিৎ বিগ্রহে মিথো বিরোধিশক্তয়ঃ সর্ব্বগতত্বঞ্চ সম্ভবতি তস্য পরিমাণবতঃ স্বসংযোগানধিকরণদেশাবৃত্তিত্বাৎ।

যচ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন। ইত্যাদিনা ভগবতি বিষ্ণৌ অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম অসচ্চ সদসচ্চ যঃ। ইত্যাদিনা মহেশ্বরে শিবে সদসদ্বাখিলাত্মিকে। ইত্যাদিনা বিশ্বমাতরি দেব্যাং ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবম্। ইত্যাদিনা ভগবতি গরুড়ে ত্বদ্রূপমেতৎ সদসৎ পরাবরম্ ইত্যাদিনা সুদর্শনচক্রে বিরুদ্ধধর্ম্মাভিধানং স্মর্য্যতে তদ্ব্রহ্মাবুদ্ধ্যৈব ন তু উপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাভিপ্রায়েণ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ। ইত্যাদিমীমাংসাবাক্যাৎ। অতো হরৌ নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যে ন কোঽপি স্যাদসম্ভবঃ ইত্যাদিবাক্যদৃষ্ট্যা বিশেষেণ বিষ্ণাবের ব্রহ্মত্বং সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ত্বঞ্চ কেবলবিষ্ণুপ্রতিপাদকশাস্ত্রেষু শ্রদ্ধাবতা ভবতা যদভিহিতং তৎ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রামাণ্যসম্পাদকাসম্মতমেব।

প্রত্যুত শৈবাঃ রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেন জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা ইত্যাদিবাক্যাৎ বিষ্ণোর্বিভুত্বম্ আনন্দবিগ্রহত্বঞ্চ শশিসূর্য্যাগ্নিনেত্রস্য মহেশ্বরস্য প্রসাদাৎ শাক্তাশ্চ

গোলোকাধিপতির্দ্দেবীস্তুতিভক্তিপরা[৫]য়ণঃ।
কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ।।

ইত্যাদিদর্শনাৎ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গোলোকাধিপতিত্বং জগৎপালকত্বঞ্চ নিখিলবিশ্বেষাং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারয়িত্র্যা দেব্যাঃ প্রসাদাদেব মন্যন্তে। অন্যোন্যাকৃষ্ট্যা শাস্ত্রসংঘর্ষণেন তদ্ব্যাকুলীকরণং স্বপক্ষপক্ষপাতসোপাধিকোপাসকা ইব প্রেপ্সিতব্রহ্মবিদ্যানাং বিশেষদর্শিভিঃ ভবদ্ভিঃ কদাপি ন আশঙ্কনীয়ং যতঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোপপুরাণতন্ত্রসংহিতানিগমাগমপ্রভৃতীনি সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা পরব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বেন আত্মনিষ্ঠানাম্ অনুকূলান্যেব ভবন্তি।

বিষ্ণুপরায়ণেন ভবতা যদুক্তং বিষ্ণূৎকর্ষং শ্রুত্বা শিবপ্রাধান্যায় মাহেশ্বরগীতাশৈবস্কান্দবচনানি পঠন্তঃ শৈবাঃ তথা দেব্যুৎকর্ষায় আগমোক্তবচনানি অধীয়ানাঃ শাক্তাশ্চ হরিহরোপাসকমতেন দণ্ড্যাঃ তৈঃ সহ অপরিচ্ছিন্নবিগ্রহোপাসনারসিকানাম্ আলাপনমপি অসাম্প্রতমিতি তেন তু বদতো ব্যাঘাতঃ। যদি স্বেষ্টদেবোৎকর্ষপ্রতিপাদনাৎ শৈবাঃ শাক্তাশ্চ হরিহরোপাসকৈর্দণ্ডনীয়া এবম্ অপরিচ্ছিন্নোপাসনারসিকৈঃ অনালপ্যাঃ স্যুঃ তদা তেনৈব স্বেষ্টদেবোৎকর্ষকথনাপরাধেন বৈষ্ণবা অপি কথং দণ্ডনীয়া অনালপ্যাশ্চ ন ভবেয়ুঃ। বস্তুতো দেবানাং তদিতরেষাঞ্চোৎক[৬]র্ষং ব্রহ্মোৎকর্ষত্বেন মন্যমানৈঃ অপরিচ্ছিন্নোপাসনারসিকতত্ত্ববিদ্ভিঃ স্বস্বেষ্টদেবোৎকর্ষং কথয়ন্তো শাক্তশৈববৈষ্ণবা দ্বেষ্যত্বেন অনালাপ্যত্বেন চ ন কদাপি পরিগৃহ্যন্তে।

কিঞ্চ পুরুষোত্তমস্য বিষ্ণোর্ম্মাহাত্ম্যসূচনায় যানি স্বকৃতবহুবিধানি গদ্যানি ভাগবতভগবদ্গীতাবচনানি চ অলেখিষত তানি তু ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ইত্যাদিশ্রুত্যর্থান্ বিভাবয়দ্ভিঃ প্রেপ্সিতব্রহ্মবিদ্যৈঃ এবম্

প্রসাদ্য বরদং দেবং চরাচরগুরুং শিবম্।
যুগে যুগে তু কৃষ্ণেন তোষিতো বৈ মহেশ্বরঃ।।

ইত্যাদি ভারতীয়বচনানি পঠদ্ভিঃ শৈবৈঃ

নির্ম্মাল্যং কালিকাদেব্যা গৃহ্যতে বিষ্ণুনা সতা।
অতশ্চ পালকো বিষ্ণুর্ম্মহাসত্ত্বপরায়ণঃ।।

ইত্যাদিবাক্যান্যধীয়ানৈঃ শাক্তৈশ্চ বিরুদ্ধার্থায় ন কল্প্যন্তে।

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবন্ন দৃশ্যতে সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।।

ইত্যাদিনা ভাগবতস্য তদিতরপুরাণেভ্যঃ প্রাধান্যং এবং

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ

ইত্যাদিনা মাহেশ্বরগীতাদিভ্যো ভগবদ্গীতায়া উৎকর্ষঞ্চ যৎ ধ্বনিতং তদতীব অসঙ্গতম্ ভগবতঃ ব্যাসস্য আপ্তত্বেন তদীয়বাক্যানাং প্রমাণত্বেন অবৈষম্যাৎ।

কিঞ্চ অস্মৎপ্রভৃতি কতিপয়জনৈঃ পুরাণত্বেন মান্যস্য ভা[৭]গবতস্য পুরাণত্বেন সর্ব্বলোক-পরিগৃহীতশিবলিঙ্গস্কন্দাদিভ্যঃ প্রাধান্যকথনং সর্ব্বজ্ঞত্বেন তুল্যয়োর্ভগবতোঃ পদ্মনাভমহেশ্বর-য়োর্মুখনিঃসৃতভগবদ্গীতামাহেশ্বরগীতযোর্বৈষম্যজ্ঞানঞ্চ পক্ষপাতসংজাতদৃঢ়সংস্কারেভ্য এব বোচতে। যথা ভগবদ্গীতায়া ভাগবতস্য চ প্রাধান্যং চিকীর্ষুণা ভবতা তযোঃ স্তুতিপরাণি বচনানি লিখিতানি তথৈব প্রত্যেকপুরাণস্য স্মৃত্যাগমসংহিতায়াশ্চ প্রশংসার্থকানি বহূনি বচনানি প্রাপ্যন্তে তেষু কানিচিৎ বচনানি লিখামঃ মহাভারতমাহাত্ম্যে আদিপর্ব্বণি।

একতশ্চতুরো বেদান্ ভারতঞ্চৈতদেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্।।
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোঽপ্যধিকং যদা।
ততঃ প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।।

শৈবে — যথা গ্রহাণাং তপনঃ নদীনাং জাহ্নবী যথা।
যথা সুরাণাং বিশ্বেশঃ পুরাণানামিদং তথা।।

মহানির্ব্বাণে — যথা নগেষু হিমবান্ তারকাসু যথা শশী।
ভাস্বান্ তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিদং তথা।।

রুদ্রার্ণবে — কিং বেদৈঃ কিং পুরাণৈশ্চ কিং শাস্ত্রৈর্বহুভিঃ শিবে।
বিজ্ঞাতেঽস্মিন্ মহাতন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।।

এতানি বচনানি তু তত্তচ্ছাস্ত্রমাহাত্ম্যপ্রতিপাদকান্যেব ন তু অন্যোঽন্যপ্রামাণ্য[৮]ব্যবচ্ছেদকানি অন্যথা পরস্পরবিরোধিত্বাৎ সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং প্রমাণত্বং ব্যাহন্যেত।

সত্ত্বগুণস্য শ্রৈষ্ঠ্যাৎ তদুপহিতস্য বিষ্ণোঃ রজস্তমোগুণোপহিতাভ্যাং ব্রহ্মশিবাভ্যাং প্রাধান্যং মন্যমানানাং বৈষ্ণবানাং মতং ভবতা স্বযমেব অনভীষ্টত্বেন মতম্ অতএব তত্রালং বাগ্‌ব্যয়েন। তেষাং প্রবোধনায় পূর্ব্বপ্রস্থাপিতোত্তরং বহুমন্যামহে।

যদুক্তং ভগবৎপূজ্যপাদশ্রীশঙ্করাচার্য্যেণ কুত্রাপি ভাষ্যাদৌ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বাদিকং নাশঙ্কিতং তত্তু অশেষশাস্ত্রদর্শিনাং ভবতাং অযোগ্যমিব ভাতি। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তনামরূপাণি মায়াকার্য্যত্বেন নিশ্চিতবদ্ভিঃ পূজ্যপাদৈঃ তলবকারোপনিষদ্ভাষ্যে যদভিহিতং তদ্ আকর্ণ্যতাং অন্যদেব তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি ইত্যনেন বাক্যেন আত্মা ব্রহ্মেতি প্রতিপাদিতে শ্রোতুরা-শঙ্কা জাতা কথণ্ণাত্মা ব্রহ্ম আত্মা হি নাম অধিকৃতঃ কর্ম্মণি উপাসনে চ সংসারী কর্ম্ম উপাসনাং বা সাধনমনুষ্ঠায় ব্রহ্ম দেবান্ স্বর্গং বা প্রাপ্তুমিচ্ছতি তস্মাদন্য উপাস্যো বিষ্ণুঃ ঈশ্বরঃ ইন্দ্রঃ প্রাণো বা ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি ন তু আত্মা লোকপ্রত্যযবিরোধাচ্চ। তথান্যে তার্কিকা ঈশ্বরাদ্ আত্মা অন্য ইত্যাচক্ষতে তথা কর্ম্মিণঃ অমুং যজ অমুং যজতি। অনেন অন্যা এব দেবতা উপাসতে তস্মাদ্‌যুক্তং [৯] যদ্ বিদিতমিতি উপাস্যং তদ্ ব্রহ্ম ভবেৎ ততোঽন্য উপাসক ইতি তাম্ এতাম্ আশঙ্কাং শিষ্যস্য লিঙ্গেন উপলক্ষ্য তদ্‌বাক্যাদ্ বা মৈবং শঙ্কিষ্ঠাঃ যচ্চৈতন্যমাত্রমিত্যাদি।

ভবৎপ্রশংসিতরামনারায়ণক্ষত্রিয়শ্রীমদনূপনারায়ণশিরোমণী বিজয়েতাং স্বস্বশিষ্যান্‌ স্বমতম্‌ উপাদিশতাঞ্চ এবং শাক্তশৈবাদিসংস্তুতশ্রীযুক্তকালীপ্রসাদাগমবাগীশ-শ্রীমৎকালীশঙ্করভট্টাচার্য্য-শ্রীলশ্রীহরিহরানন্দগোস্বামিনোঽপি বিজয়ন্তাং স্বকীয়ছাত্রান্‌ শাস্ত্রার্থান্‌ গ্রাহয়ন্তু চ তয়োস্তেষু চ অলব্ধবৈরাণাম্‌ অস্মাকং তেন হানিলাভৌ ন স্তঃ।

যাল্লখিতং যাবন্তি রোগনিবর্ত্তকানি ঔষধানি সন্তি একেনৈব রোগিণা তানি সর্ব্বাণ্যেব ন সেব্যানি কিন্তু রোগং নিশ্চিত্য তন্নিবর্ত্তকমৌষধং ভুঙ্‌ক্তে এবং মুক্ত্যা স্বাজ্ঞানদূরীকরণপর্য্যন্তং তদনুকূলশাস্ত্রাভ্যাসস্য গুণত্বেন অভিধানাৎ বৈষ্ণবশাস্ত্রাভ্যাসঃ অন্যশাস্ত্রত্যাগো বৈষ্ণবানাং যুক্ত ইতি তত্তু পাক্ষিকোপাসকানাম্‌ আপাততো রমণীয়ম্‌। তত্ত্বতস্তু সকলশাস্ত্রসত্তর্ক-বিরুদ্ধমিব ভাতি অবিদ্যাবন্ধনলক্ষণৈকরোগস্য তত্ত্বজ্ঞানরূপৈকভেষজং বিনা অনৌষধবিরহাৎ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞা[১০]নং পরং স্মৃতম্‌।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ।।
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্‌জ্ঞানং ন বিন্দতি।।

ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতি-মানবস্মৃত্যাগমপ্রমাণাৎ। অতএব সাম্প্রতং পরম্পরয়া বা আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদকানি সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি আত্মতত্ত্বাভিবিদিষুণাং যথাশক্তি আলোচ্যানি ভবন্তি।

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্‌বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।।

২০ অগ্রহায়ণস্য ১২২৩।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার

।। ভূমিকা ।।

ওঁ তৎ সৎ। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগত-দিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেন্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্ব্বসাধারণ প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনর্বার নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ়২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।। দ্বিতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকা সাতষট্টিপৃষ্ঠে তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের আট দশ সূত্রের অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু ঐ সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পাদের হয় তাহা লিখেন না এবং বেদান্তচন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণীয় প্রভৃতি শ্লোকসকল কোন গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এ গ্রন্থ কাহার ভাষাবিবরণের উত্তর দিবার জন্যে লেখা যাইতেছে এমৎ নহে অথচ প্রথমঅবধি শেষ পর্য্যন্ত হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে২ যাহা আমরা কদাপি কোনো গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠ এবং পংক্তির নির্দ্দেশপূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।। ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেন্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি।।

ওঁ তৎ সৎ।। ভট্টাচার্য্য আপন বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম পত্রে লিখেন যে এ গ্রন্থ কোনো ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমৎ কেহ যেন মনে না করেন কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্তচন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমাদের হইতেছে যে যে কোনো ব্যক্তি বেদান্তশাস্ত্রের মত পূর্ব্ব হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তেঁহ বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদীর উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে২ অশ্বচিকিৎসা ও গোপের শ্বশুরালয় গমন ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্য কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং। হাটারি বাজারি কথা নয়। রোজা নমাজ আদি। এবং তেত্রিশ কোটি দেহবিশিষ্ট দেবতারূপে পরব্রহ্ম গণিত হয়েন ইহাই সকল পুনঃ২ কহিয়াছেন তখন ঐ পাঠকর্ত্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে বেদান্ত কেমন পরমার্থশাস্ত্র যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য লেখা দেখিতেছি যে গ্রন্থের সংক্ষেপ চন্দ্রিকা এইরূপ হয় তাহার মূল গ্রন্থ কি প্রকার বা হইবেক কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সুবোধ হয়েন তবে অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে বেদান্তশাস্ত্রে প্রসিদ্ধরূপে শুনা যায় যে কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবেক না এবং ব্রহ্ম একমাত্র আর যাবৎ নামরূপ সকল প্রপঞ্চ কিন্তু এ বেদান্তচন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে অতএব তেঁহ বেদান্তে অশ্রদ্ধা না করিয়া চন্দ্রিকাতেই অপ্রামাণ্য করিবেন।।

আমাদের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার তিন কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয় দ্বিতীয়ত আমাদের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্যকথনবলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই তৃতীয়ত যে সকল ব্যক্তি জগন্নাথদেব যাঁহাকে ঈশ্বর করিয়া কহেন তাঁহার প্রতি রথাদি যাত্রাতে কিঞ্চিৎ ক্রোধ হইলে নানাবিধ দুর্ব্বাক্য কহিয়া থাকেন সেই সকল ব্যক্তি যখন কোনো অকিঞ্চন মনুষ্যের প্রতি ক্রোধ করিবেন তখন সেই মনুষ্যকে অত্যন্ত মন্দ কহা তাঁহাদের কোন বিচিত্র হয় অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।।

আমরা যাহা২ বেদান্তসূত্রের এবং ঈশ প্রভৃতি উপনিষদের বিবরণে ও তাহার ভূমিকাতে লিখিয়াছি তাহাকে ভট্টাচার্য্য আপন বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে২ স্থানে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা আদৌ লিখিতেছি পরে২ ভট্টাচার্য্য বেদান্তমতবিরুদ্ধ এবং আপনার পূর্ব্বোক্তির বিরুদ্ধ যাহা২ লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ পশ্চাৎ করিব।।

ঈশোপনিষদের ভূমিকায় প্রথম পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে আমরা লিখি যে "পরমেশ্বর একমাত্র সর্ব্বত্রব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন" ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ২০ পৃষ্ঠের ১ পংক্তিতে লিখিয়াছেন যে "এক ব্রহ্মকে বিশ্ব আত্মা বিশ্বরূপ চিন্তামণি ইত্যাদি শব্দেতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন" ঐ পৃষ্ঠের ১৬ পংক্তিতে লিখেন যে "অতন্নিরসনাপবাদে অবশিষ্ট ঐ এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হয়েন" ৪৯ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তিতে লিখেন "সর্ব্বথা সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী চেতনরূপী পরমেশ্বরই সকলের ফলদাতা হয়েন অতএব জ্ঞানেতে বা অজ্ঞানেতে বা তিনিই এক সকলেরই উপাস্য হয়েন"।।

২ আমরা বেদান্তসারের প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে লিখি যে শ্রুতি এবং শ্রুতিসম্মত বিচারের দ্বারা দেখিলেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ কোনো মতে জানিতে পারা যায় না ঐ পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তিতে "অতএব বেদব্যাস দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনের প্রয়াস না করিয়া তটস্থ-রূপে তাঁহার নিরূপণ করিতেছেন" ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ৪৪ পৃষ্ঠের ১৬ পংক্তিতে লিখেন "তবে যে বেদান্তে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করেন সে কেবল তটস্থ লক্ষণাতে"।।

৩ আমরা পুনঃ২ লিপির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে কেবল ব্রহ্মোপাসনা মুক্তির কারণ সে মুক্তি জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানাধীন হয় ঈশোপনিষদের ভূমিকার ১ পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তিতে এবং তাহার পরে২ ও বেদান্তসূত্রবিবরণের ১ পৃষ্ঠেব ১৭ পংক্তিতে ইহার প্রমাণ পাইবেন ভট্টাচার্য্য ঐ আমাদের লিপিকে বারম্বার স্বীকার করেন যেহেতু বেদান্তচন্দ্রিকার ছয়ের পৃষ্ঠের ১৩ পংক্তি অবধি লিখিযাছেন যে "পূর্ব্বপূণ্যপুঞ্জপরিপাকবশত পুরুষের প্রতি পরম কারুণিক পরমেশ্বর বেদ তৃতীয় কাণ্ডে অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ করিয়াছেন"। ২০ পৃষ্ঠ ২০ পংক্তিতে পুনরায় লিখেন যে "বেদান্তে জীব ব্রহ্মের ঐক্য এইরূপ জানিও অতএব নির্ব্বাণ মোক্ষ তাহাকে কহি দুগ্ধ জল জললবণাদির ন্যায় নহে কিন্তু মেঘাভাবে মেঘাকাশ মহাকাশের একত্ব ন্যায় চেতন মাত্রের অবস্থান হয়"। ৩৭ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে লিখেন "ওই ব্রহ্মকে মনেতে জানিও এ সংসারে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কিছুই নাই"। পুনবায ১৮ পংক্তিতে কহিয়াছেন "যে সকল হইয়াছিল ও যে সকল বর্ত্তমান আছে ও যে সকল হবে সে সকল পদার্থরূপে ওই এক ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত আছেন" ৪৭ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে লেখেন "বেদরহস্যার্থ-বেত্তা বেদান্তীরা অদ্বৈতবাদী হয়েন যেহেতু অদ্বৈত অর্থাৎ অভেদ বেদান্ত ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রমাণে জ্ঞাত নয়"। ৪৯ পৃষ্ঠে ১২ পংক্তিতে লিখেন "অতএব জ্ঞানেতে বা কি অজ্ঞানেতেই বা কি তিনি এক সকলের উপাস্য হযেন এই বেদান্তসিদ্ধান্ত অতএব ভেদবুদ্ধি ত্যাগ কর সকলকে ব্রহ্মময় দেখ কিম্বা এক ব্রহ্মকে সর্ব্বময় দেখ"।। ৬০ পৃষ্ঠ ১৮ পংক্তিতে "হে বুদ্ধিমানেবা তোমরা সকলে স্ব স্ব বুদ্ধিতে বুঝ এ সকল মতে এই বুঝায যে সংসার-প্রীতি পরিত্যাগ চিদৈকবস ব্রহ্মেতে নিবতিশয় প্রীতি কর্ত্তব্য"।।

৪ আমরা ঈশোপনিষদের ১১ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তিতে লিখিয়াছি বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মেব দ্বারা মুক্তি হয না এমৎ স্থানে২ পাওয়া যাইতেছে তাহাই ভট্টাচার্য্য বেদান্ত-চন্দ্রিকার ৯ পৃষ্ঠে ১ পংক্তিতে স্বীকাব করিতেছেন যে "এই দুই জনের মধ্যে যে বিদ্যমানরথ মাত্র তাহাব গন্তব্যপ্রাপ্তি হইতে পাবে না বর্ত্তমানাশ্ব ব্যক্তির কিছু কষ্টে গন্তব্যপ্রাপ্তি হইতে পারে ইহাতে উভযেব একযোগে অনায়াসে পবম সুখে গন্তব্যপ্রাপ্তি হয় তেমনি অশক্ত কৃষ্ণাখ্য কর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান এই দুয়ের সমুচ্চয়েতে অনায়াসে সুখেতে মুমুক্ষুর মোক্ষপ্রাপ্তি হয়"।।

৫ ঈশোপনিষদের ভূমিকার ১২ পৃষ্ঠ ৮ পংক্তিতে লিখিয়াছি যে প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইরূপ নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে উহাই স্থাপিত করিযাছেন ৬ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তিতে লিখেন যে "ঐ অধ্যাত্মবিদ্যা মনুষ্যলোকে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিলেন মধ্যে কিছু কাল কর্ম্মকাণ্ড বাহুল্য হওয়াতে প্রায় লুপ্ত হইযাছিল"।

৬ ঈশোপনিষদের ভূমিকায ১ পৃষ্ঠ ১৭ পংক্তিতে আমরা লিখি যে যাবৎ নাম রূপ সকল মায়াকার্য্য হয় আর ঐ ঈশোপনিষদের ভূমিকায় পাঁচের পৃষ্ঠ অবধি ষষ্ঠ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আমরা প্রতিপন্ন করি যে যাবৎ নাম রূপ কি দেবতা কি স্থাবর জঙ্গমাদি সকলেই জন্য এবং নশ্বর হয়েন বেদান্তসূত্রভাষার ২ পৃষ্ঠা ১৪ পংক্তিতে লিখি যে "ব্রহ্ম সর্ব্বময় হয়েন তাঁহাতে অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায় পৃথক্২কে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন বেদের তাৎপর্য্য নহে" ভট্টাচার্য্য সেই বাক্য পুনঃ পুনঃ দৃঢ় করেন বেদান্তচন্দ্রিকার ১৯ পৃষ্ঠের ৯ পংক্তিতে

আদৌ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্রাদি নানা পুংদেবতারূপে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন ইহা লিখিয়া পরে তাঁহাদের স্বরূপ কহিতেছেন বেদান্তচন্দ্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠের ১৮ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য লিখেন "ব্রহ্মাদ কীটপর্য্যন্ত জীববর্গের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক ত্রিবিধ দুঃখ-পরিহারে ও সুখপ্রাপ্তিতে মনের অত্যন্ত অভিনিবেশ আছে" পুনরায় ১৯ পৃষ্ঠে ১৮ পংক্তিতে লিখিয়াছেন যে "এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তর্যামী ও হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ ও তদন্তর্গত ব্রহ্মাদি দুর্গাদি নানা দেব দেবী ও আর২ চরাচর জগদাকারে পরিদৃশ্যমান হন অতএব ঐ এক ব্রহ্মকে বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপ চিন্তামণি ইত্যাদি শব্দেতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন" পুনরায় ২২ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তিতে ঐ এক চেতন জলাশয় জলশরাবাদিতে আকাশস্থ এক চন্দ্রের নানাকারতাভাণবৎ ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত নানাবিধ শরীরেতে পৃথক্২ দেব মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন" ৩৬ পৃষ্ঠের ১৯ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন "উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম বস্তুত যদি নিরাকার হউন তথাপি অনির্ব্বচনীয় স্বশক্তির আবেশপ্রযুক্ত যোগীরদের যোগবলেতে নানা আকারতার ন্যায় ঐ মহাযোগী মহেশ্বর জগদাকারে বিবর্ত্তমান হইয়াছেন ও স্বশক্তি সঙ্কোচেতে স্বয়ং এক বর্ত্তমান হন" এই লিখনের দ্বারা ভট্টাচার্য্য স্পষ্ট অঙ্গীকার করেন যে বস্তুত ব্রহ্ম নিরাকার বটেন কিন্তু স্বশক্তি আবেশেতে যথার্থ আকার না হউক কিন্তু জগৎরূপে আপনাকে আকারের ন্যায় দেখান।।

৭ ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১১ পৃষ্ঠের ৭ অবধি ১১ পংক্তি পর্য্যন্ত আমরা এই প্রতিপন্ন করি যে ব্রহ্মোপাসনা মুখ্য আর সাকারোপাসনা গৌণ হয় ভট্টাচার্য্য আপন বেদান্তচন্দ্রিকাতে ঐ দেবতাদের উপাসনাকে গৌণ বরঞ্চ ভ্রম জন্য কহিয়া পশু পক্ষীর সেবা আর দেবতার সেবা তুল্যরূপে বর্ণন করিয়া ঐ সকলের ফলদাতা পরব্রহ্মকে কহিয়াছেন বেদান্তচন্দ্রিকার ৪১ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তি অবধি লিখেন।। "যেমন রজ্জুতে আরোপিত সর্পাদির দর্শন স্পর্শনাদিতে ঐ এক রজ্জুই দৃষ্ট স্পৃষ্ট হয় সর্পাদি কেবল প্রতীতি মাত্র আদি মধ্যে অন্তেতে রজ্জুই বস্তু সৎ তেমনি স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে যেরূপে নামরূপগুণবিশিষ্ট দেব মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি ভূতভৌতিকের সেবা করে তাহাতে এই এক ঈশ্বর সেবিত হন অতিথিসেবার ন্যায় যেহেতু তিনিই ফলদাতা' ইহাতে যেমন রজ্জু সত্য আর সর্পের জ্ঞান কেবল ভ্রম সেইরূপ ব্রহ্ম সত্য দেব মনুষ্য পশু পক্ষির জ্ঞান ভ্রম কিন্তু ওই ভ্রমরূপ শরীরের উপাসনা করিলে ব্রহ্মই ফলদাতা হয়েন অতএব যথার্থই কহিয়াছেন ইহাতে আমাদের বিরোধ নাই কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপাসনার ও আরোপিত উপাসনার যদ্যপি ব্রহ্মই ফলদাতা হয়েন তথাপি ঐ দুই উপাসনার যে ফলের বিশেষ তাহা বেদান্তমতানুসারে পূর্ব্ব২ গ্রন্থে বিবরণ করিয়াছি ইহাতেও পশ্চাৎ করিব।

৮ ঈশোপনিষদের ভূমিকাদিতে আমরা ইহাই পুনঃ২ প্রতিপন্ন করিয়াছি যে আত্মোপাসনা ব্যতিরেক সাক্ষাৎ মুক্তি নাই মূর্ত্ত্যাদিতে যে উপাসনা সে ঐ ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা হয় ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ২১ পৃষ্ঠের ৮ পংক্তিতে লিখিয়াছেন "মুমুক্ষু যদি হও তবে তৎস্মারক কৃত্রিম তত্তৎপ্রতিমাতে ঐ এক সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা করো ক্রমমুক্তিভাগী হবে সদ্যোমুক্তি না হউক হানি কি"।

৯ আমরা ঈশোপনিষদের ১৫ পৃষ্ঠের আটের পংক্তিতে লিখি যে "বশিষ্ঠ পরাশর সনৎকুমার ব্যাস জনক ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন এবং রাজনীতি ও গৃহস্থব্যবহার করিয়াছিলেন" এবং ঐ পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তিতে লেখা যায়। "বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব" ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ২৫ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তি অবধি লিখেন "পারমার্থিকী সত্তা কেবল ব্রহ্মের অতএব ব্রহ্মজ্ঞানী বেদব্যাসাদির ব্যবহারকালে দ্বৈতসকলের সত্তা মান্য" ইহাতেও আমাদের বাক্যের দৃঢ়তা হয়। এ পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকে এক এবং বিশেষরহিত বিশ্বাত্মা ও তাঁহার বিশেষজ্ঞান নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রতি কারণ কহিয়া ব্রহ্মাদি দুর্গাদি এবং যাবৎ নামরূপ চরাচর কেবল ভ্রমমাত্র কহিয়া

এখন আপনার পূর্ব্বলিখিত বাক্যের বিরুদ্ধ এবং বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রের ও বেদসম্মত যুক্তির বিরুদ্ধ যাহা কেবল আপনাদের লৌকিক লাভের রক্ষার নিমিত্ত লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ লিখিতেছি বেদান্তচন্দ্রিকার ২৪. পৃষ্ঠের ৭ পংক্তিতে লিখেন "ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদি ইত্যাদি" ২৬ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তিতে "এই দৃষ্টান্তে পরমাত্মা ও দেবাত্মাদেরো দেহ আছে"।। পরমাত্মাকে দেহবিশিষ্ট বলা প্রথমত সকল বেদকে তুচ্ছ করা হয় তাহার কারণ এই বেদান্তে স্পষ্ট কহিতেছেন।। ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৪ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। ব্রহ্ম কোনো মতে রূপবিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বপ্রাধান্য হয় এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্যধৃত ভূরি শ্রুতির মধ্যে কথক লিখিতেছি। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি। স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। তৎ যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নামরূপের ভিন্ন হয়েন। ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৬ সূত্র। আহ হি তন্মাত্রং। বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্যমাত্র করিয়া কহিয়াছেন। কেনোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত এই করিয়া বারম্বার কহিয়াছেন যে বাক্য মন চক্ষু ইত্যাদির অগোচর তেঁহই ব্রহ্ম হয়েন উপাধিবিশিষ্ট যাহাকে লোকে উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্য কেনোপনিষদের ভাষ্যেতে চতুর্থ মন্ত্রের অবতরণিকাতে বাক্তই কহিয়াছেন যে লোকপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যমাত্র হয়েন। ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কদাপি নহেন ইহাতে বেদের এবং বেদান্তসূত্রের এবং ভাষ্যের কিঞ্চিৎ২ প্রমাণ লেখা গেল ইহার কারণ এই ভট্টাচার্য্য এ সকল শাস্ত্রে প্রামাণ্য রাখেন এমৎ তাহার লিপির দ্বারা বোধ হয় যেহেতু বেদান্তচন্দ্রিকার ৩১ পৃষ্ঠের নবম পংক্তিতে বেদকে প্রমাণ করিয়া এবং ৩ পৃষ্ঠের একাদশ ও দ্বাদশ পংক্তিতে ব্যাসাদি মুনিদিগের বাক্যকে এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যের বাক্যকে প্রমাণ করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।। এখন ব্রহ্মকে মূর্ত্তিবিশিষ্ট কহা সর্ব্বথা বেদসম্মত যুক্তির বিরুদ্ধ হয় তাহার বিবরণ লিখিতেছি। অবয়ববিশিষ্ট যে সকল বস্তু তাহার এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা হওয়া ও তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া আর জন্য এবং নশ্বর হওয়া প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আর যাহার অবস্থার পরিবর্ত্তের স্বীকার ও হ্রাস বৃদ্ধি জন্ম মৃত্যুর স্বীকার করা যায় তাহাকে হ্রাস বৃদ্ধি জন্ম মৃত্যু অবস্থান্তররহিত ঈশ্বর করিয়া কিরূপে কহা যাইতে পারে এ স্থলে ভট্টাচার্য্য এমত যদি কহেন যে পঞ্চভূতঘটিত যে সকল মূর্ত্তি তাহারি অবস্থান্তর এবং নাশের সম্ভাবনা হয় কিন্তু ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি সে পঞ্চভূতঘটিত নহে অথচ যোগবলে সে মূর্ত্তি দেখা যায় তাহার উত্তর এই পৃথিবী কিম্বা জল কিম্বা তেজ এ তিন ঘটিত যে মূর্ত্তি নহে তাহা কদাপি কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় না এ সর্ব্বথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ অতএব পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তি না হইয়াও চক্ষুর্গোচর হয় এমৎ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বিষয়ে ভট্টাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য ব্যতিরেক অন্য কাহারো বিশ্বাস হইতে পারে না যদি কহ কখন২ রজ্জুতে সর্প দেখা যায় অথচ সে সর্পের মূর্ত্তি পঞ্চভূতঘটিত নহে। ইহার উত্তর সে সর্পের মূর্ত্তি ভ্রমমাত্র জানিবে রজ্জুর জ্ঞান হইবা মাত্র সে ভ্রমমূর্ত্তির নাশ হয় আর যে ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় সে পূর্ব্বে অবশ্যই পঞ্চভূত-ঘটিত সর্প দেখিয়া থাকিবেক নতুবা সেই সর্পাকার ভ্রম তাহার হইতো না যদি ভট্টাচার্য্য কহেন স্বপ্নেতে যে সকল মূর্ত্তি দেখি সে পঞ্চভূতঘটিত নহে অতএব পঞ্চভূত ব্যতিরেকে মূর্ত্তিও দৃষ্টিগোচর হয় তাহার উত্তর স্বপ্নেতে যে সকল মূর্ত্তি দেখ স্বপ্নভঙ্গ তাহার নাশ আছে আর জাগ্রদবস্থায় যে সকল মূর্ত্তি দেখা যায় স্বপ্নে তাহারি অনুরূপ মাত্রের দৃষ্টি হয় যদি ভট্টাচার্য্য কহেন যে জাগ্রদবস্থায় শশারুর শৃঙ্গ কখন দেখা যায় না অথচ স্বপ্নে দেখিবার সম্ভাবনা আছে। ইহার উত্তর জাগ্রদবস্থায় বনেতে শশারু দৃষ্ট হয় এবং গরু প্রভৃতির মস্তকেতে শৃঙ্গ দেখা যায়। এই হেতু স্বপ্নেতে শশারু এবং শৃঙ্গ এই দুয়ের অনুরূপকে কখন২ একত্র দেখিবার সম্ভাবনা হয় এই নিমিত্তেই যে ব্যক্তি জন্মান্ধ হয় সে স্বপ্নেতে কদাপি কোনো বস্তু দেখিতে পায় না কিন্তু সে ব্যক্তি স্বপ্নে আঘ্রাণ স্পর্শ শ্রবণ আর স্বাদু গ্রহণ ইহাই কেবল করে এইরূপ অন্ধকারকেও জানিবে অর্থাৎ যেমন স্বপ্নেতে যে সকল মূর্ত্তি দেখা যায় স্বপ্নভঙ্গ হইলে তাহার

নাশ হয় সেইরূপ অন্ধকারাদিতে যে নীলরূপে ভ্রমাত্মক জ্ঞান সে তেজের প্রকাশ হইলে নষ্ট হয় অন্ধকারের চাক্ষুষ হয় এমৎ স্বীকার করিলে চক্ষু মুদ্রিত সময়ে কদাপি তাহার উপলব্ধি হইতো না যেহেতু রূপগ্রহণ চক্ষু ব্যতিরিক্ত অন্যের কার্য্য নহে অতএব নীলরূপে অন্ধকারের উপলব্ধি শুদ্ধ ভ্রম মাত্র কিন্তু তাহার নাশ তেজের প্রকাশে হয় এইরূপ মনের কল্পিত মূর্ত্তি সকলকেও জানিবে অর্থাৎ পূজাকালে কি দ্বিভুজ কি শতভুজ কি সহস্রভুজ যে মূর্ত্তিকে মনে রচিয়া ধ্যান করা যাইবেক অপর কোনো বস্তুর সহিত মনের সংযোগ হইবামাত্র সেই দ্বিভুজ শতভুজ সহস্রভুজ তৎক্ষণাৎ মন হইতে লুপ্ত হয়েন পুনরায় সেই মূর্ত্তিকে মনের দ্বারা গড়িবার আবশ্যক হয় এবং ইহাও জানিবে যে মনেতে যাহা রচনা করা যায় সেও স্বপ্নের ন্যায় লৌকিক প্রত্যক্ষের অনুরূপ হয় অর্থাৎ লোকেতে যাহার প্রত্যক্ষ না থাকে তাহার রচনা কি স্বপ্নেতে কি জাগ্রদবস্থাতে কদাপি মনেতে করা যায় না আর যখন মূর্ত্তি স্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয় তথাপি আকাশেরো মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক আর ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন কোনো মতে পরিমিত এবং কাহারো ব্যাপ্য নহেন ভট্টাচার্য্য যদি কহেন ব্রহ্ম বস্তুত অমূর্ত্তি বটেন কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশক্তি আছে অতএব তেঁহ আপনাকে সমূর্ত্তি করিতে পারেন ইহার উত্তর এই জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি নাই যেহেতু আপনার নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এমৎ স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওয়েন সম্ভাবনাও সুতরাং স্বীকার করিতে হইবেক আর ব্রহ্ম হইতে কিম্বা অপর হইতে যাহার স্বরূপের নাশের সম্ভাবনা হয় সে ব্রহ্ম নহে অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন এই নিমিত্তেই স্বভাবত অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারে না যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক। যদি ভট্টাচার্য্য বলেন যে ব্রহ্ম সমূর্ত্তি যদি হইতে না পারেন তবে জগদাকারে কিরূপে তেঁহ দৃশ্যমান হইতেছেন। ইহার উত্তর বেদান্তশাস্ত্রেই আছে যে যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায় বস্তুত সে রজ্জুই সর্প হয় এমৎ নহে সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম তেঁহো মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক না হয়েন এই হেতু বেদান্তে পুনঃ২ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশযোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করেন। ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর অন্য কি আছে যে ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মন এবং মন হইতে পর যে বুদ্ধি বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন। ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ।। ইত্যাদি বচন প্রসিদ্ধ আছে।। অতএব পূর্ব্বলিখিত শ্রুতিসকলের প্রমাণে এবং বেদান্তসূত্রের প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ যুক্তিতে এবং প্রত্যক্ষমূলক শ্রুতিসম্মত অনুমানেতে যাহা সিদ্ধ তাহার অন্যথা কহিলে যে ব্যক্তির বেদে শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর দর্শনাধীন যে ব্যক্তির অনুমান করিবার ক্ষমতাও আছে সে কেন গ্রাহ্য করিবেক।। বেদান্তচন্দ্রিকার ঊনত্রিংশ পৃষ্ঠেতে এবং অন্য২ স্থলে ভট্টাচার্য্য কহেন যে সগুণব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই কর্ত্তব্য। এ সর্ব্বথা বেদান্তবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয় যেহেতু বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয় এমত নহে যেমন আকাশকে শব্দগুণবিশিষ্ট কহি অথচ আকারবিশিষ্ট কহি না যেমন কালের নিয়মকর্ত্তৃত্ব গুণ মানি অথচ কালের আকার মানি না এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার

করা যায় অথচ আকারের স্বীকার কেহ করেন না সেইরূপ পরব্রহ্ম বিশেষরহিত অনির্ব্বচনীয় হয়েন অর্থাৎ বাঙ্‌ময় শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাঁহাব স্বরূপ জানা যায না কিন্তু ভ্রমাত্মক জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলযের নিযম দেখিয়া ব্রহ্মকে সৃষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণেব দ্বারা বেদে কহেন। যতো বা ইমানি ভূতানি জাযন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি। যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিতেছে আব জন্মিযা যাঁহাব আশ্রয়ে স্থিতি কবে মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাঁহাতে লীন হয তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কব তেঁহই ব্রহ্ম হযেন। ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপ বেদান্তের দ্বিতীয সূত্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ কহিবাতে সাকার কহা হয এমৎ নহে বস্তুত অন্য২ সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাঁহার সগুণরূপে বর্ণনের অপবাদকে দূর করিযাছেন যে ব্রহ্মের কোনো প্রকারে দ্বিতীয নাই কোনো বিশেষণের দ্বাবা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না তবে যে তাঁহাকে সৃষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণেব দ্বারা কহা যায় সে কেবল প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত। শ্রুতি যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। মনের সহিত বাক্য যাঁহাব স্বরূপকে না জানিযা নিবর্ত্ত হযেন। বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৭ সূত্র। দর্শয়তি চাথো হ্যপি চ স্মর্য্যতে। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হয়েন ইহা অথ অবধি করিয়া বেদে দেখাইতেছেন স্মৃতিও এইরূপ কহেন অতএব বেদান্তমতে ব্রহ্ম সর্ব্বদা নির্ব্বিশেষ দ্বিতীয়শূন্য হয়েন এইরূপ জ্ঞানমাত্র মুক্তির কারণ হয।

বেদান্তচন্দ্রিকাব ৪৬ পৃষ্ঠে এবং অন্য২ স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন তাহাব তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না যেহেতু উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয অতএব সাকাব দেবতাব উপাসনা হইতে পারে যেহেতু সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান। উভব দেবতাব উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিযাছেন তাহাতে আমাদেব হানি নাই কিন্তু উপাসনা মাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিযা ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বিমুখ কবিবার চেষ্টা করেন ইহাতে আমাদেব আব অনেকের সুতরাং হানি আছে যেহেতু ব্রহ্মবিষয় উপাসনাই মুখ্য হয তদ্ভিন্ন মুক্তিব কোনো উপায় নাই। আদৌ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লযের দ্বাবা পরমাত্মাব সত্তাতে নিশ্চয করিযা আত্মাই সত্য হয়েন নামরূপময জগৎ মিথ্যা হয ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননেব দ্বাবা বহু কালে বস্তু যত্নে আত্মাব সাক্ষাৎকাব কর্ত্তব্য হয এই মত বেদান্তসিদ্ধ যথার্থজ্ঞানরূপ আত্মোপাসনা তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিযাছেন। শ্রুতি অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মন্ত্রের ভাষ্যে লিখেন যে আত্মা অপেক্ষা করিযা দেবাদি সকল অসুর হযেন তাঁহাদেব দেহকে অসূর্য্যলোক অর্থাৎ অসুরদেহ কহি সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত দেহসকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে ঐ সকল দেহকে আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিসকল সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিযা প্রাপ্ত হয়েন। ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। এই মনুষ্যশরীরে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি হয। এবং আত্মোপাসনাব ভূরি বিধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে। শ্রুতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। আত্মেত্যেবোপাসীত।। ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১ সূত্র। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। ইত্যাদি বেদান্তসূত্রে আত্মার শ্রবণ মননে পুনঃ২ বিধি দেখিতেছি। এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘন করিলে এবং লৌকিক লাভার্থী হইযা এ সকল বিধিব অন্যথা প্রেরণ লোককে করিলেও পাপভোগী হইতে হয ইহাই কোন ভট্টাচার্য্য না জানেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন সেরূপ উপাসনা সুতরাং পরমাত্মাব হইতে পারে না অর্থাৎ উপাসনা কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্ম্মাণ করিয়া সেই উপাস্যের ভোজন শয়নাদির উদ্‌যোগ এবং তাহাব জন্মাদিতিথিতে ও বিবাহদিবসে উৎসব করা এবং তাঁহাব প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিযা সম্মুখে নৃত্য করান সুতরাং এরূপ উপাসনা পরমাত্মার সম্ভব হয

না।। ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ১২ পৃষ্ঠ অবধি শেষ পর্য্যন্ত কোথায় স্পষ্ট কোথায় অস্পষ্ট-রূপে প্রায় এই লিখিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের সময়ে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির পরেও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য কিন্তু আমরা বর্ণাশ্রমের নিষিদ্ধাচরণ সর্ব্বদা করিতেছি এবং অন্যকেও বিধি দিতেছি এরূপ ভট্টাচার্য্যের লেখাতে অনুভব হয় যে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃত কোনো পুস্তক মনোযোগপূর্ব্বক ভট্টাচার্য্য দেখেন নাই অথবা দেখিয়াও দ্বেষপ্রযুক্ত নিন্দা করিবার এবং নিন্দা করাইবার উৎসাহে এরূপ লিখিয়াছেন অন্যথা বেদান্তের ভাষাবিবরণে স্থানে২ এবং বিশেষরূপে ১৩৭।১৩৮। পৃষ্ঠে আমরা লিখি যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য এবং জ্ঞানোৎপত্তির পরেও উচিত হয় এবং বেদান্তসারের ১৭ পৃষ্ঠের ১৮ পংক্তিতে লিখি যে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সকল কর্ম্মের অপেক্ষা রাখে তবে ভট্টাচার্য্য কিরূপে লিখেন যে আমরা বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠানকে ত্যাগ করাইতে প্রবর্ত্ত হইয়াছি এবং ত্যাগ করিয়াছি। শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমাচারের কি পর্য্যন্ত অনুশীলন আমরা করি আর কি পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করি আর ভট্টাচার্য্য কি পর্য্যন্ত অনুশীলন করেন ও কি পর্য্যন্ত না করেন এ বিবেচনা দলাদল প্রকরণে শোভা পায় শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে ইহাব বিষয় কি কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে কেবল পরস্পর লিখিতের এবং কথিতের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হয়। যদ্যপিও জ্ঞান সাধনের সময় বর্ণাশ্রমাচার কর্ত্তব্য হয় কিন্তু এ স্থলে আমাদিগে বিশেষ করিয়া লিখা আবশ্যক যে বর্ণাশ্রমাচার ব্যতিরেকেও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়। অন্তরা চাপি তদ্দৃষ্টেঃ। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৬ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ পূজ্যপাদ প্রথমত আশঙ্কা করেন যে তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্মজ্ঞান সাধন হয় না পরে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয় রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৯ সূত্র। তুল্যন্তু দর্শনং। যেমন কোনো২ জ্ঞানী কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেইরূপ কোনো২ জ্ঞানী কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তবে বেদান্তে ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৯ সূত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগী যে সাধক তাহা হইতে বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট যে সাধক তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন।।*।।*।। ইতি আদ্যখণ্ডং ।।*।।*।।

এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সকল যোগ্যাযোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন তাহার উত্তর একপ্রকার দেয়া যাইতেছে। ১৭ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "যদি বল আমি তাদৃশ বটি তবে তুমি যারদিগ্যে স্বীয় আচরণ করণে প্রবর্ত্তাইতেছ তাহারাও সকলে কি বামদেব কপিলাদির প্রায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ হইয়াছে" ইহার উত্তর পূর্ব্ব২ যোগীদের তুল্য হওয়া আমাদিগের দূরে থাকুক ভট্টাচার্য্য যেরূপ সৎকর্ম্মান্বিত তাহাও আমরা নহি কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তাহাতে যেরূপ কর্ত্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার অনুষ্ঠানেও অপটু আছি ইহা আমবা ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে ১৭ পৃষ্ঠের ২ পংক্তি অবধি অঙ্গীকার করিয়াছি অতএব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এরূপ শ্লেষ করেন সে ভট্টাচার্য্যের মহত্ত্ব আর আমরা অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবর্ত্ত করাইতেছি ইহা যে ভট্টাচার্য্য কহেন সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে বেদান্তের ও ঈশাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমরা করিয়াছি যাঁহার দেখিবার ইচ্ছা থাকে তেঁহ দেখেন আর যাঁহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে তেঁহ শ্রদ্ধা করেন আর যাঁহারা সুবোধ হয়েন তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ দুয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লয়েন আর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ সকলের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে কি না এ প্রশ্ন করা ভট্টাচার্য্যকেই সম্ভব হয় যেহেতু ভট্টাচার্য্যেরা মন্ত্রবলে কাষ্ঠ পাষাণ মৃত্তিকাদিকে সজীব করিতেছেন অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ করা তাঁহাদের কোন আশ্চর্য্য কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য আমাদিগে এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

বেদান্তচন্দ্রিকার ২৪ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন "তবে ঈশ্বরাদি শরীরের

উদ্বোধক প্রতিমাদিতে তদুদ্দেশে শাস্ত্রবিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক প্লীহাছেদন বাণ মারণাদির ন্যায় কেন না হয় আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুনো না যেমন গারুড়ী মন্ত্রশক্তিতে একের উদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্যফলভাগী হয় তেমন কি বৈদিক মন্ত্রশক্তিতে হয় না" উত্তর। এই যে দুই উদাহরণ ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন যে বাণ মারিলে প্লীহাছেদন হয় আর সর্পাদিমন্ত্র অন্যোদ্দেশে পড়িলে অন্য ব্যক্তি ভালো হয় ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে তাঁহারাই সুতরাং ভট্টাচার্যের বাক্যে বিশ্বাস করিবেন আর তাঁহাদের চিত্তস্থিরের নিমিত্তে শাস্ত্রে নানাপ্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন কিন্তু যাঁহাদের জ্ঞান আছে তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানিতেছেন আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

২৬ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন "যদি কহ শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন তবে আমি জিজ্ঞাসি সে কি কেবল দেববিগ্রহের হয় তোমারদের বিগ্রহের নয় যদি বল আমারদের বিগ্রহেরো বটে তবে আগে শরীরকে মিথ্যা করিয়া জান মনে হইতে তাহাকে দূর কর ও তদনুরূপ ক্রিয়াতে অন্যের প্রামাণ্য জন্মাও পরে দেবতাবিগ্রহকে মিথ্যা বলিও তদনুরূপ কর্ম্মও করিও" ইহার উত্তর ভট্টাচার্য্যের এ অনুমতির পূর্ব্বেই আমরা আপনাদের শরীরকে ও দেবতাদের শরীরকে মিথ্যারূপে তুল্য জানিয়া সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি অতএব আমাদের প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ প্রেরণার প্রয়োজন নাই কিন্তু ভট্টাচার্য্যের উচিত আপন প্রিযপাত্র শিষ্টসন্তানের প্রতি এ প্রেরণা কবেন যে তাঁহারা আপনার শবীরকে এবং দেবশরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদনুরূপ কর্ম্ম করেন।

কিন্তু ভট্টাচার্য্য প্রথমে আপন শরীরকে পশ্চাৎ দেবশরীরকে মিথ্যা করিয়া ক্রমে জানিবার বিধি-যে দিয়াছেন সে ক্রম সর্ব্বপ্রকারে অযুক্ত হয় যেহেতু আপনার শরীরকে মিথ্যা করিয়া জানিবার যে কারণ হয় দেবশরীরকে মিথ্যা করিয়া জানিবারো সেই কারণ অর্থাৎ নামরূপসকলকে মাযাকার্য্য করিযা জানিলেই কি আপন শবীবের কি দেবাদিশরীরের মিথ্যা করিয়া জ্ঞান এককালেই হয় অতএব আপন শরীরে আর দেবশবীবে মিথ্যা জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বাপরের সম্ভাবনা নাই। আর আপনাব তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে ইহার প্রামাণ্য অন্যকে জন্মাইবার বিষয়ে যাহা ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহা যাহাদের প্রতারণাপূর্ব্বক শিষ্যাদি করিবার ইচ্ছা থাকে তাহাদিগেই শোভা পায়।। ২৬ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন "যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান সেই শাস্ত্রজ্ঞানে দেবতাদিগে্য কেন না মান" ইত্যাদি। উত্তর। বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদের শরীরকে আমরা মানিয়াছি এবং ঐ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি ইহার বিস্তার ঈশোপনিষদেব ভূমিকার ৬ পৃষ্ঠে বর্ত্তমান আছে তাহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে দেবতাদের বিগ্রহ কেন না মান ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।। বেদান্তচন্দ্রিকাব ২৭ পৃষ্ঠের ৪ পংক্তিতে লিখেন "ইহাতে অর্থাৎ শাস্ত্রদৃষ্ট দেববিগ্রহস্মারক মৃৎপাষাণাদি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত তৎপূজাদি কেন না কব ইহা আমারদেরও বোধগম্য হয না" ইহার উত্তর। কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং। অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং। প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং ইত্যাদি ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার আবাধনা করা ইতর অধিকারীব নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ লোকসকল আপন২ লাভের কাবণ ঐ বিধিকে সর্ব্বসাধারণ প্রেরণ করেন তথাপি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহাদের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার আবাধনা কবিতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না শ্রুতি। যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাং। যে আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য

উপাসকরূপে হই সে অজ্ঞান দেবতাদের পশুমাত্র হয়। ৩ অধ্যায় ১ পাদ ৭ সূত্র। ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি। শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া কহিয়াছেন সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয় এই তাৎপর্য্য মাত্র যেহেতু যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে যেহেতু বেদে এইরূপ দেখাইয়াছেন।

ভগবান্ মনু চতুর্থাধ্যায়ের ২২। ২৩। ২৪ শ্লোকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের পরম্পরাবৃত্তি দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা বাহ্যপঞ্চযজ্ঞস্থানে কেবল জ্ঞান সাধন ও জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। ইহার বিশেষ ঈশোপনিষদের ভূমিকার ৯ পৃষ্ঠে পাইবেন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ৫৪ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে লিখেন যে "এই কারণে প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা ও যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যদের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্‌কৃত হইয়াছে"। উত্তর। ভট্টাচার্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে বুদ্ধিমত্তা হইলে প্রতিমাদি পূজা ধিক্‌কৃত হয় এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে এদেশস্থ লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই এই কারণ এ সকল কাল্পনিক উপাসনা ধিক্‌কৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ২ লিখিতেছেন যে অজ্ঞানীর মনঃস্থিরের নিমিত্ত বাহ্য পূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ইতর লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে এ জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা এক পরমেশ্বর আছেন তেঁহই সকলের নিয়ন্তা তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না তাঁহার আরাধনাতে সর্ব্বসিদ্ধি হয় তাঁহার আরাধনা কর সেই ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধগম্য না হইয়া চিত্তের অস্থৈর্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে আর যদি সেই ইতর ব্যক্তিকে এরূপ উপদেশ করা যায় যে যাঁহার হস্তীর ন্যায় মস্তক মনুষ্যের ন্যায় হস্তপাদাদি তেঁহো ঈশ্বর হয়েন সে ব্যক্তি এই উপদেশকে শীঘ্র বোধগম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মূর্ত্তিতে চিত্তস্থির রাখিবেক এবং শাস্ত্রাদির অনুশীলন করিবেক তাহার দ্বারা পরে২ বুঝিবেক যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর জন্যে অরূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়াছেন অপরিমিত যে পরমাত্মা তেঁহো কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আসিতে পারেন কোথায় বাক্য মনের অগোচর ব্রহ্ম আর কোথায় হস্তীর মস্তক এইরূপ মননাদির দ্বারা সেই ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কৃতকার্য্য হয়। কুলার্ণবে। স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে। স্থূলেন নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি নিশ্চলং।। কোনো ব্যক্তি মনস্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির ধ্যান করেন যেহেতু স্থূল ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে কিন্তু যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা আছে আর যাঁহারা জগতের নানাপ্রকার নিয়ম ও রচনা দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন তাঁহাদের জন্যে হস্তিমস্তকের উপদেশ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। কুলার্ণবে। করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি। সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং।। হস্ত পাদ উদর মুখ প্রভৃতি অঙ্গরহিত সর্ব্বতেজোময় সচ্চিদানন্দস্বরূপকে হে ভগবতি ধ্যান করিবেক।

২৭ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য লিখেন "যদি বল ফলাভাবপ্রযুক্ত দেবতাদের উপাসনা না করি তবে হে ফলার্থি জ্ঞানিমানি মিথ্যা কেন কহ যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে" উত্তর। প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবর্ত্ত হয় না আত্মজ্ঞান-সাধনেরো প্রয়োজন মুক্তি হয় এরূপ প্রয়োজনকে যদি ফল কহ তবে সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষি হয় ইহাতে হানি কি আছে স্বর্গাদি ফলাকাঙ্ক্ষি হইয়া কর্ম্ম করা মোক্ষাকাঙ্ক্ষির অকর্ত্তব্য বটে। আর যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে তাহাকে কখন মিথ্যা কহে যেমন শশারুর শৃঙ্গ বস্তুত নাই এবং তাহাতে উপযোগও নাই অতএব মিথ্যা কহা যায় আর যাহার যাহাতে উপভোগ নাই সে তাহাকে কখন বৃথা কহিয়া থাকে যেমন নাসিকার রোম যাহাতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই তাহাকে সুতরাং বৃথা কহা যায় এ স্থলেও সেইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে সোপাধি উপাসনা বৃথা জ্ঞান হয়।। বেদান্তচন্দ্রিকার ২৭ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে

"ঘৃতাভোজীর কাছে ঘৃত কি মিথ্যা" উত্তর ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং মর্দ্দন ও ক্রয় বিক্রয়াদি না করে সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃততে নাই এনিমিত্ত সে ঘৃতকে আপন বিষয়ে বৃথা জানিয়া থাকে।

ঐ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "তুমি বা একাক্ষ না হও কেন কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ব্বাহ হয না" এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না যাহা হউক ইহার উত্তরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি রাজসংক্রান্ত কর্ম্মত্যাগ কেন না করেন যাঁহাদের রাজসংক্রান্ত কর্ম্ম নাই তাঁহাদের কি দিনপাত হয না এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য যাহা কহিবেন তাহা আমাদের উত্তর হইবেক অর্থাৎ যদি ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন যে রাজসংক্রান্ত কর্ম্মে আমাদের উপকার আছে আমি কেন ত্যাগ করিব তবে আমরাও কহিব যে দুই চক্ষে অধিক উপকার আছে অতএব সর্ব্বথা রক্ষণীয।

২৭ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন "যদি বল আমরা দেবতাত্মাই মানি না তাহার বিগ্রহ ও তৎস্মারক প্রতিমার কথা কি শিরো নাস্তি শিরোব্যথা ভালো পরমাত্মা তো মান তবে তাহারি শাস্ত্রদৃষ্টি নানাবিধ মূর্ত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার কর" উত্তর আমরা পরমাত্মা মানি কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি শাস্ত্রত এবং যুক্তি অপ্রসিদ্ধ হয ইহার বিবরণ ১১ পৃষ্ঠে ১৯ পংক্তি অবধি ১৮ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত লিখিয়াছি ভট্টাচার্য্য তাহাই যেন অবলোকন করেন অতএব পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

বেদান্তচন্দ্রিকার ২৭ পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তিতে লিখেন "আত্মার প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সর্ব্বানুভবসিদ্ধ যদি মান তবে পরমাত্মারো তাহা অনুমানে মান আত্মার ও পরমাত্মার রাজামহারাজার ন্যায ব্যাপ্যব্যাপকত্ব ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যকৃত বিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপগত বিশেষ কি" উত্তর ভট্টাচার্য্য আত্মাকে ব্যাপ্য ও অনীশ্বর এবং পরমাত্মাকে ব্যাপক ও ঈশ্বর কহিয়া পুনরায কহিতেছেন যে এ দুয়ের স্বরূপগত কি বিশেষ। ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক কি বিশেষ আছে যে ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরের দেহ সম্বন্ধের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব দেখিয়া ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্নত্ব কল্পেন আমরা ভয পাইতেছি যে জীবের দেহসম্বন্ধ দেখিয়া পরমাত্মার দেহসম্বন্ধ ভট্টাচার্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন ইহার পরে জীবের সুখদুঃখাদি ভোগ ও স্বর্গনরকাদি প্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়া পরমাত্মারো সুখদুঃখাদি ভোগ বা ভট্টাচার্য্য স্বীকার করেন।

২৮ পৃষ্ঠের ১ পংক্তি অবধি লিখেন "যদি বল আমরা পরমাত্মার তাহা মানিলে তোমাদের দেবাত্মার কি আইসে ইহাতে আমরা এই বলি তবে আমাদের দেবতাদিগেকেও তোমরা মানিলে যেহেতু পরমাত্মার যে প্রকৃত্যাদি তাহাকেই আমরা স্ত্রীপুংলিঙ্গভেদে দেবী দেবাত্মা নামে কহি তোমরা ঈশ্বরীয প্রকৃত্যাদিরূপে কহ এই কেবল জল পানি ইত্যাদিবৎ" উত্তর যদি ভট্টাচার্য্য পরমাত্মার প্রকৃত্যাদিকে দেবী দেবাত্মা নামে স্বীকার করেন তাহাতে কাহারো আপত্তি নাই যেহেতু ঈশ্বরীয় মায়া কোথায় দেবীরূপে কোথায দেবরূপে কোথায জল স্থলরূপে সদ্রূপ পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে আর ঐ ভ্রমাত্মক দেবী দেব জল স্থলাদির প্রতীতি যথার্থজ্ঞান হইলেই নাশকে পায। ১৮ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন "যদি বল আমরা মাংসপিন্ড মাত্র মানি মৃৎপাষাণাদিনির্ম্মিত কৃত্রিম পিন্ড মানি না" উত্তর এ আশঙ্কা ভট্টাচার্য্য কি নিদর্শনে করিতেছেন অনুভব হয় না যেহেতু আমরা মাংসপিন্ড ও মৃত্তিকাপাষাণাদিনির্ম্মিত পিন্ড এ দুইকেই মানি কিন্তু এ দুইয়ের কাহাকেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর কহি না পরমাত্মার সত্তার আরোপের দ্বারা সত্যের ন্যায প্রতীত হইয়া লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুয়ের প্রথম যে মাংসপিন্ড সে পশ্বাদির ভোজনে আইসে আর দ্বিতীয অর্থাৎ মৃত্তিকাপাষাণাদিপিন্ড খেলা আর অন্যং আমোদের কারণ হয।

ঐ স্থানে ভট্টাচার্য্য পুনরায আশঙ্কা করেন "যদি বল আমরা সচেতন পিন্ডই মানি অচেতন

পিণ্ড মানি না" উত্তর উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন উভয় বস্তুর পৃথক্ ২ রূপে প্রতীতি হয় আর যে বস্তু যদর্থে নিয়মিত হইয়াছে তাহাকে তদনুরূপে ব্যবহার করা যায় যেমন ঐ সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতিকে মান্য করিতে হয় ও ভৃত্যাদির দ্বারা গৃহকর্ম্ম লওয়া যায় আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে যেমন ইষ্টকাদি তাহার দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করা যায় এবং পাষাণাদিতে পুত্তলিকাদি নির্ম্মিত হয় কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অনেক সচেতন পিণ্ড অচেতন পিণ্ডকে সচেতন অভিপ্রায় করিয়া আহার শয্যা সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।

২৮ পৃষ্ঠের বিংশতি পংক্তিতে লিখেন "যদি বল আমরা যাহার কখন করচরণাদিচেষ্টা দেখিতেছি তাহাই মানি তদ্ভিন্ন পিণ্ড মানি না তবে মীমাংসকমতসিদ্ধ অচেতন মন্ত্রময় দেবাত্মাই না মান বেদান্তমতসিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতা কেন না মান" উত্তর বেদান্তমতে দেবতাদের শরীর প্রসিদ্ধ আছে এবং সূর্য্যাদি দেবতাদের বিগ্রহ প্রত্যক্ষ হয় সুতরাং আমরাও ঐ দেবতাদের বিগ্রহ স্বীকাব করি কিন্তু ঐ বেদান্তদর্শনে ঐ বিগ্রহকে অস্মদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর করিয়া জানি এবং যেমন আমাদের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের অধিকার আছে সেইরূপ দেবতাদের প্রতিও অধিকার আছে। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভাবৎ। ১ অধ্যায় ৩ পাদ ২৬ সূত্র। মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদের উপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরাগ্যের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেইরূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়।। এবং তাবৎ দেবতার সমাধি কবা ভারতাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।

২৯ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে লিখেন "যদি বল আমরা তাদৃশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষে দেখিতে পাই তাহাই মানি বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীর চক্ষে দেখিতে পাই না অতএব মানি না তৎপ্রতিমার প্রশক্তিই কি" উত্তর পূর্ব্বপ্রশ্নের উত্তরেতেই ইহাব উত্তর দেয়া গিয়াছে যে বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীরকে এবং সেই শরীরের মায়িকত্ব নশ্বরত্ব আমরা মানিয়া থাকি।

৩০ পৃষ্ঠের ২ পংক্তিতে লিখেন "যদি বল আমি তাহা অর্থাৎ নাস্তিক নহি কিন্তু অবৈদিকেরা এইরূপ কহিয়া থাকে আমিও তদ্দৃষ্টিক্রমে কহি" ইত্যাদির উত্তর। আশ্চর্য্য এই যে ঐহিক লাভের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা ত্যাগ করিয়া এবং করাইয়া গৌণ সাধন যে প্রতিমাদির পূজা তাহার প্রেরণা করিয়া আপনার বৈদিকত্ব অভিমান রাখেন আর আমরা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত পরব্রহ্মোপাসনাতে প্রবর্ত্ত হইযা ভট্টাচার্য্যের বিবেচনায় অবৈদিক ও নাস্তিক হই সুবোধ লোক এ দুএর বিবেচনা করিবেন।। ঐ ৩০ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে লিখেন যে "অন্য ধনব্যয় আয়াসসাধ্য প্রতিমাপূজা দর্শন জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবৃত্তি করিও সংপ্রতি কোন এক দিক্ আশ্রয় না করিয়া আন্দোলায়মান হও" উত্তর যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয় সে অন্য ব্যক্তিকে দুঃখী অথবা প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায় এবং ঐ দুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা কবে কিন্তু যাহার প্রতারণার উপর কেবল জীবিকা এবং সম্মান সে অবশ্যই প্রতারণার যে ভঞ্জক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেক। আর আমরা একমাত্র আশ্রয় কবিয়াই আছি। আশ্চর্য্য এই ভট্টাচার্য্য পাঁচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছা-পূর্ব্বক পড়িয়া অন্যকে উপদেশ করেন যে মাঝামাঝি থাকিয়া আন্দোলায়মান হইও না।

৩০ পৃষ্ঠের ১৯ পংক্তি অবধি ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে। প্রতিমা-পূজার প্রমাণ প্রথমত প্রবল শাস্ত্র। দ্বিতীয় বিশ্বকর্ম্মার প্রণীত শিল্পশাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণের উপদেশ। তৃতীয় নানা তীর্থস্থানেতে প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চতুর্থ শিষ্টাচার-সিদ্ধ। পঞ্চম অনাদিপরম্পরা প্রসিদ্ধ।

উত্তর প্রথম যে শাস্ত্রপ্রমাণ লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ এই শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি আছে বামাচারের বিধি দক্ষিণাচারের বিধি বৈষ্ণবাচারের বিধি অঘোরাচারের বিধি এইরূপ নানাপ্রকার বিধি দেখিতেছি এই তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহাদের প্রতিমাপূজার বিধিতে কেবল শাস্ত্রে পর্য্যবসান করিয়াছেন এমৎ নহে বরঞ্চ নানাবিধ পশু যেমন গো শৃগাল প্রভৃতি এবং

নানাবিধ পক্ষি যেমন শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর যেমন অশ্বত্থ বট বিল্ব তুলসী প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচরে এবং ব্যবহারে আইসে তাহাদেরো পূজা নিমিত্ত অধিকারিবিশেষে বিধি দিয়াছেন। যে যাহার অধিকারি সে তাহাই অবলম্বন করে তথাহি। অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রান্যুক্তান্যশেষতঃ।। অতএব শাস্ত্রে প্রতিমাপূজার বিধি আছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে সকল অজ্ঞানি ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন তাহাদের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয় ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ২৯ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে লেখা গিয়াছে তাহা যেন অবলোকন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন। উত্তর শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি কি মারণোচ্চাটনাদি যখন যে বিষয় লিখেন তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন তদনুসারে প্রতিমাপূজার প্রযোগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার নির্ম্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতবাং লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতিমার নির্ম্মাণে ও পূজাদির অধিকারী যে হয তাহাও লিখিয়াছেন। কুলার্ণবে। উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা জপঃ স্তুতিঃ সাদধমা হোমপূজাধমাধমা। আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তম কহি আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কহি হোম পূজাকে অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি।

নানাতীর্থে প্রতিমাদি চাক্ষুষ হয। উত্তব যে সকল ব্যক্তি তীর্থগমনেব অধিকারি প্রতিমাপূজার অধিকারি অতএব তাহাবা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায় তবে সুতরাং তাহাদের তীর্থগমনেব তাবদভিলাষ থাকিবেক না এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমাব প্রয়োজন রাখে অতএব এই অধিকারিবিষয়ে প্রাচীন প্রয়োগো আছে। রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া। ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং। রূপবিবর্জ্জিত যে তুমি তোমার ধ্যানেব দ্বাবা আমি যে রূপবর্ণন করিয়াছি আর তোমার যে অনির্ব্বচনীযত্ব তাহাকে স্তুতিবাদেব দ্বারা আমি যে খণ্ডন কবিযাছি আর তীর্থযাত্রার দ্বারা তোমাব সর্ব্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত কবিয়াছি হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।

চতুর্থ প্রতিমাপূজা শিষ্টাচারসিদ্ধ উত্তব যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন তাঁহাদেব অনেকেই প্রতিমাপূজাব বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিযা যথাসাধ্য উহারি প্রচার করাইতেছেন যেহেতু প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তিথিমাহাত্ম্যে ও নানাবিধ লীলার উপলক্ষে তাঁহাদের যে লাভ তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে আত্মোপাসনাতে জন্মদিবসীয় উৎসব এবং বিবাহের ও নানাপ্রকার লীলাছলে লাভের কোনো প্রসঙ্গ নাই সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত থাকেন কিন্তু ঐ শিষ্ট লোকের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থনিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন তাঁহারা কি এদেশে কি পাশ্চাত্যাদি অন্য দেশে কেবল পবমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষযে কোনো সম্বন্ধ রাখেন নাই।

পঞ্চম প্রতিমাপূজা পরম্পরাসিদ্ধ হয় উত্তর যে কোনো মত কি বৌদ্ধ কি জৈন কি বৈদিক কি অবৈদিক একবার ভ্রমেই বা কি যথার্থ বিচারের দ্বারাই বা কি কথক লোকের গ্রাহ্য হয় তাহার পর সেই মতের নাশ সম্যক্ প্রকারে প্রায় হয় না সেইরূপ প্রতিমাপূজা প্রথমত কথক লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার অবহেলাও কথক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ নির্বোধ সর্ব্বকাল হইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত পৃথক্২ মতপরম্পবা চলিযা আসিতেছে বরঞ্চ পূর্ব্বকালে একাল অপেক্ষা করিয়া প্রতিমা প্রচারের অল্পতা ছিলো ইহার এক প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই হিন্দোস্থানের যে কোনো স্থানের চতুর্দ্দিকে ২০ ক্রোশের মণ্ডলীতে ভ্রমণ করিয়া যদি কেহ দেখেন তবে আমরা অভিপ্রায় করি যে ওই মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা এক শত বৎসরের পূর্ব্বে

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এমৎ পাইবেন আর উনিশ ভাগ এক শত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা দেখিবেন বস্তুত যে২ দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ত্রুটি হইবেক সেই২ দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।। ৩৬ পৃষ্ঠের প্রায় অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত যাহা ভট্টাচার্য্য লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে কোনো বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরোদ্দেশে করা যায় তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হয় আর লেখেন যে রূপগুণবিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না ও মৃৎসুবর্ণাদিনির্ম্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এমৎ যে কহে সে প্রলাপ ভাষণ করে।

উত্তর ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১১ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তিতে আমরা লিখি যে ঈশ্বরের উদ্দেশে সাকার উপাসনা সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয় ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন আমাদের ইহাতে সাধ্য কি কিন্তু এ স্থলে জানা কর্ত্তব্য যে আত্মার শ্রবণমননাদি বিনা কোনো এক অবয়বীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না সকল শ্রুতি একবাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। সেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় মুক্তিপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই। শ্রুতি। নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে। তত্ত্বজ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই।। কঠবল্লী-শ্রুতিঃ। নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেত নানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্‌ তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। সেই পরমেশ্বর যাবৎ অনিত্য নামরূপাদি বস্তুর মধ্যে নিত্য হয়েন যাবৎ চৈতন্যবিশিষ্টের চেতনার কারণ তেঁহ হয়েন তেঁহ একাকী অথচ সকল প্রাণীর কামনাকে দেন সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতাস্বরূপ আত্মাকে যে ধীর-সকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন তাঁহাদের নির্ব্বাণস্বরূপ নিত্যসুখ হয় ইতর অর্থাৎ যাহারা বহির্দৃষ্টা তাহাদের সে সুখ হয় না।

ভট্টাচার্য্য ৩৬ পৃষ্ঠের পরার্দ্ধে লিখেন যে "উপাসনাপরম্পরা ব্যতিরেক সাক্ষাৎ হয় না নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা বিবেচনা করিয়া বুঝ" ইত্যাদি। ইহার উত্তর। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয় আর যখন অভ্যাসবশত প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তামাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি কিন্তু ভট্টাচার্য্য যাহাকে পরম্পরা উপাসনা কহেন অর্থাৎ অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং নশ্বরকে নিত্য জানা আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করা সে বস্তুত উপাসনা না হয় কেবল কল্পনামাত্র। আর রাজাদের সেবা তাঁহাদের শরীর দ্বারা ব্যতিরেক হয় না ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যেহেতু তাহারা শরীরী সুতরাং তাহার উপাসনা শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য কিন্তু অশরীরী আকাশের ন্যায় ব্যাপক সদ্রূপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরীর সহিত দেওয়া শাস্ত্রত এবং যুক্তিত সর্ব্বথাবিরুদ্ধ হয় তবে এ উপমা দিবাতে ভট্টাচার্যের ঐহিক লাভ আছে অতএব দিতে পারেন যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজাদের উপাসনা এই দুইকে লোকে তুল্য করিয়া জানিলে রাজাদের উপাসনায় যেমন উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষ দিয়া থাকে সেইরূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক বিশেষ এইমাত্র রাজাদের নিমিত্ত যে ঘুষ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্য্যাপ্ত হয় ঈশ্বরের নিমিত্ত ঘুষ ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে। ৩৭ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তি অবধি লিখেন যে "এমনি ঐ এক উপাস্য সগুণব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে তাহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হবে না" উত্তর জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই অতএব যে কোনো বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে এ যুক্তিক্রমে কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষি সকলেরি উপাসনার তুল্যরূপে বিধি পাওয়া গেল তবে নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতাবিগ্রহের উপাসনা কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব

অতএব তাহাতে প্রবর্ত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি বল দূরস্থ দেবতাবিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্যরূপেই যদ্যপি ওই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয় তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেববিগ্রহে পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে অতএব শাস্ত্রানুসারে দেববিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি তাহার উত্তর যদি শাস্ত্রানুসারে দেববিগ্রহের উপাসনা কর্ত্তব্য হয় তবে ঐ শাস্ত্রেই কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নাই সেই ব্যক্তি কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবেক আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আত্মার শ্রবণ মনন রূপ উপাসনা করিবেন অতএব শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়। এবং গুণানুসারেন রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং। এইরূপ গুণের অনুসারে নানাপ্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ইহার বিশেষ পাইবে। আর আত্মার উপাসনা কেবল শ্রবণ-মননস্বরূপ হয় ইহার বিবরণ। মুণ্ডক। ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সংধয়ীত আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি। ইহার ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই। উপনিষদে উক্ত যে প্রণবরূপ মহাস্ত্র ধনুক তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা আত্মারূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া সন্ধান করিবেক পশ্চাৎ আকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ লক্ষ্যেতে নিযোগ করিয়া ব্রহ্মচিন্তনযুক্ত যে চিত্ত তাহার দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মেতে হে সৌম্য আত্মারূপ শরকে প্রাপ্ত কর। মুণ্ডক। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।। কেনোপনিষৎ। তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং। অতএব সর্ব্বভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারেতে ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ চিন্তা কর্ত্তব্য হয়।

৩৮ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তি অবধি ৩৯ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তি পর্য্যন্ত যাহা ভট্টাচার্য্য লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় স্ফূর্ত্তি না হয় তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফলসিদ্ধি অবশ্য হয় আপনার বুদ্ধিদোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানিলে ফলসিদ্ধির হানি হইতে পারে না যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়। ইহার উত্তর ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগ্যে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বুদ্ধিদোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফলসিদ্ধি হয় কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন তেঁহ অবশ্য এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি দর্শনেতে যেমন ফলসিদ্ধি হয় সেইরূপ ফলসিদ্ধি এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবেক অর্থাৎ স্বপ্নভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয় সেইরূপ ভ্রমনাশ হইলেই ভ্রমজন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায় তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই তাহার উপার্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবর্ত্ত হইতে পারেন।

৪০ পৃষ্ঠের ১৮ পংক্তি অবধি লিখেন "যেমন কোনহ মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন তেমনি ঈশ্বর রাম কৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে আচ্ছন্নস্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্ট জগতের রক্ষা করেন" ইহার উত্তর পরমেশ্বর কি রাম কৃষ্ণ বিগ্রহে কি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত শরীরে স্বকীয় মায়ার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছেন অস্মদাদির শরীরে এবং রামকৃষ্ণশরীরে ব্রহ্মস্বরূপের ন্যূনাধিক্য নাই কেবল অবিদ্যা আর বিদ্যা মায়ার ভেদ মাত্র যেমন এক প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণেতে অর্থাৎ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতি বাহ্যে প্রকাশ পায় সেইরূপ সূর্য্যাদি দেবতা ও রামকৃষ্ণাদিশরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পান আর সেই দীপ যখন স্থূল আবরণ যেমন ঘটাদি তাহার মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতি বাহ্যে প্রকাশ পায় না সেইরূপ অস্মাদাদির শরীরে অপ্রকটরূপে থাকেন অতএব আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত ব্রহ্মসত্তার তারতম্য নাই। গীতা। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। হে অর্জ্জুন হে শত্রুতাপজনক আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে এবং তোমারো অনেক জন্ম

অতীত হইয়াছে কিন্তু বিদ্যা মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে এ প্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি আর তোমার চৈতন্য অবিদ্যা মায়াতে আবৃত আছে এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না। মুণ্ডক। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং। সংমুখে ও পশ্চাৎ এবং দক্ষিণে ও বামে অধো উর্দ্ধ্বে তোমার অবিদ্যা দোষের দ্বারা যাহা২ নামরূপে প্রকাশমান দেখিতেছ সে সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিত্যব্রহ্মমাত্র হয়েন অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়াকার্য্য ব্রহ্মই কেবল সত্য-সর্ব্বব্যাপক হয়েন ।। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে পঁচাশী অধ্যায়ে বসুদেবের স্তুতি শুনিয়া ভগবান্‌ কৃষ্ণ কহিতেছেন। বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদুপমন্মহে। যন্নঃ পুত্রান্‌ সমুদ্দিশ্য তত্ত্বগ্রাম উদাহৃতঃ ।।২০।। হে পিতা আপনি পুত্র যে আমরা আমাদিগ্যে উদ্দেশ করিয়া যে বাক্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের নিরূপণ করিলেন সে সকল বাক্যকে আমরা সঙ্গত করিয়া জানিলাম ।।২০।। অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং ।।২১।। হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ আমি ও তোমরা ও এই বলদেব আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম জানিবে এমৎ নহে কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান ।।২১।।

বেদান্তচন্দ্রিকার ৪৩ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তি আরম্ভ করিয়া শেষ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গপূর্ব্বক যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সে কেমন অদ্বৈতবাদী যে রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুষ্যাদিরা ও আকাশ মন অন্নাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় ও ব্রহ্মোদ্দেশে উপাস্য হয় না। ইহার উত্তর আমরা যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বিবরণ করিয়াছি তাহাতে ইহাই পরিপূর্ণ আছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী কোনো বস্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্থিতি করে না ব্রহ্মের উদ্দেশে দেব মনুষ্য পশু পক্ষিরো উপাসনা করিলে ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা হয় এবং ওই সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন২ ব্যক্তি হয় ইহাও লিখিয়াছি এ সকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লিখেন অতএব জ্ঞানবান্‌ লোকের এ কথা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তবে যে আমরা কি দেবতা কি মনুষ্য কি অন্ন মন ইত্যাদির স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছি সে কেবল বেদান্ত-মতানুসারে এবং বেদসম্মত যুক্তিদ্বারা করা গিয়াছে যেহেতু ব্রহ্মের আরোপে যাবৎ মায়াকার্য্য নামরূপের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায় মায়িক নামরূপাদি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কদাপি নহে। বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে ১৬ সূত্র। নেতরোঽনুপপত্তেঃ। ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎ-কারণ না হয়েন যেহেতু জগতের সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে এমৎ বেদে কহেন নাই ।।১৬।। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ।।২১।। সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তীর ভেদকথন বেদে আছে ।।২১।। ইত্যাদি অনেক সূত্র অন্যের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্বখণ্ডনে প্রমাণ আছে।। বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে প্রথমত জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের নিদর্শন দ্বারা ব্রহ্মসত্তাকে প্রমাণ করেন তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তামাত্র চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্মস্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থত অনির্ব্বচনীয় হয় তেঁহ কোনো বিশেষণেতে নির্দ্ধারিতরূপে কহা যান না। বৃহদারণ্যকের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের একাদশমি ঋচা।। অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং ।।১১।। নানাপ্রকার সগুণনির্গুণস্বরূপে ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে বাক্যের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না যেহেতু নামের দ্বারা কিম্বা রূপের দ্বারা অথবা কর্ম্মের দ্বারা অথবা জাতির দ্বারা অথবা অন্য কোনো গুণের দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু বস্তুত ব্রহ্মেতে ইহার কিছুই নাই অতএব ইহা নহেন ইহা নহেন এইরূপে বেদে তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করেন অর্থাৎ কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয় কিম্বা মনের দ্বারা যাহার অনুভব হয় সে ব্রহ্ম নহে

তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম আত্মা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে সে উপদেশমন্ত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায় অতএব ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এইমাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে যথার্থরূপ সে সত্য তেঁহই ব্রহ্ম আর প্রাণ প্রভৃতিই যাহা যে সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে তাহার মধ্যে যে যথার্থরূপ সত্য তেঁহই ব্রহ্ম হয়েন। অতএব ভট্টাচার্য্যের উচিত যে ইহার ভাষ্যকে বিশেষরূপে দেখেন।। কেনোপনিষদে একাদশ মন্ত্রে কহেন। যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। ব্রহ্মস্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্মকে জানে না অতএব ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ৪৪ পত্রাদিতে যে কহেন ব্রহ্ম বচনীয় এবং জ্ঞেয় হয়েন ইহা যদ্যপি শাস্ত্রের দ্বারা যুক্ত নয় কিন্তু তাঁহার প্রতি যুক্ত বটে।।

৪৮ পৃষ্ঠের দশের পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন "যদি মন্দির মস্‌জিদ গিরজা প্রভৃতি যে কোনো স্থানে যে কোনো বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণমৃত্তিকা পাষাণকাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়" ইহার উত্তর। মস্‌জিদ গিরজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণমৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা এই দুয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত যেহেতু মস্‌জিদ গিরজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঐ মস্‌জিদ গিরজাকে ঈশ্বর কহেন না কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উহাকে ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে তাহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন এ সকল অর্থাৎ ভোগ শয়নাদি ঈশ্বরধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয় বস্তুত পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্‌জিদ গিরজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক বেদান্তের ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেইখানেই আত্মোপাসনা করিবেক তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই।

ভট্টাচার্য্য ৬২ পৃষ্ঠের ৯ পংক্তি অবধি লিখেন "ইহাতে যদি কেহ কহে যে বেদান্তে সর্ব্বং ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি তবে কি সে কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য বা কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য বা কি গম্যা বা কি অগম্যা বা কি যখন যাহাতে আত্মসন্তোষ হয় তখন সেই কর্ত্তব্য যাহাতে অসন্তোষ হবে সে অকর্ত্তব্য" ইত্যাদি। উত্তর। যে ব্যক্তি এমৎ কহে যে বেদান্তে সর্ব্বং ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা২ হইতেছে তাহার বাস্তব সত্তা নাই যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের আর সেই ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে২ বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে ঐ প্রপঞ্চময় জগতে সেই২ রূপে ব্যবহার করিতে হয় যেমন এক অঙ্গ হস্তরূপে অন্য অঙ্গ পাদরূপে প্রতীত হইতেছে যে পাদরূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গমনক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যায় আর যে হস্তরূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গ্রহণরূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা যায় আর যাহার দাহিকা শক্তি দেখেন তাহাকে দাহকর্ম্মে আর যাহার শৈত্যগুণ পান তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন এইরূপ যাহাকে খাদ্যরূপে শাস্ত্রে নিয়ম করিয়াছেন সে ভক্ষণীয় হয় আর যাহাকে ভক্ষণে নিষিদ্ধ করিয়াছেন সে অখাদ্য এইরূপ প্রপঞ্চময় জগতে মায়িক নামরূপ সকলের যে পর্য্যন্ত পৃথক্২ অনুভব থাকে তাবৎ ঐ নিয়মানুসারে ঐ সকল বস্তুর ব্যবহার করা যায় এবং ঐ প্রতীতিবশত ফলাফল প্রাপ্তি হয় এইরূপ যে ব্যক্তি জানে তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না কিন্তু ভট্টাচার্য্যের মতানুযায়ীর প্রতি এ আশঙ্কার একপ্রকার সম্ভাবনা আছে যেহেতু

তাঁহারা জগৎকে শিবশক্তিময় অথবা বিষ্ণুময় কহেন অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহার তেঁহ খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির প্রভেদ চক্রে অথবা পঙ্গতে প্রায় করেন না এবং যে ব্যক্তি ধ্যানসময়ে ও পূজাতে যুগলের সাহিত্য সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং যাঁহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে আমার আরাধ্য দেবতারা নানাপ্রকার অগম্যা গমন করিয়াছেন এবং ঐ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তাঁহার প্রতি একপ্রকার অগম্যাদি গমনের আশঙ্কা হইতে পারে যেহেতু গীতাতে কহিয়াছেন। যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।। কিন্তু যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে বিধিনিষেধের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তেঁহ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদ্রষ্টা সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখদঃখস্বরূপ ফলকে দেন সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাসপ্রযুক্ত তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবেক।

৬৩ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন যে "এতাদৃশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বকপোল-কল্পিতানুমানে বৈধ বহুপশুবধস্থানের সিদ্ধপীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বুচরখানার সিদ্ধপীঠত্ব কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য২ কল্পনা যাহারা করে তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতর স্ত্রী মাত্রেতে কিরূপ ব্যবহার করে ইহা তাহাদিগের জিজ্ঞাসা করিও" উত্তর। যাহার পর নাই এমৎ উপাসনা বিষয়ে নানাপ্রকার কল্পনা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের প্রতি এ প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক হয় অতএব যে পক্ষে কল্পনা ব্যতিরেক নির্ব্বাহ নাই তাহাদের এ প্রশ্ন করা অতি আশ্চর্য্য ।।

ঐ ৬৩ পৃষ্ঠের ১৫ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা আমরা তোমাদিগ্যে জিজ্ঞাসি তোমরা কি" ইত্যাদি। উত্তর। আমাদিগে সোপাধি জীব করিয়া বেদে কহেন ইহা দেখিতেছি ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না এ কারণ তাহার জিজ্ঞাসু হই সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি অতএব আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধ পুরুষ ইত্যাদি গর্ব্ব রাখি না এবং ভট্টাচার্য্যের উপকৃতি স্বীকার করি যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয় এ নিমিত্তে স্বকীয় দোষসকল দেখিতে পাইতেছিলাম না ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞাত করাইতেছেন উত্তম লোকের ক্রোধও বরতুল্য হয় ।। যদি বল আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্‌প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না অতএব সাকার উপাসনা সুলভ তাহাই কর্ত্তব্য। উত্তর উপাসনার নিয়মের সম্যক্‌প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্ত্তব্য হয় তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত হয় না যেহেতু তাহার নিয়মেরো সম্যক্‌প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না বস্তুত সম্যক্‌প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য অতএব অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য যত্ন কর্ত্তব্য হয় ইহার বিশেষ বিবরণ ঈশোপনিষদের ভূমিকার ১৭ পৃষ্ঠে ২ পংক্তি অবধি পাইবেন।। ইতি উত্তরখণ্ডং।।

আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি প্রথম। যে কোনো ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদের ন্যায় বেশ ধারণ করেন আপনি সর্ব্বদা অনাচারীর নিন্দা করেন অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসী হয়েন আর গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে আমিষাদি স্পষ্ট ভোজন করে আপনাকে কোনো মতে সাচারী না দেখায় যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে এ দুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বকধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য আমাদিগ্যে বকধূর্ত্ত করিয়া বেদান্তচন্দ্রিকাতে কহিয়াছেন। দ্বিতীয় একজন নিষিদ্ধাচারী সে আপনাকে বিশ্বগুরু করিয়া জানে আর একজন নিষিদ্ধাচারী সে আপনার অধমতা স্বীকার করে এ দুয়ের মধ্যে কাহার অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য হয়। তৃতীয় এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে যাহা আমি বলি এই শাস্ত্র ইহাই নিশ্চয় কর তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান আমার তুষ্টির জন্যে সর্ব্বস্ব দিতে পার ভালই নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক

আমাকে দেও আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আর একজন শাস্ত্র এবং লোকেব বোধেব নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহাব ভাষাবিবরণ করিযা লোকেব সংমুখে বাখে এবং নিবেদন করে যে আপনাব অনুভবেব দ্বাবা এবং বেদসম্মত যুক্তিব দ্বাবা ইহাকে বুঝ আব যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয় তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কব আব অন্তঃকবণের সহিত তাহাবি কেবল সম্মান কবিবে যাহাব ঈশ্বরে ভয় ও নীতি ভাল দেখহ এ দুযেব মধ্যে কোন ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায। এ প্রশ্নেব কাবণ এই যে ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে আমাদিগে স্বপ্রয়োজনপব করিয়া লিখিয়াছেন। এখন ইহাব সমাধা বিজ্ঞ লোকেব বিবেচনায রহিল। হে সর্ব্বব্যাপী পবমেশ্বর তুমি আমাদিগ্যে হিংসা মৎসবতা মিথ্যাপবাদে প্রবর্ত্ত কবাইবে না ওঁ তৎ সৎ। ইতি শকাব্দা ১৭৩৯ ।।১৩ জ্যৈষ্ঠস্য।।

কঠোপনিষৎ

ওঁ তৎ সৎ

।। ভূমিকা ।।

যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গেল ইহাতে কি পর্যান্ত কর্ম্মফলের গতি এবং ব্রহ্মবিদ্যার কি প্রভাব পরিপূর্ণরূপে স্ব স্ব স্থানে বর্ণন আছে আর অধ্যাত্মবিদ্যার বিশেষ মতে পরিসীমা ইহাতে আছে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যের দ্বারা অথবা এতৎকালীন সুকৃতাধীন যে সকল ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে তাঁহাদের এই উপনিষদের শ্রবণ মননে অবশ্য যত্ন হইবেক এবং তাঁহারা ইহার অনুষ্ঠানের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা বিলম্বে অথবা ত্বরায় কৃতার্থ হইবেন আর যাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহ হাস্য কৌতুক আহার বিহার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের শ্রবণ মননকে পরমার্থ জানেন তাঁহাদের প্রবৃত্তি এই শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বের অভ্যাসে সুতরাং না হইতে পারে হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্ম্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর ইতি।। ওঁ তৎ সৎ—

ওঁ তৎ সৎ।। অথ কঠোপনিষৎ।। ব্রহ্মবিষয়ের বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহা যায়। অথবা যে বিদ্যা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান সেই বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহি। শমদমাদিবিশিষ্ট পুরুষ উপনিষদের অধিকারী জানিবে। সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্ম উপনিষদের বক্তব্য হয়েন। সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। আর উপনিষদের সহিত মুক্তির জন্যজনক ভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি তাহা হয়। *।*। উশন্ হ বৈবাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস।১। * । যজ্ঞফলের কামনাবিশিষ্ট বাজশ্রবস রাজা বিশ্বজিৎ নাম যজ্ঞ করিয়া আপনার সর্ব্বস্য ধনকে দক্ষিণা দিলেন সেই যজ্ঞকর্ত্তা রাজার নচিকেতা নামে পুত্র ছিলেন।১।।*। তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীযমানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত।২।*। যে সময়ে ঋত্বিক্ আর সদস্যাদিগ্যে দক্ষিণার গরু বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন সেই কালে ওই নচিকেতা যে অতিবালক রাজপুত্র ছিলেন তাঁহাতে পিতার হিতের নিমিত্ত শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল আর ওই রাজপুত্র বিচার করিতে লাগিলেন সে কি বিচার করিতে লাগিলেন তাহা পরের মন্ত্রে কহিতেছেন।২।*। পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ। অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ।৩।*। যে সকল গরু পিতা দিতেছেন তাহারা এমৎরূপ বৃদ্ধ যে পূর্ব্বে জলপান এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে সেই মাত্র পুনরায় জলপান এবং তৃণ আহার করিতে তাহাদের শক্তি নাই আর পূর্ব্বে যে তাহাদের দুগ্ধ দোহা গিয়াছে সেই মাত্র পুনরায় তাহাদিগ্যে দোহন করিতে হয় কিম্বা পুনর্ব্বার তাঁহাদের বৎস জন্মে এমৎ সম্ভাবনা নাই এমৎরূপ গরু যে ব্যক্তি দক্ষিণাতে দান করে সে আনন্দশূন্য যে লোক অর্থাৎ নরক তাহাতে যায়। এখন নচিকেতা এইরূপ বিবেচনা করিয়া

পিতার অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত পিতার নিকট যাইয়া কহিতেছেন।৩।*। স হোবাচ পিতরং তাত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি।৪।*। হে পিতা কোন ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণাস্বরূপে আমাকে দান করিবে এইরূপ দ্বিতীয় বার তৃতীয় বার রাজাকে কহিলেন বালক পুত্রের এরূপ পুনঃ২ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে রাজা কহিলেন যে তোমাকে যমেরে দিলাম। তখন নচিকেতা একান্তে যাইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।৪।*। বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ। কিং স্বিৎ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি।৫।*। অনেক সৎ পুত্রের মধ্যে আমি প্রথমে গণিত হই আর অনেক মধ্যম পুত্রের মধ্যে মধ্যম গণিত হই অর্থাৎ কদাপি অধম পুত্রে গণিত নহি। আমার দানের দ্বারা যমের যে কার্য্য পিতা এখন করিবেন সে কার্য্য কি পূর্ব্বে স্বীকৃত ছিলো কি ক্রোধবশেতে পিতা এরূপ কহিলেন। সৎ পুত্র তাহাকে কহি যে পিতার অভিপ্রায় জানিয়া পিতার সন্তোষজনক কর্ম্ম করে আর মধ্যম পুত্র সেই যে পিতার আজ্ঞা পাইয়া পিতৃসন্তোষজনক কর্ম্ম করে আর অধম পুত্র সেই যে পিতার ক্রোধ জন্মাইয়া পিতার অভিপ্রেত কর্ম্ম করে। যাহা হউক ইহা মনে করিয়া তখন শোকাবিষ্ট পিতাকে নচিকেতা কহিতে লাগিলেন।৫।*। অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে। শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ।৬।*। আপনকার পিতৃপিতামহাদি যে যে প্রকারে সত্যানুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর আর ইদানীন্তন সাধু ব্যক্তিরা যেরূপে সত্যাচরণ করিতেছেন তাহাকেও দেখ অর্থাৎ তাঁহারা সত্যানুষ্ঠানের দ্বারা সদ্গতিকে পাইয়াছেন অতএব তাহাদের সত্য ব্যবহারকে অবলম্বন করা আপনকার উচিত হয় মিথ্যার দ্বারা মনুষ্য কদাপি অজরামর হয় না যেহেতু মনুষ্য শস্যের ন্যায় কালে জীর্ণ হইয়া মরে আর মরিয়া শস্যের ন্যায় পুনরায় উৎপন্ন হয় অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার কি ফল আছে এ নিমিত্ত আমাকে যমকে দিয়া আত্মসত্য প্রতিপালন কর। পিতাকে এইরূপ কহিলে সেই পিতা আত্মসত্য পালনের নিমিত্তে সেই নচিকেতা পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন নচিকেতা যমলোকে যাইয়া ত্রিরাত্র বাস করিলেন যেহেতু তৎকালে যম ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন তেঁহ পুনরাগমন করিলে পর যমের পরিজনসকল যমকে কহিতেছেন।৬।*। বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্‌। তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকং ।৭।*। অতিথিরূপে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় যেন দাহ করেন এই মতে গৃহকে প্রবেশ করেন সাধু ব্যক্তিরা অগ্নিস্বরূপ অতিথিকে পাদ্যাদি দ্বারা শান্তি করেন অতএব হে যম তুমি এই অতিথির পাদপ্রক্ষালনের জল আনয়ন কর। অতিথি বিমুখ হইলে প্রত্যবায় হয় ইহা পরে কহিতেছেন ।৭।*। আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্‌। এতদ্‌বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্‌ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে।৮।*। যে অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহেতে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত হইয়া বাস করেন সেই পুরুষের আশাকে আর প্রতীক্ষাকে সঙ্গতকে আর সূনৃতাকে ইষ্টকে আর পূর্ত্তকে এবং পুত্রকে আর পশ্বাদি এই সকলকে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ নষ্ট করেন। যে বস্তুর প্রাপ্তিতে সন্দেহ থাকে তাহার প্রার্থনাকে আশা কহি। আর যে বস্তুর প্রাপ্তিতে নিশ্চয় থাকে তাহার প্রার্থনাকে প্রতীক্ষা কহি। সৎসঙ্গাধীন ফলকে সঙ্গত কহি। প্রিয়বাক্যজন্য ফলকে সূনৃতা কহি। যাগাদিজন্য ফলকে ইষ্ট কহি। কৃত্রিম পুষ্পোদ্যানাদিজন্য ফলকে পূর্ত্ত কহি।৮। যম আপন পরিজনের স্থানে এ সম্বাদ শুনিয়া নচিকেতার নিকট যাইয়া পূজাপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতেছেন।*। তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেহনশ্নন্‌ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্‌ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্‌ বরান্‌ বৃণীষ্ব।৯।*। হে ব্রাহ্মণ যেহেতুক তিন রাত্রি আমার গৃহেতে অতিথি হইয়া অনাহারে বাস করিয়াছ এবং তুমি নমস্য হও অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি আর প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার উপবাসজন্য যে দোষ তাহার নিবৃত্তি দ্বারা আমার মঙ্গল হউক আর তুমি অধিক প্রসন্ন হইবে এ নিমিত্তে কহিতেছি যে তিন রাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী ছিলে তাহার

এক এক রাত্রির প্রতি এক এক বর যাচ্ঞা কর।৯। তখন নচিকেতা কহিতেছেন।*। শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাৎ বীতমন্যুর্গৌতমো মাভিমৃত্যো। ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত এতত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে।১০।*। হে যম যদি তোমার বর দিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিন বরের প্রথম বর এই আমি যাচ্ঞা করি যে আমার পিতা গৌতম তাঁহার সঙ্কল্পের শান্তি হউক অর্থাৎ তোমার নিকট আসিয়া আমি কি করিতেছি এইরূপ যে তাঁহার চিন্তা তাহা নিবৃত্তি হউক আর আমার প্রতি পিতার চিত্ত প্রসন্ন হউক এবং আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দূর হউক আর তোমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে পর আমার পিতার এইরূপ স্মৃতি যেন হয় যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে ফিরিয়া আইল।১০। তখন যম কহিতেছেন।*। যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ। সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং।১১। পূর্ব্বে যেরূপে পুত্র করিয়া তোমাকে তোমার পিতার প্রতীতি ছিল সেইরূপ নিঃসন্দেহ হইয়া যেরূপ পূর্ব্বে তোমার প্রতি তেঁহ সংতুষ্ট ছিলেন সেইরূপ সংতুষ্ট হইবেন আর তোমার পিতা যাঁহার নাম ঔদ্দালকি এবং আরুণি তেঁহ আমার অনুগৃহীত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরের রাত্রিসকল সুখেতে শয়ন করিবেন আর তোমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত দেখিয়া অক্রোধী হইবেন অর্থাৎ তোমার পিতার বিশ্বাস হইবেক যে তুমি যমালয় পর্য্যন্ত গিয়াছিলে পথ হইতে ফিরিয়া আইসো নাই।১১। এখন নচিকেতা দ্বিতীয় বর যাচ্ঞা করিতেছেন। স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চ নাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।১২।*। স্বর্গ-লোকেতে হে যম রোগাদিজন্য কোন ভয় হয় নাই আর তুমি যে মৃত্যু তুমিও স্বর্গে হঠাৎ প্রভুতা করিতে পারো না অতএব জরাযুক্ত মর্ত্য লোকের ন্যায় কেহ স্বর্গেতে তোমা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না আর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই দুই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর মানস দুঃখ হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গে বাস করে।১২।*। স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায মহ্যং। স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ।১৩।*। এইরূপ স্বর্গের প্রাপ্তি যে অগ্নিতে হয় সেই অগ্নিকে হে যম তুমি জান অতএব শ্রদ্ধাযুক্ত যে আমি আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপকে কহ যে অগ্নির সেবার দ্বারা যজমানসকল দেবতার স্বরূপকে পায়েন এই দ্বিতীয় বর আমি তোমার স্থানে যাচ্ঞা করিতেছি।১৩। এখন যম কহিতেছেন।*। প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্। অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেনং নিহিতং গুহায়াং। ১৪। হে নচিকেতা স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ যে অগ্নি তাহাকে আমি সুন্দর প্রকারে জানি অতএব তোমাকে কহিতেছি তুমি সাবধান হইয়া বোধ কর অনন্ত স্বর্গলোকের প্রাপ্তির কারণ আর সকল জগতের আশ্রয় সেই অগ্নি হয়েন আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধিতে স্থিতি করেন এইরূপ অগ্নির স্বরূপ আমি কহিতেছি তাহা তুমি জান।১৪।*। লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা। স চাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ।১৫।*। সেই নচিকেতাকে সকল লোকের আদি যে অগ্নি তাঁহার স্বরূপকে যম কহিলেন আর অগ্নির চয়নের নিমিত্তে যেরূপ ইষ্টকসকল যোগ্য আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন হয় আর যেরূপে অগ্নিচয়ন করিতে হয় সে সকল নচিকেতাকে কহিলেন। যমের কথিত বাক্যকে নচিকেতা সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়াছেন যমের এমৎ প্রতীতি জন্মাইবার জন্য ঐ সকল বাক্যকে নচিকেতা যমকে পুনরায় কহিলেন তখন নচিকেতার এই প্রতিবাক্যের দ্বারা যম সন্তুষ্ট হইয়া তিন বরের অতিরিক্ত বর দিতে ইচ্ছা করিয়া পুনরায় কহিতেছেন।১৫।*। তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ। তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ।১৬। নচিকেতাকে শিষ্যের যোগ্য দেখিয়া মহানুভব যম প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি এ নিমিত্ত পুনরায় এখন তোমাকে অন্য বর দিতেছি। এই পূর্ব্বোক্ত যে অগ্নি তেঁহ তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবেন অর্থাৎ অগ্নির নাম নাচিকেত হইবেক।

আর এই নানারূপবিশিষ্ট বিচিত্র রত্নময়ী মাল্য যে তোমাকে দিতেছি তাহা তুমি গ্রহণ কর। ১৬। *। ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ। ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি। ১৭। । মাতা পিতা আচার্য্যের অনুশাসনের দ্বারা যে ব্যক্তি তিন বার শাস্ত্রোক্ত অগ্নির চয়ন করেন সে ব্যক্তি যাগ বেদাধ্যয়ন এবং দানের কর্ত্তা যেমন জন্ম মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়েন সেইরূপ জন্ম মৃত্যুকে অতিক্রমণ করেন। আর ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সর্ব্বজ্ঞ যে অগ্নি তেঁহ দীপ্তিবিশিষ্ট এবং স্তুতিযোগ্য হয়েন তাঁহাকে সেই ব্যক্তি শাস্ত্রত জানিয়া এবং আত্মভাবে দৃষ্টি করিয়া শান্তিকে অর্থাৎ বিরাট্ পদকে পায়েন। ১৭। এখন অগ্নিজ্ঞানের ফল এবং তাহাব চয়নের ফল এই দুই প্রস্তাবকে সমাপ্তি করিতেছেন। ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতং। স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে। ১৮। যে ত্রিণাচিকেত পুরুষ যেরূপ ইষ্টক আর যত ইষ্টক আর যে প্রকাবে অগ্নি চয়ন করিতে হয় এ তিনকে বিশেষরূপে বোধ করিয়া আত্মভাবে অগ্নিকে জানিয়া ধ্যান করেন তেঁহ অধর্ম্ম অজ্ঞান রাগদ্বেষাদিরূপ যে মৃত্যুপাশ তাহাকে মরণের পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া মানস দুঃখ হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করেন। ১৮। এষ তে অগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ। এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব।। ১৯।। হে নচিকেতা তুমি দ্বিতীয় বরের দ্বারা স্বর্গের সাধন যে অগ্নির বর যাচ্ঞা করিয়াছিলে তাহা তোমাকে তুষ্ট হইয়া দিলাম। আর লোকসকল তোমার নামেতে অগ্নিকে বিখ্যাত করিবেন এখন হে নচিকেতা তৃতীয় বরকে তুমি যাচ্ঞা কর।। ১৯।। এ পর্য্যন্ত ক্রিয়া কারক ফল এ তিনের আরোপ আত্মাতে করিয়া কর্ম্মকাণ্ড কহিলেন এখন তাহার অপবাদ অর্থাৎ বাধক যে আত্মজ্ঞান তাহা কহিতেছেন। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।। ২০।। যমের বাক্য শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন ইহলোকে এক সংশয় আছে সে এই যে মনুষ্য মরিলে পর শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এ সকল ভিন্ন জীব আত্মা আছেন এরূপ কেহ কহেন আর এ সকল ভিন্ন জীবাত্মা নাই এরূপো কেহ কহেন আমি তোমার শিক্ষা দ্বারা ইহার নির্ণয় জানিতে চাহি বরের মধ্যে এই তৃতীয় বর আমার প্রতি প্রার্থনীয়।। ২০।। এখন নচিকেতা জ্ঞানসাধনের বিষয়ে দৃঢ় কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যম নচিকেতাকে লোভ দেখাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ। অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনং।। ২১।। দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্মবিষযে সংশয়যুক্ত ছিলেন এ ধর্ম্ম শুনিলেও মনুষ্য সুন্দর প্রকারে বুঝিতে পারেন না যেহেতু এ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম হয় অতএব হে নচিকেতা তুমি অন্য কোন বর যাচ্ঞা কর আমি তিন বর দিতে স্বীকার করিয়াছি ইহা জানিয়া আমাকে এরূপ কঠিন বরের প্রার্থনার দ্বারা নিতান্ত বাধিত করিবে না আমার নিকট এ বর প্রার্থনা ত্যাগ কর।। ২১।। এইরূপ যমের বাক্য শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাথ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ।। ২২।। দেবতারা এ আত্মবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ইহা তোমার স্থানে নিশ্চিত শুনিলাম আর হে যম তুমিও আত্মতত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় করিয়া কহিতেছ অতএব এ ধর্ম্মের বক্তা অন্বেষণ করিলেও তোমার ন্যায় কাহাকে পাওয়া যাইবে না মোক্ষসাধন যে এ বর ইহার তুল্য অন্য বর নহে অতএব এই বর দেও।। ২২।। পুনরায় যম নচিকেতাকে লোভ দেখাইতেছেন। শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। ভূমের্ম্মহদাযতনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ।। ২৩।। এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি।। ২৪।। যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামান্ চ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যাঃ ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।

আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ।।২৫।। শত বর্ষ পরমায়ু হয় এমৎ পুত্র পৌত্র সকলকে যাচ্ঞা কর আর গরু প্রভৃতি অনেক পশু আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এ সকল প্রার্থনা কর আর পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশের অধিকার যাচ্ঞা কর আর তুমি আপনি যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর তত বৎসর বাঁচিবে এমৎ বর প্রার্থনা কর।।২৩।। এই পূর্ব্বোক্ত বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি জান তবে তাহার প্রার্থনা কর আর রত্ন প্রভৃতি এবং চিরজীবিকা বৃত্তিকে যাচ্ঞা কর। আর সকল পৃথিবীতে হে নচিকেতা তুমি রাজা হও এমৎ করিব আর প্রার্থনীয় যে যে বস্তু আছে তাহার মধ্যে যাহা তুমি প্রার্থনা কর তাহার ভাজন তোমাকে করিব।।২৪।। আর মর্ত্ত্যলোকেতে যে যে বস্তু দুর্ল্লভ আছে তাহাকে আপন ইচ্ছামতে প্রার্থনা কর আর বিমানসহিত এবং বাদ্যসহিত এই সকল অপ্সরাকে যাচ্ঞা কর যেহেতু মনুষ্যেরা এরূপ অপ্সরাসকলকে প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু আমার দত্ত এই সকল অপ্সরা দ্বারা আপনাকে সুখে রাখহ। হে নচিকেতা মরণের পর জীবসম্বন্ধি প্রশ্ন অর্থাৎ আত্মবিষয়ক প্রশ্ন আমার প্রতি করিও না।।২৫।। যম এ প্রকার লোভ নচিকেতাকে দেখাইলেও নচিকেতা ক্ষুব্ধ না হইয়া পুনর্ব্বার যমকে কহিতেছেন। শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।।২৬।। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা। জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব।।২৭।। অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ কধঃস্থঃ প্রজানন্। অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত।।২৮।। যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ। যোহয়ং বরো গূঢমনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে।।২৯।। হে যম তুমি যে সকল ভোগ দিতে চাহিতেছ সে সকল সন্দিগ্ধপর অর্থাৎ কল্য হইবেক কি না এমৎ সন্দেহ সে সকল ভোগেতে আছে আর সেই সকল ভোগ যেমন অপ্সরাদি তাহার প্রাপ্তি হইলেও মনুষ্যের সকল ইন্দ্রিয়ের তেজকে তাহারা নষ্ট করিবেক আর দীর্ঘ আয়ু যে দিতে চাহ সেও যথার্থ বিবেচনায় অল্প হয় অতএব তোমার রথাদি বাহন এবং নৃত্য গীত যত আছে সে তোমারি নিকট থাকুক।২৬। ধনের দ্বারা মনুষ্যের যথার্থ তৃপ্তি হইতে পারে না অর্থাৎ ধনের উপার্জ্জনে এবং রক্ষণে দুয়েতেই কষ্ট আছে আর যদিও ধনের ইচ্ছা হয় তবে তাহা পাইব যেহেতু তোমাকে দেখিলাম আর যদি অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করি তবে তুমি যাবৎ যমরূপে শাসনকর্ত্তা থাকিবে তাবৎ বাঁচিব অতএব আত্মবিষয় যে বর তাহাই আমি বাঞ্ছা করি।২৭। জরামরণশূন্য যে দেবতাসকল তাঁহাদের নিকট আসিয়া উত্তম ফল ঐ সকল দেবতা হইতে পাওয়া যায় এমত জানিয়া জরামরণবিশিষ্ট পৃথিবীস্থিত যে মনুষ্য সে কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক আর গীত রতি প্রমোদ এ তিনের কারণ যে অপ্সরা সকল হইয়াছেন তাহাকে অত্যন্ত অস্থির জানিয়া কোন্ বিবেকী দীর্ঘ পরমায়ুতে আসক্ত হইবেক।২৮। হে যম মরণের পর আত্মা থাকেন কি না থাকেন এই সন্দেহ লোকে করেন অতএব আত্মার নির্ণয়জ্ঞান মহৎ উপকারে আইসে তাহা তুমি কহ এই দুর্জ্ঞেয় বর ব্যতিরেকে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থন করে না।২৯। ইতি প্রথমবল্লী।*। এইরূপে শিষ্যের পরীক্ষা লইয়া এবং শিষ্যকে জ্ঞানের যোগ্য দেখিয়া যম কহিতেছেন অন্যৎ শ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়ঃ তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।।১।। শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক্ হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়সাধন যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সেও পৃথক হয় সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম এহারা পৃথক্২ ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপনঃ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। এ দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানানুষ্ঠানকে স্বীকার করে তাহার কল্যাণ হয় আর যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।১। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে।।২।। জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিয়

হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখনিমিত্তে প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করেন।২। স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ।।৩।।হে নচিকেতা তুমি পুনঃ২ আমার লোভ দেখাইবার দ্বারা লুব্ধ না হইয়া পুত্রাদিকে এবং অপ্সরাদিকে অনিত্য জানিয়া এ সকলের প্রার্থনা ত্যাগ করিলে তোমার কি উত্তম বুদ্ধি যেহেতু ধনময় কর্ম্মপথেতে লুব্ধ হইলে না যে কর্ম্মপথেতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয়।৩। জ্ঞানের অবলম্বন করিয়া ভালো হয় কর্ম্মের অবলম্বন করিলে ভালো হয় না ইহাতে কারণ কহিতেছেন। দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত।।৪।। জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়েন এবং পৃথক্২ ফলকে দেন এইরূপে বিদ্যাকে আর অবিদ্যাকে অর্থাৎ জ্ঞান আর কর্ম্মকে পণ্ডিতসকলে জানিয়াছেন তুমি যে নচিকেতা তোমাকে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী জানিলাম যেহেতু অপ্সরাদি নানাপ্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞানপথ হইতে নিবর্ত্ত করিতে পারিলেক না।৪। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।৫।। কর্ম্মান্ধকারের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি স্থিতি করিয়া আমরা বুদ্ধিমান্ হই শাস্ত্রেতে নিপুণ হই এরূপ অভিমান করে সেই সকল ব্যক্তি নানাপ্রকার পথেতে পুনঃ২ ভ্রমণ করিয়া নানাজাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয় যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধসকল দুর্গম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার দুঃখকে প্রায়।৫। ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে।।৬।। অবিবেকী প্রমাদবিশিষ্ট আর বিত্তনিমিত্ত অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে লোক তাহারা পরলোকসাধনের উপায়কে দেখিতে পায় না এই লোক যাহা দেখিতে পায় সেই সত্য আর ইহা ভিন্ন পরলোক নাই এই প্রকার জ্ঞান করে সে সকল লোক আমি যে মৃত্যু আমার বশে অর্থাৎ আমার শাসনে পুনঃ২ আইসে।৬। শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।৭।। সেই যে পরমাত্মা তাঁহার প্রসঙ্গকেও অনেকে শুনিতে পায় না আর অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে বোধগম্য করিতে পারে না আর আত্মজ্ঞানের বক্তা দুর্লভ হয়েন আর আত্মজ্ঞানকে শুনিয়াও অনেকের মধ্যে কোনো নিপুণ ব্যক্তি ইহাকে প্রাপ্ত হয়েন যেহেতু উত্তম আচার্য্য হইতে শিক্ষা পাইলেও এ ধর্ম্মের জ্ঞাতা অতি দুর্লভ হয়।৭। ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ।।৮।। অল্পবুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করেন তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না যেহেতু নানাপ্রকার চিন্তা আত্মবিষয়ে বাদীরা উপস্থিত করিয়াছে কিন্তু যদি ব্রহ্মজ্ঞানী সেই আত্মার উপদেশ করেন তবে নানাপ্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় এমং জ্ঞানীর উপদেশ না হইলে আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম থাকেন অর্থাৎ অপ্রাপ্ত হয়েন যেহেতু তেঁহ কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন।৮। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। যাস্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা।।৯।। এই বেদগম্য যে আত্মজ্ঞান সে কেবল তর্কে পাওয়া যায় না কিন্তু কুতার্কিক ভিন্ন বেদান্তজ্ঞানী আচার্য্যের উপদেশ হইলে যে আত্মজ্ঞানকে তুমি পাইলে সেই আত্মজ্ঞানের তখন সুন্দররূপে প্রাপ্তি হয় হে প্রিয়তম নচিকেতা যেহেতু তুমি সত্যসঙ্কল্প হও অতএব তোমার ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা শিষ্য আমাদের হউক এই প্রার্থনা করি। ৯। জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং ।।১০।। প্রার্থনীয় যে কর্ম্মফল সে অনিত্য আমি তাহা জানি যেহেতু অনিত্য বস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা

হইতে নিত্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু অনিত্য বস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে অনিত্য বস্তু যে স্বর্গাদি ইহা প্রাপ্ত হয এমৎ জানিয়াও আমি অনিত্য বস্তু দ্বারা স্বর্গফলসাধন যে অগ্নি তাহার উপাসনা করিয়া বহুকালস্থায়ী যে স্বর্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি । ১০ । কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারং। স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্টা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ।।১১।। হিরণ্যগর্ভোপাসনার ফল যে হিরণ্যগর্ভের পদ তাহা প্রার্থনীয় বস্তুসকলেতে পরিপূর্ণ হয় আর সকল জগতের আশ্রয় সে পদ হয় আর ভূরিকালস্থায়ী ও সকল অভয়স্থান হইতে উত্তম এবং প্রশংসনীয় ও যাবদৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট সেই পদ হয় ও সে পদ হইতে শীঘ্র চ্যুতি হয না এমন স্থানকে হস্তগত দেখিয়াও ধৈর্য্য দ্বাবা আত্মজ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া হে নচিকেতা পণ্ডিত যে তুমি সেই হিরণ্যগর্ভ মহৎ পদকে ত্যাগ করিয়াছ। ১১ । তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।। ১২ ।। যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ অতিদুঃখে তাঁহাব বোধ হয আর মায়িক যে সংসার তাহাতে আচ্ছন্নভাবে ব্যাপ্ত আছেন আর কেবল বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় আব দুষ্প্রাপ্য স্থানেতে তিনি স্থায়ী অর্থাৎ অতিদুর্জ্ঞেয় এবং অনাদি হয়েন আর অধ্যাত্ম যোগের দ্বাবা তাহাকে জানিয়া পণ্ডিতসকল হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। বিষয হইতে চিত্তকে আকর্ষণ কবিয়া আত্মাতে অর্পণ কবাকে অধ্যাত্ম যোগ কহি। ১২ । এতৎ শ্রুত্বা সংপরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে।।১৩।। যে মনুষ্য এইরূপ উত্তম ধর্ম্ম আত্মজ্ঞানকে আচার্য্য হইতে শুনিয়া সুন্দররূপে গ্রহণ করিয়া শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ ভাবিযা সূক্ষ্মরূপ যে আত্মা তাঁহাকে জানে সে আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তির দ্বাবা সর্ব্বসুখবিশিষ্ট হয হে নচিকেতা সেই ব্রহ্ম যেমন অবারিতদ্বার গৃহের ন্যায় তোমার প্রতি হইয়াছেন আমার এইরূপ বোধ হয়। ১৩ । যমেব এই বাক্য শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ।। ১৪ ।। শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম এবং ফল ও অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতা এ সকল হইতে যে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন আর অধর্ম্ম হইতেও তিনি ভিন্ন হযেন আব যিনি কার্য্য এবং প্রকৃত্যাদি যে কারণ তাহা হইতে এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন হযেন এইরূপ যে ব্রহ্ম তাহাকে তুমি জান অতএব আমাকে কহ। ১৪ । এখন যম নচিকেতাকে কহিতেছেন। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।। ১৫ ।। সকল বেদ যে এক বস্তুকে প্রতিপন্ন করিতে-ছেন আর সকল তপস্যা কবিবাব প্রয়োজন যাঁহার প্রাপ্তি হইয়াছে আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোকসকল ব্রহ্মচর্য্য করেন সেই বস্তুকে আমি সংক্ষেপে তোমাকে কহিতেছি ওঙ্কার শব্দে তাঁহাকে কহা যায় অথবা তেঁহ ওঁকারস্বরূপ হয়েন। ১৫ । এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং। এতদ্ধ্যেবাক্ষবং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ।।১৬।। এই ওঁকার অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে কহেন এবং হিরণ্যগর্ভস্বরূপ হয়েন আর এই ওঙ্কার পরব্রহ্মকে কহেন এবং পরব্রহ্মস্বরূপও হয়েন অতএব এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে সে তাহা পায অর্থাৎ অপর ব্রহ্মবুদ্ধিতে ওঙ্কারের উপাসনা করিলে হিরণ্যগর্ভকে পায় আর পবব্রহ্মরূপে উপাসনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ১৬। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।।১৭।। ব্রহ্মপ্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন অতি উত্তম আর এই প্রণব অপরব্রহ্মের অবলম্বন এবং পরব্রহ্মেরও অবলম্বন হয়েন অতএব এই প্রণবস্বরূপ অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্মস্বরূপ হয় কিম্বা ব্রহ্মলোকে স্থিতি করে অর্থাৎ পরব্রহ্মের অবলম্বন করিলে ব্রহ্মস্বরূপ হয় আর অপরব্রহ্মের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মলোকে প্রাপ্ত হয়। ১৭ । প্রণবের বাচ্য

আত্মা হয়েন অর্থাৎ প্রণব শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায় এমৎ জানিয়া প্রণবের উপাসনা করা এবং আত্মাকে প্রণবস্বরূপ জানিয়া প্রণবের উপাসনা করা দুর্ব্বলাধিকারীর প্রতি কহিলেন এক্ষণে আত্মার স্বরূপ কহিতেছেন। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। ১৮ ।। আত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই তেঁহ নিত্য জ্ঞানস্বরূপ হয়েন কোনো কারণের দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং আপনিও আপনার কারণ নহেন অতএব এই জন্মশূন্য যে আত্মা তেঁহ নিত্য হয়েন এহার হ্রাস নাই সর্ব্বদা এক অবস্থাতে থাকেন এই হেতু খড়্গাদির দ্বারা শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আত্মাতে আঘাত হয় না যেমন শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আকাশেতে আঘাত না হয়। ।১৮। হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ।।১৯।। যে ব্যক্তি শরীরমাত্রকে আত্মা জানিয়া আত্মাকে বধ করিব এমৎ জ্ঞান করে আর যে ব্যক্তি এমৎ জ্ঞান করে যে আমি পর হইতে হত হইব সে উভয় ব্যক্তি আত্মাকে জানে না যেহেতু আত্মা কাহাকে নষ্ট করেন না এবং কাহা হইতেও নষ্ট হয়েন না। ১৯ । অণোরণীয়াণ্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।। ২০ ।। এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম আর স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম যাবৎ বস্তু আত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে এই আত্মা ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবৎ প্রাণীর হৃদয়েতে সাক্ষিরূপে আছেন এই আত্মার মহিমাকে নিষ্কাম ব্যক্তি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা দ্বারা জানিয়া শোকাদি হইতে মুক্ত হয়েন। ২০ । আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ।।২১।। এই আত্মা অচল হইয়াও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দূরগতি দ্বারা যেন দূরে গমন করেন এমৎ অনুভব হয় আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে সাধারণ জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন আমার ন্যায় জ্ঞানী ব্যতিরেক কোন্ ব্যক্তি সেই সুষুপ্ত কালে হর্ষযুক্ত আর জাগরণকালে হর্ষরহিত আত্মাকে জানিতে পাবে অর্থাৎ উপাধির দ্বারা যাবৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মাকে অজ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপে জানিতে পাবে। ২১ । অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্বরস্থিতম্। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।। ২২ ।। আকাশের ন্যায় শরীররহিত যে আত্মা তেঁহ যাবৎ নশ্বর শরীরেতে থাকিয়াও স্বয়ং অবিনাশী হয়েন আর তেঁহ মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন এইরূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি শোক প্রাপ্ত হয়েন না। ২২। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।। ২৩ ।। এই আত্মা অনেক বেদের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না আর পঠিত গ্রন্থের অভ্যাস করিলেও জ্ঞেয় হয়েন না আর কেবল বেদার্থশ্রবণেতেও আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে চাহে সেই তাহাকে পায় কিরূপে পায় তাহা কহিতেছেন যে সেই আত্মা আপনার যথার্থ জ্ঞানকে সেই সাধকের প্রতি প্রকাশ করেন। ২৩ । নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।। ২৪ ।। দুষ্কর্ম্মেতে যে ব্যক্তি রত হয় আত্মাকে সে পায় না আর যে ইন্দ্রিয়ের বশে থাকে তাহারো আত্মা প্রাপ্য হয়েন না আর যাহার চিত্ত সর্ব্বদা অস্থির হয় তাহারো লভ্য আত্মা হয়েন না আর শান্তচিত্ত অথচ ফলার্থী এমৎ ব্যক্তিও আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন না কেবল আচার্য্য হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। ২৪ । যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ।। ২৫ ।। হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি এই দুই যে পরমাত্মার অন্ন হয়েন আর মৃত্যু যাঁহার অন্নের ঘৃত হয়েন অর্থাৎ এ সকলকে যে আত্মা সংহার করেন সেই আত্মাকে কোন্ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞানীর ন্যায় জানিতে পারে অর্থাৎ যে রূপে জ্ঞানীতে আত্মা প্রকাশিত হয়েন সে রূপে অজ্ঞানীতে আত্মা প্রকাশ হয়েন না। ২৫ । ইতি দ্বিতীয়বল্লী। ।এখন অধ্যাত্মবিদ্যার অনায়াসে বোধগম্য হয় এ নিমিত্ত দেহকে রথরূপে কল্পনা করিয়া

প্রাপ্য আর প্রাপ্তার ভেদানুসারে দুই আত্মার উপন্যাস করিয়া কহিতেছেন। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।। ১ ।। এই শরীরেতে উপাধি অবস্থাতে বিম্ব প্রতিবিম্বের ন্যায় দুই আত্মাকে স্বীকার করিয়া কহিতেছেন। আপনার কৃত যে কর্ম্ম তাহার ফলকে দুই আত্মা ভোগ করেন অর্থাৎ বিম্বস্বরূপ যে পরমাত্মা তেঁহ ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন আর প্রতিবিম্বস্বরূপ যে জীবাত্মা তেঁহ সাক্ষাৎ ভোগ করেন আর ঐ দুই আত্মা এই শরীরের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন তাহাদের মধ্যে জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায় আর আত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানীরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রী গৃহস্থেরা ও ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন অর্থাৎ উপাধি অবস্থাতে জীবাত্মার ও আত্মার অত্যন্ত প্রভেদ করিয়াছেন। ১ । যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি।। ২ ।। যে অগ্নি যজমানদের সেতুর ন্যায় সহায় হয়েন সেই অগ্নিকে জানিতে এবং স্থাপন করিতে পারি আর ভয়শূন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন যাঁহারা তাঁহাদের পরমাশ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারি অর্থাৎ কর্ম্মী ব্যক্তির জ্ঞেয় যজ্ঞাদির দ্বারা হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন আর জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞেয় পরব্রহ্ম হয়েন। ২ । আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।। ৩ ।। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।।৪।। সংসারী যে জীব তাঁহাকে রথী করিয়া জান আর শরীরকে রথ আর বুদ্ধিকে সারথি করিয়া আর মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্ব চালাইবার নিমিত্তে সারথির হস্তের রজ্জু করিয়া জান আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ বিষয়কে ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের পথ করিয়া জান শরীর ইন্দ্রিয় মন এই সকল বিশিষ্ট যে জীব তাঁহাকে বিবেকী ব্যক্তিরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন। ৩ । ৪ । যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।। ৫ ।। যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রবৃত্তিনিবৃত্তিতে অপটু হয় আর মনরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে না পারে তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসকল বশে থাকে না যেমন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্বসকল দুষ্টতা করে। ৫ । যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।। ৬ ।। যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রবৃত্তিনিবৃত্তিতে পটু হয় আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে পারে তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসকল বশে থাকে যেমন ইতর সারথির শিক্ষিত অশ্বসকল বশে থাকে। ৬। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ। ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি।। ৭ ।। বুদ্ধিরূপ সারথি অপটু হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে না থাকে অতএব সে সর্ব্বদা দুষ্কর্ম্মান্বিত হয় এমন সারথির দ্বারা জীবরূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন না আর সংসাররূপ যে কষ্ট তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭ । যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ। স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে।। ৮ ।। যে বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে অতএব সে সর্ব্বদা সৎকর্ম্মান্বিত হয় এমৎরূপ সারথির দ্বারা জীবরূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন যে পদ পাইলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। ৮। বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।। ৯ ।। যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবীণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে সে পুরুষ সংসাররূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের পদ তাহাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মত্বকে পায়। ৯ । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।। ১০ ।। মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।। ১১ ।। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রূপ প্রভৃতি যে বিষয় সে সূক্ষ্ম হয় আর সেই সকল বিষয় হইতে মন সূক্ষ্ম হয় মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইতে ব্যাপক যে সৃষ্টির প্রথম প্রকাশস্বরূপ মহত্তত্ত্ব সে সূক্ষ্ম হয় সেই মহত্তত্ত্ব হইতে সৃষ্টির আদি বীজ যে স্বভাব সে সূক্ষ্ম

হয় সে স্বভাব হইতে সর্ব্বব্যাপী সদ্রূপ যে পরমাত্মা তেঁহ সূক্ষ্ম হয়েন সেই পরমাত্মা হইতে আর কেহ সূক্ষ্ম নাই আর তেঁহই প্রাপ্তব্য হইয়াছেন। ১০ । ১১ । এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।। ১২ ।। এই আত্মা আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অবিদ্যা মায়াদ্বারা অজ্ঞানীর প্রতি আচ্ছন্ন হইয়া আছেন অতএব আত্মারূপে অজ্ঞানীতে প্রকাশ পাযেন না কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি যে পণ্ডিতসকল তাঁহারা সূক্ষ্ম এবং একাগ্র যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা সেই আত্মাকে দেখেন অর্থাৎ অজ্ঞানী কেবল ঘটপটাদি এবং আপনার শরীরকে দেখে অন্তররূপে ঘটাদিতে ব্যাপিয়া রহিযাছেন যে আত্মা তাহাকে দেখিতে পায় না।১২। যচ্ছেদ্‌বাঙ্‌মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেদ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞান-মাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।। ১৩ ।। যে বিবেকী ইন্দ্রিযসকলকে মনেতে লয় করে মনকে বুদ্ধিতে বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্বে মহত্তত্ত্বকে শান্তস্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করে সে পরম শান্তিকে পায়। ১৩ । উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।। ১৪ ।। হে মনুষ্যসকল অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে উঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসাধনে প্রবর্ত্ত হও আর অজ্ঞানরূপ নিদ্রাকে ক্ষয় কর আর উত্তম আচার্য্যকে পাইয়া আত্মাকে জান তীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া জ্ঞানমার্গকে পণ্ডিত-সকল কহিয়াছেন। ১৪। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।। ১৫ ।। ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম হয়েন ইহাতে কারণ দিতেছেন। ব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ নাই অতএব তাঁহাকে শুনিতে স্পর্শ করিতে দেখিতে আস্বাদন করিতে আঘ্রাণ করিতে কেহ পারে না। এই সকল গুণ যদি তাঁহার না রহিল তবে তেঁহ সুতরাং হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য এবং নিত্য হযেন আর তেঁহ আদি আর অন্তশূন্য হয়েন এবং অতি সূক্ষ্ম যে মহত্তত্ত্ব তাহা হইতেও ভিন্ন হযেন এবং সর্ব্বথা নিরপেক্ষ নিত্য হয়েন এইরূপ আত্মাকে জানিলে লোক মৃত্যুহস্ত হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। ১৫ । নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং। উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।। ১৬ ।। যম হইতে কথিত এবং নচিকেতার প্রাপ্ত এই সনাতন উপাখ্যানকে যে জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি পাঠ এবং শ্রবণ করেন তেঁহো ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া পূজ্য হয়েন। ১৬ । য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্‌ব্রহ্মসংসদি। প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতে।। ১৭ ।। যে ব্যক্তি শুচি হইযা ব্রহ্মসভাতে এ আখ্যানকে শুনায় অথবা শ্রাদ্ধকালে পাঠ করে তাহার অনন্ত ফল হয। ইতি তৃতীয় বল্লী প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।।০।। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্‌। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্ব-মিচ্ছন্‌।। ১ ।। স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তেঁহ ইন্দ্রিয়সকলকে রূপ রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্ত সৃষ্টি করিযাছেন এই হেতু লোকসকল ইন্দ্রিযের দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায়েন না কোনো বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন। ১ । পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।। ২ ।। স্বভাবত ইন্দ্রিয়সকলের বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি হয় এই হেতু অজ্ঞানী সকল প্রার্থনীয় বাহ্য বিষয়কে কামনা করে অতএব তাঁহারা সর্ব্বব্যাপী যে মৃত্যু তাহার বশে যান এই হেতু পণ্ডিতসকল যাবৎ অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করেন আর অন্য বস্তুর প্রার্থনা করেন না। ২ । যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্‌ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্‌। এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে।। এতদ্বৈ তৎ।। ৩ ।। যে আত্মার অধিষ্ঠানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুনজন্য সুখকে জড়স্বরূপ যে এই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহ সে অনুভব করে যেহেতু পঞ্চভূত দেহ ইন্দ্রিয় এ সমুদায় জড় অতএব চৈতন্যের অধিষ্ঠানেতেই এ জড়সকল বিষয়ের উপলব্ধি করে যেমন অগ্নিতে দগ্ধ যে লৌহ সে অগ্নির অধিষ্ঠানেতে দাহ করে আত্মা না

জানেন এমৎ বস্তু নাই। যাহার অধিষ্ঠানেতে এ সকল জানা যায় আর যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন তেঁহো এই প্রকার হয়েন। ৩ । স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।। ৪ ।। স্বপ্নাবস্থা আর জাগ্রদবস্থা এই দুই অবস্থাতে যাহার অধিষ্ঠানে লোক বিষয়ের উপলব্ধি করে সেই শ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন না। ৪ । য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।। এতদ্বৈ তৎ।। ৫ ।। যে ব্যক্তি এইরূপ করিয়া কর্ম্মের ফলভোক্তা জীবাত্মাকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নিয়মকর্ত্তা যে পরমাত্মা তৎস্বরূপ করিয়া অতি নিকটস্থ জানে সে ব্যক্তি পুনবায় আত্মাকে গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়। যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন। ৫ । যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত।। এতদ্বৈ তৎ ।।৬।। ব্রহ্ম হইতে জলাদির পূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছেন যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকে সকল ভূতের সহিত সকল প্রাণীর হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এমৎ যে জানে সে হিরণ্যগর্ভের কারণ যে ব্রহ্ম তাহাকে জানে। ৬ । যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত।। এতদ্বৈ তৎ।। ৭ ।। সকল ভূতের সহিত হিরণ্যগর্ভরূপে যে দেবতাময়ী অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়া আছেন তাহাকে সকল প্রাণীর হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট করিয়া যে জানে সে অদিতির কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানে যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এইপ্রকার হয়েন। ৭ । অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।। এতদ্বৈ তৎ।। ৮ ।। যে অগ্নি যজ্ঞেতে ঊর্দ্ধ এবং অধ অরণিতে অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠেতে স্থিত হয়েন এবং ঘৃত ইত্যাদি সকল যজ্ঞদ্রব্যকে যিনি আহার করেন আর যেমন গর্ভিণীসকল যত্নপূর্ব্বক গর্ভকে ধারণ করেন সেইরূপ প্রমাদশূন্য যোগীরা এবং কর্ম্মীরা যাঁহাকে ঘৃতাদি দানের দ্বারা এবং ভাবনার দ্বারা কর্ম্মাঙ্গে এবং হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন আর যে অগ্নির স্তুতি ঐ কর্ম্মীরা আর যোগীরা সর্ব্বদা করিতেছেন সেই অগ্নি ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন। ৮। যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।। এতদ্বৈ তৎ।। ৯ ।। যে প্রাণ হইতে সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হয়েন আর যাহাতে অস্ত হয়েন সেই প্রাণস্বরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বসংসার স্থিতি করেন তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্‌রূপে কেহ প্রকাশ পায় না যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন অর্থাৎ আত্মা অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বস্বরূপ হয়েন। ৯ । যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।। ১০ ।। যেঁহ এই শরীরব্যাপী আত্মা তেঁহই বিশ্বব্যাপী আত্মা হয়েন আর যেঁহ বিশ্বব্যাপী আত্মা তেঁহই শরীরব্যাপী আত্মা হয়েন অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়। ১০ । মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।। ১১ ।। বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মা এক হয়েন ইহাই জানা উচিত এইরূপ অদ্বিতীয় জ্ঞান উপস্থিত হইলে ভেদজ্ঞান আর থাকে না কিন্তু অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায় । ১১ । অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।। এতদ্বৈ তৎ।। ১২ ।। হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপী যে শরীরস্থ আত্মা তাঁহাকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা করিয়া জানিলে পর পুনরায় আত্মাকে গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়। ১২ । অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।। এতদ্বৈ তৎ।। ১৩ ।। হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল জ্যোতির ন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা যে আত্মা তেঁহই সকল প্রাণীতে এখনো

বর্ত্তমান আছেন। এবং পরেও সকল প্রাণীতে বর্ত্তমান থাকিবেন যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন। ১৩ । যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্ তানেবানুবিধাবতি।। ১৪ ।। যেমন উচ্চ স্থানেতে জল পতিত হইয়া নানা নিম্ন স্থানে গমন করিয়া নষ্ট হয়েন সেইরূপ প্রতি শরীরেতে আত্মাকে পৃথক্২ দেখিয়া শরীর-ভেদকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ১৪ । যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনেৰ্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।। ১৫ ।। যেমন সমান ভূমিতে জল পতিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল থাকে সেইরূপ আত্মাকে এক করিয়া যে জ্ঞানী মনন করে হে নচিকেতা সে ব্যক্তির বিশ্বাসে আত্মা এক হয়েন। ১৫ । ইতি চতুর্থী বল্লী। * । পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।। এতদ্বৈ তৎ।। ১ ।। জন্মাদিরহিত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার বাসস্থান এই একাদশ দ্বারবিশিষ্ট শরীর হয় সেই আত্মাকে যে ব্যক্তি ধ্যান করে সে শোক পায় না এবং অবিদ্যাপাশ হইতে মুক্ত হয় আর পুনরায় শরীর গ্রহণ তাহার হয় না। প্রসিদ্ধ নব দ্বার আর ব্রহ্মরন্ধ্র ও নাভি এ দুই লইয়া একাদশ দ্বার হয়। ১ । হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।। ২ ।। আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন এবং সূর্য্যরূপে আকাশে গমন করেন আর সকল ভূতকে আপনাতে বাস করান এবং বায়ুরূপে আকাশে গমন করেন আর অগ্নির স্বরূপ হয়েন এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া পৃথিবীতে গমন করেন আর সোমলতার রস হইয়া যজ্ঞকলশে গমন করেন আর মনুষ্যেতে ও দেবতাতে গমন করেন আর যজ্ঞেতে গমন করেন আর আকাশের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে আকাশে গমন করেন আর জলজন্তুরূপে জলেতে উৎপন্ন হয়েন আর ধান্য যবাদিরূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন যজ্ঞের অঙ্গরূপে উৎপন্ন হয়েন আর নদ্যাদিরূপে পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন যদ্যপিও তেঁহ সর্ব্বস্বরূপ হয়েন তথাপি তাঁহার বিকার নাই আর সকলের কারণ সেই আত্মা এই হেতু তেঁহ মহান্ হয়েন। ২ । ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়তি অপানং প্রত্যগস্যতি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।। ৩ ।। যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা প্রাণবায়ুকে হৃদয় হইতে উপরে চালন করেন এবং অপান বায়ুকে অধোতে ক্ষেপণ করেন সেই হৃদয়াকাশস্থিত সকলের ভজনীয় আত্মাকে চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয় আপন২ বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করেন অর্থাৎ এক চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানেতে জড়রূপ ইন্দ্রিয়সকল আপন২ বিষয়ের জ্ঞান করেন। ৩ । অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে।। এতদ্বৈ তৎ।। ৪ ।। এই শরীরস্থ চৈতন্যস্বরূপ শরীরের কর্ত্তা যে আত্মা তেঁহ যখন এ শরীরকে ত্যাগ করেন তখন এ শরীরেতে এবং ইন্দ্রিয়েতে কোন শক্তি থাকে না অর্থাৎ আত্মার ত্যাগ মাত্র শরীর এবং ইন্দ্রিয়সকল স্বভাবত যেমন পূর্ব্বে জড় ছিলেন সেইরূপ হইয়া যান। ৪ । ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ।। ৫ ।। প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু এবং ইন্দ্রিয়সকল ত্রয়োদশেব অধিষ্ঠানে দেহীরা বাঁচিয়া থাকেন এমৎ নহে কিন্তু প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই দেহীরা বাঁচিয়া থাকেন এবং প্রাণ আর অপান বায়ু ইন্দ্রিয়সহিত তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রাণ অপান এবং ইন্দ্রিয়সকল মিশ্রিত হইয়া শরীর কহায় অতএব শরীরের অধিষ্ঠাতা এ সকল ভিন্ন অন্য কেহ চৈতন্যস্বরূপ হয়েন। ৫। হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনং। যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম।। ৬ ।। হে গৌতম এখন তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি যে ব্রহ্মতত্ত্বকে না জানিলে জীব সংসারেতে বদ্ধ হয়। ৬ । যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং।। ৭ ।। শরীর গ্রহণের নিমিত্তে কোন২ মূঢ় আপনার কর্ম্মানুসারে এবং উপাসনানুসারে মাতৃগর্ভেতে প্রবেশ করেন কেহ অতি মূঢ় স্থাবরাদি জন্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭ । য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং

তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।। এতদ্বৈ তৎ ।।৮।। ইন্দ্রিয়সকল নিদ্রিত হইলে যে আত্মা নানাপ্রকার বস্তুকে স্বপ্নে কল্পনা করেন তেঁহই নির্ম্মল অবিনাশী ব্রহ্ম হয়েন পৃথিব্যাদি যাবৎ লোক সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্‌রূপে কেহ প্রকাশ পায়েন না। ৮। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।। ৯ ।। এক অগ্নি যেমন এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠাদি বস্তুর যে পৃথক২ রূপ সেই২ রূপে দৃষ্ট হয়েন অর্থাৎ বক্র কাষ্ঠে বক্রের ন্যায় আর চতুষ্কোণ কাষ্ঠে চতুষ্কোণের ন্যায় ইত্যাদিরূপে অগ্নি দৃষ্ট হয়েন সেইরূপ এক আত্মা সকল দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহেতেই প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়েন এমৎ নহে বরঞ্চ বাহ্যেতেও আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া থাকেন। ৯ । বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।। ১০ ।। এক বায়ু যেমন এই দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথক্‌২ স্থানের দ্বারা পৃথক্‌২ নামে প্রকাশ পায়েন সেইরূপ একই আত্মা সকল দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহেতেই প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়েন এমৎ নহে বরঞ্চ বাহ্যেতেও আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া থাকেন। ১০ । সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ।।১১।। সূর্য্য যেমন জগতের চক্ষু হইয়া অপরিষ্কৃত বস্তুসকলকে লোককে দেখাইয়া ও আপনি অপরিষ্কৃত বস্তুর সংসর্গ দ্বারা অন্তর্দ্দোষ অথবা বহির্দ্দোষ কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না সেইরূপ এক আত্মা সকল দেহেতে প্রবেশ করিয়া লোকের দুঃখেতে লিপ্ত হয়েন না যেহেতু কাহারো সহিত তেঁহ মিশ্রিত নহেন অর্থাৎ যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে রজ্জু কোনো দোষ প্রাপ্ত হয় না সেইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা জীবেতে যে সুখদুঃখের অনুভব হইতেছে তাহাতে বস্তুত আত্মা সুখী এবং দুঃখী নহেন। ১১ । একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং।। ১২ ।। সেই এক পরমেশ্বর সকল ভূতের অন্তর্বর্ত্তী হয়েন অতএব যাবৎ সংসার তাঁহার বশেতে আছে আর আপনার এক সত্তাকে নানাপ্রকার স্থাবর জঙ্গমাদিরূপে অবিদ্যা মায়ার দ্বারা তেঁহ দেখাইতেছেন সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতাস্বরূপ আত্মাকে যে ধীরসকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন কেবল তাঁহাদের নির্ব্বাণ স্বরূপ নিত্য সুখ হয় আর ইতর অর্থাৎ বহির্দ্রষ্টা তাহাদের সে সুখ হয় না। ১২। নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।।১৩।। সেই পরমেশ্বর যাবৎ অনিত্য নামরূপাদি বস্তুর মধ্যে নিত্য হয়েন আর যাবৎ চৈতন্যবিশিষ্টের চেতনার কারণ তেঁহ হয়েন তেঁহ একাকী অথচ সকল প্রাণীর কামনাকে দেন সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতাস্বরূপ আত্মাকে যে ধীরসকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন তাঁহাদেরই নির্ব্বাণস্বরূপ নিত্য সুখ হয় ইতর অর্থাৎ বহির্দ্রষ্টা তাহাদের সে সুখ হয় না।১৩। তদেতদিতি মন্যন্তেহনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং। কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা।।১৪।। যদি এমৎ কহ অনির্দ্দেশ্য পরমৎপর যে ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানি-সকলে অনুভব করেন কিরূপে আমি সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানীদের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিব। সে ব্রহ্মসত্তা আমাদের বুদ্ধিতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছেন কিন্তু তেঁহ বহির্বিন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন কি না।১৪। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।।১৫।। এখন ঐ প্রশ্নের উত্তর কহিতেছেন। জগতের প্রকাশক যে সূর্য্য তেঁহ ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন না এবং চন্দ্র তারা আর এ সকল বিদ্যুৎ ইহারাও ব্রহ্মের প্রকাশক নহেন সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর যে অগ্নি তেঁহ কিরূপে ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন সূর্য্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি যাবৎ প্রকাশক বস্তু সেই

পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়েন এবং তাঁহার প্রকাশের দ্বারা এ সকলের প্রকাশ হয় যেমন অগ্নির প্রকাশের দ্বারা অগ্নিসংযুক্ত কাষ্ঠ প্রকাশিত হয়। ১৫। ইতি পঞ্চমী বল্লী।।*।। ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।। এতদ্বৈ তৎ।। ১।। এই ষষ্ঠ বল্লীতে সংসারকে বৃক্ষের সহিত উপমা আর ব্রহ্মকে ওই বৃক্ষের মূলের সহিত উপমা দিতেছেন কারণ এই যে বৃক্ষ দেখিয়া তাহার মূল যদ্যপিও অদৃষ্ট হয় তথাপি লোকে সেই মূলকে অনুভব করে এখানে কার্য্যরূপ সংসারবৃক্ষকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহার নিশ্চয় হইতেছে। এই যে অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল অথচ অনাদি সংসারবৃক্ষ ইহার মূল ঊর্দ্ধে অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম হয়েন আর যাবৎ স্থাবর জঙ্গম এই বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা হইয়াছেন সেই সংসারবৃক্ষের যে মূলস্বরূপ পরমাত্মা তেঁহো শুদ্ধ এবং ব্যাপক হয়েন তাঁহাকে কেবল অবিনাশী করিয়া কহা যায় যাবৎ সংসার সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্-রূপে কেহো প্রকাশ পায় না। ১। মূলস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন না হইয়া আপনিই জন্মে এমত সন্দেহ বারণ করিবার নিমিত্ত পরের মন্ত্র কহিতেছেন। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।। ২ ।। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদিবিশিষ্ট যে এই জগৎ ব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের দ্বারা আপন২ নিয়মমতে চলিতেছেন অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র এবং স্থাবর জঙ্গমাদি যাবৎ বস্তু পৃথক্২ নিয়মে গমন করেন অতএব ইহার নিয়মকর্ত্তা কেহো অন্য আছেন সেই নিয়মকর্ত্তা তেঁহো শ্রেষ্ঠ এবং বজ্র হস্তে থাকিলে যেমন ভয়ানক হয় সেইরূপ তেঁহো সকলের ভয়ের কারণ হয়েন অতএব কেহ তিলার্দ্ধ নিয়মের অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহারা এইরূপে ব্রহ্মকে জগতের অধিষ্ঠাতা করিয়া জানেন তাঁহারা মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়েন। ২। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।। ৩।। সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে অগ্নি যথানিয়ম প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহারি ভয়েতে সূর্য্য যথানিয়ম প্রকাশ পাইতেছেন আর সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে ইন্দ্র এবং বায়ু আর পঞ্চম যে যম তেঁহো যথানিয়ম আপন২ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেছেন যেমন প্রভুকে বজ্রহস্ত প্রত্যক্ষ দেখিলে ভৃত্যসকল নিয়মের অন্যথা করিতে পারে না। ৩। ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ। ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে।। ৪।। এই সংসারে শরীরের পতনের পূর্ব্বে যদি এই ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে পারে তবে সংসারবন্ধন হইতে জীব মুক্ত হয় আর যদি এরূপে আত্মাকে না জানে তবে সে এই লোকসকলেতে শরীরের গ্রহণ পুনঃ২ করে। ৪। যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।। ৫।। যেমন দর্পণেতে স্পষ্ট আপনার দর্শন হয় সেইরূপ এই লোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্বের দর্শন হয় আর যেমন স্বপ্নে আচ্ছন্নরূপে আপনাকে দেখে সেইরূপ পিতৃলোকে আচ্ছন্নরূপে আত্মতত্ত্বের দৃষ্টি হয় আর যেমন জলেতে আচ্ছন্নরূপে আপনাকে দেখে সেই মত গন্ধর্ব্বাদি লোকেতে আত্মতত্ত্বের অনুভব হয় আর যেমন ছায়া আর তেজের পৃথক্ হইয়া উপলব্ধি হয় সেইরূপ ব্রহ্মলোকে স্পষ্টরূপে আত্মজ্ঞান জন্মে কিন্তু সেই ব্রহ্মলোক দুর্লভ হয় অতএব আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত এই লোকেই যত্ন করিবেক। ৫। ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ। পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি।। ৬।। আকাশাদি কারণ হইতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাদিগ্যে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া এবং শয়ন আর জাগরণ এ দুই অবস্থা ইন্দ্রিয়ের হয় আত্মার কদাপি না হয় এরূপ জানিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন না যেহেতু আত্মা অন্তঃকরণে স্থিত হইয়াও ইন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিতে মিশ্রিত না হয়েন। ৬। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্ত-মুত্তমং।। ৭।। অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ..

গচ্ছতি।।৮।। ইন্দ্রিয়সকল হইতে তাহাদের রূপ রস ইত্যাদি বিষয়সকল শ্রেষ্ঠ হয় আর এই সকল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়েন যেহেতু মনের সংযোগ ব্যতিরেক ইন্দ্রিয়-সকলের বিষয়ের অনুভব হয় না। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়েন যেহেতু সঙ্কল্প করা মনের কর্ম্ম কিন্তু নিশ্চয় করা বুদ্ধির কর্ম্ম হয় আর বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব যাহা স্বভাব হইতে প্রথমত উৎপন্ন হয় সে শ্রেষ্ঠ ওই মহত্তত্ত্ব হইতে জগতের বীজস্বরূপ যে স্বভাব সে শ্রেষ্ঠ হয় সেই স্বভাব হইতে সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রিয়রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন যাঁহাকে মনুষ্য যথার্থরূপে জানিয়া জীবদ্দশাতে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষকে পায়।৭।।৮। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চ নৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।৯।। এই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেহ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। সেই প্রকাশস্বরূপ আত্মাকে শুদ্ধ বুদ্ধির মননের দ্বারা জানিতে পারে। যে সকল ব্যক্তি এই প্রকারে তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই মুক্ত হয়েন।৯। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিং।।১০।। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং। অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ।।১১।। মনের সহিত যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবর্ত্ত হইয়া আত্মাতে স্থির হইয়া থাকেন আর বুদ্ধিও কোনো বাহ্য ব্যাপারেতে আসক্ত না হয় সেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উত্তম অবস্থাকে যোগ করিয়া কহিয়া থাকেন সেই ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির নিগ্রহের পূর্ব্বে সাধনেতে অত্যন্ত যত্নবান্ হইবেক যেহেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয় আর যত্নহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায়।১০।১১। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ।।১২।। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।।১৩ ।। সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না তথাপি জগতের মূল অস্তিস্বরূপ তেঁহো হয়েন এইরূপ তাঁহাকে জানিবেক অতএব অস্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি দেখিতে না পায় তাহার জ্ঞানগোচর তেঁহো কিরূপে হইবেন এই হেতু অস্তিমাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক অথবা সর্ব্বপ্রকারে তেঁহো অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ এমৎ করিয়া জানিবেক এই দুইয়ের মধ্যে অস্তিমাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথমত জানিলে পশ্চাৎ যথার্থ অনির্ব্বচনীয় প্রকারে তাঁহাকে জানা যায়। অস্তিরূপে তেঁহো জগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ এই যে আদৌ ঘট দেখিলে ঘট আছে এমৎ জ্ঞান হয় তাহার পর ঘট ভাঙ্গা গেলে তাহার খণ্ড আছে এমৎ জ্ঞান জন্মে সেই ঘটখণ্ডকে চূর্ণ করিলে পুনরায় চূর্ণ আছে এই প্রতীতি হয় অতএব অস্তি অর্থাৎ আছে ইহার নিশ্চয় পরে পূর্ব্বে সর্ব্বদা সমান থাকে।১২।১৩। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।।১৪।। বুদ্ধিবৃত্তিতে যে সমুদায় কামনা থাকে তাহা যখন জ্ঞানীর বুদ্ধি হইতে দূর হয় তখন সেই ব্যক্তি মায়ারূপ মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া এই লোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়।১৪। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনং ।।১৫।। যখন পুরুষের এই লোকেই হৃদয়ের গ্রন্থিসকল অর্থাৎ এই শরীর আমি আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি অজ্ঞান নষ্ট হয় তখন তাহার কামনা-সকল দূর হইয়া জীবন্মুক্ত হয়েন। এই উপদেশকে সমুদায় বেদান্তের সিদ্ধান্ত জানিবে। ১৫। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ।।১৬।। উত্তম জ্ঞানী ইহলোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন পূর্ব্বে কহিয়া দুর্ব্বল জ্ঞানীর ফল পরের এই মন্ত্রে কহিতেছেন। এক শ ও এক নাড়ী হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয় তাহার মধ্যে সুষুম্না এক নাড়ী ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে মৃত্যুকালে সেই সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা জীব ঊর্দ্ধে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত কালান্তরে মুক্তিকে পায়েন কিন্তু সুষুম্না ব্যতিরেক অন্য নাড়ীর দ্বারা জীব নিঃসৃত হইলে ব্রহ্মলোক না পাইয়া

পুনরায় সংসারে প্রবর্ত্ত হয়েন। ১৬। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তৎ বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি।।১৭।। অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অথচ ব্যাপক আত্মা সর্ব্বদা ব্যক্তি সকলের হৃদয়াকাশে স্থিতি করেন তাঁহাকে সাবধানে শরীর হইতে পৃথক্রূপে জ্ঞান করিবেক যেমন শরের মুঞ্জ হইতে তাহার সূক্ষ্ম পত্রকে পৃথক্ করিয়া লয়। সেই আত্মাকেই বিশুদ্ধ অবিনাশী ব্রহ্ম করিয়া জানিবে। শেষ বাক্যের দুই বার কথন এবং ইতি শব্দের প্রয়োগ উপনিষৎসমাপ্তির সূচক হয়।১৭। মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেবং।।১৮।। যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমুদায় যোগবিধিকে নচিকেতা পাইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মকে এবং অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন অন্য ব্যক্তিও যে এইরূপ অধ্যাত্মবিদ্যাকে জানে সেও ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।১৮। ইতি কঠোপনিষদি ষষ্ঠী বল্লী সমাপ্তা। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পরের মন্ত্রসকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত এই উপনিষদের আদিতে এবং অন্তে পাঠ করিতে হয়। সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।।১।। উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে পরমেশ্বর তেঁহো আমাদের দুই জন অর্থাৎ গুরুশিষ্যকে একত্র এই আত্মবিদ্যা প্রকাশের দ্বারা রক্ষা করুন আর আমাদের দুই জনকে একত্র এই বিদ্যার ফল প্রকাশ দ্বারা পালন করুন। আর বিদ্যাজন্য যে সামর্থ্য তাহাকে আমরা দুই জনে একত্র হইয়া নিষ্পন্ন যেন করি আর বিদ্যা অভ্যাসের দ্বারা আমরা যে দুই তেজস্বী হইয়াছি আমাদের পঠিত বিদ্যাকে পরমেশ্বর সুপঠিত করুন আর যেন আমরা পরস্পর দ্বেষ না করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। তিন বার শান্তির পাঠ সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত হয় আর ওঁকার শব্দ উপনিষদের সমাপ্তির জ্ঞাপক হয়। সমাপ্তিঃ।—

ইতি সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র।-

বাঙ্গালি প্রেস।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

।। ভূমিকা ।।

ওঁ তৎ সৎ।। পূর্ব্বের অথবা সম্প্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয় তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে বেদান্তবাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস করেন যে এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের এরূপ নানাপ্রকার আশ্চর্য্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক যে এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে তাহার সত্তা অর্থাৎ তেঁহ আছেন এই মাত্র জানা যায় কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোনোমতে জানা যায় না যেমন এই শরীরে জীব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন ইহাতে সকলের বিশ্বাস আছে কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয় ইহা কেহ জানেন না এই প্রকারে মন বুদ্ধি অহংকার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বব্যাপী অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণা করিবেন পরে মরণান্তে এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্যত্র গমন না হইয়া উপাধি হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে। ওই জ্ঞানীর জীব ইন্দ্রিয়সহিত শরীর হইতে নিঃসৃত হয়েন না ইহলোকেই মৃত্যুপরে ব্রহ্মেতে লীন হয়েন। পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তারূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন ইহাই বেদান্তে সর্ব্বত্র কহেন। তৈত্তিরীয়শ্রুতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। যাহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তেঁহ ব্রহ্ম হয়েন। এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ কোনোমতে জানা যায় না ইহা সকল উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন। তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। যে ব্রহ্মের স্বরূপকথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবর্ত্ত হয়েন। কেনশ্রুতিঃ। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।। যাঁহার স্বরূপকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সংকল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারে না আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন ইহা ব্রহ্মজ্ঞানীরা কহেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিমিত যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে। আর যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোনো এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ মননের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন। তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয় অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধি সর্ব্বত্র উপনিষদে আছে। কঠোপনিষৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমিত্যাদি। ব্রহ্মপ্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হয়। মুণ্ডকোপনিষৎ। প্রণবো ধনুঃ

শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমূচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।। প্রণবকে ধনুঃ করিয়া আর জীবাত্মাকে শর করিয়া আর পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন অতএব প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ্যস্বরূপ পরব্রহ্মেতে শরস্বরূপ জীবাত্মাকে বিদ্ধ করিয়া শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত মিলিত হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করিবেক। ভগবান্ মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৪ শ্লোকে কহেন। ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।। বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না। গীতাস্মৃতিঃ। ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক। ওঁতৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।। ওঁকার আর তৎ এবং সৎ এই তিন প্রকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে সৃষ্টির প্রথমে ঐ তিন প্রকারে যে পরমাত্মার নির্দ্দেশ হয় তেঁহো ব্রাহ্মণসকলকে এবং বেদসকলকে ও যজ্ঞসকলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিশেষত মাণ্ডূক্যোপনিষদে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে দুর্ব্বলাধিকারি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন এই নিমিত্ত ওই মাণ্ডূক্যোপনিষদের ভাষাবিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গেল। ওই উপনিষদের তাৎপর্য্য এই যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা তেঁহ প্রণবের প্রতিপাদ্য হয়েন অর্থাৎ প্রণব তাঁহাকে কহেন অতএব কেবল ওঁকার জপের দ্বারা ওঁকারের অর্থ যে চৈতন্যমাত্র পরমাত্মা হইয়াছেন তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিবেন যেহেতু বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রথম সূত্রে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের উপদেশ করিয়াছেন। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। উপাসনাতে অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করিবেক যেহেতু আত্মা বা অরে শ্রোতব্য ইত্যাদি উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ আছে। মনুস্মৃতি। ২ অধ্যায। ৮৭ শ্লোক। জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।। প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন ইহাতে সংশয় নাই অন্য বৈদিক কর্ম্মকে করুন অথবা না করুন তাহাতে দোষ হয় না যেহেতু ঐ জপকর্ত্তা ব্যক্তি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয় ইহা বেদে কহেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে সেরূপ নিয়মসকল আত্মোপাসনায় নাই যেহেতু বেদান্তে কহেন। ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। যে কোনো দেশে যে কোনো কালে যে কোনো দিকে মনের স্থিরতা হয় তথায় উপাসনা করিবেক যেহেতু কর্ম্মের ন্যায় আত্মোপাসনাতে দেশ কাল দিক এসকলের নিয়ম নাই। আর ব্রহ্মোপাসক সর্ব্বদা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন এবং নিন্দা অসূয়া ঈর্ষা ইত্যাদির যে সকল মানস পীড়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা সর্ব্বদা করিবেন যেহেতু বেদান্তে কহিতেছেন। ৩ অধ্যায। ৪ পাদ। ২৭ সূত্র। শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। যদি এমৎ কহ যে জ্ঞানসাধন করিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করে না তথাপি জ্ঞানসাধনের সময় শমদমাদিবিশিষ্ট হইবেক যেহেতু জ্ঞানসাধনের প্রতি শমদমাদিকে অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন অতএব শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। শম অন্তরিন্দ্রিয়ের দমনাকে কহি। দম বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে কহি। আর সূত্রে যে আদি শব্দ আছে তাহার তাৎপর্য্য উপরতি তিতিক্ষা সমাধান এই তিন হয়। জ্ঞানসাধনের কালে বিহিত কর্ম্মের ত্যাগকে উপরতি কহা যায়। তিতিক্ষা শব্দে সহিষ্ণুতাকে কহি। আলস্য ও প্রমাদকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিতে পরমাত্মার চিন্তন করাকে সমাধান কহি। ভগবান্ মনুও এইরূপ ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন। ১২ অধ্যায। ৯২ শ্লোক। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।। শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরমাত্মোপাসনাতে আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহেতে

আর প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসেতে যত্ন করিবেক। যাহা জ্ঞানসাধনের পূর্ব্বে এবং জ্ঞানসাধনের সময় অত্যাবশ্যক ও যাহা ব্যতিরেকে জ্ঞানসাধন হয় না তাহা উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিতেছেন কেনশ্রুতি। সত্যমায়তনং। জ্ঞানের আলয় সত্য হইয়াছেন অর্থাৎ সত্য বিনা উপনিষদের অর্থস্ফূর্ত্তি হয় না এবং মহাভারতে কহিতেছেন। অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং। অশ্বমেধসহস্রাত্তু সত্যমেকং বিশিষ্যতে।। এক সহস্র অশ্বমেধ আর এক সত্য এ দুয়ের মধ্যে কে ন্যূন কে অধিক ইহা বিবেচনা করিযাছিলেন তাহাতে এক সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা করিয়া এক সত্য গুরুতর হইলেন অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সত্য বাক্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করিবেন। আর ব্রহ্মোপাসকেরা এক সর্ব্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কাহা হইতেও কদাপি ভয় রাখিবেন না। তৈত্তিরীযোপনিষৎ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলে কাহা হইতেও ভীত হয় না আর কেবল এক পরমেশ্বরকে সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বনিযন্তা জানিযা তাঁহারি কেবল শরণাপন্ন থাকিবেন। শ্বেতাশ্বতর। যো ব্রহ্মাণং বিদধাদি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।। ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং। স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।। যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমত ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিযাছেন এবং ব্রহ্মার অন্তঃকরণে যিনি সকল বেদার্থকে প্রকাশিত করিযাছেন সেই প্রকাশরূপ সকলের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হই যেহেতু আমি মুক্তির প্রার্থনা করি। ইহ জগতে পরব্রহ্মের পালনকর্ত্তা এবং তাঁহার শাসন-কর্ত্তা অন্য কেহ নাই ও তাঁহার শরীর এবং ইন্দ্রিয় নাই তেঁহ বিশ্বের কারণ এবং জীবের অধিপতি হয়েন আর তাঁহার কেহ জনক এবং প্রভু নাই। সেই পরমাত্মা যত ঈশ্বর আছেন তাঁহাদের পরম মহেশ্বর হযেন আর যত দেবতা আছেন তাঁহাদের তেঁহ পরম দেবতা হয়েন এবং যত প্রভু আছেন তাঁহাদের তেঁহ প্রভু আর সকল উত্তমের তেঁহ উত্তম হয়েন অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্তবনীয় প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উপাসককে উচিত হয় যেহেতু জ্ঞানসাধনের সময়ে যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় এমৎ বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের ২৬ সূত্রে লিখিযাছেন। বর্ণাশ্রমাচার বিনাও জ্ঞানের সাধন হইতে পারে ইহা বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের ৩৭ সূত্রে কহিতেছেন। অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মরহিত ব্যক্তিরও ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের অধিকার আছে রৈক্ক বাচক্লবী প্রভৃতি যাঁহারা অনাশ্রমী ছিলেন তাঁহাদেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে এমৎ বেদে দেখা যাইতেছে। এবং গীতাস্মৃতিতে ভগবান্ কৃষ্ণ তাবৎ ধর্ম্মকে উপদেশ করিযা গ্রন্থসমাপ্তিতে কহিতেছেন। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। বর্ণাশ্রমবিহিত সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব শোকাকুল হইও না। এই গীতাবচনের দ্বারাতেও ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে যে উপাসনাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিতান্ত অপেক্ষা নাই তথাপি বর্ণাশ্রমাচার-ত্যাগী যে উপাসক তাহা হইতে বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট উপাসক শ্রেষ্ঠ হয় ইহা বেদান্তে কহিয়াছেন। ৩ অধ্যায। ৪ পাদ। ৩৯ সূত্র। অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ। আশ্রম ত্যাগ হইতে আশ্রমেতে স্থিতি শ্রেষ্ঠ হয যেহেতু আশ্রমীর শীঘ্র জ্ঞানোৎপত্তি হয় এমৎ স্মৃতিতে কহিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যমাত্র সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মা তাঁহাকে নিরবলম্বে অথবা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা চিন্তন করেন সেই ব্যক্তির নামরূপবিশিষ্ট অন্যকে পরমাত্মা বোধ করিয়া আরাধনা করা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পাদে ৪ সূত্রে লিখেন। ন প্রতীকে ন হি সঃ। বিকারভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমাত্মার বোধ করিবেক না যেহেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা হইতে পারে না। বৃহদারণ্যকশ্রুতি। আত্মেত্যেবোপাসীত। কেবল আত্মারি

উপাসনা করিবেক। আত্মানমেব লোকমুপাসীত। জ্ঞানস্বরূপ আত্মারি উপাসনা করিবেক। বৃহদারণ্যকশ্রুতি। তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদেরো আরাধ্য হয় আর যে কোনো ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য কোনো দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য আমি অন্য উপাস্য উপাসকরূপে হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশু মাত্র হয়। নামরূপবিশিষ্টকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন যেখানে দেখিবেন সেই বর্ণনকে কল্পনা মাত্র জানিবেন যেহেতু বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পাদে ৫ সূত্রে কহেন। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ। আদিত্যাদি যাবৎ নামরূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে আদিত্যাদির কল্পনা করিবেক না যেহেতু আদিত্যাদির যাবৎ নামরূপ হইতে সদ্রূপ পরব্রহ্ম উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন লোকেতে আরোপিত করিয়া রাজার দাসবর্গে রাজবুদ্ধি করিতে পারে কিন্তু রাজাতে দাসবুদ্ধি করিবেক না। আর নাম রূপ উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা করিয়া নিরুপাধি হইবার বাসনা কদাপি করিবেন না যেহেতু আত্মজ্ঞান বিনা নিরুপাধি হইবার অন্য কোন উপায় নাই বেদান্তের ৪ অধ্যায় ৩ পাদ ১৫ সূত্রে লিখেন। অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। অবয়বের উপাসক ভিন্ন যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহাদিগ্যেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিমিত্ত ব্রহ্মলোককে লইয়া যান ইহা বেদব্যাস কহেন যেহেতু দেবতাদের উপাসক আপন আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আর ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোক গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন এমৎ অংগীকার করিলে কোনো দোষ হয় না তৎক্রতুন্যায়ো ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহার উপাসক সে তাহাকেই পায়। ঈশোপনিষৎ। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।। পরমাত্মার অপেক্ষা করিয়া দেবাদিও সকল অসুর হয়েন তাঁহাদের দেহকে অসূর্য্যলোক অর্থাৎ অসুরদেহ কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহসকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে সেই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিসকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহকে পায়েন এইরূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না। ছান্দোগ্য। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্যং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। যে ব্রহ্মতত্ত্বে দর্শনযোগ্য এবং শ্রবণযোগ্য ও জ্ঞানগম্য কোনো বস্তু নাই তেঁহই সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা হয়েন আর যাহাকে দেখা যায় ও শুনা যায় ও জানা যায় সে পরিমিত অতএব সে অল্প সুতরাং সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নহে এই নিমিত্ত যিনি অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা তেঁহ অবিনাশী আর যে পরিমিত সে বিনাশী অতএব কেবল অপরিচ্ছিন্ন অবিনাশী পরমাত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। কেনোপনিষৎ। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। যদি এই মনুষ্যদেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তাহার ইহলোকে প্রার্থনীয় সুখ আর পরলোকে মোক্ষ এই দুই সত্য হয় আর এই মনুষ্যশরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে যে না জানে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়। যে কোনো বস্তু চক্ষুগোচর হয় সে অনিত্য এবং অস্থায়ি ও পরিমিত অতএব পরমাত্মা বপু বিশিষ্ট হইয়া চক্ষুগোচর হয়েন এমৎ অপবাদ পরমেশ্বরকে দিবেন না তাঁহার জন্ম হইয়াছে এমৎ অপবাদও দিবেন না তাঁহার কাম ক্রোধ লোভ মোহ আছে এবং তেঁহ স্ত্রীসংগ্রহ ও যুদ্ধবিগ্রহাদি করেন এমৎ অপবাদও দিবেন না। শ্বেতাশ্বতর। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অবয়বশূন্য ব্যাপাররহিত রাগদ্বেষশূন্য নিন্দারহিত এবং উপাধিশূন্য পরমেশ্বর হয়েন। কঠোপনিষৎ। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। পরব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এ সব গুণ নাই অতএব তেঁহ হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য নিত্য হয়েন। ছান্দোগ্য। তে যদন্তরা

তদ্ব্রহ্ম। নামরূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। বেদান্তের। ৩ অধ্যায়ে। ২ পাদে। ১৪ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। ব্রহ্ম কোন প্রকারে রূপবিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়। প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মেরা করিবেন না। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি। ন তস্য প্রতিমাস্তি। সেই পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই। বৃহদারণ্যক। স যোহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি ঈশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ। যে ব্যক্তি পরমাত্মাভিন্নকে প্রিয় কহিয়া উপাসনা করে তাহার প্রতি আত্মোপাসক কহিবেন যে তুমি পরমাত্মাভিন্ন অন্যকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা করিতেছ অতএব তুমি বিনাশকে পাইবে যেহেতু এরূপ উপদেশ করিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সমর্থ হয়েন অতএব উপদেশ দিবেন। শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিশ অধ্যায়ে কপিলবাক্য। যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।। ২২ ।। সর্ব্বভূতব্যাপী আত্মার স্বরূপ ঈশ্বর যে আমি আমাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়া মূঢ়তাপ্রযুক্ত প্রতিমাতে পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। যে কোনো শাস্ত্রে সোপাধি উপাসনার এবং প্রতিমাদি পূজার বিধান ও তাহার ফল কহিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা করিয়া গণিবেন এবং যাহাদের কোনো মতে ব্রহ্মতত্ত্বে মতি নাই এবং সর্ব্বব্যাপী করিয়া পরমাত্মাতে যাহাদের বিশ্বাস নাই এমৎ অজ্ঞানীর নিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে কহিয়াছেন যেহেতু মুণ্ডকোপনিষদে কহিতেছেন। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমিত্যাদি। বিদ্যা দুই প্রকার হয় তাহা বেদজ্ঞানীরা কহেন এক পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা হয় তাহার মধ্যে ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ আর জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা হয় আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা অক্ষর অদৃশ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানা যায় সে কেবল বেদশিরোভাগ উপনিষদ হয়েন। কঠবল্লী। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে।। জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতার নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে আপাতত প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। এবং শাস্ত্রে কহিতেছেন। অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ। অধিকারিপ্রভেদেতে শাস্ত্রে নানাপ্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্মতত্ত্বে কোনো মতে প্রীতি নাই এবং সর্ব্বদা অনাচারে রত হয় তাহাকে অঘোরপথের আদেশ করেন তদনুসারে সেই ব্যক্তি কহে যে অঘোরান্ন পরো মন্ত্রঃ। অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে বিমুখ এবং পানাদিতে রত তাহার প্রতি বামাচারের আদেশ করেন এবং সে কহে যে অলিনা বিন্দুমাত্রেণ ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ। বিন্দুমাত্র মদিরার দ্বারা তিন কোটি কুলের উদ্ধার হয়। আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী সুখাদিবিষয়ে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয় তাহার প্রতি স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়াঘটিত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনু শৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ব্রজবধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে এবং বর্ণন করে সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরম ভক্তি হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্তি হয়। আর যাহারা হিংসাদি কর্ম্মেতে রত হয় তাহার প্রতি ছাগাদি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে স্বমেকমেকমুদরা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা। ইত্যাদি। মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভগবতী প্রীতা হয়েন। এ সকল বিধি অপরা বিদ্যা হয় কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে আত্মতত্ত্ববিমুখ সকল যাহাদের স্বভাবত অশুচি ভক্ষণে মদিরাপানে স্ত্রীপুরুষঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয় তাহারা

নাস্তিকরূপে এ সকল গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্বলিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এ সকল কর্ম্ম যেন করে যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয় নতুবা যথারুচি আহার বিহার হিংসা ইত্যাদির সহিত পরমার্থসাধনের কি সম্পর্ক আছে। গীতাতে স্পষ্টই কহিতেছেন। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।। যে মূঢ়সকল বেদের ফলশ্রুতিবাক্যে রত হইয়া আপাতত প্রিয়কারী যে ওই ফলশ্রুতিবাক্য তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহেন আর কহেন যে ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিসকল যেহেতু স্বর্গ তাহাকে পরম পুরুষার্থ করিয়া জানেন যাহা জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখায় এবংরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে এমত বাক্যসকলকে পরমার্থসাধন কহেন অতএব ভোগ ঐশ্বর্য্যেতে আসক্তচিত্ত এবংরূপ ব্যক্তিসকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না আর হওত যেমন কর্ত্তব্য যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল আহার বিহার ও হিংসা ইত্যাদির উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় অঙ্গীকার করেন যে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ সে কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। কলৌ [illegible] প্রয়োজয়েৎ। তস্মাদিত্যাদিবৎ কর্ম্ম লোকরঞ্জনকারণং। মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি।। অতএব এ সকল কর্ম্ম লোকরঞ্জনের কারণ হয় কিন্তু এই দেহের মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে। মহানির্ব্বাণ। আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ। ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং।। যাহারা আহার নিয়মের দ্বারা শরীরের ক্লেশ দেন আর যাহারা যথেষ্ট আহার দ্বারা শরীরকে পুষ্ট করেন তাহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বিমুখ হয়েন তবে কি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন অর্থাৎ তাঁহাদের কদাপি নিষ্কৃতি হয় না। গৃহস্থ যে ব্রহ্মোপাসক তাঁহাদের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে জ্ঞানোপদেশ করেন এবং জ্ঞানীর নিকট যথাশক্তি জ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন। ছান্দোগ্য। আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে। গুরুশুশ্রূষা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিবেক সেই কালে যথাবিধি নিয়মপূর্ব্বক আচার্য্যের নিকটে অর্থসহিত বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিবেক পরে গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যাদিকে জ্ঞানোপদেশ করিতে থাকিবেক এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া আবশ্যকতা ব্যতিরেক হিংসা করিবেক না এই প্রকারে মৃত্যুপর্য্যন্ত এইরূপ কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিপূর্ব্বক পরব্রহ্মেতে লীন হয় তাহার পুনরায় জন্ম হয় না। মুণ্ডকোপনিষৎ। শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। মহাগৃহস্থ যে শৌনক তিনি ব্রহ্মার শিষ্য যে অঙ্গিরা মুনি তাঁহার নিকটে বিধিপূর্ব্বক গমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন যে কাহাকে জানিলে হে ভগবান্ সকলকে জানা যায়। এইরূপ ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে অনেক আখ্যায়িকাতে পাইবেন যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থসকল অন্য হইতে উপদেশ লইয়াছেন এবং অন্যকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতিও এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। সেই জ্ঞানকে তুমি জ্ঞানীর নিকট যাইয়া প্রণিপাত এবং প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা জানিবে সেই তত্ত্বদর্শি জ্ঞানিসকল তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ করিবেন। ব্রহ্মকে আমি জানিব এই ইচ্ছা যখন ব্যক্তির হইবেক তখন নিশ্চয় জানিবেন যে সাধনচতুষ্টয় সে ব্যক্তির ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই হইয়াছে। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে

৪ পাদে ৫১ সূত্রে কহেন। ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে যে জন্মে সাধনচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করে সেই জন্মেতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় আর যদি প্রতিবন্ধক থাকে তবে জন্মান্তরে জ্ঞান হয় যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে গর্ভস্থিত বামদেবের জ্ঞান জন্মিয়াছে আব গর্ভস্থিত ব্যক্তির সাধনচতুষ্টয় পূর্ব্বজন্ম ব্যতিরেক ইহ জন্মে সম্ভাবিত নহে। জ্ঞানদাতা গুরুতে অতিশয় শ্রদ্ধা রাখিবেন কিন্তু শাস্ত্রে কাহাকে গুরু কহেন তাহা আগে জানা কর্ত্তব্য হয় যেহেতু প্রথমত স্বর্ণ না জানিলে স্বর্ণের যত্ন করিতে কহা বৃথা হয়। অতএব গুরুব লক্ষণ মুণ্ডকোপনিষদে কহিতেছেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। জ্ঞানাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক বেদজ্ঞাতা ব্রহ্মজ্ঞানি গুরুর নিকটে যাইবেক। এবং গুরুর প্রণামমন্ত্রেই গুরু কিরূপ হয়েন তাহা ব্যক্তই আছে তাহাতে মনোযোগ করিবেন। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। বিভাগরহিত চরাচরব্যাপি যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহাকে যিনি উপদেশ করিয়াছেন সেই গুরুকে প্রণাম করি। কিন্তু চরাচবের একদেশস্থ আকাশের অন্তর্গত পরিমিতকে যিনি উপদেশ করেন তাঁহাতে ঐ লক্ষণ যায় কি না কেন না বিবেচনা করেন। অতএব তন্ত্রে লিখেন। গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ।। শিষ্যের বিত্তকে হরণ করেন এমৎ গুরু অনেক আছেন কিন্তু এমৎ গুরু দুর্লভ যে শিষ্যের সন্তাপ অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে দূর করেন।

ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিরা জ্ঞানসাধনের সময় এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলে পরেও লৌকিক তাবৎ ব্যাপারকে যথাবিহিত নিষ্পন্ন করিবেন অর্থাৎ গুরুলোকের তুষ্টি এবং আত্মরক্ষা ও পরোপকার যথাসাধ্য করিবেন ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল বলবান হইয়া যাহাতে আপনার ও পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমৎ যত্ন সর্ব্বদা করিবেন কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জানিবেন যে এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থসকল কেবল সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যোগবাশিষ্ঠে। বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব।। বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সংকল্পবর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। যদি সর্ব্বদা বেদান্তের শ্রবণে অসমর্থ হয়েন তবে প্রথমাধিকারি ব্যক্তিরা যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতি আর যো ব্রহ্মাণং ইত্যাদি শ্রুতি যাহা এই ভূমিকাতে লিখা গিয়াছে ইহার শ্রবণ ও অর্থের আলোচনা সর্ব্বদা করিবেন। যে২ শ্রুতি এবং সূত্র এই ভূমিকাতে লেখা গেল তাহার ভাষাবিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গিয়াছে। হে পরমেশ্বর এই সকল শ্রুত্যর্থের স্ফূর্ত্তি আমাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা হউক।। ইতি ওঁ তৎ সৎ।।

ওঁ তৎ সৎ। অথ মাণ্ডূক্যোপনিষৎ। পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞানের উপায ওঁকার হইয়াছেন সেই ওঁকারের ব্যাখ্যান এই উপনিষদে করিতেছেন যেহেতু বেদে ওঁকারকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ করিয়া কহিয়াছেন কারণ এই যে ওঁকার ব্রহ্মকে কহেন আর ওঁকারের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হয়েন। কঠশ্রুতিঃ। ওমিত্যেতৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং। ছান্দোগ্য। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিতি ব্রহ্ম। এই সকল শ্রুতির দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হয় যে যেমন মিথ্যা সর্পজ্ঞানের প্রতি সত্য রজ্জু আশ্রয় হইয়াছে সেইরূপ পরব্রহ্ম প্রপঞ্চময় বিশ্বের আশ্রয় হইয়াছেন সেই প্রকারে এই সকল প্রপঞ্চময় বাক্যের আশ্রয় ওঁকার হইযাছেন ওই ওঁকার শব্দব্রহ্মকে কহেন এ নিমিত্ত ওংকারকে ব্রহ্ম করিয়া অঙ্গীকার করা যায। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোংকার এব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোংকার এব।। ১ ।। যেমন পরব্রহ্মের বিকার এই বিশ্ব হয় সেইরূপ ওঁকারের বিকার যাবৎ শব্দকে জানিবে আর শব্দসকল আপন আপন অর্থকে কহেন এ প্রযুক্ত শব্দসকল আপন আপন অর্থস্বরূপ হযেন অতএব তাবৎ শব্দ ও তাহার অর্থ এ দুয়ের স্বরূপ ওঁকার হইলেন আর পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎরূপে ওঁকার কহেন এ নিমিত্ত ব্রহ্মস্বরূপও ওঁকার হইলেন সেই অক্ষরস্বরূপ ওঁকার যাহা ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য সাধন হইযাছেন তাঁহার স্পষ্টরূপে কথন এই উপনিষদে জানিবে আর ভূত ও বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালেতে যে সকল বস্তু থাকে তাহাও ওঁকার হযেন যে কোনো বস্তু ত্রিকালের অতীত হয় যেমন প্রকৃত্যাদি তাহাও ওঁকার হযেন। ১ । ওঁকার শব্দ ব্রহ্মবাচক এবং ব্রহ্ম ওংকার শব্দের বাচ্য হয়েন অতএব ঐ দুয়ের ঐক্য জানাইবার জন্যে যেমন পূর্ব্বে ওঁকারকে বিশ্বময় এবং ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া কহিযাছেন এখন সেইরূপ পরের মন্ত্রে ব্রহ্মকে বিশ্বময় এবং ওঁকারস্বরূপ করিয়া কহিতেছেন। সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম অযমাত্মা ব্রহ্ম সোঽযমাত্মা চতুষ্পাৎ ।।২।। যে সকল বস্তুকে ওঁকারস্বরূপ করিয়া কহা গেল সে সকল বস্তু ব্রহ্মস্বরূপ হযেন আর সেই ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হযেন জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয এই চারি অবস্থার ভেদে ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে চারি প্রকার করিয়া কহা যায তাহার তিন প্রকারের দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া ঐ তিন প্রকারের অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থাকে পর পর অবস্থাতে লীন করিলে পরে অবশেষ যে চতুর্থ প্রকার থাকেন সেই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ এবং জ্ঞেয হইযাছেন। ২ । এখন ঐ চারি প্রকারের মধ্যে প্রথম অবস্থার বিবরণ করিতেছেন। জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।। ৩ ।। সেই চৈতন্য যখন জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা হযেন তখন তাঁহাকে প্রথম প্রকার কহি তখন তেঁহ ঘটপটাদি প্রপঞ্চময় যাবদ্বস্তুকে বাহ্যেন্দ্রিয দ্বারা আপন মায়ার প্রভাবে প্রকাশ করিয়া ঐ সকল বস্তুকে অনুভব করেন সেই কালে পরমাত্মাকে বিরাট্ অর্থাৎ বিশ্বরূপ করিয়া কহা যায সেই বিশ্বরূপকে বেদে সপ্তাঙ্গ কহিযাছেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবিত্যাদি। এই বিশ্বরূপ প্রসিদ্ধ পরমাত্মার মস্তক স্বর্গ হইযাছেন আর সূর্য্য তাঁহার চক্ষু হযেন আর বায়ু তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণ হয়েন আর আকাশ তাঁহার মধ্যদেশ হয়েন আর অন্ন জল তাঁহার উদর আর পৃথিবী তাঁহার দুই পাদ আর হবনযোগ্য অগ্নি তাঁহার মুখ হযেন অর্থাৎ এ সকল বস্তু স্বতন্ত্র হইযা স্থিতি করেন এমৎ নহে কেবল সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার অবলম্বন করিয়া পৃথক্ পৃথক রূপে প্রকাশ পাইতেছেন যেমন রজ্জুর সত্তাকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যা সর্পের এবং মিথ্যা দণ্ডের জ্ঞান হয়। সেই জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাঁহার উপলব্ধির দ্বার ১৯ উনিশ প্রকার হইযাছে এ নিমিত্ত তাঁহাকে একোনবিংশতিমুখ কহি। চক্ষু ১ জিহ্বা ২ নাসিকা ৩ চর্ম্ম ৪ কর্ণ ৫। বাক্য ৬ হস্ত ৭ পাদ ৮ পায়ু ৯ সন্তান উৎপত্তির কারণ অঙ্গ

১০। প্রাণ ১১ অপান ১২ সমান ১৩ উদান ১৪ ব্যান ১৫। মন ১৬ বুদ্ধি ১৭ অহঙ্কার ১৮ চিত্ত ১৯। গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি স্থূল বিষয়কে ঐ জাগরণ অবস্থার অধিষ্ঠাতা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এই চক্ষুঃ প্রভৃতি ঊনিশ প্রকাশ উপলব্ধিস্থানের দ্বারা গ্রহণ করেন এই হেতু তাঁহাকে স্থূলভুক্ শব্দে কহি। বিশ্বসংসারকে তেঁহ শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত করান এ নিমিত্ত তাঁহাকে বৈশ্বানর শব্দে কহা যায় অথবা বিশ্বরূপ পুরুষ তেঁহ হয়েন এ নিমিত্ত তাঁহার নাম বৈশ্বানর হয়। ৩। এখন ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার চারি প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থার বিবরণ করিতেছেন। স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।। ৪ ।। সেই চৈতন্য যখন স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা হয়েন তখন তাঁহাকে দ্বিতীয় প্রকার কহি জাগ্রদবস্থাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যে বিষয়ের অনুভব হয় মনেতে তাহার সংস্কার থাকে ঐ মন নিদ্রাবস্থায় পূর্ব্বসংস্কারবশেতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকেও বিষয়ের অনুভব করেন মনকে অন্তরিন্দ্রিয় কহা যায় স্বপ্নে সেই অন্তরিন্দ্রিয় যে মন তাহার অনুভব কেবল থাকে এই হেতু ঐ অবস্থার অধিষ্ঠাতাকে অন্তঃপ্রজ্ঞ কহা গেল স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা আপন প্রভাবে বিশ্বকে স্বপ্নাবস্থায় রচনা করেন আর স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়-সকল যে মনেতে মিলিত হইয়াছে সেই মনের দ্বারা বিশ্বের অনুভবও করেন এই নিমিত্ত ঐ স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতার ন্যায় সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশতিমুখ এ দুই শব্দে কহা যায়। স্বপ্নাবস্থায় পূর্ব্বপূর্ব্বসংস্কারাধীন বিষয়সকলকে মন অনুভব করেন এই নিমিত্ত স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে প্রবিবিক্তভুক্ শব্দে কহিলেন অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্থূল বিষয়কে ভোগ না করিয়া সূক্ষ্মরূপে ভোগ করেন। জাগ্রদবস্থায় যে স্থূল বিষয়ের উপলব্ধি হয় সেই বিষয়রহিত যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা স্বপ্নের অধিষ্ঠাতার অনুভব হয় এই নিমিত্ত স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে তৈজস নামে কহা যায়। ৪ । এখন ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার তৃতীয় প্রকারের বিবরণ করিতেছেন। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তং। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ।। ৫ ।। যে সময়ে স্বপ্ন না দেখা যায় এবং কোনো কামনা না থাকে সেই সময়কে সুষুপ্তি অবস্থা কহি সেই অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে সুষুপ্তিস্থান এই শব্দে কহিয়াছেন। জাগরণ এবং স্বপ্নাবস্থাতে প্রপঞ্চময় বিশ্বের পৃথক্ পৃথক্ বোধ থাকে কুহাসাতে যেমন নানা আকারবিশিষ্ট বস্তুসকল একাকারে প্রতীত হয় সেইরূপে ওই বিশ্ব সুষুপ্তি অবস্থাতে একীভূত হইয়া থাকে অতএব সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে একীভূত শব্দে কহি। নানা প্রকার বস্তুর নানা প্রকার যে জ্ঞান তাহা মিশ্রিতের ন্যায় হইয়া সুষুপ্তিকালে থাকে এ নিমিত্ত সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে প্রজ্ঞানঘন শব্দে কহা যায় অর্থাৎ সে অবস্থায় জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদির পৃথক্২ জ্ঞান থাকে না। বিষয় অনুভবের দ্বারা যে ক্লেশ তাহা সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে না এ নিমিত্ত সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দপ্রচুর কহি। আয়াসশূন্য হইয়া থাকিলে যেমন ব্যক্তিসকল সুখী কহায় সেইরূপ আয়াস-শূন্য যে সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা তাঁহাকে আনন্দভুক্ অর্থাৎ সুখের ভোক্তা কহা যায়। স্বপ্ন এবং জাগরণ এই দুই অবস্থার চৈতন্যের দ্বার সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা হয়েন এ নিমিত্ত তাঁহাকে চেতোমুখ অর্থাৎ চেতনের দ্বার কহি। জাগরণাপেক্ষা ও স্বপ্নাপেক্ষা সুষুপ্তি অবস্থার অধি-ষ্ঠাতার নিরুপাধি জ্ঞান হয় এ নিমিত্ত তাঁহাকে প্রাজ্ঞ শব্দে কহেন। ৫ । এখন ঐ তিন অবস্থাশূন্য যে তুরীয় পরমাত্মা তাঁহাকে তৃতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতার সহিত অভেদরূপে কহিতেছেন। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং।। ৬ ।। এই তৃতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরমাত্মা তেঁহ তাবৎ বিশ্বের ঈশ্বর হয়েন ঐ পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া সকল বস্তুকে বিশেষরূপে জানেন ঐ পরমাত্মা সকলের অন্তরে স্থিত হইয়া সকলের নিয়মকর্ত্তা হয়েন তেঁহ সকলের উৎপত্তির কারণ এবং বিশ্বের

উৎপত্তি ও লয় তাহা হইতেই হয়। ৬ এখন সাক্ষিস্বরূপ তুরীয়কে কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা সম্বন্ধ ইত্যাদি দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু এ সকল সেই তুরীয় পরমাত্মাতে নাই সুতরাং বিশেষণসকলের নিষেধ দ্বারা সেই সর্ব্ববিশেষণশূন্য তুরীয় পরমাত্মাকে সংপ্রতি কহিতেছেন। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ।।৭।। নান্তঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ সেই আত্মা স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ তাহার ভিন্ন হয়েন ন বহিঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ জাগরণ অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ তাহারো ভিন্ন হয়েন নোভয়তঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ জাগরণ এবং স্বপ্ন এ দুয়ের মধ্য অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও পরমাত্মা ভিন্ন হয়েন। ন প্রজ্ঞানঘনং অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও পরমাত্মা ভিন্ন হয়েন। ন প্রজ্ঞং অর্থাৎ এককালে সকল বিষয়ের জ্ঞাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও ভিন্ন পরমাত্মা হয়েন অর্থাৎ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বিষয় অপ্রসিদ্ধ সুতরাং ঐ বিষয় না থাকিলে তাহার জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে। এই পূর্ব্বলিখিত বিশেষণের নিষেধ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছিল যে পরমাত্মা অচৈতন্য হয়েন এই নিমিত্ত নাপ্রজ্ঞং অর্থাৎ পরমাত্মা অচৈতন্য নহেন এই শব্দের প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বসন্দেহ দূর করিলেন। পরমাত্মাকে অন্তঃপ্রজ্ঞঃ বহিঃপ্রজ্ঞঃ ইত্যাদি নানা বিশেষণের দ্বারা বেদে কহিয়াছেন তবে কিরূপে নিষেধের দ্বারা ঐ সকল বিশেষণকে মিথ্যা করিয়া জানা যায় এই আশঙ্কার সমাধান ভাষ্যে করিতেছেন যে রজ্জুতে যেমন এক বার সর্পভ্রম এক বার দণ্ডভ্রম হয় যে কালে সর্পভ্রম জন্মে সে কালে দণ্ডভ্রম থাকে না আর যে কালে দণ্ডভ্রম হয় সে কালে সর্পভ্রম থাকে না অতএব যথার্থে উভয় মিথ্যা হইয়া কেবল রজ্জুমাত্র সত্য থাকে সেইরূপ যখন স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা করিয়া চৈতন্যকে কহেন তখন জাগরণের অধিষ্ঠাতারূপে তাঁহার প্রতীতি থাকে না আর যখন জাগরণের অধিষ্ঠাতা করিয়া চৈতন্যকে কহেন তখন স্বপ্নের অধিষ্ঠাতারূপে তাঁহার অনুভব হয় না অতএব স্বপ্ন জাগরণ ইত্যাদি উপাধিঘটিত যে সকল বিশেষণ তাহা কেবল মিথ্যা কিন্তু উপাধিরহিত সর্ব্ববিশেষণশূন্য যে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় তেঁহই সত্য হয়েন তবে বেদে যে এ সকল বিশেষণের দ্বারা কহেন সে উপাধিকে উপলক্ষ্য করিয়া বোধসুগমের নিমিত্ত কহিয়াছেন কিন্তু ঐ বেদে তুরীয়কে যখন কহেন তখন ঐ সকল উপাধির নিষেধের দ্বারাই কহেন। অদৃষ্টং অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্ববিশেষণ হইতে ভিন্ন হয়েন এই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচর হয়েন না। অব্যবহার্য্যং অর্থাৎ পরমাত্মা অদৃষ্ট এই নিমিত্ত তেঁহ ব্যবহার্য্য হইতে পারেন না। অগ্রাহ্যং অর্থাৎ হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তেঁহ গ্রাহ্য হইতে পারেন না। অলক্ষণং অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না। অচিন্ত্যং অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের চিন্তা করা যায় না। অব্যপদেশ্যং অর্থাৎ শব্দের দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ হইতে পারে না। একাত্মপ্রত্যয়সারং অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে একই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অধিষ্ঠাতা হয়েন এই জ্ঞানেতে যে ব্যক্তির নিশ্চয় থাকে তাহার প্রাপ্ত তেঁহ হয়েন। প্রপঞ্চোপশমং অর্থাৎ যাবৎ প্রপঞ্চময় উপাধি তাহার লেশ সেই আত্মাতে নাই। শান্তং অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরহিত। শিবং অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ তেঁহ হয়েন। অদ্বৈতং অর্থাৎ ভেদবিকল্পশূন্য তেঁহ হয়েন। চতুর্থং অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতারূপে তেঁহ প্রতীত হইয়াছিলেন এখন এই তিন উপাধি হইতে ভিন্নরূপে প্রতীতির নিমিত্ত তাঁহাকে চতুর্থ করিয়া কহিতেছেন। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ অর্থাৎ সেই উপাধিরহিত যে তুরীয় তেঁহই আত্মা তেঁহই জ্ঞেয় হয়েন।৭। সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রাঃ মাত্রাশ্চ পাদা অকারোকারমকার ইতি।।৮।। সেই তুরীয় আত্মা তেঁহ ওঁকার যে অক্ষর তৎস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন সেই ওঙ্কারকে বিভাগ করিলে অধিমাত্র হয়েন অর্থাৎ ওঙ্কার তিন মাত্রা সহিত বর্ত্তমান হয়েন যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার নিদর্শনে আত্মার

যে তিন প্রকার কহা গিয়াছে সেই তিন প্রকার ওঁকারের তিন মাত্রা হয়েন সেই তিন মাত্রা অকার উকার মকার হইয়াছেন।।৮।। জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা আপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ।।৯।। জাগরণের অধিষ্ঠাতা যে বিশ্বরূপ আত্মা তেঁহ ওঙ্কারের অকাররূপ প্রথম মাত্রা হয়েন যেহেতু বিরাটের ন্যায অকার সকল বাক্যকে ব্যাপিয়া থাকেন। শ্রুতিঃ। অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্। অথবা যেমন প্রথম অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে বিরাট্ তেঁহ অন্য অন্য অবস্থার অধিষ্ঠাতার প্রথমে গণিত হইয়াছেন সেইরূপ ওঙ্কারের তিন মাত্রার মধ্যে অকার প্রথমে গণিত হয়েন এই নিমিত্ত অকারকে বিরাট্ করিয়া বর্ণন করেন। যে ব্যক্তি এইরূপ অকার আর বিরাট্ উভয়কে এক করিয়া জানে সে তাবৎ অভিলষিত দ্রব্যকে পায আর উত্তম লোকের মধ্যে প্রথমে গণিত হয।৯। স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা উৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ।।১০।। স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা যে তৈজস পরমাত্মা তেঁহ ওঙ্কারের দ্বিতীয মাত্রা যে উকার তৎস্বরূপ হয়েন বৈশ্বানর হইতে যেমন তৈজসকে উপাধির ন্যূনতা লইয়া উৎকৃষ্ট কহেন সেইরূপ অকার হইতে উকারকেও উৎকৃষ্ট কহিযাছেন অথবা যেমন বিশ্ব এবং প্রাজ্ঞের মধ্যে অর্থাৎ জাগরণের অধিষ্ঠাতা এবং সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা এ দুইয়ের মধ্যেতে স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা গণিত হইযাছেন সেইরূপ ওঙ্কারের অকার আর মকারের মধ্যেতে উকার গণিত হইয়াছেন এই সাম্য লইয়া উকারকে তৈজস করিয়া বর্ণন করিলেন যে ব্যক্তি এইরূপে উকার আর তৈজসের অভেদ জ্ঞান করে সে যথার্থ জ্ঞানসমূহকে পায় আর সে ব্যক্তিকে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষে দ্বেষ করে না এবং সে ব্যক্তির পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন অন্য প্রকার হয না।১০। সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বং অপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ।।১১।। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা যে প্রাজ্ঞ পরমাত্মা তেঁহ ওঙ্কারের তৃতীয মাত্রা যে মকার তৎস্বরূপ হয়েন যেমন সুষুপ্তি অবস্থাতে জাগরণ আর স্বপ্নের প্রবেশ হইয়া পুনরায় সুষুপ্তি হইতে নিঃসৃত হয়েন সেইরূপ ওঙ্কারের উচ্চারণের সমাপ্তিতে অকার এবং উকার মকারে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ওঙ্কারের প্রয়োগের সময় ঐ দুই মাত্রা মকার হইতে নির্গত হয়েন অথবা যেমন বিশ্ব আর তৈজস অর্থাৎ জাগরণ আর স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাতে লীন হয়েন সেইরূপ অকার আর উকার মকারে লয়কে পায়েন এই নিমিত্ত মকারকে সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা করিয়া বর্ণন করেন যে ব্যক্তি এইরূপে মকার আর প্রাজ্ঞকে অভেদ করিয়া জ্ঞান করে সে এই জগৎকে যথার্থমতে জানে আর জগতের কারণ যে পরমাত্মা তৎস্বরূপ হয।১১। অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ।।১২।। মাত্রাশূন্য যে ওঙ্কার অর্থাৎ বর্ণরহিত প্রণব তেঁহ তুরীয় নির্বিশেষ পরমাত্মা হযেন তেঁহ বাক্য মনের অগোচর এ নিমিত্ত অব্যবহার্য্য উপাধিরহিত এবং নিত্যশুদ্ধ ভেদশূন্য হয়েন এইরূপ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা ওঙ্কারকে পরমাত্মস্বরূপ করিয়া যে ব্যক্তি জানে সে আত্মস্বরূপেতে অবস্থিতি করে অর্থাৎ তাহার উপাধিজন্য ভেদবুদ্ধি আর থাকে না যেমন রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রম সর্পের জ্ঞান পুনরায আর থাকে না। শেষ বাক্যে পুনরুক্তি উপনিষৎসমাপ্তির জ্ঞাপক হয পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন প্রকরণে ঐহিক ফলশ্রুতি লিখিলেন কিন্তু নির্বিশেষ যে তুরীয় তাঁহার প্রকরণে উপাধিঘটিত কোনো ফলশ্রুতির লেশ নাই যেহেতু কেবল স্বরূপে অবস্থিতি ইহার প্রয়োজন হয় ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সমাপ্তা। ওঁ তৎ সৎ। শন ১২২৪ শাল। ২১ আশ্বিন।

।। ওঁ তৎ সৎ ।।

এই উপনিষদের ভাষ্যেতে যে যে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে আশঙ্কা এবং সমাধানকে জানিলে পরমার্থ বিষয়ে শ্রদ্ধার দৃঢ়তা জন্মে এবং বিচারের ক্ষমতা হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিতেছি এই গ্রন্থের ২৫১ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে লিখেন যে জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু এ সকলের কিছুই সেই তুরীয় পরমাত্মাতে নাই সুতরাং বিশেষণের নিষেধ দ্বারা অর্থাৎ তন্ন তন্ন রূপে তাঁহাকে বেদে কহিতেছেন এ স্থানে ভগবান্ ভাষ্যকার আপত্তি করিয়া সমাধান করিয়াছেন। আপত্তি। জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণ যদি পরমাত্মার নাই তবে তেঁহ শূন্যের ন্যায় কোনো বস্তু না হয়েন অতএব তেঁহ আছেন এমৎ কেন স্বীকার করি। সমাধান। যদি পরমাত্মা কোনো বস্তু না হইতেন তবে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রপঞ্চময় জগৎ সত্যের ন্যায় দেখাইতো না যেমন বাস্তবিক মন না থাকিলে স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু দেখা যায় তাহা কদাপি দেখা যাইতো না আর যেমন ভ্রম সর্প রজ্জু বিনা আর ভ্রমাত্মক জল জ্যোতির অবলম্বন বিনা প্রকাশ পায় না। যদি এ স্থলে এমৎ কহ যে পূর্ব্বসিদ্ধান্তের দ্বারা জানা গেল যে ব্রহ্ম প্রপঞ্চময় জগতের আশ্রয় হয়েন তবে যেমন জলের আধার এই বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহিতেছি সেইরূপ জগতের আশ্রয় এই বিশেষণের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে না কহিয়া তন্ন তন্ন এইরূপে বিশেষণের নিষেধ দ্বারা কেন কহেন। তাহার উত্তর। জল সত্য হয় এ নিমিত্ত জলের আধার এই বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহা যায় কিন্তু প্রপঞ্চময় জগৎ সর্ব্বপ্রকারে অসৎ হয় অতএব অসতের সহিত সত্য যে পরমাত্মা তাঁহার বাস্তবিক সম্বন্ধের সম্ভাবনা নাই এ নিমিত্ত অসৎ যে জগৎ তদ্ঘটিত বিশেষণের দ্বারা বেদে সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপে কহিতে পারেন। এ স্থলে পুনরায় যদি বল যে জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি অতএব কিরূপে তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে মিথ্যা কহা যায়। উত্তর। স্বপ্নেতে যে সকল বস্তুকে দেখ এবং তৎকালে তাহাতে যে নিশ্চয় কর আর জাগরণেতে যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ দেখ ও তাহাতে যে নিশ্চয় করিতেছ এ দুই নিশ্চয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই কিন্তু স্বপ্নের জগৎকে স্বপ্নভঙ্গ হইলে মিথ্যা করিয়া জান এবং বিশ্বাস হয় যে বাস্তবিক মিথ্যা বস্তু কোনো সত্যের আশ্রয়েতে সত্যের ন্যায় দেখা দিয়াছিল সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাহাকে এখন সত্য করিয়া জানিতেছ ইহাকেও মিথ্যা করিয়া জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়েতে মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। পুনরায় যদি কহ যে পরমাত্মা প্রপঞ্চময় জগতের আশ্রয় হয়েন ইহা স্বীকার করিলাম কিন্তু তাঁহার জ্ঞানে কোনো প্রয়োজন নাই। উত্তর। আত্মার জ্ঞান যে পর্য্যন্ত না হয় তাবৎ প্রপঞ্চময় জগতের সত্যজ্ঞান থাকিয়া নানাপ্রকার দুঃখ এবং দুঃখমিশ্রিত সুখের ভাজন জীব হয় কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না যেমন রাঙ্গেতে রূপার ভ্রম যাবৎ থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্তির প্রয়াসে দুঃখ পায় সেই রূপার ভ্রম দূর হইয়া যথার্থ রাঙ্গের জ্ঞান হইলে তাহার প্রয়াস এবং তজ্জন্য দুঃখ আর থাকে না। যদি বল তিন প্রকার অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই মায়িক বিশেষণের নিষেধ দ্বারা পরমাত্মাকে বেদে প্রতিপন্ন করিতেছেন তবে পৃথক্ করিয়া তুরীয়কে বর্ণন করিবার কি আবশ্যকতা আছে যেহেতু ঐ তিন প্রকার বিশেষণকে কহিলেই ঐ তিন প্রকার হইতে যে ভিন্ন তেঁহ তুরীয় হয়েন ইহা বোধগম্য সুতরাং হইতো। উত্তর। যদি তিন প্রকার অধিষ্ঠাতা হইতে বস্তুত তুরীয় ভিন্ন হইতেন তবে ঐ তিন প্রকারকে কহিলেই তাহা হইতে ভিন্ন যে তুরীয় তাঁহার প্রতীতি হইতো কিন্তু ঐ তিন অবস্থার যে অধিষ্ঠাতা তেঁহই তুরীয় হয়েন তবে তিন অবস্থা মায়িক এ নিমিত্ত

তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতাকেই তিন অবস্থা হইতে পৃথক্ করিয়া তুরীয় শব্দে কহিয়াছেন যেমন রজ্জুকে ভ্রম সর্পের অধিষ্ঠাতা করিয়া কখন উপলব্ধি করিতেছি কখন বা সর্পের নিষেধের দ্বারা কেবল রজ্জুকে উপলব্ধি করি অতএব বাস্তবিক উভয়ের ভেদ নাই ঐ বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী নিষ্কল পরমাত্মা তেঁহই উপাস্য হইয়াছেন।। ওঁ তৎ সৎ।।

গোস্বামীর সহিত বিচার

।। ওঁ তৎ সৎ ।।

অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বব্যাপি যে পরব্রহ্ম তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বহির্মুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্যে ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্র যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন। প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রশ্ন করেন যে "সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন ইহার উত্তর বাক্য কি সংগ্রহ করিবে যেহেতু এ কথা সকল দর্শনকারদিগের সম্মত কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে ব্রহ্মেতে কোনো উপাধি দোষ স্পর্শ হইবে না অথচ বেদেরা প্রতিপন্ন করিতেছেন তাহার প্রকার কি" উত্তর। বেদ সকল ব্রহ্মের সত্তাকে কি রূপে প্রতিপন্ন করেন আর উপাধি দোষ স্পর্শ বিনা কি রূপে ব্রহ্মতত্ত্ব কথনে বেদেরা প্রবর্ত্ত হয়েন ইহা জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে পক্ষপাত পরিত্যাগপূর্ব্বক দশোপনিষদ্ বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করেন যদি চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে তবে বেদান্তের বিশেষ অবলোকনের পরে এতাদৃশ প্রশ্নের পুনরায় [২] সম্ভাবনা থাকে না। সংপ্রতি আমরাও এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কেনোপনিষৎ। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।। যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় ব্রহ্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন এবং ঘটপটাদি হইতে ভিন্ন অথচ অদৃশ্য যে পরমাণু তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন। বৃহদারণ্যক। অথাত আদেশো নেতি নেতি। এ বস্তু ব্রহ্ম নহে এ বস্তু ব্রহ্ম নহে ইত্যাদিরূপে যাবৎ জন্য বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন এই মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ বেদে করেন কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ দেখিয়া আর জড়স্বরূপ শরীরের প্রবৃত্তি দেখিয়া এই সকলের কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহার সত্তাকে নিরূপণ করেন। যদি এই প্রশ্নের উত্তরকে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশেষ মতে কোনো জ্ঞানির নিকট আপনকার জানিবার ইচ্ছা হয় তবে মুণ্ডকোপনিষদের শ্রুতি এবং গীতাস্মৃতির অর্থের আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিবেন। মুণ্ডকোপনিষৎশ্রুতি। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বিনয়-পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর [৩] নিকট যাইবেক। গীতাস্মৃতি। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। প্রণিপাত ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানির নিকটে তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবেক।। আপনি তৃতীয় পৃষ্ঠায় পুনরায় লিখেন যে তোমাদের যদি কোনো বেদান্তভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার এমৎ জ্ঞান হইয়া থাকে তবে সে কুজ্ঞান। উত্তর। কেবল ভগবৎপূজ্যপাদের ভাষ্যেই ব্রহ্মকে আকাররহিত করিয়া কহিয়াছেন এমৎ নহে কিন্তু তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্ত-সূত্রে ব্রহ্মকে নামরূপের ভিন্ন করিয়া স্পষ্টরূপে এবং প্রসিদ্ধ শব্দে সর্ব্বত্র কহেন এ সকল শাস্ত্র অপ্রাপ্য নহে সুতরাং তাহাতে কাহারো প্রতারণার সম্ভাবনা নাই অতএব তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কঠবল্লী। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ আছে এ নিমিত্ত শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুর্জিহ্বা ঘ্রাণ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পৃথিবী হয়েন জলেতে গন্ধ গুণ নাই এ প্রযুক্ত পৃথিবী হইতে জল সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ ভিন্ন চারি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন আর তেজেতে গন্ধ ও রস এই দুই গুণ

নাই এ নিমিত্ত জল হইতে তেজ সূক্ষ্ম [৪] এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ আর জিহ্বা ইহা ভিন্ন তিন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন আর বায়ুতে রূপ রস গন্ধ এই তিন গুণ নাই এ নিমিত্ত তেজ হইতেও বায়ু সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইযা ঘ্রাণ জিহ্বা চক্ষু এই তিন ইন্দ্রিয় ভিন্ন যে দুই ইন্দ্রিয় তাহার গোচর হয়েন আর আকাশেতে স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই চারি গুণ নাই এ নিমিত্ত বায়ু হইতেও আকাশ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ত্বক্ চক্ষুর্জিহ্বা ঘ্রাণ এই চারি ভিন্ন কেবল এক শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন অতএব এ পাঁচ গুণের এক গুণও যে পরমাত্মাতে নাই তেঁহ কিরূপ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক এবং ইন্দ্রিযের অগোচর হযেন তাহা কি প্রকারে বলা যায়। মুণ্ডক। যত্তদ-দ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং ইত্যাদি। যে ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন আর হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়েব গ্রাহ্য নহেন এবং জন্মরহিত এবং চক্ষুঃশ্রোত্র হস্তপাদাদি অবয়ব-রহিত হয়েন ইত্যাদি। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং। যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্ববিশেষণরহিত হয়েন এই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচব হয়েন না এবং ব্যবহারের যোগ্য তেঁহ হযেন না আব [৫] হস্তপাদাদি ইন্দ্রিযের দ্বারা তেঁহ গ্রাহ্য হয়েন না এবং তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না এবং তাঁহাব স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে আর তেঁহ শব্দেব দ্বারা নির্দেশ্য নহেন।। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। বেদান্তের। ৩ অধ্যায়। ২ পাদ। ১৪ সূত্র। ব্রহ্ম কোনো প্রকারেই রূপবিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বত্র প্রাধান্য হয।। অতএব এই সকল স্পষ্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধ যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে তাহার জ্ঞানকে কুজ্ঞান করিয়া কহিতে তাঁহারাই পারেন যাঁহাদের বেদে প্রামাণ্য নাই অথবা যাঁহারা প্রতারণার উদ্দেশে কিম্বা পক্ষপাত করিয়া স্পষ্টার্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা করেন।। পুনর্ব্বাব তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে না। উত্তর। যদ্যপি বেদ দুর্জ্ঞেয় বটেন তত্রাপি বেদের অনুশীলন করা ব্রাহ্মণেব নিত্য ধর্ম্ম হইযাছে অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। শ্রুতিঃ। ব্রাহ্মণেন নিঃকারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেযো জ্ঞেয়শ্চ ইতি। ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম এই যে ষড়ঙ্গ বেদেব অধ্যায়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন। ভগবান্ মনু [৬]। আত্মজ্ঞানে সমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান। ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ইন্দ্রিযনিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই এই হেতু বেদেব অর্থাবধারণ সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে এই নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মসংহিতাতে তাবৎ বেদার্থের বিববণ করিয়াছেন। শ্রুতি। যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্ বৈ ভেষজং। যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য। এবং বিষ্ণুরুদ্রাংশ-সম্ভব ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তসূত্রের দ্বাবা বেদার্থেব সমন্বয় করিযাছেন এবং ভগবান্ পূজ্য-পাদ শঙ্করাচার্য্য ঐ বেদান্তসূত্রেব এবং দশোপনিষদের ভাষ্যে তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন অতএব বেদ দুর্জ্ঞেয় হইয়াও এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন ইহাতে কোনো আশঙ্কা হইতে পারে না। ব্যাসস্মৃতি। বেদাদ্ যোঽর্থঃ স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেদ্ যদি। ঋষিভি-র্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং। বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহাতে যদি শঙ্কা জন্মে তবে ঋষিরা যেরূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞ[৭]ব্যক্তিদের আর শঙ্কা হইতে পাবে না। আব সেই পৃষ্ঠাতে আপনি লিখেন যে পরমার্থ বিষয়ে প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে পাবে না। ইহাব উত্তর। অনুমানাদি সকল প্রমাণের মূল যে প্রত্যক্ষ তাহা প্রমাণ না হইলে তাবৎ প্রমাণ উচ্ছন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হয় তবে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র যাহা প্রত্যক্ষ দেখি এবং প্রত্যক্ষ শুনি তাহার অপ্রামাণ্য হইয়া সকল ধর্ম্ম লোপ হইতে পারে আর প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিফল হয কিন্তু বেদশাস্ত্রকে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ করিয়া লোককে জানাইলে নবীন মতাবলম্বীদের উপকার আছে যেহেতু বেদের প্রামাণ্য থাকিলে তাঁহাদের স্বয়ংরচিত

কৃত গ্রন্থ ও ভাষা পয়ার সকল যাহা বেদবিরুদ্ধ তাহা লোকে মান্য হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষকে প্রমাণ স্বীকার করিলে জন্যকে নিত্য করিয়া ও অচেতনকে সচেতন করিয়া এবং একদেশস্থায়িকে বিশ্বব্যাপক করিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না সুতরাং নবীন-মতাবলম্বিরা বেদে এবং প্রত্যক্ষে অপ্রামাণ্য জন্মাইবার চেষ্টা আপন মতের [৮] স্থাপনের নিমিত্ত অবশ্যই করিবেন কিন্তু বেদ যাহার বিচারণীয় না হয় ও প্রত্যক্ষ যাহার গ্রাহ্য নহে তাহার বাক্য বিজ্ঞ লোকের গ্রাহ্য কি প্রকারে হইতে পারে। বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদাদিতে যাহার প্রামাণ্য নাই তাহার বাক্য কেহো প্রমাণ করে না আর যে মতের স্থাপনের নিমিত্তে বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয় আর প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ জানাইতে হয় সে মত সত্য কি মিথ্যা ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। আর চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখেন বেদার্থনির্ণায়ক যে মুনিগণ তাঁহাদের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে একারণ বেদার্থনির্ণায়ক পুরাণ ইতিহাস তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হইবে। উত্তর বেদার্থনির্ণয়কর্ত্তা মুনিগণের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে এ নিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় হয়েন তবে পরস্পরবিরুদ্ধ যে ব্যাসাদি ঋষিবাক্য তাহা কি রূপে বিচারণীয় হইতে পারে অতএব এই যুক্তির অনুসারে পুরাণ এবং [৯] ইতিহাস প্রভৃতি যাহা ঋষিবাক্য তাহাও বিচারণীয় না হইয়া সকল ধর্ম্মের লোপাপত্তি হয় দ্বিতীয়ত এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে দুর্জ্ঞেয় নিমিত্ত বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হয়েন তবে আপনারা গায়ত্রী সন্ধ্যা দশ সংস্কার প্রভৃতি বেদমন্ত্রে করেন কি পুরাণবচনে করিয়া থাকেন। পুরাণাদিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে ইতিহাসছলে স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুদিগের নিমিত্ত ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র মান্য কিন্তু পুরাণ ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদ নহেন যেহেতু সাক্ষাৎ বেদ হইলে শূদ্রাদির শ্রোতব্য হইতেন না এবং আপনকার যে মতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন সে মতে পুরাণাদি সাক্ষাৎ বেদ হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। তবে যে বেদের তুল্য করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে বেদ হইতে গুরুতর লিখেন আর আগমে আগমকে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র যেমন ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন এ ব্রত [১০] অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন আর যেমন পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশত নামের ফলে কহিয়াছেন। রাজানো দাসতাং যান্তি বহ্নয়ো যান্তি শীততাং। এই স্তবের পাঠ করিলে রাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হন আর অগ্নি সকল শীতল হন যদি এ বাক্য প্রশংসাপর না হইয়া যথার্থ হইত তবে এ স্তব পাঠ করিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইতো না আর একাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় এমৎ স্মৃতিতে কহিয়াছেন সে নিন্দা দ্বারা শাসনপর না হইয়া যদি যথার্থ ব্রহ্মহত্যা হয় তবে পূতিকা ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কেন না করে। এইরূপে ঐ সকল বাক্য কোনো স্থানে প্রশংসাপর কোনো স্থানে বা শাসনপর হয়। পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্য্য তাহা ঐ পুরাণ ইতিহাসের কর্ত্তা তাহাতেই কহিয়াছেন। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ভারতব্যপদেশেন আম্নায়ার্থাঃ প্রদর্শিতাঃ। স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ এ সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে পারেন না এ নিমিত্ত ভারতের উপদেশে তাবৎ বেদের অর্থ স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন। সর্ব্ব[১১]-বেদার্থসংযুক্তং পুরাণং ভারতং শুভং। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতং। সকল বেদার্থ সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে স্ত্রী শূদ্র পতিত ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদব্যাস কহিয়াছেন। অতএব বেদ এবং বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলোচনাতে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাতেই কৃতার্থ হইবেন। শ্রুতিঃ। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ইত্যাদি। সেই পরমাত্মাকে বেদবাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল

জানিতে ইচ্ছা করেন। মনুঃ। বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অর্থ যথার্থরূপে জানে এবং তাহার অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি যে কোনো আশ্রমে থাকিয়া ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়। যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ। বেদের বিরুদ্ধে যেং স্মৃতি ও বেদবিরুদ্ধ তর্ক তাহা সকলকে নিষ্ফল করিয়া জানিবে যেহেতু মনু প্রভৃতি ঋষিরা তাহাকে নরকসাধন করিয়া কহেন। ৫। [১২] আপনি ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার এবং তিনি যাহা জানিয়াছেন ও যাহা করিয়াছেন তাহাই প্রমাণ আর ইহার পোষক পুরাণের বচন লিখিয়াছেন। ইহার উত্তর। এ যথার্থ বটে এই নিমিত্তই ভগবান্ বেদব্যাস বেদের সমন্বয়ার্থে যে শারীরক সূত্র করিয়াছেন তাহা বিশেষ নিঃসন্দেহে মান্য হইয়াছে এবং স্ত্রী শূদ্রাদির নিমিত্ত যে পুরাণ ইতিহাস করিয়াছেন তাহাও মান্য এবং অধিকারিবিশেষের উপকারক হয় এ কথা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিয়াছি এবং বেদব্যাস ভিন্ন মনু প্রভৃতি ঋষিরা যাহা করিয়াছেন তাহাও সর্ব্বপ্রকারে মান্য। পুনরায় সপ্তম পৃষ্ঠায় লিখেন যে পুরাণের মধ্যে যেং স্থানে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে সে সাত্ত্বিক আর ব্রহ্মাদির মাহাত্ম্য যাহাতে আছে তাহা রাজস আর শিবাদির মাহাত্ম্য যে পুরাণে আছে সে তামস এবং গরুড়পুরাণ বলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন। ইহার উত্তর। তমোলেশরহিত যে মহাদেব তাঁহার মাহাত্ম্য যে শাস্ত্র থাকে সে শাস্ত্র তামস হয় মনু প্রভৃতি কোনো শাস্ত্রে নাই বিশেষত মহাভারতে লিখেন। যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ। যাহা [১৩] মহাভারতে নাই তাহা কুত্রাপি নাই সে মহাভারতেও শিবমাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে তামস করিয়া কহেন নাই বরঞ্চ মহাভারত শিবমাহাত্ম্যেতে পরিপূর্ণ হয় তবে আপনি গরুড়পুরাণ বলিয়া যে সকল বচন লিখিয়াছেন এরূপ বচন কোন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে দ্বিতীয়ত মহাভারতীয় দানধর্ম্মে শিবের প্রতি বিষ্ণুর বাক্য। নমোস্তু তে শাশ্বতসর্ব্বযোনয়ে ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষয়ো বদন্তি। তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ ত্বামেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ। সর্ব্বদা একরূপ সকলের উৎপত্তিকারণ আর যাহাকে সাধু ঋষিরা ব্রহ্মার অধিপতি করিয়া কহেন আর তপস্যা ও সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণের সাক্ষী যে তুমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি।। সদাশিবাখ্যা যা মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা। সদাশিবাখ্য মূর্ত্তির তমোলেশ নাই। ইত্যাদি বচনের দ্বারা মহাদেব সর্ব্বপ্রকারে তমোরহিত হয়েন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে তবে কিরূপে তাঁহার মাহাত্ম্য তামস হইতে পারে অতএব সমূলক এই সকল বচনের দ্বারা পূর্ব্ববচনের অমূলত্ব বোধ হয় আর মহাদেবের অংশাবতার নানা প্রকার রুদ্র ও ভৈরব হইতে কখনং তামস কার্য্য হইয়াছে সে তমোদোষ মহা[১৪]দেবে কদাপি স্পর্শ হয় না যেমন বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারে বেদনিন্দা জন্য দোষ বুদ্ধতেই আশ্রয় করিয়াছে কিন্তু সে দোষ বিষ্ণুতে স্পর্শ হয় নাই। যদিও গরুড় পুরাণে ঐ সকল বচন যাহাতে শিবের মাহাত্ম্যকে তামস করিয়া লিখেন তাহা পাওয়া যায় তবে সেই পুরাণের প্রকরণ দেখা উচিত হয় যেহেতু মহাভারতবিরুদ্ধ ও শিবনিন্দাবোধক যে বচন সে দক্ষযজ্ঞপ্রকরণীয় বাক্য হইবেক অতএব শিব বিষয়ে দক্ষাদির নিন্দাবাক্য ও বিষ্ণু বিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না অধিকন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি যে রাজসতামসাদিরূপ পুরাণেতে যে সকল শিবাদির মাহাত্ম্য এবং চরিত্র লিখিয়াছেন তাহা সত্য কি মিথ্যা যদি মিথ্যা কহ তবে বেদব্যাসের সত্যবাদিত্বে ব্যাঘাত হয় আর আপনি যে কহিয়াছ যে বেদব্যাস যাহা কহিয়াছেন সে প্রমাণ তাহারও বিরোধ হয় আর যদি সত্য কহ তবে পুরাণ মাত্রেরি সমান রূপেই মান্যতা হইবেক। আপনি অষ্টম পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদান্তসূত্র অতি কঠিন ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরি[১৫]তোষ না পাইয়া বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থস্বরূপ পুরাণচক্রবর্ত্তি শ্রীভাগবত মহাপুরাণ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে গরুড়পুরাণের প্রমাণ লিখিয়াছেন। তদ্যথা। অর্থোয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগ-

ত্যাদতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽযং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতা-
:।। উত্তর শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন এমৎ বিবাদ করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি কিন্তু
বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ শ্রীভাগবত নহেন ইহাতে কি অন্যের কি আমাদের সকলেরি
নিশ্চয় আছে তবে তাবদ্দেশের অশ্রুত নবীন বার্ত্তা এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব সংপ্রদায় সংপ্রতি
উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহা স্থাপনের নিমিত্ত গরুড়পুরাণীয় কহিয়া ঐরূপ বচনের রচনা
করিয়াছেন কিন্তু শ্রীভাগবত বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ নহেন এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা
যাইতেছে প্রথমত ঐ সকল বচন যাহা আপনি লিখিয়াছেন প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের ধৃত নহে।
দ্বিতীয়ত শ্রীধর স্বামী যিনি ভাগবতকে লোকে পুরাণ [১৬] করিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন
তিনিও এরূপ গরুড়পুরাণের স্পষ্ট বচন থাকিতে ইহা হইতে অস্পষ্ট বচন সকল ভাগবতের
প্রমাণের নিমিত্ত আপন টীকার প্রথমে লিখিতেন না। তৃতীয়ত আপনকার লিখিত গরুড়-
পুরাণের বচনের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মহাভারত ও বেদার্থনির্ণায়ক
য় বেদান্তসূত্র তাহার অর্থকে শ্রীভাগবতে বিবরণ করিয়াছেন আর পুরাণের মাহাত্ম্য কথনে
আপনি পূর্ব্বে লিখেন যে পুরাণ সকল সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বেদার্থকে কহেন ইহাতে
আপনকার পূর্ব্বাপর বাক্যবিরোধ হয় যেহেতু ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে সংপূর্ণ শ্রীভাগবত
এবং বেদের বিবরণ ও পুরাণচক্রবর্ত্তি না হইয়া বেদার্থ যে মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র তাহার
বিবরণ হইলেন। চতুর্থ এ দেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এবং সুলভ সংস্কৃতে
অনায়াসে পুরাণের ন্যায় বচনের রচনা হইতে পারে এই অবসর পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা
যেমন শ্রীভাগবতকে ভাষ্য করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড়পুরাণ বলিয়া বচন রচনা করিয়া-
ন আর দুই তিন শত বৎ[১৭]সরের মধ্যে জন্ম যাঁহাদের এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ এমৎ নবীন২
ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ বলিয়া যেমন কল্পিত
বচন লিখেন সেইরূপ কোনো২ শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবতরূপে
স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণীয় বচনের প্রকাশ করেন। তদ্যথা। ভগবত্যাঃ কালিকায়া
মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে। নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ। কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো
বৈষ্ণবমানিনঃ। অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ। যে গ্রন্থেতে নানা অসুর বধের
সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন তাহাকে ভাগবত করিয়া জানিবে। কলিযুগে
বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া
অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবেক। অতএব পূর্ব্ব২ গ্রন্থকারের অধৃত বচন সকলকে শুনিবা
মাত্র যদি পুরাণ করিয়া মান্য করা যায় তবে পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এইরূপ
শাক্তের কথিত বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং [১৮] অর্থের
নির্ণয় ও ধর্ম্মের লোপ এককালে হইয়া উঠে অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্ব্ব-
সম্মত টীকা না থাকে তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না।
পঞ্চম শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহেন ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি সুব্যক্ত হইতেছে
যেহেতু। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অবধি। অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। এ পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ শত বেদান্ত-
সূত্র সংসারে বিখ্যাত আছে তাহার মধ্যে কোন্ সূত্রের বিবরণস্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে
লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপ গ্রন্থ শ্রীভাগবত বটেন কি না
তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক। তদ্যথা। দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে। বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে
ক্রোশসংজাতহাসঃ স্তেয়ং স্বাদ্ব্যত্ত্যথ দধি পয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ। মর্কান্ ভোক্ষ্যন্
বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্।।২২।
শ্লোক। এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ
সুপ্রতীকোঽয়মাস্তে। ২৪ শ্লোক।। ২২ অধ্যায়ে। ভগবানুবাচ। ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ
করিষ্যথ। [১৯] অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ। ১২ শ্লোক।। ৩৩ অধ্যায়ে।

কস্যাশ্চিন্নাট্যাবিক্ষিপ্তকুণ্ডলাত্বিষমণ্ডিতং। গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং। ১৪ শ্লোক। কখন২ শ্রীকৃষ্ণ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়িয়া দিতেন ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া দুর্বাক্য কহিলে হাসিতেন আর চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে সুস্বাদু দধি দুগ্ধ তাহা ভক্ষণ করিতেন আর আপন খাদ্য ঐ দধি দুগ্ধ বানরদিগ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন আর না খাইতে পারিলে সেই সকল ভাণ্ড ভাঙ্গিতেন আর খাদ্য দ্রব্য না পাইলে ক্রোধ করিয়া গোপবালককে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন।। ২২।। এইরূপে পরিস্কৃত গৃহের মধ্যে বিষ্ঠা মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন চৌর্য্য কর্ম্ম করিয়াও সাধুর ন্যায় প্রসন্নরূপে থাকিতেন ২৪। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগ্যের বস্ত্র হরণপূর্ব্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদের প্রতি কহিতেছেন যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোমরা হাস্যবদনে আমার নিকট ঐরূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। ১২। নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডলদ্বয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন [২০] গণ্ড সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পণ করিতেছেন এমন যে কোনো গোপী তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিতেন।। ১৪।। বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ব্বলোক-বিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞ লোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন।। অধিকন্তু কৃষ্ণ নাম আর তাঁহার অন্য২ প্রসিদ্ধ নাম ও তাঁহার রূপ ও গুণ বর্ণনেতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ হইয়াছেন কিন্তু বেদান্তসূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কি কৃষ্ণের কোনো প্রসিদ্ধ নামের লেশো নাই সুতরাং তাঁহার রূপ গুণ বর্ণনের সহিত বিষয় কি অতএব যাহার সামান্য বোধ আছে এবং পক্ষপাতে নিতান্ত মগ্ন না হইয়া থাকে সে অবশ্যই জানিবেক যে যে গ্রন্থ যাঁহার উদ্দেশে হয় তাহাতে সেই দেবতার অথবা সেই ব্যক্তির প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বর্ণন বাহুল্যরূপে অবশ্য থাকে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহার নাম গুণ বর্ণন হইতে শূন্য হয় না অতএব এই সকল বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে বেদান্তসূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই। যদি বল বৈষ্ণব সংপ্রদায় কেহ২ কেবল ব্যুৎপত্তিবলের [২১] দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড২ করিয়া বেদান্তশাস্ত্রকে স্পষ্টার্থের অন্যথা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপক্ষে এবং তাঁহার রাসক্রীড়াদি লীলাপক্ষে বিবরণ করিয়াছেন। উত্তর সেইরূপে শৈব সকল ঐ বেদান্তসূত্রকে ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা শিবপক্ষে ও তাহার কোচবধূর সহিত লীলাপক্ষে অক্ষর ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং এইরূপে বিষ্ণুপ্রধান শ্রীভাগবতকে কালীপক্ষে ব্যাখ্যা কোনো শাক্তবিশেষে করিয়াছেন অতএব এরূপ ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা প্রকরণকে এবং প্রসিদ্ধার্থকে ত্যাগ করিয়া এরূপ ব্যাখ্যার প্রামাণ্য করিলে কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহা স্থির না হইয়া শাস্ত্র সকল কদাপি প্রমাণ হইতে পারেন না। ষষ্ঠ। বেদান্ত ভিন্ন অন্য২ দর্শনকার আপন২ দর্শনের ভাষ্য দেহ করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য আচার্য্য সকলে করিয়াছেন অতএব এ রীতি দ্বারাও বুঝা যায় যে আপনকৃত বেদান্তসূত্রের অর্থ বেদব্যাস করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য ভগবান্ পূজ্যপাদ বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন। সপ্তম। শাস্ত্রের প্রমাণ শাস্ত্রান্তরও হয়েন অতএব গোতম কণাদ জৈমিনি প্রভৃতি অন্য২ দর্শনকার যাঁহারা বেদব্যাসের সমকালীন এবং ভ্রমপ্রমাদরহিত ছিলেন [২২] তাঁহারা এবং তাঁহারদের ভাষ্যকারেরা যখন আপন২ গ্রন্থে বেদান্তমতকে উত্থাপন করিয়াছেন অদ্বৈতবাদ বলিয়া বেদান্তের মতকে কহিয়াছেন কিন্তু আপনকার মতে শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য সাকার গোপীজনবল্লভ যে পরিমিতরূপ তেঁহ বেদান্তের প্রতিপাদ্য হয়েন এমত কেহ কহেন নাই। অষ্টম। বেদার্থবিবরণকর্ত্তা যত মুনি তাঁহাদের মধ্যে ভগবান্ মনু সকলের প্রধান তাঁহার বাক্যের বিপরীত যে সকল বাক্য তাহা অপ্রমাণ হয় যেহেতু বৃহস্পতি কহেন। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে। মনুর অর্থের বিপরীত যে ঋষিবাক্য তাহা মান্য নহে অতএব সেই ভগবান্ মনু বেদের অধ্যাত্মকাণ্ডের অর্থের বিবরণে বেদান্তসম্মত অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করেন কিন্তু ভাগবতীয় হস্তপাদাদিবিশিষ্ট পরিমিত বিগ্রহকে প্রতি[illegible]

করেন নাই। মনুঃ। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি। যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে দেখে এমৎরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণ ন্যায়ে যাগাদি কর্ম্ম করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বেষামপি [২৩] চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ। সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম করিয়া জানিবে যেহেতু তাবৎ ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং তাহার দ্বারাই মুক্তিপ্রাপ্তি হয়। এবং উপসংহারে ভগবান্ মনু লিখেন। এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা। স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বভূতে আত্মাকে সমতা ভাবে জ্ঞান করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। বরঞ্চ যেমন অন্য২ দেবতাকে এক২ অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া ভগবান্ মনু কহিয়াছেন সেইরূপ বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতামাত্র করিয়া কহেন। তদ্‌যথা। মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং। বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র এইরূপ কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দিক্ হয়েন পাদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও বলের অধিষ্ঠাতা হর এবং বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি আর গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও সন্তান উৎপত্তিস্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি হয়েন ইঁহাদের ঐ২ অঙ্গের সহিত অভেদরূপে ভাবনা করিবেক। নবম। অন্য২ পুরাণ [২৪] ইতিহাস করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ না হইলে পর শ্রীভাগবত করিলেন এই আপনকার যে লিখন ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোনো ঋষিবাক্য নাই দ্বিতীয়ত পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্ব্বের গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই এরূপ যুক্তির দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহ তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম আর তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদব্যাস রচনা করেন তবে ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীভাগবত করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচিলেন। শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ। ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ। শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্ব্বিংশতি শৈবকং। দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি। বিষ্ণুপুরাণে। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা। ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্ব্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন।। দশম। যদি বল শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ হইতে শ্রীভাগবতকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন উত্তর কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্ব্বোত্তম করিয়া কহিয়াছেন এমত নহে বরঞ্চ প্রত্যেক পুরাণের শেষে ঐরূপে সেই২ পুরাণকে অন্য হইতে প্রধান করিয়া কহিয়া[২৫]ছেন। শ্রীভাগবত। নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা। অর্থাৎ শ্রীভাগবত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ। ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী। তথা সর্ব্বপুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ। অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। এই রূপ প্রশংসার দ্বারা অন্য২ পুরাণের অপ্রাধান্য তাৎপর্য্য হইলে পুরাণ সকল পরস্পর অনৈক্য হইয়া কোনো পুরাণের প্রামাণ্য থাকে না অতএব ইহার তাৎপর্য্য প্রশংসামাত্র কিন্তু অন্য পুরাণের খণ্ডন তাৎপর্য্য নহে। অধিকন্তু এ স্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে যদি বেদ বেদান্ত শাস্ত্র কঠিন রচনা এবং দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত আপনকার মতে অবিচারণীয় হয়েন তবে শ্রীভাগবত যাহাকে বেদ বেদান্ত হইতেও কঠিন এবং দুর্জ্ঞেয় দেখা যাইতেছে তেঁহ কিরূপে বিচারণীয় হইতে পারেন।। আপনি পঞ্চম পত্রে লিখেন এই যে "ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরদ্বিষাং। ইত্যাদি অনেক বচন পরে আজ্ঞপ্ত ভগবান্ শিব শিবার প্রতি কহিয়াছেন। বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি সম্যগুক্তং ময়াহনঘে। [২৬] ইত্যাদি অনেক বচন পরে। ব্রহ্মণোহস্য পরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্য জগতোহপ্যস্য মোহনায় কলৌ যুগে। এ সকল বচন দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্ব২ যুগে অসুর মোহনের নিমিত্ত ভগবান্ শিব নানাপ্রকার পাশুপতাদি শাস্ত্র করিয়াছেন এবং কলিযুগে আপনি শ্রীমদাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভাষ্যাদি শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মের পররূপ অর্থাৎ আকার

লিপ্তক অর্থাৎ অলীক ইহা প্রতিপন্ন করিয়া জগতের আসুরস্বভাব লোক সকলকে মোহযুক্ত করিলেন অতএব আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাহার কৃত ভাষ্য দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের যাথার্থ্য আচ্ছাদিত হয় কি না।" ইহার উত্তর এ সকল বচন যদ্যপিও সমূল হয় তত্রাপি ইহার দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কৃত ভাষ্য অলীক হয় এমৎ কদাপি প্রতিপন্ন হইতেছে না কিন্তু এই মাত্র প্রমাণ হয় যে যদি বেদবাহ্য কোনো শাস্ত্র ভগবান্ মহেশ্বর করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মস্বরূপকে যদি কোনো স্থানে বেদোক্তের বিপরীত করিয়া কহিয়া থাকেন তবে সে অসুরদিগের মোহনার্থ বটে আর যদি ঐ বচনকে প্রমাণ করিয়া এমৎ বল যে মহেশ্বরকৃত তাবৎ শাস্ত্র অপ্রমাণ [২৭] হয় তবে তান্ত্রিক দীক্ষা যাহা শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে এদেশে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিতেছেন তাহা মিথ্যা হইয়া সম্যক্ প্রকারে ওই উপাসনাকে নিরর্থক স্বীকার করিতে হয় অথচ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে কলিতে তন্ত্রোক্ত মতে দেবতার উপাসনা করিবেক। আগমোক্ত-বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। যেহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসারহিত ব্যক্তিদের ঐরূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনার দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়। আর অমূলক কিম্বা সমূলক ঐ বচনের অবলম্বন করিয়া শিবোক্ত তাবৎ শাস্ত্রকে মিথ্যা আর মহেশ্বরকে প্রতারক করিয়া যদি বৈষ্ণবেরা কহেন তবে তন্ত্রবচনে নির্ভর করিয়া তান্ত্রিকেরা পুরাণ সকলকে মিথ্যা এবং বিষ্ণুকে প্রতারক করিয়া কহিলে কি করা যায় ইহাতে কেবল পুরাণ এবং তন্ত্রের পরস্পর বিরোধে কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না এবং শিব বিষ্ণুর প্রতারকত্ব উপস্থিত হইয়া চাতুর্বর্ণ্যের ধর্ম্ম লোপ হয়। যথোক্তং কুলাবলীতন্ত্রে। বেদা বিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধ-রূপিণা। হরের্নাম ন গৃহ্নীয়াৎ ন স্পৃশেত্তুলসীদলং। ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চয়েৎ। এ সকল বচন যদিও সমূল হয় তবে ইহার তাৎপর্য্য এই [২৮] যে এ সকল অধিদৈবত শাস্ত্র ইহাতে যখন যে দেবতাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া কহেন তখন সে দেবতার প্রাধান্য আর অন্য দেবতার অপ্রাধান্য কহিয়া থাকেন ইহার দ্বারা কেবল প্রতিপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসামাত্র তাৎপর্য্য হয়। যথা বিষ্ণুমাহাত্ম্যে। গীতা। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। অর্থাৎ বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। দেবীমাহাত্ম্যে। একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। অর্থাৎ দেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। শিবমাহাত্ম্যে। মহেশ্বরগীতা। প্রতিপাদ্যোঽস্মি নান্যোঽস্তি প্রভুর্জগতি মাং বিনা। অর্থাৎ মহাদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। ইন্দ্রমাহাত্ম্যে বৃহদারণ্যক। তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব বিজানীহি ইতি। অর্থাৎ ইন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। প্রাণবায়ু-মাহাত্ম্যে প্রশ্নোপনিষৎ। এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ। অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। গরুড়মাহাত্ম্যে আদিপর্ব্ব। ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং ইতি। অর্থাৎ গরুড় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। এইরূপে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া অন্যাপেক্ষা এক২ দেবতার প্রাধান্যরূপে বর্ণন করিলে অন্য দেবতা কদাপি হেয় হয়েন না।। যদ্যপিও ভগবান্ [২৯] আচার্য্যের কৃত ভাষ্যকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলেরি দুষ্কৃতের কারণ হয় তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত অপবাদজনক হইবেক যেহেতু পূজ্যপাদ ভগবান্ ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন আর শ্রীধর স্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্যশ্রেণীতে ছিলেন তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কি অন্য সংপ্রদায়ে সর্ব্বথা মান্য এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন আর সেই শ্রীধর স্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে ভাষ্যকারমতং সম্যক তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা ইত্যাদি। ভাষ্যকারের মত ও ভাষ্যের টীকাকারদিগের মতকে আলোচনা করিয়া যথামতি গীতা ব্যাখ্যা করি। এবং শ্রীভাগবতের টীকাতেও লিখেন যে। সম্প্রদায়ানুসারেণ পূর্ব্বাপর্য্যানুসারত ইত্যাদি। অতএব ভগবান্ আচার্য্যের মত মোহের কারণ হয় এমৎ কহিলে চৈতন্যদেব ও শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সংন্যাসীদিগ্যে মুগ্ধ করিয়া স্বীকার করিতে হইবেক আর

আচার্য্যমতানুসারে [৩০] যে সকল শ্রীধর স্বামীর টীকা তাহারি বা কি প্রকারে মানতা হইতে পারে অতএব আচার্য্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আর আমাদের প্রতি আচার্য্যমতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের শ্লাঘ্য সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব।। আপনি ছয়ের পৃষ্ঠায় লিখেন যে ব্রহ্ম সাকার মূর্ত্তি হয়েন কিন্তু সে আকার মায়িক নহে কেবল আনন্দের হয় আর সেই আকার কেবল ভক্ত জনের চক্ষুগোচর হয়। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম আকার ভিন্ন হয়েন তাহার প্রমাণ তাবৎ বেদান্ত এবং দর্শন সকল আছেন ইহার প্রতিপাদক কথক শ্রুতি ও বেদান্ত-সূত্র ও স্মৃতি প্রভৃতি পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে অতএব তাহাকে এ স্থলে পুনর্ব্বার লিখিবার প্রয়োজন নাই এবং বেদসম্মত যুক্তি দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে বস্তু সাকার সে নিত্য সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মস্বরূপ কদাপি হইতে পারে না যেহেতু প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতেছি যে আকার-বিশিষ্ট কোনো এক বস্তু যদ্যপিও অতিবৃহৎ হয় তথাপি আকাশের এবং দিক্ ও কালের অবশ্য ব্যাপ্য হইয়া থাকে বিশ্বের ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারে না [৩১] সুতরাং সেই বস্তু অবশ্যই পরিমিত ও নশ্বর হইবেক এবং ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে কোনো বস্তু চক্ষুগোচর হয় সে কদাপি স্থায়ী নহে অতএব প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে অস্থায়ী এবং পরিমিত তাহাকে ব্যাপক এবং নিত্যস্থায়ী পরমেশ্বর করিয়া কিরূপে কথা যায় আর যাহা বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ তাহাকে বেদে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে সে কিরূপে মান্য করিতে পারে আর পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত ভিন্ন কেবল আনন্দের আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদের চক্ষুগোচর হয় আপনকার এ কথা অত্যন্ত অসম্ভাবিত যেহেতু পৃথিবী জল তেজ ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তু ব্যতিরেক কোনো আকার চক্ষুগোচর হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে এরূপ বিশ্বাস তাবৎ হইতে পারে না যাবৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল পক্ষপাতের দ্বারা অবশ না হয় যদি বল পৃথিব্যাদিভিন্ন আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার আছে কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উত্তর। শ্রুতি স্মৃতি এবং অনুভব ও প্রত্যক্ষ ইহার বিরুদ্ধ আপনকার এ কথা সেইরূপ হয় যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও শশারুর শৃঙ্গ ইহারো একটি২ [৩২] অপ্রাকৃত রূপ আছে কিন্তু তাহা কেবল সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় আর আকাশপুষ্পেরো অপ্রাকৃত এক প্রকার গন্ধ আছে কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের ঘ্রাণগোচর হয়। বস্তুত আনন্দের হস্ত পাদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এ সকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হয় কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি যে অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে আনন্দের রচিত হস্তপাদাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন তাঁহার বেশ ভূষা বস্ত্র আভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তি ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত বস্তুত আনন্দের দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড হয় অথচ আনন্দের কিম্বা ক্রোধাদির ব্রহ্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক অদ্যাপি কেহো আনন্দাদিরচিত কণিকাও দেখিতে পাইলেন না।। নবম পৃষ্ঠায় লিখেন যে সাকার হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অস্থায়ি এবং পরিমিত হয় এবং আনন্দনির্ম্মিত অবয়বের অসম্ভব এ দুই তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তর যেখানে২ তর্কের নিষেধ আছে সে বেদবিরুদ্ধ [৩৩] তর্ক জানিবে কিন্তু বেদসম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্ব্বথা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য অতএব শ্রুতিসকল পূর্ব্বে যাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি পরমেশ্বরকে অরূপ অদ্বিতীয় অচিন্ত্য অগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী করিয়া কহিয়াছেন আর ব্রহ্ম ভিন্ন যাবৎ বস্তুকে অল্প নশ্বর নিরানন্দ করিয়া কহেন এই অর্থকে মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি এবং আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই যুক্তি দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন তদনুসারে আমরাও সেই অর্থকে ওই বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিতেছি। বেদার্থকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিবেক ইহার প্রমাণ শ্রুতি। শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদি। বেদবাক্যের দ্বারা পরমাত্মাকে শ্রবণ করিয়া

যুক্তিদ্বারা নিশ্চিত করিবেক। মনু। আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ। যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মকে জানে ইতরে জানে না। বৃহস্পতি। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অর্থের নিশ্চয় করিবেক না যেহেতু তর্ক বিনা শাস্ত্রা[৩৪]র্থকে নির্ণয় করিলে ধর্ম্মের হানি হয়।। আপনি ষষ্ঠ পত্রে লিখিয়াছেন যে গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণেতে সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাকার যে কৃষ্ণ কেবল তেঁহো সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন ইহার উত্তর। আপনকার এ কথা তবে গ্রাহ্য হইতে পারিত যদি সাকার সকলের মধ্যে কেবল কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম করিয়া কহিতেন কিন্তু আপনারা যেমন গোপালতাপনী শ্রুতি ও ভাগবতকে প্রমাণ করিয়া কৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহেন সেইরূপ শাক্তেরা দেবীসূক্ত ও অন্য২ উপনিষৎকে প্রমাণ করিয়া কালিকাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া থাকেন এবং কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদ্রী ও শিবপুরাণ প্রভৃতি শ্রুতি স্মৃতিতে মহেশ্বরকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন এইরূপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মা সূর্য্য অগ্নি প্রাণ গায়ত্রী অন্ন মন আকাশ ইত্যাদি ব্রহ্ম করিয়া কহেন এবং পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তাররূপে বর্ণন করেন সেইরূপ শিবপুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালীপুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে ও শাম্বপুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যকে বিশেষরূপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন এবং মহাভারতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনকেই ব্রহ্ম [৩৫] করিয়া কহেন অতএব তাপনী ও ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এই প্রমাণের বলে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণবিগ্রহকে কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মানা যায় তবে ব্রহ্মা সদাশিব সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি যাহাদিগে বেদে এবং পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া কেন না স্বীকার কর। যদি কহ পুরাণাদিতে অনেক স্থানে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন আর অন্যকে বাহুল্যরূপে কহেন নাই এ প্রযুক্ত কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর। যাহাদের নিকট বেদ ও পুরাণ সকল প্রমাণ হয় তাহারা এমত কহে না যে বারম্বার বেদে যাহাকে কহিবেন এবং যে বিধি দিবেন তাহা মান্য আর এক বার দুই বার যাহা কহেন তাহা মান্য নহে যেহেতু যাহার বাক্য প্রমাণ হয় তাহার একবার কথিত বাক্যকেও প্রমাণ করিয়া মানিতে হয়। দ্বিতীয়ত অন্য অপেক্ষা করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুল্যরূপে কহিয়াছেন এমত নহে যেহেতু দশোপনিষৎ বেদান্তের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতি। তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্তোবা[৩৬]চাপিপাস এব স বভূব সোহন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি।। আঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোনো এক ঋষি তেঁহ দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে পুরুষযজ্ঞবিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে যে ব্যক্তি পুরুষযজ্ঞকে জানেন তেঁহ মরণসময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন পরে কৃষ্ণ ঐ ঋষি হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিস্পৃহ হইলেন।। এই শ্রুতির অনুসারে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১০ স্কন্ধে। ৬৯ অধ্যায়ে নারদ কৃষ্ণকে এইরূপ দেখিতেছেন। ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্যতং। যথা। ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং।।১৯।। কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন কোনো স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন কোথায় বা প্রকৃতির পর যে ব্যাপক এক পরমাত্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন এমত্বর স কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন। বরঞ্চ সর্ব [illegible] তির বাহুল্যরূপে বেদে ব্রহ্ম করিয়া [illegible] ক্ষপ্রতিপাদক গোপালতাপনী গ্রন্থ হইতে ও কৈবল্যোপনিষদ ও শতরুদ্রী প্রভৃতি শিবপ্রতিপাদক শ্রুতি সকল বাহুল্যরূপে প্রসিদ্ধ [৩৭] আছেন এবং মহাভারতেও কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন অপেক্ষা করিয়া শিবমাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে পুরাণ ও উপপুরাণাদিতেও বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষ্ণমাহাত্ম্য অপেক্ষা করিয়া ভগবান্ শিবের এবং ভগবতীর বর্ণন অল্প হইবেক না। যদি কেহ

হাকে২ বেদে ও পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন এবং তাঁহাদের হস্তপাদাদিও ওইরূপ আনন্দনির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর অবয়ববিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। ইত্যাদি সমুদায় শ্রুতির বিরোধ হয় দ্বিতীয়ত ঐ বেদসম্মত যুক্তির দ্বারাতেও এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ এক বিনা অনেক হইতে পারে না তৃতীয়ত বেদে যাহাকে২ ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহাদের সকলের আনন্দময় হস্তপাদাদি স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রকারে প্রত্যক্ষের বিপরীত হয় যেহেতু সূর্য্য বায়ু অগ্নি ইত্যাদি যাঁহাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে তাঁহাদেরো আনন্দের নির্ম্মিত শরীর স্বীকার করিতে হইবেক এবং সূর্য্যের ও অগ্নির আনন্দময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা সুখানুভব হইতে পারিত। যদি বল যে [৩৮] সকল দেবতাদের ব্রহ্মরূপে বর্ণন আছে তাঁহারা অনেক হইয়াও বস্তুত এক হয়েন। উত্তর। পরব্রহ্মদৃষ্টিতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কি দেবতা কি অন্য সকলেই এক বটেন কিন্তু নামরূপময় প্রপঞ্চদৃষ্টিতে শঙ্খ চতুর্ভুজ একবক্ত্র পঞ্চবক্ত্র কৃষ্ণবর্ণ শ্বেতবর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন২ শরীরের ঐক্য স্বীকার করিলে ঘট পট পাষাণ বৃক্ষ ইত্যাদিরো ঐক্য স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষকে এবং শাস্ত্রকে একেবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। যদি বল এইরূপে যত নামরূপবিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সে সকল শাস্ত্র কি অপ্রমাণ। উত্তর। সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণ যেহেতু তাহার মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদান্তসূত্রে করিয়াছেন ।। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ।।৪ অধ্যায়। ১ পাদ। ৬ সূত্র।। নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে নাম রূপের আরোপ করিতে পারে না যেহেতু ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট হয়েন আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে হইতে পারে কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না যেমন রাজার অমাত্যে রাজবুদ্ধি করা যায় কিন্তু রাজাতে অমাত্যবুদ্ধি করা যায় না অতএব নাম রূপ সকল যে সদ্রূপ পর[৩৯]মাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করা অশাস্ত্র নহে। এইরূপে নামরূপবিশিষ্ট সকলকে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিবাতে কি জানি ঐ সকলকে নিত্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করিয়া যদি লোকের ভ্রম হয় এনিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁহাদিগের পরবারের জন্য এবং নাম করিয়া পুনঃ২ কহিয়াছেন যেন কোনো মতে এমত ভ্রম না হয় যে উঁহাদের দেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম হয়েন। এ স্থলে তাহার এক উদাহরণ লিখা যাইতেছে রূপে অন্যত্র জানিবেন যেমন শ্রীকৃষ্ণকে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া পুনরায় ধর্ম্মে লিখেন। রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেন জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা। অর্থাৎ শিবভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের এ ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। সৌষুপ্তিকে। প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। মহাদেব হইতে শত২ সহস্র২ হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন। দানধর্ম্মে। ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ। ব্রহ্মা বিষ্ণু আর সকল দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু মহাদেব হয়েন। শিবপুরাণ।
লোকাধিপতিদেবস্য শম্ভোর্ভক্তিপরায়ণঃ। কালীপদপ্রসাদেন গোলোকস্য [৪০] পালকঃ। শিবের ভক্তিতে রত যে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণ তেঁহ কালীপদপ্রসাদেতে লোকের পালনকর্ত্তা হয়েন ।। ৭ পত্রে লিখিয়াছেন যে চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। এ বচনের তাৎপর্য্য এই যে সূক্ষ্ম রূপের অর্থাৎ চতুর্ভুজাদি আকারের ধ্যানের নিমিত্ত প্রতিমা করা যায় এবং। পাতালমেতস্য হি পাদমূলং ইত্যাদি ভাগবতের শ্লোক যাহাতে বিশ্বসংসারকে পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ কহিয়াছেন সেই সকল শ্লোককে ইহার প্রমাণ দেন। উত্তর। আশ্চর্য্য এই যে আপনকার বক্তব্য হইয়াছে এই যে পাষাণাদিনির্ম্মিত প্রতিমা তাহা ঈশ্বরের কল্পিত রূপ হয় ইহাই এ বচনের তাৎপর্য্য কিন্তু [illegible] কল্পিত রূপ [illegible] পরমে[illegible] [illegible] ভাগবতের শ্লোকের [illegible] যথার্থ বটে আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত যে বিশ্ব তাহা প্রপঞ্চময় কাল্পনিক হয় কেবল সদ্রূপ পরমাত্মার আশ্রয়ে সত্যের

ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে ঐ প্রপঞ্চময় বিশ্বের মধ্যে পাষাণাদি এবং [৪১] পাষাণাদিনির্ম্মিত মূর্ত্তি ও যে২ শরীরের ঐ সকল মূর্ত্তি হয় সে সকলেই ঐ কাল্পনিক বিশ্বের অন্তর্গত হয়েন কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি কালে জন্মিতেছেন এবং কালে নষ্ট হইতেছেন ইহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে বাহুল্যরূপে পাইবেন। আর এ স্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে চিন্ময়স্য ইত্যাদি শ্লোকের প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে এই অর্থ স্পষ্টরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যে জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয়রহিত বিভাগশূন্য এবং শরীররহিত যে পরব্রহ্ম তাঁহার রূপের কল্পনা উপাসকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন কিন্তু ইহার কোন্ শব্দ হইতে চতুর্ভুজাদি আকার আপনি প্রতিপন্ন করেন। বিশেষত শ্লোকের অর্থ এই যে রূপরহিতের রূপ কল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন আপনি ব্যাখ্যা করেন যে চতুর্ভুজাদি রূপের ক্ষুদ্র২ রূপ কল্পনা করিয়াছেন অতএব যে সকল ব্যক্তি প্রথম অবধি আপনকাদের মতে প্রবিষ্ট হইয়া পক্ষপাতে মগ্ন না হইয়া থাকে তাহারা এরূপ সর্ব্বপ্রকার বিপরীত ব্যাখ্যাকে কর্ণেও স্থান দেয় না। বস্তুতঃ যে২ [৪২] বচনে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ শতভুজ সহস্রভুজ ইত্যাদি রূপেতে ব্রহ্মারোপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেই সকল বচনের সহিত বেদান্তসূত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ ঋষিরা ও গ্রন্থকর্ত্তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে সেই সকল আকার কল্পনা মাত্র যাবৎ পর্য্যন্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হয় তাবৎ ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয় কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পর কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না যেহেতু সেই ব্যক্তি সকল দেবের পূজ্য হয়। ছান্দোগ্যশ্রুতি। সর্ব্বে অস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি ব্রহ্মনিষ্ঠে, সকল দেবতারা পূজা করেন। বৃহদারণ্যক। তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে ব্রহ্মনিষ্ঠের বিঘ্ন করিতে দেবতারাও সমর্থ হয়েন না ।। আর যদ্যপিও শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সাকারকে ব্রহ্ম করিয়া ভূরি স্থানে কহিয়াছেন বস্তুত পর্য্যবসানে অধ্যাত্মজ্ঞানকেই সর্ব্বত্র দৃঢ় করিয়াছেন যেমন শ্রীভাগবতে ভগবান কৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিতে কহিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে কি কৃষ্ণকে কি তাবৎ চরাচরকে জ্ঞান করিবে অতএব আব্রহ্ম[৪৩]স্তম্বপর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করে সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্বে কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক। দশম স্কন্ধের ৮৫ অধ্যায়ে বসুদেবের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য। অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেহপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং। হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ বসুদেব আমি ও তোমরা এবং এই বলদেব আর দ্বারকাবাসি যাবৎ লোক এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান এমত নহে কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান। অতএব যে ভাগবতে কৃষ্ণবিগ্রহকে ব্রহ্ম কহেন সেই ভাগবতে ঐ ভগবান কৃষ্ণ বিধি দিতেছেন যে যেমন আমাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে সেইরূপ যাবৎ চরাচর নাম রূপেতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে। এবং নানাপ্রকার দারুময় শিলাময় প্রভৃতি প্রতিমা পূজার বিধান ভাগবতে করিয়াছেন কিন্তু পুনরায় ঐ ভাগবতে সিদ্ধান্ত করেন তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে কপিলবাক্য। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং। তাবৎ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার প্রতিমার পূজা বিধিপূর্ব্বক করিবেক [৪৪] যাবৎ অন্তঃকরণে না জানে যে আমি পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করি। অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং। আমি সকল ভূতে আত্মস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি এমৎরূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাতে পূজার বিড়ম্বনা করে। যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী আমি যে আত্মস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। অতএব পরমেশ্বরকে নিত্য করিয়া যাহার বিশ্বাস আছে তাহার প্রতি প্রতিমাদিতে পূজার নিষেধ ঐ ভাগবতে করিয়াছেন। যদি এমন আশঙ্কা কর যে শ্রীভাগবতে এবং মহাভারতে স্থানে২ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বস্বরূপ আত্মা করিয়া কহিয়াছেন অতএব তেঁহই কেবল সাক্ষাৎ

ব্রহ্ম হয়েন। তাহার উত্তর। ভগবান্ কৃষ্ণ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিলও আপনাকে সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণস্বরূপ পরমাত্মারূপে কহিয়াছেন অথচ আপনারা এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন আর [৪৫] কপিল ও কৃষ্ণ ইঁহারাই কেবল ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন এমৎ নহে কিন্তু ইন্দ্র প্রতর্দ্দনের প্রতি এইরূপ আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন। মামেব বিজানীহি ইত্যাদি। এইরূপ অন্যং দেবতা এবং ঋষিরা ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন অতএব ইহার মীমাংসা বেদান্তসূত্রে করিয়াছেন। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ। বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সে শাস্ত্রানুসারেই কহিয়াছেন যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন যে আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি। শ্রুতি। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। অধিক কি কহিব আমরাও আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিবার অধিকার রাখি ইহার প্রমাণ। অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাবান্॥ আপনি দশম পত্রে লিখেন যে তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি এই শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই ইহাতে বোধ হইতেছে যে জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয় এবং ভক্তির দ্বারাও সাক্ষাৎ মুক্তি হয়। উত্তর। যদ্যপিও এ শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই [৪৬] তথাপি উপক্রম উপসংহার এবং অন্যং শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিয়া এবকারের যোগ বিদিত্বা শব্দের সহিত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। কঠবল্লী। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি অর্থাৎ নিত্যমুক্তি হয় তদিতরের মুক্তি হয় না। কেনশ্রুতি। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। যে সকল ব্যক্তি ইহ জন্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন তাঁহাদের সকল সত্য হয় অর্থাৎ মুক্তি হয় আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না জানেন তাঁহাদের মহান্ বিনাশ হয়। ভগবদগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির প্রশংসা বাহুল্যরূপে করিয়াও সিদ্ধান্তকালে এই কহিয়াছেন যে জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না কিন্তু সেই জ্ঞানের কারণ ভক্তি ও কর্ম্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার হয়। গীতা। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। শ্রীধরস্বামির ব্যাখ্যা। যে সকল [৪৭] ভক্ত এইরূপে আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে তাহাদিগ্যে সেই জ্ঞানরূপ উপায় আমি দি যাহার দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর সেই ভক্তদিগের অনুগ্রহ নিমিত্ত বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশময় জ্ঞানস্বরূপ দীপের দ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে নষ্ট করি॥ মনু॥ সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ। এই সকল ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান পরম ধর্ম্ম হয়েন তাঁহাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ জানিবে যেহেতু সেই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়॥১১ পত্রে লিখেন যে আমরা এক স্থানে লিখিয়াছি যে এ সকল যত কহিয়াছেন সে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাত্র আর অন্যত্র লিখি যে এ প্রকার রূপের পূজা কেবল অল্পকালের পরম্পরাদ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে অতএব আমাদের দুই বাক্যের পরস্পর অনৈক্য হয়। উত্তর। পূর্ব্বে যে সকল অধিকারী দুর্ব্বল ছিলেন তাহারা মন স্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন সেই রূপকে পরব্রহ্মপ্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন কিন্তু সেই পরিমিত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্য এবং নিত্য[৪৮]ধামবাসী যাহা বেদ এবং যুক্তি এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয় এমৎ জানিতেন না পরে সেই কাল্পনিক রূপকে বিভু নিত্য ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে আর যে স্থলে আমরা লিখিয়াছিলাম যে রূপকল্পনা অল্পকালে হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে বৈষ্ণব শৈব শাক্তকৃত নানাপ্রকার নবীনং বিগ্রহ এদেশে অল্প কাল অবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে ইহা ঈশোপনিষদের ভূমিকার ১৪ পৃষ্ঠে দৃষ্টি করিয়া দেখিবেন॥

পুনরায ১১ পত্রে জিজ্ঞাসা করেন যে এক বিষয়ের মানস জ্ঞান হইয়া পরে অন্য বিষয়ের মানস জ্ঞান হইলে পূর্ব্ব বিষযের মানস জ্ঞান ধ্বংস হয কিম্বা বিষযের ধ্বংস হয। উত্তর। সর্ব্বথা অনুভবসিদ্ধ বিষযেতে এরূপ জিজ্ঞাসা করা এ অত্যন্ত আশ্চর্য্য। আপনকার এ আশঙ্কা নিবৃত্তি করণের পথ অতি সুগম আছে যে আপনকার কোনো স্বজনের কিম্বা অন্য কোনো জনের মানস জ্ঞান করিলে পুনরায় অন্য বিষযের মানস জ্ঞান করিলে পূর্ব্বের মানস জ্ঞান তৎক্ষণাৎ নাশকে পাইবেক কিন্তু সেই স্বজন কিম্বা অন্য জন যদ্বিষযের মানস জ্ঞান হইয়াছিল সে তৎ[৪৯]ক্ষণাৎ নষ্ট না হইয়া পরে২ কালে নষ্ট হইবেক সেইরূপ এ স্থানেও জানিবেন যে যাহার মনোময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া মনেতে রচনা করিবেন মনের অন্য বিষযের সহিত সংযোগ হইলে সেই মনোময় মূর্ত্তির তৎক্ষণাৎ নাশ হইবেক এবং সেই মনোময়ী মূর্ত্তি যাহার হয তেঁহো কাষ্ঠের এবং [illegible] সুতরাং তাঁহারো কালে লোপ হইবেক। তথাহি ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ [illegible] যে পরিমিত সে অবশ্যই নষ্ট হইবেক।। যদি পুরাণেতে এবং [illegible] সেই সকল মনোময়ী মূর্ত্তি হয তাহাদের শরীর [illegible] প্রশংসাপর করিয়া জানিবে যেহেতু পুরাণাদিতে বর্ণিত। প্রমাণ এবং [illegible] অপ্রাকৃত কহেন তখন তাহাকে সামান্য প্রাকৃত হইতে [illegible] তাৎপর্য্য হয।। যেমন পদ্মনাভোপি যো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃত-মানুষঃ। [illegible] সে প্রাকৃত মনুষ্য নহে ইত্যাদি। অন্যথা পৃথিবী অপ্ তেজ বায়ু [illegible] প্রাকৃত এই পঞ্চ ভূত ভিন্ন শরীর হইবার সম্ভাবনা[৫০] নাই।। এখন এই উত্তরের সঙ্গে [illegible] নিবেদন করিতেছি যে মহাশয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত অতএব কোন্ ধর্ম্ম পরমার্থ সাধন হয [illegible] কোন্ ব্যাপার কেবল মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়াস্বরূপ হয ইহা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য বিবেচনা করিবেন। ইতি ১২২৫ [illegible] আষাঢ়।

সহমরণ বিষয়
প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ

ওঁ তৎ সৎ

প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ

প্রথমে প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন।—আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে তোমরা সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস করিতেছ।।

নিবর্ত্তকের উত্তর।—সর্ব্বশাস্ত্রেতে এবং সর্ব্বজাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাহারাই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন।

প্রবর্ত্তক।—তোমরা এ বড় অযোগ্য কহিতেছ যে সহমরণ ও অনুমরণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় এ বিষয়ে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদের বচন শুন। [২] মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে।। তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে। তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং সানুগচ্ছতি।। ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে।। মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে। পুনাতি ত্রিকুলং সাধ্বী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।। তত্র সা ভর্ত্তৃপরমা পরা পরমলালসা। ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।। ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি মানবঃ। তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যঙ্গিরসভাষিতং।। সাধ্বীনামেব নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃতে। নান্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ।। স্বামী মরিলে পর যে স্ত্রী ঐ পতির প্রজ্বলিত চিতাতে আরোহণ করে সে অরুন্ধতী যে বশিষ্ঠের পত্নী তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মনুষ্যের দেহেতে যত লোম আছে যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি তত বৎসর স্বর্গে বাস করে।। আর যেমন সর্পগ্রাহকেরা আপন বলের দ্বারা গর্ত্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করিয়া লয় তাহার ন্যায় বলের দ্বারা ঐ স্ত্রী স্বামীকে লইয়া তাহার সহিত সুখ ভোগ করে। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃ[৩]কুল এবং স্বামিকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে। আর অন্য স্ত্রী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা আর স্বামীর প্রতি অত্যন্তশ্রদ্ধাযুক্ত যে ঐ স্ত্রী সে পতির সহিত তাবৎ পর্য্যন্ত স্বর্গ ভোগ করে যাবৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত না হয়। আর পতি যদি ব্রহ্মহত্যা করেন কিম্বা কৃতঘ্ন হয়েন কিম্বা মিত্রহত্যা করেন তথাপি ঐ পতিকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করে ইহা অঙ্গিরামুনি কহিয়াছেন।। স্বামী মরিলে সাধ্বী স্ত্রী সকলের অগ্নি প্রবেশ ব্যতিরেক অন্য ধর্ম্ম নাই।। [illegible] ইতিহাসচ্ছলে

যাহা ব্যাস লিখিয়াছেন তাহাও শুন।। পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং। তত্র চিত্রাঙ্গদধরং ভর্তারং সান্বপদ্যত।। পতিব্রতা যে এক কপোতিকা সে পতি মরিলে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল পরে ঐ কপোতিকা স্বর্গে যাইয়া পতিকে পায়।। এবং হারীতের বচন শুন। যাবন্নাগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রী নাত্মানং প্রদাহয়েৎ। তাবন্ন মুচ্যতে সা হি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চনেতি।। পতি মরিলে স্ত্রী যাবৎ পর্য্যন্ত অগ্নিতে আত্মাকে দাহ না করে তাবৎ স্ত্রীযোনি হইতে কোনোরূপে মুক্ত হয় না। এবং বিষ্ণু ঋষির বচন শুন। মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বেতি। পতি মরিলে পত্নী ব্রহ্মচর্য্যের অনু[৪]ষ্ঠান করিবেন কিম্বা পতির চিতাতে আরোহণ করিবেন। এখন অনুমরণ বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণের বচন শুন।। দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং। নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং।। ঋগ্‌বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী। ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ।*। অন্যদেশস্থ পতির মৃত্যু হইলে পর সাধ্বী স্ত্রী স্নান আচমনপূর্ব্বক পতির পাদুকাদ্বয়কে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক। এইরূপ অগ্নিপ্রবেশ করিলে ঐ স্ত্রী আত্মঘাতিনী হয় না যেহেতুক ঋক্‌বেদের বাক্য আছে কিন্তু তাহার মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয় সেই অশৌচ অতীত হইলে পুত্রেরা যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিবেন।*। মৃতানুমরণং নাস্তি ব্রাহ্মণ্যা ব্রহ্মশাসনাৎ। ইতরেষু তু বর্ণেষু তপঃ পরমমুচ্যতে।। জীবন্তী তদ্ধিতং কুর্য্যান্মরণাদাত্মঘাতিনী। যা স্ত্রী ব্রাহ্মণজাতীয়া মৃতং পতিমনুব্রজেৎ। সা স্বর্গমাত্মঘাতেন নাত্মানং ন পতিং নয়েৎ। মৃত পতির অনুমরণ ব্রাহ্মণী করিবেন না যেহেতু বেদের শাসন আছে আর ইতর বর্ণের যে স্ত্রী তাহাদের অনুমরণকে পরম তপস্যা করিয়া কহেন। ব্রাহ্মণী জীবদ্দশায় থাকিয়া পতির হিত কর্ম্ম করিবেন। আর ব্রাহ্মণ জাতির যে স্ত্রী পতি মরিলে [৫] অনুমরণ করে সে আত্মঘাতজন্য পাপের দ্বারা আপনাকে ও পতিকে স্বর্গে লইতে পারে না।। এইরূপ নানা স্মৃতিবচনের দ্বারা সিদ্ধ যে সহমরণ ও অনুমরণ তাহাকে কিরূপে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কহ এবং তাহার অন্যথা করিতে চাহ।

নিবর্ত্তক।—এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে এবং এ সকল বচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক যদি সহমরণ ও অনুমরণ করে তবে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গ ভোগ হয় কিন্তু বিধবাধর্ম্মে মনু প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর।। কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।। আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং।। পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্প মূল ফল তাহার ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না।। আর আহারাদি বিষয়ে নিয়মযুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাদের যে ধর্ম্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক থাকিবেন।। [৬] ইহাতে মনু এই বিধি দিয়াছেন যে পতি মরিলে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া যাবজ্জীবন কালক্ষেপ করিবেন অতএব মনুস্মৃতির বিরোধে যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদে কহিতেছেন।। যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্ভেষজং।। যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির স্মৃতি। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।। মনুস্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে। বিশেষত বেদে কহিতেছেন।। তস্মাদু হ ন পুরায়ুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াদিতি।। যেহেতু জীবন থাকিলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুসত্ত্বে আয়ুর্নাশ করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না। অতএব মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আপন২ স্মৃতিতে বিধবার প্রতি ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মই কেবল লিখিয়াছেন এই নিমিত্ত এই শ্রুতি ও মন্বাদি স্মৃতি দ্বারা তোমার পঠিত অঙ্গির প্রভৃতির স্মৃতি সকল বাধিত হইয়াছেন যেহেতু স্পষ্ট বিধি দেখিতেছি যে স্ত্রীলোক পতির কাল হইলে পর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মোক্ষ সাধন করিবেন।

[৭] **প্রবর্ত্তক।**—তুমি যে কহিতেছ সহমরণ ও অনুমরণ বিধায়ক অঙ্গিরা প্রভৃতির যে স্মৃতি তাহা মনুস্মৃতির বিপরীত হয় এ কথা আমরা অঙ্গীকার করি না যেহেতু মনু যে কর্ম্ম করিতে বিধি দেন নাই তাহা অন্য স্মৃতিকারেরা বিধি দিলে মনুর বিপরীত হয় না যেমন মনু সন্ধ্যা করিতে বিধি দিয়াছেন হরিসংকীর্ত্তন করিতে কহেন নাই কিন্তু ব্যাস হরিসংকীর্ত্তন করিতে কহিয়াছেন সে ব্যাসবাক্য মনুর বিপরীত নহে এবং হরিসংকীর্ত্তন করা নিষিদ্ধ না হয় সেইরূপ এখানেও জানিবে যে মনু বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্যের বিধি দিয়াছেন এবং বিষ্ণু প্রভৃতি ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ উভয়ের বিধি দিয়াছেন অতএব মনুস্মৃতি সহমরণের অভাব পক্ষে জানিবে।

নিবর্ত্তক।—সন্ধ্যা ও হরিসংকীর্ত্তনের উদাহরণ যাহা তুমি দিতেছ সে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণের সহিত সাদৃশ্য রাখে না যেহেতু দিনমানের মধ্যে সন্ধ্যার বিহিত কালে সন্ধ্যা করিলে তদ্ভিন্ন কালে হরিসংকীর্ত্তনের বাধা হবে না এবং সন্ধ্যার ইতরকালে হরিসংকীর্ত্তন করিলে সন্ধ্যার বাধা হয় না অতএব এ স্থানে একের বিধি অন্যের বাধক [৮] কেন হইবেক কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ বিষয়ে একের অনুষ্ঠান করিলে অন্যের অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা থাকে না অর্থাৎ পতি মরিলে যাবজ্জীবন থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান যাহা মনু কহিয়াছেন তাহা করিলে সহমরণের বাধ হয় এবং সহমরণ যাহা অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি কহিয়াছেন তাহা করিলে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মোক্ষ সাধনের বাধ হয় অতএব এ দুয়ের অবশ্যই বৈপরীত্য আছে। বিশেষত নান্যো হি ধর্ম্ম ইত্যাদি বচনে অঙ্গিরা ঋষি সহমরণের নিত্যতা কহেন এবং হারীত ঋষি আপন স্মৃতিতেও সহমরণ না করিলে স্ত্রীযোনি হইতে মুক্ত হয় না এইরূপ দোষ শ্রবণের দ্বারা নিত্যতা কহেন। অতএব ঐ সকল বচন সর্ব্বথাই মনুস্মৃতির বিপরীত হয়।

প্রবর্ত্তক।—অঙ্গিরার বচনে কহেন যে সাধ্বী স্ত্রীর সহমরণ বিনা অন্য ধর্ম্ম নাই আর হারীতবচনে সহমরণ না করিলে যে দোষশ্রবণ আছে তাহাকে আমরা মনুস্মৃতির অনুরোধে সহমরণের প্রশংসা মাত্র বলিয়া সঙ্কোচ করি কিন্তু সহমরণের নিত্যতাবোধক হয় এমৎ নহে এবং ঐ সকল বচনে সহমরণের ফলশ্রুতি আছে তাহার দ্বারাও সহমরণ কাম্য হয় এমৎ বুঝাইতেছে।

[৯] **নিবর্ত্তক।**—যদি মনুস্মৃতির অনুরোধ করিয়া সহমরণের নিত্যতাবোধক যে বাক্য অঙ্গিরা ও হারীতবচনে আছে তাহাকে স্তুতিবাদ কহিয়া সঙ্কোচ করিলে তবে ঐ মনুস্মৃতি যাহাতে পতি মরিলে বিধবা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিবেক এই বিধির দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের নিত্যতা দেখাইয়াছেন তাহার অনুরোধ করিয়া অঙ্গিরা ও হারীতাদির সমুদায় বচনের সঙ্কোচ কেন না কর এবং স্বর্গাদির প্রলোভ দেখাইয়া স্ত্রীহত্যাদর্শনে ক্ষান্ত কেন না হও। অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে কামনাপূর্ব্বক আত্মহননকে দৃঢ় করিয়া নিষেধ করিয়াছেন।

প্রবর্ত্তক।—যে সকল মনু স্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য ও শ্রুতি তুমি প্রমাণ দিলে তাহা প্রমাণ বটে কিন্তু সহমরণ বিষয়ে যে এই ঋগ্বেদের শ্রুতি আছে তাহাকে তুমি কি রূপে অপ্রমাণ করিতে পার। যথা।। ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সম্বিশন্তু। অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্নাঃ আরোহন্তু জলযোনিমগ্নে।। [১০।১৮।৭]

নিবর্ত্তক। [১০] এই শ্রুতি এবং ওই পূর্ব্বোক্ত হারীত প্রভৃতির স্মৃতি যাহা তুমি প্রমাণ দিতেছ সে সকল সহমরণের ও অনুমরণের প্রশংসা এবং স্বর্গফল প্রদর্শনের দ্বারা কাম্য বোধক হয় এবং ইহাকে কাম্য না কহিলে তোমারো উপায়ান্তর নাই এবং সকামাদের স্বর্গাদি কামনার প্রতি স্পষ্ট নিন্দা দেখিতেছি অতএব এ শ্রুতি ও হারীতাদি স্মৃতি সাধক আমাদের প্রতি বাধক নিষ্কাম শ্রুতি সর্ব্বথা হয় ইহার প্রমাণ। কঠোপনিষৎ।। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।। শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক্ হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম সেও পৃথক্ হয় ঐ জ্ঞান আর কর্ম্ম ইহারা পৃথক্২ ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন২ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন এই দুয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তাহার কল্যাণ

হয় আর যে কামনাসাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে পরমপুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।। মুণ্ডকোপনিষৎ।। প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি।। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জংঘন্যমানাঃ পরিযান্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।। অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা [১১] সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা পুনঃ২ জন্ম জরা মরণকে প্রাপ্ত হয়।। আর যে সকল ব্যক্তি আপনারা অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডেতে মগ্ন হইয়া অভিমান করে যে আমরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়েরা জন্মজরামরণাদিদুঃখে পীড়িত হইয়া পুনঃ২ ভ্রমণ করে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্ধসকল গমন করিলে পথে নানাপ্রকার ক্লেশ পায়।। এবং সকল স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসের সার যে ভগবদগীতা তাহাতে লিখিতেছেন।। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।। যে সকল মূঢ়েরা বেদের ফলশ্রবণবাক্যে রত হইয়া আপাতত প্রিয়কারী যে ওই ফলশ্রুতি তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহে আর কহে যে ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিরা দেবতাস্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরমপুরুষার্থ করিয়া জানে আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে [১২] এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভ দেখায় এমৎরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে এমৎ বাক্যসকলকে পরমার্থসাধন কহে অতএব ভোগৈশ্বর্য্যেতে আসক্তচিত্ত এমৎরূপ ব্যক্তিসকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না।। এবং মুণ্ডকশ্রুতি।। যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ইত্যাদি।। গীতা।। আধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং।। অর্থাৎ তাবৎ বিদ্যা হইতে অধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ হয়েন। অতএব এই সকল শ্রুতির ও গীতার প্রমাণে ফলপ্রদর্শক শ্রুতি সর্ব্বথা নিষ্কাম শ্রুতি দ্বারা বাধিত হয়েন। অধিকন্তু পূর্ব্ব২ ঋষিরা এবং আচার্য্যেরা ও সংগ্রহকর্ত্তারা এবং তোমরা ও আমরা সকলের এই সিদ্ধান্ত যে ভগবান্ মনু সর্ব্বাপেক্ষা বেদার্থজ্ঞাতা হয়েন তেঁহ ঐ দুই শ্রুতির অর্থকে বিশেষ জানিয়া সকাম শ্রুতির দুর্ব্বলতা স্বীকারপূর্ব্বক পূর্ব্বলিখিত নিষ্কাম শ্রুতির অনুসারে পতি মরিলে স্ত্রীকে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিতে বিধি দিয়াছেন। এবং ভগবান্ মনু সকাম ও নিষ্কামের বিবরণ আপনি করিয়াছেন।। ১২ অধ্যায়।। ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে।। প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সার্ষ্টিতাং। নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ।। [১৩] কি ইহলোকে কি পরলোকে বাঞ্ছিত ফল পাইবার এই কামনাতে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার নাম প্রবৃত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগের পর জন্মমরণরূপ সংসারে প্রবর্ত্তক হয় আর কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাসপূর্ব্বক যে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করে তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম কহি অর্থাৎ সংসার হইতে নিবর্ত্ত করায় যে সকল ব্যক্তি প্রবৃত্ত কর্ম্ম করে তাহারা দেবতাদের সমান হইয়া স্বর্গাদি ভোগ করে আর যে ব্যক্তি নিবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে শরীরের কারণ যে পঞ্চ ভূত তাহা হইতে অতীত হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়।

প্রবর্ত্তক।—তুমি যাহা কহিলে তাহা বেদ ও মনু ও ভগবদগীতাসম্মত বটে কিন্তু ইহাতে এই আশঙ্কা হয় যে স্বর্গাদিসাধন সহমরণ ও অন্য২ যজ্ঞাদি কর্ম্ম বেদে এবং অন্য২ শাস্ত্রে যাহা কহিয়াছেন সে সকল বাক্য কি প্রতারণা মাত্র হয়।

নিবর্ত্তক।—সে প্রতারণা নহে তাহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যেতে প্রবৃত্তি নানা প্রকার যাহারা কাম ক্রোধ লোভেতে [১৪] আচ্ছন্নচিত্ত হয় তাহারা নিষ্কাম পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবর্ত্ত না হইয়া যদি সকাম শাস্ত্র না পায় তবে এককালেই শাস্ত্র হইতে নিবর্ত্ত হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় যথেষ্টাচার করিবেক অতএব সেই সকল লোককে যথেষ্টাচার হইতে নিবর্ত্ত করিবার জন্যে

নানাপ্রকার যজ্ঞাদি যেমন শত্রুবধার্থীর প্রতি শ্যেনযাগ এবং পুত্রার্থীর প্রতি পুত্রেষ্টি যাগ ও স্বর্গার্থীর প্রতি জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ইত্যাদির বিধান করিয়াছেন কিন্তু পরে পরে ঐ সকল সকামীর নিন্দা করিয়াছেন এবং ঐ সকল ফলের তুচ্ছতা পুনঃ২ কহিয়াছেন যদি এইরূপ বারংবার সকামির নিন্দা ও ফলের তুচ্ছতা না করিতেন তবে ঐ সকল বাক্যে প্রতারণার আশঙ্কা হইতে পারিত। ইহার প্রমাণ কঠোপনিষৎ।। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে।। জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতার নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদর-পূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় [১৫] করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। ভগবদ্গীতা।। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।। কর্ম্মবিধায়ক বেদ সকল সকাম অধিকারিবিষয়ে হয়েন অতএব হে অর্জ্জুন তুমি কামনারহিত হও। ও কর্ম্মফলের নিন্দাবোধক শ্রুতি শুন।। ইহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি।। যেমন ইহলোকে কৃষ্যাদি কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত যে ফল তাহা পশ্চাৎ নষ্ট হয় সেইরূপ পরলোকে পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত যে স্বর্গাদি ফল তাহা নষ্ট হয়। গীতা। ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।। যে সকল ব্যক্তি ত্রিবেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং ঐ সকল যজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করিয়া স্বর্গ প্রার্থনা করে সে সকল ব্যক্তি যজ্ঞশেষ ভোজনের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ গমন করিয়া নানা-প্রকার দেবভোগ প্রাপ্ত হয়। পরে সেই সকল ব্যক্তি ঐরূপে স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় [১৬] হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আইসে অতএব কাম্য ফলার্থি ব্যক্তিসকল এইরূপ ত্রিবেদোক্ত কর্ম্ম করিয়া কখন স্বর্গে কখন মর্ত্ত্যলোকে পুনঃ২ যাতায়াত করে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না।

প্রবর্ত্তক।—তুমি সহমরণ ও অনুমরণের অন্যথা বিষয়ে যে সকল শ্রুতিস্মৃতিকে প্রমাণ দিলে যদ্যপিও তাহার খণ্ডন কোনো রূপে হইতে পারে না কিন্তু আমরা ঐ হারীতাদি স্মৃতির অনুসারে সহমরণ ও অনুমরণের ব্যবহার করিয়া পরম্পরায় আসিতেছি।

নিবর্ত্তক।—তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যায় ঐ সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত্ত করন অযোগ্য হয় দ্বিতীয়ত ঐ সকল বচনেতে ও তদনুসারে তোমাদের রচিত সঙ্কল্পবাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই [১৭] বৃহৎ বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন্ হারীতাদির বচনে আছে যে তদনুসারে করিয়া থাকহ অতএব এ কেবল জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীহত্যা হয়।

প্রবর্ত্তক।—যদিও এরূপ বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা হারীতাদি বচনের দ্বারা প্রাপ্ত নহে তথাপি সঙ্কল্পের পর সহমরণ না করিলে পাপ হয় এবং লোকত নিন্দা আছে এনিমিত্ত আমরা করিয়া থাকি।

নিবর্ত্তক।—পাপের ভয় যে কহিলে সে তোমাদের কথামাত্র যেহেতু ঐ স্মৃতিতেই কহিয়াছেন যে প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে পাপের ক্ষয় হয়। যথা। চিতিভ্রষ্টা চ যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুদ্ধেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ।। প্রাজাপত্য ব্রতে অসমর্থ হইলে এক ধেনুমূল্য তিন কাহণ কড়ি উৎসর্গ করিলেই সিদ্ধ হয়। অতএব পাপের

ভয় নাই তবে লোকনিন্দাভয় যাহা কহিতেছ তাহাও অন্যায় যেহেতু যে সকল লোক জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীহত্যা না করিলে নিন্দা করে তাহাদের স্তুতি নিন্দাকে সাধু ব্যক্তিরা গ্রহণ করেন না আর ঈশ্বরের ভয় ও ধর্ম্মভয় ও শাস্ত্রভয় এ সকলকে ত্যাগ [১৮] করিয়া কেবল স্ত্রীবধেচ্ছু লোকের নিন্দাভয়ে স্ত্রীবধ করাতে কিরূপ পাতক হয় তাহা কি আপনি বিবেচনা না করিতেছেন।

প্রবর্ত্তক।—যদ্যপি এরূপ বন্ধনাদি করা শাস্ত্রপ্রাপ্ত নহে তথাপি তাবৎ হিন্দুর দেশে এইরূপ পরম্পরা হইয়া আসিতেছে এ প্রযুক্ত আমরা করি।

নিবর্ত্তক।—তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্পদেশ যে এই বাঙ্গলা ইহাতেই কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন বিশেষত কোনো ব্যক্তি যাহার লোকভয় ও ধর্ম্মভয় আছে সে এমত কহিবেক না যে পরম্পরাপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রীবধ মনুষ্যবধ ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরম্পরাকে মান্য করিলে বনস্থ এবং পর্ব্বতীয় লোক যাহারা২ পরম্পরায় দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছে তাহাদিগ্যে নির্দ্দোষ করিয়া মানিতে হয় এবং এ সকল কুকর্ম্ম হইতে তাহাদিগে নিবর্ত্ত করণে প্রয়াস পাওয়া [১৯] উচিত হয় না বস্তুত ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণের উপায় শাস্ত্র এবং শাস্ত্রসংমত যুক্তি হইয়াছেন সে শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে অসম্মত এরূপ স্ত্রীবধ হয় এবং যুক্তিতেও অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভ দেখাইয়া বন্ধনপূর্ব্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয়।

প্রবর্ত্তক। এরূপ সহমরণে ও অনুমরণে পাপই হউক কিম্বা যাহা হউক আমরা এ ব্যবহারকে নিবর্ত্ত করিতে দিব না ইহার নিবৃত্তি হইলে হঠাৎ লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই নিঃশঙ্ক হইয়া থাকেন এবং পতিও যদি জীবৎকালে জানিতে পারে তবে তাহারো মনে স্ত্রীঘটিত কলঙ্কের কোনো চিন্তা হয় না ইতি।

নিবর্ত্তক। কেবল ভাবি আশঙ্কাকে দূর করিবার নিমিত্তে এরূপ স্ত্রীবধে পাপ জানিয়াও নির্দ্দয় হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হইতেছ তবে ইহাতে আমরা কি করিতে পারি কিন্তু [২০] ব্যভিচারের আশঙ্কা পতি বর্ত্তমান থাকিতেই বা কোন্ না আছে বিশেষত পতি দূরদেশে বহুকাল থাকিলে ঐ আশঙ্কার সম্ভাবনা কেন না থাকে অতএব সে আশঙ্কা নিবৃত্তির উপায় কি করিয়াছ।

প্রবর্ত্তক।—স্বামী বর্ত্তমানে ও অবর্ত্তমানে অনেক প্রভেদ আছে যেহেতু স্বামী বর্ত্তমান থাকিলে নিকটেই থাকুন কিম্বা দূরদেশেই থাকুন স্ত্রী সর্ব্বদা স্বামীর শাসনেই থাকে নিঃশঙ্ক হইতে পারে না স্বামীর মৃত্যু হইলে পর সেরূপ শাসন থাকে না সুতরাং নিঃশঙ্ক হয়।

নিবর্ত্তক। যে শাস্ত্রানুসারে পতি বর্ত্তমানে পতির শাসনে স্ত্রীকে থাকিতে হয় সেই শাস্ত্রেই লিখেন পতি মরিলে পতিকুলে তাহার অভাবে পিতৃকুলে তাঁহাদের শাসনে বিধবা থাকিবেক এ ধর্ম্ম রক্ষাতে দেশাধিপতিকে নিয়ন্তা করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন তবে স্বামী বর্ত্তমান থাকিলে কি তাহার অবর্ত্তমানে স্বামী প্রভৃতির শাসন ত্যাগ ও ব্যভিচারের সম্ভাবনা কদাপি নিবৃত্তি হইতে পারে না যেহেতু অনেক২ স্থানে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে স্বামী বর্ত্তমান থাকিতেও তাহার শাসনে স্ত্রী না থাকিয়া স্বতন্ত্রা [২১] হইতেছে। কায়মনবাক্যজন্য দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবর্ত্ত করিবার কারণ শাসনমাত্র হইতে পারে না কিন্তু জ্ঞানের উপদেশ ঈশ্বরের ভয় দুষ্কর্ম্ম হইতে কি স্ত্রীকে কি পুরুষকে নিবর্ত্ত করায় ইহা শাস্ত্রে ও প্রত্যক্ষে দেখিতেছি।

প্রবর্ত্তক।—তুমি আমাদিগ্যে পুনঃ২ কহিতেছ যে নির্দ্দয়তা করিয়া আমরা স্ত্রীবধে প্রবর্ত্ত হই এ অতি অযোগ্য যেহেতু শ্রুতি স্মৃতিতে সর্ব্বদা কহিতেছেন যে দয়া সকল ধর্ম্মের মূল হয় এবং আতিথিসেবাদি পরম্পরা ব্যবহারের দ্বারা আমাদের দয়াবত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে।

নিবর্ত্তক।—অন্য২ বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালককাল অবধি আপন২ প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য২ গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তেদের বাল্যাবধি ছাগমহিষাদি হনন পুনঃ২ [২২] দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবেদের অত্যন্ত দয়া হয়।

প্রবর্ত্তক।—তুমি যাহা২ কহিলে তাহা আমি বিশেষ মতে বিবেচনা করিব।

নিবর্ত্তক।—এ অতি আহ্লাদের বিষয় যে এখন তুমি এ বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র বিবেচনা করিলে যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হয় তাহার অবশ্য নিশ্চয় হইতে পারিবেক এবং এরূপ স্ত্রীবধজন্য পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না ইতি।

গায়ত্রীর অর্থ

ওঁ তৎ সৎ

ভূমিকা

বেদেতে এবং বেদান্তাদি দর্শনেতে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্গীতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ সংন্যাসী তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরব্রহ্মোপাসনার ভূরি বিধিবাক্য আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। প্রথমত শ্রুতিঃ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্ম হয়েন তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করহ। বৃহদারণ্যকে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীর প্রতি কহিতেছেন। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবেক। আত্মানমেবোপাসীত। কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক। মুণ্ডকোপনিষৎ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। কেবল সেই এক আত্মাকে জানহ অন্য বাক্য ত্যাগ করহ। ছান্দোগ্যে। কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য আসন্ ইত্যাদি বেদাধ্যয়নানন্তর গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদপাঠপূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। কেবল আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয় আত্মজ্ঞান বিনা মোক্ষের আর উপায় নাই।। মনুঃ। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।।পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে প্রণবাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেক। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। অনন্যবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ং। ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোঽসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ। মন বুদ্ধি চিত্ত আর ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত প্রকাশস্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেক। ভগবদ্গীতা।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

হে অর্জুন তুমি জ্ঞানিদের নিকট প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন ও সেবা করিয়া সেই আত্মতত্ত্বকে জান। কুলার্ণব। করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি। সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।। হস্ত পাদ উদর মুখাদিরহিত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার ধ্যান হে ভগবতি লোকে করিবেক।। অতএব এ পর্যন্ত বাহুল্যমতে বিধিবাক্য সকল বর্ত্তমান থাকাতে স্বার্থপর ব্যক্তি-সকলের এমৎ সাহস হঠাৎ হয় না যে এ সাধনকে অনাবশ্যক কিম্বা অকর্ত্তব্য কহেন কিন্তু আপন লাভার্থে অনুগত লোকদিগ্যে এ উপাসনা হইতে নিবর্ত্ত করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন যে এ সাধন শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াও এ দেশে পরম্পরাসিদ্ধ নহে ওই অনুগত ব্যক্তিরা কি সিদ্ধপরম্পরা কি অন্ধপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া আত্মোপাসনা হইতে বিমুখ হইয়া লৌকিক ক্রীড়া যাহাতে হঠাৎ মনোরঞ্জন হয় তাহাকেই পরমার্থসাধন করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।

অতএব ব্রহ্মোপাসনা যেমন ব্রাহ্মণাদির প্রতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে সেইরূপ পরম্পরাতেও সম্বন্ধ হয় ইহা বিশেষরূপে সকলকে জ্ঞাত করা এই এক প্রয়োজন হইয়াছে।। প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী ইহাঁকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং অনেকে ইহার পুরশ্চরণো করিয়া থাকেন অথচ তাঁহারদের গায়ত্রীপ্রদাতা আচার্য্য অথচ পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হইতে তাঁহাদিগ্যে পরাঙ্মুখ রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ তাহা অনেককে কহেন না এবং ওই জপকর্ত্তারাও ইহার কি অর্থ তাহা জানিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথার্থ ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন এ কারণ ইহার অর্থজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের জপের সাফল্য হয় এই দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর অর্থ যাহা বেদে এবং মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ করিতেছি এবং সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণু ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি যাহার দ্বারা তাঁহাদের নিশ্চয় হইবেক যে প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মই জপকর্ত্তাদের অজ্ঞাতরূপে পরম্পরায় উপাস্য হয়েন তখন তাঁহাদের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইলে পরমাত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন। অর্থচিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ। স্মার্ত্তধৃতব্যাসস্মৃতিঃ। লপিত্বা প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ। সোহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ। গায়ত্রীর অর্থ যে ব্রহ্ম হইয়াছেন সে অর্থের সহিত উচ্চারণপূর্ব্বক এইরূপে তাঁহাকে জানিয়া যে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য যিনি ঈশ্বর তেঁহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা তাঁহার সহিত অভিন্ন হয়েন উপাসনা করিবেক। আর গায়ত্রীর অর্থপ্রকরণে প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন। প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং। ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক। এবং ভট্ট গুণবিষ্ণুও গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে লিখেন। যস্তথাভূতো ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জল-জ্যোতী-রসামৃত-ভূরাদি-লোকত্রয়াত্মক-সকল-চরাচর-স্বরূপ-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সূর্য্যাদি-নানা-দেবতাময়-পরব্রহ্ম-স্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতী-রূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ। যে সর্ব্বব্যাপি ভর্গ আমাদের অন্তর্যামি হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ জল জ্যোতি রস অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় হয়েন এবং সকল চরাচরস্বরূপ হয়েন আর ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতা হয়েন তেঁহই বিশ্বময় পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত লোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত করিয়া চিদ্রূপ পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে একত্ব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবেক। বিশেষত গায়ত্রীতে ধীমহি শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে অতএব গায়ত্রী জপকালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। এবং যে তন্ত্রানুসারে এতদ্দেশে দীক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতেও লিখেন যে মন্ত্রার্থ না জানিলে জপের বৈফল্য হয়। ইতি শকাব্দা ১৭৪০।

ওঁকারশব্দে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ এবং জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরব্রহ্ম তেঁহ প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা সমুদায় বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিতি ব্রহ্ম। ওঁকারের প্রতিপাদ্য যে আত্মা তাঁহাতে চিত্ত নিবেশ করিবেক। ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম হয়েন।

মণ্ডক। ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং। ওঙ্কারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান করহ। মাণ্ডুক্য। সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরমোঙ্কারঃ। সেই পরমাত্মার তেঁহ ওঙ্কার যে অক্ষর তৎস্বরূপে কথিত হইয়াছেন। এইরূপ ভূরি প্রয়োগ আছে। মনুঃ। ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি-যজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ। বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলেই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।। প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের উচ্চারণ ও অর্থজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা করিবেক। বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি।। ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কার হয়েন অতএব ব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রসন্ন হয়েন। ভগবদ্গীতা। ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ওঁ। তৎ। সৎ। এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়।। দ্বিতীয় ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ পরব্রহ্মময় হয়েন। শ্রুতিঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। পুরুষ এবেদং বিশ্বং। তাবৎ সংসার পরব্রহ্মময় হয়েন। মনুঃ। ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং।। প্রণবপূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছে ।। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। ভূর্ভুবঃ স্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ। যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাহাকে জ্ঞানদেহরূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কথা যায় অতএব ঐ তিন শব্দ ঈশ্বরের প্রতিপাদক হয়েন।। তৃতীয় গায়ত্রী যাহা গায়ত্রী ছন্দেতে পঠিত হইয়াছেন। গায়ত্রীপ্রকরণে শ্রুতিঃ। যদ্বৈতদ্ব্রহ্ম। গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য সেই পরব্রহ্ম হয়েন। যজুঃশ্রুতিঃ যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মীতি। সূর্য্যমণ্ডলস্থ যে ভর্গরূপ আত্মা সে আমি হই অর্থাৎ সূর্য্যের যিনি অন্তর্যামী তেঁহ আমার অন্তর্যামী হয়েন। মনুঃ। ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ। তৎসবিতুরিত্যাদি যে গায়ত্রী তাঁহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন। যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্। যে ব্যক্তি প্রণব ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন জপ করে সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া শরীর নাশের পর সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্বর্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি।। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ।। বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ।। সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপি সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদিরা কহেন তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করি যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগৎ হয়েন আর যেঁহ জন্মমরণাদি সংসার হইতে যাহারা ভয়যুক্ত তাহাদের প্রার্থনীয় হয়েন ।। গায়ত্রীর প্রথমে যেমন প্রণবোচ্চারণের আবশ্যকতা সেইরূপ অন্তেতেও ওঁকারোচ্চারণের আবশ্যকতা হয়। প্রমাণ গুণবিষ্ণুধৃত মনুবচন। ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। ক্ষরত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি। ব্রাহ্মণেতে গায়ত্রীর প্রতি বার জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেক। যেহেতু প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে ফলের ত্রুটি জন্মে। এখন ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের অনুসারে এবং প্রাচীন সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যানুসারে এতদ্দেশীয়

গ্রহকার স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও লেখা যাইতেছে।। দেবস্য সবিতুস্তৎ ভর্গরূপং অন্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তান্নরাসায়োপাসনীয়ং ধীমহি পূর্ব্বোক্তেন সোহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি।। সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি যে তেজঃস্বরূপ ব্রহ্ম জন্মমৃত্যুসংসারভয় নিবারণের নিমিত্ত সকলের প্রার্থনীয় হয়েন তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামিস্বরূপ জানিয়া চিন্তা করি যে ঈশ্বর আমাদের অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেতে প্রেরণ করিতেছেন।। এরূপ অভেদ চিন্তনের তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বাধিক তেজস্বী ও প্রকাশক এবং মহান্ যে সূর্য্য তাঁহার অন্তর্যামি আত্মা আর অতি সাধারণ জীব যে আমরা আমাদের অন্তর্যামি আত্মা একই হয়েন কিন্তু বিকারময় যে নামরূপ তাহার মধ্যে পরস্পর উপাধিভেদে উত্তম অধম ভেদ আছে বস্তুত আত্মার ভেদ নাই। কঠশ্রুতিঃ। একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। পরমেশ্বর এক সমুদায় জগৎকে আপন বশে রাখেন আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত সকলের অন্তরাত্মা হয়েন—

নিষ্কৃষ্টার্থঃ

১। ২। ৩।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। প্রথম ওঁকার একমন্ত্র। দ্বিতীয় ভূর্ভুবঃ স্বঃ একমন্ত্র। তৃতীয় তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ এই একমন্ত্র। এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পবব্রহ্ম হয়েন এ নিমিত্ত তিনকে একত্র করিয়া জপ করিবার বিধি দিয়াছেন—

১।

সমুদায়ের মিলিতার্থঃ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলযের কারণ যে পরমাত্মা তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময়

২।

হয়েন সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই প্রার্থনীয় সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে আমাদেব অন্তর্যামিরূপে

৩।

আমরা চিন্তা করি যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির বৃত্তিসকলকে প্রেরণ করিতেছেন ইতি।

মুণ্ডকোপনিষৎ

ওঁ তৎ সৎ। মুন্ডকোপনিষৎ।। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।।১।। অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাংগিরে ব্রহ্মবিদ্যাং। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং।।২।। শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।।৩।। তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।।৪।। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।।৫।। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।।৬।। যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং।।৭।। তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং।।৮।। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে।।৯।। ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।। তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ স্বকৃতস্য লোকে।।১।। যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে। তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ।।২।। যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ। অহুতম-বৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি।।৩।। কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা।।৪।। এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্। তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ।।৫।। এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ।।৬।। প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি।।৭।। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।৮।। অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবন্তে।।৯।। ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তি।।১০।। তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা।।১১।। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।।১২।। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং।।১৩।। ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তং।। তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি।।১।। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।।২।। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য

রিণী।।৩।। অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।।৪।। তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাং। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ।।৫।। তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ।।৬।। তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ।।৭।। সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত।।৮।। অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে অন্তরাত্মা।।৯।। পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য।।১০।। ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ।। আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতং। এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্।।১।। যদর্চিমদ্যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।।২।। ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত। আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি।।৩।। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।।৪।। অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।।৫।। অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ। স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ। ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ।।৬।। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবি। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।। মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।।৭।। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।৮।। হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ।।৯।। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ।।১০।। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং।।১১।। ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। দ্বিতীয়মুণ্ডকং সমাপ্তং।। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ।।১।। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।।২।। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।৩।। প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠঃ।।৪।। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।।৫।। সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং।।৬।। বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং।।৭।। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ।।৮।। এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ

আত্মা।।৯।। যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ভূতিকামঃ।।১০। ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ।। স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রং। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তে ধীরাঃ।।১।। কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ।।২।। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।।৩।। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।।৪।। সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।।৫।। বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।।৬।। গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি।।৭।। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং।।৮।। স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।।৯।। তদেতদৃচাভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ। তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণং।।১০।। তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ।।১১।। ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ।। মুণ্ডকং সমাপ্তং।।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।।

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা

।। ওঁ তৎ সৎ।। মুণ্ডকোপনিষৎ ।।

সকল জগতের সৃষ্টি এবং পালনের প্রয়োজ্য কর্ত্তা ও সকল দেবতার প্রধান যে ব্রহ্মা তেঁহ স্বয়ং উৎপন্ন হয়েন সেই ব্রহ্মা সকল বিদ্যার আশ্রয় যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা অথর্ব্বনামে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন।১। যে বিদ্যার উপদেশ ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে করিয়াছিলেন অথর্ব্বা সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে অঙ্গির নামে ঋষিকে পূর্ব্বে উপদেশ করেন। সেই অঙ্গির ভরদ্বাজের বংশজাত যে সত্যবাহ তাঁহাকে ওই বিদ্যা কহিলেন এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইতে পর পর কনিষ্ঠেতে উপদিষ্ট যে সেই ব্রহ্মবিদ্যা তাহা ভারদ্বাজ অঙ্গিরসকে উপদেশ করেন।২। পরে মহাগৃহস্থ শৌনক যথাবিধানক্রমে অঙ্গিরসের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে ভগবান্ এমৎরূপ কি কোনো এক বস্তু আছেন যে তাঁহাকেই জানিলে সমুদায় বিশ্বকে জানা যায়।৩। শৌনককে অঙ্গিরস উত্তর করিলেন। বিদ্যা দুই প্রকার হয় ইহা জানিবে যাহা বেদার্থবিজ্ঞ পরমার্থদর্শী ব্যক্তিরা নিশ্চতরূপে কহেন তাহার প্রথম পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা।৪। তাহাতে ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ আর শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ অপরা বিদ্যা হয়। আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা সেই ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়।৫। সেই যে ব্রহ্ম তেঁহো অদৃশ্য অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন অগ্রাহ্য অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য এবং গোত্ররহিত ও শুক্লকৃষ্ণাদি গুণ-

রহিত ও চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়রহিত এবং হস্তপাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিত বিনাশশূন্য আর যিনি আব্রহ্মস্থাবরান্ত জগৎস্বরূপ হইয়া আছেন ও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন আর তেহোঁ অতি সূক্ষ্ম এবং ব্যয়রহিত হয়েন আর সকল ভূতের কারণ করিয়া যাঁহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা জানিতেছেন অর্থাৎ এইরূপ অবিনাশি ব্রহ্মকে যে বিদ্যার দ্বারা জানা যায় তাহার নাম পরাবিদ্যা। ৬। যেমন মাকড়ষা অন্য কাহাকে সহায় না করিয়া আপন হইতে সূত্রের সৃষ্টি করে ও পুনরায় গ্রহণ করে অর্থাৎ শরীরের সহিত এক করিয়া লয় আর যেমন পৃথিবী হইতে ব্রীহি যব ও গোধূম প্রভৃতি জন্মে আর যেমন জীবন্ত মনুষ্যের দেহ হইতে কেশলোমাদির উৎপত্তি হয় তাহার ন্যায় এই সংসারে সমুদায় বিশ্ব সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে জন্মিতেছে। ৭। সৃষ্টি বিষয়ের জ্ঞানেতে ব্রহ্ম পরিপূর্ণ হয়েন তখন সেই জ্ঞানে পরিপূর্ণ যে অবিনাশি ব্রহ্ম তাঁহা হইতে অব্যাকৃত অর্থাৎ জগতের সাধারণ কারণ সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন হয় পরে সেই অব্যাকৃত হইতে প্রাণ অর্থাৎ অবিদ্যা বাসনা কর্ম্ম ইত্যাদির কারণ এবং সমুদায় জীবস্বরূপ যে হিরণ্যগর্ভ তেঁহ উৎপন্ন হয়েন পরে ঐ হিরণ্যগর্ভ হইতে সংকল্প বিকল্পরূপ মনের জন্ম হয় আর ঐ মন হইতে আকাশাদি পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি হয় তাহা হইতে ক্রমে ভূরাদি সপ্ত লোকের জন্ম হয় সেই লোকেতে মনুষ্যাদির বর্ণাশ্রমাদিক্রমে কর্ম্মসকল জন্মে আর ঐ কর্ম্ম হইতে বহুকালস্থায়ি ফলের সৃষ্টি হয়। ৮। যিনি সামান্যরূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষরূপে সকলকে জানেন আর যাঁহার জ্ঞান মাত্র তাবৎ সৃষ্টির উপায় হইয়াছে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ আর নাম রূপ এবং অন্ন অর্থাৎ ব্রীহিযবাদি সকল জন্মিতেছে। ৯। ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ।

যে সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে বশিষ্ঠাদি পণ্ডিতেরা বেদে দেখিয়াছেন তাহা সকল সত্য অর্থাৎ সাঙ্গরূপে অনুষ্ঠান করিলে অবশ্য ফলদায়ক হয়। আর হোতা উদ্গাতা অধ্বর্য্যু এই তিন ঋত্বিকের দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম বাহুল্যরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে তোমরা যথোক্ত ফলের কামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে থাকহ কর্ম্মফল স্বর্গাদি ভোগের নিমিত্ত তোমাদের এই এক পথ আছে। ১। অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইলে যখন শিখাসকল লেলায়মান হয় তখন হোমের স্থান যে সেই শিখার মধ্যদেশ তাহাতে দেবোদ্দেশে আহুতি প্রক্ষেপ করিবেক। ২। যে ব্যক্তির অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অমাবস্যা যাগে এবং পৌর্ণমাসী যাগে রহিত হয় আর চাতুর্মাস্য কর্ম্মে বর্জ্জিত হয় আর শরৎ ও বসন্তকালে নূতন শস্য হইলে যে যজ্ঞ করিতে হয় তাহার অনুষ্ঠান যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে না করে এবং অতিথিসেবারহিত হয় ও মুখ্য কালে অনুষ্ঠিত না হয় আর বৈশ্বদেব কর্ম্মে বর্জ্জিত হয় কিম্বা অযথাশাস্ত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ঐ যাগকর্ত্তার সপ্ত লোককে নষ্ট করে অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা যে ভূরাদি সপ্ত লোককে সে প্রার্থনা করিত তাহা প্রাপ্ত হয় না কেবল পরিশ্রম মাত্র হয়। ৩। কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী এই সাত প্রকার অগ্নির জিহ্বা আহুতি গ্রহণের নিমিত্ত লেলায়মান হয়। ৪। যে ব্যক্তি এই সকল অগ্নির জিহ্বা প্রকাশমান হইলে বিহিত কালে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তিকে ঐ যজমানের অনুষ্ঠিত যে আহুতিসকল তাহারা সূর্য্যরশ্মির দ্বারা সেই স্থানে লইয়া যান যেখানে দেবতাদের পতি যে ইন্দ্র তেঁহ শ্রেষ্ঠরূপে বাস করেন। ৫। সেই দীপ্তিমন্ত আহুতিসকল আগচ্ছ আগচ্ছ কহিয়া ঐ যজ্ঞকর্ত্তাকে আহ্বান করেন আর প্রিয়বাক্য কহেন এবং পূজা করেন আর কহেন যে উত্তম ধাম এই স্বর্গ তোমাদের স্বকৃত কর্ম্মের ফল হয় এ প্রকার কহিয়া সূর্য্যরশ্মির দ্বারা যজমানকে লইয়া যান। ৬। অষ্টাদশাঙ্গ যে জ্ঞানহীন যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল মূঢ় ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা ফল ভোগের পর পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। ৭। আর যে সকল ব্যক্তি আপনারা অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডে মগ্ন হইয়া অভিমান করে যে আমরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়েরা পুনঃ

পুনঃ জন্ম জরা মরণাদি দুঃখে পীড়িত হইয়া ভ্রমণ করে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্ধসকল গমন করে অর্থাৎ পথে নানাপ্রকারে ক্লেশ পায় ।৮। যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে নিযুক্ত থাকিয়া কহে যে আমরাই কৃতকার্য্য হই সে সকল অজ্ঞানী কর্ম্মফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে পারে না অতএব সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্মফলের ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয় ।৯। অতিমূঢ় যে সকল লোক শ্রুত্যুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আর স্মৃতিতে উক্ত যে কূপোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম্ম তাহাকেই পরমার্থ সাধন ও শ্রেষ্ঠ করিয়া মানে আর কহে যে ইহা হইতে পুরুষার্থসাধন আর নাই সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্মফল ভোগের আযতন যে স্বর্গ তাহাতে ফল ভোগ করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই মনুষ্যলোককে কিম্বা ইহা হইতে হীন লোককে অর্থাৎ পশ্বাদি ও বৃক্ষাদি দেহকে প্রাপ্ত হয ।১০। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ব্যক্তি যাহারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়ের দমনপূর্ব্বক বনেতে ভিক্ষাচরণ করিয়া বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম ও হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা করেন এবং জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থ যাহারা ঐরূপে উপাসনা ও তপস্যা করে তাঁহারা পুণ্যাপাপরহিত হইয়া উত্তরপথের দ্বারা সেই সর্ব্বোত্তম স্থানে যান যেখানে প্রলয পর্যন্ত স্থায়ী যে অমর হিরণ্যগর্ভ পুরুষ অবস্থিতি করেন ।১১। কর্ম্মজন্য যে সকল স্বর্গাদি লোক তাহার অস্থিরতা ও দোষগুণ পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাতে বৈরাগ্য করিবেন যেহেতু তেঁহ বিবেচনা করিবেন যে ইহ সংসারে ব্রহ্ম ভিন্ন অকৃত বস্তু অর্থাৎ নিত্য বস্তু আর নাই এবং অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন না তবে আযাসযুক্ত কর্ম্মে আমার কি প্রয়োজন আছে এই প্রকারে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সেই পরম তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত হস্তে সমিৎ লইযা ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ গুরুর নিকট যাইবেন ।১২। সেই বিদ্বান্ গুরু এই প্রকারে অনুগত এবং দর্পাদিদোষরহিত ও ইন্দ্রিয়দমনশীল যে সেই শিষ্য তাহাকে যে প্রকারে সেই অক্ষর পর ব্রহ্মকে জানিতে পারে সেইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ যথার্থ মতে করিবেন। ইতি প্রথমমুণ্ডকং।

পরা বিদ্যার বিষয় যে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম তেঁহ কেবল পরমার্থত সত্য হয়েন। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নির সমানরূপ সহস্র২ স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয তাহার ন্যায় হে প্রিয়শিষ্য সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার জীবসকল উৎপন্ন হয় এবং পরে তাঁহাতেই লীন হয। ১। ব্রহ্ম অলৌকিক হযেন এবং মূর্ত্তিরহিত ও পরিপূর্ণ হয়েন আর বাহ্যেতে ও অন্তরেতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন ও জন্মরহিত আর প্রাণাদি বায়ু ও মনঃ প্রভৃতি ইহা সকল ব্রহ্মেতে নাই অতএব তেঁহ নির্ম্মল হযেন আর স্বভাব অর্থাৎ জগতের সূক্ষ্মাবস্থারূপ যে অব্যাকৃত তাহা হইতে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ হয়েন। ২। হিরণ্যগর্ভ এবং মন ও সকল ইন্দ্রিয় আর তাহাদের বিষয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি জল আর বিশ্বের ধারণকর্ত্রী পৃথিবী ইঁহারা সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছেন। ৩। স্বর্গ যাঁহার মস্তক আর চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার দুই চক্ষু হয়েন দিক্সকল কর্ণ আর যাঁহার প্রসিদ্ধ বাক্য বেদ হয়েন এবং বায়ু যাঁহার প্রাণ আর এই বিশ্ব যাঁহার মন আর পৃথিবী যাঁহার পা হযেন অতএব তেঁহো সকল ভূতের অন্তরাত্মারূপে আছেন। ৪। সূর্য্য যাহাকে প্রকাশ করেন এমৎরূপ স্বর্গ সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছেন আর ঐ স্বর্গেতে উৎপন্ন যে সোমরস তাহা হইতে মেঘের জন্ম হয সে মেঘ হইতে ভূমিতে ব্রীহিযবাদি জন্মে আর ঐ ব্রীহিযবাদি ভক্ষণ করিয়া পুরুষেরা স্ত্রীতে রেতঃসেক করে এই প্রকারে জন্মিতেছে যে বহুবিধ প্রজা তাহাও সেই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ৫। সেই পুরুষ হইতে ঋক্ সাম যজু এই তিন প্রকার বৈদিক মন্ত্র আর মেখলাদি ধারণরূপ নিযম ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং ক্রতু অর্থাৎ পশুবন্ধনার্থ যূপবিশিষ্ট যে যজ্ঞ আর দক্ষিণা ও কর্ম্মের অঙ্গ সম্বৎসরাদি কাল আর কর্ম্মকর্ত্তা যজমান এবং কর্ম্মফল স্বর্গাদি লোক জন্মিতেছে যে লোক সকলকে চন্দ্র কিরণ দ্বারা পবিত্র করেন আর সূর্য্য যাহাতে রশ্মি দেন। ৬। বসু রুদ্র আদিত্যাদি দেবতা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন আর সাধ্যগণ ও মনুষ্যগণ এবং পশুপক্ষী ও প্রাণ এবং অপানবায়ু আর

ব্রীহিযব এবং তপস্যা শ্রদ্ধা সত্য ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি ইহা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন। ৭। আর মস্তকসম্বন্ধি সাত ইন্দ্রিয় সেই পরব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন এবং আপন আপন বিষয়েতে তাহাদের সাত প্রকার স্ফূর্ত্তি ও রূপাদি সাত প্রকার বিষয় আর ঐ বিষয়ভেদে সাত প্রকার জ্ঞান আর সাত ইন্দ্রিয়ের স্থান যাহাতে প্রতি প্রাণিভেদে ইন্দ্রিয়সকল নিদ্রাকাল ব্যতিরিক্ত স্থিতি করে ইহা সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মিতেছে। ৮। আর সেই পরমাত্মা হইতে সমুদ্রসকল পর্ব্বতসকল জন্মিয়াছে আর গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীসকল জন্মিয়াছেন আর সর্ব্বপ্রকারে ব্রীহি যব প্রভৃতি ও তাহার মধুরাদি ছয় প্রকার রস যে রসের দ্বারা পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরের মধ্যে লিঙ্গশরীর অবস্থিত হইয়া আছে তাহা সকল সেই অক্ষর পর ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে। ৯। কর্ম্ম তপস্যা ও তাহার ফল ইত্যাদিরূপ যে বিশ্ব তাহা সেই ব্রহ্মাত্মক হয় সেই ব্রহ্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অবিনাশী হয়েন যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে হে প্রিয়শিষ্য হৃদয়ে চিন্তন করে সে গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় যে অবিদ্যাবাসনা তাহাকে ছিন্ন করে অর্থাৎ সে ব্যক্তি মুক্ত হয়। ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ।

সেই ব্রহ্ম সকল প্রাণীর হৃদয়ে আবির্ভূতরূপে অন্তঃস্থ হইয়া আছেন অতএব তাঁহার নাম গুহাচর অর্থাৎ সকল প্রাণীর হৃদয়েতে চরেন এবং তেঁহ সকল হইতে মহৎ ও সর্ব্বপদার্থের আশ্রয় হয়েন আর সচল পক্ষি প্রভৃতি ও প্রাণাপানাদিবিশিষ্ট মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি আর নিমেষাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট যে সকল জীব ও নিমেষশূন্য জীব ইহারা সকলেই সেই পরমেশ্বরেতে অর্পিত হইয়া আছেন এইরূপে সকলের আশ্রয় ও স্থূল সূক্ষ্মময় জগতের আধার এবং সকলের প্রার্থনীয় তেঁহো হয়েন ও প্রজাদিগের জ্ঞানের অগোচর ও সকলের শ্রেষ্ঠ যে সেই ব্রহ্ম তাঁহাকে জানহ অর্থাৎ তেঁহই আমাদের অন্তর্যামী হয়েন। ১। যিনি দীপ্তিবিশিষ্ট আর সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং স্থূল হইতেও স্থূল আর ভূরাদি সপ্ত লোক এবং ঐ লোকনিবাসী মনুষ্য দেবাদি ইহারা সকল যাহাতে অবস্থিত আছেন এইরূপে যিনি সকলের আশ্রয় তেঁহ সেই অবিনাশী ব্রহ্ম এবং তেঁহ প্রাণ ও সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হয়েন অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের অন্তরে যে চৈতন্য তেঁহ তৎস্বরূপ হয়েন যে ব্রহ্ম প্রাণাদির অন্তরে চৈতন্যরূপে আছেন তেঁহই কেবল সত্য অব্যয় এবং তাঁহাতেই চিত্তের সমাধি কর্ত্তব্য হয় অতএব হে প্রিয় শিষ্য তুমি সেই ব্রহ্মেতে চিত্তের সমাধি করহ। ২। উপনিষদে উক্ত যে মহাস্ত্ররূপ ধনুক তাহাকে গ্রহণ করিয়া উপাসনার দ্বারা শাণিত শরকে ঐ ধনুকেতে যোগ করিবেক তুমি সেইরূপে পরমেশ্বরে অর্পিত যে মন তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সকলকে আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য যে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম তাঁহাকে বিদ্ধ করহ। ৩। এ স্থলে প্রণব ধনুঃস্বরূপ হয়েন আর জীবাত্মা শরস্বরূপ আর লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম হয়েন অতএব প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া শর যেরূপ লক্ষ্যে বিদ্ধ হইয়া মিলিত হয় তাহার ন্যায় জীবাত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিবেক। ৪। স্বর্গ পৃথিবী আকাশ আর সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যে ব্রহ্মেতে সমর্পিত হইয়া আছেন সেই এক এবং সকলের আত্মস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই কেবল তোমরা জানহ আর কর্ম্মজাল যে অন্য বাক্য তাহা পরিত্যাগ করহ যেহেতু সেই আত্মজ্ঞান কেবল মোক্ষপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। ৫। যেমন রথচক্রের নাভিতে অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থিত কাষ্ঠেতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি কাষ্ঠসকল সংলগ্ন হইয়া আছে তাহার ন্যায় যে হৃদয়েতে শরীরব্যাপি নাড়ীসকল সংলগ্ন আছে সেই হৃদয়ের মধ্যে অহঙ্কারাদির আশ্রয় এবং শ্রবণ দর্শন চিন্তনাদি উপাধিধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া পরব্রহ্ম অবস্থিত আছেন সেই আত্মাকে ওঁকারের অবলম্বন করিয়া চিন্তা করহ (শিষ্যের প্রতি গুরুর আশীর্ব্বাদ এই) যে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাদের বিঘ্ন দূর হউক। ৬। যিনি সামান্যরূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষরূপে সকলকে জানেন ও যাঁহার শাসনে নানাবিধ নিয়মরূপ মহিমা পৃথিবীতে বিখ্যাত আছে সেই আত্মা দীপ্তিবিশিষ্ট যে হৃদয়স্থিত শূন্য তাহাতে অবস্থিত আছেন এবং মনোময় হয়েন ও স্থূল শরীরের হৃদয়ে সন্নিধানপূর্ব্বক প্রাণ

ও সূক্ষ্ম শরীরকে অন্যত্র চালন করিতেছেন। আনন্দস্বরূপ অবিনাশি এবং স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন যে সেই আত্মা তাঁহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা শাস্ত্র ও গুরূপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সর্ব্বত্র জানিতেছেন। ৭। কারণস্বরূপে শ্রেষ্ঠ আর কার্য্যরূপে ন্যূন যে সেই সর্ব্বস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে জানিলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় যে বুদ্ধিস্থিত অজ্ঞানজন্য বাসনা তাহা নষ্ট হয়। আর সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের ছেদ হয় আর ঐ জ্ঞানি ব্যক্তির শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হয়। ৮। অবিদ্যাদি দোষরহিত এবং অবয়বশূন্য অতএব নির্ম্মল আত্মা প্রকাশস্বরূপ যে সূর্য্যাদি তাঁহাদের প্রকাশক ও সকলের আত্মস্বরূপ তেঁহ জ্যোতির্ম্ময় কোষ অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিতি করেন তাঁহাকে এরূপে যাঁহারা জানিতেছেন তাঁহারাই যথার্থ জানেন। ৯। সূর্য্য সেই ব্রহ্মের প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন না এবং চন্দ্র তারা ও এই সকল বিদ্যুৎ ইহারাও ব্রহ্মের প্রকাশক নহেন সুতরাং অগ্নি কি প্রকারে তাঁহার প্রকাশক হইবেন আর ওই সমুদায় যে প্রকাশিত হইতেছে তাহাকে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মের পশ্চাৎ প্রকাশিত জানিবে এবং সেই ব্রহ্মের প্রকাশ দ্বারা সূর্য্যচন্দ্রাদি এই জগতে দীপ্তিবিশিষ্ট হইতেছেন। ১০। সম্মুখে স্থিত যে এই জগৎ তাহাতে ঐ অবিনাশি ব্রহ্মই ব্যাপ্ত হয়েন এইরূপ পশ্চাৎভাগে ও দক্ষিণভাগে আর উত্তরভাগে এবং অধোদিকে ও উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মই কেবল ব্যাপ্ত হইয়া আছেন আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্ম এ সমুদায় বিশ্বরূপ হয়েন অর্থাৎ নামরূপ মাত্র বিকারসকল মিথ্যা ব্রহ্ম কেবল সত্য হয়েন। ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকং সমাপ্তং।

সর্ব্বদা সহবাসি এবং সমানধর্ম্ম এমৎরূপ দুই পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা আর পরমাত্মা শরীররূপ এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাহার মধ্যে এক যে জীবাত্মা তেঁহ নানাবিধ স্বাদযুক্ত কর্ম্মফলের ভোগ করেন আর অন্য যে পরমাত্মা তেঁহ ফল ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন মাত্র করেন। ১। জীবাত্মা ঐ শরীররূপ বৃক্ষের সহিত মগ্ন হইয়া অনিতাপ্রযুক্ত অজ্ঞানে মোহিত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইতেছেন কিন্তু যে সময়ে জগতের নিয়ন্তা ও সকলের সেব্য পরমাত্মাকে এবং এই জগৎস্বরূপ তাঁহার মহিমাকে জানেন সে সময়ে জ্ঞান দ্বারা পুনরায় শোক প্রাপ্ত হয়েন না। ২। যখন সেই সাধন ব্যক্তি স্বয়ংপ্রকাশ এবং জগতের কর্ত্তা আর হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিস্থান সর্ব্বব্যাপী যে ঈশ্বর তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জানেন তখন ঐ জ্ঞানিব্যক্তি পুণ্য পাপের পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্লেশরহিত হইয়া পরমসমতা অর্থাৎ অদ্বয় ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন। ৩। এবং সর্ব্বভূতস্থ হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন যে সেই পরমাত্মা তাঁহাকে জানিয়া ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি কাহাকে অতিক্রম করিয়া কহেন না অর্থাৎ দ্বৈতভাব ত্যাগ করেন। বৈরাগ্যাদি বিশিষ্ট যে ঐ সাধক তাঁহার কেবল আত্মাতেই ক্রীড়া এবং প্রীতি হয় অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে প্রীতি থাকে না এইরূপ যে জ্ঞানি সে সকল ব্রহ্মজ্ঞানির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। ৪। সর্ব্বদা সত্যকথন আর ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তের একাগ্রতা এবং সম্যক্ প্রকার বুদ্ধি আর ব্রহ্মচর্য্য এই সকল সাধনের দ্বারা সেই আত্মার লাভ হয় যিনি শরীরের মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ম্ময় এবং নির্ম্মলরূপে অবস্থিত আছেন এবং কামক্রোধাদিরহিত যত্নশীল ব্যক্তিরা যাঁহার উপলব্ধি করিতেছেন। ৫। সত্যবান যে ব্যক্তি তাহারি জয় অর্থাৎ কর্ম্মসিদ্ধি হয় মিথ্যাবাদির জয় কদাপি না হয় আর সত্যবাদির প্রতি দেবযানাখ্যেয় পথ তাহা অনাবৃতদ্বার হইয়া আছে যে পথের দ্বারা দম্ভাহঙ্কাররহিত এবং স্পৃহাশূন্য ঋষিসকল সেই স্থানে আরোহণ করেন যেখানে সত্যের দ্বারা প্রাপ্য সেই পরম তত্ত্ব আছেন। ৬। সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়েন আর তেঁহ স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ্য নহেন অতএব তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে তেঁহ সূক্ষ্ম বস্তু যে আকাশাদি তাহা হইতেও অতি সূক্ষ্ম হয়েন অথচ সর্ব্বত্র তেঁহ প্রকাশিত হয়েন আর অজ্ঞানির সম্বন্ধে দূর হইতেও অতি দূরে আছেন আর জ্ঞানির অতি নিকটে তেঁহ আছেন আর চেতনাবন্ত প্রাণিদের হৃদয়েতে অবস্থিতি করিতেছেন জ্ঞানিরা তাঁহাকে এইরূপে উপলব্ধি করেন। ৭। সেই আত্মা চক্ষুঃদ্বারা দৃশ্য নহেন এবং বাক্য ও বাক্যভিন্ন ইন্দ্রিয় ইহাদেরো গ্রাহ্য নহেন এবং তপস্যা

ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন কিন্তু যখন জ্ঞানের প্রসন্নতা হইয়া নির্ম্মলান্তঃকরণ হয় তখন সর্ব্বোপাধিরহিত পরমাত্মাকে সর্ব্বদা চিন্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে জানিতে পারে। ৮। যে শরীরে প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে পাঁচ প্রকার হইয়া প্রবেশ করিয়াছেন সেই শরীরের হৃদয়েতে এই সূক্ষ্ম আত্মা সেই চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন আর প্রজাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্বপ্রকার চিত্তকে যে আত্মা চৈতন্যরূপে ব্যাপিয়া আছেন তেঁহো রাগদ্বেষাদিরহিতচিত্ত হইলে হৃদয়েতে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন। ৯। এইরূপ নির্ম্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ঞানী কি আপনার নিমিত্ত কি অন্যের নিমিত্ত পিতৃলোক স্বর্গলোক প্রভৃতি যে যে লোককে মনেতে সংকল্প করেন আর যে যে ভোগ্য বিষয়কে প্রার্থনা করেন তেঁহ সেই লোককে এবং সেই সেই ভোগ্য বিষয়কে প্রাপ্ত হয়েন অতএব ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি আত্মজ্ঞানির পূজা করিবেক। ১০। ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ।

সকল কামনার আশ্রয় ও সমস্ত জগতের আধার এবং নিরুপাধি হইয়া আপন দীপ্তির দ্বারা প্রকাশিত যে এই ব্রহ্ম তাঁহাকে জ্ঞানি ব্যক্তি জানিতেছেন যে সকল লোকে নিষ্কাম হইয়া সেই আত্মজ্ঞানির পূজা করে তাহারা শরীরের কারণ যে এই শুক্র তাহাকে অতিক্রম করে অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম তাহাদের হয় না। ১। যে ব্যক্তি কাম্য বিষয় স্বর্গ ও পুত্রপশ্বাদির বিবিধ গুণকে চিন্তা করিয়া সে সকল বস্তুকে প্রার্থনা করে সে ব্যক্তি তাদৃশ কামনাতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেই বিষয় ভোগের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে আর সে ব্যক্তি অবিদ্যাদি হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মাকে জানিয়া তন্নিষ্ঠ হয় সুতরাং সর্ব্বতোভাবে কাম্য বিষয়েতে তাহার স্পৃহা থাকে না এমৎরূপ ব্যক্তির শরীর বিদ্যমান থাকিতেই সকল কামনার নিবৃত্তি হয়। ২। এই আত্মা বহু বেদের অধ্যয়ন দ্বারা কিম্বা গ্রন্থের অভ্যাস দ্বারা কি বহুবিধ উপদেশ শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার লাভ হয় এবং সেই আত্মা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে আপন স্বরূপকে স্বয়ং প্রকাশ করেন। ৩। নিষ্ঠাহীন ব্যক্তিদের লভ্য পরমাত্মা নহেন এবং বিষয়াসক্তিজন্য অনবধানতার দ্বারা ও বিবেকশূন্য কেবল জ্ঞানের দ্বারা লভ্য নহেন কিন্তু এই সকল উপায় দ্বারা যে বিবেকি ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত্ন করেন সেই ব্যক্তির জীবাত্মা পরব্রহ্মে লীন হয়। ৪। রাগাদিদোষশূন্য ইন্দ্রিয়দমনশীল এবং জীবকে পরমাত্মা স্বরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে ঋষিসকল তাঁহারা এই আত্মাকে জানিয়া কেবল ঐ জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছেন এবং সমাধিনিষ্ঠচিত্ত যে ঐ জ্ঞানি-সকল তাঁহারা সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র জানিয়া দেহত্যাগসময়ে অবিদ্যাকৃত সর্ব্বপ্রকার উপাধিকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন। ৫। যে সকল যত্নশীল ব্যক্তি বেদান্তজন্য জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চিতরূপে পরমাত্মাকে নিষ্ঠা করেন আর সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠার দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে অন্তঃকরণ যাঁহাদের তাঁহারা অন্যাপেক্ষা উত্তম মৃত্যুকালে উপস্থিত হইলে অবিনাশি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৬। দেহের কারণ যে প্রাণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পঞ্চদশ অংশ তাহারা আপন আপন কারণেতে তাঁহাদের মৃত্যুর সময় লীন হয় আর চক্ষুরাদি যে ইন্দ্রিয় তাহারাও আপন আপন প্রতিদেবতা সূর্য্যাদিকে প্রাপ্ত হয়েন। আর শুভাশুভ কর্ম্ম এবং অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বস্বরূপে প্রবিষ্ট যে আত্মা অর্থাৎ জীব ইহারা সকল অব্যয় অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেতে ঐক্যভাব প্রাপ্ত হয়েন। ৭। যেমন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীসকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপন আপন নাম রূপের পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় জ্ঞানিব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জগতের সূক্ষ্মাবস্থারূপ যে অব্যাকৃত তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ংপ্রকাশ সেই সর্ব্বত্রব্যাপি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন। ৮। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোনো ব্যক্তি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তেঁহ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন আর সে ব্যক্তির বংশে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানহীন হয় না এবং সে ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয় ও পাপ হইতে ত্রাণ পায় এবং অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি যাহা দ্বৈতজ্ঞানের কারণ তাহা হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ

প্রাপ্ত হয়। ৯। মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত যে এই আত্মজ্ঞানের উপদেশবিধি তাহা সেই সকল ব্যক্তির প্রতি কহিবেক যাহারা যথাবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং বেদজ্ঞ হয়েন ও পরব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করেন আর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একর্ষি নামে অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং হোমের অনুষ্ঠান করেন এবং যাহারা প্রসিদ্ধ যে শিরোব্রত তাহার অনুষ্ঠান করেন তাহাদের প্রতিও এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ উপনিষদের উপদেশ করিবেন। ১০। সেই যে অবিনাশি ব্রহ্ম তেঁহই সত্য ইহা পূর্ব্বকালে অঙ্গিরা ঋষি আপন শিষ্য শৌনককে কহিয়াছেন আর ব্রতোপাসনার অনুষ্ঠান যাহারা না করিয়া থাকেন তাঁহারা এ উপনিষদের পাঠ করিবেন না ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি নমস্কার পুনর্ব্বার তাঁহাদের প্রতি নমস্কার দুই বার কথনের তাৎপর্য্য এই যে মুণ্ডকোপনিষদের সমাপ্ত হইল।।

ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্ত ।।

সহমরণ বিষয়ে
প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ

A
SECOND CONFERENCE
BETWEEN
AN ADVOCATE AND IN OPPONENT
OF THE PRACTICE OF
BURNING WIDOWS ALIVE.

CALCUTTA,
PRINTED AT THE MISSION PRESS.
1819.

সহমরণ বিষয়ে
প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ

প্রথমে প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন, আমি বিধায়ক সংজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া তোমার পূর্ব্ব প্রসঙ্গের যে উত্তর দিয়াছি, তাহা তুমি বিশেষ রূপে দেখিয়া থাকিবে, তাহার প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি।

নিবর্ত্তকের উত্তর।—প্রায় এক বর্ষ ব্যতীত হইলে পর যে উত্তর তুমি প্রস্থাপন করিযাছ, তাহা অবগত হইয়াছি, তাহাতে যে সকল আমারদের বাক্যকে পুনরুক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরের সুতরাং প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা২ অন্যথা করিয়া অশাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর শুনিতে প্রবিধান করুন। প্রথমত চতুর্থ পত্রের শেষে বিষ্ণু ঋষি বচনের বিবরণ করিয়াছেন, যে মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পর, স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, কিম্বা জ্বলচ্চিতারোহণ করিবেন, এমন অর্থ করিলে ইচ্ছাবিকল্প হয, তাহাতে অষ্ট দোষ শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অতএব ব্যবস্থিত বিকল্প গ্রাহ্য করিতে হইবেক, তাহাতে অর্থ এই, যে জ্বলচ্চিতারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী সে ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, এই অর্থেরই গ্রাহ্যতা, এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত স্কন্দপুরাণের বচন ও অঙ্গিরার বচন লিখিযাছেন। উত্তর [২] সর্ব্ব দেশে সকলের নিকট এই নিয়ম, যে শব্দানুসারে অর্থের গ্রাহ্যতা হয়, এ স্থলে বিষ্ণুর বচনে পাঁচটি পদ মাত্র দেখিতেছি। মৃতে ১ ভর্ত্তরি ২ ব্রহ্মচর্য্যং ৩ তদন্বারোহণং ৪ বা ৫ এই পাঁচ পদের ভাষাতে এই অর্থ হয়, যে পতি ১ মরিলে ২ ব্রহ্মচর্য্য ৩ অথবা ৪ সহগমন ৫। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম গ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য বিধবার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হয। কিন্তু জ্বলচ্চিতারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী সে ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, এইরূপ আপনকার অর্থ কোনো শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। এবং এরূপ অর্থ কোনো পূর্ব্বাচার্য্যেরা লিখেন নাই, যেহেতুক মিতাক্ষরাকার যাঁহার বাক্য সর্ব্বত্র প্রমাণ, এবং আপনিও যাঁহার প্রমাণ ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিযাছেন, তেঁহ এই সহমরণ প্রকরণে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, যে মোক্ষার্থিনী না হইযা অনিত্যাল্পসুখ স্বর্গকে যে বিধবা ইচ্ছা করে, তাহার সহগমনে অধিকার, তথাহি, অতশ্চ মোক্ষমনিচ্ছন্ত্যা অনিত্যাল্পসুখরূপস্বর্গার্থিন্যা, অনুগমনং যুক্তমিতরকাম্যানুষ্ঠানবদিতি সর্ব্বমনবদ্যং। এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য অঙ্গিরার এই বাক্য, যে নান্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি ইত্যাদি। অর্থাৎ সহমরণ ব্যতিরেকে বিধবার অন্য ধর্ম্ম নাই, তাহাকে ঐ বিষ্ণুবচন দ্বারা সঙ্কোচ করিযা সহমরণ পক্ষ এবং সহমরণের অভাব পক্ষ উভয় পক্ষ বিধান করেন; তদ্যথা নান্যোহি ধর্ম্ম ইতি তু সহমরণস্তুত্যর্থং। তথাচ বিষ্ণু, মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বেতি। দ্বিতীয়ত যে অবধি সংস্কৃত ভাষাতে শাস্ত্র রচনার আরম্ভ হইযাছে, তদবধি কোন গ্রন্থকারেরা, কি পণ্ডিতেরা আপনকার ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কদাপি করেন নাই, যে স্বর্গ কামনা করিযা কাম্য কর্ম্ম করিতে অসমর্থ যে ব্যক্তি হইবেক, তাহার মোক্ষ সাধনে অধিকার [৩] হয, বরঞ্চ শাস্ত্রে সর্ব্বত্র কহিয়াছেন, যে মোক্ষ সাধনে অসমর্থ যাহার হয়, তাহারা নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেক; এবং অত্যন্ত মন্দমতি ব্যক্তিরা যদি মোক্ষের লালসা ন রাখে, তবে কামনাপূর্ব্বকও কর্ম্ম করিবেক। তদ্যথা বাশিষ্ঠে, যস্মিন্ন রোচতে জ্ঞানং অধ্যাত্ম্যং মোক্ষসাধনং। ঈশার্পিতেন চিত্তেন যজেন্নিষ্কামকর্ম্মণা।। যে ব্যক্তির মোক্ষের কারণ যে আত্ম-জ্ঞান তাহাতে প্রবৃত্তি না হয, সে ব্যক্তি পরমেশ্বরার্পিতচিত্ত হইযা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। মূঢানাং ভোগদৃষ্টীনাং আত্মানাত্মাবিবেকিনাং। মূঢ়ানাং চাধিকারায বিদধাতি ফল-

শ্রুতিঃ।। আত্মা, এবং অনাত্মা, এই দুয়ের বিবেচনা করিতে অসমর্থ যে ভোগাসক্ত মূঢ় সকল তাহারদের প্রবৃত্তির নিমিত্ত এবং কর্ম্মেতে অধিকারের নিমিত্ত শ্রুতিতে ফলের বিধান করিয়াছেন। ভগবদ্গীতা, অভ্যাসেপ্যসমর্থোসি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।। অথৈতদপ্যশক্তোসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।। ক্রমশ জ্ঞানের অভ্যাসে যদি তুমি অসমর্থ হও, তবে আমার আরাধনারূপ যে কর্ম্ম তাহাতে তৎপর হইবা, যেহেতু আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিবাতে সিদ্ধিকে পাইবা। যদ্যপি আমাকে উদ্দেশ করিয়া এরূপ আরাধনাতে অসমর্থ হও, তবে সংযমপূর্ব্বক তাবৎ কর্ম্মের ফলকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অতএব মোক্ষ সাধনের সম্ভাবনা আছে, যে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মে তাহা হইতে কামনা করিয়া আপনার শরীরের দাহ করাকে, অথবা অন্য শরীরের [৪] হিংসা করাকে শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকার করা, সে কেবল বেদ ও বেদান্তাদি শাস্ত্র ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থকে তুচ্ছ করা হয়। শ্রুতিঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে, প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌বৃণীতে।। জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম তা বিবেচনা করেন; ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন। আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্ত প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। বিশেষত সর্ব্বশাস্ত্রের সার ভগবদ্গীতাকে এককালে উচ্ছন্ন না করিলে কাম্য কর্ম্মের প্রশংসা করা যায় না, এবং অন্যকে কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে কদাপি পারে না, যেহেতু ভগবদ্গীতার প্রায় অর্দ্ধেক কাম্য কর্ম্মের নিন্দায় ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসায় পরিপূর্ণ আছে : তাহার যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এবং এই ক্ষণেও যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।১।। তথা, যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং। অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।। ২।। তথা, দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়। বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।। ৩।। এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং।।৪।। [৫] ঈশ্বরের উদ্দেশ বিনা যে কর্ম্ম তাহাই জীবের বন্ধনকারণ হয়, অতএব হে অর্জ্জুন, ফল ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম্ম কর।১। কেবল ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, আর ফলেতে আসক্ত হইয়া কামনাপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করে, সে নিশ্চিত বন্ধন প্রাপ্ত হয়।২। হে অর্জ্জুন, জ্ঞানসাধন নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে কাম্য কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট হয়, অতএব জ্ঞানের নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান কর, ফলের নিমিত্তে যাহারা কর্ম্ম করে তাহারা অতি নিকৃষ্ট হয়।৩। এই সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য হয়, হে অর্জ্জুন, আমার এই মত নিশ্চিত জানিবা।৪। গীতা পুস্তক অপ্রাপ্য নহে, এবং আপনারাও তাহার অর্থ না জানেন, এমৎ নহে ; তবে এই সকল শাস্ত্রকে অন্যথা করিয়া অজ্ঞলোকের তুষ্টির নিমিত্তে স্বর্গের প্রলোভ দেখাইয়া শাস্ত্রজ্ঞানরহিত যে স্ত্রীলোক, তাহারদিগকে নিন্দিত পথে কেন প্রেরণ পুনঃ২ করেন?

আর যাহা লিখিয়াছেন, বিষ্ণুবচনের অর্থে যে ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা জ্বলচ্চিতারোহণ করিবেক, এইরূপ অর্থ করিলে অষ্ট দোষ উপস্থিত হয়। তাহার উত্তর। প্রথমত দোষ কল্পনার উদ্ভাবনা করিয়া স্পষ্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধার্থের অন্যথা করা সামঞ্জস্য প্রকরণে কদাপি গ্রাহ্য নহে। দ্বিতীয়। পূর্ব্ব২ সংগ্রহকারেরা ঐ বিষ্ণুবচনের অর্থে এ দোষ গ্রহণ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ এই উভয়ের অধিকার, বরঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যের প্রাধান্য কহিয়াছেন। মিতাক্ষরাকার ঐ বিষ্ণুবচনকে সহমরণ প্রকরণে উত্থাপন করিয়া এ দোষের উল্লেখ করেন নাই, বরঞ্চ সিদ্ধান্তে ব্রহ্মচর্য্য পক্ষের প্রাধান্য করিয়াছেন। তৃতীয়। ইচ্ছাবিকল্পে অষ্ট দোষ হইলেও, পূর্ব্ব২ গ্রন্থকারেরা বিশেষ২ স্থানে ইচ্ছাবিকল্প স্বীকার করিয়াছেন, যেমন, [৬] ব্রীহি-

ভির্যজেত, যবৈর্যজেত। ব্রীহি দ্বারা, অথবা যব দ্বারা, যাগ করিবেক। কিন্তু এরূপ অর্থ নহে, যে যবেতে অসমর্থ হইলে ব্রীহি দ্বারা যাগ করিবেক। উদিতে জুহোতি, অনুদিতে জুহোতি। সূর্য্যের উদযকালে হোম করিবেক, অথবা অনুদযকালে হোম করিবেক ; এ স্থলেও সমর্থাসমর্থ ভেদে বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু কোন গ্রন্থকারেরা আপনকার ন্যায় এরূপ অর্থ করেন নাই, তাঁহারা সকলেই ইচ্ছাবিকল্প স্বীকার করিয়াছেন। উপাসীত জগন্নাথং শিবম্বা জগতাং পতিং। এ স্থলেও আপনকার মতানুসারে এই অর্থ হয়, যে শিবোপাসনাতে অসমর্থ হইলে বিষ্ণুর উপাসনা করিবেক ; কিন্তু এরূপ অর্থ কোনো গ্রন্থকারেরা করেন নাই, এবং শিবের ও বিষ্ণুর উপাসনাতে ন্যূনাধিক্য স্বীকার করিলে সিদ্ধান্তশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রকার বিরোধ হয। আর ইচ্ছা-বিকল্পের অন্যথা করিবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণীয বচন কহিয়া লিখিয়াছেন, অনুযাতি ন ভর্ত্তারং যদি দৈবাৎ কথঞ্চন। তথাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ।। পতি মরিলে স্ত্রী যদি দৈবাৎ কোনরূপে সহমরণ অনুমরণ করিতে না পারে, তথাপি বিধবা শীল রক্ষা করিবেক ; যদি ধর্ম্ম রক্ষা না করে, তবে সে স্ত্রী নরকে গমন করে। আর এই অর্থকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অঙ্গিরা বচন লিখিযাছেন, নান্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেযো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ।। এবং ইহার অর্থ লিখিযাছেন যে সাধ্বী স্ত্রীর এমন ধর্ম্ম আর নাই, অর্থাৎ সহগমন অনুগমনতুল্য এরূপ প্রধান ধর্ম্ম আর নাই। উত্তর। অঙ্গিরার ঐ বচনের শব্দ হইতে এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়, যে সহমরণ ব্যতিরেক স্ত্রীলোকের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, এবং স্মার্ত্ত [৭] ভট্টাচার্য্য এই অর্থ স্বীকার করিযা বিষ্ণুবচনের সহিত একবাক্যতা করিবার নিমিত্ত লিখেন, যে অঙ্গিরার বচনে সহমরণ বিনা আর ধর্ম্ম নাই। যে এই অর্থ নিষ্পন্ন হয, তাহা সহমরণের প্রশংসা মাত্র জানিবা, কিন্তু আপনি শব্দার্থের অন্যথা করিযা এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যার অন্যথা করিযা স্বমত স্থাপনের নিমিত্ত অর্থ করেন, যে সহগমন অনুগমনতুল্য প্রধান ধর্ম্ম আর নাই। অতএব এরূপ শাস্ত্রার্থের অন্যথা করিযা স্বর্গের প্রলোভ দেখাইয়া এরূপ অবলা স্ত্রীবধেতে প্রবর্ত্ত হওয়াতে কি স্বার্থ দেখিযাছেন? তাহা জানিতে পারি না। স্কন্দপুরাণ বলিয়া যে বচন লিখিয়াছেন, ইহা যদি সমূলক হয়, তবে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, নান্যোহি ধর্ম্ম। এই অঙ্গিরার বচনে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত এ বচনেরও জানিবে, অর্থাৎ মনু বিষ্ণু প্রভৃতি বচনের অনুরোধে স্কন্দপুরাণের বচনেতে যে সহমরণের প্রাধান্য লিখেন, সে সহমরণের প্রশংসা মাত্র জানিবেন। যেহেতু শ্রুতি স্মৃতি, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে নিন্দিত যে স্বর্গকামনা এমত কামনাবিশিষ্ট সহমরণকে ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম যাহাতে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইযা মোক্ষ হওনের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ করিযা কথন সর্ব্বপ্রকারে অগ্রাহ্য ও পূর্ব্ব২ আচার্য্যের এবং গ্রন্থকারের মতবিরুদ্ধ হয। ইতি প্রথমপ্রকরণং।

সপ্তম পৃষ্ঠের শেষ অবধি লিখিয়াছেন, যে অঙ্গিরা বিষ্ণু হারীতের স্মৃতি যদ্যপি সহমরণ প্রকরণে মনুবিরুদ্ধ হইয়াছে, তথাপি অনেকের স্মৃতির সহিত মনুস্মৃতির বিরোধ হইলে মনুস্মৃতি বাধিত হয, অতএব হারীত বিষ্ণু প্রভৃতির স্মৃতির দ্বারা মনুস্মৃতির অগ্রাহ্যতা হইয়াছে এবং এ কথার সংস্থাপনের নিমিত্তে তিন যুক্তি প্রমাণ লিখিযাছেন ; আদৌ বৃহস্পতিবচনে লিখেন যে, [৮] মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।। অর্থাৎ মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয নহে, এ বচনে যা শব্দ একবচনান্ত দেখিতেছি, অতএব এক স্মৃতির সহিত মনুর বিরোধ হইলে সে স্মৃতি অগ্রাহ্য হয, কিন্তু অনেক স্মৃতির সহিত মনুর বিরোধ হইলে মনুস্মৃতির অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। উত্তর তাবৎ নব্য প্রাচীন গ্রন্থকারেরদিগের এই সর্ব্বসাধারণ রীতি হয যে মনুস্মৃতির বিরোধ এক স্মৃতি অথবা অনেক স্মৃতির সহিত হইলে মনুস্মৃতির অনুসারে সেই সকল স্মৃতির অর্থ করিযা থাকেন, মনুর স্মৃতিকে অন্য স্মৃতি দ্বারা বাধিত করিযা স্বীকার করেন না, আপনি ঐ সকলের মতের অন্যথায় প্রবর্ত্ত হইয়া অন্য দুই তিন স্মৃতির দ্বারা মনুর স্মৃতিকে অপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, এ যুক্তি আপনকার

কেবল পূর্ব্বাপর আচার্য্যেরদের মতবিরুদ্ধ হয়, এমত নহে, বরঞ্চ সাক্ষাৎ বেদবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু বেদ কহেন, যৎ কিঞ্চিৎ মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজং, যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন, তাহাই পথ্য, এবং আপনিও ৭ পৃষ্ঠাতে ঐ শ্রুতি লিখিয়াছেন ; অতএব মনুবাক্য অন্য বাক্যের দ্বারা অপ্রামাণ্য হইলে বেদের যে এই বাক্য অর্থাৎ যাহা মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য, সে অপ্রমাণ হয ; আর বৃহস্পতিবচনে যা এই সামান্য শব্দের প্রয়োগের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হয়, যে যে কোনো বচন যাহার স্মৃতিত্ব আছে, সে মনুবাক্যের বিপরীত হইলে অগ্রাহ্য হইবেক ; এবং বৃহস্পতিবচনের পূর্ব্বার্দ্ধে হেতু দেখাইয়াছেন, যে বেদার্থের সংগ্রহ করিয়াছেন, এ প্রযুক্ত মনুস্মৃতির প্রাধান্য জানিবে। অতএব এই হেতু প্রদর্শন দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইয়াছে. যে সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মনুস্মৃতি তাহার বিপরীত যে অন্য স্মৃতি সে সুতরাং বেদের বিপরীত, অতএব গ্রাহ্য নহে। বৃহস্পতিবচনে যে কোনো স্মৃতি মনুর বিরুদ্ধ হয় তাহাই অগ্রাহ্য, ইহাতে আপনি অর্থ করেন যে স্মৃতি [৯] এই একবচনান্ত প্রয়োগের দ্বারা এক স্মৃতির সহিত মনুর বিরোধ হইলে মনুর প্রাধান্য হয, আর অনেক স্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে মনুস্মৃতি অপ্রমাণ হয। এই সিদ্ধান্ত যদি আপনকার হইল, তবে পশ্চাৎ লিখিত শ্রুতির ঐ সিদ্ধান্তানুসারে অর্থ করিতে হইবেক, যথা, যো ব্রাহ্মণায়াবগুরেত্তং শতেন যাতয়াৎ যো নিহন্যাত্তং সহস্রেণ ইতি।। যে কোনো এক ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হয়, সে ব্যক্তি শতযাতনা নরকে যায় ; আর যে আঘাত করে, সে সহস্রযাতনা নরকে যায় ; অতএব এ স্থলেও একবচনান্ত প্রয়োগের দ্বারা যদি দুই তিন ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণকে মারে, কিম্বা এক ব্যক্তি দুই তিন ব্রাহ্মণকে মারে, তবে দোষ না হউক। এরূপ অনেক স্থল আছে, যাহাতে আপনকার সিদ্ধান্তানুসারে অর্থ করিলে সর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ হয। দ্বিতীয় মনুস্মৃতির খণ্ডনের নিমিত্তে লিখিয়াছেন, যে ঋক্‌বেদে সহমরণ অনুমরণের প্রয়োগ আছে ; অতএব বেদবিরোধের নিমিত্ত মনুস্মৃতির গ্রাহ্যতা নাই। উত্তর, আপনি ৯ পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে শ্রুতি লিখিয়া তাহার অর্থ লিখিয়াছেন, যে নিত্য নৈমিত্তিক নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্মোপাসনার দ্বারা মুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব আয়ুঃসত্ত্বে আযুর্ব্যয় করিবেক না, অতএব ইত্যাদি শ্রুতির সহিত মনুস্মৃতির সম্যক্ প্রকারে ঐক্য স্পষ্ট হইয়াছে, অথচ লিখিয়াছেন এস্থলে মনুস্মৃতি বেদবিরুদ্ধ হয। আর, যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং। ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে মনুস্মৃতির সহিত বেদের বিরোধ কদাপি সম্ভব নহে, আর ঐ ঋক্‌বেদশ্রুতি যাহাতে সহমরণের উল্লেখ আছে, এই অধ্যাত্মপ্রকরণীয় শ্রুতির সহিত যে বিরোধ দেখাইতেছে তাহাতে ভগবান্ মনু অধ্যাত্মপ্রকরণীয় শ্রুতির বলবত্তা জানিয়া [১০] তদনুসারে ব্রহ্মচর্য্যের বিধি দিলেন, আর অতি মূঢ়মতি কামাসক্ত প্রতি সুতরাং ঐ ঋক্‌বেদশ্রুতির অধিকার রহিল ; যাহার দ্বারা ঐ স্বর্গকামীদের পরম শ্রেয়ঃ হইতে পারে না, ইহা আপনিও ১১ পৃষ্ঠা ১৭ পংক্তিতে লিখিয়াছেন, এবং আমরাও সম্পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক সংবাদের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিযাছি। বিশেষত আপনি কেন্ না জানেন, যখন দুই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থের নিশ্চয হঠাৎ না হয, আর বেদের বিশেষার্থবেত্তা ভগবান্ মনু তাহার যে কোনো অর্থকে নিশ্চয করিয়া থাকেন, তাহাকেই তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া পূর্ব্বাপর আচার্য্যেরা গ্রহণ করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে ভগবান্ মহেশ্বর জ্ঞানতো ব্রাহ্মণবধে প্রায়শ্চিত্ত আছে এমত বিধি দিয়া দেখিলেন, যে কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে। অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বধ করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই যে মনুবাক্য তাহার সহিত বিরোধ হয ; এ প্রযুক্ত সাক্ষাৎ বেদার্থ মনুবাক্যকে আপন বাক্যের দ্বারা বাধিত এবং উল্লঙ্ঘন না করিয়া ঐ মনুবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে কামতো ব্রাহ্মণবধে যন্নিষ্কৃতির্ন মনুনোদিতং। একান্ততো বিপ্রবধবর্জ্জনার্থমুদীরিতং।। যদ্বা ক্ষত্রাদিবিষয়মতদ্বৈ বচনং বিদুঃ।। অর্থাৎ জ্ঞানত ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতি নাই, যে মনু কহিযাছেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মবধ নিষেধের নিমিত্ত জানিবে, অথবা ক্ষত্রিয়াদির প্রতি এ বচনের বিষয় জানিবে ; অতএব ভগবান্ মহাদেব আপন

বাক্যের দ্বারা মনুবাক্যের অপ্রামাণ্য করেন নাই, কিন্তু আপনি স্ত্রীহত্যা করিবার নিমিত্ত হারীত অঙ্গিরাবাক্য দ্বারা মনুবাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, মনুবাক্য খণ্ডনের উদ্দেশে জৈমিনি সূত্র লিখিয়াছেন তাহার অর্থ এই, বিরুদ্ধে ধর্ম্মের উপস্থিতি যদি এক স্থলে হয় তবে অনেকের যে ধর্ম্ম তাহারই গ্রাহ্যতা, অত[১১]এব দুই তিন শ্রুতির বিরুদ্ধহেতুক এ স্থলে মনুস্মৃতির অগ্রাহ্যতা হয়। উত্তর। এ সূত্র দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হয়, যে তুল্যপ্রমাণ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি যদি একত্র হয়, তবে অনেকের ধর্ম্ম গ্রাহ্য হয় তুল্যপ্রমাণ না হইলে এ সূত্রের বিষয় হয় না ; যেমন এক শ্রুতির এক শত স্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে অগ্রাহ্যতা হয় এমত নহে, সেইরূপ সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মনুস্মৃতি, তাহার অগ্রাহ্যতা এক স্মৃতি কিম্বা অনেক স্মৃতির বিরোধ দ্বারা হইতে পারে না, অধিকন্তু অঙ্গিরা হারীত বিষ্ণু ব্যাস ইঁহারা যেমন সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য এ দুয়ের অনুমতি বিধবার প্রতি করিয়াছেন, সেইরূপে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, শাতাতপ, প্রভৃতি ইঁহারা কেবল ব্রহ্মচর্য্যের বিধি দিয়াছেন, অতএব মন্বাদি বাক্যকে তুচ্ছ করিয়া স্বর্গ প্রলোভ দেখাইয়া কেন অবলা স্ত্রীর প্রাণ বধ করেন ? ইতি দ্বিতীয়প্রকরণং।

প্লবা হ্যেতে ইত্যাদি শ্রুতি সকল, এবং যামিমাং পুষ্পিতাং বাচমিত্যাদি ভগবদ্গীতাশ্লোক, যাহা আমরা স্বর্গাদি কামনা করা অতি বিরুদ্ধ ইহার প্রমাণের নিমিত্তে লিখিয়াছিলাম, তাহা সকলকে আপনি প্রথমত লিখিয়া পরে, স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত, অর্থাৎ স্বর্গকামনাবিশিষ্ট ব্যক্তি অশ্বমেধ যাগ করিবেক, ইত্যাদি কাম্য কর্ম্মের বিধায়ক শ্রুতি লিখিয়া বিচারপূর্ব্বক ১৭ পৃষ্ঠায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ইহার তাৎপর্য্য এই হইল, যে কাম্য কর্ম্ম নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এবং সকাম অধিকারী অপেক্ষা নিষ্কাম অধিকারী শ্রেষ্ঠ। উত্তর। যদি সকাম অধিকারী [১২] হইতে নিষ্কাম অধিকারীকে শ্রেষ্ঠ কহিলেন তবে বিধবাকে স্বর্গ কামনাতে প্রলোভ কেন দেখান ? মুক্তিসাধন নিষ্কাম কর্ম্মে কেন প্রবৃত্ত না করান ? আর যে ইতিমধ্যে লিখিয়াছেন যে কাম্য কর্ম্মের নিষেধ কোথাও নাই, এ অশাস্ত্র, যেহেতু কাম্য কর্ম্মের নিষেধক শ্রুতি ও স্মৃতি লিখিলে স্বতন্ত্র বৃহৎ এক গ্রন্থ হয়, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি তবে কাম্য কর্ম্মের বিধায়ক শাস্ত্রও আছে, কিন্তু সে নিষ্কাম কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রের অপেক্ষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল এবং বাধিত হয়, মুণ্ডকশ্রুতি, দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। শাস্ত্র দুই প্রকার, শ্রেষ্ঠ আর অশ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যাহার অনুষ্ঠানে অবিনাশী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতা, অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং তাবৎ শাস্ত্রের মধ্যে অধ্যাত্মশাস্ত্র আমি। শ্রীভাগবতে, এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ। ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি।। মোক্ষেতে যে বেদের তাৎপর্য্য তাহা না জানিয়া কুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল আপাততঃ রমণীয় যে ফলশ্রুতি তাহাকেই পরম ফল করিয়া কহে, কিন্তু যথার্থ বেদবেত্তারা এমত কহেন না। অতএব সকাম কর্ম্মের অধিকার অত্যন্ত মূঢ়ের প্রতি হয়, পণ্ডিতেরা ঐ সকল মূঢ়েরদিগকে কাম্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু লাভার্থী হইয়া ঐ কাম্য কর্ম্মেতে তাহারদিগকে মগ্ন করিবার প্রয়াস কদাপি করিবেন না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের লিপি এবং তাহার ধৃত বচন, [১৩] পণ্ডিতৈরপি মূর্খঃ কাম্যে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়িতব্যাঃ। ভাগবতে, স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোপি ভিষক্তমঃ।। পণ্ডিতেরা মূর্খ ব্যক্তিদিগকে কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন না। যেহেতু পুরাণে লিখেন যে আপনি মুক্তিসাধন পথকে জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে কাম্য কর্ম্ম করিতে কহিবে না, যেমন কুপথ্য বাসনা করে যে রোগী, তাহাকে উত্তম বৈদ্য কদাপি কুপথ্য দেন না। ইতি তৃতীয়প্রকরণ।

১৭ পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তিতে লিখেন, যে বিধবার তৈল তাম্বূল মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ যে ব্রহ্মচর্য্য, তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম এবং মুক্তিসাধন কহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় এবং ইহার দুই প্রমাণ

দিয়াছেন, এক এই, যে মনুবচনে বুঝাইতেছে, যে পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, অতএব আকাঙ্ক্ষা শব্দ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য সকাম বুঝাইল, দ্বিতীয় মনুর পরবচনে বুঝাইতেছে, যে কুমার ব্রহ্মচারীর ন্যায় বিধবা ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে যান, ইহাতে স্বর্গ ফল শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য কাম্য কর্ম্ম, ইহা স্পষ্ট বুঝাইল, উত্তর। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম নিষ্কাম, এবং মুক্তিসাধন হইতে পারে না, এরূপ কথন অতি আশ্চর্য্যকর, যেহেতু কি ব্রহ্মচর্য্য কি অন্য কোনো কর্ম্ম তাহাকে কামনাপূর্ব্বক করা, কি কামনা ত্যাগপূর্ব্বক করা, ইহা কর্ত্তার অধীন হয়, কোনো ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মকে স্বর্গভোগ নিমিত্ত করে, আর কোনো ব্যক্তি কামনার ত্যাগপূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তিপদকে ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয়, অতএব বিধবা যদি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কামনারহিত হইয়া করে, তথাপি তাহার কর্ম্ম নিষ্কাম হইতে পারে না, এরূপ প্রত্যক্ষের এবং শাস্ত্রের অপলাপ করা আপনকার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মনুর [১৪] বচনে যে লিখিয়াছেন, সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্মকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক কাম্য হওয়া কদাপি বুঝায় না। যেহেতু মুক্তিতে ইচ্ছা করিয়া জ্ঞানের অভ্যাস করা যায়; ইহাতে কোনো শাস্ত্রে অথবা কোনো পণ্ডিতেরা জ্ঞানাভ্যাসকে কাম্য কহেন না, কেন না প্রয়োজন ব্যতিরেকে কি দৈহিক কি মানস ক্রিয়া মাত্রেই প্রবৃত্ত হয় না? অতএব ঐহিক কিম্বা পারত্রিক ফলকামনাপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ম্মের কাম্য কহা যায়, সে কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। মনু, ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে, কি ইহলোকে কি পরলোকে বাঞ্ছিত ফল পাইব? এই কামনাতে যে কর্ম্ম করে তাহার নাম প্রবৃত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগের পর জন্মমরণরূপ সংসারে প্রবর্ত্তক হয়। আর যে লিখেন, মনুর পরবচনে কুমার ব্রহ্মচারীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যে বিধবারা করেন তাঁহারা স্বর্গে যান, অতএব স্বর্গগমনরূপ ফল শ্রবণ দ্বারা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য কাম্য হইবে। উত্তর, স্বর্গ ফল শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক কাম্যত্ব আইসে না, যেহেতু কেবল সকাম কর্ম্ম করিলেই স্বর্গ গমন হয় এমত নহে বরঞ্চ মুক্তির নিমিত্তে জ্ঞানাভ্যাস যাঁহারা করেন তাঁহারদের জ্ঞানের পরিপাক যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত যখন২ শরীর ত্যাগ তাঁহারা করিবেন তখন২ তাঁহারদের ভূরি কাল স্বর্গবাস হইবেক, পরে২ জ্ঞানের পরিপাক নিমিত্ত ইহলোকে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া জ্ঞান সাধনপূর্ব্বক মুক্ত হয়েন। ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন, প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।। [১৫] জ্ঞানের পরিপাক না হইয়া সাধকের মৃত্যু হইলে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরদের প্রাপ্য যে স্বর্গ তাহাতে অনেক কাল বাস করিয়া, পুনর্ব্বার জ্ঞানাভ্যাসের নিমিত্ত শুচি এবং শ্রীমানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ ঐ মনুর শ্লোকের টীকাতে কুল্লূক ভট্ট লিখেন যে সনক বালখিল্য প্রভৃতির ন্যায় বিধবারা স্বর্গে গমন করেন, ইহাতে স্পষ্টই প্রাপ্ত হইতেছে, যে বিধবারা ঐ সনকাদি নিত্যমুক্ত ঋষিদের ন্যায় স্বর্গ গমন করেন, অতএব নিত্য-মুক্তের তুল্য পদ প্রাপ্ত হওয়া নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্য বিনা হইতে পারে না, এই হেতুক এখানে নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্যই তাৎপর্য্য হইতেছে, ইতি। চতুর্থ প্রকরণ।

১৮ পত্রে লিখেন, যে সহমরণে ও অনুমরণে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা বিধবার অতিশয় ফল যেহেতু ব্রহ্মঘ্ন কৃতঘ্ন মিত্রঘ্ন যে পতি সেও নিষ্পাপ হয়, এবং নরক হইতে মুক্ত হয়, এবং ত্রিকুল পবিত্র হয়, এবং স্ত্রীশরীর হইতে নিষ্কৃতি হয়। উত্তর, আপনি ১৭ পৃষ্ঠায় ৩ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন, যে কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, পুনর্ব্বার এখানে লিখেন, ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষায় সহমরণ শ্রেষ্ঠ, এবং তাহার হেতু এই লিখিয়াছেন যে সহমরণ করিলে ত্রিকুল পবিত্র হয়: এবং মহাপাতকী যে পতি সেও মুক্ত হয়। পূর্ব্বে২ লিখিত বচন প্রমাণে স্পষ্টই প্রাপ্ত হইতেছে, যে এরূপ ফলশ্রুতি কেবল অতি মূঢ়মতি ব্যক্তিকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশে ও শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্যে শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অতএব এই সকল স্তুতিবাদকে অব-

লম্বন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা সকাম সহমরণকে প্রধান করিয়া কহা সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়। আর যদি সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এরূপ ফলশ্রুতিকে রোচনার্থ না জানিয়া যথার্থ-রূপে স্বীকার করেন, তবে এরূপ শরীর দাহ করাইয়া কুলোদ্ধার করিবাতে অত্যন্ত শ্রম, [১৬] এবং দৈহিক ও মানস যাতনা হয়। অনায়াসেই মহাদেবকে এক পক্ক কদলীফলের দান অথবা বিষ্ণু কিম্বা শিবকে এক করবীরের প্রদান দ্বারা ত্রিকোটি কুলের উদ্ধার কেন না করান? তদ্‌যথা। একং মোচাফলং পক্কং যঃ শিবায় নিবেদয়েৎ। ত্রিকোটিকুলসংযুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে।। একেন করবীরেণ সিতেনাপ্যসিতেন বা। হরিং বা হরমভ্যর্চ্চ্য ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ।। যে শিবকে এক কদলীফল দেয়, সে তিন কোটি কুলের সহিত শিবলোকে বাস করে। এক শ্বেত করবীর অথবা অশ্বেত করবীর শিবকে কিম্বা বিষ্ণুকে প্রদান করিলে ত্রিকোটি কুলের উদ্ধার হয়; অধিকন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানাভ্যাস করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারদের প্রতিও ফলশ্রুতির ত্রুটি নাই, বরঞ্চ আপনকার কথিত ফলশ্রুতি হইতে অধিক হইবেক, শ্রুতিঃ, সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, সর্ব্বে দেবা অস্মৈ বলিমাহরন্তি। পূর্ব্বপ্রকারে যাঁহারা জ্ঞান সাধন করিয়াছেন তাঁহারদের ইচ্ছা মাত্র পিতৃলোক মুক্ত হয়েন, সকল দেবতারা তাঁহারদের পূজা করেন; এরূপ ফলশ্রুতি লিখিতে হইলে পৃথক্ এক গ্রন্থ হইতে পারে। বিশেষতঃ কাম্য ধর্ম্মের অঙ্গবৈগুণ্য হইলে ফলের হানি এবং প্রত্যবায় হয়, আর মোক্ষার্থে নিষ্কাম কর্ম্মের অঙ্গবৈগুণ্যে কোনো দোষ নাই, ইহার কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিলেই কৃতার্থ হয়, ইহার প্রমাণ ভগবদ্গীতা, নেহাভিক্রম-নাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।। [১৭] নিষ্কাম কর্ম্মের আরম্ভ করিলে তাহা নিষ্ফল কদাপি হয় না, এবং কাম্য কর্ম্মের ন্যায় অঙ্গবৈগুণ্য হইলে প্রত্যবায় জন্মে না। আর নিষ্কাম কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিলেও সংসার হইতে ত্রাণ পায়, অতএব সর্ব্বপ্রকারে অঙ্গবৈগুণ্যের সম্ভাবনা সহমরণে ও অনুমরণেতে আছে, বিশেষতঃ আপনারা যেরূপে বিধবাকে বলেতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দাহ করেন তাহাতে স্বর্গভোগের সহিত বিষয় কি কেবল অপঘাত মৃত্যুফলের ভাগী মাত্র বিধবা হয়। ইতি পঞ্চম প্রকরণ।

. ১৭ পৃষ্ঠার ৩ পংক্তির পর্য্যবসানে সহমরণ অপেক্ষায় বিধবার জ্ঞানাভ্যাসকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় তাহারদিগকে সহমরণে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে জ্ঞানাভ্যাস হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশে লিখেন, যে সকল স্ত্রী সর্ব্বদা বিষয়সুখে আসক্তা, এবং কাম্য কর্ম্মফলে নিতান্ত আসক্তা, এবং সর্ব্বদা সরাগা; তাহারদিগকে সহমরণ-রূপ বিধবার পরম ধর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া জ্ঞানাভ্যাসে নিযুক্ত করা কেবল তাহারদের উভয়ভ্রষ্ট করা হয়, এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্তে গীতার শ্লোক লিখিয়াছেন, ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং ইতি। উত্তর। সহমরণে স্ত্রীলোককে প্রবৃত্ত করিবার বিষয়ে আপনকারদের তাৎপর্য্য বিশেষরূপে এখন ব্যক্ত হইল, যে বিশিষ্ট ব্যক্তির-দের স্ত্রীলোককে অত্যন্ত বিষয়সুখে আসক্তা এবং সরাগা করিয়া জানেন, সুতরাং এই আশঙ্কায় তাহারদের প্রতি কোনো মতে বিশ্বাস না করিয়া সহগমন না করিলে তাহারা ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইবেক, এই ভয়প্রযুক্ত স্বর্গের প্রলোভ দেখাইয়া স্বামীর সহিত তাহারদের আশংশয় করেন কিন্তু আমরা এই নিশ্চয় জানি যে কি পুরুষ কি স্ত্রী স্বভাবসিদ্ধ কাম ক্রোধ লোভেতে জড়িত হয়েন, কিন্তু শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা এবং সৎসঙ্গের দ্বারা ঐ সকল [১৮] দোষের দমন ক্রমশঃ হইতে পারে, এবং উত্তম পদ প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন, এই নিমিত্ত আমরা স্ত্রীলোককে এবং পুরুষকে অধম শারীরিক সুখের কামনা হইতে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস করি, অর্থাৎ স্বর্গে যাইয়া স্বামীর সহিত অত্যন্ত নিন্দিত স্ত্রীপুরুষের ব্যবহারপূর্ব্বক কিছু কাল বাস করিয়া পুনরায় অধঃপতিত হইয়া গর্ভের মলমূত্রঘটিত যন্ত্রণা ভোগ করহ, এমত উপদেশ কদাপি করি না। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহারদিগকে পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া সাংসারিক

অত্যন্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে বিধি দিয়াছেন, আর যাঁহারদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হইয়া থাকে, তাঁহারদিগের প্রতি কামনারহিত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাস করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, অতএব সেই শাস্ত্রানুসারে বিধবারদিগকে নিন্দিত এবং অচিরস্থায়ী যে স্বর্গসুখ তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস এবং পরম পদকে প্রাপ্ত করেন, যে জ্ঞানাভ্যাস তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে উদ্‌যোগ করি, অতএব বিধবা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া পরম পদকে প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলে বিধবার ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইবার কদাপি সম্ভাবনা নাই। গীতা। মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিং।। হে পার্থ, আমাকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র যে সকল পাপযোনি তাহারাও পরম পদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আপনারা স্ত্রীলোককে সরাগা জানিয়া এবং মোক্ষ সাধনে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া সহমরণে প্রবৃত্তি দেন, যে কেহ তাহারদের মধ্যে সহগমন না করে, আপনকার সিদ্ধান্তানুসারে তাহারদের ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট [১৯] হওয়া নিশ্চিত হইল, যেহেতু আপনকার মতে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবার তাহারা যোগ্যই নহে, এবং সহমরণ দ্বারা স্বর্গারোহণও তাহারদের হইল না। আর, ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং। কর্ম্মেতে আবৃত যে অজ্ঞানী, তাহারদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, এই যে গীতার প্রমাণ দিয়াছেন, সে বচনের তাৎপর্য্য এই, যে কামনারহিত কর্ম্মীর বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেক না, কিন্তু আপনি সকাম কর্ম্মীর বিষয়ে এ বচনের প্রয়োগ করিয়াছেন, এ অত্যন্ত অশাস্ত্র, যেহেতু কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া কি এ বচনের কি সমুদয় গীতার তাৎপর্য্য হয়, অতএব গীতা ও তাহার টীকা দুই প্রস্তুত আছে, পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন, সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনং ইত্যাদি। অর্থাৎ সংসারের সুখে আসক্ত হইয়া যে ব্যক্তি কহে, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হই, সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হয়। এই যে বশিষ্ঠের বচন লিখিয়াছেন, এ যথার্থ বটে, যেহেতু সংসারের সুখে আসক্ত হউক, অথবা না হউক, যে কোন ব্যক্তি এমত অভিমান করে, যে আমি ব্রহ্মজ্ঞ অথবা অন্য কোন প্রকারে গুরুত্বাভিমান করে, সে অতি অধম। কিন্তু সহমরণ প্রকরণে এ বচন যাহার দ্বারা অভিমানের নিষেধ দেখিতেছি, তাহার উদাহরণের কি প্রয়োজন আছে, তাহা জানিতে পারিলাম না। ইতি ষষ্ঠ প্রকরণ।

আপনি বিংশতি পৃষ্ঠায় নিষেধকের পক্ষকে আশ্রয় করিয়া লিখেন, যে আমরা সহমরণ অনুমরণের নিষেধ করি না, কিন্তু বিধবাকে বন্ধনপূর্ব্বক যে দাহ করিয়া থাকেন তাহার নিষেধ করি। উত্তর। এ অত্যন্ত অসঙ্গত, যেহেতু আমারদিগের যে বক্তব্য তাহার অন্যথা লিখিয়াছেন, কারণ সহমরণ অনুমরণ সকাম ক্রিয়া হয়, আর কাম্য ক্রিয়াকে উপনিষৎ এবং গীতাদি শাস্ত্রে সর্ব্বদা নিন্দিতরূপে কহিয়াছেন, সুতরাং ওই সকল শাস্ত্রে বিশ্বাস [২০] করিয়া সকাম সহমরণ হইতে বিধবাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস আমরা করিয়া থাকি, যে তাহারা শরীরঘটিত নিন্দিত সুখের প্রার্থনা করিয়া পরম পদ মোক্ষের সাধনে নিবৃত্ত না হয়, এবং বন্ধনপূর্ব্বক যে স্ত্রীবধ আপনকারা করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিষেধ না করিলে প্রত্যবায় আছে, অতএব বিশেষরূপে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে উদ্‌যুক্ত হই।

বলাৎকারে বিধবাকে দাহ করিবার দোষকে নির্দ্দোষ করিবার নিমিত্ত ঐ বিংশতি পত্রের শেষে লিখেন, যে২ দেশে অত্যন্ত জ্বলচ্চিতারোহণের ব্যবহার আছে, সে নির্ব্বিবাদ। যে দেশে তাদৃশ ব্যবহার নাই, কিন্তু মৃত পতির শরীরদাহকেরা যথাবিধানক্রমে অগ্নি দিয়া সেই অগ্নি চিতা-সংযুক্ত করিয়া রাখেন, পরে সেই অগ্নির দ্বারা চিতা অল্পে২ জ্বলন্ত হইতে থাকে, এই কালে স্ত্রী যথাবিধানক্রমে ঐ চিতায় আরোহণ করে, সেও দেশাচারপ্রযুক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, এবং দেশাচারের দ্বারা ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার দুই তিন বচনও লিখিয়াছেন। উত্তর। স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ইত্যাদি দারুণ পাতক সকল দেশাচারবলেতে ধর্ম্মরূপে গণ্য হইতে পারে না।

বরঞ্চ এরূপ আচার যে দেশে হয়, সে দেশই পতিত হয়। ইহার বিশেষ পশ্চাৎ লিখিতেছি। অতএব বলাৎকারে কোন স্ত্রীকে বন্ধন করিয়া, পরে অগ্নি দিয়া দাহ করা, এ সর্ব্বশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এবং অতিশয় পাপের কারণ হয়। এরূপ স্ত্রীবধেতে একদেশীয় লোকের কি কথা? যদি তাবৎ দেশের লোক ঐক্য হইয়া করে, তথাপি বধকর্ত্তারা পাতকী হইবেক, অনেকে ঐক্য হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারে না, যে২ ক্রিয়ার শাস্ত্রে কোনো বিশেষ নিদর্শন নাই, সে স্থলে দেশাচার ও কুলধর্ম্মানুসারে সে ক্রিয়াকে নিষ্পন্ন করিবেক, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রনিষিদ্ধ যে জ্ঞানপূর্ব্বক [২১] স্ত্রীবধ তাহা কতিপয় মনুষ্যের অনুষ্ঠান করাতে দেশাচার হইয়া সৎকর্ম্মে গণিত কদাপি হয় না। স্কন্দপুরাণ। ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ। দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে।। যে২ বিষয়ের শ্রুতি ও স্মৃতিতে সাক্ষাৎ বিধি ও নিষেধ নাই, সেই২ বিষয়ে দেশাচার কুলাচারের অনুসারে ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেক। যদি বল, দেশাচার ও কুলাচার যদ্যপিও সাক্ষাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তথাপি কর্ত্তব্য, এবং তাহা সৎকর্ম্মে গণিত হইবেক। উত্তর, শিবকাঞ্চী, ও বিষ্ণুকাঞ্চী, এই দুই দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য লোক কি পণ্ডিত কি মূর্খ? তাহারদের কুলাচার এই, যে বিষ্ণুকাঞ্চীস্থেরা শিবের নিন্দা করিয়া আসিতেছে, আর শিবকাঞ্চীস্থ লোকেরা বিষ্ণুর নিন্দা করে, অতএব দেশাচার কুলাচারানুসারে শিবনিন্দা ও বিষ্ণুনিন্দার দ্বারা তাহারদিগের পাতক না হউক, যেহেতু প্রত্যেকে তাহারা কহিতে পারে যে দেশাচার কুলাচারানুসারে নিন্দা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোনো পণ্ডিতেরা কহিবেন না, যে তাহারা দেশাচারবলে নিষ্পাপ হইবেক। এবং অন্তর্বেদের নিকটস্থ দেশে রাজপুত্রেরা কন্যাবধ করিয়া থাকে, তাহারাও কন্যাবধের পাতকী না হউক, যেহেতু দেশাচারে ঐ২ কুলের লোক সকলেই কন্যাবধ করিয়া থাকে, এরূপ অনেক উদাহরণস্থল আছে, অতএব সাক্ষাৎ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ দারুণ পাতককে দেশাচারপ্রযুক্ত পুণ্যজনকরূপে কোনো পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন নাই।

বিধবাকে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা দেশাচারপ্রযুক্ত সৎকর্ম্ম হয়, ইহা প্রথমতঃ কহিয়া পুনরায় আপত্তি করিয়াছেন, যে বনস্থ, পর্ব্বতীয় লোক সকলে, দস্যুবৃত্তি দ্বারা প্রাণিবধাদি করিতেছে, তাহাতে দেশাচারপ্রযুক্ত ঐ বনস্থেরদিগের পাপ না হউক। পরে ঐ আপত্তির সিদ্ধান্ত আপনি করেন, যে বনস্থাদি লোকের ব্যব[২২]হার উত্তম লোকের গ্রাহ্য নহে, সহমরণ বিষয়ে যে আচার তাহা মহাপ্রামাণিক ধার্ম্মিক পণ্ডিতেরা আদ্যোপান্ত গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, অতএব শিষ্টের আচারের গ্রাহ্যতা দুষ্টের আচারের গ্রাহ্যতা নাই। উত্তর। দুষ্টতা ও শিষ্টতা, ব্যক্তির ক্রিয়া দ্বারা নিশ্চিত হয় সর্ব্বশাস্ত্রনিষিদ্ধ এবং সর্ব্বযুক্তিবিরুদ্ধ যে বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ তাহা পুনঃ২ করিয়া এ দেশীয় লোক যদি শিষ্টমধ্যে গণিত হইলেন তবে ইতর মনুষ্যাদি বধ যাহা পর্ব্বতীয়েরা ধনলোভে অথবা তাহারদের বিকট দেবতাদের তুষ্টির নিমিত্ত করে, ইহাতে তাহারা অতি শিষ্টের মধ্যে কেন না গণিত হয়?

দেশাচার যে কোনো প্রকার হউক, তাহার গ্রাহ্যতা ইহার প্রমাণের নিমিত্ত যে শ্রুতি ও ব্যাসের বচন লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, যে শাস্ত্রজ্ঞ ও যুক্তিশীল, এবং যুক্তির অনুসারে অনুষ্ঠানশীল, ক্রোধরহিত, এবং কর্ম্মে অবিরক্ত যে ব্রাহ্মণ সকল, তাঁহারা যেরূপ আচরণ করেন, তাহা করিবেক। আর শ্রুতি এবং যুক্তি নানাবিধ হইয়াছেন, অতএব মহাজন যে পথ অবলম্বন করেন, তাহাই গ্রাহ্য। উত্তর। শাস্ত্রজ্ঞ এবং যুক্ত্যনুসারে অনুষ্ঠানশীল যে মহাজন, তাহার আচারের গ্রাহ্যতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্র এবং সর্ব্বযুক্তিবিরুদ্ধ, জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে বন্ধন করিয়া যাহারা দাহ করেন, তাহারদিগকে শাস্ত্র ও যুক্তির অনুসারে অনুষ্ঠানশীল মহাজন করিয়া কহা যাইতে পারে না, সুতরাং তাঁহার আচারের গ্রাহ্যতা নহে। জ্ঞানপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিলে যদি মনুষ্য ধার্ম্মিক মহাজন কহাইতে পারেন, তবে অধার্ম্মিক মহাজনের স্থল আর নাই, অতএব পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যে সাক্ষাৎ শাস্ত্রে যাহার বিধি নিষেধ না থাকে, দেশ কুলানুসারে তাহার নিষ্পন্ন করিবেক, এ স্থলে বিধবা অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক, এমত শব্দ

প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব স্ত্রীবধকারী ব্যক্তিরদের আচারের দৃষ্টিতে ঐ বিধি অন্যথা করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক স্ত্রীকে চিতায় রুদ্ধ [২৩] করিয়া পশ্চাৎ আগ্ন দিয়া দাহ করিলে স্ত্রীবধ পাপ হইতে কদাপি নিষ্কৃতি হইতে পারিবেক না। আর স্কন্দপুরাণীয় কহিয়া যে বচন লিখিয়াছেন, ও যাহার অর্থ এই, যে ব্যক্তির শিবে এবং বিষ্ণুতে ভক্তি নাই তাহার বাক্য ধর্ম্মনির্ণয়ে গ্রাহ্য নহে, তাহার উত্তর। প্রতীকাবলম্বী যাহারা তাহারদের প্রতি এ বচনের অধিকার, অর্থাৎ নাম রূপাদি কল্পনা করিয়া যাহারা উপাসনা করে, শিবে ও বিষ্ণুতে ভক্তি না করিলে তাহারদের উপাসনা ব্যর্থ, এবং বাক্য অগ্রাহ্য। যেমন, কুলার্ণবে। আমিষাসবসৌরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ। প্রায়শ্চিত্তী স বর্জ্জ্যশ্চ পশুরেব ন সংশয়ঃ।। যাহার মুখেতে মদিরা-মাংসের সৌরভ নাই, সে প্রায়শ্চিত্তী এবং ত্যাজ্য ও সাক্ষাৎ পশু ইহাতে সন্দেহ নাই। এ বচনের অধিকার তান্ত্রিকের প্রতি হয়, অতএব এ সকল বচনের বিষয় অধিকারিভেদে স্বীকার না করিলে শাস্ত্রের মীমাংসা হয় না। ঐরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্রেও লিখেন, কঠশ্রুতি। ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। হস্তাদি বিক্ষেপের দ্বারা উৎপন্ন অনিত্য যে ক্রিয়া সকল সে নিত্য যে মোক্ষপদ তাহার প্রাপ্তির কারণ হয় না। তথা। ধ্যায়ন্তো নামরূপাণি যান্তি তন্ময়তাং জনাঃ। অধ্রুবাদ্বস্তু-জাতাদ্ধি ধ্রুবং নৈবোপজায়তে।। যে সকল ব্যক্তি নাম রূপের উপাসনা করে, তাহারা নামরূপময় হয়, যেহেতু অনিত্য বস্তুসমূহ হইতে নিত্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। [২৪] তথা। যোহন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা।। যে ব্যক্তি অপরিচ্ছিন্ন অতীন্দ্রিয় দিক্‌কাল আকাশের ন্যায় নিষ্কল সর্ব্বব্যাপী যে পরমাত্মা তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়গোচর দিক্‌কাল আকাশের ব্যাপ্য কামক্রোধাদিযুক্ত জানে, সেই আত্মাপহারী চোর কি২ পাতক না করিলেক, অর্থাৎ অতিপাতক মহাপাতক, অনুপাতক, প্রভৃতি সকল পাপ তাহা হইতে নিষ্পন্ন হইল, অতএব এতাদৃশ পাপী ব্যক্তির বাক্য ধর্ম্মনির্ণয়ে কদাপি গ্রাহ্য নহে। ইতি সপ্তম প্রকরণ।

আপনি ২৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, যেমন গ্রামের কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলে এবং পটের কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলে গ্রাম দগ্ধ পট দগ্ধ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা যায়, সেইরূপ চিতার এক অংশ জ্বলন্ত হইলে চিতাকে জ্বলচ্চিতা কহিতে পারি, অতএব বিধবার জ্বলচ্চিতারোহণ এ দেশে অসিদ্ধ না হয়। উত্তর। এরূপ বাক্যকৌশল করিয়া কতিপয় মনুষ্য যাঁহারা স্ত্রীবধে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন তাঁহারদের মনোরঞ্জন করিলেন, কিন্তু বাক্যপ্রবন্ধবলে ঈশ্বরের বিচারে কি ত্রাণ হইতে পারে? যেহেতু হারীত ও অঙ্গিরার বচনে প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রবিবেশ হুতাশনং। অর্থাৎ অগ্নিতে বিধবা প্রবেশ করিবেক। সমারোহেদ্ধুতাশনং। অর্থাৎ বিধবা অগ্নিতে আরোহণ করিবেক। ইহার তাৎপর্য্য আপনি ব্যাখ্যা করিলেন, যে চিতা হইতে অনেক দূরে অগ্নি থাকিবেক আর সেই অগ্নিসংযুক্ত রজ্জু কিম্বা তৃণাদি চিতাসংলগ্ন হইলে, এরূপ চিতা যাহাতে অগ্নির লেশমাত্র নাই তাহাতে আরোহণ করিলে অগ্নি প্রবেশ করা, ও অগ্নিতে আরোহণ করা [২৫] সিদ্ধ হয় কিন্তু কি ভাষাতে কি সংস্কৃতে প্রবেশ শব্দের শক্তি বস্ত্বন্তরের অন্তর্গমনে রূঢ় হয়, যেমন এই গৃহেতে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, এ প্রয়োগ গৃহমধ্য গমন ব্যতিরেক কদাপি হইতে পারে না যদি সেই গৃহলগ্ন হইয়া এক দীর্ঘ কাষ্ঠ থাকে, আর সেই কাষ্ঠ এক রজ্জুর সহিত সংযুক্ত হয় আর কোন ব্যক্তি ঐ কাষ্ঠকে অথবা রজ্জুকে স্পর্শ করে, তৎকালে সে ব্যক্তি গৃহ প্রবেশ করিলেক এ প্রয়োগ কি ভাষাতে, কি সংস্কৃততে, কেহ করিবেক না। আর আমার অর্দ্ধেক শরীর পিঞ্জরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এ স্থলে পিঞ্জরসংযুক্ত কোন এক বস্তুকে স্পর্শ করিলেও, আপনকার শব্দ কৌশলের অনুসারে কহিতে পারা যাউক, যে পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়াছিলাম যদ্যপিও চিতার কোনো কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলন্ত থাকিত, যাহা আপনকারদের রচিত চিতাতে কোনমতে থাকে না তথাপিও পট দাহ গ্রাম দাহ যুক্তিক্রমে কহিতে পারিতেন, যে একদেশ জ্বলন্ত দ্বারা চিতা জ্বলন্ত হইয়াছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অগ্নি এরূপ দেদীপ্যমান না হয়, যে স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ তাহার

মধ্যে যাইতে পারে, তাবৎ অগ্নিপ্রবেশ পদ প্রয়োগ কোনো প্রকারে হইতে পারে না। অতএব অবলা স্ত্রীবধের নিমিত্তে নূতন কোষ প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রামাণ্য বিজ্ঞ লোকের নিকট হওয়া অত্যন্ত অভাবনীয় জানিবে।

২৪ পৃষ্ঠাব শেষ অবধি লিখেন, দাহকেরা যে দেশাচারপ্রযুক্ত বন্ধনাদি করে, সেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত হারীতবচনে বুঝাইতেছে, যাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী আত্মশরীরের দাহ না করে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে দাহ না করে, তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রীশবীর হইতে মুক্ত হয় না, এই প্রযুক্ত স্ত্রীর মৃত শরীর যদি চিতা হইতে খণ্ড২ হইয়া ইতস্তত পড়ে, তবে স্ত্রীশরীরের প্রকৃষ্ট দাহ হয় না, এই জন্যে দাহকেরা বন্ধনাদি করে। সেও শাস্ত্রের অনু[২৬]গত ব্যবহার এবং দাহকেরা বন্ধনাদি কবে, তাহাতে তাহাবাদিগের পাপ নাই, পরন্তু পুণ্য হয়; ও তাহার প্রমাণের নিমিত্তে আপস্তম্বের বচন লিখেন, যাহার তাৎপর্য্য এই, যে বৈধ কর্ম্মের যে প্রবর্ত্তক এবং অনুমতিকর্ত্তা ও কর্ত্তা সকলে স্বর্গে যান, আর নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অনুমতিকর্ত্তা এবং কর্ত্তা সকলে নরকে গমন করেন। উত্তর। আপনকার বক্তব্য এই হইযাছে, যে চিতায় অগ্নি দিলে অগ্নির উত্তাপের ভয়ে কিম্বা অগ্নিস্পর্শ শবীরে হইলে অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত কি জানি যদি বিধবা চিতা হইতে পলায; সে আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত দাহকেরা চিতার উপর স্ত্রীর শরীরকে বন্ধন করেন না, কিন্তু স্ত্রীব মৃত শরীরের খণ্ড২ দাহকালে চিতা হইতে কি জানি যদি ইতস্তত পড়ে, এ নিমিত্ত দাহকেবা জীবদ্দশাতেই চিতাতে বন্ধন করেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি, যে লৌহবচিত রজ্জু দিযা এরূপ বিধবাকে বন্ধন করিয়া থাকেন, কি সামান্য প্রসিদ্ধ রজ্জু দিয়া বন্ধন করেন? কারণ লৌহ যন্ত্রে শরীবকে প্রবিষ্ট করিযা দাহ কবিলে তাহার খণ্ড২ ইতস্তত পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না, অন্যথা সামান্য রজ্জু দিয়া যদি বন্ধন করেন, তবে সে রজ্জু শবীর দাহের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ সময়ে দগ্ধ হয়, অতএব সে দগ্ধ রজ্জু দ্বারা শরীরেব ইতস্তত পতন কোনোরূপে বারণ হইতে পাবে না। অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে সংস্থাপন কবিতে প্রবৃত্ত হইলে পণ্ডিত লোকেরও এ পর্য্যন্ত অনবধানতা হয়, যে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে রজ্জু থাকিয়া দগ্ধ হয না, এবং অন্যকে অগ্নি হইতে ইতস্তত পতনে নিবারণ করে, এরূপ বাক্য লোকের বিশ্বাসেব নিমিত্ত লিখেন, অতএব বিজ্ঞ লোকে বিবেচনা করিবেন, যে রজ্জু দিযা বন্ধন করিবার হেতু যাহা আপনি লিখিযাছেন, তাহা যথার্থ বটে, কি না? সংসারেও সকল লোক এককালে নেত্রহীন হয় নাই, অতএব স্ত্রীদাহকালে যাইযা দেখিলেই বিধবার বন্ধনেব যে কারণ আপনি কহিযাছেন তাহা সত্য কি মিথ্যা ইহা অনাযাসে [২৭] জানিতে পারিবেন; আব আপনকাব অনুগত বিষয়ীদিগের মধ্যে যাহার কিঞ্চিৎও সত্যতে শ্রদ্ধা আছে, তাহাবা এরূপ হেতু শুনিযা কিরূপ শ্রদ্ধান্বিত হইবেন, তাহা কিঞ্চিৎ বিবেচনা কবিলে কোন্ আপনকাব বিদিত না হইবেক? আপস্তম্বের বচন যাহা প্রমাণ নিমিত্ত আমাবদেব লেখা উচিত ছিল, তাহা আপনি লিখিযাছেন, যেহেতু সে বচনের দ্বাবা ইহা সিদ্ধ হইতেছে, যে নিষিদ্ধ কর্ম্মেব প্রবর্ত্তক ও অনুমতিকর্ত্তা এবং কর্ত্তা নরকে যায়, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে অবৈধ ও অতি নিষিদ্ধ, জ্ঞানপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া যে স্ত্রীদাহ তাহাব প্রবর্ত্তক ও অনুমতিকর্ত্তা ও কর্ত্তা ঐ বচনের বিষয অবশ্য হইলেন, দেশাচার ছল হয় কিম্বা বন্ধন করিলে শবীরেব খণ্ড ইতস্তত পড়িবেক না, এরূপ বাক্যকৌশলে, পরলোকশাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারিবে না।

আর ২৬ পৃষ্ঠা অবধি লিখেন, যে অল্প জ্বলন্ত চিতাগ্নি দাহকেরা তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা ঐ স্ত্রীর অনুমতিক্রমে চিতাকে প্রজ্বলিত করে, তাহারদের পুণ্যই হয, যেহেতুক বেতন গ্রহণ না করিযা পরের পুণ্য কার্য্যের আনুকূল্য যে করে, তাহার অতিশয পুণ্য হয়, এবং মৎস্যপুরাণীয় স্বর্ণকারের ইতিহাস লিখিয়াছেন, যে পুণ্য কর্ম্মের আনুকূল্য দ্বারা অতিশয় ফল পাইয়াছে। ইহার উত্তর। এই প্রকরণের পূর্ব্বপরিচ্ছেদে লেখা গিয়াছে, অর্থাৎ যদি জ্ঞানপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছাপিয়া স্ত্রীবধ করা পুণ্য কর্ম্ম হইত, তবে আনুকূল্যকর্ত্তারদের পুণ্য

হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইহা অত্যন্ত নিষিদ্ধ দারুণ পাতক, অতএব ইহার প্রযোজকেরা স্ত্রীবধের প্রতিফল অবশ্যই পাইবেক। শেষ পরিচ্ছেদে আদ্যোপান্তের শিষ্টব্যবহারের প্রদর্শন তিন বচনের দ্বারা দিয়াছেন; প্রথমত এক কপোতিকা স্বামীর সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল, দ্বিতীয় কুটীরাগ্নির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের শরীর দাহকালে গান্ধারী অগ্নি প্রবেশ করিলেন, আর বসুদেব বলরাম প্রদ্যুম্নাদির স্ত্রী সকল তাঁহারদের শরীরের সহিত অগ্নি প্রবেশ [২৮] করিলেন; এ তিন বৃত্তান্ত দ্বাপরের শেষে অল্পকাল পূর্ব্বপশ্চাৎ হইয়াছিল, অতএব আদ্যোপান্ত প্রদর্শন করিবার নিমিত্তে অন্য২ উদাহরণ আপনকাকে দেওয়া উচিত ছিল; সে যাহা হউক, আপনকার বিদিত অবশ্য থাকিবেক, যে পূর্ব্বকালেও এ কালের ন্যায় কথক লোক মোক্ষার্থী কথক স্বর্গার্থী ছিলেন, এবং কথক পুণ্যাত্মা কথক পাপাত্মা কথক আস্তিক কথক নাস্তিক তাহাতে কি স্ত্রী কি পুরুষ যাঁহারা কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন তাঁহারদের স্বর্গ. ভোগানন্তর পুনঃ পতন হইত. ঐ সকল শাস্ত্রেই তাহার প্রমাণ আছে। মোক্ষবিধায়ক শাস্ত্রে পুনঃ২ কামনা পরিত্যাগের বিধি তাঁহারদের প্রতি দিয়াছেন ঐ শাস্ত্রানুসারে অগণনীয় বিধবা সকল আদ্যোপান্ত অবধি মোক্ষার্থিনী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতাদি গ্রন্থে আছে, উদকে ক্রিয়মাণে তু বীরাণাং বীরপত্নীভিঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গামী যে কুরুবীর সকল যাঁহারা সম্মুখযুদ্ধে উৎসাহপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারদের পত্নী সকল মৃত শরীরের সহিত সহমরণ না করিয়া তর্পণাদি ক্রিয়া করিলেন। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন যে তিন উদাহরণ আপনি দিয়াছেন তাহাতে তিন স্থানেই অগ্নিপ্রবেশ শব্দ স্পষ্ট আছে, প্রবিবেশ হুতাশনং, তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি, উপগূহ্যাগ্নিমাবিশন্। এবং ঐ তিন স্থানে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে বিধবা প্রজ্বলিত যে অগ্নি ছিল তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন; অতএব ইদানীন্তন যে বিধবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ না করে, কিন্তু অন্যে বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে দাহ করে, আপনকার লিখিত সকামীর আদ্যোপান্ত ব্যবহারও তাহার সিদ্ধ হয় না, এবং সহমরণ জন্য যে কিঞ্চিৎ কাল স্বর্গভোগ তাহাও সে বিধবার সুতরাং হইবেক না; এবং [২৯] যাঁহারা তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক বৃহৎ বাঁশ দ্বারা ছুপিয়া বধ করেন তাঁহারা নিতান্ত স্ত্রীহত্যার পাতকী সর্ব্বশাস্ত্রানুসারে হইবেন। ইতি অষ্টম প্রকরণ ইতি।

প্রবর্ত্তক।—স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ ১৮ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তিতে প্রায় লিখিয়াছি, যে স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা, এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা হয়। স্বামীর পরলোক হইলে পর, শাস্ত্রানুসারে পুনরায় বিধবার বিবাহ হইতে পারে না, এককালে সমুদায় সাংসারিক সুখ হইতে নিরাশ হয়, অতএব এ প্রকার দুর্ভগা যে বিধবা তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ। যেহেতুক শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে কাল যাপন করা অত্যন্ত দুর্ঘট, সুতরাং সহমরণ না করিলে নানা দোষের সম্ভাবনা, যাহাতে কুলত্রয়ের কলঙ্ক জন্মে, এই নিমিত্ত বাল্যকাল অবধি স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা উপদেশ দেওয়া যায়, যে সহমরণ করিলে স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ হয়, এবং তিন কুলের উদ্ধার হয়, ও লোকত মহাযশ আছে, যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্বামী মরিলে অনেকেই সহমরণ করিতে অভিপ্রায় করে, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে চিতাভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা যায়।

নিবর্ত্তক।—এই যে কারণ কহিলা তাহা যথার্থ বটে, এবং আমারদিগের সুন্দররূপে বিদিত আছে, কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্য্যন্ত করা লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্ব্বদা করিয়া তাহার[৩০]দিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত

এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যেং উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যেং দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকেং বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

তৃতীয়ত বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি [৩১] নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখা পড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি যে আপনারদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এপর্য্যন্ত যে কেহং প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ একং পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চম তাহারদের ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার যাতনা তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপনং স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রী[৩২]লোক কিং দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ

লপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে. র্থাৎ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপনং নিয়মিত কালে করে. যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য কল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে. ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কিং তিরস্কার না করেন. এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা রে. আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ বশিষ্ট থাকে. তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে. আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ াহারদের ধনবত্তা নাই. তাঁহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন. এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন. বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন াত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যেং কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি ইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন. যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল. তবে ঐ স্ত্রীর র্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন. তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ ায়. আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়. এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল র্ম্মভয়েই তাহারা [৩৩] সহিষ্ণুতা করে. আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য রে. তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়. অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল ক্লেশ হ্য করে. কখন এমত উপস্থিত হয়. যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে. বং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়. তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে রে. অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে. যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু ইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে তবে রাজদ্বারে পুরুষের াবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেইং পতিহস্তে আসিতে হয়. পতিও সেই পূর্ব্ব-ত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয় কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে. এ সকল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ. সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই. যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে ুঃখিনী তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না যাহাতে ন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়। ইতি সমাপ্ত। ১৭৪১ শক ১৬ অগ্রহায়ণ।

আত্মানাত্মবিবেক

ওঁ তৎ সৎ

আত্মানাত্মবিবেকঃ

দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্মা স্যাৎ দৃগেবাত্মা বিবেকিনঃ। আত্মানাত্মবিবেকোঽয়ং কথ্যতে গ্রন্থকোটিভিঃ। ব্রহ্মজ্ঞ বিবেকি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গোচর সকল বস্তু অনাত্মা হয় সর্ব্বসাক্ষি ব্রহ্ম যিনি তিনিই আত্মা, এই আত্মানাত্মবিবেক কোটি কোটি গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইতেছে।। আত্মানাত্মবিবেকঃ কথ্যতে। স্বল্পগ্রন্থ দ্বারা আত্মানাত্মবিবেক কহিতেছেন।।আত্মনঃ কিং নিমিত্তং দুঃখং। আত্মার কি নিমিত্ত দুঃখ।। শরীরপরিগ্রহনিমিত্তং। শরীরপরিগ্রহনিমিত্ত।। ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তীতি শ্রুতেঃ। শরীরের সহিত বর্ত্তমানের প্রিয়াপ্রিয়ের নাশ হয় না ইহা শ্রুতি কহিতেছেন।। শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি। শরীরপরিগ্রহ কেন হয়।। কর্ম্মণা। কর্ম্মহেতু হয।। কর্ম্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ। কর্ম্মই বা কেন হয় ইহা যদি বল।। রাগাদিভ্যঃ। রাগাদি হইতে হয়।। রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ। রাগাদি কিহেতু হয় ইহা যদি আশংকা হয।। অভিমানাৎ। অভিমাননিমিত্ত হয।। অভিমানঃ কেন ভবতীতি চেৎ। অভিমান কি কারণ হয।। অবিবেকাৎ। অবিবেক হেতু।। অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ। অবিবেক কি নিমিত্ত হয় ইহা যদি কহ।। অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞান কারণে হয।। অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ। অজ্ঞান কাহা হইতে হয় ইহা যদি সংশয হয।। ন কেনাপি ভবতীতি। কাহা হইতেই হয না।। অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ং। অজ্ঞান অনাদি অনির্ব্বচনীয।। অজ্ঞানাদবিবেকো জাযতে। অজ্ঞান হইতে অবিবেক জন্মে।। অবিবেকাদভিমানো জাযতে। অবিবেক হইতে অভিমান জন্মে।। অভিমানাদ্রাগাদযো জায়ন্তে। অভিমান হইতে রাগাদি জন্মে।। রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জাযন্তে। রাগাদি হইতে কর্ম্মসকল জন্মে।। কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জাযতে। কর্ম্মসকল হইতে শরীরপরিগ্রহ হয়।। শরীরপরিগ্রহাদ্দুঃখং জাযতে। শরীরপরিগ্রহ কারণে দুঃখ জন্মে।। দুঃখস্য কদা নিবৃত্তিঃ। দুঃখের নিবৃত্তি কখন্ হয।। সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনাশে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বতোভাবে শরীরপরিগ্রহ নাশ হইলেই দুঃখনিবৃত্তি হয।। সর্ব্বাত্মপদং কিমর্থং। সর্ব্বাত্ম পদ প্রয়োগ কি নিমিত্ত।। সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দুঃখে নিবৃত্তেঽপি পুনরুত্থানসময়ে উৎপদ্যমানত্বাৎ বাসনাস্থিতং ভবতি। সুষুপ্ত্যবস্থাতে দুঃখ নিবৃত্ত হইলেও পুনর্ব্বার উত্থানকালে মন বাসনাস্থ হয।। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বাত্মপদং. সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। এই হেতু বাসনা নিবারণার্থ সর্ব্বাত্মপদ প্রয়োগ করিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে শরীরপরিগ্রহ নিবৃত্ত হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হয।। শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তি কখন্ হয়।। সর্ব্বাত্মনা কর্ম্মনিবৃত্তে সতি শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মনিবৃত্তি হইলে শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তি হয।। কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। কর্ম্মনিবৃত্তি কখন্ হয়।। সর্ব্বাত্মনা রাগাদিনিবৃত্তে সতি কর্ম্মনিবৃত্তির্ভবতি। অশেষরূপে রাগাদিনিবৃত্তি হইলে কর্ম্মনিবৃত্তি হয়।। রাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। রাগাদিনিবৃত্তি কখন্ হয়।। সর্ব্বাত্মনা অভিমাননিবৃত্তে সতি রাগাদিনিবৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বতোভাবে অভিমাননিবৃত্তি হইলে রাগাদিনিবৃত্তি হয়।। কদাভিমাননিবৃত্তিঃ। কখন্ অভিমানের নিবৃত্তি হয়।। সর্ব্বাত্মনা অবিবেক-

নিবৃত্তে সতি অভিমাননিবৃত্তিঃ। সর্ব্বপ্রকারে অবিবেক নিবৃত্ত হইলে অভিমানের নিবৃত্তি হয়।। অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। অবিবেক নিবৃত্তি কখন্ হয়।। সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞাননিবৃত্তে সতি অবিবেকনিবৃত্তিঃ। নিঃশেষরূপে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে অবিবেকনিবৃত্তি হয়।। কদা অজ্ঞান-নিবৃত্তিঃ। কখন্ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়।। ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যা-নিবৃত্তিঃ। ব্রহ্মতে জীবের একত্ব জ্ঞান হইলে নিঃশেষে অবিদ্যানিবৃত্তি হয়।।

নন্ নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিহিতত্বান্নিত্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ স্যাৎ কিমর্থং জ্ঞানেনে-ত্যাশঙ্ক্য। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে বেদবিধান আছে অতএব নিত্যকর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হইবে তবে কি নিমিত্ত জ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যা নিবৃত্তি হয় এই আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন।। ন কর্ম্মাদিনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ। কর্ম্মাদি দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না।। তৎ কুত ইতি চেৎ। কি হেতু হয় না এমত যদি আশঙ্কা হয়।। কর্ম্মাজ্ঞানয়োর্বিরোধো ন ভবেৎ। কর্ম্ম অজ্ঞান উভয়ের বিরোধ হয় না।। জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্বিরোধো ভবেৎ। জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ের বিরোধ হয়।। অতো জ্ঞানেনৈবাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। এই হেতু জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়।। তজ্-জ্ঞানং কুত ইতি চেৎ। সেই জ্ঞান কাহা হইতে হয়।। বিচারাদেব ভবতি। বিচার হইতেই হয়।। কি বিষয় বিচার এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন। আত্মানাত্মবিবেকবিষয়বিচারাদেব ভবতি। আত্মানাত্মবিবেকবিষয় বিচার হইতেই জ্ঞান হয়।। আত্মানাত্মবিবেকে কো বাঽধিকারী। আত্মানাত্মবিবেকে কে অধিকারী।। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নোঽধিকারী। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধি-কারী।। সাধনচতুষ্টয়ং নাম। সাধনচতুষ্টয় কাহার নাম।। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থ-ফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ, মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদির অর্থ ব্যক্ত করিতেছেন, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকো নাম। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক ইহার নাম।। ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা এই প্রকার যে নিশ্চয় সেই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।। ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগো নাম। ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ ইহার নাম।। ইহাস্মিন্ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু স্রক্‌চন্দনাদিবনিতাদিষু বান্তাশনমূত্র-পুরীষাদৌ যথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহলোকফলভোগবিরাগঃ। ইহ লোকে শরীর ধারণ ব্যতিরিক্ত যে বিষয় মাল্য চন্দন স্ত্রী সম্ভোগাদি তাহাতে যেমন বমনান্ন মূত্র বিষ্ঠাদিতে ইচ্ছা নাই তাদৃশ ইচ্ছার নিবৃত্তি যে তাহার নাম ইহলোকে ফলভোগবিরাগ।। অমুত্র স্বর্গলোকাদিব্রহ্মলোকান্ত-বর্ত্তিষু রম্ভাসম্ভোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ। পরলোকে স্বর্গলোক অবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোকে বর্ত্তমান যে অপ্সরা সম্ভোগ প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্বোক্তের ন্যায় যে ইচ্ছার নিবৃত্তি তাহার নাম পরলোকে ফলভোগবিরাগ।। শমদমাদিষট্‌কং নাম শমদমোপরতিতিতিক্ষা-সমাধানশ্রদ্ধাঃ। শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা ইহার নাম শমদমাদিষট্‌ক।। শম দমাদির লক্ষণ কহিতেছেন, শমো নাম অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম শম।। অন্ত-রিন্দ্রিয়ং নাম মনস্তস্য নিগ্রহোঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। অন্তরিন্দ্রিয় মন তাহার নিগ্রহ অর্থাৎ সংযম।। ইহার তাৎপর্য্যার্থ কহিতেছেন, শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিগ্রহঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তনং শমঃ। ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ মননাদি ব্যতিরিক্ত সাংসারিক বিষয় হইতে নিগ্রহ অতএব পরমাত্মবিষয় শ্রবণাদিতে যে প্রবৃত্তি তাহার নাম শম।। দমো নাম বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমের নাম দম।। বাহ্যেন্দ্রিয়াণি কানি। বাহ্যেন্দ্রিয়সকল কি।। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।। তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তির্দমঃ। ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত সাংসারিক বিষয় হইতে সেই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম দম শব্দে উক্ত হয়।। উপরতির্নাম বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা ত্যাগঃ। বিহিত কর্ম্মসকলের সংন্যাস বিধান দ্বারা যে পরিত্যাগ তাহার নাম উপরতি।। শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিষ্বেব বর্ত্তনং বাপরতিঃ। কিম্বা শব্দাদি বিষয় শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মনের প্রত্যাহারপূর্ব্বক ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণা-দিতে যে বর্ত্তন তাহার নাম উপরতি।। তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনং দেহবিচ্ছেদব্যতি-

রিক্তং। শরীরবিচ্ছেদজনক ব্যতিরিক্ত যে শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বের সহন তাহার নাম তিতিক্ষা।। নিগ্রহশক্তাবপি পরাপরাধে সোঢ়ৃত্বং বা তিতিক্ষা। কিম্বা নিগ্রহশক্তি থাকিতেও যে পরাপরাধ-সহিষ্ণুতা তাহার নাম তিতিক্ষা।। সমাধানং নাম শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনো বাসনাবশাৎ বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা তদা তদা দোষদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং। ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মন বাসনাবশে বিষয়ে যখন যখন গমন করে তখন তখন বিষয়েতে নশ্বরত্বাদি দোষ দর্শন দ্বারা পরমেশ্বরেতে যে মনের একাগ্রতা তাহার নাম সমাধান।। শ্রদ্ধা নাম বিশ্বাসঃ। গুরু এবং বেদান্তবাক্যেতে যে বিশ্বাস তাহার নাম শ্রদ্ধা।। ইদং তাবৎ শমাদি এই শমাদি ষট্ক উক্ত হইল।। মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেঽতিতীব্রেচ্ছাবত্ত্বং। মুক্তিতে অতি তীক্ষ্ণ ইচ্ছাবত্তার নাম মুমুক্ষুত্ব।। এতৎসাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিঃ তদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ। এই সাধন-চতুষ্টয়সম্পত্তি এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন।। তস্যাত্মানাত্মবিবেকবিচারেঽধিকারো নান্যস্য। তাহারি আত্মানাত্মবিবেক বিচারে অধিকার হয় অন্যের নয়।। তস্যাত্মানাত্মবিচারঃ। কর্ত্তব্যোঽস্তি। তাহার কেবল আত্মানাত্ম বিচারই কর্ত্তব্য আছে অন্য নাই।। ইহার দৃষ্টান্ত কহিতেছেন, যথা ব্রহ্মচারিণঃ কর্ত্তব্যান্তরং নাস্তি তথাঽন্যৎ কর্ত্তব্যং নাস্তি। যেমন ব্রহ্মচারির কর্ত্তব্যান্তর নাই তেমনি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্যান্তর নাই।। সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি কিন্তু তীব্রশ্রেয়ো ভবতি। সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থেরদিগের আত্মানাত্ম বিচার কৃত হইলেও তাহার দ্বারা প্রত্যবায় নাই কিন্তু অতিশয় মঙ্গল হয়।। দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাৎ ভক্তিসংযুতাৎ। গুরু-শুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতিফলং লভেদিত্যুক্তং। প্রতি দিন গুরুসেবা দ্বারা লব্ধ ভক্তিসংযুক্ত বেদান্তবিচার হইতে অশীতি কৃচ্ছ্রব্রতের ফল লাভ করে অতএব আত্মানাত্ম বিচার করিবে ইহা উক্ত হইল।। আত্মা নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণোঽবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ রূপ যে শরীরত্রয় তাহা হইতে ভিন্ন এবং অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ হইতে পৃথক্ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী নিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মা ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ হয়।। অনাত্মা নামানিত্যজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরত্রয়-মনাত্মা। অনিত্য জড় দুঃখাত্মক এবং সমষ্টিব্যষ্টিরূপ যে শরীরত্রয় তাহার নাম অনাত্মা।। শরীর-ত্রয়ং নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ং। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ইহার নাম শরীরত্রয়।। স্থূলশরীরং নাম পঞ্চীকৃতমহাভূতকার্য্যং কর্ম্মজন্যং জন্মাদিষড্ভাববিকারং। পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কার্য্য শুভাশুভ কর্ম্মজন্য জন্মাদি ষড্বিকারবিশিষ্ট তাহার নাম স্থূল শরীর।। তথাচোক্তং। শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে।। পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং। শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে। পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতসম্ভব এবং কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মাধীন জাত সুখ দুঃখ ভোগের স্থান তাহাকে শরীর কহেন।। শীর্য্যতে বয়োভির্বাল্য-কৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যাদিভিশ্চেতি শরীরং। বাল্য কৌমার যৌবন বার্দ্ধক্যাদিবয়োদ্বারা শীর্ণ হয় এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীর শব্দে বাচ্য হয়।। দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। দহ ধাত্বর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারাও দেহ পদবাচ্য হয় অর্থাৎ ভস্মসাৎ হয়।। ননু কেচিদ্দেহা ভস্মীভাবং প্রাপ্নুবন্তি কেচিদ্দেহা খননাদি প্রাপ্নুবন্তি কথমুচ্যতে সর্ব্বং স্থূলাদিকং স্থূলদেহজাতং ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি। এ স্থলে এই পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন যে কতগুলি দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হইতেছে কতগুলি খননাদি প্রাপ্ত হইতেছে তবে কি হেতু কহিতেছেন যে সকল স্থূল দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় ইহার সিদ্ধান্ত পশ্চাৎ করিতেছেন।। যদ্যপ্যেবং তথাপি কেনাগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যত আহ। যদ্যপিও সকল দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় না ইহা সত্য বটে তথাপি কোনো অগ্নি দ্বারা দাহ্যত্ব সম্ভাবিত হয় এই হেতু পরে কহিতে-ছেন।। সর্ব্বেষাং স্থূলাদিদেহানামাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকতাপত্রয়াগ্নিনা দাহ্যত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ। সকল স্থূলাদি দেহ সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক রূপ যে

তাপত্রয় সেই অগ্নি দ্বারা দাহ্যত্ব সম্ভাবিত হইতেছে এই কারণে কহিয়াছেন।। আধ্যাত্মিকং নাম আত্মানং দেহমধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি তদ্দুঃখং আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি। আত্মশব্দবাচ্য দেহকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান হয় যে শিরোরোগাদি দুঃখ তাহার নাম আধ্যাত্মিক।। আধিভৌতিকং নাম ভূতমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিভৌতিকং ব্যাঘ্রতস্করাদিজন্যং দুঃখং। ব্যাঘ্র তস্করাদি ভয়ঙ্কর প্রাণিকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যে দুঃখ তাহার নাম আধিভৌতিক।। আধিদৈবিকং নাম দেবমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিদৈবিকং দুঃখমশনিপাতাদিজন্যং। দেবতাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যে বজ্রপাতাদিজনিত দুঃখ তাহার নাম আধিদৈবিক।। সূক্ষ্মশরীরং নাম অপঞ্চীকৃতভূতকার্য্যং সপ্তদশকং লিঙ্গং। অপঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্য সপ্তদশ বিশিষ্ট যে লিঙ্গদেহ তাহার নাম সূক্ষ্ম শরীর।। সপ্তদশকং নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণাদি পঞ্চ বায়বো বুদ্ধির্মনশ্চেতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু বুদ্ধি মন ইহার নাম সপ্তদশক।। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কি।। শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি। শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম।। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্তকর্ণসস্কুল্যবচ্ছিন্ননভোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মিতি। ত্বক্ শিরাদি আকৃতিবিশিষ্ট কর্ণ হইতে ভিন্ন কর্ণযন্ত্রমধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম শ্রোত্রেন্দ্রিয়।। ত্বগিন্দ্রিয়ং নাম ত্বগব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়মাপাদতলমস্তকব্যাপিশীতোষ্ণাদিস্পর্শগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ত্বগিন্দ্রিয়মিতি। ত্বক্ ভিন্ন অথচ ত্বগাশ্রিত চরণাবধি মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপনশীল শীত গ্রীষ্মাদি স্পর্শগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের নাম ত্বগিন্দ্রিয়।। চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম গোলব্যতিরিক্তং গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তি রূপগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি। গোলাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন অথচ গোলকাশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ তারকার অগ্রবর্ত্তি রূপগ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষুরিন্দ্রিয়।। জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি রসগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং জিহ্বেন্দ্রিয়মিতি। জিহ্বা ভিন্ন অথচ জিহ্বাশ্রয় জিহ্বার অগ্রবর্ত্তি মধুরাদি রসগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম জিহ্বেন্দ্রিয়।। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্ত্তি গন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি। নাসিকা হইতে ভিন্ন অথচ নাসিকাশ্রয় নাসিকার অগ্রবর্ত্তি গন্ধগ্রহণশক্তিশালি যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয়।। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কানি। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল কি।। বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি। বাক্য পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ইহারদিগের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়।। বাগিন্দ্রিয়ং নাম বাগ্‌ব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়মষ্টস্থানবর্ত্তি শব্দোচ্চারণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি। বাক্য ব্যতিরিক্ত অথচ বাক্যাশ্রয় এবং অষ্টস্থানবর্ত্তি শব্দোচ্চারণশক্তিযুক্ত যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম বাগিন্দ্রিয়।। অষ্টস্থানং নাম হৃদয়কণ্ঠশিরউর্দ্ধ্বোষ্ঠাধরোষ্ঠতালুদ্বয়জিহ্বা ইত্যষ্টস্থানানি। বক্ষঃস্থল কণ্ঠদেশ মস্তক উর্দ্ধ্বোষ্ঠ অধরোষ্ঠ তালুদ্বয় জিহ্বা এই অষ্ট স্থান।। পাণীন্দ্রিয়ং নাম পাণিব্যতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দানাদানশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাণীন্দ্রিয়মিতি। কর হইতে ভিন্ন অথচ করতলাশ্রিত দান এবং গ্রহণাদি শক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম পাণীন্দ্রিয়।। পাদেন্দ্রিয়ং নাম পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতলবর্ত্তি গমনাগমনশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়মিতি। চরণ ভিন্ন অথচ চরণাশ্রিত চরণতলবর্ত্তি গমনাগমনশক্তিশালি ইন্দ্রিয়ের নাম পাদেন্দ্রিয়।। পায়ুিন্দ্রিয়ং নাম গুদব্যতিরিক্তং গুদাশ্রয়ং পুরীষোৎসর্গসক্তিমদিন্দ্রিয়ং পায়ুিন্দ্রিয়মিতি। অপান হইতে অন্য অথচ অপানাশ্রিত মলত্যাগশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম পায়ু ইন্দ্রিয়।। উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম উপস্থব্যতিরিক্তং উপস্থাশ্রয়মূত্রশুক্রোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং উপস্থেন্দ্রিয়মিতি। উপস্থ হইতে অন্য অথচ উপস্থাশ্রয় মূত্র এবং শুক্র ত্যাগশক্তিযুক্ত যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম উপস্থেন্দ্রিয়।। এতানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যুচ্যন্তে। ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় শব্দে বাচ্য হয়।। অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চেতি। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ইহার নাম অন্তঃকরণ।। মনঃস্থানং গলান্তং। কণ্ঠমধ্যে মনের স্থান।। বুদ্ধের্বদনং। বুদ্ধির স্থান বদন।। চিত্তস্য নাভিঃ। চিত্তের স্থান নাভি।। অহঙ্কারস্য হৃদয়ং। অহঙ্কারের স্থান হৃদয়।।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য বিষয়াঃ সংশয়নিশ্চয়ধারণাভিমানাঃ। অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের বিষয় সংশয় নিশ্চয় ধারণ অভিমান।। প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং নাম প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান ইহারা শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু।। তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে। তাহারদিগের স্থানবিশেষ কহিতেছেন।। হৃদি প্রাণো গুদেহপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ। প্রাণ বায়ু হৃদয়স্থ হয়েন পায়ুস্থানে অপান বায়ু স্থিতি করেন সমান বায়ু নাভিদেশে স্থিত হয়েন উদান বায়ু গলদেশে থাকেন ব্যান বায়ু সমস্ত শরীরগামী হয়েন।। তেষাং বিষয়াঃ। তাহারদিগের বিষয় কহিতেছেন।। প্রাণঃ প্রাগ্‌গমনবান্। প্রাণ বায়ু পূর্ব্বগমনবিশিষ্ট।। অপানোহবাগ্‌গমনবান্। অপান বায়ু অধোগমনবিশিষ্ট।। উদান উর্দ্ধ্বগমনবান্। উদান বায়ু উর্দ্ধ্বগমনবিশিষ্ট।। সমানঃ সমীকরণবান্। সমান বায়ু ভক্ষিত অন্নাদিকে একত্রাবস্থান করান।। ব্যানো বিশ্বগ্‌গমনবান্। ব্যান বায়ু সর্ব্বদেহে গমনবিশিষ্ট হয়েন।। এতেষামুপবায়বঃ পঞ্চ। ইহারদিগের উপবায়ু পঞ্চ।। নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ। নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয় ইহারদিগের নাম।। এতেষাং বিষয়াঃ। ইহারদিগের বিষয় কহিতেছেন।। নাগাদুদ্গীরণঞ্চাপি কূর্ম্মাদুন্মীলনন্তথা। ধনঞ্জয়াৎ পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জৃম্ভণং। কৃকরাচ্চ ক্ষুতং জাতমিতি যোগবিদো বিদুঃ। নাগ উদ্গীরণকর, কূর্ম্ম উন্মীলনকর, ধনঞ্জয় পোষণকর, দেবদত্ত জৃম্ভণকর, কৃকর ক্ষুৎকর। নাগ বায়ুর শক্তিতে উদ্গীরণ হয়, কূর্ম্মের শক্তিতে চক্ষুরাদির উন্মীলন হয়, ধনঞ্জয়ের শক্তিতে শরীরে পুষ্টতা হয়, দেবদত্তের শক্তিতে জৃম্ভণ হয়।। এতেষাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনামধিপতয়ো দিগাদয়ঃ। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিগাদি হয়েন।। তাহা প্রমাণের সহিত কহিতেছেন, দিগ্‌বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ। তথা চন্দ্রশ্চতুর্ব্বক্তো রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরঃ। বিশিষ্টো বিশ্বস্রষ্টা চ বিশ্বযোনিরযোনিজঃ। ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাং যথাক্রমাৎ। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্ এবং ত্বকের বায়ু নেত্রের সূর্য্য জিহ্বার বরুণ নাসিকার অশ্বিনীকুমার বাক্যের অগ্নি হস্তের ইন্দ্র চরণের বিষ্ণু গুহ্যের মৃত্যু উপস্থের ব্রহ্মা একত্বরূপে নির্দিষ্ট চিত্ত এবং মনের চন্দ্র অহঙ্কারের রুদ্র বুদ্ধির অধিপতি ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তিনিই বিশ্বের কারণ অনাদি শ্রোত্রাদির যথাক্রমে ইঁহারা অধিপতি দেবতা হয়েন।। এতৎ সর্ব্বং মিলিতং লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি সকল মিলিত হইয়া তাহার নাম লিঙ্গশরীর হয়।। তথাচোক্তং। শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে তাহা কহিতেছেন।। পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং। প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু মন বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমন্বিত পঞ্চীকৃত পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত হইতে জাত নহে এবং ভোগের সাধন তাহার নাম সূক্ষ্ম শরীর।। লীনমর্থং গময়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গমিত্যুচ্যতে। ব্রহ্মাত্মৈকত্বরূপ যে লয়বিশিষ্ট অর্থ তাহাকে প্রাপ্ত করান এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা লিঙ্গ শব্দ বাচ্য হয়েন।। শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরমিত্যুচ্যতে। শীর্ণ হয়েন এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীর শব্দ বাচ্য হয়েন।। কথং শীর্য্যত ইতি চেৎ। কি প্রকারে শীর্ণ হয় ইহা যদি আশঙ্কা হয়।। অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানেন শীর্য্যতে। আমি ব্রহ্ম এইরূপ ব্রহ্মেতে আত্মাতে অভেদ জ্ঞান হইলে শীর্ণ হয়।। দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গদেহস্য পার্থিবীপুংসবং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে। দহ ধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা লিঙ্গদেহের পার্থিবীপুংসর ক্ষয় হয়। কথং। কি হেতু।। বাগাদ্যাকারেণ পরিণামো বৃদ্ধিঃ। বাক্যাদি আকার দ্বারা লিঙ্গদেহের বিকার এবং বৃদ্ধি হয়।। তৎসংকোচো নাম জীর্ণতা। বাক্যাদির সংকোচ হইলে লিঙ্গদেহের জীর্ণতা হয় এই হেতু তাহার ক্ষয় উক্ত হইয়াছে।। কারণশরীরং নাম শরীরদ্বয়হেত্বনাদ্যনির্ব্বাচ্যং সাভাসং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যমজ্ঞানং কারণশরীরমিত্যুচ্যতে। স্থূল এবং সূক্ষ্ম এই শরীরদ্বয়ের হেতু অনাদি অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মেতে আত্মাতে যে অভেদ জ্ঞান তাহার দ্বারা নিবর্ত্ত হয় অজ্ঞানস্বরূপ তাহার নাম কারণশরীর ইহা উক্ত হয়।। তথাচোক্তং। শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে।। অনাদ্যবিদ্যানির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।

উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ। অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান অনাদি অনির্ব্বচনীয় কারণশরীরের উপাধি কথিত হয়। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যিনি তাঁহাকে স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীররূপ যে উপাধিত্রয় তাহা হইতে ভিন্ন অবধারণ করিবেক।। শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরং কথমিতি চেৎ। শীর্ণ হয় এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীর শব্দে বাচ্য হয়। ইহা কি প্রকারে হয় এমত যদি আশংকা হয় এই হেতু পরে কহিতেছেন।। ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন শীর্য্যতে। ব্রহ্মেতে আত্মার একত্ব জ্ঞান দ্বারা শীর্ণ হয়।। দহ ভস্মীকরণ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কারণশরীরস্য পৃথিবীপুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে। দহ ধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা কারণশরীরের পৃথিবীপুরঃসর ক্ষয় হয় ইহা উক্ত হইতেছে।। অনৃতজড়দুঃখাত্মকমিত্যুক্তং। মিথ্যা জড় এবং দুঃখাত্মক ইহা উক্ত হইল।। কালত্রয়েষ্ববিদ্যমানবস্তু অনৃতমিত্যুচ্যতে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে অবিদ্যমান যে বস্তু সেই অনৃত শব্দে কথিত হয়।। জড়ং নাম স্ববিষয়পরবিষয়জ্ঞানরহিতং বস্তু জড়মিত্যুচ্যতে। স্ববিষয়ে এবং পরবিষয়ে জ্ঞানরহিত যে বস্তু সেই জড় শব্দে উক্ত হয়।। দুঃখং নাম অপ্রীতিরূপং বস্তু দুঃখমিত্যুচ্যতে। প্রীতিশূন্য যে পদার্থ তাহার নাম দুঃখ।। সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকমিত্যুক্তং কা সমষ্টিঃ কা ব্যষ্টিঃ। সমষ্টিব্যষ্টিরূপ ইহা উক্ত হইয়াছে, কি সমষ্টি কি ব্যষ্টি তাহা দৃষ্টান্তের সহিত পরে কহিতেছেন।। যথা বনস্য সমষ্টিঃ যথা বৃক্ষস্য ব্যষ্টির্জলসমূহস্য সমষ্টিঃ জলস্য ব্যষ্টিঃ তদ্বদনেকশরীরস্য সমষ্টিরেকশরীরস্য ব্যষ্টিঃ। যেমন বন শব্দের অর্থ বহু বৃক্ষের সংক্ষেপ কথন যেমন বৃক্ষ শব্দের অর্থ বহু বৃক্ষের প্রত্যেকে বিস্তার কথন, সংক্ষেপ দ্বারা জলসমূহের আর বিস্তাররূপে প্রত্যেক জলের কথন তেমনি বহু শরীরের সংক্ষেপ কথনের নাম সমষ্টি প্রত্যেক শরীরের বিস্তার কথনের নাম ব্যষ্টি।। অবস্থাত্রয়ং নাম জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত ইহার নাম অবস্থাত্রয়।। জাগরণং নাম ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতং। ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয়ের যে অনুভব তাহার নাম জাগরণ।। স্বপ্নো নাম জাগরিতসংস্কারজন্যপ্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ। জাগরণাবস্থার যে সংস্কার তজ্জন্য সবিষয় যে জ্ঞানাবস্থা তাহার নাম স্বপ্ন।। সুষুপ্তির্নাম সর্ব্ববিষয়জ্ঞানাভাবঃ। সকল বিষয়জ্ঞানাভাববিশিষ্ট যে অবস্থা তাহার নাম সুষুপ্তি।। এই উক্ত অবস্থাত্রয়বিশিষ্ট পুরুষের নাম কহিতেছেন, জাগ্রৎস্থূলশরীরাভিমানী বিশ্বঃ। জাগরণাবস্থাস্থিত স্থূলশরীরাভিমানী পুরুষের নাম বিশ্ব।। স্বপ্নসূক্ষ্মশরীরাভিমানী তৈজসঃ। স্বপ্নাবস্থাবিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীরাভিমানী পুরুষের নাম তৈজস।। সুষুপ্তিকারণশরীরাভিমানী প্রাজ্ঞঃ। সুষুপ্ত অবস্থাবিশিষ্ট কারণশরীরাভিমানী পুরুষের নাম প্রাজ্ঞ।। কোষপঞ্চকং নামান্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যাঃ। অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় ইহার নাম পঞ্চ কোষ।। ইহারদিগের স্বরূপ কহিতেছেন, অন্নময়োঽন্নবিকারঃ। অন্নের বিকার অন্নময়।। প্রাণময়ঃ প্রাণবিকারঃ। প্রাণের বিকার প্রাণময়।। মনোময়ো মনোবিকারঃ। মনের বিকার মনোময়।। বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানবিকারঃ। বিজ্ঞানবিকার বিজ্ঞানময়।। আনন্দময়ঃ আনন্দবিকারঃ। আনন্দের বিকার আনন্দময়।। অন্নময়কোষো নাম স্থূলশরীরং। স্থূল শরীরের নাম অন্নময় কোষ।। কথং। কি হেতু।। মাতৃপিতৃভ্যাম্ভুক্তে সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং তয়োঃ সংযোগাদেব দেহাকারেণ পরিণতেন কোষবদাচ্ছাদকত্বাৎ কোষ ইত্যুচ্যতে। মাতা পিতা কর্তৃক ভুক্ত অন্ন শুক্র শোণিতরূপে পরিণত হয় তদনন্তর মাতা পিতার সংযোগ হেতু সেই শুক্র শোণিত দেহরূপে পরিণত হইয়া খড়্গাদি কোষের ন্যায় আত্মার আচ্ছাদক হয় এই হেতু স্থূল শরীর অন্নময় কোষ।। ইতিব্যুৎপত্ত্যান্নবিকারত্বে সতি আত্মানমাচ্ছাদয়তি। পূর্ব্বোক্ত এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা অন্নবিকারত্ব হইলে আত্মাকে আচ্ছাদন করে।। কথমাত্মানমপরিচ্ছিন্নং পরিচ্ছিন্নমিব জন্মাদিষড়্বিকাররহিতমাত্মানং জন্মাদিষড়্ভাববন্তমিব তাপত্রয়রহিতমাত্মানং তাপত্রয়বন্তমিবাচ্ছাদয়তি। কি প্রকারে অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় জন্মাদি ষড়্বিকারহীন আত্মাকে জন্মাদি ষড়্বিকারবিশিষ্টের ন্যায় আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়রহিত আত্মাকে তাপত্রয়যুক্তের ন্যায় আচ্ছাদন করে, তাহা কহিতেছেন।। যথা কোষঃ খড়্গমাচ্ছাদয়তি যথা তুষস্তণ্ডুলমাচ্ছাদয়তি

যথা গৰ্ব্ভঃ সন্তানমাবারয়তি তথাত্মানমাবারয়তি। যেমন খড়্গকে কোষ আচ্ছাদন করে যেমন তুষ তণ্ডুলকে আচ্ছাদন করে যেমন গৰ্ব্ভ সন্তানকে আচ্ছাদন করে তেমনি স্থূল শরীর আত্মাকে আচ্ছাদন করে।। প্রাণময়কোষো নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বায়বঃ পঞ্চ এতৎ সৰ্ব্বং মিলিতং সৎ প্রাণময়কোষ ইত্যুচ্যতে। হস্ত পাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু ইহারা সকল মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ শব্দে বাচ্য হয়।। প্রাণবিকারে সতি বক্তৃত্বাদিরহিতমাত্মানং বক্তারমিব দাতৃত্বাদিরহিতমাত্মানং দাতারমিব গমনাদিরহিতমাত্মানং গন্তারমিব ক্ষুৎপিপাসাদিরহিতমাত্মানং ক্ষুৎপিপাসাবন্তমিবাবারয়তি। প্রাণের বিকার হইলে বক্তৃত্বাদিরহিত আত্মাকে বক্তার ন্যায় দাতৃত্বাদিরহিত আত্মাকে দাতার ন্যায় গমনাদিরহিত আত্মাকে গমনকর্ত্তার ন্যায় ক্ষুৎপিপাসাদিরহিত আত্মাকে ক্ষুৎপিপাসাদিবিশিষ্টের ন্যায় আবরণ করে।। মনোময়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চ এতৎ সৰ্ব্বং মিলিত্বা মনোময়কোষ ইত্যুচ্যতে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ইহারা সকল মিলিত হইয়া মনোময় কোষ শব্দে কথিত হয়।। কথং। কি হেতু।। মনোবিকারে সতি সংশয়রহিতমাত্মানং সংশয়বন্তমিব শোকমোহাদিরহিতমাত্মানং শোকমোহাদিবন্তমিব দর্শনাদিরহিতমাত্মানং দ্রষ্টারমিবাবারয়তি। মনের বিকার হইলে সংশয়রহিত আত্মাকে সংশয়যুক্তের ন্যায় শোকমোহাদিরহিত আত্মাকে শোকমোহাদিবিশিষ্টের ন্যায় দর্শনাদিরহিত আত্মাকে দর্শনকর্ত্তার ন্যায় আচ্ছাদন করে।। বিজ্ঞানময়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বুদ্ধিশ্চ এতৎ সৰ্ব্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোষ ইত্যুচ্যতে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ইহারা সকল মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ শব্দে বাচ্য হয়।। কথং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিমানেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে। কি হেতু কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বরূপ অভিমান দ্বারা ইহলোক পরলোক গমনশীল ব্যবহারচারী জীব ইহা বাচ্য হয়।। বিজ্ঞানবিকারে সতি অকর্ত্তারমাত্মানং কর্ত্তারমিব অবিজ্ঞাতারমাত্মানং বিজ্ঞাতারমিব নিশ্চয়রহিতমাত্মানং নিশ্চয়বন্তমিব মান্দ্যজাড্যরহিতমাত্মানং জাড্যাদিবন্তমিবাবারয়তি। বিজ্ঞানের বিকার হইলে অকর্ত্তারূপ আত্মাকে কর্ত্তার ন্যায় অবিজ্ঞানকর্ত্তা আত্মাকে বিজ্ঞানকর্ত্তার ন্যায় নিশ্চয়রহিত আত্মাকে নিশ্চয়বিশিষ্টের ন্যায় মন্দত্ব জড়ত্বাদিরহিত আত্মাকে জড়ত্বাদিবিশিষ্টের ন্যায় আবরণ করে এই হেতু।। আনন্দময়কোষো নাম প্রিয়মোদপ্রমোদবৃত্তিমদজ্ঞানপ্রধানমন্তঃকরণমানন্দময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। প্রীতি হর্ষ বিহাররূপ বৃত্তিযুক্ত অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণের নাম আনন্দময় কোষ শব্দে বাচ্য হয়।। কথং। কি হেতু।। প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতমাত্মানং প্রিয়মোদপ্রমোদবন্তমিবাভোক্তারমাত্মানং ভোক্তারমিব পরিচ্ছিন্নসুখরহিতমাত্মানং পরিচ্ছিন্নসুখিমিবাচ্ছাদয়তি। প্রীতি হর্ষ বিহাররহিত আত্মাকে প্রীতিহর্ষবিহারবিশিষ্টের ন্যায় অভোক্তা আত্মাকে ভোক্তার ন্যায় পরিচ্ছিন্ন সুখরহিত আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন সুখের ন্যায় আচ্ছাদন করে এই হেতু।। শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বমুচ্যতে। আত্মার শরীরত্রয় হইতে ভিন্নত্ব উক্ত হয়।। কথং। কি হেতু।। সত্যরূপোঽসত্যরূপো ন ভবতি। সত্যরূপ আত্মা অসত্যশরীরবিশিষ্ট হয়েন না।। অসত্যস্বরূপঃ সত্যস্বরূপো ন ভবতি। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জড়স্বরূপ শরীর হয়েন না।। জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো ন ভবতি। জড়স্বরূপ শরীর জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হয় না।। সুখস্বরূপো দুঃখস্বরূপো ন ভবতি। সুখস্বরূপ আত্মা দুঃখস্বরূপ শরীর হয়েন না।। দুঃখস্বরূপঃ সুখস্বরূপো ন ভবতি। দুঃখস্বরূপ শরীর সুখস্বরূপ আত্মা হয় না।। এবং শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বমুক্ত্বা অবস্থাত্রয়সাক্ষী উচ্যতে। এই প্রকারে শরীরত্রয় হইতে আত্মার বিলক্ষণত্ব কহিয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী আত্মা ইহা কহিতেছেন।। কথং। কি হেতু।। জাগ্রদবস্থা জাতা জাগ্রদবস্থা ভবতি জাগ্রদবস্থা ভবিষ্যতি স্বপ্নাবস্থা জাতা স্বপ্নাবস্থা ভবতি স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি সুষুপ্ত্যবস্থা জাতা সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি সুষুপ্ত্যবস্থা ভবিষ্যত্যেবমবস্থাত্রয়মধিকারিতয়া জানাতি। জাগ্রদবস্থা হইয়াছে জাগ্রদবস্থা হইতেছে জাগ্রদবস্থা হইবেক স্বপ্নাবস্থা হইয়াছে হইতেছে হইবেক সুষুপ্ত্যবস্থা হইয়াছে হইতেছে হইবেক এই প্রকারে অবস্থাত্রয়কে অধিকারিস্বরূপে জানিতেছেন এই হেতু।। অথাত্মনঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বমুচ্যতে। অনন্তর আত্মার

কোষ হইতে ভিন্নতা কহিতেছেন।। পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বমাত্মানঃ কথং। কি হেতু আত্মার পঞ্চ কোষ হইতে ভিন্নতা।। দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি। সেইটি দৃষ্টান্তরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন।। মমেয়ং গৌঃ। আমার এই গরু।। মমায়ং বৎসঃ। আমার এই বাছুর।। মমায়ং কুমারঃ। আমার এই কুমার।। মমেয়ং কুমারী। আমার এই কুমারী।। মমেয়ং স্ত্রী। আমার এই স্ত্রী।। এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষো ন ভবতি। ইত্যাদি পদার্থবিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ আত্মা হয়েন না।। তথা মমান্নময়কোষঃ। আমার অন্নময় কোষ।। মম প্রাণময়কোষঃ। আমার প্রাণময় কোষ।। মম মনোময়কোষঃ। আমার মনোময় কোষ।। মম বিজ্ঞানময়কোষঃ। আমার বিজ্ঞানময় কোষ।। মমানন্দময়কোষঃ। আমার আনন্দময় কোষ।। এবং পঞ্চকোষবানাত্মা ন ভবতি। এই প্রকার পঞ্চকোষবিশিষ্ট আত্মা হয়েন না।। তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ সাক্ষী। তাহারদিগের হইতে পৃথক্ সাক্ষী স্বরূপ হন।। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ইতি শ্রুতেঃ। আত্মা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়রহিত অব্যয় অনাদি অনন্ত এবং প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ নিত্য হয়েন তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয় এই শ্রুতি আছে।। তস্মাদাত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বমুক্তং। সেই হেতু আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব উক্ত হইল।। সদ্রূপত্বং নাম কেনাপ্যবাধ্যমানত্বেন কালত্রয়েহপ্যেকরূপেণ বিদ্যমানত্বমুচ্যতে। কাহার কর্তৃক বাধিত না হইয়া যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানরূপ ত্রিকালেতে একরূপে থাকা তাহার নাম সদ্রূপ।। চিদ্রূপত্বং নাম সাধনান্তরনিবপেক্ষতয়া স্বয়ংপ্রকাশমানং স্বস্মিনারোপিতসর্ব্বপদার্থাবভাসকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে। অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপন হইতেই প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্ব্ব পদার্থের প্রকাশক যে বস্তুধর্ম্ম তাহার নাম চিদ্রূপত্ব।। আনন্দস্বরূপত্বং নাম পরমপ্রেমাস্পদত্বং নিত্যনিরতিশয়ত্বমানন্দস্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে। নিত্য এবং যাহা হইতে অতিশয় নাই এমত যে পরম প্রেমের আধারত্ব তাহার নাম আনন্দস্বরূপত্ব কথিত হয়। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতের্দাতুঃ পরায়ণমিতি শ্রুতেঃ। বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ এবং দানদাতা ইহারদিগের আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্ম ইহা শ্রুতি কহিতেছেন।। এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবব্রহ্মাহমস্মীতি সংশয়সম্ভাবনাবিপরীতভাবনারহিতোন যস্তু জানাতি স জীবন্মুক্তো ভবতি। এই প্রকারে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ আমি ইহাতে সংশয়সম্ভাবনা বিপরীতভাবনারহিত হইয়া যে জানে সে জীবন্মুক্ত হয়। ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিত আত্মানাত্মবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

কবিতাকারের সহিত বিচার

ভূমিকা

ওঁ তৎ সৎ। ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রকার কদুক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় দ্বেষ প্রযুক্ত কেবল আমাদের প্রতি দুর্ব্বাক্য কহিতে কবিতাকারের সম্পূর্ণ বাসনা ছিল কিন্তু শিষ্ট লোক সকল হঠাৎ নিন্দা করিবেন এই আশঙ্কায় শুদ্ধ গালি না দিয়া গালি ও তাহার মধ্যে২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তকের প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন যদ্যপিও আমাদের কোন২ [২] আত্মীযের আপাতত বাসনা ছিল যে ঐ সকল বাক্যের অনুরূপ উত্তর দেন কিন্তু অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও তাহার কথনে লোকত ও ধর্ম্মত বিরুদ্ধ জানিয়া মহাভারতীয় এই শ্লোকের স্মরণ করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে। তথা পরিবদন্নন্যান্ হৃষ্টো ভবতি দুর্জ্জনঃ।। পরের নিন্দা করিয়া যেমন শিষ্ট ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন সেইরূপ দুর্জ্জন ব্যক্তি পরের নিন্দা করিয়া আহ্লাদিত হয়। কিন্তু কবিতাকারকে অন্য কোন কবিতাকার তদনুরূপ প্রত্যুত্তর দিতে যদি বাসনা করে তাহাতে আমাদের হানি লাভ নাই।। সংপ্রতি কবিতাকার যে সকল পরমার্থ বিষয়ের অপবাদ আমাদের প্রতি দিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তর লিখিতেছি। প্রথমত আপন পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে বেদের ও সূত্রের অর্থ কোন২ স্থানে পরস্পর বিপরীত আছে অতএব স্থানের২ সেই সকল বিপরীত বাক্যকে আমরা লিখিয়া বেদকে মিথ্যা করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি। উত্তর ইহা অত্যন্ত অলীক এবং কবিতাকার দ্বেষ প্রযুক্ত কহিয়াছেন কারণ বেদের কোন্ স্থানের বিপ[৩]রীত বাক্যকে আমরা কোন্ পুস্তকে কোন্ স্থলে লিখিয়াছি ইহা কবিতাকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখেন নাই কবিতাকার আপন পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে ঈশ কেন প্রভৃতি বেদের দশোপনিষদকে গণনা করিয়াছেন এবং সেই স্থানে আর ২ পৃষ্ঠের ১৩ পংক্তিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে ঐ সকল উপনিষদের ভাষ্যকার অঙ্গীকার করেন আমরা ঈশ কেন কঠ মুণ্ডক মাণ্ডুক্য ঐ দশোপনিষদের মধ্যে সম্পূর্ণ ৫ পাঁচ উপনিষদের ভাষাবিবরণ ভগবান্ আচার্য্যের ভাষ্যের অনুসারে করিয়াছি তাহার এক মন্ত্রও ত্যাগ করা যায় নাই এবং বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র অবধি শেষ পর্য্যন্ত ঐ ভাষ্যের অনুসারে ভাষাবিবরণ করিয়াছি তাহার কোন এক সূত্রের পরিত্যাগ হয় নাই সেই সকল ভাষাবিবরণের পুস্তক শত২ এই নগরে এবং এতদ্দেশে পাওয়া যাইবেক এবং ঐ সকল মূল উপনিষদ্ ও আচার্য্যের ভাষ্য এবং বেদান্তদর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্য২ পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে তাহা দৃষ্টি করিলে বিজ্ঞ লোক জানিতে [৪] পারিবেন যে বেদের স্থান স্থানের বিপরীত অর্থকে ও বেদান্তদর্শনের বিপরীত সূত্রকে ভাষায় বিবরণ করা গিয়াছে কিম্বা সম্পূর্ণ উপনিষদ্ সকলের ও বেদান্তদর্শনের অর্থ করা গিয়াছে যদি সম্পূর্ণ উপনিষদের ও কবিতাকার নিজে বরঞ্চ স্থানের২ শ্রুতিকে আপন পুস্তকে উল্লেখ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে ভাষ্যের সূত্রের ভাষাবিবরণ দেখিতে পারেন তবে কবিতাকারের বিষয়ে যাহা উচিত বুঝেন কহিবেন

অসম্মত তাহার অর্থ লোকের ধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত লিখিয়াছেন ইহা বিশেষরূপে পণ্ডিত লোকের জানিবার নিমিত্ত পশ্চাতে লেখা যাইবেক আর ১০ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে আমরা বেদব্যাসকে মিথ্যাবাদি করিতে চাহি। উত্তর। যাঁহার মিথ্যা কথনে কিঞ্চিতো ভয় থাকে তেহ' কদাপি দ্বেষেতে মগ্ন হইয়া এরূপ মিথ্যা অপবাদ দিতে সমর্থ হইবেন না কারণ যে বেদব্যাসের নামকে আশ্রয় করিয়া ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে মঙ্গলাচরণ আমরা করি ও বৈষ্ণবের প্রত্যুত্তরে ৬ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে যাঁহাকে বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব শব্দে লিখি ও যাঁহার [৫] কৃত সূত্রকে বেদতুল্য জানিয়া তাহার বিবরণ এ পর্য্যন্ত শ্রমে ও ব্যয়ে আমরা করি ও যাঁহার পুরাণাদি শাস্ত্রের বচনকে পুনঃ২ মান্য জানিয়া প্রতি পুস্তকে প্রমাণ দিয়া থাকি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী কথনের সম্ভব কদাপি হয় না ইহার বিবরণ এই ঈশোপনিষদের ভূমিকার ২ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখি "যে পুরাণ ও তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন।" আর ঐ ভূমিকার ৭ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে লিখি "যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাঁহার সকল বাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবেক অতএব পুরাণ তন্ত্রাদি আপন বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন যাহাতে পূর্ব্বাপর বিরোধ না হয়" আর ঐ বৈষ্ণবের প্রত্যুত্তরে ১৪ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে নিশ্চয় করা যায় "যে পুরাণ মাত্রের প্রমাণরূপে মান্যতা হইবেক" বিশেষত ভগবান্ বেদব্যাসের বাক্যের বলেতে আমরা পুনঃ২ কহিয়াছি এবং কহিতেছি যে নাম রূপ সকল জন্য ও নশ্বর হয় পরমেশ্বর তাহার অতীত হয়েন ও যেখানে নাম রূপের ব্রহ্মে বর্ণন আছে সে ব্রহ্মের আরোপ দ্বারা কল্পনা মাত্র হয়। বিষ্ণুপুরাণে। নামরূপাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ। নাম[৬]রূপাদি বিশেষণরহিত পরমেশ্বর হয়েন। আধ্যাত্মরামায়ণে। বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী ব্রহ্মৈব তস্মিন্ নির্ব্বিষয়েঽখিলং। আরোপ্যতে নির্ব্বিকল্পে নির্ব্বিকারেঽখিলাত্মনি।। বুদ্ধি মনঃ প্রভৃতির কেবল সাক্ষী ব্রহ্ম হয়েন সেই বিষয়শূন্য বিকাররহিত সর্ব্বাত্মাতে অজ্ঞান ব্যক্তিরা জগতের আরোপ করেন। আর স্কন্দপুরাণে। দেহস্তদঙ্গ আত্মেতি জীবাধ্যাসাৎ যথোচ্যতে। বিশ্বেস্মিন্ তৎ প্রতীকে চ ব্রহ্মত্বং কল্প্যতে তথা। যেমন শরীরকে ও তাহার অঙ্গকে জীবের আরোপ করিয়া আত্ম শব্দে কহা যায় সেইরূপ ব্রহ্মের অধ্যাসে তাবৎ বিশ্বকে ও বিশ্বের অঙ্গকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়াছেন। অতএব এই সকল অবলোকনের পরে জ্ঞানবান্ লোক বিবেচনা করিবেন যে মিথ্যাবাদী কে হয়।। ৯ পৃষ্ঠে ১২ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের দ্বেষ আমরা করিয়া থাকি। উত্তর এ কথার অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্যে বিজ্ঞ লোককে পুনঃ২ বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করি যে তাঁহারা আমাদের প্রকাশিত তাবৎ পুস্তককে বিশেষরূপে অবলোকন করিয়া [৭] দেখেন যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের প্রতি কোনো স্থানে আমাদের দ্বেষবাক্য আছে কি না বরঞ্চ পুনঃ২ তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের বাক্যকে প্রমাণ স্বীকার করিয়া তাঁহার ধৃত বচন সকলকে ও তাঁহার কৃত ব্যাখ্যাকে পুনঃ২ গৌরব পূর্ব্বক লিখিয়াছি গায়ত্রীর অর্থবিবরণের ভূমিকায় ৪ পৃষ্ঠে আমরা লিখি "এবং সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণু ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি" ৫ পৃষ্ঠের তিন পংক্তিতে লেখা যায় "অর্থ চিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত ব্যাসস্মৃতিঃ" ঐ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তিতে লিখি "ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন" ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ২ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে লিখি "প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নির বচন" ৫ পৃষ্ঠের ১৬ পংক্তিতে "প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত বিষ্ণুর বচন" এবং সহমরণ বিষয়ের দ্বিতীয় সম্বাদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে স্মার্ত্তবাক্যকে প্রমাণ করিয়া লিখিয়াছি আর ৭ পৃষ্ঠে দশের পংক্তিতে পুনরায় স্মার্ত্তের প্রমাণ লিখা গিয়াছে এবং ১২ পৃষ্ঠার ২৫ পংক্তিতে [৮] ও অন্য২ অনেক পুস্তকে তাঁহার প্রমাণ দিয়া গিয়াছে তাহার অবলোকন করিবেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যদ্যপি নানাবিধ কর্ম্ম ও সাকার উপাসনা বাহুল্যরূপে লিখিয়াছেন কিন্তু সিদ্ধান্তে ওই সকলকে কাল্পনিক ও অজ্ঞানের কর্ত্তব্য করিয়া কহিয়াছেন অতএব তাঁহার মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যে আমরা দ্বেষ করিব। স্মার্ত্তের একাদশীতত্ত্বে

বিষ্ণুপূজার প্রকরণের প্রথমে। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।। জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয়রহিত উপাধিশূন্য শরীররহিত যে ব্রহ্ম তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। স্মার্ত্তের আহ্নিকতত্ত্বে।। অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা।। জলেতে দেবতা জ্ঞান ইতর মনুষ্যে করে আর গ্রহাদিতে দেববুদ্ধি দেবজ্ঞানীরা করেন আর কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিতে ঈশ্বরবোধ মূর্খেরা করে আর আত্মাতে ঈশ্বরজ্ঞান জ্ঞানীরা করেন।। ৯ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে আমরা রাম কৃষ্ণ মহাদেবের দ্বেষী হই। উত্তর হরিহরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে [৯] যেহেতু যে স্থানে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নাম গ্রহণ হইয়াছে তথায় ভগবান্ শব্দ কিম্বা পরমারাধ্য শব্দপূর্ব্বক তাঁহাদের নামকে সকলে দেখিতে পাইবেন ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ২ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে আমরা লিখি "শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে চৌরাশী অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্বাক্য" ১৫ পৃষ্ঠায় ১৭ পংক্তিতে "বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন" পুনরায় ঐ ভূমিকার ১৬ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে "গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য" আর দাক্ষিণাত্যদের উত্তরে ৩ পৃষ্ঠে ২৪ পংক্তিতে লিখিয়াছি " এই যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঐ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে তাহাও সফল হইল" এবং বেদান্তচন্দ্রিকার উত্তরে ৫৩ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে "শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে পঁচাশী অধ্যায়ে বসুদেবের স্তুতি শুনিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ কহিতেছেন" বৈষ্ণবের প্রত্যুত্তরে ১৪ পৃষ্ঠায় ৭ পংক্তিতে আমরা দৃঢ় করিয়া লিখিয়াছি যে "মহাভারতবিরুদ্ধ শিবনিন্দাবোধক বাক্য যে সে দক্ষযজ্ঞপ্রকরণীয় হইবেক অতএব শিব বিষয়ে দক্ষাদির নিন্দা[১০]বোধক বাক্য ও বিষ্ণু বিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না।" আর ১৩ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে লিখি "বরঞ্চ মহাভারত শিবমাহাত্ম্যেতে পরিপূর্ণ হয়" ঐ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে লিখি "সদাশিবাখ্য মূর্ত্তির তমোলেশ নাই" তবে তাঁহাদের শরীরকে জন্য ও নশ্বর করিয়া যে কহি সে তাঁহাদেরি আজ্ঞানুসারে। কুলার্ণবের প্রথমাধ্যায়। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছেয়ঃ সমাচরেৎ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ও ভূতসকল ইহারা সকলেই বিনাশকে প্রাপ্ত হইবেন অতএব আপনার হিতকর্ম্ম করিবেক। বেদান্তভাষ্যধৃত বচনে ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য। মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন ত্বং মাং দ্রষ্টুমর্হসি। হে নারদ তুমি সর্ব্বভূতগুণযুক্ত যে আমাকে দেখিতেছ সে মায়ারচিত মাত্র যেহেতু আমার যথার্থ স্বরূপ তুমি দেখিতে পাইবে না। অধ্যাত্মরামায়ণে। পশ্যামি রাম তব রূপমরূপিণোহপি মায়াবিড়ম্বনকৃতং সুমনুষ্যবেশং। তুমি যে বস্তুত রূপরহিত রামচন্দ্র তোমার সুন্দর মনুষ্যরূপ দেখিতেছি সে মায়া[১১]বিড়ম্বনা দ্বারা হইয়াছে।। ২০ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে এদেশের ব্রাহ্মণকে আমরা বেদহীন বলিয়া নিন্দা করি। কবিতাকারকে উচিত ছিল যে কোন্ পুস্তকে কোন্ স্থানে লিখিয়াছি তাহার ধৃনি দিয়া লিখিতেন আমরা গায়ত্রীর ব্যাখ্যানের ভূমিকাতে তৃতীয় চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখি "যে প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা ব্রাহ্মণেদের পরব্রহ্মোপাসনা হয় অতএব প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীর অনুষ্ঠান থাকিলে নিতান্ত বেদহীনত্ব ব্রাহ্মণেদের হয় না" ইহা বিজ্ঞ লোক ঐ ভূমিকা দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন।। যে সকল ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জন্মমরণ ইত্যাদি অপবাদ দিতে পারেন তাঁহারা অকিঞ্চন মনুষ্যের প্রতি দ্বেষ হইলে যে মিথ্যা অপবাদ দিবেন ইহাতে কি আশ্চর্য্য আছে অতএব এমৎ সকল ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ দিবাতে ক্ষোভ কি।। কবিতাকার প্রথম পৃষ্ঠের ৯ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা এই সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়া দেশের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছি। কবিতাকারের এরূপ লিখাতে আশ্চর্য্য করি নাই যেহেতু ধর্ম্মকে অধর্ম্ম করিয়া ও অধর্ম্মকে [১২] ধর্ম্মরূপে যাঁহাদের জ্ঞান তাঁহারা পরমেশ্বরের উপদেশকে ধর্ম্মনাশের কারণ করিয়া যে কহিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে আমাদের সকল পুস্তকের তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে

নশ্বর নামরূপ তাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া কৃতার্থ হওয়া উচিত হয বর্ণাশ্রমাচার এরূপ সাধনের সহকারি বটে কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক নহে অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগ্যে পুনঃ২ নিবেদন করিতেছি যে আমাদের প্রকাশিত তাবৎ পুস্তকের অবলোকন করিয়া যদ্যপি সকল হইতে এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় এমৎ দেখেন তবে কবিতাকারের প্রতি যাহা কহিতে উচিত জানেন তাহা যেন কহেন। ঐ প্রথম পৃষ্ঠার ১০ পংক্তিতে আর ২২ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে এই সকল মতের প্রকাশ হইবাতে লোকের অমঙ্গল ও মারীভয় ও মন্বন্তর হইতেছে। যদ্যপিও বিজ্ঞ লোক এ কথা শুনিয়া উপহাস করিবেন তথাপি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি লোকের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল হওয়া আপন২ কর্ম্মাধীন হয় ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গ্রন্থের [১৩] অথবা পুত্তলিকা সম্বন্ধীয় পুস্তকের রচনার সহিত তাহার কোনো কার্য্যকারণ ভাব নাই আমাদের এই সকল পুস্তক প্রকাশের অনেক দিন পূর্ব্বে কবিতাকারের রোগনিমিত্ত এবং মিথ্যা অপবাদ দ্বারা ধনের হানি ও মানহানি জন্মে তাহাতেও বুঝি কবিতাকার কহিতে পারেন যে তাঁহার স্বকর্ম্মের ফল নহে কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তির গ্রন্থ করিবার দোষে ঐ সকল ব্যামোহ কবিতাকারের হইয়াছিল আপনাকে নির্দ্দোষ জানাইবার উত্তম পথ কবিতাকার সৃষ্টি করিয়াছেন বস্তুত অনেকের মঙ্গল ও অনেকের অমঙ্গল পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং সম্প্রতিও হইতেছে সেইরূপ মন্বন্তর অথবা আহারদ্রব্যের প্রচুর হওয়া ও মারীভয় কিম্বা সুখে কাল হরণ করা তাবদ্দেশে কালে২ লৌকিক কারণ সত্ত্বে হইয়াছে এবং হইবার সম্ভাবনা আছে বরঞ্চ আমরা এরূপ সাহস করিয়া কহিতে পারি যে পরমেশ্বরের সত্যোপাসনাতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাঁহারা ঐ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সুখী ও নিরোগী আছেন এবং এই সত্যধর্ম্মের প্রচার হইলে দেশ সত্যকালের ন্যায় হইবেক।। আর প্রথম পৃষ্ঠের [১৪] ১২ পংক্তি অবধি মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারি প্রভৃতি কএক জনকে ও আমাদিগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া ব্যঙ্গরূপে গণনা করিয়াছেন। উত্তর। কবিতাকারকে এবং অনেককে বিদিত থাকিবেক যে সহস্র২ লোক কি এদেশে কি পশ্চিমাদি দেশে নিষ্কল নিরঞ্জন পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তাহাতে অনুষ্ঠানের তারতম্যের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ফলের তারতম্য হয অতএব আমরা সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানেতে অধম যদ্যপিও হই তাহাতে এ ধর্ম্মের অগৌরব নাই এবং অন্য উত্তম জ্ঞানিদেরও তাহাতে কি হানি হইতে পারে সেইরূপ সাকার উপাসনাতেও দেখিতেছি যে রামপ্রসাদ অঘোরী ও ঠাকুরদাস বামাচারী ও হরিদাস গোঁসাই এবং কবিতাকার আপন২ সাকার উপাসনাতে তৎপর হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু ইহার দ্বারা এমৎ নিশ্চিত হয না যে অপকৃষ্ট সাকার উপাসক আর নাই বরঞ্চ ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে অনেক২ ব্যক্তি অনুষ্ঠানের তারতম্যরূপে সাকার উপাসনা করিতেছেন তাহাতে উপাসনার মান্যতা কিম্বা অমান্যতা বিজ্ঞ লোকের [১৫] নিকট হয় এমৎ নহে।। ২২ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে আপন পাওনার অন্বেষণের কারণ পাগলের ন্যায চুচুড়া মোং দিবিরিঙ সাহেবের তত্ত্বে যাই। যদ্যপিও ব্যবহারে আত্মরক্ষণ এবং আত্মীয়রক্ষণ করিলে পরমার্থে হানি কিছুই নাই কিন্তু দিবিরিঙ সাহেবের তত্ত্বে যাওয়া এ কেবল মিথ্যা অপবাদ যেহেতু দিবিরিঙ সাহেবের সহিত দেনা পাওনা কোনো কালে নাই দিবিরিঙ সাহেব বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার কাগজপত্র ও চাকর লোক বিদ্যমান বিশেষত চুচুড়াতে কয়েক বৎসর হইল যাতায়াত মাত্র নাই অতএব বিজ্ঞ লোক বিবেচনা করিলে কবিতাকার কি পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি দ্বেষ ও অপকারের বাঞ্ছা করেন এবং মিথ্যা রচনাতে কবিতাকারের শঙ্কা আছে কি না ইহা অনাযাসে জানিতে পারিবেন। ১ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তি অবধি কবিতাকার ভঙ্গিতে জানান যে আমরা আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানি করিয়া অভিমান করি এবং যোগবাশিষ্ঠের বচন লিখিয়াছেন সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা। [১৬] অর্থাৎ সংসারের সুখেতে আসক্ত হয় অথচ ব্রহ্মজ্ঞানি বলিয়া অভিমান করে সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হয় তাহাকে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করিবেক।। ইহা আমরাও স্বীকার করিতে

পারি যদি আমরা সংসারে আসক্তি করি ও ব্রহ্মজ্ঞানি বলিয়া অভিমান রাখি তবে উভয়ভ্রষ্ট হইতে পারিব বাস্তবিক এ বচনের তাৎপর্য্য এই যে সংসারসুখে আসক্ত হইবেক না এবং অভিমান করিবেক না যেমন স্মৃতিতে লিখেন উদিতে জগতীনাথে যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনং। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পরে যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে সে পাপিষ্ঠ কি রূপে কহে যে আমি বিষ্ণুপূজার অধিকারী হই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সূর্য্যোদয়ের পরে দন্তধাবন করিবেক না কিন্তু বশিষ্ঠের ঐ বচনকে শাসনপর না জানিয়া যথাশ্রুত গ্রহণ করিলেও আমাদের হানি নাই যেহেতু আত্ম অভিমানকে সকল পাপের মূল করিয়া জানি কিন্তু কবিতাকার প্রভৃতি অনেক পৌত্তলিকেরা যদ্যপি ঐ স্মৃতির বচনকে যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করেন তবে তাঁহাদের সকল কর্ম্ম প্রায় [১৭] পণ্ড হয়। কবিতাকার ২২ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি ইহা লোককে জানাই কিন্তু যে ব্রহ্মজ্ঞানী হয় সে মৌন ও নির্জ্জনে থাকে। উত্তর কবিতাকার প্রভৃতির ন্যায় আমরা পৌত্তলিক নহি যে দীর্ঘ তিলক ছাপা ও খোল করতালের সহিত নগরকীর্ত্তন করিয়া অথবা সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা ও বক্তবস্ত্রাদি পরিধান ও নৃত্যগীতের দ্বারা আপন উপাসনা অন্যকে জানাইব এবং আমরা কোন২ বিশেষ পৌত্তলিকের ন্যায় নহি যে উপাস্যকে ঘোর প্রতারণার দ্বারা গোপন করিব অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পাঠ ও উপদেশ করিলে অন্যে আমাদিগ্যে যেরূপে জানিতে চাহে তাহা জানিলে আমাদের হানি লাভ নাই সর্ব্বকাল মৌন ও নির্জনে থাকা ইহা ব্রাহ্মের নিত্যধর্ম্ম নহে যেহেতু উপনিষদাদির পাঠ ও তাহার উপদেশ করিতে বেদে ও মন্বাদি শাস্ত্রে পুনঃ২ বিধি আছে এবং সত্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ সকল কি জ্ঞানসাধনসময়ে কি সিদ্ধাবস্থায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পাঠ ও শ্রবণ ও উপদেশ এবং গার্হস্থ্য করিয়া আসিতেছেন ছান্দোগ্য উপনিষদ্। [১৮] স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ ইত্যাদি ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে ইত্যন্তং। এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট গৃহস্থ বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুত্র অমাত্যকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া কালহরণ করেন তাঁহার পুনরাবৃত্তি নাই। ভগবান্ মনু ১২ অধ্যায়ে। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। আত্মজ্ঞানেতে ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে এবং বেদাভ্যাসে ব্রহ্মনিষ্ঠেরা যত্ন করিবেন।। ২২ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে কবিতাকার আমাদের প্রতি দোষ দেন যে আমরা বহি ছাপাইয়া ঘরে২ জ্ঞান দিতে চাহি। উত্তর। এরূপ পুস্তক বিতরণ আমরা শাস্ত্রানুসারে করি যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ামক শাস্ত্র হইয়াছেন' আহ্নিকতত্ত্বে স্মার্ত্তের ধৃত গরুড়পুরাণের বচন। বেদার্থং যজ্ঞশাস্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। মূল্যেন লেখয়িত্বা যো দদ্যাদেতি স বৈ দিবং। যে ব্যক্তি বেদার্থ ও যজ্ঞশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাকে মূল্য দ্বারা লেখাইয়া দান করে সে স্বর্গে যায়। এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখেন। স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যসীতি। [১৯] যে ব্যক্তি আত্ম ভিন্ন অন্যকে উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কহিবেন যে তুমি বিনাশকে পাইবে এইরূপ শত২ প্রমাণানুসারে আমরা আত্মা হইতে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদিগ্যে আত্মনিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা কহিয়া থাকি এবং। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং। অর্থাৎ অজ্ঞান কর্ম্মিব্যক্তির বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেক না এই বচনানুসারে যাহাকে দেখিব যে এ ব্যক্তি কেবল কর্ম্মি বটে এমৎ নহে বরঞ্চ অজ্ঞানকর্ম্মি তখন তাঁহাকে উপদেশ করিতে ক্ষান্ত হই অতএব কবিতাকার যেন আর উদ্বেগ না করেন।। ২২ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে লোকে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কহি যে জনকাদির ন্যায় রাজনীতি কর্ম্ম ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকি। উত্তর। যাহা আমরা এ বিষয়ে কহিয়াছি ও লিখিয়া থাকি তাহার তাৎপর্য্য পরম্পরায় এই বটে কিন্তু এ অভিমান-সূচক ভাষাতে আমরা কদাপি কহি নাই ও লিখি নাই তাহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ভূমিকার ১৫ পৃষ্ঠে ও বেদান্তচন্দ্রিকার ১৫ পৃষ্ঠে নির্দ্দিষ্ট আছে যে পরমার্থদৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যদ্যপিও [২০] কেবল এক ব্রহ্মমাত্র সত্য আর নামরূপময় জগৎকে মিথ্যা জানিবেন কিন্তু

ব্যবহারদৃষ্টিতে হস্তের কর্ম্ম হস্ত হইতে ও কর্ণনাসিকাদির কর্ম্ম কর্ণনাসিকাদি হইতে লইবেন এবং ক্রয় বিক্রয় ও আহারাদি ব্যবহারকে যে দেশে যৎকালে থাকেন লোকদৃষ্টিতে সেই দেশের ব্যবহারনিষ্পাদক শাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন করা উচিত জানিবেন এরূপ ব্যবহার করাতে তাহাদের উপাসনার হানি নাই। যোগবাশিষ্ঠে বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব। বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া আর মনেতে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া এবং বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা জানাইয়া এবং মনে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। এবং সম্প্রদায়প্রণালীতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি তাবৎকালে ব্রাহ্মদের এইরূপ অনুষ্ঠান ছিল বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্য মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদে এবং ভারতাদি শাস্ত্রে দেখিতেছি বশিষ্ঠ পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য শৌনক রৈক্ক চক্রায়ণ জনক ব্যাস অঙ্গিরঃ প্রভৃতি ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন অথচ গার্হস্থ্যধর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন যদি কবিতাকার একান্ত প্রৌঢ়ি [২১] করেন যে পরমার্থ-দৃষ্টিতে সকল ব্রহ্মভাবে দেখিলে ব্যবহারেতেও সেইরূপ করিতে হইবেক তবে কবিতাকারকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব যে তাঁহার সাকার উপাসনাতে দেবীমাহাত্ম্যের এই বচনানুসারে। স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।। তাবৎ স্ত্রীমাত্রকে ভগবতীর স্বরূপ পরমার্থদৃষ্টিতে তেঁহ অবশ্যই জানেন ব্যবহারে সেইরূপ আচরণ তাঁহাদের সহিত করেন কি না আর তন্ত্রের বচনানুসারে। শিবশক্তিময়ং জগৎ। তাবৎ জগৎকে শিবশক্তিস্বরূপে জানিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন কি না এবং। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। এই প্রমাণানুসারে কেবল পরমার্থদৃষ্টিতে সকলকে বিষ্ণুময় জানেন কি ব্যবহারেও সকলকে বিষ্ণুপ্রায় আচরণ করেন অতএব এই সকলের উত্তরে কবিতাকার যাহা কহিবেন তাহা শুনিলে পর তাঁহার প্রৌঢ়ি বাক্যের প্রত্যুত্তর দিব।। ঐ পৃষ্ঠের ১৫ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে আমরা আহারাদির সময় ব্রহ্মজ্ঞানী হই। উত্তর আহারাদির সময় কি অন্য২ ব্যবহারে ব্রহ্মনিষ্ঠের ন্যায় অনুষ্ঠান করি অথবা না করি তাহা পরমেশ্বরকে বিদিত থাকিবেক ইহাতে ত্রুটি [২২] ও অপরাধ জন্মিলে মার্জ্জনের ক্ষমতা তাহাঁরি কেবল আছে কিন্তু আশ্চর্য্য এই আহারাদির সময়ে কবিতাকার প্রভৃতি আপন উপাসনার অনুসারে শক্তিজ্ঞানী হয়েন অথচ অন্যকে তাহার ধর্ম্মানুসারে আহারাদি করিতে বিদ্রূপ করেন।। এই ১৫ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা যবনাদির ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে যাই। যদ্যপি এমৎ সকল তুচ্ছ কথার উত্তর দিবাতে লজ্জাস্পদ হয় তথাপি পূর্ব্ব অবধি স্বীকার করা গিয়াছে সুতরাং উত্তর দিতেছি আদৌ ধর্ম্মাধর্ম্ম এ সকল অন্তঃকরণবৃত্তি হয়েন পরিধানাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি আছে দ্বিতীয়ত জিজ্ঞাসা করি যে শিল্পবস্ত্রমাত্র যদি যবনের পোশাক হয় তবে কবিতাকার এবং তাঁহার বান্ধব অনেক পৌত্তলিকেই শিল্পবস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে যাইয়া থাকেন যদি কবিতাকার বলেন পুত্তলিকার উপাসক ব্রাহ্মণাদির শিল্পবস্ত্র পরিধান করিবাতে দোষ নাই কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসকের দোষ আছে আর দিবসের মধ্যে এত কাল পর্য্যন্ত পরিলে দোষ নাই এত কাল পর্য্যন্ত পরিলে দোষ হয় ইহার প্রমাণ যখন কবিতা[২৩]কার দিবেন তখন এ বিষয়ে অবশ্য বিবেচনা করিব।। বিশেষত কবিতাকার পাষণ্ড নাস্তিক ইত্যাদি ক্ষুদ্র শব্দ সকল আমাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতেও কবিতা-কারের প্রতি ক্রোধ না জন্মিয়া আমাদের দয়ামাত্র জন্মে কারণ কুপথ্যাশী রোগী কিম্বা বালককে ঔষধ সেবন করিতে কহিলে অথবা কুপথ্য হইতে নিষেধ করিলে ক্রোধ করে এবং প্রায় দুর্ব্বাক্য কহিয়া থাকে সেইরূপ অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ করিয়া বহু কাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান অন্ধকারে যাহার দৃষ্টির অবরোধ হয় তাঁহাকে অন্য ব্যক্তির জ্ঞানোপদেশ অবশ্যই দুঃসহ হইবেক সুতরাং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেই পারেন হে পরমেশ্বর কবিতাকারকে আত্মা ও অনাত্মার বিবেচনার প্রবৃত্তি দাও তখন কবিতাকার অবশ্য জানিবেন যে আমরা তাঁহার ও তাদৃশ ব্যক্তি সকলের আত্মীয় কি অনাত্মীয় হই ইতি ইং ১৮২০।।

সমাপ্ত

প্রত্যুত্তর

ওঁ তৎ সৎ। কবিতাকার ১ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তিতে লিখেন শাস্ত্রের মত এই যে সকল শাস্ত্র পড়িলে বেদান্তশাস্ত্রে অধিকার হয়। উত্তর কি প্রমাণানুসারে ইহা কহেন তাহা লিখেন না যেহেতু তাবৎ শাস্ত্রে বিধি আছে যে ব্রাহ্মণ আপন শাখা ও তাহার অন্তর্গত উপনিষৎরূপ বেদান্ত পাঠ ও তাহার অর্থ চিন্তন করিবেন পরে অন্য শাস্ত্র পড়িবার প্রবৃত্তি হইলে তাহাও পড়িবেন। অধ্যয়নে ধর্ম্মসংহিতার বচন। স্বশাখাং তদ্রহস্যঞ্চ পঠেদর্থাংশ্চ চিন্তয়েৎ। ততোঽভ্যসেদ্ যথাশক্তি সাঙ্গবেদান্ দ্বিজঃ ক্রমাৎ। ভগবান্ মনু ২ অধ্যায়ে আচার্য্যলক্ষণে লিখেন। উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে। যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে যজ্ঞোপবীত দিয়া যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষৎ সহিত বেদকে পাঠ করান তাঁহাকে আচার্য্য শব্দে কহা যায়। রহস্য শব্দ উপনিষদের প্রতিপাদক হয় ইহা কুল্লুক ভট্টের টীকাতে লিখেন। অধিকন্তু শাস্ত্র শব্দে সমগ্র চারি বেদ ও সমুদায় দর্শন ও সকল স্মৃতি ও পুরাণ ও উপপুরাণ এবং সংহিতাদি ও অনন্ত কোটি আগম বুঝায় এ সকল না পড়িলে বেদান্ত পাঠে যদি অধিকার না হয় তবে [২] বেদান্ত পাঠের প্রায় সম্ভাবনা থাকে না বিশেষত কলির মনুষ্য প্রায় শতায়ুর অধিক হয়েন না ওই সকল শাস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ পড়িতেই মৃত্যু উপস্থিত হইবেক বেদান্ত পাঠের সুতরাং সম্ভাবনা না হয় অথচ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ভগবান্ ভাষ্যকারের পূর্ব্বে এবং পরে এ পর্য্যন্ত উপনিষদ্রূপ বেদান্ত ও তাহার বিবরণ বেদব্যাসকৃত সূত্রের পাঠ অনেকেই করিয়া আসিতেছেন এবং অনেকেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন কবিতাকার পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে লোককে নিবৃত্ত করাতে কি ফল দেখিয়াছেন যে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথার উল্লেখ করিয়া পরমার্থ সাধনে লোককে নিরুৎসাহ করিতে চেষ্টা পান। ওই প্রথম পৃষ্ঠের ১২ পংক্তি অবধি ব্যঙ্গে জানাইয়াছেন যে বেদের প্রথম ভাগ না পড়িয়া বেদান্ত পড়িলে বিড়ম্বনা হয় অতএব মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকে প্রথম কাণ্ডের পাঠ বিনা বেদান্ত পাঠের দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়াছেন। উত্তর কবিতাকার দ্বেষেতে মগ্ন হইয়া আপনার পূর্ব্বাপর বাক্যের অত্যন্ত বিরোধ হয় তাহা বিবেচনা করেন না যেহেতু কবিতাকার ২০ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি আপনিই লিখেন [৩] যে এ দেশে অদ্যাপি বেদের ব্যবসা আছে সূর্য্যোপস্থান ও গায়ত্রীর অর্থ অনেকে জানেন এবং আর২ শাখাসূক্ত কিঞ্চিৎ২ জানেন অতএব এ দেশের ব্রাহ্মণেরা বেদহীন নহেন। যদ্যপি সূর্য্যোপস্থান ও গায়ত্রী আর কথক২ শাখাসূক্ত জানিলে পূর্ব্বভাগ বেদ পড়া এক প্রকার এ দেশের ব্রাহ্মণেদের হয় ইহা কবিতাকার এক স্থানে স্বীকার করেন পুনরায় মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যাঁহারা পূর্ব্বভাগ বেদের সূর্য্যোপস্থান প্রভৃতি ও অন্য২ মন্ত্র অবশ্যই পড়িয়া থাকিবেন তাহাদিগে পূর্ব্বকাণ্ডীয় বেদহীন করিয়া অন্য স্থানে কিরূপে নিন্দা করেন। বস্তুত প্রথম ভাগ বেদের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য কিন্তু ইহাতে অসমর্থ ব্রাহ্মণেদের গায়ত্রী ও রুদ্রোপস্থান এবং সূর্য্যোপস্থান ও পুরুষসূক্ত ইহার অধ্যয়নকে প্রথম ভাগ বেদের অধ্যয়ন করিয়া কহিয়াছেন বেদাধ্যয়ন প্রকরণে পরাশরের বচন। সাবিত্রীরুদ্রপুরুষসূর্য্যোপস্থানকীর্ত্তনং। অনধীতস্বশাখানাং শাখাধ্যয়নমীরিতং। অতএব যাঁহারা গায়ত্র্যাদির অধ্যয়নবিশিষ্ট হয়েন তাঁহাদের বেদান্তপাঠে বিড়ম্বনা কখনো হয় না। মনুর দ্বিতীয়াধ্যায়ে গায়ত্রীর প্রকরণে। জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেদ্ব্রাহ্মণো [৪] নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে। কেবল গায়ত্র্যাদি জপেতেই ব্রাহ্মণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন অন্য ব্যাপার করুন অথবা না করুন তাহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ কহা যায়। ২০ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তিতে এবং অন্য২ স্থানে লিখেন যে বেদান্তের মতে জ্ঞান সাধনের পূর্ব্বে প্রথমত কর্ম্ম করিবেক। উত্তর যদি চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানসাধনে ব্যক্তির প্রবৃত্তি না হয় তবে চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেক কিন্তু

প্রথমত কর্ম্ম করিবেক এমৎ নিয়ম নাই যেহেতু পূর্ব্বজন্মেব কৃত কর্ম্মের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় থাকিলে ইহ জন্মে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনাও জ্ঞান সাধনের অধিকারী হয় বেদান্তভাষ্যে ভগবান্ আচার্য্য। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। এই প্রথম সূত্রেব ব্যাখানে লিখেন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি অধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বেও যে ব্যক্তি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পাবে। বেদান্তের তৃতীয অধ্যায়ের ৪ পাদে ৫১ সূত্রে। ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ। সাধনেব ফল প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহজন্মেই উৎপন্ন হয় আর প্রতিবন্ধক থাকিলে জন্মান্তরে উদ্ভব [৫] হয তাহা বেদে দেখিতেছি যে গর্ভস্থ বামদেবের ঐহিক কোন সাধন ব্যতিরেকে জ্ঞানপ্রাপ্তি হইযাছে। বাশিষ্ঠে। যস্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমষ্যাত্মং মোক্ষসাধনং। ঈশার্পিতেন মনসা যজেন্নিষ্কামকর্ম্মণা। মোক্ষের সাধন যে নিরঞ্জন জ্ঞান তাহাতে যাহার রুচি না হয় সে পরমেশ্বরে চিত্তনিবেশ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। গীতা। অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোসি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি। ক্রমশ জ্ঞানের অভ্যাসে যদি তুমি অসমর্থ হও তবে আমার আরাধনা-রূপ যে কর্ম্ম তাহাতে তৎপর হইবা যেহেতু আমাব উদ্দেশে কর্ম্ম করিবাতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে তাহার চিত্তশুদ্ধি ইহজন্মেব কর্ম্মাধীন অথবা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা অবশ্য হইযাছে ইহা নিশ্চয কবিতে হইবেক যেহেতু চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে প্রবৃত্তি হয় না অতএব কার্য্য দেখিযা কারণে নিশ্চয কবিতে হয। আশ্চর্য্য এই কবিতাকার আপন পুস্তকের ২৩ পত্রে ২০ পংক্তি অবধি লিখেন যে ইহজন্মে কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিযাছে সে পূর্ব্বজন্মেব কৃত কর্ম্মের ফলেব [৬] দ্বারা হইয়াছে অথচ পুনরায লিখেন যে জ্ঞানসাধনের পূর্ব্বে ইহজন্মে কর্ম্ম না করিলেই নহে। ২ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখেন প্রথমে সাকার ব্রহ্মের ভজন আবশ্যক। উত্তব ইহা পূর্ব্বপ্রকবণে লিখা গিয়াছে যে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হইলে কর্ম্ম ও সাকাব উপাসনাব প্রযোজন থাকে যদি পূর্ব্বজন্মেব কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উৎপত্তি হয তবে সাকার উপাসনার কদাপি প্রয়োজন নাই যেহেতু যথার্থ বস্তুতে ব্যক্তিব অভিনিবেশ হইলে কল্পনাতে বিশ্বাস কোনো মতে থাকে না। মাণ্ডুক্য উপনিষদেব ভাষ্যধৃত বচন। আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টযঃ। উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পযা। আশ্রমী তিন প্রকার হয়েন উত্তম মধ্যম অধম অতএব তাহাতে মধ্যম ও অধমের নিমিত্ত এই উপাসনা বেদে কৃপা কবিয়া কহিযাছেন। অসমর্থো মনো ধাতুং নিত্যে নির্বিষযে বিভৌ। শব্দৈঃ প্রতীকৈবর্চাভিবুপাসীত যথাক্রমং। নিত্য উপাধিশূন্য সর্ব্বব্যাপি পবমেশ্ববেতে মনকে স্থাপন কবিতে যে ব্যক্তি অসমর্থ হয সে শব্দেব দ্বারা কিম্বা অবযবেব কল্পনা দ্বাবা অথবা প্রতিমাব দ্বাবা যথাক্রমে উপাসনা [৭] করিবেক। বিশেষত সর্ব্বত্র দৃঢ়রূপে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহাব হইযাছে তেঁহ কদাপি অবযবের উপাসনা কোনো মতে করিবেন না বেদান্তের ৪ অধ্যাযেব ১ পাদেব ৪ সূত্র। ন প্রতীকেন হি সঃ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি বিকাবভূত যে নাম রূপ তাহাতে পবমেশ্বব বোধ কবিবেক না যেহেতু এক নাম রূপ অন্য নাম রূপের আত্মা হইতে পারে না। বেদান্তের ৪ অধ্যাযে ৩ পাদে ১৫ সূত্র। অপ্রতীকালম্বনান্নযতীতি বাদবাযণঃ উভযথাপ্যদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। অবযবেব উপাসক ভিন্ন যাঁহারা পবব্রহ্মেব উপাসনা কবেন তাঁহাদিগেোই অমানব পুরুষ ব্রহ্ম-প্রাপ্তিব নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে লইযা যান বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু দেবতার উপাসক আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আব ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোক গমনপূর্ব্বক পবব্রহ্মকে প্রাপ্ত হযেন এমৎ অঙ্গীকাব কবিলে কোন দোষ হয না আব তৎক্রতুন্যায়ও ইহাই প্রতিপন্ন কবিতেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহাব উপাসক সে তাহাকেই পায। বৃহদারাক। যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিযং ব্রুবাণং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যসীতি ঈশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ।। যে ব্যক্তি পবমাত্মা ভিন্নকে প্রিয [৮] কহিযা উপাসনা করে তাহাব প্রতি আত্মোপাসক কহিবেন যে তুমি বিনাশকে পাইবে যেহেতু

এরূপ উপদেশ দিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সমর্থ হয়েন অতএব উপদেশ দিবেন। বৃহদারণ্যক। তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদেরও আরাধ্য হয়। কুলার্ণবের নবমোল্লাসে তাবৎ মন্ত্রের ও দেবতার বক্তা ভগবান্ মহেশ্বর কহিয়াছেন। বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ। বিকারহীন বর্ণাতীত যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বিদিত হইলে মন্ত্র সকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ২ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তিতে এবং অন্য২ স্থানে কবিতাকার মন্ত্রকে নিরাকার ব্রহ্ম কহিয়াছেন। উত্তর যদি কবিতাকারের তাৎপর্য্য ইহা হয় যে প্রণবাদি মন্ত্র শব্দব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অর্থাৎ ঐ সকল শব্দ পরব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করেন তবে তাহা অযথার্থ নহে কিন্তু যদ্যপি ইহা তাৎপর্য্য হয় যে ঐ শব্দাত্মক মন্ত্র সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হয়েন তবে তাহা সর্ব্বথা অশাস্ত্র এবং যুক্তিবিরুদ্ধ যেহেতু তাবৎ উপনিষদে কহিয়া[৯]ছেন যে ব্রহ্ম নির্বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন শব্দস্বরূপ হইলে কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং আকাশের গুণ হইতেন। কঠশ্রুতি। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং। মুণ্ডক। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। ব্রহ্ম শব্দবিশিষ্ট নহেন এবং স্পর্শ-বিশিষ্ট নহেন আর রূপহীন এবং হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য হয়েন। ব্রহ্ম চক্ষু ও বাক্যগ্রাহ্য নহেন এবং চক্ষু ও বাক্য ভিন্ন অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন আর তপস্যা ও সৎকর্ম্ম দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। ছান্দোগ্য। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। নাম আর রূপ এ দুই যাহা হইতে ভিন্ন হয় তিনি ব্রহ্ম। ঐ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে লিখেন যে আপনাতে ইষ্টদেবতাতে ব্রহ্মেতে অভেদ জ্ঞান হইয়া জীব ফল প্রাপ্ত হইবেক। যদি কবিতাকার এমৎ লিখিতেন যে আপনাতে ও দেবতাতে ও জগতে ও ব্রহ্মেতে অভেদ জ্ঞান হইলে জীব কৃতার্থ হয় তবে শাস্ত্রসম্মত হইত যেহেতু শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে ৮৫ অধ্যায়ে ভগবান্ কৃষ্ণ বসুদেবের প্রতি কহিতেছেন। অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং। আমি আর তোমরা ও এই বলদেব আর [১০] এই দ্বারকাবাসি লোক এ সকলঃ ব্রহ্মরূপে জানিবে কেবল এই সকলকেই ব্রহ্ম জানিবে এমৎ নহে বরঞ্চ চরাচর জগৎকে ব্রহ্মরূপে জানিবে। মনুঃ। এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা। স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখে সে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমান ভাব পাইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আপনাতে ইষ্টদেবতাতে ব্রহ্মেতে অভেদ ভাব আর অন্য বিশ্বেতে ভেদজ্ঞান কৃতার্থ হইবার কারণ হয় ইহা কবিতাকারের নিজমত হইবেক তিন বস্তুতে অভেদ জ্ঞান আর অন্য সকল বস্তুতে ভেদ জ্ঞান থাকিতে জীব কৃতার্থ হয় ইহা কবিতাকার কোন্ শাস্ত্রের প্রমাণে লিখিয়াছেন তাহা তাঁহাকে লিখা উচিত ছিল যেহেতু কেবল দেবতাতে ব্রহ্ম বোধ করা ইহাও মুক্তিসাধন জ্ঞান নহে। কেনোপনিষৎ। যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং। গুরু শিষ্যকে কহিতেছেন যদি তুমি আপন দেহ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাকে ব্রহ্ম জানিয়া এমৎ কহ যে আমি সুন্দররূপে ব্রহ্মকে জানিলাম তবে তুমি ব্রহ্মস্বরূপের [১১] যৎকিঞ্চিৎ জানিলে আর যদি দেবতাতে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মকে জান তথাপি অল্প জানিলে অতএব আমি বুঝি যে ব্রহ্ম এখনো তোমার বিচার্য্য হয়েন।। ৫ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তিতে এবং ঐ পুস্তকের স্থানে২ কবিতাকার লিখেন যে যিনি সাকার তিনি নিরাকার ব্রহ্ম হয়েন। এ অত্যন্ত অশাস্ত্র এবং সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিবিরুদ্ধ। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ২ পাদে ১১ সূত্র। ন স্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি। পরমেশ্বরের উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ সাকার এবং নিরাকার বস্তুত হইবার কি সম্ভাবনা উপাধি দ্বারাও কোন মতে হইতে পারে না যেহেতু সর্ব্বত্র বেদান্তে তাঁহার এক অবস্থা এবং সর্ব্বোপাধিশূন্যত্ব করিয়া কহিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র এই নিয়ম হয় যে আকারের ভাব এবং অভাব এককালে এক বস্তুতে সম্ভব হইতে পারে না। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নাম রূপ হইতে ভিন্ন হয়েন। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ

ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এবং আকারহীন সম্পূর্ণ হয়েন। ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৪ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ। পরব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কোন প্রকারে নহেন যেহেতু নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতির প্রাধান্য হয় কেন না সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি ব্রহ্মের রূপ [১২] কল্পনা অজ্ঞানের উপাসনার নিমিত্ত করিয়াছেন কিন্তু তাহার পর্য্যবসান নির্গুণ ব্রহ্মে হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বেদান্তে দেখিবেন। স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নির বচন। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয়রহিত উপাধিশূন্য শরীরহীন যে ব্রহ্ম তাঁহার রূপ কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ভাষ্যে ধৃত বচন। নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেনুকম্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ। যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নির্বিশেষ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে অসমর্থ হয় তাঁহারা রূপ কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবেক। মহানির্বাণতন্ত্রে। এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্প মেধসাং। গুণের অনুসারে অল্পবুদ্ধি ভক্তের হিতের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার রূপে কল্পনা করিয়াছেন। এবং পরমারাধ্য মহাদেব ও ঋষি সকল যাঁহারা নানা রূপ ও ধ্যান ও মন্ত্রাদি ও মাহাত্ম্য বর্ণন করেন তাঁহারাই সিদ্ধান্তে কহেন যে রূপহীন পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা অসমর্থের উপাসনার নিমিত্ত [১৩] করা গেল। কবিতাকার শক্তির ও শিবের এবং বিষ্ণু প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনে যে সকল শ্লোক লিখেন তাহাতেও ঐ সকল সাকার বর্ণনার পর্য্যবসান নির্গুণে করিয়াছেন অথচ কবিতাকার চক্ষু থাকিতেও দেখেন না। ১০ পৃষ্ঠে ২ পংক্তি। নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়ঃ স্মৃতঃ। তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন প্রযুজ্যতে। যদ্যপি তিনি স্ত্রী নহেন পুরুষ নহেন এবং ক্লীব নহেন এবং জড় নহেন তথাপি যেমন কল্পবৃক্ষে স্ত্রীর লক্ষণ না থাকিলেও কল্পলতা শব্দে কহা যায় সেইরূপ তাঁহার প্রতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ হয়। ঐ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তিতে কবিতাকারের ধৃত শ্লোক। অথ কালীপুরাণ। দৃষ্টিহীনা সদৃষ্টিস্ত্বমকর্ণাপি চ সশ্রুতিঃ। তবস্বিনী পাণিপাদহীনা ত্বং নিতরাং গ্রহা। চক্ষু নাই দেখেন কর্ণ নাই শুনেন হস্ত নাই গ্রহণ করেন পা নাই গমন করেন। পুনরায় ১২ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে। অচিন্ত্যামিতাকারশক্তিস্বরূপা প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্ত্বৈকমূর্ত্তিঃ। গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা। তোমার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে এবং পরিমাণের যোগ্য নহে এবং তুমি শক্তিস্বরূপ হও আর সকলের আশ্রয় [১৪] এবং সত্ত্বস্বরূপ হও আর গুণের অতীত কেবল নির্বিকল্প বুদ্ধির গ্রাহ্য পরব্রহ্মস্বরূপ তুমি হও। ১৬ পৃষ্ঠের ২ পংক্তিতে। রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমব্যয়ং। সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং নিত্যানন্দমগোচরং। আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং। সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষং। হনুমানের প্রতি সীতার বাক্য। হ্রাসবৃদ্ধিহীন সকল উপাধিশূন্য নিত্য আনন্দস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর নির্ম্মল শান্ত ও বিকাররহিত সর্ব্বব্যাপি স্বয়ংপ্রকাশ আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম করিয়া তুমি রামকে জানিবে। এবং যুক্তিতে আকারবিশিষ্টের ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা বিরুদ্ধ হয় যেহেতু যে২ বস্তু চক্ষুগোচর সে২ নশ্বর এই ব্যাপ্তির অন্যথা কোনো মতে নাই আর যে নশ্বর সে পরব্রহ্ম হইবার যোগ্য নহে এবং সাকার বস্তু যত বিস্তীর্ণ হউক তথাপি দিক্ দেশ কালের ব্যাপ্য হইবেক আর পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি তেঁহ কাহার ব্যাপ্য নহেন এ বিষয় অত্যন্ত বিস্তাররূপে বেদান্তচন্দ্রিকার উত্তরের ১৩ পৃষ্ঠায় এবং বৈষ্ণবের উত্তরে পত্রে লিখা গিয়াছে তাহা অবলোকন করিবেন। কবিতাকার গণেশ শক্তি হরি সূর্য্য শিব এবং গঙ্গা এই ছয়ের ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন [১৫] করিবার নিমিত্ত অনেক বচন লিখিয়াছেন যাহাতে এ সকলের প্রতি ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ এবং ব্রহ্ম ধর্ম্মের আরোপ আছে। কবিতাকারকে বিবেচনা করা উচিত যে যেমন ঐ ছয়কে ব্রহ্ম শব্দে কহিয়াছেন এবং ব্রহ্ম ধর্ম্মের আরোপ করিয়াছেন সেইরূপ শত২কে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ এবং ব্রহ্মধর্ম্মের আরোপ শাস্ত্রে করিয়াছেন যথা। মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত। মন ব্রহ্ম তাহার উপাসনা করিবেক। ইন্দ্রমাহাত্ম্যে বহৃদারণ্যক। তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব মামেব বিজানীহীতি। অর্থাৎ ইন্দ্র ব্রহ্ম হয়েন।

প্রাণবায়ুর মাহাত্ম্যে প্রশ্নোপনিষৎ। এষোহগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবী রয়িৰ্দ্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ। অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্ব্বময় ব্রহ্ম হয়েন। গরুড়মাহাত্ম্যে আদিপর্ব্ব। ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং। অর্থাৎ গরুড় ব্রহ্ম হয়েন। এবং অন্যের ন্যায় ঐ ছয়ের জন্ম মরণ পরাধীনত্ব বর্ণন ভূরি দেখিতেছি। বিষ্ণু। যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টি-সংহারকারিণঃ। তেহপি কালে প্রলীযন্তে কালো হি বলবত্তরঃ। এই জগতে সৃষ্টিসংহারকারি সমর্থ যাহারা হয়েন তাহারাও কালে লীন হইবেন অতএব কাল বড় বলবান্। যাজ্ঞবল্ক্য। গন্ত্রী [১৬] বসুমতী নাশমুদধির্দ্দৈবতানি চ। ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্তলোকো ন যাস্যতি। পৃথিবী সমুদ্র দেবতা ইঁহারা সকলেই নাশকে পাইবেন অতএব ফেনার ন্যায অচিরস্থায়ী যে মনুষ্য কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক। মার্কণ্ডেযপুরাণ। বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোহতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ। বিষ্ণুর ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু জন্মগ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হয়। কুলার্ণবে। ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা সকল ও আকাশাদি ভূত সকলেই নষ্ট হইবেক অতএব আপন২ মঙ্গল চেষ্টা করিবেক। ইত্যাদি বচনের দ্বারা বাহুল্য করণের প্রয়োজন নাই। অতএব এক বচনে উপস্থিত এবং সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখে যে নাশ শব্দ তাহার অর্থ কাহার প্রতি গৌণ অর্থাৎ অপ্রকট বুঝাইবেক কাহার প্রতি মৃত্যু বুঝাইবেক ইহা শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়বিরুদ্ধ হয়। ঐ ছয় জন কেবল এদেশে উপাস্য হয়েন তন্নিমিত্তে তাঁহারাই ব্রহ্ম হইবেন ইহা বলা যায় না কারণ দুর্ব্বলাধিকারির উপাস্য[১৭]রূপে ইহাদিগ্যে এবং মন প্রভৃতি অন্যকেও শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাহা পূর্ব্বের প্রমাণে ব্যক্ত আছে। কবিতাকার আপনি যে সকল বচন লিখিয়াছেন তাহাতেই ঐ ছয়ের পরস্পর জন্যজনকত্ব দাসপ্রভুত্ব সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে অথচ কবিতাকার জন্যকে এবং অধীনকে সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বাধ্যক্ষ জন্মশূন্য নিরপেক্ষ পরমেশ্বর কহিতে শঙ্কা করেন না। কবিতাকারের পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে তাঁহার আপন লিখিত ওই সকল বচনের কথক লিখিতেছি। ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদীনাং ভবো যস্যা নিজেচ্ছয়া। পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং সা নিত্যা পরিকীর্ত্তিতা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতার যে দেবী হইতে জন্ম হয এবং তাঁহারা যে দেবীতে লীন হয়েন সেই দেবী নিত্যা হয়েন। ১১ পত্রে ২৫ পংক্তিতে। জলদে তড়িদুৎপন্না লীয়তে চ যথা ঘনে। তথা ব্রহ্মাদযো দেবাঃ কালিকায়াঃ ভবন্তি তে। যেমন বিদ্যুৎ মেঘেতে উৎপন্ন হইযা মেঘেতেই লীন হয সেইরূপ কালিকা হইতে ব্রহ্মাদি দেবতা উৎপন্ন হইয়া লীন হয়েন। ১৩ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে। কারণন্তু পরা শক্তির্যা সা বাহ্যা হ্যনাময়া। ব্রহ্মা[১৮]দ্যান্ সা সৃজেৎ শক্তং যথাবিধি বিধানতঃ। অর্থাৎ দেবী হইতে ব্রহ্মাদির জন্ম হয়। ১৩ পত্রে ১৭ পংক্তিতে। সমারাধ্য হরির্দুর্গাং বিষ্ণুত্বমগমদ্বিভুঃ। যে ব্যাপক হরি তিনি দুর্গার আরাধনা করিযা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুনর্বার ১৬ পত্রে ৫ পংক্তিতে। মাং বিদ্ধি মূলং প্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং। তস্য সান্নিধ্যমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা। হনুমানের প্রতি সীতাবাক্য। তুমি আমাকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলযের কর্ত্রী মূল প্রকৃতি করিয়া জান। সেই ব্রহ্মস্বরূপ রামের সান্নিধান মাত্রের দ্বারা নিরলস হইযা এই সকলের সৃষ্টি করি।। ইহা দ্বারা কবিতাকার ওই পাঁচের পরস্পর অধীনত্ব মানিযাছেন।

এ সকল দেবতা ও পঞ্চ ভূত প্রভৃতিতে কেবল ব্রহ্ম শব্দের প্রযোগ আছে এমৎ নহে বরঞ্চ তাবৎ সংসারেতেই ব্রহ্ম শব্দের প্রযোগ কি শ্রুতিতে কি অন্য২ শাস্ত্রে দেখিতে পাই। চতুষ্পাদ্ বৈ ব্রহ্ম। ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবাঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অর্থাৎ চতুষ্পাদ প্রভৃতি ও দাস ও ধূর্ত্ত আর এই তাবৎ সংসার ব্রহ্ম কিন্তু ইহার দ্বারা এই সকল নশ্বর বিশ্বের প্রত্যেকের ব্রহ্মত্ব স্থাপন তাৎপর্য্য হয় এমৎ নহে বস্তুত ইহার [১৯] দ্বারা পরব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব স্থাপন করিতেছেন নতুবা এই সকলকে পুনঃ২ নশ্বর ও জন্য কেন ওই সকল শাস্ত্রে কহিবেন।

আর কবিতাকার স্থানে২ ওই পঞ্চ দেবতারা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন এমৎ প্রতিপাদক অনেক বচন লিখেন। কিন্তু তাঁহাকে বিবেচনা করা উচিত ছিল যে কেবল ওই পঞ্চ দেবতা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া কহেন এমৎ নহে বরঞ্চ অন্য২ অনেক দেবতা ও ঋষিরা আপনাতে ব্রহ্ম আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করেন। যেমন বৃহদারণ্যকে ইন্দ্রের বাক্য। মামেব বিজানীহি। কেবল আমাকে তুমি জান। বামদেবের বাক্য। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি। বরঞ্চ প্রত্যেক ব্যক্তি অধ্যাত্ম চিন্তনের বলে আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিবার অধিকারী হয়। অহং দেবো ন চান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্। আমি অন্য নহি দেবস্বরূপ হই শোকরহিত ব্রহ্ম আমি হই সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ এবং নিত্যমুক্তস্বভাব আমি হই। এ বচনকে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য আহ্নিকতত্ত্বে লিখেন যাহা [২০] প্রত্যহ প্রাতঃকালে সকল ব্যক্তিরা স্মরণ করেন। কবিতাকার এই বচনকে আপন পুস্তকের ৬ পত্রে ২৬ পংক্তিতে লিখেন অথচ অর্থের অনুভব করেন না। এরূপ আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনের সিদ্ধান্ত বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে ৩১ সূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণ করিয়াছেন।। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ।। ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম কহেন সে আপনাতে পরমাত্মার দৃষ্টি করিয়া কহিয়াছেন এরূপ কহিবার সকলে অধিকারি হয় যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে বেদে ব্রহ্মরূপে কহিয়াছেন।। ৭ পত্রে ৩ পংক্তি অবধি লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম ক্রিয়া উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত সাকার হইয়া দর্শন দেন। উত্তর পরব্রহ্ম সর্ব্বদা এক অবস্থায় থাকেন তাঁহার ইচ্ছাতেই তাবৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয় ইহা সকলে স্বীকার করেন তবে সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত রূপ ধারণ স্বীকার করাতে গৌরব হয় দ্বিতীয় তাঁহার অবস্থান্তর হওয়া ও নশ্বর হওয়া স্বীকার করিতে হয় তৃতীয় তাবৎ বেদবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয় যেহেতু বেদে তাঁহাকে রূপাদিরহিত নিত্য এক অবস্থাবিশিষ্ট করিয়া কহেন এ সকল শ্রুতি পূর্ব্ব-পৃষ্ঠে [২১] লিখিয়াছি এবং যুক্তিতেও দেখিতেছি যে তাবৎ দৃষ্টিগোচর বস্তু নশ্বর হয় ইহার অন্যথা হইতে পারে না আর নিরাকার হইতে সৃষ্ট্যাদি কিরূপে হয় তাহার সিদ্ধান্ত বেদান্তে লিখেন ২ অধ্যায় ১ পাদ ২৮ সূত্র। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। যদি জীবাত্মা স্বপ্নেতে রথ গজ নদী দেশ আকাশ দেবতা স্থাবর জঙ্গম এ সকলকে কোনো আকার ধারণ না করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন তবে সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম এ সকল জগৎ ও নানাপ্রকার নাম রূপের রচনা করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি। অতএব কবিতাকার পরমেশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ করিয়া অঙ্গীকার করেন অথচ এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিতণ্ডাতে প্রবৃত্ত হয়েন বস্তুত তাবৎ নাম রূপই মিথ্যা হয় অধিকন্তু মানস ধ্যানের যে নাম রূপের কল্পনা প্রত্যহ করহ সে অন্য হইতেও অস্থায়ি ওই ধ্যানের রূপ মনের কল্পনায় জন্মিতেছে এবং মনের চাঞ্চল্যে ধ্বংস হইতেছে অতএব এরূপ নশ্বরের অবলম্বনে মনোরঞ্জন ও কালহরণ কেন করহ নিত্য সর্ব্বগত পরমেশ্বরের চিন্তনে সর্ব্বদা পরাঙ্মুখ হইয়া আপনার শ্রেয়ের বাধক আপনি কেন হও। কঠশ্রুতি। ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। অনিত্য নাম রূপের অব[২২]লম্বনে নিত্য যে পরমেশ্বর তাঁহার প্রাপ্তি হয় না। কেনশ্রুতি। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ইহজন্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি পরমেশ্বরকে জানে তবে তাহার সকল সত্য আর যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না জানে তবে তাহার মহাবিনাশ হয়। ঈশোপনিষৎ। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।। ইহার ভাষ্য।। অথেদানীমবিদ্বন্নিন্দার্থো মন্ত্র আরভ্যতে। অসূর্য্যাঃ পরমার্থভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োপ্য-সুরাস্তেষাঞ্চ স্বভূতা অসূর্য্যা নাম নামশব্দোঽনর্থকো নিপাতঃ তে লোকাঃ কর্ম্মফলানি লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভুজ্যন্তে ইতি জন্মানি অন্ধেনাদর্শনাত্মকেনাজ্ঞানেন তমসাবৃতা আচ্ছাদিতাঃ তান্ স্থাবরান্তান্ প্রেত্য ত্যক্তেমং দেহং অভিগচ্ছন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং যে কে চ আত্মহনঃ আত্মানং ঘ্নন্তীত্যাত্মহনঃ কে তে জনা অবিদ্বাংসঃ। অজ্ঞানির নিন্দার্থ কহিতেছেন। পরমাত্মা অপেক্ষা

করিয়া দেবাদি সব অসুর হয়েন তাঁহাদের দেহকে অসূর্য্য অর্থাৎ অসূর্য্য দেহ কহি। সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত [২৩] দেহ সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে ওই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিসকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পান আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহ পান এইরূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না।। বৃহদারণ্যক।। যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোহসাবন্যোহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং। যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে এবং কহে যে এই দেবতা অন্য আর আমি অন্য অর্থাৎ উপাস্য উপাসকরূপে হই সে ব্যক্তি কিছু জানে না সে যেমন দেবতাদের পশু অর্থাৎ পশুর ন্যায় দেবতার উপকারী হয়। স্মৃতিঃ যোহন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা। যে ব্যক্তি অন্য প্রকারে স্থিত আত্মাকে অন্য প্রকারে জানে সেই পরমার্থচোর ব্যক্তি কিং পাপ না করিলেক অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপ তাহার হয়। ২৩ পত্রে ২১ পংক্তিতে কবিতাকার বেদান্তসূত্র কহিয়া লিখেন সূত্র। জন্মনি জন্মান্তরে বা। অতএব কবিতাকারকে উচিত যে [২৪] কোন্ অধ্যায়ের কোন্ পাদে এ সূত্র আছে তাহা লিখেন। ২ পত্রের ৪।৫ পংক্তিতে লিখেন [পঞ্চ ব্রহ্মের মূর্ত্তিসমষ্টি ব্রহ্ম জানিবা। বেদান্তে ইহার বিস্তার আছে] অতএব কবিতাকারকে উচিত যে বেদান্তের কোন্ সূত্রে অথবা বেদান্তভাষ্যের কোন্ প্রকরণে ইহার বিস্তার আছে তাহা লিখেন। পণ্ডিত লোক বিবেচনা করিবেন যে ধর্ম্ম লোপের নিমিত্ত কবিতাকার ওই সকল সূত্র স্বকপোল রচনা করিয়াছেন আশ্চর্য্য এই যে পুরাণাদির শ্লোক যখন কবিতাকার লিখেন তখন তাহার অর্থ প্রায় ভাষাতে লিখিয়া থাকেন কিন্তু ঈশাবাস্য প্রভৃতি আট দশ শ্রুতি যাহা আপন পুস্তকের স্থানে২ লিখিয়াছেন তাহার বিবরণে কোন স্থানে অর্থ না করিয়া ভাষ্যে ইহার অর্থ জানিবে এই মাত্র লিখেন এবং ওই সকল শ্রুতিকে ভাষ্যে সাকার ব্রহ্মের প্রতিপাদক করিয়া ভাষ্যকার লিখিয়াছেন এমৎ কবিতাকার লিখেন অতএব ওই সকলের মূল ভাষ্য লিখিতেছি এবং তাহার ভাষাবিবরণ লিখিতেছি ইহাতে সকলে বিবেচনা করিবেন যে ওই সকল শ্রুতি নাম রূপের ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন করেন কি জগতের কারণ অতীন্দ্রিয় [২৫] পরমাত্মার ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন করেন আর ধর্ম্মলোপের জন্যে শাস্ত্রের লিপিকে সর্ব্বপ্রকারে অন্যথা বিবরণ করিয়া কবিতাকার লোকের নিকট প্রকাশ করেন। প্রথমত ৪ পৃষ্ঠে। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং। ইহার ভাষ্য ঈশা ঈষ্টে ইতি ঈট্ তেনেশা ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বস্য স হি সর্ব্বমীষ্টে সর্ব্বজন্তূনামাত্মা সন্ তেন স্বেনাত্মনেশাবাস্যং আচ্ছাদনীয়ং কিং ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ তৎ সর্ব্বং স্বেনাত্মনা প্রত্যগাত্মতয়াহহমেবেদং সর্ব্বমিতি পরমার্থসত্যরূপেণানৃতমিদং সর্ব্বমাচ্ছাদনীয়ং স্বেন পরমাত্মনা যথা চন্দনাগুর্ব্বাদেরুদকাদিসংবন্ধজক্লেদাদিজং দৌর্গন্ধ্যং তৎস্বরূপনির্ঘর্ষণেনাচ্ছাদ্যতে স্বেন পারমার্থিকেন গন্ধেন তদ্বদেব হি স্বাত্মন্যধ্যস্তং স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং জগদ্দ্বৈতভূতং পৃথিব্যাং জগত্যামিত্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ সর্ব্বমেব নামরূপকর্ম্মাখ্যং বিকারজাতং পরমার্থসত্যাত্মভাবনয়া ত্যক্তং স্যাৎ এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তস্য পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সংন্যাস এবাধিকারো ন কর্ম্মসু। তেন [২৬] ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ নহি ত্যক্তো মৃতঃ পুত্রো ভৃত্যো বা আত্মসম্বন্ধিতায়া অভাবাৎ আত্মানং পালয়তি অতস্ত্যাগেনেত্যয়মেবার্থঃ ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথা আত্মানমিতি শেষঃ। এবং ত্যক্তৈষণস্ত্বং মা গৃধঃ গৃধিমাকাঙ্ক্ষাং মাকার্ষীর্দ্ধনবিষয়াং কস্যস্বিৎ কস্যচিৎ ধনং স্বস্য পরস্য বা ধনং মাকাঙ্ক্ষীরিত্যর্থঃ। স্বিদিত্যনর্থকো নিপাতঃ। অর্থঃ। পরমেশ্বরের সহিত অভেদ চিন্তন দ্বারা যাবৎ নামরূপবিশিষ্ট মায়িক বস্তু সংসারে আছে তাহা সকলকে আচ্ছাদন করিবেক যেমন চন্দনাদিতে জলাদির সংসর্গে ক্লেদযুক্ত হইয়া দুর্গন্ধ হইলে ঐ চন্দনের ঘর্ষণ দ্বারা তাহার পারমার্থিক গন্ধ প্রকাশ হইয়া সেই দুর্গন্ধকে আচ্ছাদন করে সেইরূপ আত্মাতে আরোপিত যে নামরূপময় প্রপঞ্চ তাহা আত্মার স্বরূপ চিন্তনের দ্বারা ত্যাগ হয় যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া

সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এইরূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপন ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না। স্বিৎ শব্দ অনর্থক নিপাত। ৭ পৃষ্ঠায় য এষ সুপ্তেষু [২৭] জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। ভাষ্য। যৎ প্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্ম বক্ষ্যামীতি তদেবাহ। য এষ সুপ্তেষু প্রাণাদিষু জাগর্ত্তি ন স্বপিতি কথং কামং কামং তং তমভিপ্রেতং স্ত্র্যাদ্যর্থমবিদ্যয়া নির্ম্মিমাণঃ নিষ্পাদয়ন্ জাগর্ত্তি পুরুষো যঃ তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং তৎ ব্রহ্ম নান্যৎ গুহ্যং ব্রহ্মাস্তি তদেবামৃতং অবিনাশ্যুচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু।। ইন্দ্রিয়সকল নিদ্রিত হইলে যে আত্মা নানাপ্রকার বস্তুকে স্বপ্নে কল্পনা করেন তেঁহই অবিনাশি নির্ম্মল ব্রহ্ম হয়েন। ৯ পৃষ্ঠায় তস্মাত্তিরোদধে তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি ব্রহ্মেতি হোবাচ। ভাষ্য। তস্মাদিন্দ্রাদাত্মসমীপং গতাৎ ব্রহ্ম তিরোদধে তিরোভূতং ইন্দ্রস্যেন্দ্রত্বাভিমানোঽতিতরাং নিরাকর্ত্তব্য ইত্যতঃ সম্বাদমাত্রমপি নাদাৎ ব্রহ্মেন্দ্রায় তদ্যক্ষং যস্মিন্নাকাশে আত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতমিন্দ্রশ্চ ব্রহ্মণস্তিরোধানকালে যস্মিন্নাকাশে আসীৎ ইন্দ্রস্তস্মিন্নেবাকাশে তস্থৌ কিং তদ্যক্ষমিতি ধ্যায়ন্ ন নিববৃতে অগ্ন্যাদিবৎ। তত ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধ্বা বিদ্যোমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রী[২৮]রূপা স ইন্দ্রস্তামুমাং বহুশোভমানাং সর্ব্বেষাং হি শোভনানাং শোভনতমা বিদ্যেতি তথাচ বহুশোভমানেতিবিশেষণমুপপন্নং ভবতি হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্যর্থঃ অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেবেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন সহ বর্ত্ততে ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি জ্ঞাত্বা তামুপজগাম ইন্দ্রঃ তাং হোমাং কিল উবাচ পপ্রচ্ছ ব্রূহি কিমেতদ্দর্শয়িত্বা তিরোভূতং যক্ষমিতি সা ব্রহ্মেতি হোবাচ কিল। অর্থ। মায়িক তেজঃপুঞ্জরূপ আবির্ভূত ব্রহ্ম ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বাভিমান দূর করিবার নিমিত্ত বাক্যমাত্র না কহিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন সেই আকাশে প্রচুর শোভাযুক্ত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতের ন্যায় স্ত্রীরূপা বিদ্যা আবির্ভূতা হইলেন অথবা হৈমবতী সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবের নিকট সর্ব্বদা থাকিবার দ্বারা ইহার বিশেষ জানিতে পারেন ইহা জানিয়া ইন্দ্র তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ পূজ্য কে সে উমা তাঁহাকে কহিলেন ইনি ব্রহ্ম। ৫ পৃষ্ঠায় যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। যাঁহা হইতে এই বিশ্ব জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাঁহার [২৯] আশ্রয়ে আছে আর ম্রিয়মাণ হইয়া যাঁহাতে লীন হইবেক তেঁহ ব্রহ্ম তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করহ।। ভাষ্যে এই সকল শ্রুতির যে অর্থ তাহা মূল সহিত লেখা গেল। অতএব কবিতাকার এ সকলের ভাষ্যকে বিশেষরূপে আলোচনা যেন করেন। ৮ পৃষ্ঠের শেষে কবিতাকার লিখেন যে গায়ত্রী চতুষ্পাদ বত্রিশ অক্ষর হয়েন। কিন্তু কোন্ প্রমাণে কি দৃষ্টিতে লিখেন তাহার উল্লেখ করেন না মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ত্রিপাদ চতুর্বিংশতি অক্ষর গায়ত্রীকে কহিয়াছেন ইহার বিশেষ গায়ত্রীর ভাষাবিবরণ যে আমরা করিয়াছি তাহাতে দেখিবেন গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যার অন্যথা করিয়া গায়ত্রী জপের দ্বারা লোক কৃতার্থ হইতে পারিবেক এই আশঙ্কায় গায়ত্রীতে এই সকল সন্দেহ কবিতাকার উপস্থিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন যেন কোন মতে লোক পরব্রহ্মের উপাসনা না করিতে পারে। ১৫ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্তিতে লিখেন বেদান্তের ভাষ্যকার সাকার ব্রহ্ম মানিয়া আনন্দলহরীস্তব করিয়াছেন। উত্তর। বেদান্তের ভাষ্য প্রস্তুত আছে কোন্ স্থানে সাকারকে ব্রহ্মরূপে ভাষ্যকার মানিয়াছেন তাহা কবিতাকারকে দেখান উচিত ছিল তবে আনন্দলহরী। দেবি [৩০] সুরেশ্বরি ইত্যাদি গঙ্গার স্তব। নমঃ শঙ্করী কণ্টহারিণী ভবানী ইত্যাদি অনেক২ স্তবকে এবং একখান সত্যপীরের পুস্তককেও শঙ্করাচার্য্যের রচিত কহিয়া সেই২ দেবতার পূজকেরা প্রসিদ্ধ করিয়াছেন এ সকল স্তব বেদান্তের ভাষ্যকার আচার্য্যকৃত ইহাতে প্রমাণ কিছু নাই প্রধান লোকের নামে আপন২ কবিতা বিখ্যাত করিলে চলিত হইবেক এই নিমিত্ত আচার্য্যের নামে এই সকল স্তবস্তুতি প্রসিদ্ধ করিয়াছেন আর যদ্যপিও তাঁহার কৃত এ সকল হয় তথাপি

হানি নাই যেহেতু ব্রহ্মের আরোপে জগতের তাবৎ বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন করা যায়।। কবিতাকার তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় যাহা গুরুমাহাত্ম্য লিখিয়াছেন সে সর্ব্বথা প্রমাণ এবং যে বচন লিখিয়াছেন তাহার বিশেষরূপে আমরা অর্থাবগতি করিলাম তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ লিখি। নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখহারিণে।। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ মহামন্ত্রের দাতা সংসারদুঃখহারক যে তুমি হে গুরু তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্ত প্রণাম করি। [৩১] অখণ্ড ব্রহ্মের স্বরূপ এবং যিনি চরাচর জগৎকে ব্যাপিয়াছেন সেই পদকে দেখাইয়াছেন যে গুরু তাঁহাকে নমস্কার। কিন্তু কবিতাকারকে উচিত যে ইহা বিবেচনা করেন যে যে শাস্ত্রানুসারে গুরু সর্ব্বথা মান্য হইয়াছেন সেই শাস্ত্রে লিখেন তন্ত্র। গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ। শিষ্যের বিত্তাপহারী গুরু অনেক আছেন কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ হরণ করেন যে গুরু তিনি অতি দুর্লভ। আর লিখেন তন্ত্র। পশোর্মুখাল্লব্ধমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ। পশু গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে পশু হয় ইহাতে সংশয় নাই। বেদে কহেন তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। সেই শিষ্য পরতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে গুরুকে মান্য করিতে হয় সেই শাস্ত্রানুসারে গুরুর লক্ষণ জানিতে হয় পিতাকে মানিতে হয় শাস্ত্রে কহিয়াছেন এবং পিতার লক্ষণ ওই শাস্ত্রে করিয়াছেন যে যিনি জন্ম দেন তাঁহাকে পিতা কহি অতএব পিতার লক্ষণ যাহাতে আছে তাঁহাকে পিতা কহিয়া মানিতে হইবেক। আমরা [৩২] ওঁ তৎ সৎ পত্রারম্ভে এবং অন্য কর্ম্মারম্ভে লিখি এবং কহি তাহাতে কবিতাকার দোষোল্লেখ করিয়া ২৩ পৃষ্ঠের শেষে লিখিয়াছেন যে [ওঁকার শব্দার্থে ব্রহ্মকে বুঝায় যেই অক্ষরে হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নাম বুঝায় অতএব সেই সকল নাম লেখা ভাল নতুবা ওঁকার শব্দের গর্ভের মধ্যে তিন নাম থাকে] যেই অক্ষরে ওঁকার হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বুঝায় কবিতাকার লিখেন অথচ পুনরায় দোষ দেন যে সে সকল নাম কেন আমরা না লিখি যদি ওই সকল অক্ষরে কবিতাকারের মতে ওই সকল দেবতাকে বুঝায় তবে তাঁহাদের নাম লেখা কি প্রকারে না হইল এবং কবিতাকার প্রভৃতিকে দেখিতেছি যে এক হইতে অধিক নাম আপন আপন লিপির প্রথমে ও গ্রন্থের প্রথমে প্রায় লিখেন না তবে কিরূপে কহেন আমরা দ্বেষ প্রযুক্ত ব্রহ্মাদির নাম লিখি না যদি একের নাম লিখিয়া অন্য দেবতার নাম না লিখিলে দ্বেষ বুঝায় তবে সমুদায় দেবতার নাম গ্রন্থাদির প্রথমে লেখা আবশ্যক হইয়া উঠে অথচ কবিতাকার প্রভৃতি কেহ কৃষ্ণ কেহ বা কেবল দুর্গা ইত্যাদিরূপে লিপি প্রভৃতির প্রথমে লিখেন [৩৩] তাহাতেও যেই দেবতার নাম না লিখেন তাঁহার প্রতি কি দ্বেষ বুঝাইবেক এ কেবল কবিতাকারের দ্বেষ মাত্র পরমেশ্বরের প্রতি বুঝায় যেহেতু দেবতান্তরের নাম গ্রহণ করিবার প্রতি এ পর্য্যন্ত যত্ন কিন্তু শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পরমেশ্বরের প্রতিপাদক শব্দ সকল তাহার গ্রহণ অন্যে করিলে নানা দোষের উল্লেখ করেন বস্তুত কর্ত্তব্য কিম্বা অকর্ত্তব্য শাস্ত্রানুসারে জানা যায় শাস্ত্রে কহেন যে তাবৎ কর্ম্মের প্রথমে ওঁ তৎ সৎ ইহার সমুদায়ের অথবা প্রত্যেকের গ্রহণ করিবেক গীতা। ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা। ওঁকার এবং তৎ ও সৎ এই তিন শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করেন অতএব বিধাতা সৃষ্টির আরম্ভে ওই তিনের গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ও বেদের ও যজ্ঞসকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুনরায় গীতাতে। সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে। ব্যক্তির জন্মেতে ও উত্তম চরিত্রেতে সৎ শব্দের প্রয়োগ হয় অতএব তাবৎ প্রশস্ত কর্ম্মেতে হে অর্জ্জুন সৎ শব্দের গ্রহণ করিয়া থাকেন। নির্ব্বাণতন্ত্র ওঁ তৎ স[৩৪]দিত্যেবাক্যং প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাং। ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পানভোজনকর্ম্মণোঃ। তাবৎ কর্ম্মের আরম্ভে ওঁ তৎ সৎ এই বাক্য কহিবেক আর পান ভোজনে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মার্পণমস্তু

এই বাক্যের প্রযোগ করিবেক। অতএব এই সকল বিধির অনুসারে লিপি প্রভৃতির প্রথমে ওঁ তৎ সৎ গ্রহণ করা যায় এ সকল শাস্ত্র যে ব্যক্তির মান্য হয় সে এই শব্দের প্রয়োগকে উঠাইবার চেষ্টা করিবেক না। আর শূদ্রাদির শ্রবণ বিষযে যে দোষ লিখেন তাহাতে কবিতাকারকে জিজ্ঞাসা করি যে যখন শূদ্রাদিতে বেষ্টিত হইয়া গঙ্গার ঘাটে থাকেন তখন ওঁ তৎ সৎ সম্বলিত সংকল্প-বাক্য পড়েন ও অন্যকেও সংকল্প করান কি না এবং মুমূর্ষুর নিকটে ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম ওঁ নাম এই শব্দকে শূদ্রাদিতে বেষ্টিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করেন কি না। হে পরমেশ্বর কবিতাকারকে দ্বেষ হইতে বিরত কর। পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন শ্রাদ্ধাদি করিবার সময়ে ওঁ তৎ সৎ কহিতে হয তাহা না করিয়া আপন ঘরে ওঁ তৎ সৎ লিখেন। কেবল শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিয়া ওঁ তৎ সৎ প্রযোগ করিবেক এমৎ নিযম নাই পূর্ব্বে লিখিত গীতাদির বচন হইতে প্রাপ্ত [৩৫] হইয়াছে যে তাবৎ উত্তম কর্ম্মের প্রথমে ওঁ তৎ সৎ বাক্যের প্রযোগ করিবেক সে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম হউক কি অন্য উত্তম কর্ম্ম হউক আর বাটীতে মংগল সূচনার্থ শাস্ত্রানুসারে লিখিবেক যেহেতু মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ওঁ তৎ সৎ মন্ত্র বর্ণন করিয়া পরে লিখেন। গৃহপ্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারযেদ্ যদি। গেহং তস্য ভবেত্তীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ। যে ব্যক্তি ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্রকে গৃহের একদেশে কিম্বা আপন দেহে লিখিয়া ধারণ করে তাহার গৃহ তীর্থ হয দেহ পুণ্যময হয়। অতএব এই সকল শাস্ত্র দৃষ্টি করিয়া কবিতাকারকে ইহার বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত ছিল। আর আপন পুস্তকের প্রথমে ১০ পৃষ্ঠে এবং ২২ পৃষ্ঠে লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে বেদান্ত অল্পগ্রন্থ কয়েক শত শ্লোক এই নিমিত্ত সাকার বর্ণন নাই। উত্তর বেদান্তসূত্রে সমুদায় বেদান্তের মীমাংসা ও তাবৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিযাছেন সাকার বর্ণন পুনঃ২ এইরূপে করিয়াছেন যে মাযিক নাম রূপ সকল নশ্বর এবং নশ্বর বস্তুর উপাসনা করিলে নিত্য যে মোক্ষ তাহার প্রাপ্তি হয় না। ৩ অধ্যায় ১ পাদ ৭ সূত্র। ভাক্তং বাহনাত্মবিত্ত্বাত্তথা হি দর্শয়তি। শ্রুতিতে জীবকে যে [৩৬] দেবতাদের অন্ন করিয়া কহিযাছেন সে ভাক্ত অর্থাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয এই তাৎপর্য্যমাত্র যেহেতু যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে ইহার মূল শ্রুতি। অথান্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং। যে ব্রহ্মভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য আমি অন্য উপাস্য উপাসকরূপে আছি সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশু মাত্র হয। ৪ অধ্যায ১ পাদ ৪ সূত্র। ন প্রতীকেন হি সঃ। বিকারভূত যে নাম রূপ তাহাতে পরমাত্মার বোধ করিবেক না যেহেতু এক নাম রূপ অন্য নাম রূপের আত্মা হইতে পারে না। কবিতাকার ২১ পৃষ্ঠে লিখেন যে জগন্নাথদেবের রথ না চলিলে তাঁহাকে গালি দিতে পারেন। উত্তর। ইহাতে আমাদের হানি লাভ নাই কবিতাকার আপনাদের ধর্ম্মের ও ব্যবহারের পরিচয দিতেছেন যে তাহাদের আজ্ঞার অন্যথা হইলে দেবতারো রক্ষা নাই। কবিতাকার ২৪ পৃষ্ঠের শেষ অবধি ভগবান্ মনুপ্রণীত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সকল লিখিযাছেন। উত্তর কর্ম্মিদের এ সকলের অনুষ্ঠানে যত্ন করা কর্ত্তব্য [৩৭] এবং ভগবান্ মনু দ্বাদশাধ্যাযে যে বচন লিখিযাছেন তাহাও আমরা লিখিতেছি। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। পূর্ব্বোক্ত যাবৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে আর ইন্দ্রিযনিগ্রহেতে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। মনু তৃতীয় অধ্যাযে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও লিখি। বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃত্তিমক্ষয়াং। কোন২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে আর নিশ্বাসে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয ফলদাযক যজ্ঞ জানিযা সর্ব্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিযা থাকেন অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায় তখন নিশ্বাস থাকে না আর যখন নিশ্বাস ত্যাগ করা যায় তখন বাক্য থাকে না এই হেতু কোন২ গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে শ্বাসনিশ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র

করেন। পূর্ব্বাপর বচনের তাৎপর্য্য অধিকারিবিশেষে হয় অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারের বচন কর্ম্মীদের প্রতি ও জ্ঞানাধিকারের [৩৮] বচন জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রতি জানিবে। কিন্তু সম্পূর্ণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান যেমন কার্ম্ম হইতে হইয়া উঠে না সেইরূপ জ্ঞান সাধনের অনুষ্ঠান সম্যক্ প্রকারে হইবার সম্ভব এককালে হয় না কবিতাকারকে বিবেচনা করা উচিত যে সর্ব্বব্যাপি ইন্দ্রিয়ের অগোচর চৈতন্যমাত্র সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের উপাসক নাস্তিক শব্দের প্রতিপাদ্য হয় কিম্বা অনিত্য পরিমিত কামক্রোধাদিবিশিষ্ট অবয়বকে যে ঈশ্বর কহে সে নাস্তিক শব্দের বাচ্য হয় যেমন মনুষ্য আপন জন্মদাতাকে পিতা কহিলে পিতৃবিষয়ে নাস্তিক হয় না কিন্তু পশ্বাদি অথবা স্থাবরাদি তাহাকে পিতা কহিলে পিতৃবিষয়ে নাস্তিক অবশ্য হয়। এখন কবিতাকারকে প্রার্থনা করিতেছি যে পরমেশ্বরের শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হয়েন। মুণ্ডকশ্রুতি। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। সেই এক আত্মাকেই কেবল জান অন্য বাক্য ত্যাগ কর ইতি।

কবিতাকারের যে পুস্তক দেখিয়া আমরা এই প্রত্যুত্তর লিখি তাহার পত্রে ও পংক্তিতে অন্যা২ পুস্তকের সহিত পরে দেখিলাম কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে অতএব যে২ স্থানের পৃষ্ঠা ও পংক্তির নির্দ্দেশ [৩৯] আমরা লিখিয়াছি তাহার অগ্র-পশ্চাৎ তত্ত্ব করিলে সেই২ স্থানকে পাঠকর্ত্তারা পাইবেন ইতি শকাব্দা ১৭৪২ *।।*।। শ্রীযুত হরচন্দ্র রায়ের দ্বারা—

সমাপ্তঃ

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার

ওঁ তৎ সৎ

সাঙ্গবেদাধ্যয়নাভাবাদ্ব্রাত্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষতা সুব্রহ্মণ্যেন শ্রীমতা সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রিণানেকাননধীতসাঙ্গবেদান্ গৌড়ান্ ব্রাহ্মণান্ প্রতি প্রেরিতায়াং তদ্বিবরণিকায়াং পত্রিকায়াং তদ্বিষয়াপ্রযোজকানি "বেদবিহীনস্যাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সয়োরসিদ্ধিরেব এবমধীতবেদস্যৈব ব্রহ্মবিচারেপ্যধিকারঃ পুনর্ব্রহ্মবিজ্ঞানান্নিয়মেন কর্ত্তব্যানি শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণি" ইত্যেতানি বাক্যান্যবলোক্য তৈর্বাক্যৈর্ব্রহ্মবিদ্যা স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মযজ্ঞদেবযজ্ঞাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণ্যবশ্যমপেক্ষতে ইতি তৎপ্রতিপিপাদয়িষিতং সমালোচ্য চ বয়ং ব্রূমঃ ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বাভিব্যক্তানুকূলত্বাৎ অধ্যয়নাদীনি বর্ণাশ্রমকর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যন্তে ইতি তু বেদাদিশাস্ত্রাবিরোধিত্বাদস্মাভিরপি মন্যতে নতু মন্যতে এতৎ যৎ প্রতিপিপাদয়িষিতং আশ্রমকর্ম্মাণি স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মবিদ্যয়াঽবশ্যমপেক্ষ্যন্ত ইতি ভগবতা বাদরায়ণেন আশ্রমকর্ম্মরহিতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য সূত্রিতত্বাৎ তথাচ ভগবদ্বাদরায়ণপ্রণীতে সূত্রে "অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ" "অপিচ স্মর্য্যতে" ইত্যেতে।। বিবৃতে চৈতে সূত্রে ভগবদ্ভাষ্যকারপূজ্যপাদৈঃ "বিদুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানামন্তরালবর্ত্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি কিম্বা নাস্তীতি সংশয়ে নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তং আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্ম্মাসম্ভবাচ্চৈতেষাং ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমাহ অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেরিতি অন্তরা চাপি তু অনাশ্রমিত্বেন বর্ত্তমানোঽপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে কুতঃ তদ্দৃষ্টেঃ রৈক্কবাচক্নবীপ্রভৃতীনামেবম্ভূতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রুত্যুপলব্ধেঃ অপিচ স্মর্য্যতে ইতি। সংবর্ত্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্মণামপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যতে ইতিহাসে"-ইতি।

কিঞ্চ বেদাধ্যয়নাধিকারাসম্ভবাদেবানধীতবেদানামপি ব্রহ্মবাদিমৈত্রেয়ীপ্রভৃতীনাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য "তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতিবোধিতত্বাৎ সুলভাদীনামপি স্ত্রীব্যক্তীনাং ব্রহ্মবাদিত্বস্য স্মৃতৌ ভাষ্যে চ প্রদর্শনাৎ শূদ্রযোনিপ্রভবত্বেনানধীতবেদানামপি বিদুরধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তেরিতিহাসে অধীতবেদস্যৈব ব্রহ্মবিচারেপ্যধিকার ইতি নিয়মোক্তিস্তত্তচ্ছ্রুতিস্মৃতিপর্য্যালোচনপরৈর্নৈব শ্রদ্ধেয়া।

অপিচ "শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ" ইতি সূত্রং বিবৃণ্বন্তো ভাষ্যকারপাদাঃ শূদ্রাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যাধিকারসংশয়ে "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাগমে চাতুর্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ" ইতিহাসপুরাণাগমানাং সামান্যতঃ সর্ব্বেভ্যো বর্ণেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদাতৃত্বমিতি সিদ্ধান্তয়াঞ্চক্রুঃ। তস্মাদ্ব্রহ্মযজ্ঞাদ্যাশ্রমকর্ম্মরহিতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য ভগবতা বাদরায়ণেন সিদ্ধান্তিতত্বাৎ অনধীতবেদানামপি বিদ্যাধিকারস্য শ্রুতিস্মৃতিবোধিতত্বাৎ ভাষ্যকারপাদৈর্নির্ণীতত্বাচ্চ ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বোৎপত্তিনিমিত্তত্বাদধ্যয়নাদ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নিয়মেনাপেক্ষ্যন্তে ইত্যুক্তিরৈতিহাসিকতন্ত্রসিদ্ধান্ততত্তন্ত্রব্যাখ্যাতৃভগবৎপূজ্যপাদবাদ্ধান্তশ্রদ্ধালুভির্নাদরণীয়া। এতেন অধীতকেবলেশ্বরগীতাশাস্ত্রঃ পরাং শান্তিং প্রাপ্তবানিতি ব্রুবন্নিতিহাসশ্চরিতার্থীভূতঃ। শিষ্টপরিগৃহীতপ্রসিদ্ধাগমোক্তাত্মতত্ত্বশ্রবণমননাদের্নিঃশ্রেয়সাবাপ্তিরৈকান্তিকীতি পরমারাধ্যস্য মহেশ্বরস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপি

সফলাসীৎ ।। আত্মানাত্মনোঃ সত্যানৃতত্বে প্রদর্শয়ন্তো লোকানাত্মশ্রবণমনননিদিধ্যাসনেষু প্রবর্ত্তয়ন্তো বেদান্তগ্রথিতশব্দা যথা নিঃশ্রেয়সহেতবো ভবন্তি তথৈব তমেবার্থং প্রবদতাং স্মৃত্যাগমপ্রভৃতীনাং তত্তচ্ছেত্রাতৃভ্যো নিঃশ্রেয়সপ্রদাতৃত্বং যুক্তমপীত্যলমতিজল্পনেন। ইতি।।

ওঁ তৎ সৎ

যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন না করেন, তাঁহারা ব্রাত্য, অর্থাৎ অব্রাহ্মণ হয়েন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণধর্ম্মতৎপর শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী যে পত্র সাঙ্গবেদপাঠহীন অনেক এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরদের নিকটে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম, যে তেঁহ লিখিয়াছেন, "বেদাধ্যয়ন হীন ব্যক্তিরদের স্বর্গ এবং মোক্ষ হইতে পারে না, আর যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার কেবল ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার, এবং ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য হয়." আর এ সকল বাক্য যাহা অব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিবাতে সম্পর্ক রাখে না, তাহার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যে ব্রহ্মযজ্ঞ দেবযজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না, ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা উত্তর দিতেছি, ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশের নিমিত্ত বর্ণাশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বটে, যেহেতুক এ কথা বেদাদি শাস্ত্রের সহিত বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং আমরাও ইহা স্বীকার করি, কিন্তু ইহা সর্ব্বথা অমান্য হয়, যে বর্ণাশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, যেহেতুক ভগবান্ বেদব্যাস বর্ণাশ্রমকর্ম্মহীন ব্যক্তিরদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা সূত্রে লিখিয়াছেন, সে এই দুই সূত্র.

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ.
অপিচ স্মর্য্যতে.

এবং এই দুই সূত্রের বিবরণ ভগবান্ ভাষ্যকার করিয়াছেন, "অগ্নিহীন ব্যক্তি সকল, এবং দ্রব্যাদি সম্পত্তিরহিত ব্যক্তি সকল, যাহারদের কোন বর্ণাশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, এমতরূপ অনাশ্রমি ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, কিম্বা নাই. এই সংশয়ে আপাতত জ্ঞান এই হয়, যে আশ্রমকর্ম্মহীন ব্যক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকার নাই, যেহেতুক বিদ্যার প্রতি আশ্রমবিহিত কর্ম্ম কারণ হয় ; আর ঐ সকল ব্যক্তিরদের আশ্রমকর্ম্মের সম্ভাবনা নাই, এই পূর্ব্বপক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অনাশ্রমি ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারী হয়, যেহেতুক রৈক্ক, বাচক্রবী, প্রভৃতি আশ্রমকর্ম্মহীন ব্যক্তি সকলেরও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা বেদে দেখিতেছি ; আর সর্ব্বদা বিবস্ত্র থাকিতেন, এ প্রযুক্ত বর্ণাশ্রমকর্ম্মহীন যে সম্বর্ত্ত প্রভৃতি, তাঁহাদেরও মহাযোগিত্ব, ইতিহাসে দেখিতেছি." এবং ব্রহ্মবাদিনী, মৈত্রেয়ী, প্রভৃতি স্ত্রী সকল, যাঁহারদের বেদাধ্যয়নের অধিকার কদাপি সম্ভব নহে, তাঁহারদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে. ইহা

তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব.
এবং, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ.

ইত্যাদি শ্রুতিতে বুঝাইয়াছে ; আর সুলভাদি স্ত্রী সকল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, ইহা স্মৃতিতে এবং ভাষ্যেতে দেখিতেছি, এবং শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াছিলেন, এ প্রযুক্ত বেদাধ্যয়নহীন যে বিদুর ধর্ম্মব্যাধ, প্রভৃতি তাঁহারাও জ্ঞানী ছিলেন, ইহা ইতিহাসে দেখিতেছি. অতএব যাঁহারা বেদাধ্যয়ন

করিয়াছেন, কেবল তাঁহারদেরই ব্রহ্মবিচারে অধিকার, এই যে নিয়ম আপনি করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল শ্রুতি স্মৃতির আলোচনা করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না. আর শ্রবণাধ্যয়ন ইত্যাদি এই সূত্রের বিবরণেতে শূদ্রাদির ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে কি না, এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্তে ভগবান্ ভাষ্যকার লিখেন, যে "ইতিহাস পুরাণ আগমেতে চারি বর্ণের অধিকার আছে, ইহা স্মৃতিতে লিখেন." অতএব ইতিহাস পুরাণ আগম সামান্যত চারি বর্ণেতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতে পারেন, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন. অতএব ব্রহ্মযজ্ঞাদি বর্ণাশ্রমকর্ম্মহীন ব্যক্তিরদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা ভগবান্ বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত দ্বারা, আর বেদাধ্যয়নহীন ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা শ্রুতি স্মৃতিতে প্রাপ্ত হইবার দ্বারা, এবং ভগবান্ ভাষ্যকারেরও এই প্রকার নির্ণয় করিবার দ্বারা, নিশ্চয় হইল. সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা আপন উপদেশ [illegible] অপেক্ষা করেন, এ কথাকে বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত এবং তাঁহার শাস্ত্রে [illegible] ভগবান্ পূজ্যপাদ ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তে যাঁহারদের শ্রদ্ধা আছে তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না. অতএব, ইতিহাসে লিখেন, যে কেবল ঈশ্বর [illegible] আপনি [illegible] ইহাও অসঙ্গত হইল. এবং [illegible] যে সকল প্রসঙ্গ [illegible] যে আত্মতত্ত্বের শ্রবণ মননাদি তাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা অবশ্যই পরম পদ প্রাপ্তি হয়, এই যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঐ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও সফল হইল. আত্মা সত্য আত্মা ভিন্ন তাবৎ মিথ্যা, ইহা দেখাইয়া আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে বেদান্তগ্রথিত শব্দ সকল যে রূপে লোককে প্রবৃত্ত করিয়া তাহারদের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির কারণ হয়েন, সেই রূপ ঐ সকল অর্থ কহেন, যে স্মৃতি আগম প্রভৃতি শাস্ত্র সকল তাঁহার আপন শ্রোতারদের প্রতি মোক্ষপ্রাপ্তির যে কারণ হয়েন ইহা যুক্তিসিদ্ধ হয় অধিক কথনে প্রয়োজন নাই ইতি.

ব্রাহ্মণ সেবধি

BRAHMUNICAL

MAGAZINE

THE MISSIONARY & THE BRAHMUN

No.- 1

———*———

ব্রাহ্মণ সেবধি

ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ

সং ১

———*———

1821

ব্রাহ্মণ সেবধি

জগদীশ্বরায় নমঃ।

শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রিষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুর্কি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশ যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামিরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্র লোকে ভীত হয় এথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মতঃ কি লোকতঃ প্রশংসনীয় হয় না যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদস্বরূপ হয় তথাপি ঐ দুর্ব্বল দেশীয়ের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ এই যে যখন মোছলমানেরা এ দেশ আক্রমণ করিলেক তাহারাও এইরূপ নানাবিধ ধর্ম্মগ্লানি করিলেক চঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস করিয়াছিল তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর ন্যায় ছিল তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের প্রায় কোনো ধর্ম্ম ছিল না তাহারাও যখন বাঙ্গলার পূর্ব্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল সর্ব্বদা হিন্দুর ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্ব্বকালে গ্রীকেরা ও রোমীরা যাহারা অতিনিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎ কর্ম্মে নিরত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বরপরায়ণ ইহুদির ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব এদেশে অধিকারপ্রাপ্ত ইংরেজ মিসনরিরা এরূপ ধর্ম্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা করেন তাহা অসম্ভাবনীয় নহে কিন্তু

ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না ইহাতে তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞ দেশ আক্রমণকর্ত্তাদের ন্যায় ধর্ম্ম-ঘটিত উপদ্রব করিলে তাহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ত্রুটি আছে যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না তবে বিচারবলে হিন্দুর ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকেই তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে। সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনারি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তিসিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল পরে পরে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তরকে এইরূপে ছাপান যাইবেক ইতি।

আঠার শত একুশের ১৪ জুলাইয়ের লিখিত পত্র যাহা পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে।

সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমার নিবেদন এই বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানাজাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ একত্র আছেন শাস্ত্রার্থের সন্দেহচ্ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি অনুগ্রহাবলোকনপূর্ব্বক সমুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার দর্পণদ্বারা দেন তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও বাধাভাব ইতি।

প্রথম।। হিন্দুরদের বেদান্ত শাস্ত্রদৃষ্টে বোধ হয় যে আত্মা এক নিত্য কালত্রয়রহিত অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্যস্বরূপ বিভু নিরাময় অন্তর্ব্বাহিঃপূর্ণ তদ্ভিন্ন ভূত জীব পদার্থ পৃথক্ নাই প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয় শুদ্ধ মায়ারচিত সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে যেমত রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নাদিতে গন্ধর্ব্বনগরী দর্শন তদ্রূপ জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা কেবল অজ্ঞান-বশতো অহং ও জগৎ সত্যন্যায় জীবাভিমানে বোধ হইতেছে যদি এই মতের গৌরব মানি তবে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা আত্মা ও মায়ার এ দুয়ের প্রাধান্য সমান অথবা কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেকে উভয়ের নিত্যত্ব প্রমাণ হয়। দ্বিতীয়ত এক আত্মা হইলে জীবের কর্ম্ম জন্য হিতাহিত ভোগ মানা আশ্চর্য্য হয়, তৃতীয়ত আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে। এই শাস্ত্র কহিতেছেন যেমত জলের বিম্বু উঠিয়া পুনর্ব্বার ঐ জলে লীন হয় তেমনি অজ্ঞানে আত্মাতে এই জগৎ উৎপত্তি স্থিতি লয় বারম্বার হইতেছে মায়ার বল এ গতিকে আত্মার পর মানিলে আত্মা নির্দোষ কি ক্রমে সম্ভবেন। শ্রুতি কহেন। জন্মাদ্যস্য যতঃ। এ প্রমাণে জীবের সদসদ্ভোগ কেন মানি ইতি।

দ্বিতীয়তো ন্যায় শাস্ত্র কহেন যে পরমাত্মা এক ও জীব নানা উভয়ই অবিনাশী এবং দিগ্দেশ কালাকাশ অণু এ সকল নিত্য। সমবায় সম্বন্ধে জগদীশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকারে তাঁহাকে কর্ত্তা নাম দিয়া জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতৃত্বজন্যেচ্ছারহিত কহেন এ কথা বিচারে ঈশ্বরের কৃতিত্বের ব্যাঘাত হয় কেন না তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্যসংযোগে কারকত্বে প্রতিপাদ্য হন উপরের বিধানে বোধ হয় ঐ দ্রব্যাদি ও জীবের বাচকত্ব তাহাতে অভাবের বিশেষতো জন্যেচ্ছারাহিত্যে নানা

দেহাদির উৎপত্তি স্থিতি নাশ ও জীবের কর্ম্মফলদাতৃত্বের কারণ তেঁহ কি ক্রমে সম্ভবেন বিশেষতঃ কর্ত্তা ও জীব উভয়কেই বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর কেন না কহি যেমন অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ ও অল্পৈশ্বর্য্যবান্ মধ্যে ন্যূনাতিরেক তদ্বৎ কর্ত্তা ও জীব সম্ভব এবং ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতিব্যাঘাত।

তৃতীয়তো মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন সংস্কৃত শব্দে রচিত যে মন্ত্র সেই মন্ত্রাত্মক যাগাদি নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল রহে সে ঈশ্বর মনুষ্য জীব মধ্যে নানাবিধ ভাষা এই জগতে ও নানাবিধ শাস্ত্র প্রকাশ আছে দ্রব্য ও ভাষা উভয়ই জড় মনুষ্যের অধীন এ গতিকে যে কর্ম্মের কর্ত্তা মনুষ্যকে দেখিতেছি সেই কর্ম্মের ফলকে ঈশ্বর কি ক্রমে স্বীকার করি বিশেষত ঈশ্বর কর্ম্মরূপী এক ঐ শাস্ত্র এই কহেন নানা কর্ম্মরূপী ঈশ্বর এই বিধান দৃষ্টে ঈশ্বরের একত্ব কেমনে প্রতীত হয় অধিকন্তু এ প্রমাণে সংস্কৃত শব্দে রচিত কর্ম্ম এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই সে দেশকে অনীশ্বরীয় কেন না কহা যায়। পাতঞ্জল শাস্ত্রের মতে যড়ঙ্গ যোগসাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত উপরের বিধান দৃষ্টে এক প্রশ্ন তত্র করিলাম।

চতুর্থ।। সাংখ্য মতে প্রকৃতি পুরুষ উভয় মিলিত চৈতন্যদলের ন্যায় পুরুষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব সম্পাদন কেমনে সম্ভব হয় এ মতের বিধানে ঈশ্বরের দ্বিত্ব কেন না মানি।

ইহার শেষ লিপিকে দুইয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবেক।

নমো জগদীশ্বরায়।

পূর্ব্বলিখিত পত্রের উত্তর যাহা সমাচার দর্পণে স্থান পায় নাই।

আঠার শত একুশের চৌদ্দই জুলাইয়ের সমাচার দর্পণকে কোন প্রধান ব্যক্তি বিবেচনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন তাহাতে দেখিলাম যে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রকে যুক্তিহীন জানাইয়া তাহার খন্ডন কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি যাঁহার শাস্ত্রে বিশেষ অবগতি নাই করিয়াছেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিসিনরি মহাশয়রা এরূপ খন্ডনের চেষ্টা সদালাগে ও গ্রন্থ রচনায় করিতেন সংপ্রতি সমাচার লিপিতেও আরম্ভ হইল কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিরুদ্ধ বোধ করিলাম নাই যেহেতু তেঁহ খন্ডনের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন অতএব পশ্চাতের লিখিত উত্তর দিতেছি।

প্রথমত বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি দোষ দিবার নিমিত্ত বেদান্তের মত লিখেন যে বেদান্ত ঈশ্বরকে এক নিত্য কালত্রয়রহিত অরূপী নিরীহ ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্যস্বরূপ নিত্য নিয়াময় অন্তর্বাহিঃ পূর্ণ কহেন ও তাঁহা হইতে অন্য বস্তু ও জীব পৃথক্ নাই প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয় মায়ারচিত সেই মায়া অজ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞান হইলে তাহার কার্য্য আর থাকে না) যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নে গন্ধর্ব্বপুরী দর্শন যথার্থ জ্ঞানে আর থাকে না পরে ঐ মতে তিন প্রকার দোষোল্লেখ করেন প্রথম এই যে এ মতের গৌরব মানিলে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা ঈশ্বর ও মায়া এ দুয়ের সমান প্রাধান্য ও নিত্যতা প্রমাণ হয়।

উত্তর—এ মতের গৌরব মানিলে কি দোষ আত্মাতে স্পর্শে তাহা লিখেন না সুতরাং উত্তর দিতে অক্ষম রহিলাম যদি অনুগ্রহ করিয়া সে দোষ লিখেন তবে উত্তরের চেষ্টা করিব আর যে দ্বিতীয় কোটিতে দোষ দেন যে এ মতকে গৌরব করিলে ঈশ্বর ও মায়া এ দুয়ের সমান নিত্যতা ও প্রাধান্য হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি কি বেদান্তবাদী কি খ্রিষ্টান কি মোছলমান যাঁহারা ঈশ্বরকে নিত্য কহেন তাঁহারা ঈশ্বরের তাবৎ শক্তিকেও নিত্য কহেন সৃষ্টির কারণ

ঈশ্বরের শক্তি মায়া হয়েন অতএব শক্তিমান্‌কে নিত্য করিয়া বেদান্ত জানেন সুতরাং শক্তিকেও নিত্য কহেন "নিঃসত্তা কার্য্যগম্যাস্য শক্তিমর্ম্মায়াগ্নিশক্তিবৎ" বেদান্তধৃত বচন। এরূপ কথনে যদি দোষ হয় তবে এ দোষ সর্ব্বসাধারণ হইবেক কেবল বেদান্ত পক্ষে হয় এমত নহে। সেইরূপ শক্তি হইতে শক্তিমানের প্রাধান্য কি বেদান্ত কি অন্য অন্য শাস্ত্রে ও লোকদৃষ্টিতে সকলেই স্বীকার করেন অতএব উভয়ের সমান প্রাধান্য বেদান্তে কোনো মতে অঙ্গীকার করেন না যে আপনি দোষ দিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রকার দোষোল্লেখ করেন যে এক আত্মা হইলে অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর এক হইলে জীবের কর্ম্মজন্য হিতাহিত মানা আশ্চর্য্য হয় অর্থাৎ সে ভোগ ঈশ্বরের মানা হয়।

উত্তর—প্রপঞ্চ মায়াকার্য্য জড়স্বরূপ হয় পরমাত্মা চিদাত্মক ঐ জড়স্বরূপ নানা প্রপঞ্চে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন যেমন নানাশরাস্থিত জলে এক সূর্য্যের অনেক প্রতিবিম্ব দেখা যায় সেই সেই প্রতিবিম্ব জলের কম্পন দ্বারা কম্পিত অনুভূত হয় কিন্তু সেই জলের কম্পনেতে সূর্য্য কাঁপেন না সেই প্রকার প্রপঞ্চেতে জীবসকল চিদাত্মার প্রতিবিম্ব হয়েন অতএব জীবের হিতাহিত ভোগ পরমেশ্বরে স্পর্শ করে না যেমন জলের নির্ম্মলতাতে কোনো কোনো প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ দৃষ্ট হয় ও জলের মলিনতাতে কোনো কোনো প্রতিবিম্ব মলিন হয় সেইরূপ প্রপঞ্চময় শরীরে ঐ ইন্দ্রিয়াদির স্ফূর্ত্তির দ্বারা কোনো কোনো জীবের স্ফূর্ত্তির আধিক্য আর ঐ সকলের মলিনতার দ্বারা কোনো কোনো জীবের স্ফূর্ত্তির মলিনতা হয়। আর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বস্তুত তেজঃপদার্থ না হইয়াও তেজঃপদার্থের প্রতিবিম্বতার দ্বারা তেজস্বী দেখায় সেইরূপ জীব সাক্ষাৎ চিদাত্মক না হইয়াও চিদাত্মার প্রতিবিম্বিতপ্রযুক্ত চেতনাত্ম বুঝায় ও চেতনের আচরণ করে আর যেমন নানা শরাস্থিত জলের সহিত এক সূর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারা নানা প্রতিবিম্ব উপস্থিত হইয়া ওই সকলকে সূর্য্যের ন্যায় অথচ সূর্য্য হইতে পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট দেখায় পুনরায় সেই সেই জলের অন্যথা হইলে প্রতিবিম্ব আর থাকে না সেইরূপ আত্মা এক তাহার মায়াপ্রভাবে প্রপঞ্চে নানাবিধ চেতনাত্মক জীব পৃথক্ পৃথক্ হইয়া আচরণ ও কর্ম্মফল ভোগ করে পুনরায় সেই সেই প্রপঞ্চ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিম্বের ন্যায় আর ক্ষণমাত্রো পৃথক্‌রূপে আত্মার সহিত থাকে না অতএব আত্মা এক ও জীব যদ্যপিও বস্তুত তাহা হইতে ভিন্ন না হয়েন তথাপি জীবের ভোগাভোগে আত্মার ভোগাভোগ হয় না।

তৃতীয় প্রকার দোষোল্লেখ করেন "আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে" কি নিমিত্ত দোষ পড়ে তাহার বিবরণ লিখেন না অতএব তাহার হেতু লিখিলে বিবেচনা করিব যদি আপনকার এ অভিপ্রায় হয় যে আত্মার স্বরূপ জীব হইয়া আত্মা হইতে নিঃসৃত হইলে আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্ভবে না তবে উপরের উত্তরে মনোযোগ করিবেন যে প্রতিবিম্বের সত্তা সূর্য্যের সত্তাতেই হয় এবং সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে ও সূর্য্যেতে পুনরায় লীন হইতেছে ইহাতে সূর্য্যের অখণ্ডত্বে নিরাময়ত্বে দোষ পড়ে না।

অধিকন্তু লিখেন যে বেদান্তে কহেন যেমন জলের বুদ্বুদ উঠিয়া পুনরায় ঐ জলে লীন হয় সেইরূপ মায়ার দ্বারা আত্মাতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় বারংবার হয় ইহাতে মায়ার বল আত্মাতে স্বীকার করিলে ঈশ্বর নির্দ্দোষ থাকেন না।

উত্তর—এ স্থলে বেদান্তবাদিরা দৃষ্টান্ত এই অংশে দেন যে যেমন জলকে অবলম্বন করিয়া বায়ু দ্বারা বুদ্বুদের উৎপত্তি স্থিতি হয় সেইরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা জগতের উৎপত্তি স্থিতি হইতেছে দ্বিতীয়ত যেমন বুদ্বুদ অস্থায়ী সেইরূপ জগৎ অস্থির হয়। ব্যাঘ্রের ন্যায় অমুক ব্যক্তি ইহাতে সাদৃশ্য কেবল দর্প ও পরাক্রমাংশে হয় চতুষ্পাদাদি সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত হয় না সেইরূপ এখানেও স্বীকার করেন তবে সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত হইলে ঈশ্বরকে জলপুঞ্জের ন্যায় জড় স্বীকার করিতে হয় ও জগৎকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয়াংশস্বরূপ তাহার বিকার মানিতে হয় কখন কখন ঐ জগৎ ঈশ্বরের বহিস্তনের উপরে ফিরিবেক ও কখন কখন তাঁহার সহিত একত্র হয় যাঁহাদের কেবল দোষদৃষ্টি তাঁহারাই এরূপ সর্ব্বাংশ দৃষ্টান্ত

মানিয়া মায়ার বল আত্মার উপর হইতেছে এই দোষ দিতে উৎসুক নতুবা ঈশ্বরের শক্তি মায়া তাহার দ্বারা জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় হইতেছে ইহাতে ঈশ্বরের উপর মায়ার বল কোনো পক্ষপাতরহিত বিজ্ঞ লোক স্বীকার করিবেন না যেহেতু যে কোনো জাতীয় ও দেশীয় ব্যক্তি ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা কহেন তাঁহারা সকলে মানেন যে সৃষ্টি করিবার শক্তি ঈশ্বরে আছে সেই শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয় কিন্তু সেই শক্তির বল ঈশ্বরের উপর হয় এমৎ তাঁহারদের কেহ অদ্যাপি দেখিতে পান না। পাপী ব্যক্তি মনস্তাপ করিলে ঈশ্বর করুণাশক্তি দ্বারা মার্জ্জনা করেন ইহাতে করুণাশক্তি ঈশ্বরের উপর প্রবল হয় এমৎ নহে। বেদান্তবাদিরা মায়াকে অজ্ঞান কহেন যেহেতু জ্ঞান হইলে মায়ার কার্য্য যাহার দ্বারা ঈশ্বর হইতে জীবসকল পৃথক্ দেখায় সে কার্য্য আর থাকে না অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। মায়া শব্দের প্রযোগ মুখ্যরূপে ঈশ্বরের জগৎকারণশক্তিতে ও গৌণরূপে ঐ শক্তির কার্য্যেতে হয়। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় তাহার সহিত জগতের দৃষ্টান্ত বেদান্তে দেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভ্রমসর্পের ন্যায় জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সত্তাবিশিষ্ট হয় সেইরূপ জগৎকে স্বপ্নের সহিত সাদৃশ্য দেন যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকল জীবের সত্তার অধীন হয় সেইরূপ জগৎ পরমেশ্বরের সত্তার অধীন অতএব জীব হইতে ও সকল হইতে প্রিয় পরমাত্মাই সর্ব্বথা হয়েন আর বেদান্তে ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই ঈশ্বর সকল ও ঈশ্বর সকলেতে ইহা কহেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যথার্থ সত্তা কেবল পর-মেশ্বরের হয় অতএব ঈশ্বর কেবল সত্য ও সর্ব্বব্যাপি অন্য তাবৎ অসত্য। ঈশ্বর সকল ও সকলে ব্যাপক এমৎ প্রযোগ খ্রীষ্টানদের কেতাবেও শুনিতে পাই তাহার তাৎপর্য্য বুঝি এমৎ না কহিবেন যে ঘট পট সকল ঈশ্বর বরঞ্চ তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে তিনি সর্ব্বব্যাপক অতএব মিথ্যা বাক্ কলহের বলে বেদান্তে কেন দোষ দেন।

জড়াত্মক মায়াকার্য্য এই জগৎ হয় ও পরমেশ্বর চৈতন্যস্বরূপ হয়েন যেহেতু পদার্থ জড় ও চেতন এই দুই প্রকার করিয়া সকলে স্বীকার করেন তাহাতে সমষ্টি জগতের অবলম্বনে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ আত্মার অধিষ্ঠানে দৃশ্য হইয়া পুনরায় ঐ জগতে লীন হয় সেইরূপ সমষ্টি চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরের অবলম্বনে চৈতন্যরূপী জীব প্রতিবিম্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধ হয় পুনরায় আত্মাতে লয় পায় আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে এক বর্ত্তিকার অগ্নি অন্য বর্ত্তিকার অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ দেখায় কিন্তু বর্ত্তিকার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ হইলে মহাতেজে লীন হয় সেইরূপ উপাধি ত্যাগ হইলে পৃথক্ পৃথক্ জীব পরমেশ্বরে লীন হয়েন অতএব জিজ্ঞাসা করি যে চৈতন্যাত্মক জীবের অধিষ্ঠান সমষ্টি চৈতন্যকে স্বীকার করা যুক্তিসিদ্ধ হয় কি অভাবকে অথবা জড়াত্মক জগৎকে তাহার কারণ মানা যুক্ত হয় যদি বলেন ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি অভাব হইতে জীবকে উৎপন্ন করেন তবে নানা দোষ ইহাতে উপস্থিত হয় তাহার এক এই যে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ পদার্থ নহেন প্রত্যক্ষমূলক অনুমানসিদ্ধ হয়েন যদি প্রত্যক্ষমূলক অনু-মানকে প্রমাণ স্বীকার না করিয়া অভাব হইতে জীবের ও অন্য পদার্থের উৎপত্তি মানা যায় তবে ঈশ্বরের সত্তাতে কোনো প্রমাণ থাকে না আর ঈশ্বরের অপ্রমাণ দ্বারা তাঁহার শক্তি সুতরাং অপ্রমাণ হইবেক। প্রত্যক্ষসিদ্ধ যুক্তিকে তুচ্ছ করা এ কেবল নাস্তিকের মতকে প্রবল করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট করা হয় ।।

ন্যায় শাস্ত্রে দোষ দেন যে ঈশ্বর এক ও জীব নানা দুই অবিনাশী ইহা ন্যায় শাস্ত্রে কহেন আর দিক্ কাল আকাশ অণু ইহারা নিত্য ও সমবায় সম্বন্ধে কৃতি ঈশ্বরে আছে জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতা এবং নিত্য ইচ্ছাবিশিষ্ট ঈশ্বর হয়েন ইহাতে ঈশ্বরের কৃতিতে ব্যাঘাত হয় কেন না তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্যসংযোগে কর্ত্তা হইলেন।

উত্তর—ঈশ্বরবাদি যেমন নৈয়ায়িক ও খ্রীষ্টান সকলেই কহেন যে ঈশ্বর নশ্বর নহেন এবং জীবের নাশ নাই জীব চিরকাল ব্যাপিয়া জ্ঞানফল অথবা কর্ম্মফলকে প্রাপ্ত হয়েন সেইরূপ

ঈশ্বরকে ফলদাতা উভয় মতেই অর্থাৎ নৈয়ায়িক খ্রিষ্টানেরাই কহেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য ইহাও উভয় মতে স্বীকার করেন অতএব এ মতকে গ্রহণ করিলে যদি দোষ হয় তবে উভয় মতেই সমান দোষ স্পর্শিবেক। বস্তুসকল পৃথক্ পৃথক্ কালে উৎপন্ন হইলে ইচ্ছার নিত্যত্বে দোষ পড়ে না যেহেতু পরমেশ্বর কালাতীত বস্তুসকল কালিক যে কালে যাহার উৎপত্তি তাঁহার নিত্যেচ্ছায় হয় সেই কালে সেই বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাতে তাঁহার ইচ্ছার নিত্যতায় কোনো ব্যাঘাত জন্মে না। ক্রিয়া ও গুণের সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধকে সমবায় কহেন সেই সম্বন্ধে জগৎকর্তৃত্ব জগৎকর্ত্তা যে ঈশ্বর তাঁহাতে আছে ইহাও সকল মতসিদ্ধ কর্তৃত্ব না থাকিলে কর্ত্তা শব্দ প্রয়োগ হয় না। আর দিক্ কাল আকাশের অসম্বলিত কি ঈশ্বর কি অন্য কোনো পদার্থকে মনেও ভাবা যায় না অতএব দিক্ কাল আকাশের অভাব স্বীকার করিলে কোনো বস্তুর প্রমাণ হইতে পারে না। ঈশ্বরকে খ্রিষ্টানেরা ও নৈয়ায়িকেরা উভয়েই নিত্য কহেন অর্থাৎ যাবৎকাল ব্যাপিয়া আছেন অতএব সেই নিত্য কাল না থাকিলে ঈশ্বর নিত্য হয়েন না অথবা নিত্য শব্দের অর্থ এই যে প্রথম ও অন্ত নাই এ অর্থ যেমন ঈশ্বরে সম্ভবে সেইরূপ কালেও সম্ভবে ও ঈশ্বরের নিত্যত্ব জ্ঞান কালের জ্ঞানের সাপেক্ষ হয়। আর প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের সমবায়ি কারণ জগতের অতি সূক্ষ্মতম অবয়ব হয় তাহার নাশ অসম্ভব সেই পৃথিব্যাদির সূক্ষ্মতম ভাগকে পরমাণু কহেন অবয়বরহিত পরমেশ্বরকে অথবা অভাবকে পরমাণুর সমবায়ি কারণ কহা যায় না অতএব পরমাণুর জন্য হওয়া অসম্ভব ঐ সকল পরমাণু ঈশ্বরেচ্ছায় পৃথক্ পৃথক্ দেশে পৃথক্ পৃথক্ কালে পৃথক্ পৃথক্ আকারে একত্র হইয়া নানা সৃষ্টি হইতেছে। যে যে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ত্তা সেই সেই কর্ত্তা দ্রব্যসংযোগে কার্য্য সম্পন্ন করেন প্রত্যক্ষ দেখি এবং ঈশ্বরকে জ্ঞানপূর্ব্বক জগৎকর্ত্তা সকল মতে মানেন অতএব পরমাণু কাল আকাশ সমভিব্যাহারে তাঁহারও স্রষ্টৃত্ব নিশ্চিত হয় ইহাতে মহাশয় যে দোষ দেন এ মতে কর্ত্তা ও জীব বড় ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর হয়েন তাহা লগ্ন হয় না যেহেতু ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব ও স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব জীবের কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব তাহাও ঈশ্বরাধীন হয় কিঞ্চিৎ অংশে সাম্য হইলে ঈশ্বরত্ব হয় না। মিসনরি মহাশয়রা এবং আমরা ঈশ্বরকে ইচ্ছাবিশিষ্ট দয়াবিশিষ্ট কহি জীবকেও দয়ালু ও ইচ্ছাবিশিষ্ট কহিয়া থাকি ইহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে কি মিসনরি মহাশয়রা কি আমরা কেহ বড় ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর স্বীকার করি না।

মীমাংসা শাস্ত্রের প্রতি দোষোল্লেখ করেন যে সংস্কৃত শব্দরচিত মন্ত্র ও সেই মন্ত্রাত্মক যাগ নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল জন্মে সে ঈশ্বর হয় এ দর্শনে এমৎ কহেন কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে নানা ভাষা ও শাস্ত্র এবং ভাষা ও দ্রব্য দুই জড় ও মনুষ্যের অধীন কিন্তু মনুষ্যের অধীন যে দ্রব্য ও ভাষা তাহার অধীন যে কর্ম্মফল তাহাকে এই শাস্ত্রে ঈশ্বর কিরূপে কহেন পুনরায় লিখেন যে মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর কর্ম্মরূপী এক হয়েন কিন্তু কর্ম্ম নানা এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব কি প্রকারে প্রতীত হয় বিশেষত যে যে দেশে সংস্কৃত শব্দে কর্ম্ম না হয় সে সে স্থান অনীশ্বরীয় কেন না হয়।

উত্তর—প্রথমত আপনাকার দুই আশঙ্কার পূর্ব্বাপর ঐক্য নাই একবার লিখিলেন কর্ম্মফল ঈশ্বর পুনরায় লিখিলেন ঈশ্বর কর্ম্ম হয়েন সে যাহা হউক মীমাংসকেরা দুই প্রকার হয়েন যাঁহাদের কর্ম্ম পর্য্যন্ত কেবল পর্য্যবসান তাঁহারা নাস্তিকের প্রভেদ কিন্ত যাঁহারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া কর্ম্ম হইতে তাবৎ ভোগাভোগ মানেন তাঁহাদের তাৎপর্য্য এই যে যে মনুষ্য সৎকর্ম্ম করে সে উত্তম ফল পায় অসৎ কর্ম্ম করিলে অধম ফল পায় ঈশ্বর ইহাতে নির্লিপ্ত কাহাকে ঈশ্বর আপন আরাধনাতে ও সৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া সুখ দেন কাহাকে বা আপন হইতে ঔদাস্য প্রদানপূর্ব্বক অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া আরাধনা করে না এ নিমিত্তে দুঃখ দেন এমত স্বীকার করিলে তাঁহাতে বৈষম্যদোষ হয় যেহেতু উভয়ই তাঁহার সমান কার্য্য হয় অতএব এরূপ মীমাংসা মতে ঈশ্বরের একত্বে কোন দোষ হয় না।।

পাতঞ্জল মতে দোষ দিবার সময়ে লিখেন যে ওই শাস্ত্রে যোগসাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন অতএব মীমাংসক মতে পাতঞ্জল মতকে ভঙ্গ করা গেল।

উত্তর—পাতঞ্জল মতে যোগসাধন দ্বারা সর্ব্বদুঃখ নিবারণ হইয়া মুক্তি হয় এমং কহেন এবং ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ অতীন্দ্রিয় চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বাধ্যক্ষ কহেন অতএব মহাশয় কি বিবেচনায় মীমাংসা মতে পাতঞ্জল মতকে ভঙ্গ করিলেন জানিতে পারিলাম না।

সাংখ্য মতে দোষ দেন যে প্রকৃতি পুরুষ চারিদিকে তাহাতে পুরুষের প্রাধান্য বিধানে তাঁহাকে অরূপী ব্রহ্ম কহেন ইহাতে ঈশ্বরে দোষ আইসে।

উত্তর—অদৃশ্য ও ব্যাপক প্রকৃতি কার্য্যোৎপত্তিতে ও বিশ্বের প্রবাহে চৈতন্যের অধীন হয়েন অতএব চৈতন্যের প্রাধান্য কেবল হয় সুতরাং চৈতন্য কেবল ব্রহ্ম হয়েন। বেদার্থবক্তাদের যদ্যপিও অন্য অন্য অনাত্ম পদার্থে মতভেদ আছে কিন্তু ঈশ্বরকে আকার ও কুণপ কিম্বা জন্ম ও মৃত্যু-বিশিষ্ট কহেন না ইতি।

ইহার শেষ উত্তর দুইয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবেক ইতি।

সংখ্যা ২

আঠার শত একুশের চন্দ্রিকা জুলাইর সমাচার দর্পণে লিখিত পত্রের একদেশ
যাহাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের দোষ কল্পনা আছে।

পঞ্চম। পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম ও রূপ ও ধাম মানিয়া উপাস্য উপাসনা জীবের সহিত জীবের কল্যাণদায়ক বিধানে স্থিরপূর্ব্বক গুরুকরণীয় গৌরব ও গুরু-বাক্যে দৃঢ়তার বিধান কহিয়াছেন এবং ঐ সাকার ঈশ্বর অস্মদাদির ন্যায় স্ত্রীপুত্র ও বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী স্থিরপূর্ব্বক বিভুত্ব মানিতেছেন ইহা অতিআশ্চর্য্য আদৌ এ মতে নানা ঈশ্বর ও বিষয়ভোগী সম্ভব। দ্বিতীয়তো নামরূপবিশিষ্টের বিভুত্ব কোন ক্রমে সম্ভবে না। যদি বল অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় তাঁহার নহে এ কথা উত্তম কিন্তু প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যেরূপ অস্মদাদি আছি তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়যুক্ত মানিতে হবেক অপ্রাপঞ্চিক বিষয় কখন প্রপঞ্চরচিত জীবে জানিতে পারে না তবে কি ক্রমে তাঁহার নাম ও রূপ স্বীকার করি। তৃতীয়ত ঐ শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর নামরূপবিশিষ্ট কিন্তু জীবে প্রপঞ্চচক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পার না এ বিধানে রূপ নাম কি ক্রমে মানিতে পারি। চতুর্থ গুরুবাক্যে নিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ ঐ শাস্ত্রে আছে যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভব করেন তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক বরং বোধ হয় যে ব্যক্তিদ্বারা পরম পথ জানিবার ইচ্ছা যাহার থাকে তাহার কৃতিত্ব সুন্দর জ্ঞাত পরে যদি তাঁহার কথায় দার্ঢ্য করে তথাচ সম্ভব তদ্ভিন্ন দেশচলিত লৌকিক গুরুকরণীর দ্বারা লাভ কি।

ষষ্ঠ। হিন্দুদের শাস্ত্রমতে জীবের জন্ম মৃত্যু কর্ম্মবশতো বারম্বার স্থাবর জঙ্গম শরীর হয় কোচিৎ মতে এই দেহ ত্যাগ পরে অখণ্ড স্বর্গ নরক ভোগ হয় ও কোচিৎ মতে ভোগাভাব ও ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ ও অন্য জীবের কর্ম্ম নাই। ইহার কোন মত সত্য পরস্পর শাস্ত্রের সমন্বয় কি ক্রমে সম্ভব আজ্ঞা হবেক।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হইতে এখানে এই কযেক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে বেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুরেব ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবেক।

সমাচার দর্পণের লিখিত পত্রের উত্তব যাহাতে হিন্দুব শাস্ত্রেব দোষউদ্ধাব আছে ও যাহা শ্রীরামপুবে পাঠান গিয়াছিল কিন্তু ছাপাকর্ত্তা সমাচার দর্পণে স্থান দেন নাই এ নিমিত্ত তাহার একদেশ ইহাতে ছাপান গেল।

পঞ্চম প্রশ্নেব উত্তব। পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দোষোল্লেখ করেন যে তাহাতে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম রূপ ও ধাম মানিয়া জীবেব কল্যাণেব নিমিত্ত তাঁহাব উপাসনা কর্ত্তব্য কহিযাছেন এবং গুরুকরণের বিধি ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস কবিতে লিখেন ওই সাকার ঈশ্বরকে স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট ও বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিয়া তাঁহাব বিভুত্ব মানিতেছেন এমতে আদৌ নানা ঈশ্বব ও বিষয়ভোগী সম্ভবে দ্বিতীযত নামরূপবিশিষ্টের বিভুত্ব কোনো মতে সম্ভবে না তৃতীয়ত ঐ শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর নামরূপবিশিষ্ট কিন্তু প্রপঞ্চচক্ষুব দ্বারা জীব দেখিতে পায় না এ বিধানে নাম রূপ কি প্রকাবে মানিতে পারি।

উত্তর—পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ব্বথা ঈশ্ববকে বেদান্তানুসাবে অতীন্দ্রিয আকাববহিত কহেন পুরাণে অধিক এই যে মন্দবুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয নিবাকাব পরমেশ্বরকে অবলম্বন কবিতে অসমর্থ হইযা সম্যক্ প্রকাবে পবমার্থ সাধন বিনা জন্ম ক্ষেপ করিবেক কিম্বা দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক অতএব নিরবলম্বন হইতে ও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিব ত্ত কবিবাব নিমিত্ত ঈশ্ববকে মনুষ্যাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির সর্ব্বদা গ্রহণীয় তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণনা কবিযাছেন যাহাতে তাহাদেব ঈশ্বর উদ্দেশ হয পবে পবে যত্ন কবিলে যথার্থ জ্ঞানেব সম্ভাবনা থাকে কিন্তু বারংবার ঐ পুবাণাদি সাবধান পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে এ সকল রূপাদি বর্ণন কেবল কল্পনা কবিয়া মন্দ-বুদ্ধিব নিমিত্ত লিখিলাম বস্তুত পবমেশ্বর নামরূপহীন ও ইন্দ্রিয়গ্রামবিষযভোগবহিত হয়েন। মাণ্ডুক্যভাষ্যধৃত বচন। নির্ব্বিশেষং পবং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেহনুকল্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ।। স্মার্ত্তধৃতযমদগ্নিবচন। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে। এবংগুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং।। কিন্তু ইহা বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য যে তন্ত্র শাস্ত্রের অন্ত নাই সেইরূপ মহাপুরাণ ও পুবাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার এ নিমিত্ত শিষ্টপবম্পরা নিয়ম এই যে যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজনধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য অন্যথা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয এমৎ নহে অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক হইবার সম্ভব আছে কোনো কোনো পুরাণ তন্ত্রাদি এক দেশে চলিত আছে অন্য দেশীয়েরা তাহাকে কাল্পনিক কহেন বরঞ্চ এক দেশেই কতক লোক কাহাকে মান্য করেন কতক লোক নবীনকৃত জানিয়া অমান্য করেন। অতএব সটীক কিম্বা মহাজনধৃত পুরাণ তন্ত্রাদির বচন মান্য হযেন। গ্রন্থেব মান্যামান্যের সাধাবণ নিযম এই যে সকল গ্রন্থ বেদবিবুদ্ধ অর্থ কহে তাহা অপ্রমাণ। মনুঃ। যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতযো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টযঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।। কিন্তু মিসনরি মহাশয়েরা উপনিষদাদি ও প্রাচীন স্মৃত্যাদি ও শিষ্টসংগৃহীত পরম্পরাসিদ্ধ তন্ত্রাদি এ সকলের অর্থের বিবরণ ইংরেজী ভাষাতে প্রায় করেন

না কিন্তু বেদবিরুদ্ধ শিষ্টের অসংগ্রহীত পরম্পরায় অসিদ্ধ গ্রন্থের বিবরণ আপন ভাষাতে করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম অতি কদর্য্য ইহাই সর্ব্বদা প্রকাশ করেন। পুরাণ ও তন্ত্রে দোষ দিবার উদ্দেশে লিখিয়াছেন যে পুরাণে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম রূপ কহেন ও স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট ও বিষয়-ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী কহেন ইহাতে নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়ভোগ সম্ভবে ও ঈশ্বরের বিভুত্ব থাকে না অতএব মিসনরি মহাশয়দিগ্যে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাহারা মনুষ্য-রূপবিশিষ্ট য়িশুখৃষ্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কি না আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর য়িশুখ্রীষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভোগ তাঁহারা মানেন কি না এবং তাঁহাকে ইন্দ্রিযগ্রামবাসী ভূত স্বীকার করেন কি না অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধ হইত কি না তাঁহার মনঃপীড়া হইত কি না তাঁহার দুঃখ বেদনাদি জন্মিত কি না ও তাঁহার আহারাদি ছিল কি না তেঁহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কি না ও তাঁহার জন্ম মৃত্যু হইযাছিল কি না এবং সাক্ষাৎ কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিতেন কি না আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা য়িশুখৃষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কি না যদি এ সকল তাঁহারা স্বীকার করেন তবে পুরাণের প্রতি এ দোষ দিতে পারেন না যে পুরাণ মতে ঈশ্বরের নাম রূপ সিদ্ধ হয় ও তাঁহাকে বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিতে হয় ও ঈশ্বরকে স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকারবিশিষ্ট হইলে তাঁহার বিভুত্ব থাকে না যেহেতু এ সকল দোষ অর্থাৎ ঈশ্বরের নানাত্ব ও ঈশ্বরের বিষয় ভোগ ও অবিভুত্ব সংপূর্ণ মতে তাঁহারদের প্রতি সংলগ্ন হয়। যদি কহেন যে তাবৎ অসম্ভব বস্তু যাহা সৃষ্টির প্রণালীর অতি বিপরীত তাহা ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা সম্ভব হয় তবে হিন্দুরা ও মিসনরিরা উভয়েই আপন আপন অবতারের সংস্থাপনের জন্যে এই অযোগ্য সিদ্ধান্তকে অবলম্বন সমান রূপে করিতে পারেন। বৃদ্ধ ব্যাস মহাভারতে সত্য কহিয়াছেন। রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।। বরঞ্চ পুরাণে কহেন যে নাম ও রূপ ও ইন্দ্রিয়ভোগাদি যাহা ঈশ্বরের বর্ণন করিলাম সে কাল্পনিক মন্দবুদ্ধির চিত্তাবলম্বনের নিমিত্তে কহিযাছি কিন্তু মিসনরি মহাশযেরা কহেন যে বায়বেলে নাম রূপ ও বিষয়ভোগ যে ঈশ্বরের বর্ণন আছে সে যথার্থ অতএব নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের অবিভুত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসিত্ব দোষ তথ্যরূপে মিসনরি মহাশযদের মতেই কেবল উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়ত হিন্দুদের পুরাণ তন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে ঐ পুরাণাদির বচন অগ্রাহ্য হয়। শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা।। স্মার্ত্তধৃত বচন। কিন্তু বায়বেল মিসনরি মহাশয়দের সাক্ষাৎ বেদ হয়েন যাহার বর্ণনের দ্বারা তাঁহারা এ সকল অপবাদ যথার্থ জানিয়া ঈশ্বরে দিয়া থাকেন অতএব যথার্থ দোষ ও দোষের আধিক্য তাঁহাদের মতেই দেখা যায়।

ষষ্ঠ লিখিযাছেন যে যে গুরুর বস্তু অনুভূত নহে তাঁহার সে বস্তু নির্ণযের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদাযক হয দেশচলিত লৌকিক গুরুকরণের কি ফল।

উত্তর—এ আশঙ্কা হিন্দুর শাস্ত্রে কোন মতে উপস্থিত হয না যেহেতু শাস্ত্রে কহেন যে ব্যক্তির বস্তু অনুভূত আছে তাঁহাকেই গুরু করিবেক অন্য প্রকার গুরুকরণে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। মুণ্ডকশ্রুতিঃ। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। তন্ত্রে। গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভোঽযং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ।। গুরুর লক্ষণ। শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ ইত্যাদি। কৃষ্ণানন্দধৃত বচন।

শেষে লিখেন যে হিন্দুদের শাস্ত্র মতে কর্ম্মবশত বারম্বার স্থাবর জঙ্গম শরীর হয ও কোনো মতে এই দেহ ত্যাগ পরে অখণ্ড স্বর্গ নরক ভোগ হয় কোনো মতে ভোগাভাব।

উত্তর—হিন্দুর কোনো মতে এমৎ লিখিত নাই যে ভোগাভাব এ নাস্তিকের মত কিন্তু ইহা প্রমাণ বটে যে শাস্ত্রে লিখেন যে কোনো কোনো পাপ পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয কাহার বা

পাপ পুণ্যের ভোগ মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকে ঈশ্বর দেন কাহার বা পাপ পুণ্যের ভোগ অন্য স্থাবর জঙ্গমাদির শরীরে পরম নিয়ন্তা দিয়া থাকেন ইহাতে পরস্পর কি দোষ জন্মে যে সমন্বয় করিতে লিখিয়াছেন। খ্রিষ্টান মতেও ভোগের নানা প্রকার লিখন আছে কাহার বা পাপ পুণ্যের ভোগ ঈশ্বর ইহলোকেই দেন যেমন ইহুদিদিগ্যে বারম্বার তাহাদের পাপ পুণ্যের ফল ইহলোকে ঈশ্বর দিয়াছেন এরূপ বায়বেলে লিখিত আছে বরঞ্চ য়িশুখ্রিষ্ট আপনি কহিয়াছেন যে ব্যক্তরূপে দান করিলে তোমাদের কর্ম্মফল এই লোকেই প্রাপ্ত হইবেক আর কাহার বা মৃত্যুর পরে শুভাশুভ ভোগ হইয়াছে ইহাও ঐ বায়বেলে লিখেন এরূপ কথনে বায়বেলে অনৈক্য দোষ জন্মে না যেহেতু পরমেশ্বর ফলদাতা কাহাকে এই লোকেই ফল দেন কাহাকেও বা পরলোকে ফল দেন। খ্রিষ্টানেরা সকলে স্বীকার করেন যে এ দেহ নাশ হইলে পাপ পুণ্যের ফল দানের সময় ঈশ্বর জীবকে এক শরীর দিয়া সেই শরীরবিশিষ্ট জীবকে সুখ অথবা দুঃখরূপ কর্ম্মফল দিবেন যদি সৃষ্টির প্রণালীর অন্য প্রকারে জীবকে শরীর দিয়া ঈশ্বর কর্ম্মফল ভোগ করাইতে পারেন এমৎ তাঁহারা মানেন তবে সৃষ্টির পরম্পরা নির্ব্বন্ধের অনুসারে দেহ দিয়া জীবকে ভোগাভোগ দেন ইহাতে অসম্ভব জ্ঞান কেন করেন। ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ নাই আপনি লিখিয়াছেন এমত কোন স্থানে আমাদের শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না কিন্তু অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্ম নাই ইহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে বেদোক্ত কর্ম্ম নাই সে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বটে অতএব শাস্ত্রের পরস্পর সর্ব্বথা সমন্বয় আছে এইরূপ ও পরস্পর দর্শনের মধ্যেও জানিবেন অর্থাৎ তাবৎ দর্শন ঈশ্বরকে এক অতীন্দ্রিয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহেন কেবল অন্য অন্য পদার্থের নিরূপণে যিনি যে প্রকার বেদার্থ বুঝিয়াছিলেন তিনি সেইরূপে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন সেইরূপ বায়বেলেরও টীকাকারদের কোনো কোনো অংশে পরস্পর অনৈক্য হওয়াতে বায়বেলে দোষ জন্মে না এবং টীকাকারদের মহিমার লঘুতা হয় না।

পুনশ্চ হিন্দুর শাস্ত্রে যুক্তিবিরুদ্ধ যে দোষ দিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিলাম কলিকাতা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে পাদরি মহাশয়েরা আছেন পশ্চাতের লিখিত তাঁহাদের মত কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হয় ইহার মীমাংসা লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন। য়িশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। য়িশুখ্রিষ্ট কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।

ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলি গোষ্ট ঈশ্বর।

ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চ ভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে য়িশুখ্রিষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ য়িশুখ্রিষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতার তুল্য হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে তুল্যতা সম্ভবে না। এ সকলের উত্তর পাইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব ইতি শেষ ইতি।

শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা।

৩ সংখ্যা

নমো জগদীশ্বরায়।

ব্রাহ্মণ সেবধির দুইযের সংখ্যা যাহা কএক সপ্তাহ হইল ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত হইয়া প্রচার হইয়াছিল তাহার প্রত্যুত্তর ফ্রেন্ড-ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ৩৮ সংখ্যায় কেবল ইংরেজী ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রীয় বিচার প্রধানরূপে এতদ্দেশীয়ের উপকারের নিমিত্ত আর আনুষঙ্গিকরূপে বিলাতি লোকের ব্যবহারের জন্যে উভয় পক্ষে আরম্ভ হইয়াছে এ কারণ আমার এই প্রতীক্ষা ছিল যে ফ্রেন্ড-ইণ্ডিয়া গ্রন্থকর্ত্তা কিম্বা অন্য কোন মিসনরি মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর ইংরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতে রচনা করিয়া আমার ব্রাহ্মণ সেবধিতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পাঠাইবেন তাহাতে কেবল ইঙ্গরেজী উত্তর পাইয়া নিরাশ হইলাম সে যাহা হউক যেরূপ উত্তর লিখিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিলাম এবং সেই প্রত্যুত্তরের উত্তর বিনয়পূর্ব্বক লিখিতেছি।

আমার প্রথম প্রশ্ন ব্রাহ্মণ সেবধিতে এই ছিল যে "যিশুখিৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন" তাহাতে যে নিদর্শনের দ্বারা আমি ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহাকে আপনি অতথ্য জানাইয়া লিখিয়াছেন যে "বাইবেলে এমৎ কোন স্থানে লিখেন নাই যে পুত্র যিশুখিৃষ্ট সাক্ষাৎ পিতা ঈশ্বর হয়েন" এ নিমিত্ত আমি যে কারণে এ প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহার বিবরণ লিখা আবশ্যক জানিলাম যাহাতে সকলে বিবেচনা করিবেন যে ঐ প্রশ্ন তাঁহাদের আলাপে এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ অনুসারে যুক্ত কি অযুক্ত হয়। খিৃষ্টান ধর্ম্মের উপদেশকর্ত্তারা ইহা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর এক ও যিশুখিৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয়েন তাঁহাদের এই উক্তির দ্বারা আমি সুতরাং ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে তাঁহারা ইহা অভিপ্রায় করেন যে পুত্র যিশুখিৃষ্ট সাক্ষাৎ পিতা হয়েন অতএব পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারেন ইহাই প্রশ্ন করিয়াছি যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি কহে যে দেবদত্ত এক হয় আর যজ্ঞদত্ত তাহার পুত্র কিন্তু পুনরায় কহে যে যজ্ঞদত্ত সাক্ষাৎ দেবদত্ত হয় তবে আমরা ইহার দ্বারা সুতরাং এই উপলব্ধি করিব যে তাহার অভিপ্রায় এই যে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হয় এবং জিজ্ঞাসা করিব যে পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারে। সে যাহা হউক খিৃষ্টান ধর্ম্মের প্রধান পাদরিদের মধ্যে গণিত হইয়া আপনি যখন ইহা কহিলেন যে "বাইবেলে এমৎ কোন স্থানে লিখেন নাই যে পুত্র পিতা হয়েন বরঞ্চ বাইবেলে এমৎ কহেন যে পুত্র যিশুখিৃষ্ট স্বভাবে এবং স্বরূপে পিতার তুল্য হয়েন ও পিতা হইতে পৃথক্ ব্যক্তি হয়েন" আর আমাকে মনুষ্য জাতির মধ্যে বিবেচনা করিতে অনুমতি করিয়াছেন যে প্রত্যেক পুত্র তাহার পিতার সহিত যদি এক মনুষ্য-স্বভাব না হয় তবে সে অবশ্য রাক্ষস হইতে পারে। যদি আমি বায়বেলের অর্থ আপনকার অপেক্ষায় অধিক জানি এমৎ অভিমান করি তবে আমার অতিশয় স্পর্দ্ধা হয় অতএব আপনকার অনুমতিক্রমে ঐ সাদৃশ্যের দ্বারা আমি ইহা অঙ্গীকার করিতাম যে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন যেমন মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য হয় যদি ঐ স্বীকারের দ্বারা আপনকার অন্য এই বিশেষ উপদেশকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে না হইত যে "পুত্র যিশুখিৃষ্ট পিতার সহিত সর্ব্বকালস্থায়ী হয়েন" যেহেতু মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য হয় এই সাদৃশ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন ইহা যেমন উপলব্ধি হয় সেইরূপ ঐ সাদৃশ্যে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে পুত্র পিতার সমকালীন কোন মতে হইতে পারেন না কেন না যদি মনুষ্যের পুত্রকে পিতার সমকালীন স্বীকার করা যায় তবে সে রাক্ষস হইতেও কোন অধিক অদ্ভুত হইতে পারিবেক। পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বি তাবৎ ব্যক্তিরা ইহা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর যখন মনুষ্যকে কোন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র উপদেশ করেন তখন

তাঁহাদের ভাষার নিয়মিত অর্থের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন অতএব আমি বিনয়পূর্ব্বক আপনকার নিকট আমার পবের প্রশ্নের এক স্পষ্ট উত্তর প্রার্থনা করিতেছি মিসনরি মহাশয়রা ঈশ্বব এই শব্দকে সংজ্ঞাশব্দ কহেন কি জাতিশব্দ কহেন ইহা জানিতে চাহি যেহেতু গুণ ও ক্রিয়া ভিন্ন যাবৎ শব্দ এই দুই প্রকার অর্থাৎ কথক্ জাতিশব্দ ও কথক্ সংজ্ঞাশব্দ হয়। যদি কহেন যে ঈশ্বর এই পদ সংজ্ঞাশব্দ হয় তবে তাঁহারা কদাপি কহিতে পারিবেন না যে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন কিরূপে আমরা মানিতে পারি যে দেবদত্তের কিম্বা যজ্ঞদত্তের পুত্র সাক্ষাৎ দেবদত্ত কিম্বা যজ্ঞদত্ত হয় অথবা দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের সমানকালীন হয়। আর যদি ইহা কহেন যে ঈশ্বর এই পদ জাতিবাচক হয় তবে মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য এই সাদৃশ্যের বলেতে তাঁহারা কহিতে পারেন যে ঈশ্বরের পুত্রও ঈশ্বর হয়েন কিন্তু এ প্রযোগ তাঁহাদিগ্যে পরিত্যাগ করিতে হইবেক যে পুত্র ও পিতা উভয়ে এককালীন হযেন যেহেতু পুত্রের সত্তা পিতার সত্তার পরকালীন অবশ্যই হইযা থাকে।

এমতে ঈশ্বব ও মনুষ্য এই দুই জাতিবাচক শব্দের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ হইবেক যে মনুষ্যত্ব জাতিব আশ্রয় অনেক ব্যক্তি আব ঈশ্বরত্ব জাতিব আশ্রয় মিসনরিদের মতে তিন ব্যক্তি হযেন যাঁহাদেব অধিক শক্তি ও সত্ত্বস্বভাব হয কিন্তু কোনো এক জাতির আশ্রয ব্যক্তি যদি সংখ্যাতে অল্প হয এবং শক্তিতে অধিক তথাপি জাতি গণনার মধ্যে অবশ্যই স্বীকাব করিতে হইবেক। জগতের বিচিত্র রচনাব সূক্ষ্মদর্শিদের নিকটে প্রসিদ্ধ আছে যে এক পাঠীন মৎস্যের গর্ব্ভে যত ডিম্ব জন্মে তাহা হইতে মনুষ্যত্বজাতির আশ্রয সমুদায় ব্যক্তিরা গণনায় ন্যূনসংখ্যা হয এবং শক্তিতে অতিশয অধিক হয় এ নিমিত্তে মনুষ্য শব্দেব জাতিবাচকত্বে কোন ব্যাঘাত হয় এমত নহে। আমবা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় ব্যক্তি দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যদ্যাপিও পিণ্ডেতে পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু মনুষ্যত্বস্বভাবে এক হয় সেইরূপ আপনকাব মতে ঈশ্বরত্ব জাতিব আশ্রয় তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও ঈশ্বরত্বস্বভাবে এক হয়েন অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বব ও হোলি গোল্ট ঈশ্বব। আপনারা কহেন যে ঈশ্বর এক হযেন সে কি এইরূপে এক কহিযা থাকেন কি আশ্চর্য্য। এরূপ যাঁহাদের মত তাঁহারা কিরূপে হিন্দুকে অনেক ঈশ্বববাদি দোষ দিযা উপহাস কবেন যেহেতু হিন্দুরা অনেকে কহেন যে ঈশ্বর তিন হইতে অধিক হইয়াও বস্তুত ঈশ্বরত্বধর্ম্মে সকলে এক হযেন।।

আমাব তৃতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে "আপনাবা ঈশ্ববকে এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বব ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলি গোল্ট ঈশ্বব" ইহা আপনি স্বীকার করিয়া লিখিযাছেন যে "বায়বেলে পিতা ও পুত্র ও হোলি গোল্ট এই তিনকে এক ঈশ্বরীয় স্বভাব ও পরিপূর্ণ করিবা কহেন এবং কহেন যে যদ্যাপিও তাঁহারা তিন পৃথক্ ব্যক্তি হয়েন তথাপিও একস্বভাব ও একধর্ম্মী হযেন ও বাযবেলে মনুষ্যের প্রতি আজ্ঞা দেন যে ঐ প্রত্যেক ঈশ্বরকে আরাধনা করিবেক" অধিকন্তু আপনি লিখেন যে বায়বেলে কহেন "পিতা ও পুত্র ও হোলি গোল্ট তুল্যরূপে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যকে দেন ও তুল্যরূপে মনুষ্যের অপরাধ ক্ষমা করেন কিন্তু যাহা আমি জিজ্ঞাসা করিযাছিলাম যে ইহা যুক্তিসিদ্ধ কিরূপে হয় তাহার ছন্দাংশে না গিযা ববঞ্চ স্বীকাব করিয়াছেন যে ইহাতে কোনো যুক্তি নাই এবং অযুক্তিসিদ্ধ দোষ বায়বেলে নিক্ষেপ করিযাছেন যেহেতু কহেন যে "বায়বেল যদ্যাপিও এসকল বৃত্তান্ত স্পষ্ট কহিয়াছেন তথাপি আমাদিগ্যে জানান নাই যে কিরূপে পিতা ও পুত্র ও হোলি গোল্ট স্থিতি করেন ও কিরূপে তিনেতে এক হয়েন" আর আপনি লিখেন যে "যদ্যাপিও বায়বেল আমাদিগ্যে জানাইতেন তথাপি আমাদের নিশ্চয় হয় না যে আমরা বোধগম্য করিতে পারিতাম" অতএব আপনকাকে ও অন্য মিসনরিদিগ্যে বেদান্ত ও অন্য অন্য শাস্ত্রে অযুক্তিসিদ্ধ দোষ সমাচার দর্পণে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত ছিল যে তাঁহাদের মূল ধর্ম্ম এরূপ অযুক্তিসিদ্ধ হয় যেহেতু এরূপ বিবেচনা প্রথম করিলে আপনার মূল ধর্ম

অবদ্ধান্তসিদ্ধ হয় যদি এমৎ প্রমাণ না হয় তবে হিন্দুদের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আপন ধর্ম্ম-সর্ব্বথা যুক্তির এবং প্রমাণের বিরুদ্ধ হয় তাহাতে লোকের নিষ্ঠা জন্মাইবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন যে "যে সকল বস্তু আমাদের নিকট ও মধ্যে আছে ও যাহার বিশেষ উপলব্ধি আমাদের হয় নাই অথচ আমরা তাহার সত্তাতে কোনো সন্দেহ করি না যেমন বৃক্ষের চারা ও বৃক্ষ সকল কিরূপে মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে ও সেই রস পত্রে ও পুষ্পে ও ফলে প্রদান করে ইহার বিশেষ কারণ না জানিয়াও লোকে বিশ্বাস করে এবং কিরূপে জীব শরীরের অধ্যক্ষ হয়েন যে আপন ইচ্ছাতে মনুষ্য মস্তকের উপর হস্ত প্রদান করে আর কিরূপে এই দেহকে অত্যন্ত শ্রমে নিযোজিত করে এ সকল বস্তুর কারণ না জানিয়াও বিশ্বাস করা যায় যাহা আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া আমাদের মধ্যে আছে অতএব ইহাতে আমরা অসন্তোষ জানাইতে পারি না যে তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি হয়েন তিনি আপনার অনন্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষ রূপে স্থিতি করেন তাহা আমাদিগ্যে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা স্বীকার করেন নাই" আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে আপনি কিম্বা কোনো সাধারণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই সাদৃশ্যের অত্যন্ত অযোগ্য ও অসংলগ্ন হওয়াকে উপলব্ধি করিতে না পারেন অর্থাৎ যে সকল বস্তু আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে ও ভিন্ন ঈশ্বরের এক হওয়া যাহা আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে কি থাকিবেন কেবল খ্রিষ্টানে-দের মনঃকল্পনাতে আছেন এই দুয়ের সাদৃশ্য কি প্রকারে হইতে পারে। বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পুষ্পকে উৎপন্ন করা ও শরীরের উপর জীবের অধ্যক্ষতা সেই প্রকার হয় যাহা আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে এবং কি খ্রিষ্টান কি খ্রিষ্টান ভিন্ন সকলের সমানরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় এবং যাহার ইন্দ্রিয় আছে সে কদাপি ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না যদ্যপিও কিরূপে ও কি নিয়মে বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও জীবের অধ্যক্ষতা তাহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু ঐ সকল বস্তুর দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষমূলক প্রমাণসিদ্ধ বস্তুসকল আমাদিগ্যে বলাৎকারে সেই সকল বস্তুতে নিশ্চয় করায়। অতএব জিজ্ঞাসা করি যে বৃক্ষের বৃদ্ধির ন্যায় ও জীবসংক্রান্ত শরীরের ন্যায় ঐ তিন ঈশ্বরের ঐক্যতা কি আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া কি আমাদের মধ্যে আছে আর কি তাঁহারা বহিঃস্থিত বস্তুর ন্যায় খ্রিষ্টানদের ও খ্রিষ্টান ভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়েন। কি তাঁহারা উত্তরদেশীয় হিম-পর্ব্বতের ন্যায় হয়েন যাহা যদ্যপিও আমি দেখি নাই কিন্তু তাহার দ্রষ্টাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি এবং অন্য কোনো দ্রষ্টা তাহার খণ্ডন করে নাই ও যাহা সকলের দেখিবার সম্ভব হয়। যদি এ প্রকার হইত তবে আমরা বৃক্ষের ন্যায় ও জীবসংক্রান্ত দেহের ন্যায় ও হিমপর্ব্বতের ন্যায় তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর হওয়াকেও বিশ্বাস করিতাম যদ্যপিও উপলব্ধির বহির্ভূত ও উপলব্ধির বিপরীত হয়। অভিপ্রায় করি যে খ্রিষ্টানেরা তাঁহাদের বাল্যাবধি শিক্ষাবলেতে স্বীকার করেন যে ঐ তিন প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়েন যেমন বাঙ্গলাতে তান্ত্রিকেরা পঞ্চ ব্রহ্ম কহেন অথচ ঐ পাঁচকে এক করিয়া জানেন ও যেমন ইদানীন্তন হিন্দুরা অভ্যাসের দ্বারা অনেক অবতারকে এক ঈশ্বররূপে প্রায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ করিয়া জানেন। খ্রিষ্টানেরা যাঁহারা যথার্থরূপে আপন মার্জ্জিত বুদ্ধির অভিমান রাখেন তাঁহারা কিরূপে এই অনন্বিত সাদৃশ্যকে স্বীকার করেন এবং অন্য অন্যকে ঐরূপ হেত্বাভাসের দ্বারা লোকের ভ্রম জন্মাইতে দেন। ইহার কারণ আমার অভিপ্রায়ে এই হইতে পারে যে তাঁহাদের পণ্ডিতেরা গ্রীক ও রোমন পণ্ডিতদের ন্যায় এ সকলকে অযথার্থ জানিয়াও লৌকিক নির্ব্বাহের জন্যে অনেকের মতে মত দিয়া থাকেন। আমাদের ইহা দেখিতে খেদ জন্মে যে অনেক খ্রিষ্টানদের বাল্যকালের শিক্ষার দ্বারা অন্তঃকরণ ঐ তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর হয়েন এ মতের পক্ষপাতে এরূপ মগ্ন হইয়াছেন যে তাঁহারা ঐ মতের বিপরীত শুনিলে ইন্দ্রিয়ের ও যুক্তির ও পরীক্ষার নিদর্শনকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়েন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আপন মতাবলম্বিদের উপর অতিশয়

প্রভুতা রাখেন কিন্তু ইহা তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন যে আপনারা কিরূপে আপন পাদরিদের প্রাবল্যের মধ্যে আছেন যে এরূপ সাদৃশ্যের ও প্রমাণের দোষ দেখিতে পাযেন না।। আপনি প্রথম লিখেন যে "বায়বেলে আমাদিগ্যে জানান নাই যে পিতা ও পুত্র ও হোলি গোষ্ট কিরূপে স্থিতি করেন আর তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি হয়েন তিনি আপনার অনন্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষ রূপে স্থিতি ও ক্রিয়া করেন তাহা আমাদিগ্যে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা স্বীকাব করেন নাই" তথাপিও বায়বেলের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহারা কি বিশেষ রূপে স্থিতি করেন ও কি কি বিশেষ ক্রিয়া করেন তাহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিয়াছেন "যে পুত্র ঈশ্বর যিনি পিতা ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সৃষ্টি করিযাছেন আর তিনি পাপগ্রস্ত মনুষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করিয়া আপনার মহিমাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া আপন লঘুতা স্বীকার করিয়াছেন ও ভৃত্যের আকৃতি গ্রহণ করিয়া পিতা ঈশ্বরের আরাধনা ও আজ্ঞাকারিত্ব স্বীকার করিলেন আর আপন পিতাকে প্রার্থনা করিলেন যে যে মহিমা পিতা ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার ছিল এবং যাহাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপন হইতে পৃথক্ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে দেন আর তিনি স্বর্গে যেখানে পূর্ব্বে ছিলেন তথায় পিতার অনুমতিক্রমে আরোহণ করিলেন পরে তিনি পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন যে পিতা স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের তাবৎ শক্তি-মধ্যস্থ যে তিনি তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন আর ঈশ্বর হোলি গোষ্ট পুত্র ঈশ্বরের উপর সাক্ষাৎ কপোতরূপে আসিয়া পুত্র ঈশ্বরের অবতার হইবাতে স্বস্তিবাদ করিলেন "পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বব হোলি গোষ্ট ঈশ্বর" এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ বিনাশ পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া ও পৃথক্ পৃথক্ সত্তা কহিয়া পুনবায় কহেন যে তাঁহাবা এক হয়েন আর বাসনা করেন যে অন্য সকলেও তাঁহাদেব এক হওয়াতে বিশ্বাস করে। তিন পৃথক্ দ্রব্যকে এক জ্ঞান কবা ক্ষণ মাত্রও সম্ভব হয় না সেই তিনেব এক ব্যক্তি স্বর্গে থাকিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নতা দেখান আর তাঁহাব দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া ধর্ম্ম যাজন করেন তাহাব মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য এ দুয়েব মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যক্তিব অভিপ্রায়ানুসারে দ্বিতীয় ব্যক্তিব উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। যদি নিবাসের পার্থক্য ও আধারেব ও ক্রিয়াব ও কর্ম্মের পার্থক্য বস্তু সকলেব পৃথক্ হইবাব ও অনেক হইবার কারণ না হয তবে এককে অন্য হইতে পৃথক্ জানিবাব অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পর্ব্বত পৃথক্ ও মনুষ্য হইতে পক্ষি পৃথক্ তাহার প্রমাণ কিছু রহিল না এই কি সেই উপদেশ যাহাকে আপনি কহিযা থাকেন যে ঈশ্বরেব প্রণীত হয আর যে কোনো পুস্তক এমত উপদেশ করেন যে ইন্দ্রিয় সকলেব শক্তিকে পরিত্যাগ না করিলে তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে না সেই পুস্তক কি পরমেশ্বরের প্রণীত হয যিনি আমাদের উপকাব ও নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় থাকে ও বাল্যাভাসের ভ্রমে মগ্ন না হয় সে ব্যক্তি কোনো বাক্‌প্রণালীর দ্বারা যাহা বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষের বিপরীত হয় তাহাতে প্রতারিত হইতে পারে না। আপনি লিখেন যে পুত্র ঈশ্বব কিঞ্চিৎ কালের জন্যে আপন মহিমাকে পৃথক্ করিয়াছিলেন আর পিতা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে সেই মহিমা দেন ও ভৃত্যের আকারকে গ্রহণ করিলেন। ইহা কি অবস্থান্তররহিত পরমেশ্বরের স্বভাবের যোগ্য হয় যে আপন স্বভাবকে কিঞ্চিৎ কালের জন্যে ত্যাগ করেন ও পুনরায় তাহার প্রার্থনা করেন। আর এই কি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরেব স্বভাবেব যোগ্য হয় যে কিঞ্চিৎ কালেব নিমিত্ত ভৃত্যের বেশ ধারণ করেন। এই কি ঈশ্বরেব যথার্থ মাহাত্ম্য যাহা আপনি উপদেশ করিতেছেন। হিন্দুদের মধ্যেও যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন তাঁহারাও আপনকার এইরূপ বাক্যরচনা হইতে উত্তম বাক্যপ্রবন্ধ করিতে পারেন। আমি আপনকার উপকৃতি স্বীকার করিব যদি আপনি প্রমাণ করিতে পারেন যে আপনকার অনেক ঈশ্বর কথন অপেক্ষায় হিন্দুর অনেক ঈশ্বর কথন

অযৌক্তিসিদ্ধ হয় ইহা স্বীকার করিবার মনস্তাপ পাইতেন না। তথাপি আপনি ঐ মত যাহা সংস্থাপন চেষ্টা আপনি আর করিবেন না যেহেতু আপনারা ও হিন্দুরা উভয়েই আপন আপন নানা ঈশ্বরবাদকে স্থাপনের নিমিত্ত ঈশ্বরের অচিন্ত্য ভাব ও শক্তিকে তুল্যরূপে প্রমাণ দিয়া থাকেন।।. আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে ঈশ্বর হোলি গোষ্ট পুত্র ঈশ্বরের উপদেশার্থে নিযুক্ত হওয়াতে স্বস্তিবাদ করিবার নিমিত্ত কপোতরূপে দেখা দিয়াছিলেন আর তাহাতে এই যুক্তি দেন যে "যখন ঈশ্বর আপনাকে মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর করেন তখন অবশ্যই কোনো আকার গ্রহণ করেন" আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে ঈশ্বরের কপোতরূপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও কিরূপে হিন্দুকে উপহাস করেন যে পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর মৎস্য ও গরুড় বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। কি মৎস্য কপোতের ন্যায় নিরীহ নহে। কি গরুড় পায়রা হইতে অধিক প্রয়োজনে আইসে না।। আমি হোলি গোষ্ট ঈশ্বরের বিষয়ে এই মাত্র লিখিয়াছিলাম যে "সাক্ষাৎ কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন কি না" ইহার প্রথম প্রশ্নের দ্বারা ইহা তাৎপর্য্য ছিল যে য়িশুখ্রিষ্টের উপর তাঁহার করিয়াছেন কি না আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা যিশুখ্রিষ্টকে সন্তান উৎপত্তি জলে নিমজ্জনসময়ে কপোতরূপে হোলি গোষ্ট উপস্থিত হইয়াছিলেন আর দ্বিতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল যে হোলি গোষ্টের বিবাহ যে স্ত্রীর সহিত হয় নাই তাহাতে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন যাহা বায়বেলে স্পষ্ট আছে যে "হোলি গোষ্ট হইতে মেরীর সন্তান হইল" "তোমার উপরে হোলি গোষ্ট আসিবেন" এ দুই বিষয়কেই আপনি সম্যক্ প্রকারে অঙ্গীকার করিয়াছেন কিন্তু আপনি কি নিদর্শনে ইহা লিখেন যে আমি এ স্থলে বিদ্রূপ করিবার বাসনা করিয়া অন্যথোক্তি করিয়াছি ইহার কারণ বুঝিলাম নাই।

আমার চতুর্থ প্রশ্ন এই ছিল যে "আপনারা ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চ ভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে যিশুখ্রিষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করেন" ইহার উত্তর স্পষ্টরূপে দেন নাই যেহেতু আপনি লিখেন যে "খ্রিষ্টানেরা য়িশুখ্রিষ্টকে উপাসনা করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার শরীরকে আরাধনা করেন না" আমি আপন প্রশ্নে এমৎ কদাপি লিখি নাই যে খ্রিষ্টানেরা য়িশুখ্রিষ্ট হইতে তাঁহার শরীরকে পৃথক্ করিয়া উপাসনা করেন যে আপনি এ প্রকার উত্তর লিখিতে সমর্থ হইতে পারেন যে খ্রিষ্টানেরা যিশুখ্রিষ্টকে উপাসনা করেন তাঁহার শরীরকে উপাসনা করেন না বস্তুত আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে যিশুখ্রিষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে প্রপঞ্চাত্মক শরীরে আপনারা আরাধনা করিয়া থাকেন অথচ ইহাও স্থাপন করিতে উদ্যত হয়েন যে খ্রিষ্টানেরা অপ্রপঞ্চভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। যদি আপনি ইহা মানেন যে দেহবিশিষ্ট চৈতন্যের আরাধনা করা তাহাই অপ্রপঞ্চ ভাবে উপাসনা হয় তবে আপনি কোন ব্যক্তিকে আকারের উপাসক কহিয়া অপবাদ দিতে অতঃপর পারিবেন না যেহেতু কোনো ব্যক্তি ভূমণ্ডলে চেতনারহিত দেহকে উপাসনা করে না। গ্রীকেরা ও রোমানেরা যুপিটরের ও যোনার ও অন্য অন্য তাহাদের দেবতার কি চৈতন্যরহিত শরীর মাত্রের আরাধনা করিত। তাহাদের লীলারূপ মাহাত্ম্য কথনের দ্বারা কি ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে গ্রীকেরা ও রোমানেরা ঐ সকল দেবতা শব্দে তাহাদের দেহবিশিষ্ট চৈতন্যকে তাৎপর্য্য করিত। হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন তাঁহারা কি আপন আপন উপাস্য দেবতার চৈতন্য-রহিত দেহকে উপাসনা করেন এমৎ কদাপি নহে। যে সকল মূর্ত্তি তাঁহারা নির্ম্মাণ করেন তাহাকে কদাপি আরাধ্য করিয়া জানেন না যাবৎ সে সকল মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করেন অর্থাৎ তাহাতে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া উপাসনা করেন। অতএব আপনকার লক্ষণের অনুসারে কাহাকেও সাকার উপাসক এই শব্দের প্রয়োগ করা যায় না যেহেতু তাহারা কেহ চৈতন্যরহিত শরীরের উপাসনা করে না। বস্তুত কি মানস মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া কি হস্তনির্ম্মিত মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা হইবেক।

আপনি লিখেন "যে বায়বেলে কহেন পিতা ও পুত্র ও হোলি গোল্ট এই তিনে তুল্যরূপে মনুষ্যকে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান করেন ও পাপ হইতে মোচন করেন আর মনুষ্যকে ধর্ম্মপথে প্রবৃত্তি দেন যাহা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত স্নেহ ও অত্যন্ত দয়ালু বিনা করিতে পারেন না" আমি আপনকার এই মত অপেক্ষা করিয়া অধিক স্পষ্ট অন্য কোনো নানা ঈশ্বরবাদ অদ্যাপি শুনি নাই যেহেতু আপনি তিন পৃথক্ ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ অত্যন্ত দয়াবিশিষ্ট কহেন আমি এ স্থলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে একের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বদয়ালুত্বের দ্বারা এই জগতের বিচিত্র রচনা ও তাহার রক্ষা হইতে পারে কি না যদি বলেন এক সর্ব্ব-শক্তিমান্ হইতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হইতে পারে তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তিমান্ স্বীকার করিবাতে মিথ্যা গৌরব হয। যদি বলেন এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে সৃষ্টি স্থিতি হইতে পারে না তবে তৃতীয় সংখ্যাতে কেন পর্য্যবসান করিব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যার সমান সংখ্যাতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানের গণনা কেন না করি ও তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাগে এক এক ব্রহ্মাণ্ডকে কেন না চিহ্নিত করা যায়। এরোপদেশীয়েব৷ যেবূপ বিচক্ষণতা রাজকার্য্যে ও শিল্পশাস্ত্রে প্রকাশ করেন তাহা দৃষ্টি করিয়া অন্যদেশীয় ব্যক্তি সকল প্রথমত অনুমান করেন যে ইহাঁদের ধর্ম্মও এইরূপ উত্তম যুক্তিসিদ্ধ হইবেক কিন্তু যে ক্ষণে তাহারা এই মত যাহা আপনকার দেশে অনেকের গ্রাহ্য হয় তাহা জ্ঞাতা হয়েন তৎক্ষণ মাত্র তাঁহাদেব এই নিশ্চয জন্মে যে রাজ্যঘটিত উন্নতি যথার্থ ধর্ম্মের সহিত কোনো নৈয়ত্য সম্বন্ধ রাখে না।

আমার পঞ্চম প্রশ্ন এই ছিল যে আপনাবা "কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতাব তুল্য হয়েন কিন্তু পবস্পব ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে তুল্যতা সম্ভবে না" আপনি এই প্রশ্নেব এক অংশকে উত্তরে লিখিয়াছেন যে আমি প্রশ্ন করিযাছি যে কিরূপে পুত্র পিতাব তুল্য হইতে পারেন যদি পিতার সহিত সেই পুত্র একস্বভাব হয়েন। পরে লিখেন যে এ অনন্বিত প্রশ্ন করা গিয়াছে। আমি এরূপ লিখি নাই যে একস্বভাব হইলে তুল্যতা হইতে পারে না যেহেতু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে মনুষ সকল একস্বভাব অথচ পবস্পর কোনো কোনো অংশে তুল্যতা আছে কিন্তু আমি লিখিয়াছি যে অভিন্ন হইলে তুল্যতা হইতে পারে না ও মিসিনরি মহাশয়রা কহেন যে পুত্র পিতা হইতে সর্ব্বথা অভিন্ন অথচ পিতার তুল্য হযেন। যদি তেঁহ সর্ব্ব প্রকারে অভিন্ন তবে পবস্পর তুল্যত্ব কখন সম্ভবে না। পিতা হইতে পুত্রের স্বরূপ ভিন্ন না কহিলে পিতাব তুল্য কহা সর্ব্বথা অযুক্ত হয় অতএব অভিপ্রায় কবি যে আমার প্রশ্ন অনন্বিত নহে ।।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে "য়িশুখৃষ্টকে কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন যে কোনো মনুষ্য তাঁহাব পিতা ছিল না' ইহাব উত্তবে আপনি লিখেন "যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াও আপন ঈশ্বরত্ব স্বভাবকে সুতরাং প্রকাশ করিতেন আর স্ত্রী হইতে জন্ম হইয়াছিল অথচ পাপ বিনা আর অন্য সকল মনুষ্যস্বভাবে সর্ব্বপ্রকারে আমাদের ন্যায় ছিলেন সেই য়িশুখৃষ্ট আপনাকে মনুষ্যের পুত্র কহিয়া আপন লঘুতা স্বীকাব করিয়াছিলেন যদ্যপিও কোনো মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না" আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি একবার য়িশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ও আপ্তত্ব প্রমাণ করিতে আপনি উদ্যত হয়েন আর একবাব তাহার বিপবীত কহেন যে কথা বাস্তবিক নহে তেঁহ তাহা উক্তি করিযাছেন অর্থাৎ তেঁহ মনুষ্যের পুত্র কহিয়া লঘুতা স্বীকার করিলেন যদ্যপিও মনুষ্যের পুত্র ছিলেন না। আমি আবো আশ্চর্য্য বোধ কবি যে আপনারা এইরূপ আপন প্রভুবাক্যের অবাস্তবিকত্ব রূপে দোষ গ্রহণ করেন না অথচ হিন্দুর পুরাণকে মিথ্যা কথনের অপবাদ দেন যেহেতু পুবাণ অল্পবুদ্ধির বোধাধিকারের নিমিত্ত রূপক করিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন কিন্তু পুরাণ ইহাও পুনঃ পুনঃ দর্শাইয়াছেন যে এই সকল কেবল অল্পবুদ্ধির হিতের নিমিত্ত কহিলাম যাহাতে পুরাণে দোষ মাত্র স্পর্শে না অধিকন্তু

আপনি বেদার্থবক্তাদের মধ্যে এক জন যিনি অল্পবুদ্ধির হিতের নিমিত্ত রূপক ও ইতিহাসছলে ধর্ম্ম কহিয়াছেন তাঁহার প্রতি মিথ্যা রচনার অপবাদ দেন কিন্তু এই মাত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দুদের তদ্ভিন্ন আর সমুদায় শাস্ত্রে আঘাত করেন ।। আপনকার এই প্রত্যুত্তরেই দেখিতেছি যে আপনি বায়বেলের প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছেন যে "ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্ব" ইহা বায়বেলে লিখেন অতএব আমি জানিতে বাঞ্ছা করি যে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্ব এই উক্তি বায়বেলে যথার্থ হয় কি রূপক হয়। বায়বেলে আদ্য তিন অধ্যায়েই এই পরের লিখিত বাক্যসকল দেখিতে পাই যে "ঈশ্বর আপন ক্রিয়া হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন" "ঈশ্বর ঈদন উপবনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতেছিলেন" "ঈশ্বর আদমকে কহিলেন যে তুমি কোথায় রহিয়াছ" অতএব বিশ্রাম এই শব্দের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে ঈশ্বর শ্রমাধিক্যের নিমিত্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাঁহার একাবস্থ স্বভাবে আঘাত পড়ে। আর দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতেছিলেন এই বাক্যের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় পাদবিক্ষেপের দ্বারা উত্তাপের ভয়ে দিবসের শীতল সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থান গমন করেন। আর আদম তুমি কোথায় রহিয়াছ এই প্রশ্নের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আদমের কোন স্থানে স্থিতি ইহা জানিতেন না। যদি মোসার এই সকল তাৎপর্য্য ছিল তবে ঈশ্বরের স্বভাবকে অতি চমৎকাররূপে মোসা জানিযাছিলেন এবং মোসার পরমার্থজ্ঞান ও তৎকালের মূর্খদের পরমার্থজ্ঞান দুই প্রায় সমান ছিল। কিন্তু আমি অভিপ্রায় করি যে সেকালের অজ্ঞান ইহুদিদের বোধসুগমের জন্যে এইরূপ মনুষ্যবর্ণনায় ঈশ্বরের বর্ণন মোসা করিয়াছেন এবং আমি খ্রিষ্টানদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টারা যাঁহাদিগ্যে ঐ খ্রিষ্টান ধর্ম্মের পিতা কহিয়া থাকেন তাঁহারা এবং ইদানীন্তন জ্ঞানবান্ খ্রিষ্টানেরা কহেন যে মোসা অজ্ঞানদের বোধাধিকারের নিমিত্ত এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।। আপনি আহ্লাদে জানাইয়াছেন যে "এ দেশস্থ মনুষ্যেরা এখন অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে জাগ্রত হইলেন যে জড়তা সর্ব্বপ্রকারে নীতি ও ধর্ম্মের হন্তা হয়" আমি এই খেদ করি যে আপনি এত কাল এদেশে থাকিযাও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কিছুই জানিলেন নাই এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে ও স্মৃতিতে ও তর্কশাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গলা দেশে এতদ্দেশীয়ের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যে ইহা আপনকার অদ্যাপি জ্ঞাতসার হয় নাই যেহেতু আপনি ও প্রায় অন্য অন্য সকল মিসিনরিরা এ দেশীয়ের কোন কিছু উত্তমত্ব দর্শনে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন। এদেশের লোকের নীতি ও ধর্ম্মের ত্রুটি বিষয়ে যাহা আপনি লিখিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপদেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিষয়ে উৎপ্রেক্ষা দিয়া দোষের ন্যূনাধিক অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে এরূপ প্রবন্ধ করা অনুচিত হয় সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম যেহেতু ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্টি জন্মিতে পারে ।। আপনি যে কদুক্তি করিয়াছেন যে "মিথ্যার পিতা যাহা হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম উৎপত্তি হয়" আর "হিন্দুর মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত বর্ণন সকল" "হিন্দুদের মিথ্যা দেবতা সকল" সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে কিন্তু আমাদিগ্যে জানা কর্ত্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি পরস্পর দুর্ব্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি এই উত্তরকে পরের লিখিত প্রার্থনার দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি যে ইহার প্রত্যুত্তরকে আপনি ক্রমপূর্ব্বক দিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক পাঁচ প্রশ্নের উত্তরকে পূর্ব্বাপর নিয়মপূর্ব্বক যেন দেন যাহাতে বিজ্ঞ লোকসকল প্রত্যেকের পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তকে অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন ।। ইতি ।।

শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা ।।

চারি প্রশ্নের উত্তর

ভূমিকা

চৈত্র মাসের সম্বাদ লিপিতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না তথাপি সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ চারি প্রশ্নের উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যে লিখিলাম এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন সকলের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম যেহেতু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী আপনাকে সর্ব্বজনহিতৈষী নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ চারি প্রশ্নকে এবং তাহার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাষান্তরেও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবেক ইতি ।।

।। সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্যমনস্তাপাবিশিষ্ট ।।

।। পরমাত্মনে নমঃ ।।

কোন এক ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বজনহিতৈষী জানিয়া চারি প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার প্রথম প্রশ্ন যে "ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি-বিশেষেরা এবং তদনুরূপ অভিমানী তৎসংসর্গী গড্ডরিকাবালিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনি-লোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন এতাদৃশ সাধু সদাশয় বিশিষ্ট সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ যোগবাশিষ্ঠবচনানুসারে ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না। যথা সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞো-স্মীতিবাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা"।। উত্তর।—কি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি অভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি তাঁহার সংসর্গী কি তাঁহার অসংসর্গী যে কোন ব্যক্তি স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহাদের সহিত সংসর্গ ভদ্রলোকের অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদের যোগবাশিষ্ঠবচনানুসারে এবং অন্য২ শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য । কিন্তু এক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভাক্তকর্ম্মী উভয়েই স্বস্বধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশও অনুষ্ঠান না করিয়া পরধর্ম্মানুষ্ঠানেই বহুকাল ক্ষেপ করে আর যদি তাহার মধ্যে ওই ভাক্তকর্ম্মী সেই ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীকে আপন অপেক্ষাকৃত নিন্দিত জানিয়া তাহার সংসর্গে পাপ জ্ঞান করে তবে সে ভাক্ত কর্ম্মীর নিন্দা কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্তে এবং পাপের নিমিত্তে হয় কি না। যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান এই দুইকে যদি সমানরূপে স্বীকার করা যায় আর ঐ দুইয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দুই ব্যক্তি স্বস্বধর্ম্ম পালন না করে তবে দুই ব্যক্তিকেই তুল্যরূপে স্বধর্ম্মচ্যুত পাপী কহা যাইবেক। তাহাতে যদি ঐ দুইয়ের এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মচ্যুত কহিয়া নিন্দা ও তাহার গ্লানি করে তবে সে এইরূপ হয় যেমন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে কহিয়া এবং এক খঞ্জ অন্য খঞ্জকে কহিয়া নিন্দা ও ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষপাত-

রহিত ব্যক্তি সকলে ঐ ব্যঙ্গকর্ত্তা অন্ধকে ও খঞ্জকে লজ্জাহীন এবং স্বদোষ দর্শনে অপারক জ্ঞান করিবেন কি না। যোগবাশিষ্ঠে ভাক্ত জ্ঞানীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে যে ব্যক্তি সংসারসুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী ইহা কহে সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট অতএব ত্যজ্য হয়। সেইরূপ ভাক্ত কর্ম্মীর প্রতিও বচন দেখিতেছি। মনুঃ "শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনং। শূদ্রাদ্বিদ্যাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ"।। অর্থাৎ শূদ্রের অন্ন গ্রহণ শূদ্রের সহিত সম্পর্ক শূদ্রাসনে বসা এবং শূদ্র হইতে কোন বিদ্যা শিক্ষা করা ইহাতে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণও পতিত হয়েন। "উদিতে জগতীনাথে যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনং"।। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে সে পাপিষ্ঠ কি প্রকারে কহে যে আমি বিষ্ণু পূজা করি। অত্রিঃ। "আসনে পাদমারোপ্য যো ভুঙ্‌ক্তে ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ। মুখেন চান্নমশ্নাতি তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ"।। অর্থাৎ আসনের উপরে পা রাখিয়া যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে এবং হস্ত বিনা গবাদির ন্যায় কেবল মুখের দ্বারা ভোজন করে সে ভোজনে গোমাংসাহার তুল্য হয়। "উদ্ধৃত্য বামহস্তেন যত্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ। সুরাপানেন তুল্যং স্যান্মনুরাহ প্রজাপতিঃ"।। অর্থাৎ বামহস্তকরণক পাত্র উঠাইয়া জল পান করিলে সুরাপানতুল্য হয় ইহা মনু কহিয়াছেন। অতএব জ্ঞান সাধনে কোন অংশে ত্রুটি হইলে সে সাধক ত্যজ্য হয় এমৎ যে জ্ঞান করে অথচ কর্ম্মানুষ্ঠানে সহস্র২ অংশে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াও আপনাকে পবিত্র ও অন্যকে ত্যজ্য জানে সে স্বধর্ম্মচ্যুত ও স্বদোষ দর্শনে অন্ধকে কি কহিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশঃ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে সে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নিজে ম্লেচ্ছের চাকরি করিয়াছে তাহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত ও ত্যজ্য কহে তবে তাহাকে কি কহি। যদি এক ব্যক্তি যবনের কৃত মিসি প্রায় নিত্য দন্তে ঘর্ষণ করে ও যবনের চোয়ান গোলাপ ও আতর এসকল জলীয় দ্রব্য সর্ব্বদা আহারাদিকালে ও অন্য সময়ে শরীরে ম্রক্ষণ করে কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবন স্পর্শ করিয়া থাক অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যজ্য হও এরূপ বক্তাকে কি কহা যায়। ও এক ব্যক্তি নিজে যবন ও ম্লেচ্ছের নিকটে যাবনিক বিদ্যার অভ্যাস করে ও মনু মহাভারতাদির বচনকে সমাচারচন্দ্রিকা ও সমাচারদর্পণ যাহা সে ব্যক্তির জ্ঞাতসারে অনেক ম্লেচ্ছ লইয়া থাকে তাহাতে ছাপা করায় কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবনশাস্ত্র পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করাইয়াছ সুতরাং স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যজ্য হও তবে তাহাকে কি শব্দ কহিতে পারি। যদি এক ব্যক্তি শূদ্র স্বস্থানে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে ও স্বতন্ত্র আসন প্রদান না করিয়া আপনার আসনে বসাইয়া সেই ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য প্রশংসা কিন্তু সে অন্য শূদ্রকে কহে যে তুমি ব্রাহ্মণকে মান না তবে তাহাকেই বা কি কহি। আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছ সেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায়দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়। বিশেষতো দুই স্বধর্ম্মচ্যুতের মধ্যে একজন আপনার ত্রুটি স্বীকার ও আপনাকে সাপরাধ অংগীকার করে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনাকে পবিত্র জানিয়া অন্যকে প্রাগল্‌ভ্যপূর্ব্বক স্বধর্ম্মরাহিত্য দোষ দেখাইয়া ত্যজ্য কহে তবে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি কি শব্দ প্রয়োগ কর্ত্তব্য হয়।। যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে পূর্ব্বোক্ত বচন সকল অর্থাৎ শূদ্রান্ন গ্রহণ ইত্যাদি দোষে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণও পতিত হয়। ও সূর্য্যোদয়ানন্তর মুখ প্রক্ষালন করিলে সে পাপিষ্ঠের পূজাধিকার থাকে না। আর আসনে পা রাখিয়া ভোজন করিলে গোমাংস ভোজন হয় আর বাম হস্তে পাত্র উঠাইয়া জল পান করিলে সুরাপান হয়। এ সকল নিন্দার্থবাদ মাত্র ইহার তাৎপর্য্য এই শূদ্রান্ন গ্রহণাদি করিবেক না। তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী যোগবাশিষ্ঠের এই বচন যে সংসার বিষয়ে আসক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহে সে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যজ্য হয়। তাহাকে নিন্দার্থবাদ না কহিয়া কি প্রকারে

যথার্থবাদ কহিতে পারেন। সংসারের বিষয়ে আসক্ত হওয়া এবং আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গীকার করা জ্ঞাননিষ্ঠের জন্যে নিষিদ্ধ হয় ইহা কেন না ওই বচনের তাৎপর্য্য হয়। এ কথা যদি কহেন যে পূর্ব্ব২ বচনকে নিন্দার্থবাদ না কহিলে তাঁহার নিজের নিস্তার হয় না আর যোগবাশিষ্ঠের বচনকে যথার্থবাদ না মানিলে জ্ঞানীদের প্রতি নিন্দা করিবার উপায় দেখেন না তবে তিনি ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সুতরাং আমরা কি কহিতে পারি। বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠের যে শ্লোক ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী লিখিয়াছেন তাহার অর্থ বিশেষরূপে সেই যোগবাশিষ্ঠের শ্লোকান্তরের দ্বারা অবগত হওয়া উচিত তথাচ যোগবাশিষ্ঠে "বহির্ব্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব"।। অর্থাৎ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট মনেতে সংকল্প ত্যাগ আর বাহিরেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া ও মনেতে অকর্ত্তা জানিয়া হে রামচন্দ্র লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। অতএব জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয়ব্যাপারযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুই অনুভব হইতে পারে এক এই যে মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপাব করিতেছে দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ব্যাপার করিতেছে যেহেতু মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্বরই জানেন তাহাতে দুর্জ্জন খল ব্যক্তিবা বিরুদ্ধ পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ কহিবেন যে আসক্তিপূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে আর সজ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উত্তম পক্ষকেই গ্রহণ করেন অর্থাৎ কহিবেন যে এ ব্যক্তি জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত হইযাছে তবে বুঝি যে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে যেমন জনকাদিব বাজ্য শাসন ও শত্রু দমন ইত্যাদি বিষয়ব্যাপার দেখিযা দুর্জ্জনেবা তাহাদিগকে বিষযাসক্ত জানিয়া নিন্দা করিত এবং ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে অর্জ্জুন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং বাজ্য করিলে পব দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে রাজ্যসক্ত জানিয়া নিন্দিতরূপে বর্ণন করিত ইহা পূর্ব্ব২ ও দৃষ্ট আছে। এ উদাহবণ দিবার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে জনকাদির ও অর্জ্জুনাদির তুল্য এ কালেব জ্ঞানসাধকেবা হযেন অথবা ইদানীন্তন জ্ঞানসাধকেব বিপক্ষেবা তাঁহাদের মহাবলপবাক্রম বিপক্ষেব তুল্য হযেন তবে এ উদাহবণেব তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বকালেই দুর্জ্জন ও সজ্জন আছেন আব দুর্জ্জনেব সর্ব্বকালেই স্বভাব এই যে কোন ব্যক্তিব প্রতি দোষ ও গুণ এই দুইয়েবি আবোপ কবিবাব সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে কেবল দোষেরি আরোপ কবে আর সজ্জনের স্বভাব তাহার বিপবীত হয অর্থাৎ দোষ গুণ দুইয়েব সম্ভাবনা সত্ত্বেও গুণেরি আবোপ করিযা থাকেন। ঐ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত যোগবাশিষ্ঠবচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে যে ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত হয় আর কহে যে আমি ব্রহ্মকে জানি সুতরাং সে ত্যাজ্য কিন্তু ইহা বিবেচনা কর্ত্তব্য যে ব্রহ্মনিষ্ঠ কদাপি এমত কহেন না যে ব্রহ্মকে আমি জানি অতএব যে এমত কহে সে অবশ্যই কর্ম্ম ব্রহ্ম উভযভ্রষ্ট এবং ভ্রান্ত কর্ম্মীর ন্যায অধম হয। কেনশ্রুতিঃ। "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং"।। অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মের অগোচর স্বরূপ নিশ্চয় করিযাছেন তাঁহারা অবশ্যই কহেন যে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয় আমাদেব নহে আর যাঁহাবা ব্রহ্মকে না জানেন তাঁহাবা কহেন যে ব্রহ্ম আমাদেব জ্ঞেয় হয়েন। তবে দুর্জ্জন ও খলে অপবাদ দেয় যে তুমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহিয়া অভিমান কর এ পৃথক্ কথা। কোন এক বৈষ্ণব যে আপন বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করে না ও বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে সে যদি কোন শাক্তের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্তশাক্ত কহে ও ব্যঙ্গ করে এবং কোন ব্রহ্মনিষ্ঠের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও নিন্দিত কহে কিন্তু আপনাকে ভাক্ত বৈষ্ণব না মানিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বজনহিতৈষী বলিয়া অভিমান করে তাহাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত করিযা জানিবেন কি না। জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইকে সমানরূপে স্বীকাব করিয়া এই পূর্ব্বের পঙ্‌ক্তি সকল লেখা গেল বস্তুতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞান এ দুইয়ের অত্যন্ত প্রভেদ যেহেতু কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠায়ী হইলেও জ্ঞান-নিষ্ঠের মধ্যে অপ্রতিষ্ঠিত যে ব্যক্তি তাহার তুল্যও সে হয় না। তথাচ মুণ্ডকশ্রুতিঃ। "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি"।। অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় ঐ বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা পুনঃ২ জন্মজরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। "অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাং বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে"।। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে নিযুক্ত থাকিয়া অভিমান করে যে আমরা কৃতকার্য্য হই সে অজ্ঞান লোকেরা কর্ম্মফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান জানিতে পারে না অতএব সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। আর অপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীর বিষয়ে ভগবদ্গীতা কহেন। "অর্জ্জুন উবাচ। অযতিঃ শ্রদ্ধযোপেতো যোগাচ্চলিত-মানসঃ। অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।। কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি। অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি"।। অর্জ্জুন কহিতেছেন যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় পশ্চাৎ যত্ন না করে এবং জ্ঞানাভ্যাস হইতে বিরত হইয়া বিষয়াসক্ত হয় সে ব্যক্তি জ্ঞানফল যে মুক্তি তাহা না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হইবেক। সে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগপ্রযুক্ত দেবস্থান পাইলেক না এবং জ্ঞানের অসিদ্ধতাপ্রযুক্ত মুক্তিকে না পাইয়া নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হইবেক কি না। ভগবান্ কৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। "ভগবানুবাচ। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"।। তথা। "তত্র তং বুদ্ধি-সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকং। যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন"।। হে অর্জ্জুন সেই ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য ও পরলোকে নরক হয় না যেহেতু শুভকারী ব্যক্তির দুর্গতি কদাপি হয় না সেই জ্ঞানভ্রষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মীদের প্রাপ্য যে স্বর্গলোক সকল তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া শুচি ধনবান্ ব্যক্তিদের গৃহে জন্ম লয় পরে ঐ জন্মেই পূর্ব্বদেহাভ্যস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা মুক্তির প্রতি অধিক যত্ন করে। মনুঃ "সর্ব্বেষামপি চৈতেষা-মাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ"।। এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম কহা যায় যেহেতু সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ যে আত্মজ্ঞান তাহা হইতে মুক্তি হয়। অন্যের সংসর্গাধীন জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্তে যত্ন করিলে তাহাকে গড্ডরিকার-লিকার ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব ইহার প্রয়োগস্থান বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যেমন অগ্রগামী মেষ দেখিয়া পশ্চাতের মেষ ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া তাহার অনুগামী হয় সেইরূপ যুক্তি ও শাস্ত্র বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্ব২ ব্যক্তির ধর্ম্ম ও ব্যবহার অনুষ্ঠান যদি কোন ব্যক্তি করে তবে তাহার প্রতি ঐ গড্ডরিকাপ্রবাহ শব্দের প্রয়োগ পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন কিন্তু এ স্থলে দুই প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি এক এই যে বেদ ও বেদশিরোভাগ উপনিষদ্ তাহার সম্মত ও মনু প্রভৃতি তাবৎ স্মৃতিসম্মত এবং মহাভারত পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্রসম্মত আত্মোপসনা হয় ইহা জানিয়া আর ইন্দ্রিয়ব্যাপ্য যে২ বস্তু এবং বিভাগযোগ্য যে২ বস্তু সে সকল নশ্বর অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন ইহা যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া অন্য২ নশ্বর মনঃকল্পিত উপাসনা হইতে বিরত হইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরের সত্তাকে তাঁহার কার্য্যের দ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে তাহার প্রতি গড্ডরিকারলিকা শব্দের প্রয়োগ করা উচিত হয় কি যে ব্যক্তি এমত কোনো কল্পিত উপাসনা যাহা বেদ ও মন্বাদি স্মৃতি এবং মহাভারত ইত্যাদি সর্ব্বসম্মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোন মতে প্রাপ্ত হয় না কেবল অন্য কেহ২ করিতেছে এই প্রমাণে তাহা পরিগ্রহ করে এবং যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুর্জ্জয় মানভঙ্গ যাত্রা ও সুবলসম্বাদ এবং বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান যাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয় তাহাকে পরমার্থসাধন করিয়া জানে ও আপন ইষ্ট দেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করায় কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে

অনুষ্ঠান করে এমত ব্যক্তির প্রতি গড্‌ডরিকাবলিকা শব্দের প্রয়োগ উচিত হয় এ দুয়ের বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন।

আর ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী প্রথম প্রশ্নে লিখেন যে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীরা এবং তাঁহার সংসর্গীরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়াছেন। উত্তর প্রণব গায়ত্রী উপনিষৎ মন্বাদি স্মৃতি এই সকল শাস্ত্র নিগূঢ় হউক কি অনিগূঢ় হউক ইহারি প্রমাণে তাঁহারা জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন কিন্তু বেদবিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও দুটি ভাই ও তিন প্রভু এই সকলের সাধকেরা কোন্ শাস্ত্রপ্রমাণে অনুষ্ঠান করেন জানিতে বাসনা করি। ইতি।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে "যাহারা বেদ স্মৃতি পুরাণাদ্যুক্ত স্বস্বজাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন তাঁহাদিগের তবে অনাদর পুরঃসর যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বীর ন্যায় বিশ্বাসকারণ অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিদিগের স্বান্দ ও মহাভারতবচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা। সদাচারো হি সর্ব্বাহো নাচারাদ্বিযুতঃ পুনঃ। তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা। দুরাচাররতো লোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ। তথাচ। সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্র ইতি নির্দ্দিশেৎ"।। উত্তর। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সদাচার সদ্ব্যবহারহীন অভিমানীর যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক হয় লিখিয়াছেন এ স্থলে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা তাঁহার কি তাৎপর্য্য তাহা স্পষ্ট বোধ হয় না। প্রথমত যদি ইহা তাৎপর্য্য হয় যে তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর যে আচার ও ব্যবহার তাহাই সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় এবং তাহা না করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় তবে ধর্ম্মসংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষীকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর আচার ও ব্যবহার করিয়া থাকেন কি না অর্থাৎ বৈষ্ণবের আচার যে মৎস্য মাংস ত্যাগ এবং অধীনতা ও পরনিন্দারাহিত্য ইত্যাদি ধর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠান করেন কি না এবং তত্তৎকালে কৌলের ধর্ম্ম যে নিবেদিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন ও মৎস্য মাংস যে আহার না করে তাহার প্রতি পশু শব্দ প্রয়োগ ইহাও করিয়া থাকেন কি না। আর ব্রহ্মনিষ্ঠের ধর্ম্ম যাহা মনু কহিয়াছেন যে। "জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।। তথা। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্"।। অর্থাৎ কোন২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সকল ব্রহ্মাত্মক হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে প্রণব উপনিষদাদি বেদের অভ্যাসে যত্ন করিবেন। এই সকলেরও অনুষ্ঠান ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী করিয়া থাকেন কি না। এই তিন পৃথক্২ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আচার যাহা পরম্পর বিরুদ্ধ হয় তাহা করিয়া থাকেন এমত কহিতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বুঝি সমর্থ হইবেন না যেহেতু ধর্ম্মবুদ্ধিতে মৎস্য মাংস ত্যাগ ও মৎস্য মাংস গ্রহণ এবং গ্রহণাগ্রহণে সমান ভাব এই তিন ধর্ম্ম কোন মতে এককালে এক ব্যক্তি হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই অতএব যদি সকল উপাসকের আচার ও ব্যবহার ইহাই সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর তাৎপর্য্য হইল তবে তাঁহার ব্যবস্থানুসারে সদাচার সদ্ব্যবহারের অনুষ্ঠানে অক্ষমতাহেতুক যজ্ঞোপবীত ধারণ তাঁহারি আদৌ বৃথা হয়। দ্বিতীয়ত। যদি আপন২ উপাসনাবিহিত যে সমুদায় আচার তাহাই সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর অভিপ্রেত হয় তবে তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানি যে তিনি আপন উপাসনার সমুদায় আচার করিয়া থাকেন কি না যদি শাস্ত্রবিহিত সমুদায় আচার করিয়া থাকেন তবে যথার্থরূপে তিনি অন্য ব্যক্তি যে আপন উপাসনার

সমুদায় ধর্ম্ম না করিতে পারে তাহাকে ত্যজ্য কহিতে পারেন এবং তাহার যজ্ঞোপবীত বৃথা ইহাও আজ্ঞা করিতে পারেন আর যদি তিনি আপন উপাসনাবিহিত ধর্ম্মের সহস্রাংশের একাংশও না করেন তবে তাহার এই যে ব্যবস্থা যে স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় ইহার অনুসারে অগ্রে আপন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া যদি অন্যকে কহেন যে তুমি স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান করিতে পার না অতএব কেন বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারণ করহ তবে এ কথা শোভা পায়। তৃতীয়তঃ সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা আপন২ উপাসনাবিহিত ধর্ম্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর যদি অভিপ্রেত হয় ও যেই অংশের অনুষ্ঠানে ত্রুটি হয় তন্নিমিত্ত মনস্তাপ এবং স্বধর্ম্মবিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে করে তাহার যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথা হয় না তবে এ ব্যবস্থানুসারে কি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর কি অন্য ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইল। চতুর্থ যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে মহাজন সকল যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহার নাম সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় ইহাতে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করি যে মহাজন শব্দে কাহাকে স্থির করা যায় কেননা দেখিতে পাই যে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এবং কবিরাজ গোসাঞি ও রূপ সনাতন নরোত্তমদাস ও বিদাস প্রভৃতিকে গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মহাজন কহিয়া তাহাদিগের গ্রন্থানুসারে পরম্পরায় আচার করিতে উদ্যুক্ত হয়েন এবং শাক্ত সম্প্রদায়ের কৌলেরা বিরূপাক্ষ ও নির্ব্বাণাচার্য্য এবং আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া তাহাদিগের ব্যবহার ও তাঁহাদের গ্রন্থানুসারে আচার করিতে প্রবর্ত্ত আছেন সেইরূপ রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা রামানুজ ও তৎশিষ্য প্রশিষ্যকে মহাজন কহিয়া তাহাদিগের ব্যবহার ও আচারকে সদাচার সদ্ব্যবহার জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে এ পর্য্যন্ত যত্ন করিতেছেন যে শিবলিঙ্গ দর্শনকে পাপ কহিয়া শিবমন্দিরে প্রবেশ করেন না নানকপন্থী ও দাদূপন্থী প্রভৃতিরা পৃথক২ ব্যক্তিকে মহাজন জানিয়া তাহাদের ব্যবহার ও আচারানুসারে ব্যবহার ও আচার করিতে যত্ন করেন এবং শাস্ত্রেও অধিকারিবিশেষে বিশেষ২ অনুষ্ঠান লিখিয়াছেন। অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ।। কিন্তু একের মহাজনকে অন্যে মহাজন কি কহিবেক বরঞ্চ খাতকও কহে না এবং ঐ সকল মহাজনের অনুগামীরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর এরূপ তাৎপর্য্য হইলে সদাচার সদ্ব্যবহারের নিয়মই রহে না সুতরাং একের মতে অন্য সদাচার সদ্ব্যবহারহীন ও বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী হয়েন। পঞ্চম যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ইহা তাৎপর্য্য হয় যে আপন পিতৃপিতামহাদি যে আচার করিয়াছেন সে সদাচার হয় তথাপিও সদাচারের নিয়ম রহিল না পিতা পিতামহ অযোগ্য কর্ম্ম করিলে সে ব্যক্তি অযোগ্য কর্ম্ম করিয়াও আপনাকে সদাচারী কহিতে পারিবেক এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর মতে পিতৃপিতামহের মতানুসারে সেই অযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তার যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়। বস্তুতঃ আপন২ উপাসনানুসারে শাস্ত্রে যাহাকে সদাচার কহিয়াছেন তাহা শাস্ত্রের অবহেলাপূর্ব্বক পরিত্যাগ যে করে অথবা বাধকপ্রযুক্ত তাহার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে মনস্তাপ ও তত্তৎশাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে না করে তাহার যজ্ঞোপবীত ব্যর্থ হয় এবং যে আপনি স্বধর্ম্মহীন হইয়া অন্য স্বধর্ম্মহীনকে বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী বলে এমতরূপ নিন্দকের এবং স্বদোষ দর্শনে অন্ধের যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথাও হইতে পারে। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বন্ধ ব্যাঘ্র বিড়াল তপস্বীর যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন তাহা কাহার প্রতি শোভা পায় ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তি সকল বিবেচনা করুন। নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড ব্যয় হয় ও ভারি বাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শ বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্য্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্ব্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্ব্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড বিনা আহার হয় না। আর এক ব্যক্তি মহানির্ব্বাণের

এই বচনে নির্ভর করেন। "যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয় সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ"।। অর্থাৎ যে২ উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয় তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য এই ধর্ম্ম সনাতন হয়। এবং তদনুসারে বাহ্যে কোন প্রতারকতা কি বেশে কি আলাপে কি ব্যবহারে যাহাতে হঠাৎ লোকে ধার্ম্মিক ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব জ্ঞান করিয়া থাকে তাহা না করিয়া অন্যের বিরুদ্ধ চেষ্টা না করে এবং তন্ত্রাদিবিহিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন যাহা দেখিলে অনেকের অশ্রদ্ধা হয় তাহাও স্পষ্টরূপে করিয়া থাকে এই দুইয়ের মধ্যে কে বিড়ালতপস্বী হয় ইহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই সুবোধ লোকেরা জানিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর তৃতীয় প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবৈধ হিংসাকরণ কোন ধর্ম্ম বিশেষতঃ সর্ব্বভূতহিতে রত অহিংসক পরম কারুণিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানীদিগের আত্মোদর ভরণার্থে পরমহর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদি ছেদনকরণ কি আশ্চর্য্য এতাদৃশ সাধ্য সদাচার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণবচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়। "যথা। যো জন্তুনাত্ম-তুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্য তস্যেহ নামুত্রাপি সুখং ক্বচিৎ"।।৩।। উত্তর ধর্ম্মাধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে দেখ পূজার্থে কুন্দশেফালিকা জবা মহাদেবকে দান করিলে শাস্ত্রনিষিদ্ধপ্রযুক্ত পাতক হয় আর দেবতাকে রুধির প্রদানেতেও পুণ্য হয় যেহেতু শাস্ত্রে বিধি আছে সেই শাস্ত্রে কহিতেছেন। "দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্"। মনুঃ "নাত্তা দুষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি। ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যাদ্যাশ্চ প্রাণি-নোঽত্তার এব চ"।। "অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদিকঞ্চন"।। অর্থাৎ দেবতা পিতৃলোককে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষভাগী হয় না। ও ভক্ষ্য প্রাণিসকলকে প্রতি দিন ভোজন করিয়া তাহার ভোক্তা দোষ প্রাপ্ত হয় না যেহেতু বিধাতাই একেকে ভক্ষক অপরকে ভক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং মৎস্য মাংসাদি কোন দ্রব্য নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবেক না। অতএব বিহিত মাংসাদি ভোজনে ছাগলাদির হনন ব্যতিরেকে মাংসের সম্ভাবনা হইতে পারে না যেহেতু অপ্রোক্ষিত মৃত পশু খাদ্য নহে কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কিরূপে জানিয়াছেন যে অনিবেদিত ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ২ করিয়া থাকেন তাহার বিশেষ লিখেন নাই তিনি কি ছাগলহননকালে বিদ্যমান থাকিয়া নৃত্য কিম্বা উৎসাহ করিতে দেখিয়াছেন কি ভোজনকালে বসিয়া স্ব স্ব উপাসনার অনুসারে অনিবেদিত ভোজন করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন। দোষোল্লেখ করিবার জন্য ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সত্যকে এককালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি যাঁহারা পরমেশ্বরকে জন্ম মরণ চৌর্য্য পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন তাঁহারা যে কেবল অনিবেদিত ভোজনের অপবাদ মনুষ্যকে দিয়া ক্ষান্ত থাকেন ইহাও আহ্লাদের বিষয়। মহানির্ব্বাণ "বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ। আত্মতৃপ্তঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ"।। জ্ঞানে যাঁহার নির্ভর তিনি সর্ব্বযুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত কিম্বা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন অতএব আগমবিহিত মাংস ভোজন স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে নিবেদনপূর্ব্বক করিলে অধর্ম্মের কারণ হয় ও গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবেরা স্বহস্তে মৎস্য বধ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া খাইলেও ধর্ম্ম হয় ইহা যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর মত হয় তবে তিনি অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী হইবেন। মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়। লোকে কেন খায় কেন সুখে কাল যাপন করে ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়। মাংস ভোজন শাস্ত্রে অবিহিত ইহা যদি না কহিতে পারে অন্ততও লোকের নিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবেক যে নিবেদন করিয়া খায় না কিম্বা আচমনে অধিক জল কি অল্প জল লইয়াছিল কিন্তু মৎসরের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্রবিহিত আহার ও প্রারব্ধ-নির্ম্মিত ভোগ পরিত্যাগ করে ইহাতে মৎসরের অদৃষ্টে যে দুঃখ তাহা কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি।।৩।।

চতুর্থ প্রশ্ন। অনেক বিশিষ্টসন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতাপ্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোকলজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎ-কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য। "যথা . গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা ছিনত্তি যঃ কেশান্ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকং।। অথাচ। যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। তপোপহা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ।। অপিচ যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ। তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি।। তথাচ। চাণ্ডালান্ত্যাস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি।। অন্ত্যা ম্লেচ্ছযবনাদয় ইতি কুল্লুকভট্টঃ"।। উত্তর। যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতাপ্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারা বিরুদ্ধকারী অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন সেইরূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন এ নিমিত্ত ধন ও প্রভুত্ব নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদ সুরাপান ও যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারাও শাসনযোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্ত্যজরচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সর্ব্বদা যাহা সুরাতুল্য হয় তাহার পান এবং স্বভৃত্য যবনস্ত্রী ও চণ্ডালিনী বেশ্যা ভোগ করেন সেং ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্হ হয়েন। যে হেতু পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কি পর্য্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক? ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জানা উচিত যে প্রযোগ ও পিতৃবিয়োগ ব্যতিরিক্ত বৃথা কেশচ্ছেদ করিবেক না ইহা নিষেধ আছে অতএব বৃথা শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক কেশচ্ছেদের নিষেধ ইহাতে বুঝায় না। বিশেষত বৃথা কেশচ্ছেদ অতিকচ্ছ পরিধান ও হাঁচি হইলে জীব ইহা না বলা এবং ভূমিতে পতিত হইলে উঠ এ শব্দ প্রযোগ না করা যাহাতে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় এরূপ ক্ষুদ্র দোষে মহাপাতকশ্রুতি যে সকল বিষয়ে আছে তাহার ক্ষয়ের নিমিত্তে ওইরূপ অল্পায়াসসাধ্য অন্ন হিরণ্যাদি দানরূপ উপায়ও আছে। "ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপমন্নদানাৎ প্রনশ্যতি। সম্বর্ত্তঃ। হিরণ্যদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ। নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি।। কুলার্ণবে। ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যৎ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং। তৎ সর্ব্বপাতকং নশ্যেৎ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা"।। অর্থাৎ অন্ন দান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ নষ্ট হয়। স্বর্ণদান গোদান ভূমিদান ইহাতে মহাপাতকও নষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও জীব এই দুইযের অভেদ চিন্তা ক্ষণমাত্র করিলেও যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যায় তদ্রূপ সকল পাতক নষ্ট হয। অতএব সাধারণ দোষের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বং শাস্ত্রকারেরাই লিখিয়াছেন। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বচন লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হযেন এবং অন্য স্মৃতিবচনেও কলিতে ব্রাহ্মণের মদ্যপান নিষিদ্ধ দেখিতেছি এ সকল সামান্য বচন যেহেতু ইহাতে বিশেষ বিধি দেখিতে পাই শ্রুতিঃ "সৌত্রামণ্যাং সুরাং গৃহ্নীয়াৎ"। সৌত্রামণী যজ্ঞে সুরাপান করিবেক। ভগবান্ মনুঃ "ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে"। অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইলে যে প্রকার মদ্যপানে ও মাংস ভোজনে এবং স্ত্রীসংসর্গে বিধি আছে তাহা করিলে দোষ নাই। কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রঃ। "কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ মমাজ্ঞয়া।। অতএব দ্বিজাতীনাং মদ্যপানং বিধীয়তে। দ্বেষ্টারঃ কুল-ধর্ম্মাণাং বারুণীনিন্দকাশ্চ যে। শ্বপচাদধমা জ্ঞেয়া মহাকিল্বিষকারিণঃ"।। কলিকালে বিশেষত ব্রাহ্মণেরা কদাপি পশু হইবেক না এই হেতু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মদ্যপান বিহিত হয়। যে সকল ব্যক্তি কুলধর্ম্মের দ্বেষ এবং মদিরার নিন্দা করে সে সকল মহাপাতকী চণ্ডাল হইতেও অধম হয়। পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবচনে সামান্যত সুরাপানে নিষেধ বুঝাইতেছে আর পশ্চাতের লিখিত শ্রুতিস্মৃতিতন্ত্রবচনে বিশেষং অধিকারে সুরাপানে বিধি প্রাপ্ত হইতেছে অতএব দুই শাস্ত্রের

পরস্পর বিরোধ হইল তাহাতে ভগবান্ মহেশ্বর আপনি সিম্ধান্ত করিয়াছেন। 'অসংস্কৃতন্তু মদ্যাদি মহাপাপকরং ভবেৎ"। অর্থাৎ সংস্কারহীন যে মদ্যাদি তাহার পান ভোজনে মহাপাতক জন্মে। অতএব সংস্কৃত মদ্য ভিন্ন যে মদ্য তাহার পানে ঐ স্মৃতিবচনানুসারে অবশ্যই মহাপাতক হয় আর সংস্কৃত মদিরা পানে পাপ কি হইবেক বরঞ্চ তাহার নিন্দকের মহাপাতক জন্মে পূর্ব্বোক্ত বচন ইহার প্রমাণ হয়। এইরূপ বিরোধ যখন বেদে উপস্থিত হয় অর্থাৎ এক বেদে কহিয়াছেন যে কোন প্রাণীর হিংসা করিবেক না আর অন্য বেদে কহেন যে বায়ু দেবতার নিমিত্তে শ্বেত ছাগল বধ করিবেক এমত স্থলে মীমাংসকেরা এই সিম্ধান্ত করিয়াছেন যে যে২ হিংসাতে বিধি আছে তদ্ভিন্ন হিংসা করিবেক না যেহেতু এক শাস্ত্রের কিম্বা এক শ্রুতির অমান্যতা করিলে কোন শাস্ত্র এবং কোন শ্রুতি সপ্রমাণ হইতে পারেন না। মদ্যপান বিষয়ে পরিসংখ্যাবিধি অর্থাৎ অধিক বারণও দেখিতেছি। "যথা। অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকার-লক্ষণং। সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতং। পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত ন পঞ্চতোলকা-ধিকং। মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায় চ। অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং লোলুপো নরকম্ব্রজেৎ।। পানে ভ্রান্তির্ভবেৎ যস্য সিদ্ধিস্তস্য ন জায়তে। গোপনং কুলধর্ম্মস্য পশোর্বেশবিধারণং।। পশ্বন্নভোজনং দেবি বিজ্ঞেয়ং প্রাণসঙ্কটে।" কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণ। কুলবধূর মদ্যপান স্থানে আঘ্রাণ মাত্র বিহিত হয়। আর গৃহস্থ সাধকেরা পঞ্চ পাত্রের অধিক গ্রহণ করিবেক না। পাঁচ তোলার অধিক পানপাত্র করিবেক না। মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্য পান করিবেক লোলুপ হইয়া করিলে নরকে যায়। যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয় এমত পান করিলে সিম্ধি হয না। কুলধর্ম্মের গোপন ও পশুর বেশ ধারণ এবং পশুর অন্ন ভোজন প্রাণসঙ্কটে জানিবে। অতএব আপন২ উপাসনানুসারে সংস্কৃত ও পরিমিত মদ্য পান করিলে হিন্দুর শাস্ত্র যাঁহারা মানেন তাঁহারা শাসন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন না। যদিস্যাৎ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী স্বীয় মৎসরতার জ্বালাতে যবনশাস্ত্রের কিম্বা চৈতন্যমঙ্গলাদি পয়ারের অবলম্বন করেন যাহাতে কোনো মতে মদিরা পানের বিধি নাই তবে শাসনের ক্ষমতা হইলে বৈধ মদ্য পানে দোষ কহিয়া শাসন করিতে পারগ হইবেন। কিন্তু যাঁহাদের উপাসনাতে মদ্য ও মাদক দ্রব্য বিন্দুমাত্রও সর্ব্বথা নিষিম্ধ হয় তাঁহারা যদি লোকলজ্জা ও ধর্ম্মভয় ত্যাগ করিয়া মদ্য কিম্বা সম্বিদা কি অন্য মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত বচনের বিষয় তাঁহারা হইয়া পাতকগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হইবেন। যবনী কি অন্য জাতি পরদার মাত্র গমনে সর্ব্বথা পাতক এবং সে ব্যক্তি দস্যু ও চণ্ডাল হইতেও অধম কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবা মাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে এমত্ নহে বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয় তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন সকল শাস্ত্রকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্রপ্রমাণে হয় গোশরীরের সাক্ষাৎ রস যে দুগ্ধ সে শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে অতএব খাদ্য হইল আর গৃঞ্জনাদি যাহা পৃথিবী হইতে জন্মে অথচ স্মৃতিতে নিষেধপ্রযুক্ত স্মার্ত্ত মতাবলম্বীদের তাহা ভোজনে পাপ হয় সেইরূপ স্মৃতির বচনে সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের কন্যা বিবাহ করিয়াও সন্তান জন্মাইয়াও পাতকী হইতেন না সেইরূপ সাক্ষাৎ মহেশ্বরপ্রোক্ত আগমপ্রমাণে সর্ব্ব জাতি শক্তি শৈবোদ্বাহে গ্রহণ করিলে পাতক হয় না এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ। "যথা বয়োজাতিবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ"।। মহানির্ব্বাণ। শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্ত্তৃকা না হয় তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে

শাক্তরূপে গ্রহণ করিবেক। কিন্তু যাঁহারা স্মার্ত্তমতাবলম্বী ও যাঁহাদের উপাসনামতে শৈব শাক্ত গ্রহণ হইতে পারে না অথচ যবনী কিম্বা অন্য অন্ত্যজ স্ত্রীকে গমন করেন তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবচনের বিষয় হয়েন অর্থাৎ সেই২ জাতি প্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন। ইতি বৈশাখ ৩০ শক ১৭৪৪।।

প্রার্থনাপত্র

পরমেশ্বরায় নমঃ

সবিনয় প্রার্থনা

যাঁহারা এই বেদবাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ;" "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" অর্থাৎ "ব্রহ্ম কেবল একই দ্বিতীয়রহিত হয়েন ;" "সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষুর দ্বারা জানা যায় না তত্রাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরূপ তেঁহ হয়েন এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবেক ; অতএব অস্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার জ্ঞানগোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন?"—এবং এই বাক্যানুসারে আচরণে যত্ন করেন "যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে।।" অর্থাৎ "কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেতেও হয় এমত জানিবেন,"—তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা আচরণ দেখেন তাঁহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যপিও তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন। দশনামা সন্ন্যাসিদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি, এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন ; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। ভাষা বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বারা এবং ভাষা গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে ; যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বেদগানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে "ঋগ্‌গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা। গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি।।" অর্থাৎ "ঋক্‌সংজ্ঞক গান ও গাথাসংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত গান ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়, মোক্ষসাধন যে এই সকল গান ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্ত স্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ এবং তালজ্ঞ ইঁহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।" স্মার্ত্তধৃত শিবধর্ম্মের বচন "সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্য-মনুরূপতঃ। দেশভাষাদ্যু পায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ।" অর্থাৎ "শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন তাঁহাকে গুরু কহা যায়।"

বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ-সাধন জানেন তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। তাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য কহেন ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে

আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে ; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা য়িশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ও ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন ইহাই স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও বিরোধিভাব কর্ত্তব্য নহে ; বরঞ্চ যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহ্যেতে প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শান, তাঁহাদের সহিত যেরূপে অবিরোধিভাব রাখি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্ত্তব্য হয়।

আর যে সকল ইউরোপীয় য়িশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নানা প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের প্রতিও দ্বেষভাব কর্ত্তব্য হয় না , বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই ; যেহেতু এ দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার স্বদেশীয় ইহাঁদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে যদ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন তখনও তাঁহাদিগ্যে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয় ; যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষাসিদ্ধ হয় যে ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না ইতি।

———

পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ

এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিন জন চীন দেশস্থ শিষ্য ইহাঁরদের পরস্পর কথোপকথন।

পাদরি—তিন জন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ভাই ঈশ্বর এক কি অনেক?

প্রথম শিষ্য—উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন।

দ্বিতীয় শিষ্য—কহিল, ঈশ্বর দুই।

তৃতীয় শিষ্য—উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই।

পাদরি—হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারির ন্যায় উত্তর করিলে?

সকল শিষ্য—আমরা জ্ঞাত নহি আপনি এ ধর্ম্ম যাহা আমারদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন, কিন্তু আমারদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিযাছেন ইহা নিশ্চয জানি।

পাদরি—তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড।

সকল শিষ্য—আপনকাব উপদেশ আমরা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিযাছি এবং যাহাতে আপনকার নিন্দাকর হয এমত বাঞ্ছা রাখি না কিন্তু আপনকার উপদেশ আমারদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে।

পাদরি—ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ তাহাতে কিরূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ?

প্রথম শিষ্য—আপনি কহিয়াছিলেন যে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি গোষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর হযেন, ইহাতে আমাবদিগের গণনামতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন হয়।

পাদরি—আহা আমি দেখিতেছি তুমি অতি মূঢ় আমার অর্দ্ধেক উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছ আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য—যথার্থ আপনি ইহাও কহিয়াছিলেন কিন্তু আমি অনুমান করিলাম যে আপনকার ভ্রম হইয়া থাকিবেক এ নিমিত্তে যাহা আপনি প্রথমে কহিযাছিলেন তাহাকেই সত্য করিয়া জানিয়াছি।

পাদরি—হা এমত নহে, তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখন বিশ্বাস করিবা না এবং তাঁহারদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে এমত জানিও না কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য—এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীনদেশীয় লোক পরস্পব বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

পাদরি—ওহে ভাই এ এক নিগূঢ় বিষয়।

প্রথম শিষ্য—এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয় মহাশয়।

পাদরি—এ নিগূঢ় বিষয় হয় কিন্তু আমি জানি না কিরূপে তোমাকে বুঝাইব এবং আমি অনুমান করি এ গুপ্ত বিষয় কোনরূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না।

প্রথম শিষ্য—হাস্য করিয়া কহিল, মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম্ম আমারদিগবে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।

পাদরি—আহা স্থূলবুদ্ধির বাক্য এই বটে, চীনের দেশে প্রবল কলি আপন কর্ম্ম প্রকৃতরূপে করিতেছে। পরে দ্বিতীয় শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন, যে কিরূপে তুমি দুই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে?

দ্বিতীয় শিষ্য—অনেক ঈশ্বর আছেন আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি সংখ্যার ন্যূন করিয়াছেন।

পাদরি—আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে ঈশ্বর দুই হয়েন; সে যাহা হউক তোমারদিগের মূঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমারদিগের নিস্তার বিষয়ে নিরাশ হইতেছি।

দ্বিতীয় শিষ্য--সত্য বটে আপনি স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে ঈশ্বর দুই কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই হয়।

পাদরি—তবে তুমি এই নিগূঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় শিষ্য—আমরা চীনদেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি, আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে এক জন বহু কাল হইল মারা গিয়াছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন।

পাদরি—কি বিপদ্ এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হয়। পরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যে তোমার দুই ভাই পাষণ্ড বটে কিন্তু তুমি উহারদিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ কোন্ আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে ঈশ্বর নাই।

তৃতীয় শিষ্য—আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি কিন্তু তাঁহারা কেবল এক হয়েন যাহা কহিয়াছিলেন তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম, অন্য কথা আমি বুঝিতে পারি নাই ; আপনি জানেন যে আমি পণ্ডিত নহি সুতরাং যাহা বুঝা যায় তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে অতএব এই অন্তঃকরণবর্ত্তী করিয়াছিলাম যে ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খ্রীষ্টিয়ান নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

পাদরি--এ যথার্থ বটে কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর করিয়াছ তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

তৃতীয় শিষ্য--এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিলেক, যে দেখ এই এক বস্তু বর্ত্তমান আছে ইহাকে স্থানান্তর করিলে এ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবেক।

পাদরি-এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এ স্থলে সঙ্গত হইতে পারে।

তৃতীয় শিষ্য—আপনারা পশ্চিমদেশীয় বুদ্ধিমান্ লোক, আমারদিগের বুদ্ধি আপনকারদিগের ন্যায় নহে, দুরূহ কথা আমারদিগের বোধগম্য হয় না, কারণ পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর নাই ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি।

পাদরি--আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমারদিগের অপরাধ মার্জ্জনার জন্যে প্রার্থনা করিব, কারণ তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্ম্মকে স্বীকার করিলে না অতএব তোমারদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল।

সকল শিষ্য—এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, এমত ধর্ম্ম মহাশয় উপদেশ করেন পরে কহেন যে তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে যেহেতু বুঝিতে পারিলে না ইতি।

পথ্য প্রদান

সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্টকর্ত্তৃক

কলিকাতা

সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দা ১৭৪৫

MEDICINE
FOR THE SICK
OFFERED

BY

ONE WHO LAMENTS

HIS INABILITY TO PERFORM
ALL RIGHTEOUSNESS

CALCUTTA,
PRINTED AT THE SUNGSCRIT PRESS

1823

পরমেশ্বরায় নমঃ।।

ভূমিকা

বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণপূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমুদায়ে দুই শত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ সংখ্যক হয়, তাহাতে দশ পৃষ্ঠ পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন ওই দশ পৃষ্ঠে গণনা করা গেল যে ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কদুক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন; এইরূপ সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে দ্বেষ ও মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্ম্মসংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদছলে এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন, অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্ব্বথা সম্ভব ছিল।। [২] ধর্ম্মসংহারককে এবং অন্য২কে বিদিত আছে যে তাঁহার প্রতি এরূপ অথবা এতদধিক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে আমাদের বরঞ্চ আমাদের আশ্রিত ব্যক্তিদেবও সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, যেহেতু তাঁহারদের সহিত ধর্ম্মসংহারকেব কদুক্তির আদান প্রদানে পরিপূর্ণ লিপি সকল অদ্যাপিও ব্যক্ত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা স্বয়ং তিন কারণে দুর্ব্বাক্যের বিনিময় হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। প্রথমত, যে কেহ উত্তরে কটূক্তি শুনিবাব আশঙ্কা না করিয়া আপন অধীন ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি গর্হিত বচন প্রযোগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার প্রতি উত্তরে কটূক্তি কথনের প্রয়োজন যে তাহার ক্ষোভ ও লজ্জা ও মনঃপীড়া এ সকল না হইয়া কেবল তত্তুল্য নীচত্ব সেই উত্তর প্রদাতার স্বীকার মাত্র হয়, সুতবাং (নীচস্যোচ্চৈর্ভাষাঃ সুজনঃ স্ময়তে ন শোচতে তাভিঃ। কাকভেকখরশব্দাৎ বদ কো নগরং বিমুঞ্চতে ধীরঃ)।। দ্বিতীযত, বালক ও পশ্বাদির হিতকবণে ও চিকিৎসাসমযে তাহারা আস্ফালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে ওই অবোধ প্রা[৩]ণীর চীৎকারাদির পরিবর্ত্ত না করিয়া দয়ালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতেচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হয়েন না, সেইরূপ আমাদের হিতৈষার বিনিময়ে ধর্ম্মসংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায ও দ্বেষ প্রকাশে আমবা রাগাপন্ন না হইয়া ওই প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছি। তৃতীযত, ভাগবতে লিখেন (ঈশ্বরে, তদধীনেষু, বালিশেষু, দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ) পরমেশ্বরে প্রেম, তাঁহার অধীন ব্যক্তিসকলের সহিত মিত্রতা, মূর্খ ব্যক্তিদিগ্যে কৃপা, ও দ্বেষ্টাদের প্রতি উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম হয়, অতএব সাধ্যানুসারে ধর্ম্মসংহারকের প্রতি উপেক্ষাই কর্ত্তব্য হয়।

বিজ্ঞাপনা।

আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক আপন প্রত্যুত্তরের নাম "পাষণ্ড পীড়ন" রাখেন তাহাতে বাগদেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বাবা ধর্ম্মসংহারকেব প্রতি যাহা যথার্থ তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রয়োজন পৃষ্ঠে (তদুত্তরস্বরূপেণ) ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা যে দুর্ব্বাক্য আমাদের

উদ্দেশে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাগ্‌দেবতা "তৎ" পদের উদ্দেশ্য প্রশ্নচতুষ্টয়কে দেখাইয়া ওই সকল দুর্ব্বাক্য ধর্ম্মসংহারকের প্রতি উল্লেখ করেন।

আমাদের নির্দ্দোদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক "নগরান্তবাসী" এই পদ প্রয়োগ পুনঃ২ করিয়াছেন, অথচ বাগ্‌দেবতার প্রভাবে এ শব্দের প্রতিপাদ্য তিনি যে স্বয়ং হয়েন তাহা স্মরণ করিলেন না।।

প্রত্যুত্তর প্রকাশের দিবস সন ১২২৯ শাল ২০ মাঘ লিখেন কিন্তু এ নগরস্থ অনেক সজ্জনের নিকট প্রকাশ আছে যে বৈশাখ মাসে প্রত্যুত্তরের বিতরণ হয় ইতি।। ১২৩০, ১৫ পৌষ।।

সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমঃ তজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্টঃ

নমো জগদীশ্বরায়।

প্রথমত তিন পৃষ্ঠের অধিক স্বীয় প্রশ্ন ও আমাদের দত্ত উত্তরের কিয়দংশ লিখিয়া, ধর্ম্ম-সংহারক চতুর্থ পৃষ্ঠে যে প্রত্যুত্তর দেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম আপনাকে ভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানী স্বীকার করিয়াছেন অথচ ভ্রান্ত শব্দের অর্থ জানেন না "ইদানীন্তন কর্ম্মীদের সন্ধ্যা বন্দনাদি ও নিত্য পূজা হোমাদি পিতৃমাতৃকৃত্য যাত্রা মহোৎসব জপ যজ্ঞ দান ধ্যান অতিথিসেবা প্রভৃতি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বদা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন তথাপি স্বয়ং প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত ভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া সম্পূর্ণ কিম্বা অসম্পূর্ণ কর্ম্মিসকলকে কোন্ শাস্ত্রদৃষ্টিতে নিরপরাধে ভ্রান্ত কর্ম্মী কহিয়া নিন্দা করেন" [২]।। উত্তর।—আমাদের পূর্ব্ব উত্তরে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নিয়ম ছিল না কেবল সাধারণ কথন আছে অর্থাৎ "কি ভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি অভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানী" "এক ভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভ্রান্তকর্ম্মী" তাহার দ্বারা আমরা আপনাদের প্রতি কিম্বা অন্য কোনো অসম্পূর্ণ জ্ঞানীর প্রতি ভ্রান্ততত্ত্বজ্ঞানী শব্দের উল্লেখ করিয়াছি এমৎ উপলব্ধি দ্বেষপরিপূর্ণ চিত্ত ব্যতিরেকে অন্যের কদাপি হয় না বিশেষত "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম" এই নাম গ্রহণই উত্তরপ্রদাতার অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুষ্ঠানকে ব্যক্তরূপে জানাইতেছে অধিকন্তু ওই উত্তরের ৭ পৃষ্ঠের শেষে ওইরূপ সাধারণ মতে লিখা আছে "যে কোনো এক বৈষ্ণব যে আপন ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করে না—সে যদি কোন শাক্তের—এবং কোনো ব্রহ্মনিষ্ঠের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভ্রান্ত ও নিন্দিত কহে—তবে তাহাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত জানিবেন কি না" এই সাধারণ প্রশ্ন এক ব্যক্তির কি শাক্তত্ব ও ব্রাহ্মত্ব উভয়ের [৩] ব্যঞ্জক হইতে পারে? বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন। যদি কেহ এমৎ নিয়ম করেন যে অসম্পূর্ণ শ্রবণমননবিশিষ্ট জ্ঞানাবলম্বী ভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানী শব্দের বাচ্য হয় তবে তাঁহার অবশ্য উচিত হইবেক যে অসম্পূর্ণ কর্ম্মীর প্রতিও ভ্রান্তকর্ম্মিপদের উল্লেখ করেন কিন্তু এ নিয়ম কি আমাদের কি ধর্ম্মসংহারকের উভয়ের তুল্য গ্লানিকর হয়।

ঐ পৃষ্ঠের শেষে ধর্ম্মসংহারক আপনাকে সেই সকল কর্ম্মীদের মধ্যে গণনা করিয়াছেন যাঁহাদিগ্যে লোকে "শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতে দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন" এ নিমিত্ত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম যাহা কর্ম্মীর অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার কিঞ্চিৎ এ স্থলে লিখিতেছি এই প্রার্থনা যে পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে লোকেরা এ সকলের অনুষ্ঠান করিতে ধর্ম্মসংহারককে সর্ব্বদা দেখিতেছেন কি না। (স্মার্ত্তধৃত বচনসকল। প্রাতরুত্থায় কর্ত্তব্যং যদ্দ্বিজেন দিনে দিনে ইত্যাদি। ব্রাহ্মে [৪] মুহূর্ত্তে উত্থায় স্মরেৎ দেববরান্ মুনীন্। মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ দক্ষিণাং দিশং দক্ষিণাপরাম্বেতি। তদ্দেশপরিমাণমাহ। মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্তু শরত্রয়ং। অন্তর্ধায তৃণৈর্ভূমিং শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা।। স্নানং সমাচরেৎ প্রাতর্দন্তধাবনপূর্ব্বকং। অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং)।। ইহার অর্থঃ। প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া দ্বিজ সকল যে২ কর্ম্ম প্রতিদিন করিবেন তাহা লিখিতেছি। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ চার দণ্ড রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রধান দেবতা ও ঋষিগণের স্মরণ করিবেন। বাটীর দক্ষিণ কিম্বা নৈর্ঋত কোণে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন তাহাতে দেশের পরিমাণ এই যে মধ্যবিধ এক ধনু লইয়া তিন শর প্রক্ষেপ করিবেন অর্থাৎ ঐ শরক্ষেপপরিমিত ভূমি পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। তৃণের দ্বারা ভূমিকে আচ্ছাদন করিয়া ও বস্ত্রের দ্বারা মস্তকাচ্ছাদনপূর্ব্বক মল মূত্র পরিত্যাগ করিবেন। পরে দন্ত ধাবনান্তর অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা গাত্রে মৃত্তি[৫]কা লেপনপূর্ব্বক প্রাতঃকালে স্নান করিবেন। পুস্তকবাহুল্য ভয়ে প্রতিদিন কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে প্রাতঃকর্ত্তব্যের কিঞ্চিৎ লেখা গেল আর ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত অবধি প্রদোষ পর্য্যন্ত দিবসকে আট ভাগ

করিয়া প্রত্যেক ভাগে যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহারও কিঞ্চিৎ২ সংক্ষেপরূপে লেখা যাইতেছে। (অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা) অর্থাৎ আদ্যভাগে ও অন্তভাগে অগ্নিহোত্র করিবেন। (দ্বিতীয়ে চ ততো ভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে) অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগে বেদের অধ্যয়ন বিচার অভ্যাস জপ ও অধ্যাপনা করিবেন। (তৃতীয়ে চ তথা ভাগে পোষ্যবর্গার্থসাধনং) অর্থাৎ তৃতীয় ভাগে স্ব২ বৃত্তি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিবেন। (চতুর্থে চ তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ) অর্থাৎ চতুর্থ ভাগে পুনঃ স্নান নিমিত্ত মৃত্তিকা হরণ করিবেন। (পঞ্চমে চ তথা ভাগে সংবিভাগো যথার্হতঃ) অর্থাৎ পঞ্চম ভাগে নিত্যশ্রাদ্ধ বলি বৈশ্বদেব ক্ষুধার্ত্ত জীবে অন্ন দান পশ্চাৎ অবশিষ্ট ভোজন ইত্যাদি করিবে। [৬] (ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠসপ্তমকৌ নয়েৎ) অর্থাৎ ষষ্ঠ সপ্তম ভাগকে ইতিহাস পুরাণাদির আলোচনাতে যাপন করিবেন। (অষ্টমে লোকযাত্রাযাং বহিঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ) অর্থাৎ অষ্টম ভাগে লোকযাত্রা ও গ্রামের বহির্ভাগে যাইয়া সন্ধ্যা বন্দনা গায়ত্রীজপ ইত্যাদি কর্ম্ম করিবেন।। যাঁহারা ধর্ম্মসংহারককে প্রত্যহ দেখিতেছেন তাঁহারাই মধ্যস্থস্বরূপ মীমাংসা করিবেন অর্থাৎ যদি ধর্ম্মসংহারকে প্রতিদিন এ সকল কর্ম্ম অবাধে করিতে দেখেন তবে সম্পূর্ণ কর্ম্মীদের মধ্যে সুতরাং তাঁহাকে গণিত করিবেন; যদি তাঁহারা কহেন যে প্রায় এ সকল কর্ম্ম ধর্ম্মসংহারক প্রত্যহ করিযা থাকেন কোনো দিবস করিতে অসমর্থ হইলে প্রত্যবায় পরিহারের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করেন তবে সুতরাং তিনি অসম্পূর্ণ কর্ম্মী এই পদবাচ্য হইবেন; অথবা যদি তাঁহারা দেখেন যে সূর্য্যোদয়ের ভূরিকালানন্তর গাত্রোত্থান করিযা ধর্ম্মসংহাবক স্বগৃহে আতুবেব ন্যায় প্রাতঃকৃত্য করেন পরে [৭] দ্বিতীয় ভাগে কর্ত্তব্য বেদাভ্যাসের স্থানে গ্রাম্যালাপ ও লোকনিন্দা করিয়া থাকেন, তৃতীয় ভাগে কর্ত্তব্য যে স্ববৃত্তিতে ধনোপার্জ্জন তাহাব স্থানে শূদ্রবৃত্তি দ্বাবা দিবসের ভূরিকালকে ক্ষেপণ করেন, আর চতুর্থ ভাগে কর্ত্তব্য মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ স্নান ও সন্ধ্যাদি স্থানে, এবং পঞ্চম ভাগে কর্ত্তব্য কর্ম্মেব স্থানে, সূচীবিদ্ধ যবনব্যবহাবযোগ্য বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ম্লেচ্ছ যবন অন্ত্যজ ইত্যাদির সহিত বেষ্টিত হইয়া ম্লেচ্ছগৃহে স্থিতি কবেন; ও অষ্টম ভাগে কর্ত্তব্য হোমাদি স্থানে ধূম্র পানে ও ব্যসনে কাল যাপন করেন তবে ঐ মধ্যস্থেরা বিবেচনা মতে ধর্ম্মসংহারকের প্রতি ভাক্তকর্ম্মিপদের উল্লেখ করা উচিত জানেন অবশ্য করিবেন আর ঐ স্বধর্ম্মবিহীন বিশিষ্ট সন্তান আপনাকে উত্তম কর্ম্মী জানাইযা অন্যের স্বধর্ম্মানুষ্ঠান নাই এই পরিবাদ দিয়া সমাজমধ্যে বাহুবাদ্যপূর্ব্বক যদি আস্ফালন কবেন তবে তাঁহারাই ঐ সাধুসন্তানের প্রতি ধৃষ্ট পদের প্রযোগ কবা উচিত বুঝেন অবশ্যই করিবেন।।

[৮] ৮ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশ সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রপ্রমাণানুসারে সাময়িক কর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তাকে নিরন্তর পরধর্ম্মানুষ্ঠাতা কহিয়া নিন্দা করেন"।। উত্তব।—"স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেব সাবকাশ সময়" এই পদের প্রয়োগাধীন অনুভব হয় যে সাময়িক কর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্ম এ দুই শব্দের দ্বারা ধনোপার্জ্জনাদি বিষয়কর্ম্ম তাঁহার অভিপ্রেত হইবেক অতএব নিবেদন, যে২ পণ্ডিতেবা ধর্ম্মসংহারককে সর্ব্বদা দেখিতেছেন তাঁহাবাই বিবেচনা করিবেন যে তিনি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেব সাবকাশ সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে সাময়িক কর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন কি ধনোপার্জ্জনের সাবকাশ সমযে যৎকিঞ্চিৎ স্বধর্ম্মাভাসেব অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন যেহেতু তাঁহারা অবশ্য জানেন যে ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেব সাবকাশ কাল যাহাতে ধনোপার্জ্জন কর্ত্তব্য তাহা দিবসেব অর্দ্ধ প্রহর হয় অতএব তাঁহারা এবূপ দম্ভোক্তি সত্য কি মিথ্যা ইহা অনাযাসে জানিতে পারিবেন। [৯] ৯ পৃষ্ঠে দশ পংক্তি অবধি যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যদি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও ভাক্তকর্ম্মী উভয়ে স্বস্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানরহিত হযেন কিন্তু তাহার মধ্যে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী আপনাকে লোকে সিদ্ধ ও উত্তমরূপে প্রকাশ করেন তবে ঐ ভাক্তকর্ম্মী তাঁহাকে উপহাস করিতে পারেন কি না।। উত্তব।—ধর্ম্মসংহাবক ভাক্তকর্ম্মী কি অসম্পূর্ণ কর্ম্মী হয়েন, পূর্ব্বলিখিত কর্ম্মীদের নিত্য-

কর্ম্মের বিবেচনা দ্বারা এবং ধর্ম্মসংহারকের প্রত্যহ অনুষ্ঠানের অবলোকন দ্বারা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার নির্ণয় করিবেন ; অথবা আমরা ভাক্তজ্ঞানী কিম্বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুষ্ঠায়ী হই, ইহার নশ্চয়ও সেইরূপ পরের লিখিত শাস্ত্রানুসারে পণ্ডিত লোক যেন করেন ; পূর্ব্বে উত্তর লিখিত নুবচন (জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা)।। কোনো২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে২ যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল জ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, সে কিরূপ জ্ঞান [১০] তাহা পরার্দ্ধে কহিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু যে উপনিষৎ তাহার দ্বারা জানেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সকলের উৎপত্তির মূল জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম হয়েন অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থদের পঞ্চযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের স্থানে পরব্রহ্ম পঞ্চযজ্ঞাদি তাবতের মূল হয়েন এই মাত্র চিন্তন উপনিষৎ আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের আবশ্যক হয়। তথা (যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্) পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্ম-জ্ঞানে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে, প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন অর্থাৎ আত্মার শ্রবণ মননে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে যত্ন করা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয়। বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্ম অবশ্যই ত্যাগ করিবেক এমত তাৎপর্য্য নহে কিন্তু জ্ঞানসাধনের অন্তরঙ্গ কারণ যে আত্মার শ্রবণ মনন ও শম ও বেদাভ্যাস ইহারই আবশ্যকতা জ্ঞাননিষ্ঠের প্রতি হয়, মনুটীকাধৃত কৌষীতকশ্রুতিঃ (অথ বৈ অন্যা আ[১১]হুতয়ঃ অনন্তবনন্তাঃ কর্ম্মময্যো হি ভবন্ত্যেবং হি তস্য এতৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং জুহবাঞ্চক্রুরিতি) পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মময়ী আহুতিসকল জ্ঞাননিষ্ঠদের এই হয় আর এই জ্ঞানসাধনরূপ অগ্নিহোত্র পূর্ব্ব২ জ্ঞাননিষ্ঠেরা করিয়াছেন ; অতএব বিজ্ঞ লোক বিবেচনা করিবেন যে যাঁহাদের প্রতি ধর্ম্মসংহারক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পদের প্রয়োগ করিয়াছেন সে সকল ব্যক্তিরা ব্রহ্ম জগতের মূল হয়েন এরূপ চিন্তন করেন কি না যেহেতু মনুষ্য ভূরিকাল যদ্বিষয় ভাবনা করে তদ্বিষয়ের আলাপ ও উপদেশ প্রায় ভূরিকাল করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের প্রণব ও উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সম্যক্ প্রকারে কি অসম্যক্ প্রকারে যত্ন আছে কি না ইহাও বিবেচনা করিবেন তখন অবশ্যই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন যে তাঁহারা ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুষ্ঠায়ী হয়েন, ইহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞান কর্ম্ম বিচার স্থলে পরে লেখা যাইবেক। এবং কোন্ পক্ষে আপনার উত্তমতা প্রকাশ ও সর্ব্বপ্রকারে আপনার ধর্ম্মা[১২]নুষ্ঠানের গর্ব্ব ও কোন্ পক্ষে আপনার অধীনতা ও দম্ভরাহিত্য তাহা পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দৃষ্টি করিলে বরঞ্চ উভয়ের গৃহীত নামের অর্থ বিবেচনা করিলেই বিজ্ঞ লোক জানিতে পারিবেন, যেহেতু এক জন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী ও ধর্ম্মসংস্থাপক নাম দ্বারা আপনি কেবল ধার্ম্মিক হয়েন এমত নহে বরঞ্চ ধর্ম্মসেতুর রক্ষকরূপে আপনাকে জানাইতেছে। যথা ঐ প্রত্যুত্তরের প্রয়োজনপত্রে ধর্ম্মসংহারক স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক লিখেন "দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় শিষ্টানাং ত্রাণহেতবে। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় স্বর্গারোহণসেতবে" ইত্যাদি। প্রায় সেই প্রকারে যেমন ভগবান্ কৃষ্ণ গীতাতে কহিয়াছেন (পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে)। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এই নাম গ্রহণ করেন যে "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপবিশিষ্ট" অর্থাৎ আপন ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে অসমর্থ এ নিমিত্ত মনস্তাপবিশিষ্ট হই।।

[১৩] ৫ পৃষ্ঠের শেষে আপনিই এই আশঙ্কা করেন যে "যদি বল ন্যায়ার্জ্জিত ধনেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সিদ্ধ হয় অন্যায়ার্জ্জিত ধনে কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না অতএব অন্যায়ার্জ্জিত ধন দ্বারা কর্ম্ম-করণপ্রবৃত্ত ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা কর্ম্ম করিলেও ভাক্তকর্ম্মী হয়েন" পরে আপনিই সিদ্ধান্ত করেন যে অন্যায়ার্জ্জিত ধনে কর্ম্ম করিলে মীমাংসাদি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। উত্তর।—ধর্ম্মসংহারকের ধন ন্যায়োপার্জ্জিত অথবা অন্যায়োপার্জ্জিত হয় তাহা তিনিই বিশেষ জানেন কিন্তু যে বৃত্তি ব্রাহ্মণের ধনোপার্জ্জনে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হয় সে বৃত্তির দ্বারা ধর্ম্মসংহারক

ধনোপার্জ্জন করিতেছেন কি না তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই লিখিত মনুবচনে দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন, মনুঃ (ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা। সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন।। ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদযাচিতং। মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং।। সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে। সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ)।। ঋত, [১৪] অমৃত, মৃত, প্রমৃত, ও সত্যানৃত, এই সকল বৃত্তির দ্বারা ব্রাহ্মণ ধনোপার্জ্জন করিবেন; শ্ববৃত্তি দ্বারা কদাপি করিবেন না। উঞ্ছবৃত্তি ও শিলবৃত্তিকে ঋত শব্দের অর্থ জানিবে। আর অমৃত শব্দে অযাচিত ও মৃত শব্দে যাচিত ও প্রমৃত শব্দে কৃষি-কর্ম্ম ও সত্যানৃত শব্দে বাণিজ্য ও শ্ববৃত্তি শব্দে সেবাবৃত্তি ইহা জানিবে, অতএব সেবাবৃত্তি ব্রাহ্মণ কদাপি করিবেন না। মনুর দশমাধ্যায়ে সেবা শব্দের অর্থ টীকাকার লিখেন। সেবা পরাজ্ঞাসম্পাদনং। অর্থাৎ পরের আজ্ঞা সম্পন্ন করাকে সেবা কহি এবং পদ্মপুরাণে দশমাধ্যায়ে (ঈশ্বরং বর্ত্তনার্থায় সেবন্তে মানবা যথা। তথৈব মতিমন্তোপি সেবন্তে পরমেশ্বরং)।। যেমন প্রভুকে জীবিকানিমিত্ত লোকে সেবা করে সেইরূপ পণ্ডিতেরা পরমেশ্বরের সেবা করেন। বিরাট পর্ব্ব (নাহমস্য প্রিয়োস্মীতি মত্বা সেবেত পণ্ডিতঃ) আমি রাজার প্রিয় এমত জ্ঞান করিয়া পণ্ডিতে রাজার সেবা করিবেক না। মহাকবিপ্রণীত শ্লোক (নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতা-মেকাধিপে চেতসা সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি বিভৌ নারায়ণে [১৫] তিষ্ঠতি। যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্পপ্রদং সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ং) প্রভু লোক-শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতের অদ্বিতীয় অধিপতি অন্তঃকরণের দ্বারা সেব্য হইলে আপন পদের দাতা এরূপ নারায়ণ সত্ত্বে, পুরুষাধম কতিপয় গ্রামের অধিপতি অল্পদাতা যে কোনো মনুষ্যকে সেবার নিমিত্ত যত্নবিশিষ্ট থাকি হা আমরা কি নীচ ও মূঢ় হই।। এখন পণ্ডিতেরা এ সকল প্রমাণ দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন যে ম্লেচ্ছসেবা করিয়া সৎকর্ম্মীদের মধ্যে গণিত হইবার অভিমান করা ব্রাহ্মণের উচিত হয় কি না।।

১২ পৃষ্ঠে লিখেন যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন গ্রহণে পতিত হয়েন ইহা যে বচনে প্রাপ্ত হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রাহ্মণ যথার্থ পতিত হয়েন এমত নহে কিন্তু অসৎপ্রতিগ্রহজন্য পাপ-মাত্র হয় যেহেতু অসৎপ্রতিগ্রহজন্য পাপে ও সুরাপানাদিতে বিস্তর বৈলক্ষণ্য। উত্তর।— কর্ম্মিদের প্রতি যে কর্ম্মে পাতিত্য ও অধমত্বকথন আছে অর্থাৎ এ কর্ম্ম করিলে কর্ম্মী [১৬] পতিত হয় তাহার স্পষ্টার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসংহারক কহেন, এ স্থলে পতিত হওন তাৎপর্য্য নহে কিন্তু ঐ২ ক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ দোষকথন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হয় আর জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রতি কোনো অবিহিত কর্ম্ম করিলে যে দোষশ্রবণ আছে সে সকল বাক্যের স্পষ্টার্থই গ্রহণ করেন কিন্তু তাহারও তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ দোষ কথন হয় ইহা কদাপি স্বীকার করেন না এরূপ পক্ষপাতাধীন ব্যবস্থা পণ্ডিতের আদরণীয় হয় কি না তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন।।

১২ পৃষ্ঠের শেষে ধর্ম্মসংহারকের শূদ্রসম্পর্ক্ক নাই লিখিয়াছেন অতএব তাঁহার শূদ্রসম্পর্ক্ক প্রমাণ করা উদ্বেগজনক সত্য বাক্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না সে আমাদের নিয়মের বহির্ভূত হয় যে শাস্ত্রীয় বিচারে কটূক্তি না হইতে পারে তবে অন্য কেহ তাহা প্রমাণ করে আমাদের হানি লাভ নাই। আর শূদ্রাসনে উপবেশনের বিষয়ে ১৩ পৃষ্ঠে লিখেন "যে বিশিষ্ট শূদ্রেরা আপনিই পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট [১৭] হয়েন" তাহার উত্তর এই যে, যাঁহারা ধর্ম্মসংহারককে সর্ব্বদা দেখিতেছেন তাঁহারাই ইহার মীমাংসা করিবেন যে ধর্ম্মসংহারক সৎ শূদ্র হইতে পৃথগাসনে বইসেন কি সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্র বরঞ্চ যবনাদির সহিত একাসনে বসিয়া থাকেন, এ বিষয়ে আমাদের বাক্‌কলহ নিরর্থক। অধিকন্তু ১৩ পৃষ্ঠে লিখেন যে "শূদ্রযাজনাদিকরণে সে সকল দোষশ্রুতি আছে সে তাবৎ অসৎ শূদ্র অন্ত্যজাদিপর, যেহেতু চারি বর্ণ চারি যুগেই প্রসিদ্ধ আছেন তাঁহাদের ক্রিয়া কর্ম্ম ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ সকল চিরকাল করিয়া আসিতেছেন এবং অদ্যাবধি সৎশূদ্রযাজী ও অশূদ্রযাজী বিপ্রদিগের পরস্পর তুল্যরূপ মান্যমানকতা কুটুম্বতা ও আহার ব্যবহার

সর্ব্বদেশেই হইতেছে"। উত্তর।—এ নবীন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে ব্রাহ্মণের শূদ্রযাজনে দোষ নাই ইহাতে দুই প্রমাণ দিয়াছেন প্রথম এই যে "চারি বর্ণ চারি যুগেই প্রসিদ্ধ আছেন" কিন্তু এ স্থলে ধর্ম্মসংহারককে [১৮] জানা উচিত ছিল যে যেমন চারি যুগে চারি বর্ণ আছেন সেইরূপ তাঁহাদের মধ্যে উত্তম অধম পতিত ইহাও চারি যুগে হইয়া আসিতেছেন, তাহা পূর্ব্ব২ কালীন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হইতেছে। মনুঃ (যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ। তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্তিকং) শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ যত ব্রাহ্মণের পংক্তিতে বসিয়া আহার করে, সে সকল ব্রাহ্মণেতে দান করিলে দাতার শ্রাদ্ধীয় ফলপ্রাপ্তি হয় না। টীকাকার কুল্লূকভট্ট শূদ্র শব্দ এ স্থলে অসৎশূদ্র অন্ত্যজাদিপর হয় এমৎ লিখেন নাই। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে, যমঃ (পুরোধাঃ শূদ্রবর্ণস্য ব্রাহ্মণো যঃ প্রবর্ত্ততে। স্নেহাদর্থপ্রসঙ্গাদ্বা তস্য কৃচ্ছ্রং বিশোধনং) যে ব্রাহ্মণ স্নেহপ্রযুক্ত অথবা ধনলোভে শূদ্রবর্ণের পৌরোহিত্য ক্রিয়া একবারও করে সে ঐ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত প্রাজাপত্য ব্রত করিবেক। এ বচনে সাক্ষাৎ শূদ্রবর্ণ প্রাপ্ত হইতেছে। এবং অযাজ্যযাজন প্রায়শ্চিত্তের প্রতিজ্ঞাতে ঐ বিবেককার [১৯] লিখেন। (অথ শূদ্রাতিরিক্তাযাজ্যযাজনপ্রায়শ্চিত্তং) শূদ্র ভিন্ন অন্য অযাজ্য যাজনের প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছি। ইহাতে শূদ্র ও শূদ্র ভিন্ন পতিতাদি উভয়ের অযাজ্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। মিতাক্ষরাতেও লিখেন (অত উপপাতকসাধারণপ্রায়শ্চিত্তং শূদ্রাদ্যযাজ্যযাজনে ব্যবতিষ্ঠতে) অর্থাৎ উপপাতক সাধারণের যে প্রায়শ্চিত্ত তাহার ব্যবস্থা শূদ্র প্রভৃতি অযাজ্যযাজনে জানিবে। এ স্থলেও শূদ্রবর্ণ ও তদিতরের অযাজ্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। শূদ্রযাজকের নির্দ্দোষত্বে দ্বিতীয় প্রমাণ ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "সৎশূদ্রযাজী ও অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণেদের পরস্পর তুল্যরূপে মান্যমানকতা কুটম্বতা আহার ব্যবহারও সর্ব্বদেশেই হইতেছে"। উত্তর।—ইদানীন্তন ব্যবহার দেখিয়া মন্বাদিবচনের সঙ্কোচ করা এ ধর্ম্মসংহারক হইতেই সম্ভবে, যেহেতু এই ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্মসংহারক কহিবেন যে শুক্রবিক্রয়ী ও অশুক্রবিক্রয়ী উভয়ের পরস্পর মান্যমানকতা কুটম্বতা আহার ব্যবহার অদ্যাবধি দেখিতেছি অতএব শুক্র [২০] বিক্রয়ী নির্দ্দোষ হয এবং কহিবেন যে ম্লেচ্ছসেবী ও অম্লেচ্ছসেবী উভয়ের পরস্পর মান্যমানকতা কুটম্বতা আহার ব্যবহার দেখিতেছি অতএব ম্লেচ্ছসেবী ব্রাহ্মণ দোষী হয় না এখন সৎকর্ম্মীরা বিবেচনা করিবেন যে এ মহাশয় নিশ্চিত ধর্ম্মসংহারক হয়েন কি না।

১৩ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "ব্রাহ্মণের শূদ্রমাত্রের সহিত একাসনে উপবেশন পাতিত্যজনক নহে যেহেতু অন্ত্যজ জাতি বৈষ্ণব হইলে সেও বিশ্বপবিত্রকারক হয়" এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বচন লিখিয়াছেন যে চণ্ডাল যবনাদিও বৈষ্ণব হইলে পবিত্রকারী হয়। উত্তর।—যদ্যপি এ সকল মাহাত্ম্যসূচক বচনের যথাশ্রুত অর্থকে ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে স্বীকার করা যায় তবে শূদ্র বৈষ্ণবের বরঞ্চ চণ্ডালাদি বৈষ্ণবেরও সহিত একাসনে বসিলে পাপের নিমিত্ত না হইয়া পবিত্রতার কারণ অবশ্য হয়; কিন্তু এরূপ মাহাত্ম্যসূচক বচন শাক্ত শৈবাদির প্রতিও দেখিতেছি, যথা কুলার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত কুলাবলী[২১]তন্ত্রে (কৌলিকো হি গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌলিকঃ শিব এব চ। কৌলিকস্তু পিতা সাক্ষাৎ কৌলিকো বিষ্ণুরেব হি) কৌলিক সাক্ষাৎ গুরু ও শিব ও পিতা ও বিষ্ণুস্বরূপ হয়েন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে (অহো পুণ্যতমাঃ কৌলাস্তীর্থরূপাঃ স্বয়ং প্রিয়ে। যে পুনন্ত্যাত্মসম্বন্ধাৎ ম্লেচ্ছশ্বপচপামরান) স্বয়ং তীর্থস্বরূপ কৌল সকল কি পুণ্যবন্ত হয়েন যাঁহারা আপন সম্বন্ধ দ্বারা ম্লেচ্ছ চণ্ডাল পামর সকলকে পবিত্র করেন। কুলার্ণবে (শ্বপচোপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে। কৌলজ্ঞানবিহীনস্তু ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ) চণ্ডালও যদি কুলজ্ঞানী হয় তবে সে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ যদি কুলজ্ঞানহীন হয়েন তবে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হয়েন। স্কান্দে (শিবধর্ম্মপরা যে চ শিবভক্তিরতাশ্চ যে। শিবব্রতধরা যে বৈ তে সর্ব্বে শিবরূপিণঃ) যাঁহারা শিবধর্ম্মানুষ্ঠানে রত ও শিবের ভক্ত এবং শিবব্রতধারী তাঁহারা সাক্ষাৎ

শিবস্বরূপ হয়েন। অতএব এতদ্দেশের শূদ্র ও অন্ত্যজ সকলে প্রায় শাক্ত[২২]শৈব বৈষ্ণব এই তিন ধর্ম্মের এক ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন, আর প্রত্যেক ধর্ম্মবিশিষ্টের প্রতি ভূরি মাহাত্ম্যসূচক বচন দেখিতেছি যে তাঁহারা নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্র করেন এই রীতিক্রমে ধর্ম্মসংহারকের মতে কি শূদ্র কি অন্ত্যজ ইহাদের সহিত একাসনোপবেশনে ও ব্যবহারে কোনো দোষের সম্ভাবনা রহিল নাই, সুতরাং তাঁহার মতে শূদ্র ও চন্ডালাদির বিষয়ে ব্রাহ্মণের প্রতি যে২ নিয়ম শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাহার স্থল প্রায় এ দেশে প্রাপ্ত হয় না এবং শূদ্রাদির সহিত যেরূপ ব্যবহার লিখেন তাহারও প্রায় নির্বিষয়তাপত্তি হইল অতএব সংকর্ম্মীরা বিবেচনা করিবেন যে ধর্ম্মসংহারকের এ ব্যবস্থা তাঁহাদের গ্রহণযোগ্য হয় কি না।

১৪ পৃষ্ঠের শেষে শূদ্র হইতে বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে মনুবচন লিখেন (শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামিত্যাদি) পরে তাহার ব্যাখ্যা করেন "অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শূদ্র হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবেক"। উত্তর।—এ বচনের বিবরণে টীকাকার কুল্লূকভট্ট পূর্ব্বাপর গ্রন্থের ঐক্যতার নিমিত্ত, শুভ বিদ্যা শব্দে উত্তম বিদ্যা[২৩]না লিখিয়া "দৃষ্টশক্তি" অর্থাৎ সাক্ষাৎ শুভকারী যে গারুড়াদি বিদ্যা তাহা শূদ্র হইতে গ্রহণ করিবেক ইহা লিখিয়াছেন অতএব পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে টীকাকাব কুল্লূকভট্টেব ব্যাখ্যা মান্য কি ধর্ম্মসংহারকের ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হইবেক।।

১৫ পৃষ্ঠ অবধি লিখেন যে (উদিতে জগতীনাথে) ইত্যাদি বচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে সূর্য্যোদয়ানন্তর দন্তধাবন করিলে সে পাপিষ্ঠের বিষ্ণুপূজায় অধিকার থাকে না, তাহার "তাৎপর্য্যার্থ এই যে অশাস্ত্রীয় দন্তধাবনাদিকর্ত্তা অসম্পূর্ণ অধিকারী এ কারণ অসম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়"। উত্তব।—কর্ম্মীর প্রতি নিষিদ্ধাচবণে যে সকল দোষশ্রবণ আছে তাহা অসম্পূর্ণ ফলের কারণ হয, ইহা ধর্ম্মসংহারক সিদ্ধান্ত করেন আর জ্ঞানাবলম্বীদের প্রতি অবিহিত অনুষ্ঠানে যে সকল দোষশ্রবণ আছে তাহা অসম্পূর্ণ জ্ঞানেব কারণ না হইয়া সে এককালে জ্ঞানসাধনেব অধিকাবকে নষ্ট করে ইহাই বারংবার ব্যবস্থা দেন এরূপ পক্ষপাতীকে পণ্ডিতেরা যাহা উচিত হয় কহিবেন, অধিকন্তু লিখেন যে সূর্য্যোদয়ানন্তর মুখ[২৪]-প্রক্ষালন ইত্যাদি কর্ত্তার সংস্কারের ত্রুটিতে কর্ম্মে যে বৈগুণ্য জন্মে তাহা বিষ্ণু স্মরণ দ্বারা সম্পূর্ণ হয় (অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ) ইত্যাদি বচন প্রমাণ দিয়াছেন। উত্তর।—যদি এই বচন দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠায়ীর অপবিত্রতা ও সংস্কারের ত্রুটিজন্য দোষ নিবৃত্তি হয এমৎ স্বীকার কবেন তবে জ্ঞানানুষ্ঠায়ীদেব দোষ ক্ষালনেব বিষয়ে যে সকল বচন আছে তাহাকেও তাঁহাদের ত্রুটি মার্জ্জনার কাবণ অঙ্গীকাব কবিতে হইবেক। যোগশাস্ত্রে (সোহং হংসঃ সকৃৎ ধ্যাত্বা সুকৃতো দুষ্কৃতোপি বা। বিধূতকল্মষঃ সাধুঃ পবাং সিদ্ধিং সমশ্নুতে) সুকৃত কি দুষ্কৃত ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্য জ্ঞান ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য ভাব একবার করিলেও সাধক সর্ব্ব পাপ ক্ষযপূর্ব্বক সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কুলার্ণবে (ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং। তৎসর্ব্বপাতকং নশ্যেৎ তমঃ সূর্য্যোদযে যথা) জীব ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা ক্ষণমাত্র করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয় যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নষ্ট হয়।।[২৫] বস্তুত অধিকারিভেদে পাপক্ষয়ের উপায ও পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ ভগবান্ কৃষ্ণ গীতার চতুর্থাধ্যায়ে, যাহাতে স্তুতিবাদেব আশঙ্কা নাই, পঞ্চবিংশতি শ্লোক অবধি একত্রিংশৎ শ্লোক পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন. ভগবদ্গীতা পুস্তক সর্ব্বত্র সুলভ এই নিমিত্ত এবং এ গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে মূল শ্লোক না লিখিয়া তাহার অর্থ লিখিতেছি।২৫ শ্লোকার্থ কোন২ ব্যক্তি কর্ম্মযোগী তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবতাকেই যজন করেন. আর কোন২ ব্যক্তি জ্ঞানযোগী তাঁহারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন। ২৬ শ্লোকার্থ, কোন২ ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে হবন করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া

প্রাধান্যরূপে সংযমের অনুষ্ঠানে স্থিতি করেন। অন্য২ গৃহস্থেরা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়কে হবন করেণ অর্থাৎ বিষয়ভোগকালেও আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ইন্দ্রিয়েই করে এই নিশ্চয় করেন। ২৭ শ্লোকার্থ, অন্য২ ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিরা[২৬]-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বায়ু এ সকলের কর্ম্মকে জ্ঞান দ্বারা প্রজ্বলিত যে আত্মার ধ্যানরূপ যোগস্বরূপ অগ্নি তাহাতে বহন করেন—অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আত্মাকে জানিয়া তাঁহাতে মনস্থির করিয়া বাহ্যে নিশ্চিন্তরূপে থাকেন। ২৮ শ্লোকার্থ, কোন২ ব্যক্তিরা দানরূপই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আর কেহ২ তপোরূপ যজ্ঞ করেন, আর কেহ২ চিত্তবৃত্তি নিরোধ যজ্ঞ করেন, ও কেহ২ বেদপাঠরূপ যজ্ঞ করেন, ও কেহ২ যত্নশীল দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিরা বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ করেন। ২৯ শ্লোকার্থ, কোন২ ব্যক্তি পূরক ও কুম্ভক ও রেচক ক্রমে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞপরায়ণ হয়েন। ৩০ শ্লোকার্থ, কোন২ ব্যক্তি আহার সঙ্কোচ দ্বারা ইন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে লয় করেন। এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা স্ব২ অধিকারের যজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়েন আর পূর্ব্বোক্ত স্ব২ যজ্ঞেব দ্বারা স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন। ৩১ শ্লোকার্থ, স্ব২ যজ্ঞের অবসরকালে অমৃতরূপ বিহিতান্ন ভোজনপূর্ব্বক ব্রহ্ম[২৭]জ্ঞান দ্বারা নিত্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহার মধ্যে কোনো যজ্ঞ যে না করে সে মনুষ্যলোকও প্রাপ্ত হয় না পরলোকসুখ কি প্রকারে তাহার হয়।। গীতাবাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে তাঁহারা কর্ম্মযোগের অভ্যাস দ্বারা যেমন পাপ ক্ষয়ের স্বীকার করেন সেইরূপ জ্ঞানযোগ ও নৈষ্ঠিক যোগ ও ধ্যানযোগ প্রভৃতির দ্বারাও পাপ ক্ষয়ের অঙ্গীকার অবশ্য করিবেন।

১৭ পৃষ্ঠে লিখেন যে "প্রায়শ্চিত্তবিশেষ ব্যতিরেকে কেবল মুখের দ্বারা কে ভোজন করে এবং কোন বিশিষ্ট লোক আসনারূঢ়পাদপূর্ব্বক ভোজন এবং দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ বিনা বাম হস্তে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া জলপান করেন"। উত্তব, আসনে পাদমারোপ্য ইত্যাদি অত্রিবচন যাহা আমরা প্রশ্নচতুষ্টযের উত্তরে লিখিয়াছিলাম তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণ করা তাৎপর্য্য ছিল না যে বিশিষ্ট লোক সকলেই আসনে পাদ স্থাপনপূর্ব্বক ভোজন এবং বাম হস্তে পাত্র গ্রহণ করিয়া জল পান ও কেবল মুখের দ্বারা আহার করেন, সেই[২৮]উত্তরের ৫ পৃষ্ঠে দেখিবেন যে আমাদের এ সকল বচন লিখিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে কর্ম্মীদের প্রতি অবৈধ কর্ম্ম করণে যে সকল দোষশ্রবণ আছে তাহাকে ধর্ম্মসংহারক ইহা কহিতে সমর্থ হইবেন যে এ সকল যথার্থ নহে কেবল নিন্দার্থবাদ কিন্তু জ্ঞানীর প্রতি অবিহিতের অনুষ্ঠানে যে সকল দোষশ্রবণ আছে সে সকল যথার্থ হয় আমাদের এই তাৎপর্য্যকে ধর্ম্মসংহারক আপনিই এই প্রত্যুত্তরে পুনঃ২ দৃঢ় করিয়াছেন, বরঞ্চ এই পত্রের পরপৃষ্ঠে স্পষ্টই লিখিযাছেন যে "অত্রিবচনে তাদৃশ অন্নের গোমাংসতুল্যত্ব ও তাদৃশ জলের সুরাতুল্যত্ব কীর্ত্তন যেমন তর্পণ স্থানে সুবর্ণ রজতের তিলপ্রতিনিধিত্ব কথন দ্বাবা তিলতুল্যত্ব কীর্ত্তন" এরূপ পক্ষপাতের বিবেচনা পণ্ডিতেরা করিবেন।

১৯ পৃষ্ঠে পুনবায যাহা নিন্দাছলে লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানানুষ্ঠানের কোন অংশ অস্মদাদিতে পাওয়া যায় না কিন্তু তাঁহাদের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি কোনো[২৯]দোষ থাকে সে তিলপ্রমাণ মাত্র, ইহাব উত্তর ৩ পৃষ্ঠাবধি ১১ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত লেখা গিয়াছে পণ্ডিতেরা তাহাতেই অবলোকন করিবেন পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তরে আমরা লিখিয়াছিলাম যে কোন২ ব্যক্তিরা তিন পুরুষ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করেন তাহাতে ধর্ম্মসংহারক দাস শব্দের প্রয়োগ বিষযে তর্জ্জনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে বেতন লইযা কর্ম্ম যে করে তাহার প্রতি দাস শব্দেব প্রয়োগ হইতে পারে না ইহার প্রমাণের নিমিত্ত মিতাক্ষরাধৃত (শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ) ইত্যাদি নারদবচন উদাহবণ দিয়াছেন যাহাব তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মকর চারি প্রকাব ও গৃহজাত প্রভৃতি পঞ্চদশ প্রকাব দাস হয, পবে ২৪ পৃষ্ঠে লিখিযাছেন যে "এই সকল দেদীপ্যমান শাস্ত্র সত্ত্বেও ইদানীন্তন রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত লোক সকলকে ভৃতক কিম্বা অধিকর্ম্মকৃৎ না কহিযা ম্লেচ্ছের দাস এই শব্দ প্রয়োগকর্ত্তাকে অপূর্ব্ব পণ্ডিত কহা যায়

কি না"। উত্তর।—গ্রন্থান্তরে দৃষ্টি করা ধর্ম্মসংহারককে উচিত[৩০]ছিল তবে অবশ্য জানিতেন যে দাস শব্দের প্রয়োগ সামান্যরূপে ভৃতক ও আজ্ঞাবহের প্রতিও হয় কিন্তু মিতাক্ষরাতে যে স্থলে কর্ম্মকর শব্দের সমভিব্যাহারে দাস শব্দের প্রয়োগ আছে সে স্থলে কর্ম্মকর ভিন্ন যে গৃহজাতাদি পঞ্চদশ প্রকার দাস তাহাকেই বুঝায় যেমন "গোবলীবর্দ্দ" ইহাতে যদ্যপি গোশব্দ সামান্যত গবী ও বলীবর্দ্দ উভয়কেই কহে তথাপি বলীবর্দ্দ শব্দের সাহচর্য্য প্রযুক্ত স্ত্রীগবীকেই এ স্থলে বুঝায়, বস্তুতঃ সামান্য ভৃতক এবং আজ্ঞাবহেও দাস শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে এবং মহাকবিপ্রয়োগে প্রাপ্ত হইতেছে। সিদ্ধান্তকৌমুদীর উণাদি প্রকরণে পঞ্চম পাদে কোশ প্রমাণ দিতেছেন (দাসঃ সেবকশূদ্রয়োঃ) সেবাকারী মাত্রকে এখানে দাস কহিয়াছেন (তমধীষ্টো ভৃতোভৃত) ইত্যাদি পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাতে ভৃত শব্দের অর্থ স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য লিখেন যে (ভৃতো ভৃতিগৃহীতো দাসঃ) অর্থাৎ বেতন গ্রহণপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করে তাহার প্রতি দাস শব্দের প্রযোগ হয়, এবং মহাভা[৩১]রতে কর্ম্মকরের প্রতি দাস শব্দের প্রয়োগ দেখিতেছি, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মবাক্য (অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসো হ্যর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।।) পুরুষ অর্থের দাস কিন্তু অর্থ কাহার দাস নহে হে মহারাজ ইহা সত্য অতএব কৌরবেদের নিকট অর্থের দ্বারা বদ্ধ আছি। ইহাতে এই ব্যক্ত হইল যে বেতনের দ্বারা কি পালনের দ্বারা অর্থ গ্রহণ করিলে দাস হয় যেহেতু বেতন বিনা কুরু হইতে পণ গ্রহণ ভীষ্মদেবের প্রতি কদাপি সম্ভব নহে, বিরাট পর্ব্বে ভীমের প্রতি দ্রৌপদীর বাক্য (ত্বমেব ভীম জানীষে যন্মে পার্থ সুখং পুরা। সাহং দাসীত্বমাপন্না ন শান্তিমবশা লভে) হে ভীম তুমি আমার পূর্ব্বসুখ জান এখন দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরাধীনতাপ্রযুক্ত পূর্ব্ববৎ সুখকে পাই না। দ্রৌপদী বিরাটের গৃহে সৈরন্ধ্রীরূপে ছিলেন আর সৈরন্ধ্রী সে স্ত্রীকে কহি যে পরের গৃহে স্ববশে থাকে শিল্পকর্ম্ম করে, অমর (সৈরন্ধ্রী পরবেশ্মস্থা স্ববশা শিল্পকারিকা) কিন্তু সৈরন্ধ্রী শব্দে গৃহজাতাদি পরবশা নীচকর্ম্ম[৩২]-কারিণী স্ত্রীকে কহে না এবং ভারতের টীকাকারও সৈরন্ধ্রী শব্দের ব্যাখ্যাতে পরিচারিকা ও দাসী দুই শব্দকে এক পর্য্যায়রূপে লিখিয়াছেন। পদ্মপুরাণে সত্যধর্ম্ম রাজার প্রতি ইন্দ্রের বাক্য (নমস্তে পৃথিবীপাল ত্বং হি পুণ্যবতাং বরঃ। নিজদাসস্বরূপং মামাজ্ঞাপয় করোমি কিং) হে পৃথিবীপালক পুণ্যবান্‌দের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ হও তোমাকে নমস্কার করি, তোমার যে দাসস্বরূপ আমি আমাকে আজ্ঞা কর আমি কি করি। এ স্থলে ইন্দ্রের আজ্ঞাবহত্ব ব্যতিরেক নীচকর্ম্মকারী দাসত্ব সম্ভবে না। এবং মিতাক্ষরাতেও আচারাধ্যায়ে দাস শব্দ ও কর্ম্মকর শব্দকে একপর্য্যায় লিখিয়াছেন। অতএব ধর্ম্মসংহারক বেতন গ্রহণপূর্ব্বক ম্লেচ্ছের কর্ম্মকরণ দ্বারা এবং ম্লেচ্ছের আজ্ঞাবহন দ্বারা ম্লেচ্ছদাস এই শব্দের প্রযোগস্থল হয়েন কি না—পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন। আর ধর্ম্মসংহারক ২৫ পৃষ্ঠে নারদবচন লিখেন যে স্বধর্ম্মত্যক্ত ব্যক্তি নীচ লোকের দাসত্ব করিতে পারে ইহার দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের তাৎপর্য্য বুঝি ইহা হইতে পারে[৩৩]যে আপনার স্বধর্ম্ম ত্যাগ অগ্রে প্রতিপন্ন করিয়া ম্লেচ্ছদাসত্বে যে দোষ তাহা হইতে নির্দ্দোষ হয়েন। ধর্ম্মসংহারক ৩২ পৃষ্ঠে লিখেন যে "বিষয় ব্যাপারের নিমিত্ত যাবনিকাদি বিদ্যাভ্যাস তত্তজ্জাতি ব্যতিরেকে তাহা কি রূপে হইতে পারে।" উত্তর।—ইহা শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে যে বৃদ্ধ পিতামাতা ও সাধ্বী ভার্য্যা ইত্যাদির পালনের নিমিত্ত অকার্য্যও করিতে পারে কিন্তু একপুত্র পিতা, যাঁহার অনেক লক্ষ টাকা আছে এমত ব্রাহ্মণের সন্তান শাস্ত্রবিরুদ্ধ যবনবিদ্যাভ্যাস ও যবনসঙ্গ যদি বিষয় ব্যাপারছলে করেন তবে তাঁহাকে উত্তম কর্ম্মীর মধ্যে গণ্য করা সম্ভব হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন।

৩৫ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে শূদ্রাসনে উপবেশন বিষয়ে লিখেন যে "এমত কোন্ শূদ্র আছে যে সর্ব্বারাধ্য ভূদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দেখিয়া অভ্যুত্থান ও ভিন্নাসন প্রদান না করে এবং যুগ-ধর্ম্ম প্রযুক্ত বিষয় ব্যাপারে নিযুক্ত অহরহঃ অবিরত সমাগত[৩৪]দ্বিজের প্রতি পৌনঃপুন্য

গাত্রোত্থানাসম্ভবেও তাঁহারা প্রয়োজনাধীন স্বতন্ত্রাসনে উপবেশন করেন।" উত্তর, যে সকল লোক ধর্ম্মসংহারাকাঙ্ক্ষীকে প্রত্যহ শূদ্রাদির সহিত উপবেশনাদি ব্যবহার করিতে দেখিতেছেন তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন যে এরূপ প্রত্যক্ষের অপলাপকর্ত্তাতে সত্যের লেশ আছে কি না।

৩৬ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ম্লেচ্ছকে দেশভাষা অধ্যাপন করিলে পাপ হয় না, তাহাতে প্রমাণ মনুবচন দিয়াছেন যে বৃদ্ধ মাতা পিতা সাধ্বী স্ত্রী, শিশু পুত্র ইহাদের পোষণ নিমিত্ত শত অকার্য্য করিলেও দোষ হয় না। উত্তর, বৃদ্ধ মাতাপিতা প্রভৃতির পোষণার্থ অন্য শত২ উপায় থাকিতেও ম্লেচ্ছকে অধ্যাপনা করিয়া ব্রাহ্মণে ধনোপার্জ্জন করিলে পাপ-ভাগী হয়েন কি না তাহা পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা বিশেষ জানেন, কিন্তু আমাদের লিখিবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে কোন ব্যক্তি আপনি ম্লেচ্ছকে অধ্যাপনা পর্য্যন্তও করেন যদি তিনি অন্যকে ম্লেচ্ছসংসর্গী[৩৫] কহিয়া নিন্দা করেন, তবে অতিশয় ধৃষ্টরূপে গণিত হয়েন কি না।

৩৭ পৃষ্ঠে ন্যায়দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদকে ছাপা করিয়া ম্লেচ্ছাদি নিকটে বিক্রয় জন্য দোষোদ্ধারের বিষয়ে লিখেন যে সে গ্রন্থ প্রকাশ ও বিক্রয় করণের কারণ ইহা বোধ কেন না করা যায়, যে পাষণ্ড খণ্ডন নিমিত্ত ও ছাপা করিবার ব্যয়ের পরিশোধ নিমিত্ত প্রকাশ করা গিয়াছে। উত্তর, যাঁহারা ঐ গ্রন্থকে পাঠ করিয়াছেন এবং ছাপা পুস্তকের আয় ব্যয়ের বিশেষ জানেন তাঁহারা বিবেচনা করিবেন যে পূর্ব্বোক্ত কারণে ঐ গ্রন্থকে প্রকাশ ও বিক্রয় করিয়াছেন কি উপার্জ্জনার্থে করেন কিন্তু যদি তাঁহার ন্যায়দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদের প্রকাশ করিবার তাৎপর্য্য পাষণ্ড ও নাস্তিক দমন ইহা বোধ করা যায় তবে আমাদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তির বেদান্তবৃত্তির ভাষা করণের তাৎপর্য্য নাস্তিকমতের খণ্ডন ও পশু পামর লোককে কৃতার্থকরণ ইহা কেন না গ্রাহ্য হয়।

[৩৬] ৩৮ পত্রে ৪ পংক্তিতে অপবাদ দেন যে আমাদের মধ্যে কেহ "অর্থ সহিত বেদমাতা গায়ত্রীই ম্লেচ্ছহস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" উত্তর, যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি নানাবিধ কুৎসা ও অপবাদ গান বাদ্যপূর্ব্বক দিতে পারেন তাঁহারা যে মনুষ্যের কুৎসা করিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি; যদি এমত আশঙ্কা হয় যে আমাদের কেহ গায়ত্রীর অর্থ না দিলে ম্লেচ্ছ কি প্রকারে ঐ মন্ত্রের অর্থ জানিলেন তবে সে আশঙ্কাকর্ত্তাকে উচিত যে কালেজে যাইয়া ম্লেচ্ছভাষার পুস্তক সকল দৃষ্টি করেন যাহাতে বিশেষরূপে জানিবেন যে ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে গায়ত্রীর অর্থ দেশাধিপতিরা জানিয়াছেন ও শ্রীরামপুরে পাদ্রি ওয়ার্ড সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থে গায়ত্রী প্রভৃতি বেদমন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বাবধি লিখিত আছে কি না আর কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কেরি সাহেব ও অন্য পাদরিরা গায়ত্রী প্রভৃতির অর্থ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছেন এ সকলের নিদর্শন কেরি সাহেব প্রভৃতিই বর্ত্তমান আছেন।

[৩৭] ৪১ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি অবধি কোন২ বচন নিন্দার্থবাদ আর কোন২ বচন যথার্থবাদ ইহার ব্যবস্থা ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন "যে২ বচনে পাপবিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তবিশেষ এবং নরকবিশেষ উক্ত নাই কেবল কর্ত্তার ভয়প্রদর্শন মাত্র, সেই২ বচন নিন্দার্থবাদ হয়" এবং প্রথম উত্তরে আমাদের লিখিত (শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্ক)ইত্যাদিবচনকে নিন্দার্থবাদ কহিয়াছেন। উত্তর, যে২ বচনে পাপবিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তবিশেষ এবং নরকবিশেষ উক্ত নাই সেই২ নিন্দার্থ-বাদ, তাঁহার এই বাক্যের গ্রাহ্যতার নিমিত্ত কোনো প্রাচীন কিম্বা নবীন স্মার্ত্ত গ্রন্থের প্রমাণ লেখা উচিত ছিল অন্যথা তাঁহার ঐ স্বরচিত ব্যবস্থার কি প্রামাণ্য আছে অধিকন্তু "পাপবিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তবিশেষ এবং নরকবিশেষ উক্ত নাই কেবল কর্ত্তার ভয়প্রদর্শন মাত্র সেই২ বচন নিন্দার্থবাদ হয়" এই ব্যবস্থাকে এবং তাঁহার দত্ত ইহার উদাহরণের বচন সকলকে পরস্পর মিলিত করিয়া বিবেচনা করা যাইতেছে তাহাতে ভয় প্রদর্শন বিষয়ে[৩৮] তাঁহার দত্ত উদাহরণের প্রথম বচন এই হয় ("অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি যে। প্রায়শ্চিত্তী

শুবেৎ পূতস্তৎপাপং তেষু গচ্ছতি) অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক প্রায়শ্চিত্তের উপদেশক হইলে পাপী পাপমুক্ত হইবেক কিন্তু তেঁহ তৎপাপভাগী হইবেন" এখন জিজ্ঞাসা করি যে মূর্খ ব্যক্তি অথচ প্রায়শ্চিত্তোপদেশকর্ত্তা তাহার কি পাপসূচক এই বচন না হইয়া "কেবল কর্ত্তার ভয়প্রদর্শন মাত্র" হয়, দ্বিতীয়তঃ (কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ) অর্থাৎ কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই ইহাও কি কর্ত্তার ভয়প্রদর্শন মাত্র হয়, তৃতীয়তঃ কুসুম্ভং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পূতিকাং তথা। ভক্ষয়ন্ পতিতশ্চ স্যাদপি বেদান্তগো দ্বিজঃ। অর্থাৎ কুসুম্ভশাক নালিকা শাক ও ক্ষুদ্র বার্ত্তাকী ও পূতিকা এই সকল দ্রব্য ভক্ষণে বিপ্র বেদপারগ হইলেও পতিত হয়েন ইহাও "কেবল কর্ত্তার ভয়প্রদর্শন মাত্র" তবে ধর্ম্মসংহারকের ব্যবস্থানুসারে "কেবল" ও "মাত্র" এই দুই অন্যনিবারক পদের প্রয়োগ দ্বারা ঐ সকল[৩৯] কর্ম্মকরণে ভয় প্রদর্শনেই তাৎপর্য্য হয় বস্তুত কিঞ্চিৎও পাপ জন্মে না, কিন্তু ঋষিবাক্য ইহার বিপরীত দেখিতেছি (নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ) অর্থাৎ নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নরকে গমন হয়। এখন পণ্ডিত লোক বিবেচনা করিবেন যে এ ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত কি ধর্ম্ম লোপের কারণ হয়; বরঞ্চ প্রত্যুত্তরের পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখিবেন যে তাঁহারি পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত এ ব্যবস্থা সর্ব্বথা বিরুদ্ধ হইতেছে। পরে ইহার বিপরীত উদাহরণের আলোচনা করা যাইতেছে অর্থাৎ পাপবিশেষ কিম্বা প্রায়শ্চিত্তবিশেষ কিম্বা নরকবিশেষ ইহার উল্লেখ থাকিলে সে যথার্থবাদ হইবেক যেমন (পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা) ইহাতে পাপবিশেষের উল্লেখ আছে অতএব নিন্দার্থবাদ না হইয়া ওই ব্যবস্থানুসারে যথার্থবাদ হইতে পারে। ক্রিয়াযোগসার (স্নানকালে পুষ্করিণ্যাং যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। তাবৎ জ্ঞেয়ঃ স চণ্ডালো যাবদ্গঙ্গাং ন পশ্যতি) অর্থাৎ স্নানকালে পুষ্করিণীতে দন্ত[৪০]ধাবন করিলে সে ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত গঙ্গা দর্শন না করে তাবৎ চণ্ডাল থাকে। এ বচনে প্রায়শ্চিত্তবিশেষের শ্রবণ আছে অতএব ধর্ম্মসংহারকের মতে যথার্থবাদ হইয়া গঙ্গার দূরস্থ অনেক ব্যক্তিরা ভূরি কাল চণ্ডালত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

পরে ৪২ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে লিখেন যে "যেং বচন কর্ত্তার নরক, প্রায়শ্চিত্তবিশেষ ও ত্যাগাদির প্রতিপাদক সেইং বচন যথার্থবাদ হয় যথা (স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্। বিন্মূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ।) অর্থাৎ এই পঞ্চ পর্ব্বে স্ত্রীসঙ্গী, তৈলাভ্যঙ্গী ও মাংসভোজী পুরুষ বিষ্ঠামূত্রভোজন নামক নরকে গমন করে"। উত্তর। প্রথমত জিজ্ঞাস্য এই যে তিনি যদি আপন বাক্যকে ঋষিবাক্য না জানেন তবে এই ব্যবস্থার প্রামাণ্যের নিমিত্ত প্রাচীন কিম্বা নবীন কোনো স্মার্ত্তের বাক্যকে প্রমাণ দিতেন, দ্বিতীয়ত জিজ্ঞাস্য এই যে এইরূপ কর্ত্তার প্রায়শ্চিত্ত এবং নরকপ্রতিপাদক ভূরি বচন দেখিতেছি যেমন পূর্ব্বোক্ত পদ্ম[৪১]পুরাণীয় বচন, সেইরূপ স্কন্দপুরাণে (বিল্বং বা তুলসীং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্‌যো নরাধমঃ। স যাতি নরকং ঘোরং মহারোগেণ পীড্যতে) বিল্ব কিম্বা তুলসী দৃষ্ট হইলে যে ব্যক্তি নমস্কার না করে সে নরাধম ঘোরতর নরকে যায় ও মহারোগে পীড়িত হয়। এ বচনেও ঘোর নরক এবং মহারোগ শ্রবণ আছে যাহার প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তব্যতা হয় অতএব ওই ব্যবস্থানুসারে যথার্থবাদ হইবেক, সুতরাং যাঁহারা এই দুই বৃক্ষকে দেখিয়া নমস্কার না করেন তাঁহাদের প্রতি ঘোর নরক এবং মহারোগের অবশ্য ভবিতব্যতা স্বীকার করিতে হইবেক। ক্রিয়াযোগসারে (যেমন নাচরিতং স্নানং গঙ্গায়াং লোকমাতরি। আলোক্য তন্মুখং সদ্যঃ কর্ত্তব্যং সূর্য্যদর্শনং) যে ব্যক্তি লোকমাতা গঙ্গাতে স্নান না করিলেক তাহার মুখ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্য দর্শন করিবেক। এ বচনেও প্রায়শ্চিত্তবিশেষেব শ্রবণ আছে সুতরাং তাঁহার মতে যথার্থবাদ হইবেক অতএব কাশ্মীর দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের অনেকেই দূরে স্থিতি প্রযুক্ত গঙ্গাস্নান করেন[৪২] নাই এ নিমিত্ত এরূপ পতিত হইবেন যে তাঁহাদের দর্শন মাত্র সূর্য্যদর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। যথা (ন দৃষ্টা যেন সরিতাং প্রবরা জহ্নুকন্যকা। তস্য ত্যাজ্যানি

সর্ব্বাণি অন্নানি সলিলানি চ) অর্থাৎ নদীশ্রেষ্ঠ যে গঙ্গা তাঁহার দর্শন যে ব্যক্তি না করিয়াছে তাহার অন্ন জল সকল ত্যাজ্য হয়। এ স্থলেও অন্ন জলের অগ্রাহ্যতার দ্বারা যথার্থবাদ হইলে অনেকেই দূরদেশস্থ ব্যক্তিরা এ ব্যবস্থানুসারে পতিত রহিলেন। কুলতন্ত্রে (কৌলাচাররতাঃ শূদ্রা বন্দনীয়া দ্বিজাতিভিঃ। অকুলীনা দ্বিজা দেবি ত্যাজ্যাঃ স্যুঃ স্বজনৈরপি।) অর্থাৎ কৌলাচাররত শূদ্র সকল দ্বিজদেরও বন্দনীয় হয় আর কৌলাচারহীন দ্বিজেরা স্বজনেরও ত্যাজ্য হয়েন। এ স্থলেও ত্যাজ্য শব্দ শ্রবণ দ্বারা যথার্থবাদ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা কৌলাচারহীন হইলে স্বজনেরও ত্যাজ্য হয়েন। পূর্ব্বোক্ত যোগবাশিষ্ঠ বচন (সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা) অর্থাৎ সংসারসুখে আসক্ত[৪৩]অথচ কহে যে আমি ব্রহ্মকে জানি সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করিবেক।। যে কোনো ব্যক্তি সংসারসুখে কি আসক্ত কি অনাসক্ত হইয়া এরূপ কহে যে ব্রহ্মস্বরূপকে আমি জানি সে মূঢ় এবং ত্যাগযোগ্য যথার্থই হয় ইহা স্বীকার করিতে আমরা কদাপি সঙ্কোচ করি না কিন্তু এ বচনও ধর্ম্মসংহারকের প্রথম ব্যবস্থানুসারে ভয় প্রদর্শন মাত্র নিন্দার্থবাদ হইতেছে, যেহেতু এ বচনে "পাপবিশেষ, নরকবিশেষ, কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষ" উক্ত নাই। যদি ধর্ম্মসংহারাকাঙ্ক্ষী কহেন যে তাঁহার দ্বিতীয় আজ্ঞা অর্থাৎ ত্যাগ শব্দের উল্লেখ থাকিলে যথার্থবাদ হয়, তদনুসারে ঐ পূর্ব্বের বচনপ্রাপ্ত সংসারী ব্যক্তি ত্যাজ্যই হয়; তবে তাঁহার দ্বিতীয় ব্যবস্থামতে এই উত্তরের ৪২ পৃষ্ঠে লিখিত বচনের প্রমাণে যাহাতে ত্যাগ শব্দের প্রয়োগ আছে ধর্ম্মসংহারকও পরের বরঞ্চ স্বজনেরও সর্ব্বথা ত্যাজ্য হইবেন। এই স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্মসংহারকের ব্যবস্থাদ্বয়কে তাঁহার আজ্ঞা এই শব্দ[৪৪]-প্রয়োগ আমরা করিলাম ইহার কারণ এই যে প্রাচীন অথবা নবীন কোনো স্মার্ত্তের প্রমাণ এই ব্যবস্থাদ্বয়ের প্রামাণ্যের নিমিত্ত লিখেন না সুতরাং তাঁহার আজ্ঞাস্বরূপে ঐ দুই ব্যবস্থাকে গণনা করিতে হইয়াছে। ফলত শাস্ত্রকর্ত্তা ও সংগ্রহকারদের মতে ধর্ম্মসংহারকের বিশেষ নিয়মের অন্যথায় সামান্যত নিষেধ ও প্রত্যবায়শ্রবণ পাপসূচক হয়। বস্তুত শাস্ত্রের অপলাপ করিবার দোষ ধর্ম্মসংহারকের প্রতি দেওয়া বৃথা কিন্তু এই মাত্র তাঁহাকে কহিতে যুক্ত হয় যে মহাশয় দ্বেষ ও পৈশূন্যপ্রযুক্ত দুর্ব্বাক্য কহাইবার জন্যে বেতন দিতে কদাপি কাতর নহেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তবে কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যুত্তর কেন না লেখাইলেন, তাহা হইলে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও সর্ব্বলোকগর্হিত দুর্ব্বাক্য সকলে গ্রন্থ পরিপূর্ণ হইত না কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে এ দোষও দেওয়া তাঁহার প্রতি উচিত হয় না যেহেতু এরূপ অশাস্ত্র ও দুর্ব্বাক্য কহিতে বেতন পাইলেও পণ্ডিত লোক কেন প্রবৃত্ত হইবেন।

[৪৫]৪৯ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে লিখেন যে "লোক—সুখে সতত অত্যন্ত অনুরক্তচিত্ত নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হয়—এতাদৃশ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা কর্ম্ম ও ব্রহ্ম হইতে ভ্রষ্ট ও অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাজ্য হয়"। উত্তর, যে ব্যক্তি সুখাসক্ত হইয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হয় সে পাপিষ্ঠ নরাধম হইতেও অধম বরঞ্চ ভাক্ত কর্ম্মীর তুল্য হয় অতএব ধর্ম্মসংহারকই বিবেচনা করুন যে ব্যক্তি সুখাসক্ত হইয়া জ্ঞানানুষ্ঠানে বিরক্ত হয় ইহার উদাহরণস্থল তিনি হয়েন কি না।

পুনরায় ওই পৃষ্ঠে লিখেন যে "ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি মৌখিক প্রীতি মাত্র এবং কর্ম্মকাণ্ডের অকরণার্থ আমি ব্রহ্মজ্ঞানী আমার কর্ম্মকাণ্ডে প্রযোজন কি ইহা কহিয়া লোক সকলকে প্রতারণা করেন" ইহার উত্তরে আমরা এই কহিব যে যে কোনো ব্যক্তি কেবল মৌখিক জ্ঞানানুষ্ঠান জানায় অথচ এই অভিমান করে যে আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হই এবং এই ছলে কর্ম্ম ত্যাগ করি[৪৬]য়া লোককে প্রতারণা করে সে ব্যক্তি ভাক্তজ্ঞানী বরঞ্চ ভাক্ত কর্ম্মী হইতেও নরাধম হয়, সেইরূপ যে কোন ব্যক্তি জ্ঞানানুষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হয় আর লোককে প্রতারণার্থ কহে যে আমি সৎকর্ম্মী আমার জ্ঞান সাধনে কি প্রযোজন, কর্ম্ম দ্বারাই কৃতার্থ হইব সেও ভাক্ত কর্ম্মীর

মধ্যে অবশ্য গণিত হইবেক। বস্তুতঃ যে কোনো কারণে হউক জ্ঞানানুষ্ঠানে যাহার বৈরক্ত্য হয় তাহার পর ভাগ্যহীন অন্য কে আছে। কেনশ্রুতিঃ। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি নচেদিহা-বেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ইহ জন্মে মনুষ্য যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতীন্দ্রিয়রূপে আত্মাকে জানেন তবে তাঁহার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয আর যদি মনুষ্য ইহ জন্মে আত্মাকে না জানেন তবে তাঁহার মহান্ বিনাশ হয়। কুলার্ণবে, সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। তথা, সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং। যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোত্র কঃ। অর্থাৎ বহু জন্মের পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা মনুষ্য হইয়া যদি জ্ঞানী হয় [৪৭] তবে তাহার মুক্তি হইবেক। মোক্ষের সোপান অর্থাৎ সিঁড়ি যে মনুষ্যজন্ম তাহা পাইয়া যে আপনার ত্রাণ জ্ঞান দ্বারা না করিলেক তাহার পব পাপী আর কে আছে।

৫০ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে "আপন অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতার ২ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে যোগবাশিষ্ঠবচনের তাৎপর্য্যার্থ লিখিয়াছেন যে ব্যক্তি সংসারসুখে আসক্ত হইয়া ইত্যাদি অতএব পূর্ব্বলিখনের বিস্মরণে যোগবাশিষ্ঠবচনের পুনর্ব্বার স্বমত রক্ষণার্থ অন্যার্থ কল্পনা করিয়া যোগবাশিষ্ঠের বচনান্তব কথনেও নিরর্থ নানা বাক্যোচ্চাবণে উন্মত্তপ্রলাপ ইত্যাদি।" উত্তর, আমাদের প্রথম উত্তরের দ্বিতীয় পৃষ্ঠে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা সমুদায় প্রথমত লিখিতেছি অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সংসারসুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী এমৎ কহে সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট ত্যাজ্য হয়" আর ঐ যোগবাশিষ্ঠবচনান্তবেব অর্থ যাহা প্রথম উত্তরের পঞ্চম পৃষ্ঠে লিখিয়া-ছিলাম তাহাকেও পুন[৪৮]রুক্তি করিতেছি "(বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তবেবং বিহর রাঘব।) অর্থাৎ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট মনেতে সঙ্কল্পত্যাগ আর বাহিরেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইযা ও মনেতে অকর্ত্তা জানিযা হে বামচন্দ্র লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর অতএব জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয়ব্যাপারযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিযা দুই অনুভব হইতে পারে এক এই যে মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপাব কবিতেছে দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক বিষয় করিতেছে ইত্যাদি" এই দুই বচনের অর্থ যাহা লেখা গিয়াছিল তাহা পরস্পর অন্যার্থ হইয়া প্রলাপোক্তি হয কি ইহাকে প্রলাপোক্তি কথনেব কাবণ কেবল ধর্ম্মসংহারকের দ্বেষ পৈশুন্য হয় তাহা পণ্ডিত লোক বিবেচনা কবিবেন।

৫১ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে লিখেন যে "ঐ জনকার্জ্জুনের লৌকিকাচার দৃষ্টিতে কলির জ্ঞানী মহাশয়দের লৌকিকাচার কর্ত্তব্য, কি সন্ধ্যা বন্দনাদি পরিত্যাগ ও সাবানের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন ক্ষৌরকর্ম্ম ইত্যাদি লোক[৪৯]বিরুদ্ধ কর্ম্মই কর্ত্তব্য হয়।" উত্তর, সাবানের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন ও ক্ষৌবকর্ম্ম ইত্যাদি ধর্ম্মসংহাবকের স্বপ্ন সুতবাং ইহার উত্তর দিবার প্রয়োজন রাখে নাই; এই উত্তরেব ৯ পৃষ্ঠ অবধি ১১ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আমবা লিখিযাছি তাহা দৃষ্টি করিবেন যে জ্ঞাননিষ্ঠদের সর্ব্বপ্রকারে আবশ্যক আত্মচিন্তন এবং ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন ও প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাস হয়, সন্ধ্যা বন্দনাদি চিত্তশুদ্ধির কারণ হযেন অতএব ইহার পরিত্যাগের আবশ্যকতা কুত্রাপি লেখা যায না। পবে ধর্ম্মসংহারক ঐ পৃষ্ঠে তন্ত্রবচন লিখেন যে (শিবতুল্যোপি যো যোগী গৃহস্থশ্চ যদা ভবেৎ। তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘযেৎ) অর্থাৎ গৃহস্থ যোগী শিবতুল্যও যদি হয়েন তথাপি লৌকিকাচারের লঙ্ঘন মনেও করিবেন না।। আমরা প্রথম উত্তবের ১৯ পৃষ্ঠের নবম পংক্তিতে এই পরের বচন লিখি যে ("বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ। আত্মতৃপ্তঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্বহেৎ) জ্ঞাননিষ্ঠেরা সর্ব্ব যুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত অ[৫০]থবা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন"; অতএব লোকাচার নির্ব্বাহের বিষযে যাঁহারা এই পূর্ব্বোক্ত বচনকে আপন আচার ও ব্যবহারেব সেতুস্বরূপ জানেন তাঁহাদের প্রতি পরিবাদপূর্ব্বক (তথাপি লৌকিকাচারাং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ) এ বচনের উপদেশ করা কেবল দ্বেষ ও পৈশুন্যনিমিত্ত হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন। কিন্তু ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে লোকাচার রক্ষার্থে বালকের

ক্রীড়ার ন্যায় কোনো২ লোকের উপাসনার অনুষ্ঠান কদাপি জ্ঞাননিষ্ঠের কর্ত্তব্য নহে। মুণ্ডকশ্রুতিঃ (অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে) অর্থাৎ জ্ঞানের বিরোধী ব্যাপারে বহু প্রকারে রত হইয়া বালকের ন্যায় অভিমান করে যে আমরা কৃতকার্য্য হই যেহেতু এইরূপ কর্ম্মিসকল স্বর্গাদিতে অনুরাগপ্রযুক্ত পরম তত্ত্বকে জানিতে পারে না সেই হেতুক দুঃখার্ত্ত হইয়া কর্ম্মফলের ক্ষয় হইলে স্বর্গাদি হইতে চ্যুত হয়। মহানির্ব্বাণ, (বাল[৫১]ক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নামরূপময়ং জগৎ। বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ) নামরূপাত্মক বস্তু সকল বালকের ক্রীড়ার ন্যায় অস্থায়ী হইয়াছেন তাহা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

ঐ পৃষ্ঠে লিখেন যে "কর্ম্মীদের বিপরীত কর্ম্ম না করিলে কলির জ্ঞানী হওয়া হয় না।" উত্তর, আমাদের পূর্ব্ব উত্তরের ১৭ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তিতে এই বচন লেখা যায় যে ("যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনং"।। অর্থাৎ যেং উপায় লোকের শ্রেয়স্কর হয় তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য এই ধর্ম্ম সনাতন হয়) যদি ধর্ম্মসংহারকের মতে লোকের শুভ চেষ্টা কর্ম্মীদের বিপরীত হয় তবে কর্ম্মীদের বিপরীত কর্ম্ম করা এ অংশে সুতরাং হইল। আমরা পূর্ব্ব উত্তরের ৬ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তি অবধি লিখিয়াছিলাম যে "জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয়ব্যাপারযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুই অনুভব হইতে পারে এক এই যে মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করি[৫২]তেছেন দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ব্যাপার করিতেছেন যেহেতু মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্বরই জানেন, তাহাতে দুর্জ্জন ও খল ব্যক্তিরা বিরুদ্ধ পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর সজ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উত্তম পক্ষকেই গ্রহণ করেন—যেমন জনকাদির রাজ্য শাসন ও শত্রু দমন ইত্যাদি বিষয় ব্যাপার দেখিযা দুর্জ্জনেরা তাঁহাদিগকে বিষয়াসক্ত জানিয়া নিন্দা করিত এবং ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে অর্জ্জুন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং রাজ্য করিলে পর দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে রাজ্যাসক্ত জানিয়া নিন্দিতরূপে বর্ণন করিত, ইহা পূর্ব্ব২ও দৃষ্ট আছে। তাহার উত্তরে ধর্ম্মসংহারক ৫২ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "মনুষ্যেও বাহ্য চিহ্নের দ্বারা সে ভাব বোধ করিতে পারেন নতুবা দুষ্ট ও শিষ্ট কিরূপ বোধ হইতেছে" এবং পরাশরের বচন ওই পৃষ্ঠে লিখিয়াছেন যাহার অর্থ এই যে স্বর বর্ণ ইঙ্গিত আকার চক্ষু চেষ্টা এই সকল বাহ্য চিহ্নের দ্বারা মনুষ্যের অন্তর্গত ভাব বোধ করিবেক। অতএব এই বাহ্য[৫৩]লক্ষণের প্রমাণে ইদানীন্তন জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রথম পক্ষই, অর্থাৎ আসক্তিপূর্ব্বক ব্যাপার করিয়া ভাক্তজ্ঞানী হয়েন, ইহাই ধর্ম্মসংহারকের স্থির হইয়াছে। উত্তর, এরূপ বাহ্য লক্ষণকে ছল করিযা নিন্দা করা ইহাও কেবল ইদানীন্তন হয় এমত নহে, বরঞ্চ পূর্ব্ব২ যুগের দুর্জ্জনেরাও যখন জনকার্জ্জুন প্রভৃতি জ্ঞানীদিগকে নিন্দা করিত তখন তাহাদিগকে নিন্দার হেতু জিজ্ঞাসিলে এইরূপই উত্তর দিত যে "স্বর, বর্ণ, ইঙ্গিত, আকার চক্ষুঃ চেষ্টার দ্বারা আমরা জানিযাছি যে ঐ জ্ঞাননিষ্ঠেরা আসক্তিপূর্ব্বক বিষয়কর্ম্ম ও শত্রুবধ স্ত্রীসঙ্গ এবং ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছেন সুতরাং কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হয়েন" অতএব দুর্জ্জনেরা সর্ব্বকালেই পরনিন্দা করিবার নিমিত্ত দোষ আরোপ করিতে ত্রুটি করে নাই।

৫৩ পৃষ্ঠে যোগবাশিষ্ঠের বচন কহিয়া লিখিয়াছেন (সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তে চ কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয শিশ্নোদরপরায়ণাঃ)কলিযুগ প্রাপ্ত হই[৫৪]লে সকল লোক ব্রহ্ম এই শব্দ কহিবেক কিন্তু হে মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণেরা অনুষ্ঠান করিবেক না। যোগবাশিষ্ঠে ভগবান্ রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিযা বশিষ্ঠদেব উপদেশ করেন এ বচনে মৈত্রেয়ের সম্বোধন দেখিতেছি। সে যাহা হউক, যাহারা২ ব্রহ্ম কহে এবং শিশ্নোদরপরাযণ হইযা অনুষ্ঠান করে না তাহারাই এ বচনের বিষয় হয় ইহা সর্ব্বথা যুক্তিসিদ্ধ বটে কিন্তু বচনে "সর্ব্ব" শব্দ আছে ইহাকে নির্ভর করিয়া এমৎ অর্থান্তর যদি কল্পান, যে যাঁহারা২ কলিতে ব্রহ্ম কহিবেন

তাঁহারা সকলে শিশ্নোদরপরায়ণ হয়েন তবে ভগবান্ গোবিন্দাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি যাঁহারা জ্ঞানানুষ্ঠান কলিযুগে করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে এ বচনের বিষয় কহিতে হইবেক, ইহা কেবল রাগান্ধের কর্ম্ম হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন। অধিকন্তু কলির প্রভাব বর্ণনে এরূপ "সর্ব্ব" শব্দ কথন সকল ধর্ম্মের প্রতিই আছে তাহাকে কলির দৌরাত্ম্যসূচক অঙ্গীকার না করিয়া যথার্থই স্বীকার করিলে কোন ধর্ম্ম [৫৫] আছে এমত স্থির হয় না, ক্রিয়াযোগসারে (কলৌ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি পাপকর্ম্মরতা জনাঃ। বেদবিদ্যা-বিহীনাশ্চ তেষাং শ্রেয়ঃ কথং ভবেৎ) অর্থাৎ কলিযুগে সকল লোকই পাপক্রিয়ারত এবং বেদবিদ্যাবর্জ্জিত হইবেক অতএব তাহাদিগের মঙ্গল কি প্রকারে হইবেক। স্মার্ত্তধৃত বচন (বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে) ব্রাহ্মণ সকল শূদ্রের আচারবিশিষ্ট কলিযুগে হইবেন। এ সকল বচনেও সর্ব্ব শব্দ প্রয়োগ দেখিতেছি অতএব কলিদৌরাত্ম্যসূচক না কহিয়া সর্ব্ব শব্দের সংকোচ না করিয়া ধর্ম্মসংহারক যদি যথার্থবাদ কহেন তবে উভয় পক্ষের সমান বিনাশ হইতে পারে।

আমরা লিখিয়াছিলাম যে পূর্ব্বে২ কালীন দুর্জ্জনেরাও জনকার্জ্জুনাদিকে নিন্দা করিত। এ নিমিত্ত ৫৪ এবং ৫৫ পৃষ্ঠে আমাদের আত্মশ্লাঘা দর্শাইয়া অনেক শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন, অতএব এ স্থলে পূর্ব্ব উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার পুনরুক্তি করিতেছি "এ [৫৬] উদাহরণ দিবার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে জনকাদি ও অর্জ্জুনাদির তুল্য এ কালের জ্ঞানসাধকেরা হয়েন অথবা ইদানীন্তন জ্ঞানসাধকেদের বিপক্ষেরা তাঁহাদের মহাবলপরাক্রম বিপক্ষেদের তুল্য হয়েন তবে এ উদাহরণ দিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বকালেই দুর্জ্জন ও সজ্জন আছেন, দুর্জ্জনের সর্ব্বকালেই স্বভাব এই যে কোন ব্যক্তির প্রতি দোষ ও গুণ এ দুয়েরি আরোপ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে কেবল দোষেরি আরোপ করে কিন্তু সজ্জনের স্বভাব তাহার বিপরীত হয় অর্থাৎ দোষ গুণ দুয়ের আরোপ সত্ত্বে কেবল গুণেরি আরোপ করিয়া থাকেন।" ক্রিয়াযোগসার, (দুষ্টানাং কৃতপাপানাং চরিত্রমিদমদ্ভুতং। নিষ্পাপমপি পশ্যন্তি স্বাত্মমানেন পাপিনং) দুষ্ট ও পাপীদের এই অদ্ভুত চরিত্র হয় যে নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও আপনার ন্যায় পাপী জানে। অতএব এই পূর্ব্ব উত্তরের বাক্যের দ্বারা আমাদের শ্লাঘা অথবা আপনার অপকর্ষতা প্রকাশ করা হইয়াছে ইহা পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন।

[৫৭] ৫৫ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে লিখেন যে "এ প্রকার ভ্রান্ত কে আছে যে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগকে জনকাদিতুল্য জ্ঞান করে," অধিকন্তু সৌজন্য প্রকাশপূর্ব্বক ওই পৃষ্ঠে লিখেন যে ইদানীন্তন জ্ঞানীদের সহিত জনকাদির সেই সাদৃশ্য যাহা অশ্বলোম ও শ্বেতচামরে এবং অভক্ষ্যভক্ষক শূকরে ও গবীতে পাওয়া যায়। উত্তর, ধর্ম্মসংহারকের মুখ হইতে সর্ব্বদা অশুচি নিঃসরণ হওয়াতে আমাদের হানি কি এবং ইদানীন্তন জ্ঞাননিষ্ঠদেরও জনকাদির সহিত যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতেও আমরা দুঃখিত নহি, কিন্ত ধর্ম্মসংহারক ইহা জানেন কি না যে জনক ও অর্জ্জুনাদির নিন্দক দুর্জ্জন ও আধুনিক জ্ঞাননিষ্ঠদের নিন্দক দুর্জ্জন এ দুইয়ে সেই সাদৃশ্য যাহা করাল ব্যাঘ্রে ও ধূর্ত্ত শৃগালে দৃষ্ট হয়।।

৫৬ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তিতে আরম্ভ করিয়া লিখেন যে "নারদকে দাসীপুত্র ও ব্যাসকে ধীবরকন্যাজাত, পঞ্চ পাণ্ডবকে জারজ, ব্রহ্মাকে কন্যাগামী, মহাভারতকে [৫৮] উপন্যাস দেবপ্রতিমাকে মৃত্তিকা এবং শালগ্রামকে শিলা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন তাঁহারা সজ্জন কি দুর্জ্জন জানিতে ইচ্ছা করি।" উত্তর, নিন্দা উদ্দেশে ঐ সকল মহানুভাবকে যাহারা এরূপ কহে তাহারা অবশ্যই দুর্জ্জন বটে কিন্তু এইরূপ কথন মাত্রে যদি দুর্জ্জনতা সিদ্ধ হয় তবে ঐ সকল বৃত্তান্ত যে সকল গ্রন্থে কহিয়াছেন সে সকল গ্রন্থকারেরা ও তাহার পাঠক ধর্ম্মসংহারক প্রভৃতিরা আদৌ দুর্জ্জন হইবেন। দাসীপুত্র নারদ ও ধীবরকন্যাজাত ব্যাস ইত্যাদি পৌরাণিক বৃত্তান্ত লোকে প্রসিদ্ধই আছে সুতরাং তাহার প্রমাণ লিখনে প্রয়োজন নাই কিন্তু শেষের দুই

প্রস্তাবের প্রমাণের প্রাচুর্য্য নাই এ নিমিত্ত তাহার প্রমাণ দিতেছি। প্রথম ভারতাদির উপন্যাস কথন। মহাভারত আদিপর্ব্ব (লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক। ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ) আমি যে কহিতেছি ও মনের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে যে ভারত তাহার লেখক হে গণেশ তুমি হও।। শ্রীভাগ[৫৯]বত (যথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেষুষাং। বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচোবিভূতির্ন তু পারমার্থ্যং) রাজারা যশকে লোকে বিস্তার করিয়া মরিয়াছেন তোমাকে এ কথা সকল কহিলাম তাহার তাৎপর্য্য এই যে বিষয়ে অসার জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইবেক এ কেবল বাক্যবিলাস অর্থাৎ বাক্যক্রীড়া মাত্র কিন্তু পরমার্থ-যুক্ত নয়। দ্বিতীয় প্রতিমা বিষয়ে। যথা শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে (যস্যাত্মবুদ্ধিঃকুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ) অর্থাৎ যে ব্যক্তির কফপিত্তবায়ুময় শরীরে আত্মবুদ্ধি হয় আর স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্মভাব ও মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রতিমাদিতে পূজ্য বোধ আর জলে তীর্থ বোধ হয় কিন্তু এ সকল জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানীতে না হয় সে গরুর গাধা অর্থাৎ অতি মূঢ়। আহ্নিকতত্ত্বধৃত শাতাতপবচন (অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্টেষু মূর্খাণাং [৬০] যুক্তস্যাত্মনি দেবতা) জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয় আর গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দৈবজ্ঞানীরা করেন আর কাষ্ঠ লোষ্ট ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মাতেই ঈশ্বর বোধ করেন।

ঐ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "কোন দুর্জ্জন দুগ্ধকে তক্র ও শর্করাকে বালুকা, চামরকে অশ্বলোম—কহিয়া নিন্দা করে" উত্তর, অনেক দুর্জ্জন এমত ছিলেন এবং আছেন যে উত্তমকে অধম কহিয়া থাকেন, সর্ব্বদেবোত্তম মহাদেবকে দক্ষ কি দেবাধম কহে নাই, আর তদুচিত শাস্তি সে নিন্দকের কি হয় নাই।

পুনরায় লিখেন যে "কোন্ সুজনই বা তক্রকে দুগ্ধ ও বালুকাকে শর্করা, অশ্বলোমকে চামর—কহিযা প্রশংসা করেন" উত্তর, উত্তমেরা স্বল্পকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রকে মহৎ কহিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, পুরাণে স্তুতিবাদ সকল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে গরুড়ের প্রতি দেবতাদের উক্তি (ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং।) হে গরুড় নিত্যানিত্যস্বরূপ সমুদায় জগৎ তুমি হও। [৬১] বস্তুত পরনিন্দাই দুর্জ্জনের জীবনোপায় হয়। আমরা প্রথম উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে ব্রহ্মনিষ্ঠ এমত কহেন না যে আমি ব্রহ্মকে জানি অতএব যে এমত কহে সে অবশ্যই কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হয়, এবং কেনশ্রুতি ইহার প্রমাণ লিখিয়াছিলাম তাহাতে ধর্ম্মসংহারক ৫৯ পৃষ্ঠে ১২ পংক্তিতে লিখেন যে "এই কপট বাক্যের দ্বারা এই বোধ হয় কি না যে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় আপনাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী কহিয়াছেন অতএব তিনি উভয়ভ্রষ্ট ও ত্যাজ্য হযেন কি না" উত্তর, যোগবাশিষ্ঠের বচন নিন্দার্থবাদ না হইয়া যথার্থবাদ যদি হয় তবে উভয়বিভ্রষ্ট ও ত্যাজ্য সেই হইবেক যে সংসারসুখে আসক্ত হইয়া কহে যে আমি ব্রহ্মকে জানি। তাহাতে এ দুইয়ের প্রথম দোষের বিষয়ে, অর্থাৎ সংসারে আসক্তি, এ অপবাদে দুর্জ্জনের মুখ হইতে নিস্তার নাই যেহেতু কি ইদানীন্তন কি পূর্ব্বযুগে গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠেদের বিষয়ব্যাপার দেখিয়া কেহ বিষয়াসক্তির দোষ তাঁহাদিগকে দিলে ইহার অপ্রমাণ [৬২] করা লোকের নিকট দুষ্কর হয়, কিন্তু দ্বিতীয় দোষের অপবাদ দিলে দুর্জ্জনকে নিরুত্তর অনায়াসে করা যায়, যেহেতু তাঁহাদের প্রকাশিত শত২ পুস্তক আছে এবং সর্ব্বদা কথোপকথন করিয়া থাকেন ওই সকলের দ্বারা প্রমাণ হইবেক যে তাঁহারা সর্ব্বদাই স্বীকার করেন যে ব্রহ্মস্বরূপ কোন মতে আমরা জানি না এবং পরমেশ্বরের পরিচ্ছিন্ন হস্ত পদ শিশ্নোদর আছে অথবা তিনি যথার্থ আনন্দরূপ শরীরে স্ত্রীসংসর্গ ও অশুচি পরিত্যাগাদি ক্রিয়া করিয়াছেন ইহা কদাপি কহেন না অতএব দুর্জ্জনেরা যাবৎ প্রমাণ করিতে না পারেন যে আমরা ব্রহ্ম জানিয়াছি এমত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি তাবৎ আমাদের প্রতি, ব্রহ্মস্বরূপ জানি, এ প্রাগল্ভ্যের উল্লেখ

করা তাহাদের কেবল দ্বেষ ও পৈশূন্যের জ্ঞাপক মাত্র হইবেক।

৬১ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রণব ও গায়ত্রী এ দুয়ের জপ মাত্রে অথচ বিহিতানুষ্ঠানরহিত হইলে কোন মতে জ্ঞানানুষ্ঠানের অধিকার হয় না। উত্তর, প্রণব ও গায়ত্রীর জপ মাত্রেই লোক শমদমা[৬৩]দিতে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানের দ্বারা কৃতার্থ হয় ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও মনু প্রভৃতি শাস্ত্র আছেন মনুঃ (ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরন্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ) বেদোক্ত হোম যাগাদি সকল কর্ম্ম কি স্বরূপতঃ কি ফলত বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রণবরূপ যে অক্ষব তাহাকে অক্ষয় জানিবে যেহেতু অক্ষয় যে ব্রহ্ম তেঁহো তাহার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন।। (জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে) ব্রাহ্মণ কেবল প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারাই সিদ্ধ হয়েন ইহাতে সংশয় নাই অন্য কর্ম্ম করুন অথবা না করুন, ব্রাহ্মণ ইহার জপের দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীর মিত্র হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য হয়। ইহাতে টীকাকার লিখেন যে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় কেবল প্রণব হয়েন এ কথন প্রণবেব স্তুতি যেহেতু অন্য উপায়ও শাস্ত্রে লিখিয়াছেন। কঠশ্রুতিঃ (এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পবং। এতদ্ধ্যেবাক্ষবং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ) এই প্রণব [৬৪] হিরণ্যগর্ব্ভরূপ হয়েন এবং পরব্রহ্মস্বরূপও হয়েন ইহার দ্বারা উপাসনাতে যে যাহা বাসনা করে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়।। মুণ্ডকশ্রুতিঃ (প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ) প্রণব ধনুস্বরূপ, জীবাত্মা শরস্বরূপ, পরব্রহ্ম লক্ষ্য-স্বরূপ হয়েন, প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা ওই লক্ষ্যকে জীবস্বরূপ শরের দ্বারা বেধন করিয়া শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত এক হইবেক।। সাধনকালে শমদমাদি অন্তরঙ্গ কারণ হয়েন কিন্তু সে কালে সম্পূর্ণরূপে শমদমাদিবিশিষ্ট হওনেব সম্ভব হয় না যেহেতু সম্পূর্ণরূপে শমদমাদিবিশিষ্ট হওয়া সিদ্ধাবস্থার স্বাভাবিক লক্ষণ হয় তাহা সাধনাবস্থায় কিরূপে হইতে পারে। বস্তুতঃ শমদমাদিতে যাহার যত্ন নাই সে জ্ঞাননিষ্ঠ পদেব বাচ্য কি হইবেক বরঞ্চ মনুষ্য পদের বাচ্যও হয় না, অতএব শমদমাদিতে যত্ন জ্ঞানাভ্যাসে অবশ্য করিবেক এমত নিয়ম সর্ব্বথা আছে। মনুঃ (আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্) অ[৬৫]র্থাৎ আত্মজ্ঞানে ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে এবং প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন ইতি প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে স্নেহপ্রকাশকো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।।

৬১ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে প্রথমত বেদান্তে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারীর লক্ষণ কহিয়াছেন, ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগবৈরাগ্য, আর কি নিত্য বস্তু কি অনিত্য বস্তু ইহার বিবেচনা, ও শমদমাদি সাধন আর মুক্তিতে ইচ্ছা এই সকল ব্রহ্মজিজ্ঞাসাব অধিকারীর বিশেষণ হয়। উত্তর, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাব প্রতি সাধনচতুষ্টয়াদিকে বেদান্তে ও গীতাদি মোক্ষশাস্ত্রে কারণ লিখিয়াছেন কিন্তু ইহ জন্মে এ সকল বিশেষণ উত্তম অধিকাবীর বিষয়ে হয় অর্থাৎ এরূপ বিশেষণাক্রান্ত হইলে ইহ জন্মেই ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা মনুষ্যের জন্মে কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতেব দ্বারা ঐহিক সাধনচতুষ্টয় ব্যতিরেকেও মনুষ্যে ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, [৬৬] বেদান্তেব ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৫১ সূত্র (ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ) যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অনুষ্ঠিত সাধনের দ্বারা ইহ জন্মে অথবা জন্মান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয় যেহেতু বেদে দেখিতেছি (গর্ব্ভস্থ এব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবং) গর্ব্ভস্থ যে বামদেব তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাব ঐহিক কোনো সাধন ছিল নাই সুতরাং পূর্ব্বজন্মেব সাধনের দ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবদ্গীতা (পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোপি সঃ) সেই পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তি অবশ হইয়া জ্ঞান সাধনে

যত্ন করে। শাস্ত্রে সাধনচতুষ্টয়কে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কারণ কহিয়াছেন অতএব যখন কোন ব্যক্তিতে ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা উপলব্ধি হয় তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে এরূপ ইচ্ছার কারণ যে সাধনচতুষ্টয় তাহা ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে এ ব্যক্তির হইয়াছে নতুবা কারণ না থাকিলে কিরূপে কার্য্যের সম্ভাবনা হয়। ভগবদ্গীতাতেও ইহাকে [৬৭] পুনঃ২ দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন (চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ) স্বামীর ব্যাখ্যা, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতের দ্বারা চারি প্রকার ব্যক্তিরা আমাকে ভজন করেন প্রথম আর্ত্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু, তৃতীয় অর্থার্থী, চতুর্থ জ্ঞানী।। যেমন ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারের কারণ সাধনচতুষ্টয় লিখিয়াছেন সেইরূপ শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য ইত্যাদি তাবৎ উপাসনাতেই অধিকারের কারণ বাহুল্যরূপে লিখেন, তন্ত্রসারধৃত বচন (শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা) শমগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহবিশিষ্ট ও বিনয়যুক্ত, চিত্তশুদ্ধিবিশিষ্ট, শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসী, ও মেধাবী, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানক্ষম, আচারাদি গুণ-যুক্ত, বিশেষদর্শী, সচ্চরিত্র, যত্নশীল ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইলে শিষ্য হয় অন্যথা শিষ্য হইতে পারে না।। এ বচনে "শিষ্যো ভবতি নান্যথা" [৬৮] এই বাক্যের দ্বারা এ সকল বিশেষণকে সাকাব উপাসনা বিষয়ে দৃঢ়তররূপে কহিয়াছেন। যদি ধর্ম্মসংহারক কহেন যে "এ সকল বিশেষণ উত্তমাধিকারী শিষ্যের প্রতি হয় কিন্তু মধ্যম ও কনিষ্ঠাধিকারে এ সমুদায়ের নিয়ম নাই যেহেতু এরূপ সঙ্কোচ না করিলে সাকার উপাসনাতে অধিকারী প্রায় পাওয়া যাইবেক না এবং জ্ঞানসাধন বিষয়ে সাধনচতুষ্টয়ের সম্পূর্ণরূপে ইহ জন্মেই হওয়া আবশ্যক, এমৎ না কহিলে ব্রহ্মোপাসনার প্রবৃত্তিতে বাধা জন্মান যায় না" উত্তর, এরূপ কথন ধর্ম্মসংহারকের আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু পূর্ব্বলিখিত বেদান্তসূত্র ও ভগবদ্গীতার প্রাপ্ত স্পষ্টার্থকে যাঁহারা অমান্য করেন তাঁহাদেব সহিত আমাদের শাস্ত্রীয় বিচার নাই।

৬৪ পত্রে ২ পংক্তি অবধি লিখেন যে তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ ভগবদ্গীতাতে কহিয়াছেন (দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে) দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নচিত্ত ও সুখেতে নিস্পৃহ ও বিষয়ানুরাগ[৬৯]শূন্য, ভয় ক্রোধ রহিত এবং মুনি অর্থাৎ মৌনশীল যে মনুষ্য তাহাব নাম স্থিতধী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হয। উত্তর, এ সকল স্বাভাবিক লক্ষণ সিদ্ধাবস্থায হয কিন্তু সাধনাবস্থায় এ সমুদায় বিশেষণ ব্যক্তিতে নিয়ম করিলে সিদ্ধাবস্থা ও সাধনাবস্থা উভয়ের ভেদ থাকে না, গীতা (বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ) চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে চতুর্থ জ্ঞানী তাহাকে সর্ব্বোত্তম কহিয়া তাহার সুদুর্ল্লভত্ব কহিতেছেন যে এই চতুর্থ ভক্ত অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ কিঞ্চিৎ২ পুণ্য বৃদ্ধির দ্বারা অনেক জন্মের অন্তে আত্মজ্ঞানকে লব্ধ হইয়া চরাচর এই সমস্ত জগৎ বাসুদেবই হযেন এই ঐক্য জ্ঞানে অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিরূপে আমার ভজন করেন অতএব সেই অপরিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা অতিশয় দুর্ল্লভ হযেন।। অর্থাৎ অনেক জন্ম সাধনাবস্থার পরে সিদ্ধাবস্থা জন্মে (প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ। অনেক-জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পবাং গতিং) স্বামী, যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকাবে অল্প যত্নবিশিষ্ট [৭০] জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি পরজন্মে পবম গতিকে প্রাপ্ত হয তবে যে ব্যক্তি উত্তবোত্তর জ্ঞানাভ্যাসে অধিক যত্ন করে এবং সেই অনুষ্ঠানের দ্বারা নিষ্পাপ হয় সে ব্যক্তি অনেক জন্মেতে সমাধির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানী হইযা ততোধিক শ্রেষ্ঠ গতিকে প্রাপ্ত হইবেক ইহাতে আশ্চর্য কি।। এই গীতাবাক্যানুযায়ী ভাগবত শাস্ত্রেও সাধনাবস্থার অনেক প্রকার কহিয়াছেন, শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে তৃতীযাধ্যায়ে (সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ। অর্চ্চায়ামেব হরযে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু

চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ) স্বামী, জ্ঞানপক্ষে এবং "যদ্বা" কহিয়া ভক্তিপক্ষেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার প্রথম পক্ষ লিখিতেছি। সকল জগতে আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে জগৎকে যে দেখে অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি যে করে সে উত্তম ভাগবত হয়। [৭১] ঈশ্বরে প্রীতি ও ঈশ্বরের ভক্তদের প্রতি সৌহার্দ ও মূর্খে কৃপা আর দ্বেষ্টাতে উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম ভাগবত হয়। ভগবান্‌কে প্রতিমাতে যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করে, ও তাঁহার ভক্ত সকলে ও ভক্ত ভিন্ন ব্যক্তি সকলে সেইরূপ পূজা না করে সে কনিষ্ঠ ভাগবত হয়। অতএব সাধন অবস্থা ও সিদ্ধাবস্থার প্রভেদ এবং সাধন অবস্থাতে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ইত্যাদি ভেদ ভগবদ্গীতা প্রভৃতি তাবৎ মোক্ষশাস্ত্রে করেন।। সিদ্ধাবস্থার ধর্ম্ম সাধনাবস্থায় কেন নাই এবং উত্তম সাধকের লক্ষণ মধ্যম ও কনিষ্ঠাদি সাধকেতে কেন নাই এই ছল গ্রহণ করিয়া নিন্দা করা কেবল দ্বেষ ও পৈশূন্য হেতু ব্যতিরেক কি হইতে পারে।। ভগবদ্গীতাতে যেমন (দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা) ইত্যাদি বচনে জ্ঞানীর লক্ষণ লিখিয়াছেন সেই-রূপ ভক্তের লক্ষণও লিখেন। যথা (সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ। তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ) [৭২] শত্রুতে মিত্রেতে সমান ভাব, আর মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, ইহাতে সমান ভাব এবং বিষয়াসক্তিরহিত ও নিন্দা স্তুতিতে সমান ও মৌনবিশিষ্ট, যথাকথঞ্চিৎ প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট, একস্থানবাসহীন, এবং আমার প্রতি স্থিরচিত্ত এই প্রকার ভক্তিবিশিষ্ট মনুষ্য আমার প্রিয় হয়।। ক্রিয়াযোগসারে (বৈষ্ণবেষু গুণাঃ সর্ব্বে দোষলেশো ন বিদ্যতে। তস্মাচ্চতুর্ম্মুখ ত্বঞ্চ বৈষ্ণবো ভব সম্প্রতি) সমুদায় গুণ বৈষ্ণবে থাকে দোষের লেশও থাকে না অতএব হে ব্রহ্মা তুমি বৈষ্ণব হও।। এ স্থলে এ সকল লক্ষণ উত্তম ভক্তের হয় ইহা স্বীকার না করিয়া ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে প্রথম সাধনাবস্থায় স্বীকার করিলে বিষ্ণুভক্ত পদের প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব হইবেক। সুতরাং কি সাকার উপাসনায় কি জ্ঞান সাধনে সিদ্ধাবস্থা ও সাধনাবস্থা এ দুইয়ের প্রভেদ এবং সাধন অবস্থায় উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠাদি প্রভেদ পূর্ব্বকালে ঋষিরা ও গ্রন্থকারেরা স্বীকার করিয়াছেন অতএব ইদানীন্তনও তাহা স্বীকার করিতে হইবেক।

[৭৩] ৬৫ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে "তাঁহারা (অর্থাৎ আমরা), আপনার-দিগকে না অধিকারাবস্থা না সাধনাবস্থা না সিদ্ধাবস্থা এক অবস্থাও স্বীকার করিতে পারিবেন না" উত্তর, আমরা আপনাদের সাধনাবস্থাই সর্ব্বদা স্বীকার করি সেই সাধনাবস্থা অধিকারি-ভেদে নানাপ্রকার হয়, ভগবদ্গীতাতে (অমানিত্বমদম্ভিত্বং) ইত্যাদি পাঁচ বচন, যাহা ধর্ম্মসংহারক ৬২ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন, অর্থাৎ মান ও দম্ভ ও রাগদ্বেষ ত্যাগ ও বিষয় সকলে বৈরাগ্য ও ইষ্ট, অনিষ্ট উভয়তে সমভাব ইত্যাদি বিশেষণাক্রান্ত কোনো২ সাধক হয়েন। এবং ঐ ভগবদ্গীতাতে লিখেন (যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং। অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে) অর্থাৎ ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়া ফলত্যাগ-পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিয়া নৈষ্ঠিকী শান্তি যে মুক্তি তাহা প্রাপ্ত হয়েন, ঈশ্বর-বহির্ম্মুখ ব্যক্তি ফল কামনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া নিতান্ত বদ্ধ হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মানু[৭৪]ষ্ঠানবিশিষ্ট কোনো২ সাধক হয়েন।। ভগবদ্গীতাতে ভূরি সাধনের উপদেশের পরে গ্রন্থশেষে ভগবান্ পুনরায় সাধনান্তরের উপদেশ দিতেছেন (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ) সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি যে এক আমার শরণ লও, বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমার যে পাপ হইবেক সে সকল পাপ হইতে আমি তোমার মোচন করিব। ভগবান্ মনুও তাবৎ বর্ণাশ্রমাচার কহিয়া গ্রন্থশেষে ইহারি তুল্যার্থ বচন কহিয়াছেন (যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।

প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা) পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞানে ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন, আত্মজ্ঞান ও বেদাভ্যাস ও ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এ স[৭৫]কলের, বিশেষত ব্রাহ্মণের, জন্ম সফল হয় যেহেতু এই অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজাতিরা কৃতকৃত্য হয়েন, অন্য প্রকারে কৃতকৃত্য হয়েন না।। আর কোন২ ব্রহ্মনিষ্ঠ অথচ গৃহস্থ সাধকেরা পরের লিখিত বিশেষণাক্রান্ত হয়েন, গীতা (শব্দাদীন্বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি) অর্থাৎ বিষয় ভোগকালেও আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ই করেন এই নিশ্চয় করিয়া স্থিতি করেন। ইহারি তুল্যার্থ বচনকে বিশেষরূপে ভগবান্ মনুঃ গৃহস্থধর্ম্মের প্রকরণে লিখিয়াছেন, ৪অধ্যায় ২২ শ্লোক (এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ। অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি) অর্থাৎ যে সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞানুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন তাঁহারা বাহ্য কোনো যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন।। পুনরায় অন্য সাধনের প্রকার গীতাতে কহেন (অপানে জুহ্ব[৭৬]তি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ) অর্থাৎ কোন২ ব্যক্তি পূরক ও কুম্ভক রেচকক্রমে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞপরায়ণ হয়েন। এ স্থলে স্বামিধৃত যোগশাস্ত্রবচন(সঃকারেণ বহির্যাতি হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহমহং স ইতি চিন্তয়েৎ) অর্থাৎ নিশ্বাসের সময় প্রাণবায়ু সঃ কহিয়া বহির্গমন করেন, প্রশ্বাসের সময় হং কহিয়া প্রবিষ্ট হয়েন, অতএব সোহং হং সঃ, ইহারি চিন্তন সাধক করিবেক।। ভগবান্ মনু ওই গৃহস্থধর্ম্মপ্রকরণে তত্তুল্যার্থ বচন কহিতেছেন ২৩ শ্লোক (বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃতিমক্ষয়াং) অর্থাৎ কোন২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞস্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে ও নিশ্বাসে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন আর নিশ্বাসে বাক্যেব হবন করেন।। পুনরায় অন্য সাধনপ্রকার গীতাতে লিখিয়াছেন (ব্রহ্মা[৭৭]গ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি) কোন২ ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন।। ভগবান্ মনুঃ ২৪ শ্লোকে তত্তুল্যার্থ লিখেন (জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা)। কোন২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞশাস্ত্র বিহিত আছে তাহা সকল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন তাঁহারা জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা অর্থাৎ উপনিষদের দ্বারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সকল ব্রহ্মাত্মক হয়েন।। ইহার উপসংহারে ভগবান্ কুল্লূক ভট্ট লিখেন যে (শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসংন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ) বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানত্যাগী অথচ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের প্রতি এই সকল বিধি কহিলেন।। জ্ঞান প্রতিপত্তির নিমিত্ত নানাবিধ সাধন কহিলেন ইহার প্রত্যেকেতে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ সাধক হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রেও সেইরূপ মোক্ষোপায সাধন নানাপ্রকার লিখিয়াছেন, শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৯ [৭৮] অধ্যায় ১৯ শ্লোক (সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া। পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ। অযং হি সর্ব্বকল্পানাং সমীচীনো মতো মম। মদ্ভাবং সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ) সর্ব্বত্র ঈশ্বর ব্যাপ্ত আছেন এই অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হয় যে জ্ঞান তাহা হইতে সকল জগৎ ব্রহ্মাত্ম বোধ হয, অতএব যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ জ্ঞানের স্থিরত্ব হইল তখন সংশয়হীন হইয়া ক্রিয়ামাত্র হইতে নিবৃত্ত হইবেক। যদ্যপিও মোক্ষ সাধনে নানা উপায় আছে কিন্তু মনোবাক্য কায এ সকলেব দ্বাবা সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টি ইহা সকল উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ হয এই আমাব মত।। এবং এই পরের লিখিত শ্রীভাগবতীয় শ্লোকের অবতরণিকাতে নানাবিধ সাধনার প্রকার ভগবান্ শ্রীধরস্বামী বিবরণ করিতেছেন, (য এতান্ মৎপথো হিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্। ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ

সংসরন্তি তে) একাদশস্কন্ধ ২১ অধ্যায় স্বামী, (তদেবং গুণদোষব্যবস্থার্থং যোগত্রয়মুক্তং তত্র চ জ্ঞানভক্তিসিদ্ধানাং ন কিঞ্চি[৭৯]ৎ গুণদোষৌ। সাধকানান্তু প্রথমতো নিবৃত্তকর্ম্ম-নিষ্ঠানাং যথাশক্তি নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সত্ত্বশোধকত্বাদ্‌গুণঃ, তদকরণং নিষিদ্ধকরণঞ্চ তন্মলীমসকরণত্বাৎ দোষঃ তন্নিবর্ত্তকত্বাচ্চ প্রায়শ্চিত্তং গুণঃ। বিশুদ্ধসত্ত্বানান্তু জ্ঞাননিষ্ঠানাং জ্ঞানাভ্যাস এব সিদ্ধিনিমিত্তত্বাদ্‌গুণঃ। ভক্তিনিষ্ঠানান্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিরেব গুণঃ, তদ্বিরুদ্ধং সর্ব্বং উভয়েষাং দোষ ইত্যুক্তং ইদানীন্তু যে ন সিদ্ধাঃ নাপি সাধকাঃ কিন্তু কেবলং কাম্যকর্ম্মপ্রধানাস্তেষাং সকলদোষান্‌ প্রপঞ্চয়িষ্যন্‌ আদৌ তানতিবহির্ম্মুখান্‌ নিন্দতি, য এতানিতি) অর্থাৎ গুণ দোষের পৃথক্‌২ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে তিন প্রকার যোগ কহিলেন তাহার মধ্যে জ্ঞানসিদ্ধ ব্যক্তির অথবা ভক্তিসিদ্ধ ব্যক্তির কোন প্রকারেই পাপ পুণ্য নাই, কিন্তু সাধকেদের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাদের যথাশক্তি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান গুণ হয় যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি জন্মে, যথাশক্তি কর্ম্ম না করাতে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করাতে দোষ হয়, যেহেতু এ [৮০] দুই কারণে চিত্তের মালিন্য জন্মে। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহাদের কেবল জ্ঞানাভ্যাস গুণ হয় যেহেতু জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানের পরিপাক জন্মে। ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান গুণ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠের ও ভক্তের আপন২ নিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ দোষ হয় ইহা কহিয়াছেন, এখন যাহারা না সিদ্ধ না সাধক কিন্তু কেবল কাম্য কর্ম্মে রত হয়েন তাঁহাদের সকল দোষ গুণ বিস্তাররূপে কহিবেন, প্রথমে সেই বহির্ম্মুখ কাম্য কর্ম্মীর নিন্দা করিতেছেন (য এতান্‌) ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা অর্থাৎ যাহারা আমার কথিত ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ ত্যাগ করিয়া চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্ষুদ্র কামনার সেবা করে তাহারা সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মে।। জ্ঞাননিষ্ঠদের মধ্যে উত্তম সাধনাবস্থা যে ব্যক্তিদের হয় নাই তাহাদের প্রতি ধর্ম্মসংহারক কহেন "যে তোমাদের না অধিকারাবস্থা না সাধনাবস্থা না সিদ্ধাবস্থা" অতএব ধর্ম্মসংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি বিষ্ণু উপাসনা বিষয়ে অধিকারাবস্থায় [৮১] হয়েন কি সাধনাবস্থায় কি সিদ্ধাবস্থায় আছেন, বিষ্ণু প্রভৃতি উপাসকের অধিকারাবস্থায় এই সকল লক্ষণ হয়, তন্ত্রসারধৃত বচন (শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা) ইত্যাদি, যাহা ৬৭ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লেখা গিয়াছে অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি ওই বচনপ্রাপ্ত বিশেষণ সকল তাঁহাতে আছে কি না। এবং ঐ উপাসনায় সাধনাবস্থার লক্ষণ সকল এই হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে (তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ) তৃণ হইতে নীচ আপনারে জানে এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হয়, আত্মাভিমানশূন্য কিন্তু অন্যের সম্মানদাতা এমত ব্যক্তি সর্ব্বদা হরিসংকীর্ত্তন করিতে পারে। ভগবদগীতা, (সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ) ইত্যাদি অর্থাৎ শত্রু মিত্রে মান অপমানে সমান বোধ করিলে ভক্ত ব্যক্তি ভগবানের প্রিয় হইবেক। তথা, (মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ)। অর্থাৎ যাহারা আমাতেই [৮২] চিত্ত ও আমাতেই সর্ব্বেন্দ্রিয় রাখে ও আমার গুণকে পরস্পর জানায় ও সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন করে ইহার দ্বারা পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া নির্বৃত্ত হয়।। অতএব বিজ্ঞ লোক সকল দেখিবেন যে পূর্ব্বলিখিত বচনপ্রাপ্ত সাধনাবস্থার লক্ষণ সকল তাঁহাতে আছে কি না। পরে ভক্তির সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ (তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।। তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা) অর্থাৎ এইরূপ নিরন্তর উদ্যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজন যাঁহারা করেন তাঁহাদিগকে আমি সেই জ্ঞানরূপ উপায় প্রদান করি যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক অজ্ঞানজন্য যে অন্ধকার তাহাকে দেদীপ্যমান জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা নষ্ট করি। অর্থাৎ

তাঁহাদিগুগে জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তি দি।। এখন ওই বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেখিবেন যে ভগবানের দত্ত তত্ত্বজ্ঞান যাহা ভক্তির [৮৩] সিদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হয় তাহার দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের সর্ব্বত্র ভগবদ্দৃষ্টি হইয়াছে কি না। সুতরাং ইহার কোনো এক অবস্থা স্বীকার করিলে তাঁহার মতেই তাঁহার নিস্তার নাই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে না অধিকারাবস্থা না সাধনাবস্থা না সিদ্ধাবস্থা ইহার এক অবস্থাও স্বীকার করিতে পারিবেন না যদি এরূপ কহেন যে "পূর্ব্ব২ বচনে বিষ্ণুভক্ত বিষয়ে যে সকল বিশেষণ অধিকারাবস্থাব ও সাধনাবস্থার কহিয়াছেন সে উত্তম অধিকাবী ও উত্তম সাধকের প্রতি হয় কিন্তু ব্যক্তিভেদে সাধনাবস্থা উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ইত্যাদি নানাপ্রকাব হয" তবে ধর্ম্মসংহাবকই বিবেচনা করিবেন যে এরূপ কথন প্রতীক ও অপ্রতীক উভয় উপাসনাতে নির্ব্বাহের কারণ হইবেক এবং শাস্ত্রেবও অপলাপ হইবেক না। যথা মাণ্ডূক্যভাষ্যধৃত কারিকা (আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ) অর্থাৎ আশ্রমীরা তিন প্রকার হয়েন, হীনদৃষ্টি, মধ্যমদৃষ্টি, উত্তমদৃষ্টি।।

আমরা পূর্ব্ব উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে কোন এক বৈষ্ণব যে [৮৪] আপন ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশও অনুষ্ঠান করেন না ও বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি যদি কোন ব্রহ্মনিষ্ঠের ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভ্রান্ততত্ত্বজ্ঞানী ও নিন্দিত কহেন তবে তাঁহাকে নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত করিয়া পণ্ডিতেরা জানিবেন কি না। ইহাতে ধর্ম্মসংহারক ৬৮ পৃষ্ঠের ২ পংক্তিতে লিখেন যে "পূর্ব্বোক্ত লিখনানুসারে ভ্রান্ত বৈষ্ণব ও ভ্রান্ত শান্ত খপুষ্পের ন্যায় অলীক" উত্তর, জ্ঞাননিষ্ঠদের যথোক্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে ধর্ম্মসংহারক তাহাকে ভ্রান্ততত্ত্বজ্ঞানী উৎসাহপূর্ব্বক কহেন কিন্তু আপন ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান না করিয়াও ভ্রান্ত বৈষ্ণব পদের প্রয়োগপাত্র হইবেন না ইহা স্থাপনা করিতে যত্ন করেন, এ পক্ষপাতের বিবেচনা পণ্ডিতেরা করিবেন।

৬৯ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "যদ্যপি বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসক আপনার২ উপাসনার সকল অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত হয়েন তথাপি পাপ ক্ষয় ও মোক্ষ প্রাপ্তি তাঁহাদের অনায়াসলভ্য, যেহেতু বিষ্ণু প্রভৃতি [৮৫] পঞ্চ দেবতার নাম স্মরণ মাত্রেই সর্ব্ব পাপ ক্ষয় ও অন্তে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়" এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত নামমাহাত্ম্যসূচক কাশীখণ্ড প্রভৃতির বচন লিখিয়াছেন। উত্তর, সে সকল বচন স্তুতিবাদ কি যথার্থবাদ হয় এ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি কিন্তু এই উত্তরের ২৪ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তি অবধি ২৭ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠদের পাপক্ষয় ও পুরুষার্থসিদ্ধি বিষয়ে যাহা আমরা লিখিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানাবলম্বীদের জ্ঞানাভ্যাস প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয সংপ্রতি সেই স্থলের লিখিত বচন সকলের কিঞ্চিৎ লিখিতেছি (সোহং হংসঃ সকৃৎ ধ্যাত্বা সুকৃতো দুষ্কৃতোপি বা। বিধূতকল্মষঃ সাধুঃ পরাং সিদ্ধিং সমশ্নুতে।।) অর্থাৎ সুকৃত কিম্বা দুষ্কৃত ব্যক্তি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান একবার করিলেও সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক পবম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে (সর্ব্বেপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ) এই দ্বাদশপ্রকার ব্যক্তিবা স্ব২ যজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়েন ও পূর্ব্বোক্ত স্ব২ যজ্ঞেব দ্বারা স্বকীয [৮৬] পাপকে ক্ষয় কবেন।। বৈষ্ণব শাস্ত্রেও স্ব২ অধিকারে পৃথক্২ পাপ ক্ষযের উপায় যাহা কহিযাছেন তাহাও লিখিতেছি, শ্রীভাগবত একাদশস্কন্ধ, বিংশতি অধ্যায় ২৬ শ্লোক (যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতং। যোগেনৈব দহেদংহো নান্যত্তত্র কদাচন। স্বে স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ) স্বামী, যদি প্রমাদেতে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি গর্হিত কর্ম্ম করে সেই পাপকে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা দগ্ধ করিবেক তাহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই।। স্বামীব অবতরণিকা পবশ্লোকে, শাস্ত্রে কথিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেক জ্ঞানযোগে কিরূপে পাপক্ষয় হইবেক অতএব এই আশঙ্কা নিবারণার্থে পরের শ্লোকে কহিতেছেন, আপন২ অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাকে গুণ কহি এক অধিকারে অন্য

প্রায়শ্চিত্ত যুক্ত হয় না।। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে ধর্ম্মসংহারকের লিখিত কাশীখণ্ড প্রভৃতির বচন যদি যথার্থবাদ হইয়া দেবতা প্রভৃতির নাম গ্রহণাদি সাধনার ত্রুটিজন্য দোষ ও অন্য কুকর্ম্মজন্য পাপক্ষয়ের কারণ হয়, তবে পূর্ব্বের লিখিত গীতাদি[৮৭]বচনের প্রামাণ্য দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠদের পাপক্ষয়ের উপায় জ্ঞানাভ্যাস অবশ্যই হইবেক, ইহা ধর্ম্মসংহারক যদি স্বীকার না করেন কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা অবশ্য অঙ্গীকার করিবেন।

৭৮ পৃষ্ঠে এক পংক্তি অবধি লিখেন যে "যদ্যপিও জ্ঞানের প্রাধান্য মন্বাদিবচনে কথিত আছে তথাপি কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না" আর ইহার প্রমাণের নিমিত্ত (ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোশ্নুতে) ইত্যাদি ভগবদ্গীতার বচন লিখিয়াছেন। উত্তর, যদি এ স্থলে এমৎ অভিপ্রেত হয় যে ঐহিক কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না তবে এ সর্ব্বথা অগ্রাহ্য যেহেতু এরূপ ব্যবস্থা তাবৎ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হয়, বেদান্তের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে প্রশ্ন করেন যে "কাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়" এই আকাঙ্ক্ষাতে ভগবান্ ভাষ্যকার আদৌ আশংকা করিলেন। যে "কর্ম্মের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয় এরূপ কেন না কহি" পরে এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত আ[৮৮]পনিই করেন যে (ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ) অর্থাৎ বেদান্তের অধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্ম জানিবার পূর্ব্বেও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হয়।। অতএব ঐহিক কর্ম্মের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয় এমৎ নিয়ম নাই। ইহাতে পাঁচ হেতু ভাষ্যে লিখেন, প্রথম এই যে, কর্ম্মের অঙ্গ জ্ঞান হয়েন না। দ্বিতীয়, অধিকৃতাধিকার নাই। অর্থাৎ যেমন দীক্ষণীয় যাগের অধিকারী হইয়া অগ্নিষ্টোমের অধিকারী হয়, সেইরূপ কর্ম্মে অধিকারী হইয়া জ্ঞানে অধিকারী হয় এমৎ নিয়ম নাই। তৃতীয়, কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের ফলে ভেদ আছে। অর্থাৎ কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি আর জ্ঞানের ফল মোক্ষ হয়। চতুর্থ, জিজ্ঞাস্যের ভেদ আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসাতে জিজ্ঞাস্য যে কর্ম্ম তাহা পুরুষের চেষ্টার অধীন হয়, আর উত্তরমীমাংসাতে জিজ্ঞাস্য যে ব্রহ্ম তিনি নিত্যসিদ্ধ হয়েন। পঞ্চম, উভয়ের বিধিবাক্যের ভেদ দেখিতেছি। অর্থাৎ কর্ম্মের বিধায়ক যে বিধিবাক্য সে আপন বিষয় যে কর্ম্ম তা[৮৯]হাতে পুরুষের প্রবৃত্তি নিমিত্ত আপন অর্থ বোধ প্রথমে করান পরে সেই কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেন, আর ব্রহ্ম বিষয়ে যে বিধিবাক্য সে কেবল পুরুষের বোধ জন্মান প্রবৃত্তি দেন না।। যদ্যপিও মিতাক্ষরাকার পূজ্যপাদ বিজ্ঞানেশ্বরের এ প্রকার অভিপ্রায় ছিল যে সংন্যাসাশ্রম ব্যতিরেক মুক্তি হয় না, তথাপিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে কোনো এক পূর্ব্বজন্মের সংন্যাস পরজন্মে গৃহস্থের মুক্তির কারণ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য (ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্ব-জ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে) ন্যায়েতে ধনোপার্জ্জন যে করে এবং জ্ঞাননিষ্ঠ হয় ও অতিথিকে প্রীতি এবং শ্রদ্ধা করে ও সত্যবাক্য কহে এরূপ গৃহস্থও মুক্তি প্রাপ্ত হয়।। বানপ্রস্থপ্রকরণের শেষে মিতাক্ষরাকার লিখেন (যদপি গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে ইতি গৃহস্থস্যাপি মোক্ষপ্রতিপাদনং তৎ ভবান্তরানুভূতপারিব্রজ্যস্যেত্যবগন্তব্যং) [৯০] অর্থাৎ এ বচনে গৃহস্থ মুক্ত হয় যে লিখেন সে জন্মান্তরে সংন্যাস লইয়াছেন এমত গৃহস্থপর হয়।।

"কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না" এ কথনের দ্বারা যদি ধর্ম্মসংহারকের এমত অভিপ্রেত হয় যে ইহ জন্মের কিম্বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বিনা জ্ঞান হয় না, তবে ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে যেহেতু বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪ পাদের ৫১ সূত্র (যাহার বিবরণ এই উত্তরের ৬৬ পৃষ্ঠের ২ পংক্তিতে করিয়াছি) এই অর্থকে প্রতিপন্ন করেন। এবং ইহাতে শ্রুতি প্রমাণ দিয়াছেন, যথা (গর্ব্ভস্থ এব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবং) গর্ব্ভস্থ যে বামদেব তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার ঐহিক কোন কর্ম্ম সম্ভবিতে পাবে না সুতরাং জন্মান্তরের সাধন দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মভাব হইয়াছে। ভগবদ্গীতাও ইহা পুনঃ২ দৃঢ় করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আমরা ওই ৬৬ পৃষ্ঠ অবধি লিখিয়াছি কর্ম্মকর্ত্তব্যতার বিষয়ে

গীতার যে সকল বচন লিখিয়াছেন তাহার [৯১] বিষয় কোন্২ ব্যক্তি হয়েন ইহার প্রভেদ জানা আবশ্যক, গীতাতে কোন স্থলে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করেন যথা (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং) এই সকল কর্ম্ম আসক্তি ও ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য হয় হে অর্জ্জুন এ নিশ্চিত উত্তম মত আমার জানিবে। এবং কোন স্থানে কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ দেন ও সেই ত্যাগ নিমিত্ত পাপ হইলে পরমেশ্বরের শরণবলে তাহার মোচন হয় এমত লিখেন, যথা (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ) অর্থাৎ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি যে এক আমার শরণাপন্ন হও, বর্ণাশ্রমাচারের ত্যাগজন্য যে পাপ তোমার হইবেক তাহা হইতে আমি তোমাকে মোচন করিব শোক করিও না। এবং কোন স্থানে গীতাতে লিখেন যে ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মত্যাগজন্য পাপ স্পর্শে না এবং তাহার বাঞ্ছিত ফলোৎপত্তিতে অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা [৯২] নাই, যথা নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ) সেই জ্ঞানীর কর্ম্ম করিলে পুণ্য হয না এবং কর্ম্ম না করিলেও পাপ হয় না, আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত তাবৎ জগতে তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি বিষযে জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায় আশ্রয়ণীয হয না।। অতএব এই সকল বচনেব ঐক্য নিমিত্তে, কোন্ অধিকারে বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্মের আবশ্যকতা এবং কোন্ অধিকাবে অনাবশ্যকতা ইহার বিশেষ জ্ঞানেব সর্ব্বথা অপেক্ষা করে, নতুবা বচন সকলেব পূর্ব্বাপব অনৈক্য হইয়া অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা হয়। বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ পাদে অধিকাবেব বিশেষ বিবরণ করিযাছেন তাহাব প্রথম সূত্র (পুরুষার্থোতঃশব্দাদিতি বাদবাযণঃ) বেদান্তবিহিত আত্মজ্ঞান হইতে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয, বেদব্যাসেব এই মত যেহেতু বেদে ইহা কহিয়াছেন, শ্রুতিঃ (তরতি শোকমাত্মবিৎ) আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি শোকের কারণ সংসাব হইতে উত্তীর্ণ হয়েন (ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং) ব্রহ্মজ্ঞান[৯৩]বিশিষ্ট পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হযেন (স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্) সেই আত্মনিষ্ঠ সকল লোককে প্রাপ্ত হযেন এবং সকল কামনাকে প্রাপ্ত হয়েন, ইত্যাদি শ্রুতিঃ। ইহার পব দ্বিতীয় সূত্র অবধি ২৪ সূত্র পর্য্যন্ত জৈমিনির মতকে লিখেন এবং তাহার খণ্ডন করিয়া ২৫ সূত্রে ঐ প্রথম সূত্রেব অনুবৃত্তি করিতেছেন (অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ২৫) যেহেতু কেবল আত্মজ্ঞানেব দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় অতএব অগ্নিহোত্র প্রভৃতি আশ্রমকর্ম্ম সকলের অপেক্ষা নাই। এই সূত্রেব দ্বাবা সংশয় উপস্থিত হয় যে আত্মজ্ঞান সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মের অপেক্ষা করেন না কি কোনো অংশে কর্ম্মের অপেক্ষা কবেন, তাহাব মীমাংসা পবের সূত্রে করিতেছেন (সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ২৬) আত্মজ্ঞান আশ্রমকর্ম্ম সকলের অপেক্ষা করেন, যেহেতু বেদে যজ্ঞাদিতে বিদ্যার কারণ কহিযাছেন এমত শুনিতেছি, শ্রুতিঃ (তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন [৯৪] তপসানাশকেন) সেই যে এই আত্মা তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠের দ্বারা এবং যজ্ঞ দান তপস্যা এবং উপবাসেব দ্বারা জানিতে ইচ্ছা কবেন। যেমন অশ্বকে লাঙ্গলে যোজন না করিয়া রথে যোজন করেন সেইরূপ আত্মজ্ঞানের ইচ্ছাব উৎপত্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদির অপেক্ষা হয় কিন্তু আত্মজ্ঞানের ফল যে মুক্তি তদর্থে যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই।। ২৬, যদি কহেন যে "ঐ যজ্ঞাদি শ্রুতিতে "বিবিদিষন্তি" এই পদ আছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদিব দ্বার আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু আত্মাকে যজ্ঞাদিব দ্বাবা জানিতে ইচ্ছা কব এমত বিধি তাহাতে নাই অতএব ওই শ্রুতি কেবল পুনঃকথন মাত্র" এই কোটির উপর নির্ভর করিবা পরের সূত্র কহিতেছেন (শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেযত্বাৎ ২৭) যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত কোটি কবেন যে ঐ যজ্ঞাদি শ্রুতিতে "কর" এমত বিধিবাক্য নাই, তথাপিও জ্ঞানার্থী শমদমাদিবিশিষ্ট হইবেন যেহেতু আত্ম[৯৫]জ্ঞান সাধনের নিমিত্ত শমদমাদির বিধান বেদে করিয়াছেন এবং যাহার২

বিধান বেদে আছে তাহার অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় (২৭) বস্তুতঃ পূর্ব্বের লিখিত যজ্ঞাদি শ্রুতি ভাষ্যকারের মতে বিধিবাক্যের ন্যায় হয়, অতএব উভয়ের অর্থাৎ আশ্রমকর্ম্মের ও শমদমাদির অপেক্ষা আত্মজ্ঞান করেন, তাহাতে প্রভেদ এই যে আত্মজ্ঞানের যে ইচ্ছা তাহা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করে, এ নিমিত্ত আশ্রমকর্ম্মকে আত্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ কারণ কহেন, ও আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা এবং আত্মজ্ঞানের পরিপাক এ দুই শমদমাদির অপেক্ষা করেন এ নিমিত্ত শমদমাদিকে জ্ঞানের অন্তরঙ্গ কারণ করিয়াছেন (২৭) পরে ৩৫ সূত্র পর্য্যন্ত প্রাণবিদ্যার এবং আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা যাহাদের নাই তাহাদের আশ্রমকর্ম্মের আবশ্যকতার বিধান করিয়া ৩৬ সূত্রে এই পরের আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন, যে আত্মজ্ঞান বর্ণাশ্রমকর্ম্মের নিতান্ত অপেক্ষা করেন কিম্বা কোনো অংশে নিরপেক্ষ হয়েন, তাহাতে এই সূত্র লিখেন [১৬] (অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ৩৬) আশ্রমকর্ম্মরহিত ব্যক্তিরও জ্ঞানের অধিকার আছে যেহেতু বেদে দৃষ্ট হইতেছে, রৈক ও বাচক্নবী প্রভৃতি আত্মজ্ঞানীদের আশ্রমকর্ম্ম ছিল না কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মীয় সুকৃতির দ্বারা জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল (৩৬)। তদনন্তব আশ্রমকর্ম্মবিশিষ্ট ও আশ্রমকর্ম্মরহিত এই দুই সাধকের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হয় তাহা পরের সূত্রে কহিতেছেন (অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ) আশ্রমকর্ম্মরহিত সাধক হইতে আশ্রমকর্ম্মবিশিষ্ট সাধক জ্ঞানাধিকাবে শ্রেষ্ঠ হয়েন যেহেতু শ্রুতি স্মৃতিতে আশ্রমীর প্রশংসা করিয়াছেন।

সমুদাযেব তাৎপর্য্য এই যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার ফল যে মুক্তি তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত অগ্নীন্ধনাদি বর্ণাশ্রমকর্ম্মের অপেক্ষা নাই, তবে লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কোন২ জ্ঞানীরা (যেমন বশিষ্ঠ জনকাদি) বর্ণাশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এবং লোকানুরোধ না করিয়া কোন২ জ্ঞানীরা (যেমন শুক ভরতাদি) [১৭] বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহাতে ওই আশ্রমী জ্ঞানী ও অনাশ্রমী জ্ঞানী দুইয়ের মধ্যে কাহাকেও পুণ্য পাপ স্পর্শ করে নাই। (অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা) অর্থাৎ পরিপক্ক জ্ঞানীর কর্ম্মের অপেক্ষা নাই। বেদান্তের ৩ অধ্যায়েব ৪ পাদের এই ২৫ সূত্রের বিষয়, এবং (নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন) অর্থাৎ তাঁহাদেব পাপ পুণ্য ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাই। ইত্যাদি গীতাবচনের বিষয় ওই জ্ঞানীরা হযেন।। (সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ) অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছার প্রতি আশ্রমকর্ম্ম সকলের অপেক্ষা আছে, বেদান্তের ৩ অধ্যাযেব ৪ পাদেব এই ২৬ সূত্রেব বিবয, ও (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ) অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির জন্যে কামনা ত্যাগ করিয়া আশ্রমকর্ম্ম করিবেক, ইত্যাদি গীতাবচনের বিষয মুমুক্ষু কর্ম্মীরা হয়েন।। (অন্তরাচাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ) অর্থাৎ জ্ঞানাধিকাবে বর্ণাশ্রমাচাবেব অপেক্ষা নাই বেদান্তেব ৩ অধ্যাযেব ৪ পাদেব এই ৩৬ সূত্রেব বিষয, ও (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ) অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার ত্যাগ ক[১৮]রিয়া আমি যে এক পরমেশ্বর আমার শরণ লও, ইত্যাদি গীতাবচনের বিষয় বর্ণাশ্রমাচারকর্ম্মরহিত মুমুক্ষু ব্যক্তিরা হযেন। অতএব অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কিম্বা দ্বেষ পৈশুন্যতা হেতু এক সূত্রেব ও এক বচনেব বিষয়কে অন্য সূত্র অন্য বচনের বিষয় কল্পনা করিয়া শাস্ত্রেব পরস্পর অনৈক্য স্থাপন করা কেবল শাস্ত্রেব প্রামাণ্যের সঙ্কোচ করা হয়।। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান কি পর্য্যন্ত আবশ্যক এবং কোন অবস্থায় অনাবশ্যক হয যদ্যপিও পূর্ব্বে বিবরণ-পূর্ব্বক ইহা লিখা গিয়াছে, সংপ্রতি বোধসুগমেব নিমিত্ত সেই সকলকে একত্র করিয়া লিখিতেছি . জ্ঞান সাধনে ইচ্ছা হইবাব পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কামরূপে বর্ণাশ্রমাচারেব অনুষ্ঠান আবশ্যক হয, ইহাব প্রমাণ পশ্চাতেব লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি হযেন। শ্রুতিঃ (তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন) ও পূর্ব্বোক্ত বেদান্তের তৃতীয অধ্যাযেব ৪ পাদের ২৬ সূত্র, এবং (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ) ইত্যাদি ভগবদ্গীতাবাক্য, ও (নিবৃত্তং সেবমানস্তু [১৯] ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ) ইত্যাদি মনুবচন, ও (অস্মিঁল্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি

মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া) ইত্যাদি ভাগবত শাস্ত্র এই অর্থকে দৃঢ়রূপে কহিতেছেন।। জ্ঞান সাধন সময়ে প্রণব উপনিষদাদির শ্রবণমনন দ্বারা আত্মাতে একনিষ্ঠ হইবার অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্ন ইহাই আবশ্যক হয়, বর্ণাশ্রমাচারকর্ম্ম করিলে উত্তম কিন্তু অকরণে হানি নাই, ইহা পশ্চাতের লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি কহেন। শ্রুতিঃ (শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি) অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহবিশিষ্ট, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, চিত্ত-বিক্ষেপকর্ম্মত্যাগী, সমাধানবিশিষ্ট হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দেখিবেক, তথা শ্রুতিঃ (অথ বৈ অন্যা আহুতয়োঽনন্তরনন্তাঃ কর্ম্মময্যো ভবন্তি এবং হি তস্য এতৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং জুহবাঞ্চক্রুঃ) ইহার অর্থ ১১ পৃষ্ঠে দেখিবেন, তথা শ্রুতিঃ (আচার্য্য-কুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণ অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মি[১০০]কান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য অহিংসন্ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ সঃ খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে) অর্থাৎ যথাবিধি আচার্য্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া অবশিষ্ট কালে অর্থসহিত বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করিয়া কৃতবিবাহ ব্যক্তি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া শুচি দেশে বেদাভ্যাস করিবেক, এবং পুত্র ও শিষ্য সকলকে ধর্ম্মিষ্ঠ করত, বাহ্য কর্ম্ম ত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে উপসংহার করিয়া আবশ্যকের অন্যত্র হিংসা ত্যাগপূর্ব্বক যাবজ্জীবন উক্ত প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকস্থিতি পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া পশ্চাৎ মুক্ত হইবেক, তাহার পুনরাবৃত্তি নাই তাহার পুনরাবৃত্তি নাই। তথা শ্রুতি (আত্মেবোপাসীত) (আত্মানমেব লোকমুপাসীত) অর্থাৎ কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক। জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই কেবল উপাসনা করিবেক। ইত্যাদি শ্রুতি এবং বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ৩৬ সূত্র যাহার অর্থ ৯৬ [১০১] পৃষ্ঠে লেখা গেল, এবং মনুবচন (যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ) তথা (জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যে-তৈর্ম্মখৈঃ সদা) ইত্যাদি, ও গীতাবাক্য (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ) ইত্যাদি স্মৃতি ইহার প্রমাণ হয়েন।। ভাগবতশাস্ত্রেও এইরূপ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের সীমা করিয়াছেন, শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ১০ শ্লোক (তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে) অর্থাৎ আশ্রমকর্ম্ম তাবৎ করি-বেক যে পর্য্যন্ত কর্ম্মে দুঃখবুদ্ধি হইয়া তাহার ফলেতে বিরক্ত না হয় অথবা যে পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে অন্তঃকরণের অনুরাগ না জন্মে।। এই শ্লোকের অবতরণিকাতে ভগ-বান্ শ্রীধর স্বামী লিখেন (কাম্যকর্ম্মসু প্রবর্ত্তমানস্য সর্ব্বাত্মনা বিধিনিষেধাধিকার ইত্যুক্ত-বাধ্যায়ে বক্ষ্যতি, নিষ্কামকর্ম্মাধিকারিণস্তু যথাশক্তি, সচ জ্ঞানভক্তিযোগাধিকারাৎ প্রাগেব, তদধিকৃতয়োস্তু স্বল্পঃ, তাভ্যাং সিদ্ধানাঞ্চ ন কিঞ্চিৎ, সাবধি কর্ম্মযোগমাহ তাবদিতি) অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মে যে [১০২] ব্যক্তি প্রবৃত্ত তাহার প্রতি সর্ব্বপ্রকারে বিধিনিষেধের অধিকার হয় ইহা পরের অধ্যায়ে কহিবেন, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত তাহার প্রতি সাধ্যা-নুসারে কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয়, ঐ সাধ্যানুসার কর্ম্মানুষ্ঠানের তাবৎ অধিকার যাবৎ জ্ঞান কিম্বা ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত না হয়, এ দুইয়ের একে প্রবৃত্ত হইলে অতিশয় অল্প কর্ত্তব্য হয়, এবং জ্ঞান কিম্বা ভক্তির দ্বারা সিদ্ধ ব্যক্তির কিঞ্চিৎও কর্ত্তব্য নহে, পরের শ্লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানের সীমা লিখিলেন (তাবৎ কর্ম্মাণি) পুনর্বার ওই অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক (যদারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ) স্বামী, যখন আবশ্যক কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখ বোধের দ্বারা উদ্বিগ্ন ও তাহার ফলেতে বিরক্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা পরমাত্মাতে মনকে স্থির করিবেক। ২২ শ্লোক, (এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ। হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্বতো মুহুঃ) স্বামী, ক্রমশ মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে স্থির করা পরম যোগের উপায় হয় এ নি[১০৩]মিত্ত

এই সাধনকে পরমযোগ কহিয়াছেন যেমন অদম্য অশ্বকে দমন করিবার সময় তাহার অভিপ্রায় মতে কিঞ্চিৎ যাইতে দিয়া পুনরায় তাহাকে অশ্বগ্রাহ রজ্জুতে ধারণপূর্ব্বক আপন বাঞ্ছিত পথে লইয়া যায়। ২৩ শ্লোক (সাংখ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ। ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি) অর্থাৎ মন কিঞ্চিৎ বশীভূত হইলে তত্ত্ববিবেকের দ্বারা মহদাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত তাবৎ বস্তুর ক্রমে উৎপত্তি ও ব্যুৎক্রমে নাশ চিন্তা করিবেক যে পর্য্যন্ত মনের নৈশ্চল্য না হয়।। ভাগবতশাস্ত্রে কথিত কর্ম্মানুষ্ঠানের যে সীমা লেখা গেল, তাহা ভগবদ্গীতার অনুরূপ কথন হয়। গীতা (আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে) জ্ঞানারোহণে যে ব্যক্তির ইচ্ছা তাহার ঐ আরোহণে বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্ম কারণ হয়, সেই ব্যক্তি যখন যোগারূঢ় হইল তখন তাহার জ্ঞান পরিপাকের নিমিত্ত চিত্তবিক্ষেপকারী কর্ম্মের ত্যাগ ঐ জ্ঞান পরিপাকের কারণ হয়।। সেই যোগারূঢ় তিন প্রকার হয়েন। প্রথম [১০৪] (যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্যতে। সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে) যে কালে সকল সংকল্পকে মনুষ্য ত্যাগ করে, অতএব ইন্দ্রিয় বিষয় সকলে ও কর্ম্মে আসক্ত না হয় সে কালে তাহাকে যোগারূঢ় কহা যায়।। এ প্রকার ব্যক্তি কনিষ্ঠ যোগারূঢ় হয়েন, কিন্তু উত্তম যে নিষ্কামকর্ম্মী তাহার তুল্য বরঞ্চ শ্রেষ্ঠ হয়েন, যেহেতু (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি) ইত্যাদি গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকের এবং (কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম) ইত্যাদি নবম শ্লোকের প্রমাণে, উত্তম যে নিষ্কাম কর্ম্মী তাঁহারও সংকল্পত্যাগাধীন কর্ম্মে আসক্তি ও ফলকামনা থাকে না অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে নাই, কিন্তু জ্ঞানারোহণে উপক্রম না হওয়াতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান থাকে। পরে গীতাতে পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ যোগারূঢ়ের লক্ষণ কহিতেছেন। (জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ) অর্থাৎ গুরূপদেশ জ্ঞান ও পরোক্ষানুভব ইহার দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে অতএব নির্ব্বিকার ও [১০৫] বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়জয়বিশিষ্ট হয়েন এবং মৃত্তিকা ও পাষাণ ও স্বর্ণ ইহাতে সমান দৃষ্টি তাঁহার হয়, তাঁহাকে যুক্ত যোগারূঢ় কহি।। যুক্ত যোগারূঢ়কে পূর্ব্বোক্ত যোগারূঢ় হইতে উত্তম কহিলেন যেহেতু আত্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও নির্ব্বিকার ভাব ও বিশেষরূপে ইন্দ্রিয় জয় ও পাষাণ ও সুবর্ণে সম ভাব এ সকল বিশেষণ কনিষ্ঠ যোগারূঢ়ে নাই, এ নিমিত্ত তেঁহো যুক্ত যোগারূঢ়ের তুল্যরূপে গণিত হয়েন না। পরে মধ্যম যোগারূঢ় হইতেও শ্রেষ্ঠের লক্ষণ কহিতেছেন (সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু। সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে) অর্থাৎ স্বভাবত যিনি হিতাকাঙ্ক্ষী ও স্নেহবশে যিনি উপকারী হয়েন ও বৈরী ও উদাসীন এবং মধ্যস্থ ও দ্বেষের পাত্র ও সম্পর্কীয় ও সদাচার ব্যক্তি ও পাপী এ সকলে সমান বুদ্ধি যাঁহার তিনি সর্ব্বোত্তম যোগারূঢ় হয়েন। যেহেতু এ সকল লক্ষণ না মধ্যমে না কনিষ্ঠ যোগারূঢ় প্রাপ্ত হয়।। [১০৬]

এইরূপ বিষ্ণুভক্তিপ্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত তাহাতে যদ্যপিও নানাবিধ প্রতিমা পূজার বিধি আছে, কিন্তু তাহারও অবধি ওই শাস্ত্রে করিয়াছেন, অর্থাৎ কি পর্য্যন্ত প্রতিমাদি পূজা করিবেক ও কোন অধিকারে করিবেক না বরঞ্চ করিলে পরমেশ্বরের অবজ্ঞা, উপেক্ষা, দ্বেষ, নিন্দা তাহাতে হয়, সে সীমা এই, তৃতীয় স্কন্ধে ত্রিংশৎ অধ্যায়ে (অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং ১৮।। যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ১৯।। দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ২০।। অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়াঽনঘে। নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ২১।। অর্চ্চায়ামর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ২২।। আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরং। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্ব্বি[১০৭]দধে ভয়মুল্বনং ২৩।। অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাঽভিন্নেন

চক্ষুষা ২৪।।) অর্থাৎ বিশ্বের আত্মাস্বরূপ যে আমি, সকল জগতে সর্ব্বদা স্থিতি করি এবং-বিশিষ্ট আমাকে অনাদর করিয়া পরিচ্ছিন্নরূপ প্রতিমাতে মনুষ্য পূজারূপ বিড়ম্বনা করে। ১৮। আমি যে সর্ব্বত্র ব্যাপক আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তাপ্রযুক্ত যে প্রতিমার পূজা করে, সে কেবল ভস্মে হবন করে। ১৯। অন্যের শরীরস্থ আমি তাহার দ্বেষের দ্বারা যে আমাকে দ্বেষ করে এমন মানী ও ভিন্নদর্শী ও অন্যের সহিত বদ্ধবৈর যে ব্যক্তি তাহার চিত্ত প্রসন্নতাকে প্রাপ্ত হয় না।২০। অন্যের নিন্দাকারী ব্যক্তিরা আমাকে নানাবিধ দ্রব্যের আহরণ দ্বারা প্রতিমাতে পূজা করিলে আমি তাহাতে তুষ্ট হই না।২১। সর্ব্বভূতে অবস্থিত যে আমি আমাকে আপন হৃদয়স্থ যে কাল পর্য্যন্ত না জানে তাবৎ প্রতিমাতে স্বকর্ম্ম-বিশিষ্ট হইয়া পূজা করিবেক।২২। আপনার ও পরের ভেদ [১০৮] মাত্রও যে ব্যক্তি করে সেই ভিন্ন দ্রষ্টা পুরুষের প্রতি মৃত্যুরূপে আমি জন্মমরণরূপ অতিশয় ভয় প্রদর্শন করাই।২৩। এখন কি কর্ত্তব্য তাহা কহি, আমি যে বিশ্বের আত্মা সর্ব্বত্র বাস করিয়া আছি আমার আরাধনা দানের দ্বারা, ও অন্যের সম্মানের দ্বারা, ও অন্যের সহিত মিত্রতার দ্বারা, ও সমদর্শনের দ্বারা, করিবেক।২৪।

* অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশকালে বক্তারা আত্মতত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মাস্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন, অথচ তাঁহাদের উপাধি সম্বন্ধাধীন পুনরায় স্থানে২ ভেদ প্রদর্শন বিশেষণাক্রান্ত করিয়াও আপনাকে কহেন, অর্থাৎ পরমাত্মাকে অন্যরূপে উপদেশ আর আপনাকে স্বতন্ত্র বিশেষণাক্রান্তরূপে বর্ণন করেন, অতএব অধ্যাত্ম উপদেশে পরমাত্মা স্বরূপে বক্তার যে কথন, তাহার দ্বারা সেই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষে তাৎপর্য্য না হইয়া পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহার মীমাংসা বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩০ সূত্রে করিয়া[১০৯]ছেন। আশঙ্কা এই উপস্থিত হইয়াছিল যে কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদে ইন্দ্র আপনাকে পরব্রহ্মস্বরূপে উপদেশ করেন (প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব) জ্ঞানস্বরূপ জীবনদাতা ও মরণশূন্য যে ব্রহ্ম তাহা আমি হই আমার উপাসনা করহ। (মামেব বিজানীহি) কেবল আমাকেই জান। এ সকল শ্রুতি পরব্রহ্মের বিশেষণকে কহিতেছেন কিন্তু ইন্দ্র ইহার বক্তা, অতএব ইন্দ্রের পর-ব্রহ্মত্ব এ সকল শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, এই আশঙ্কার নিরাস পরের সূত্রে করিতেছেন। (শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ) ৩০। ইন্দ্র এ স্থলে "অহং ব্রহ্ম" এই শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা আপনাকে পরব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া কহিয়াছেন "যে আমাকেই কেবল জান" "আমার উপাসনা কর" যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতিঃ (অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি) বামদেব কহিতেছেন যে, "আমি মনু হইয়াছি ও সূর্য্য হইয়াছি" কিন্তু ঐ অধ্যাত্ম উপদেশের মধ্যে ইন্দ্র [১১০] উপাধিবশে পুনরায় ভেদদৃষ্টিতেও আপনাকে কহিতেছেন (ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনং) ত্রিশীর্ষা যে বৃত্রাসুরের জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ তাহাকে আমি নষ্ট করিয়াছি। অর্থাৎ এরূপ ক্রূর কার্য্য সকল করিয়াও আত্মজ্ঞানবলে আমার কিঞ্চিৎ মাত্র হানি হয় না।। বস্তুত ঐ সকল পরমাত্মপ্রতিপাদক শ্রুতির বক্তা ইন্দ্র হইয়াছেন, অথচ তাহাতে পরিচ্ছেদবিশিষ্ট যে ইন্দ্র তাঁহার সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরে তাৎপর্য্য হয়। সেইরূপ ভগবান্ কপিলও অধ্যাত্ম উপদেশে কহিতেছেন, শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে (বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখং। ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে) অর্থাৎ তাবৎ অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যে বিশ্বরূপ আমাকে যে ব্যক্তি অনন্য ভক্তির দ্বারা ভজন করে তাহাকে আমি সংসার হইতে তারণ করি। এ স্থলে ভগবান্ কপিল পরমাত্মাস্বরূপে আপনাকে বর্ণন করিতেছেন কিন্তু ইহা তাৎপর্য্য তাঁহার নহে যে তাবৎ [১১১] অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিবিশেষ, অর্থাৎ হস্তপাদাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে কপিল তন্মূর্ত্তির উপাসনা করিবেক। পুনরায় কপিলের উপাধিসম্বন্ধ দ্বারা ঐ উপদেশের মধ্যে আপন দৈহিক বিশেষণ সকল, যেমন "হে মাতঃ" ইত্যাদি, যাহা পরব্রহ্মের বিশেষণ হইবা

সম্ভব নহে, তাহার দ্বারা ভেদ সূচনাও করিতেছেন। (অত্রৈব নবকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে) হে মাতা ইহলোকেই স্বর্গ নরকের চিহ্ন হয। এই মীমাংসা তাবৎ অধ্যাত্ম উপদেশে ঋষিরা ও আচার্য্যেরা করিয়াছেন।।

সংপ্রতি এ পরিচ্ছেদকে পশ্চাৎ লিখিত শ্রুতিবাক্যে ও মহার্কবিপ্রণীত শ্লোকের দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি, শ্রুতিঃ (যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোহমৃতং) অর্থাৎ যে পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন, মন, এই পাঁচ; দেবতা, পিতৃলোক ,গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, এই পাঁচ; ও চারি বর্ণ ও অন্ত্যজ; এই পাঁচ; অর্থাৎ জ[১১২]গৎ ও আকাশ স্থিতি করেন সেই মরণশূন্য আত্মা যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই কেবল আমি মনন করি এবং এই মনন দ্বারা আমি জন্মমরণশূন্য হই।। মহাকবি ভর্ত্তৃহরিশ্লোক, (মাতর্মেদিনি, তাত মারুত, সখে তেজঃ, সুবন্ধো জল, ভ্রাতর্ব্যোম, নিবন্ধ এষ ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ। যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতোদ্রেকস্ফুরন্নির্ম্মলজ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মণি) হে মাতা পৃথিবী, ও পিতা পবন, হে সখা তেজঃ, হে অতিমিত্র জল, হে ভ্রাতা আকাশ, তোমাদিগ্যে প্রণামের নিমিত্ত অন্তকালীন এই অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি; তোমাদের সম্বন্ধাধীন উৎপন্ন যে সুকৃতপুঞ্জ, তাহার দ্বারা প্রকাশস্বরূপ যে নির্ম্মল জ্ঞান, তাহা হইতে দূর হইয়াছে সম্পূর্ণ মোহের প্রাবল্য যে ব্যক্তি হইতে, এমন যে আমি সংপ্রতি পরব্রহ্মে লীন হইতেছি।। ইতি প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে সর্ব্বহিতপ্রদর্শকো নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।।

[১১৩] ৮৬ পত্রে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে আমরা বেদের অসদর্থ কল্পনা করিয়া থাকি। উত্তর, বেদের যে সকল ভাষা বিবরণ আমরা করিয়াছি তাহা গৃহমধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি এমত নহে, তাহার ভূরি পুস্তক অন্যত্র প্রচলিত আছে এবং বেদান্তভাষ্য ও বার্ত্তিকাদি পুস্তক সকলও এই নগরেই মহানুভব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকটে এবং রাজগৃহে আছে, অতএব আমাদের কৃত ভাষাবিবরণের কোনো এক স্থানে অসদর্থ দর্শাইয়া তাহার প্রমাণ করিবার সমর্থ হইলে এরূপ যদি লিখিতেন তবে হানি ছিল না, নতুবা অত্যন্ত অজ্ঞান ব্যতিরেক দ্বেষ ও পৈশূন্যতার বাক্যে কে বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা ও স্বীয় পরমার্থ লোপ করিবেক। এ যথার্থ বটে যে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য আমরা নহি যেহেতু শ্রুতির বিশেষ বেত্তা মন্বাদি ঋষিরা হয়েন, কিন্তু ওই সকল ঋষির ও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে আমরা প্রণব গায়ত্রী ও উপনিষদাদি বেদের [১১৪] বিবরণ করিয়াছি এবং করিতেছি; ঐ সকল স্মৃতি ও ভাষ্যগ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হয় এবং পরস্পর ঐক্য করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিবার যোগ্যতা জ্ঞানবান্ মাত্রেরই আছে। বাস্তবিক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা দ্বেষবশে যথার্থকে অযথার্থ কদাপি কহেন না, আমাদের এই এক মহৎ ভরসা আছে এবং তাঁহারা ইহাও বিশেষরূপে জানেন যে বেদার্থ দুরূহ হইয়াও মহর্ষিদের বিবরণ দ্বারা সর্ব্বথা জ্ঞেয় হইয়াছেন। (বেদাদ্যোর্থঃ স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রা-জ্ঞানং ভবেদ্যদি। ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং) অর্থাৎ বেদের অর্থ যদি স্বয়ং করিতে সংশয় হয তবে তাহার যথার্থ অর্থে ঋষিরা যে নির্ণয় করিয়াছেন তাহার দ্বারা পণ্ডিতেদের সংশয় থাকিবার বিষয় কি।

আমরা প্রথম উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ যত্ন না করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হয় সে ব্যক্তি পর২ জন্মে পূর্ব্বের প্রবৃত্তির ফলে জ্ঞান সাধনে যত্নবিশিষ্ট হই[১১৫]য়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, আর ইহার প্রমাণের নিমিত্ত (অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ। অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি) ইত্যাদি ভগবদ্গীতার প্রমাণ দিয়াছিলাম তাহাতে ৮৬ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক

লিখিয়াছেন যে আমরা অপ্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ "যোগারূঢ়" কহি। উত্তর, এরূপ মিথ্যাপবাদের পরিহার নাই যেহেতু আমাদের উত্তরের ৯ পৃষ্ঠে ২ পংক্তি অবধি লিখিয়াছি যে "যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় পশ্চাৎ যত্ন না করে এবং জ্ঞানাভ্যাস হইতে বিরত হইয়া বিষয়াসক্ত হয়—সে ব্যক্তি জ্ঞানের অসিদ্ধতা প্রযুক্ত মুক্তিকে না পাইয়া নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হইবেক কি না" এ স্থলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা দেখিবেন যে ভগবান্ শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যানুসারে অপ্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ "নিরাশ্রয়" লেখা গিয়াছে, অতএব ইহার বিপরীতবক্তাকে যাহা উচিত হয় তাঁহারাই কহিবেন।

[১১৬] পরে ৮৯ ও ৯০ পৃষ্ঠে স্বীয় নীচ স্বভাবাধীন এই মোক্ষশাস্ত্রের বিচারে গীতা-বচনের ক্রোড় পংক্তি সকলে নানা ব্যঙ্গ ও কটূক্তিপূর্ব্বক ৯০ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তিতে লিখিয়াছেন যে "এই ভগবদ্গীতার শ্লোকে যোগ শব্দে তাঁহার অভিপ্রেত কোন্ যোগ, জ্ঞানযোগ কি কর্ম্মযোগ কি সাংখ্যযোগ।" উত্তর, ভগবদ্গীতার ওই যোগোপায় প্রকরণে (তং বিদ্যাদ্দুঃখ-সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভগবান্ শ্রীধরস্বামী যোগ শব্দের প্রতিপাদ্য কি হয় তাহার বিবরণ স্পষ্টরূপে করিয়াছেন যে "পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যরূপে চিন্তন, যাহা সকল দুঃখ নাশের প্রতি কারণ হইয়াছে, তাহা যোগশব্দের প্রতিপাদ্য হয় আর নিষ্কাম কর্ম্মেতে যে যোগ শব্দের প্রয়োগ আছে সে ঔপচারিক হয়" অতএব আমরা (অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যানুসারে যোগ শব্দের অর্থ প্রথম উত্তরের ৯ পৃষ্ঠে ২ ও ৩ পংক্তিতে "জ্ঞানা[১১৭]ভ্যাস" অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার পুনঃ২ ঐক্য চিন্তন ইহা লিখিয়াছি অতএব এরূপ বিবরণ করিবার পরে ধর্ম্ম-সংহারকের পূর্ব্বোক্ত তিন কোটীয় প্রশ্ন করা অর্থাৎ "যোগশব্দে জ্ঞানযোগ কি কর্ম্মযোগ কি সাংখ্যযোগ অভিপ্রেত হয়" ইহা উচিত হয় কি না তাহার বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন ঐ গীতাবচনসকলের সাক্ষাৎ স্পষ্টার্থে আশঙ্কা কেবল নাস্তিকে করিতে পারে কিন্তু যাহার শাস্ত্রে কিঞ্চিৎও শ্রদ্ধা আছে সে কদাপি সংশয় করে না।

৮৯ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে লিখেন যে "ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা যোগারূঢ়, যুক্ত, ও পরম যোগী এই তিনের কি হইতে পারেন"। উত্তর, আমাদের পূর্ব্ব উত্তরের ৯ পৃষ্ঠে ব্যক্ত আছে যে যোগারূঢ়, কিম্বা যুক্ত যোগারূঢ়, অথবা পরম যোগারূঢ়, ইহার মধ্যে যে কোন অবস্থা ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন, ইহ জন্মে অথবা পরজন্মে তাঁহার পুরুষার্থসিদ্ধির কি আশ্চর্য্য, বরঞ্চ যাঁহারা জ্ঞানযোগের কেবল জিজ্ঞাসু মাত্র হইয়া থাকেন [১১৮] অথচ দুর্ভাগ্যবশে সাধনে যত্ন না করেন তাঁহারাও পরজন্মে কৃতার্থ হয়েন।। ভগবদ্গীতায় ওই জ্ঞানাভ্যাস প্রকরণে ভগবান্ কৃষ্ণ ইহার বিশেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যথা (জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে) অর্থাৎ আত্মতত্ত্বকে কেবল জানিতে ইচ্ছা মাত্র করিয়াছে এমত ব্যক্তিও পরজন্মে যোগাভ্যাস দ্বারা বেদোক্ত কর্ম্মফলকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয়।। এ সকল বাক্যার্থকে নাস্তিকেরা যদি দ্বেষপ্রযুক্ত অবরোধ করিতে না পারেন তাহাতে আমাদের সাধ্য কি।। ৯২ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লিখেন যে "সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয় এ বিষয়ে পণ্ডিতাভিমানী মহাশয় যেমন এক মনুবচন প্রকাশ করিয়াছেন তেমন কলিযুগের দানের শ্রেষ্ঠত্ববোধক মনুর অন্য বচনও দৃষ্ট হইতেছে যথা (তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহু-র্দানমেকং কলৌ যুগে) উত্তর, এ স্থলে ধর্ম্মসংহারকের এমত তাৎপর্য্য না হইবেক যে "মনু কোন স্থানে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ কহেন আর কোনো স্থা[১১৯]নে দানকে শ্রেষ্ঠরূপে বর্ণন করেন অতএব পূর্ব্বাপর অনৈক্যপ্রযুক্ত মনুর প্রামাণ্য নাই" যেহেতু এ প্রকার কথনের সম্ভাবনা শুদ্ধ নাস্তিক বিনা হয় না। বস্তুতঃ ভগবান্ মনু এ স্থলে দানের প্রশংসাতেই জ্ঞানের প্রশংসা ফলত করিয়াছেন, যে তাবৎ দানের মধ্যে শব্দব্রহ্ম দান উত্তম হয় যাহার দ্বারা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। যথা, মনুঃ (সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে) সকল দানের মধ্যে ব্রহ্মদান শ্রেষ্ঠ হয়।

তথাচ মনুঃ (ব্রহ্মদো ব্রহ্মসার্ষ্টিতাং) ব্রহ্মদান করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়।। সর্ব্বশাস্ত্রে যেখানে যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মের বিশেষ প্রশংসা করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এ সকল কর্ম্ম ইহ জন্মে কিম্বা পরজন্মে জ্ঞানেচ্ছার প্রতি কারণ হয়, শ্রুতিঃ (তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন) সেই যে এই পরমাত্মা তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, উপবাস এ সকলের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ এ সকল কর্ম্ম আত্ম-জ্ঞানেচ্ছার কারণ হয়। তাহাতে যে যুগে [১২০] যে কর্ম্মানুষ্ঠান বাহুল্যরূপে করিয়াছেন সেই যুগে তাহারই প্রাধান্যরূপে বর্ণন করেন, কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বযুগেই এই নিয়ম যে (যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন) অর্থাৎ যজ্ঞ দান তপস্যা ব্রত ইত্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে উত্তম ব্যক্তিরা জ্ঞানেচ্ছার উদ্দেশে করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতেও জ্ঞান হইতে কর্ম্মকে ও ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ কহিয়া পরে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ লিখেন যে কর্ম্মের ও ভক্তির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কর্ম্মকে জ্ঞানের উপায় কহিয়া প্রশংসা করিলে ফলত জ্ঞানেরই প্রশংসা করা হয, যথা (সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তযোস্তু কর্ম্মসং-ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।। সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি) সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভযেই মুক্তিসাধন হয়েন তাহার মধ্যে কর্ম্মসংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হয। অতএব হে অর্জ্জুন নিষ্কাম কর্ম্মের [১২১] দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে কর্ম্মসংন্যাস দুঃখের কারণ হইবেক, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি যাহার হইল সে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগী হইয়া শীঘ্র ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।। সেইরূপ দ্বাদশা-ধ্যাযে ভক্তিকে জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ কহিতেছেন, যথা (ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ) ২ শ্লোকঃ স্বামী, আমাতে যাহারা মনকে একাগ্র করিয়া মন্নিষ্ঠ হইয়া পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার উপাসনা করে তাহারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ হয। (ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে) ৫ অব্যক্ত পরব্রহ্মে যাহাদের চিত্ত আসক্ত তাহাদের ভক্ত অপেক্ষা ক্লেশ অধিক হয, যেহেতু অব্যক্ত পরমাত্মাতে নিষ্ঠা দেহাভিমানী ব্যক্তির দুঃখেতে হয়।। (ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়) আমাতেই মনকে ধারণ কর ও আমাতে বুদ্ধিকে রাখ তাহার [১২২] পর আমার প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে আমাতেই লীন হইবে।। জ্ঞান হইতে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং জ্ঞান হইতে কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ পঞ্চম অধ্যায়ে কহিয়া শ্রেষ্ঠত্বে কারণ কহিলেন যে বিনা কর্ম্ম কিম্বা বিনা ভক্তি জ্ঞান সাধনে ক্লেশ হয, কিন্তু উভয় স্থলে এবং দশম অধ্যায়ের ১০ ও ১১ শ্লোকে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কর্ম্মের এবং ভক্তির ফল জ্ঞান হয অতএব ওই দুইয়ের প্রশংসাতে জ্ঞানেরই প্রশংসা হয়।।

৯২ পৃষ্ঠের শেষ অবধি লিখেন "যেমন পণ্ডিতাভিমানী মহাশয়ের লিখিত বচন দ্বারা জ্ঞানের মোক্ষসাধনত্ব বোধ হইতেছে তেমন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর পূর্ব্বলিখিত গীতাদির অনেক শ্লোকেই কর্ম্মের মোক্ষসাধনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে"। উত্তর, পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে ধর্ম্মসংহারকের লিখিত গীতাবচনে কি অন্য কোনো বচনে "যেমন" জ্ঞানকে সাক্ষাৎ মোক্ষ-কারণ কহিয়া[১২৩]ছেন "তেমন" কর্ম্মকে কি কোন স্থানে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণরূপে বর্ণন করিয়াছেন? অধিকন্তু যে প্রকার জ্ঞানের সাক্ষাৎ মোক্ষসাধনত্ব আছে সেই প্রকার কর্ম্মেরও যদি সাক্ষাৎ মুক্তিসাধনত্ব হয, তবে পরের লিখিত শ্রুতি স্মৃতির কিরূপ নির্ব্বাহ হইবেক, তাঁহারাই ইহার বিবেচনা করিবেন। শ্রুতিঃ (তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽযনায়) (তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং) (নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে)। মনুঃ (প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা) অর্থাৎ জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়েন অন্য কোনো সাধন মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয় না।। বেদান্তে ও গীতাদি

মোক্ষশাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মপ্রবাহকে ইহ জন্মে কিম্বা পরজন্মে চিত্তশুদ্ধির কারণ কহেন, চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানেচ্ছার কারণ হয়, জ্ঞানেচ্ছা শ্রবণ মননাদি সাধনের কারণ, সেই সাধন জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, আর জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হয়েন, যেমন কর্ষণাদি ক্রিয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরা হইবার কারণ হয়, আর [১২৪] উর্ব্বরা হওয়া উত্তম শস্যের কারণ, শস্য তন্ডুলের কারণ, তন্ডুল ওদনের কারণ, ওদন ভোজনের কারণ, ভোজন তৃপ্তির কারণ, অতএব কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এমত কহিবেন যে তৃপ্তির কারণ "যেমন" ভোজন হয "তেমন" ক্ষেত্রের কর্ষণাদি ক্রিয়াও তৃপ্তির কাবণ হয়।

৯৫ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অন্যান্য লোকেরা জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্ত কোনো ব্যক্তির পশ্চাৎ গমন করেন সেই ব্যক্তি আপনাকে জ্ঞানী করিয়া মানিতেছেন। উত্তর, আমাদের প্রথম উত্তরের ১০ পৃষ্ঠে লিখিয়াছি যে এ স্থলে দুই প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি এক এই যে, বেদ ও বেদশিরোভাগ উপনিষদ্‌সম্মত ও মনু প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্রসম্মত যে আত্মোপাসনা হয় ইহা বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে২ বস্তু সে সকল নশ্বর অতএব সেই নশ্বর হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া সেই [১২৫] অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরের সত্তাকে তাঁহার কার্য্য দ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাতে যে শ্রদ্ধা করে, তাহার প্রতি গড্ডরিকাবলিকা শব্দের প্রয়োগ করা উচিত হয়, কি যে ব্যক্তি এমত কোন মনঃকল্পিত উপাসনা যাহা কেবল অন্যে করিতেছে এই প্রমাণে পরিগ্রহ করে এবং যুক্তি হইতে এককালে চক্ষুর্মুদ্রিত করিয়া দুর্জ্জয় মানভঙ্গ যাত্রা সুবলসম্বাদ ইত্যাদি হাস্যাস্পদ কর্ম্ম, কেবল অন্যকে এ সকল করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে, এমত ব্যক্তির প্রতি গড্ডরিকাবলিকা শব্দেব প্রয়োগ উচিত হয? এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে প্রথম প্রকার ব্যক্তিরা স্বীয় বিবেচনা ও শাস্ত্রান্বেষণ দ্বারা পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা করেন এরূপ যদি স্পষ্টার্থের দ্বারা প্রথম উত্তবে প্রাপ্ত হয, তবে তাঁহাদিগকে পশ্চাদ্বর্ত্তিরূপে আমরা লিখিয়া আপনাকে জ্ঞানী অভিমান করিযা থাকি এমত অপবাদ যিনি দিতে সমর্থ হযেন তিনি দ্বেষান্ধ হয়েন কি না।

৯৭ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে [১২৬] সদ্‌যুক্তি ও সদ্ব্যবহার ও সৎপ্রমাণের অনুসারে যাঁহারা কর্ম্ম করেন এবং পূর্ব্ব২ লোকেদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়েন তাঁহারা গড্ডরিকাবলিকার ন্যায় হয়েন না। অতএব ধর্ম্মসংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে বালিশে পৃষ্ঠ প্রদান ও তাম্রকূট পানপূর্ব্বক আপন২ ইষ্ট দেবতাব সঙ্কে সম্মুখে নৃত্য করাইয়া আমোদ করা কোন্ সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? এবং দুর্জ্জয় মান যাত্রায় নাপিতিনীর বেশ ইষ্ট দেবতার করা কোন্ সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? ও বেসো, কেসো, বড়াইবুড়ী ইত্যাদির দ্বারা ইষ্ট দেবতার উপহাস করা কোন্ সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয? কেবল দশ জনে করিয়া থাকে এই অনুসারে যদি এ সকল নিন্দিত কর্ম্ম কেহ২ করেন, তবে তাঁহার প্রতি গড্ডরিকাবলিকার ন্যায় করিতেছেন, এরূপ কহা যাইতে পারে কি না।

৯৮ পৃষ্ঠের শেষ অবধি লিখেন যে "দুর্জ্জয়মানভঙ্গ প্রভৃতি কালীয় দমন যাত্রার অন্তর্গত হয় তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে আছে এবং [১২৭] রামযাত্রার প্রমাণ হরিবংশে বজ্রনাভবধে ও প্রদ্যুম্নোত্তরে আছে যদি সন্দে হয তবে সেই২ পুস্তক দৃষ্টি করিলে নিঃসন্দিগ্ধ হইবেক"।। উত্তর, এ আশ্চর্য্য চাতুর্য্য যে স্থলে এক বচন লিখিলে যথেষ্ট হয় তথায় গ্রন্থবাহুল্য জন্যে ভূরি বচন পুনঃ২ ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে দুর্জ্জয়মান ও বড়াইবুড়ীর যাত্রা ইত্যাদির প্রমাণের উদ্দেশে শ্রীভাগবতের দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে ও হরিবংশে প্রেরণ করেন, যেহেতু সামান্যাকারে লিখিলে হঠাৎ অশাস্ত্রকথন ব্যক্ত হইতে পারে না, অতএব বিজ্ঞ লোকে বিবেচনা করিবেন যে এ স্থলে ভাগবতের এক দুই বচন দুর্জ্জয় মানে নাপিতিনীর বেশ ধারণের বিষয়ে ধর্ম্মসংহারকের লেখা উচিত ছিল কি না? যদ্যপিও ভাগবতে ও হরি-

বংশে দৃষ্ট হয় যে ভগবান্ কৃষ্ণ ও তাঁহার পরিচরেরা পরস্পর বিলাসপূর্ব্বক কেহ কাহারে প্রহার ও পদাঘাত ও পরস্পর উচ্ছিষ্ট ভোজন বেশও ধরিয়াছেন; যদি সেই দৃষ্টিতে ইদানীন্তন উপাসকেরা ওই[১২৮]রূপ আচরণ করেন তবে আপন২ উভয় লোক নষ্ট অবশ্যই করিবেন কি না, অন্যেরা করিতেছে এ নিমিত্ত করিতেছি এই প্রমাণে যদি করেন তবে দুষ্কৃত হইতে নিবারণ কি হইবেক কেবল গড্ডরিকাপ্রবাহের মধ্যে পতিত হইবেন।।

৯৮ পৃষ্ঠে লিখেন যে "মলিনচিত্ত ব্যক্তিদের দুর্জ্জয় মানভঙ্গাদি দর্শনে চিত্তের মালিন্য হওয়া কোন আশ্চর্য্য তাহাবদিগেব কন্যা ভগিনী পুত্রবধূ প্রভৃতি দর্শনেও এই প্রকার হইতে পারে"।। উত্তর, (তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ)। এই গীতাবাক্যানুসারে যাহা ধর্ম্মসংহারককেও বিদিত থাকিবেক, ও সামান্য যুক্তি মতে, অগম্যাগমনে ও স্ত্রীলোকের সহিত বহু প্রকার ক্রীড়াতে ও নানাবিধ ব্যভিচার ভজনে ও সাধনে যে ব্যক্তিরা সর্ব্বদা চিত্ত মগ্ন করেন তাঁহা হইতে কন্যা ও ভগিনী ও পুত্রবধূ প্রভৃতি দর্শনে চিত্তমালিন্যের অধিক সম্ভাবনা হয় কি না ইহার মধ্যস্থ ধর্ম্মসংহারকই হইবেন। ঐ পৃষ্ঠে সর্ব্বভাবেতে ভগবানের আরাধনা [১২৯] করিতে পারে, ইহার প্রমাণেব উদ্দেশে শ্রীভাগবতের বচন ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন, যে কামে অথবা দ্বেষে কিম্বা ভক্তিতে ইত্যাদি কোন ভাবে ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিলে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, এবং অবহেলাক্রমে ভগবন্নামোচ্চারণ করিলে পাপক্ষয়কে পায়। যদি ধর্ম্মসংহারকের এই ব্যবস্থা স্থির হইল যে এই সকল মাহাত্ম্যসূচক বচনে নির্ভর করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধাতে তাঁহাব স্মরণ কীর্ত্তন করিলে যে পুণ্য হইবেক তাহা দ্বেষ ও অবহেলাতেও হইতে পারে তবে বড়াইবুড়ীর দ্বারা ও বাসুয়া প্রভৃতির প্রমুখাৎ ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ভগবান্কে যে পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিতে পারেন করিবেন আমাদের হানি লাভ ইহাতে নাই।

ধর্ম্মসংহারক ১০০ পৃষ্ঠ অবধি ১০৫ পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গকে বিষ্ণু অবতার প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া অনন্তসংহিতা এই গ্রন্থ কহিয়া বচন সকল লিখেন, যথা (ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং। কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ। কৃষ্ণচৈতন্য[১৩০]-গৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ। প্রভুর্গৌরহরির্গৌবো নামানি ভক্তিদানি মে। ইত্যাদি)। উত্তর, এ ধর্ম্মসংহাবকের ব্যবহার পণ্ডিতেরা দেখুন, গৌরাঙ্গকে প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারেরা কেহ কোন স্থানে বিষ্ণুর অবতার কহেন নাই, বরঞ্চ ঐ গৌরাঙ্গমতস্থাপক তৎকালীন গোঁসাইরা, যাঁহাদের তুল্য পণ্ডিত ও মতে জন্মে নাই, তাঁহারা যদ্যপিও গৌবাঙ্গকে বিষ্ণুরূপে মানিতেন কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ অনন্তসংহিতাব বচন সকল লিখেন নাই, যাহাতে গৌরাঙ্গ বিষ্ণুর অবতার হয়েন ইহা স্পষ্ট প্রাপ্ত হয়, এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন, যে এমত ব্যক্তি হইতে কি কি বিরুদ্ধ কর্ম্ম না হইতে পারে যিনি গৌবাঙ্গকে অবতার স্থাপনের নিমিত্ত এ সকল বচনকে ঋষিপ্রণীত কহিয়া লোকে প্রসিদ্ধ করেন; কিন্তু পণ্ডিতেরা এ সকল কল্পনাতে কদাপি ক্ষুব্ধ হইবেন না, যেহেতু যে সকল পুবাণ ও সংহিতাদি শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকা না থাকে তাহার বচনের প্রামাণ্য প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত হইলেই হয়, এই সর্ব্বত্র [১৩১] নিয়ম আছে, তাহার কারণ এই যে এরূপ ধর্ম্মসংহারক সর্ব্বকালেই আছেন, কখন গৌরাঙ্গকে অবতার করিবার উদ্দেশে অনন্তসংহিতার নাম লইয়া দুই কি দুই শত অনুষ্টুপ্-ছন্দের শ্লোক লিখিতে অক্লেশে পারেন, কখন বা নিত্যানন্দের অবতার স্থাপনার জন্যে নাগ-সংহিতা কহিয়া দুই চারি বচন লিখিবার কি অসাধ্য তাঁহাদের ছিল, কখন বা ফণিসংহিতা নাম দিয়া অদ্বৈতের প্রমাণের নিমিত্ত চারি পাঁচ শ্লোক প্রমাণ দিতে পারিতেন, বরঞ্চ কর্কট-সংহিতার নাম লইয়া এই ধর্ম্মসংহারকের ধর্ম্মসংস্থাপকরূপে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ দিতে সেই সকল লোকের আশ্চর্য কি, অতএব ওই সকল লোক হইতে এইরূপ ধর্ম্মচ্ছেদের নিবারণের নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরাণ সংহিতাদির প্রামাণ্যের বিষয়ে এই নিয়ম করিয়াছেন,

অর্থাৎ প্রসিদ্ধ টীকাসম্মত অথবা প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারধৃত ব্যতিরেক সামান্যত বচনের গ্রাহ্যতা নাই, যদ্যপি এই নিয়মের অন্যথা করিয়া প্রসিদ্ধ টীকা রহিত ও অন্য গ্রন্থকারের ধৃত [১৩২] বিনা পুরাণ সংহিতা তন্ত্রাদি শাস্ত্রের নামোল্লেখ মাত্র বচনের প্রামাণ্য জন্মে তবে তন্ত্ররত্নাকরের প্রমাণ গৌরাঙ্গ ও তৎসম্প্রদায়ের উচ্ছেদে কারণ কেন না হযেন? যথা (বটুক উবাচ। হতে তু ত্রিপুরে দৈত্যে দুর্জ্জয়ে ভীমকর্ম্মণি। তদানশৎ কিং তদ্বীর্য্যং স্থিতং বা গণনায়ক।। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বদতো ভবতঃ প্রভো। বেত্তা হি সর্ব্ববার্ত্তানাং ত্বাং বিনা নাস্তি কশ্চন।। গণপতিরুবাচ।। স এষ ত্রিপুরো দৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা। রুষয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্ত্রিধা।। শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে। হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ানসৃজদ্বহূন্।। অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ব্ভে বভূব সঃ।। নিত্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ।। অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ। প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে।। ততোদুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিভিরাসুরৈঃ। উপপ্লবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ।। বৃষলৈর্বৃষলীভিশ্চ সঙ্করৈঃ পাপযোনিভিঃ। পৃথিবীমখিলাং মহীংকৃৎস্নাং [১৩৩] রুদ্র কোপমদীপযৎ।। বহবো দানবাঃ কৃত্বা দুশ্চেষ্টাস্ত্রিপুরানুগাঃ।। মানুষং দেহমাশ্রিত্য ভেজুস্তাংস্ত্রিপুরাংশজান্।। মহাপাতকিনঃ কেচিদতিপাতকিনঃ পরে। অনুপাতকিনশ্চান্যে উপপাতকিনোঽপরে।। সর্ব্বপাপযুতাঃ কেচিৎ বৈষ্ণবাকারধারিণঃ।। সবলান্ বঞ্চযামাসুস্তন্মায়াধান্তবিহ্বলান্।। প্রথমং বর্ণযামাসুঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুং সনাতনং। দ্বিতীয়মতুলং শেষং তৃতীয়ন্তু মহেশ্বরং।। বটুক উবাচ।। কেনোপায়েন দেবেশ ত্রিপুরোঽভূৎ পুনর্ভুবি। ক আসন্ সঙ্গিনস্তস্য বিস্তরেণ বদস্ব মে।) ইহার সংক্ষেপ বিবরণ এই যে বটুকভৈরব ভগবান্ গণেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ত্রিপুরাসুর হত হইলে পর তাহার আসুর তেজ নষ্ট হইল কি তাহার নাশ হইল না, আমাকে হে গণনায়ক কহ যেহেতু তোমা ব্যতিরেক অন্য এরূপ সর্ব্বজ্ঞ নাই। তাহাতে ভগবান্ গণেশ কহিতেছেন যে ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত তিন পুরের স্থানে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই [১৩৪] তিন রূপে অবতীর্ণ হইল, পরে নারীভাবে ভজনের উপদেশ করিয়া ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী ও বর্ণসঙ্করের দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া পুনরায় মহাদেবের কোপকে উদ্দীপ্ত করিলেক, আর তাহার সঙ্গী যে সকল অসুর ছিল তাহারা মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়া ঐ ত্রিপুরের তিন অবতারকে ভজনা করিলেক ঐ সকলের মধ্যে কেহ২ মহাপাতকী, অতিপাতকী, উপপাতকী, অনুপাতকী; আর কেহ২ সর্ব্বপাপযুক্ত ছিল তাহারা বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া অনেক সবলান্তঃকরণ লোককে মায়ারূপ অন্ধকারের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছে, সেই ত্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দ্বিতীয় অংশকে শেষস্বরূপ বলরাম, তৃতীয় অংশকে মহদেবরূপে, তাহারা বিখ্যাত করিলেক। ইহা শ্রবণ করিয়া বটুক কহিলেন যে কি উপায়ের দ্বারা ত্রিপুরাসুর পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে ও তাহার সঙ্গী কে২ ছিল তাহা বিস্তার করিয়া আমাকে কহ।। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে তাবৎ প্রকরণ লেখা গেল না, যাঁহাদের অধিক [১৩৫] জানিতে বাসনা হয় ঐ মূল গ্রন্থ অবলোকন করিবেন, এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা নাই এবং এ সকল বচন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে এ নিমিত্ত আমাদের এবং তাবৎ পণ্ডিতেদের নিয়মানুসারে এ সকল বচনকে লিখিতে বাসনা ছিল না কিন্তু ধর্ম্মসংহারক লেখাইলে কি করা যায়।

৯৯ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে নিগূঢ় শাস্ত্রের অর্থ বলেন যে "বহু বিজ্ঞ জনের অগোচর যে শাস্ত্র তাহার নাম নিগূঢ় শাস্ত্র" পরে ১০০ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে কহেন "যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যা গমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি" উত্তর, ধর্ম্মসংহারকের এই লক্ষণ দ্বারা সম্প্রতি জানা গেল যে চরিতামৃতই নিগূঢ় শাস্ত্র হয়েন যেহেতু পণ্ডিত লোকসমাগমে চরিতামৃতে দোষ পড়িয়া থাকে তাহার কারণ এই যে বহু বিজ্ঞ জনের বিদিত না হয়, ও পঙ্গতে অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও উপাসনায় অগম্যা-

[১৩৬]গমন বর্ণন ওই চরিতামৃতে বিশেষরূপে আছে অতএব ওই লক্ষণ দ্বারা চরিতামৃত সুতরাং নিগূঢ় শাস্ত্র হইলেন।। গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাহার শব্দব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে। ইতি শ্রীধর্ম্মসংহারকের প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে অনুকম্পাসূচকো নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ। সমাপ্তং প্রথমপ্রশ্নোত্তরং।।

[১৩৭] দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর।

ধর্ম্মসংহারকের দ্বিতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল, যে সদাচার সদ্ব্যবহারহীন অভিমানীর যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক হয়, তাহার উত্তরে আমরা লিখিয়াছিলাম যে সদাচার ও সদ্ব্যবহার শব্দ হইতে তাঁহার যদি এ অভিপ্রায় হয়, যে তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর যে আচার ও ব্যবহার তাহাকেই সদাচার ও সদ্ব্যবহার কহা যায়, তবে তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর আচার ও ব্যবহার এক ব্যক্তি হইতে এককালে কদাপি সম্ভব হয় না, যেহেতু বৈষ্ণব ও কৌল প্রভৃতির আচার ও ব্যবহার পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয়, এমতে ধর্ম্মসংহারকের এবং অন্যের কাহারও যজ্ঞোপবীত ধারণ সম্ভবে না। দ্বিতীয়ত যদি আপন২ উপাসনাবিহিত যে সমুদায় আচার তাহাই সদাচার [১৩৮] সদ্ব্যবহার ইহা ধর্ম্মসংহারকের অভিপ্রেত হয়, এবং তাহার অকারণে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, এমতে যে২ ব্যক্তি আপন উপাসনার সমুদায় আচার করিতে সমর্থ না হয়েন তাঁহার যজ্ঞোপবীত ধারণে অধিকার না থাকে তবে প্রায় এককালে যজ্ঞোপবীত ধারণে অধিকারী প্রাপ্ত হইবেক না। তৃতীয় সদাচার ও সদ্ব্যবহার শব্দ দ্বারা আপন২ উপাসনাবিহিত যথাশক্তি অনুষ্ঠান করা ধর্ম্মসংহারকের যদি অভিপ্রেত হয়, ও যে২ অংশের অনুষ্ঠানে ত্রুটি জন্মে তন্নিমিত্ত মনস্তাপ ও স্ব২ ধর্ম্মবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথা হয় না, তবে এ ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্মসংহারকের এবং অন্য অন্য ব্যক্তিরও যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়। চতুর্থ যদি ধর্ম্মসংহারক কহেন যে মহাজন সকল যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহারই নাম সদাচার সদ্ব্যবহার হয়, তাহাতে জিজ্ঞাস্য ছিল যে মহাজন শব্দে কাহাকে স্থির করা যায়, যেহেতু গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরা কবিরাজ গোঁসাই, রূপসনাতন জীব প্রভৃতিকে মহা[১৩৯]জন কহিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থ ও আচারানুসারে আচরণ করিতে উদ্যত হয়েন, এবং শাক্তসম্প্রদায়ের কৌলেরা বিরূপাক্ষ, নির্ব্বাণাচার্য্য, ও আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদের আচার ও ব্যবহারকে সদাচার কহেন, এবং রামানুজী বৈষ্ণবেরা রামানুজ ও তৎশিষ্য প্রশিষ্যকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদের আচারকে সদাচার জানেন এবং তদনুসারে অনুষ্ঠান করেন, এবং নানকপন্থী ও দাদূপন্থী প্রভৃতিরা পৃথক্২ ব্যক্তি সকলকে মহাজন জানিয়া তাঁহাদের ব্যবহার ও আচারানুসারে ব্যবহার ও আচার করিয়া থাকেন। একের মহাজনকে অন্যে মহাজন কহে না এবং ঐ সকল মহাজনের অনুগামীরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া থাকেন, অতএব ধর্ম্মসংহারকের এরূপ তাৎপর্য্য হইলে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের নিয়মই থাকে না সুতরাং একের মতে অন্য সদাচার সদ্ব্যবহারহীন ও বৃথাযজ্ঞোপবীতধারী হয়। পঞ্চম যদি ধর্ম্মসংহারকের এমত অভিপ্রায় হয় যে আপন পিতৃ [১৪০] পিতামহ যে আচার ও ব্যবহার করিয়াছেন তাহার নাম সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় তথাপিও সদাচারের নিয়ম রহিল না এবং শাস্ত্রের বৈয়র্থ্য হয়, যেহেতু পিতা পিতামহ অতিশয় অযোগ্য কর্ম্ম করিলে সে ব্যক্তি সেই২ অযোগ্য কর্ম্ম করিয়াও আপনাকে সদাচারী কহিতে পারিবেক এবং ধর্ম্ম-

সংহারকের মতে সেই অযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তার যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইবেক ও সদাচাররূপে গণিত হইবেক। ইহার প্রত্যুত্তরে কতিপয় পৃষ্ঠ ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ করিয়া ধর্ম্মসংহারক ১১৫ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লিখিয়াছেন, "ঐ প্রশ্নে সদাচার সম্ব্যবহার শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্বস্ব জাতীয় এই শব্দ লিখিত আছে তাহাতে স্বীয়২ জাতির সদাচার সম্ব্যবহার এই তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে"। উত্তর, ইহার দ্বারা বিজ্ঞ লোক বিবেচনা করিবেন যে স্বং জাতীয় শব্দ কহাতে আমাদের ঐ পাঁচ কোটির মধ্যে কোন্ কোটির নিরাস হইতে পারে, স্বং জাতির যে সদাচার তাহা আপনং উপাসনার অনুগত হয়; [১৪১] এক জাতিতে চারি জন বর্ত্তমান আছেন তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি গৌরাঙ্গমতের বৈষ্ণব হযেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি রামানুজমতের বৈষ্ণব, তৃতীয় দক্ষিণাচার শাক্ত, চতুর্থ কৌল, তাহাতে প্রথম ব্যক্তি গৌরাঙ্গমতের প্রধানং ব্যক্তিদের যে আচার ও ব্যবহার তাহাকে সদাচার ও সম্ব্যবহার কহিয়া মৎস্য ভোজন মাংসত্যাগ ও বলিদানে পাপ বোধ ও সর্ব্বথা তুলসীকাষ্ঠমালা ধারণ, চৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ ও পঙ্গতে ভোজন করেন কিন্তু সেই সম্প্রদায়নিষ্ঠ ব্যক্তি সকল তাঁহাকে সদাচারী ও সম্ব্যবহারী কহেন কি না? আর অন্য তিন জন সে ব্যক্তির দোষোল্লাস করেন কি না? দ্বিতীয় ব্যক্তি রামানুজ ও তন্মতের প্রধান প্রধানের আচারকে সদাচার সম্ব্যবহার জানেন ও তদনুসারে মৎস্য মাংস উভয়ের ত্যাগ ও ভোজনকালে, ক্ষৌরকালে, আর অশুচি বিসর্জ্জনে তুলসীকাষ্ঠমালার ত্যাগ ও আবৃত স্থানে ভোজন এবং সংকটেও শিবালয়ে গমনের নিষেধ করিয়া থাকেন, ওই মতের অন্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে [১৪২] সদাচারী সম্ব্যবহারী কহেন কি না, যদ্যপিও অন্যং মতাবলম্বীরা বিশেষরূপে শিবদ্বেষ প্রযুক্ত দোষাবিষ্ট ও পতিতরূপে তাঁহাকে জানেন, তৃতীয় ব্যক্তি দক্ষিণাচার শাক্ত তিনি তন্মতের প্রধানং ব্যক্তিদের আচারকে সদাচার ও সম্ব্যবহার জানিয়া দেবীপ্রসাদ মৎস্য মাংস ভোজন ও বলি প্রদানে পুণ্য বোধ ও পঙ্গত ভোজনে পাপ জ্ঞান করেন, চতুর্থ ব্যক্তি কুলধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রধানং ব্যক্তিদের আচারকে সদাচার জানিয়া বিহিত তত্ত্বত্যাগীকে পশুরূপে জ্ঞান ও তত্ত্ব স্বীকার ও আরাধনাকালে তুলস্যাদির স্পর্শ ত্যাগ করিয়া থাকেন। ঐ চারি জনকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যেকে কহিবেন যে আমার জাতির মধ্যে অনেকেই পরম্পরায় এইরূপ আচার করিয়া আসিতেছেন এবং ঐ সকল স্বং জাতীয় প্রধান ব্যক্তিদের কৃত গ্রন্থ ও ব্যবহার এবং তত্তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়া আপনং ব্যবহারকে ও আচারকে সদাচার ও সম্ব্যবহার কহিবেন; এবং ধর্ম্মসংহারক যে সদাচার ও স[১৪৩]ম্ব্যবহারের লক্ষণ করিয়াছেন তদনুসারেই প্রত্যেকের আচারকে "স্বং জাতীয় সদাচার সম্ব্যবহার" কহা গেল বস্তুত ওই সকল ব্যবহার পরস্পর অতি বিরুদ্ধ হইয়াও প্রত্যেকের প্রতি সম্ব্যবহার প্রযোগ হইল। অতএব স্বং জাতীয় এই অধিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া এরূপ আস্ফালনের কারণ কি, যেহেতু যেমন সদাচার সম্ব্যবহার শব্দ দ্বারা পাঁচ কোটি পূর্ব্বে উত্তরে লিখিয়াছিলাম সেইরূপ স্বং জাতীয় শব্দপূর্ব্বক সদাচার সম্ব্যবহার শব্দেও সমান রূপে পাঁচ কোটি সংলগ্ন হয়, কেন না প্রত্যেক জাতিতে নানাপ্রকার উপাসনা করিয়া থাকেন। ওই পাঁচ কোটির উদাহরণ পুনরায় দিতেছি অর্থাৎ স্বং জাতীয় সদাচার শব্দে কি স্বং জাতীয় তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর যে আচার তাহার নাম স্বং জাতীয় সদাচার হইবেক? কি স্বং জাতীয়ের মধ্যে আপনং উপাসনাবিহিত সমুদায় আচারকে স্বং জাতীয় সদাচার সম্ব্যবহার শব্দে কহেন? কি স্বং জাতীয়ের মধ্যে আপনং উপসনাবিহিত আ[১৪৪]চারের যথাশক্তি অনুষ্ঠানকে স্বং জাতীয় সদাচার সম্ব্যবহার কহেন? কিম্বা স্বং জাতীয় পৃথক্২ মহাজনেরা যাহা করিয়াছেন তাহার নাম সদাচার সম্ব্যবহার হয়? কিম্বা স্বং জাতিতে আপনং পিতৃ পিতামহ যাহা করিয়াছেন তাহাকে স্বং জাতীয় সদাচার সম্ব্যবহার শব্দে কহেন? প্রত্যেক জাতিতে নানাপ্রকার পরস্পর বিপরীত উপাসনা করিয়া থাকেন, অতএব স্বং জাতীয় শব্দ দিলেও ওই পাঁচ কোটি তদবস্থ রহিল এখন ধর্ম্মসংহারককে নিবেদন করি তিনি ঐ

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার ব্যক্তির একের আচারকে সদাচার ও অন্যের আচারকে অসদাচার কহিতে পারিবেন না, যেহেতু বিনিগমনাবিরহ হয় অর্থাৎ বিশেষ নিয়ামক সম্ভাবিতে পারে না, তাঁহাদের প্রত্যেকে স্ব২ জাতীয় মহাজনকে এবং তত্তৎমান্য শাস্ত্রকে আপন২ উপাসনাবিহিত আচারের ও ব্যবহারের প্রমাণার্থে নিদর্শন দিবেন. আর এ চারি ব্যক্তির অনুষ্ঠিত আচার সকলকে স্ব২ জাতীয় সদাচার সম্ব্যবহার কহিলে তাহা এক ব্যক্তি হইতে [১৪৫] এককালে কদাপি সম্ভবে না, সুতরাং স্ব২ জাতীয়ের মধ্যে আপন২ উপাসনাবিহিত আচারের যথাশক্তি অনুষ্ঠানকে স্ব২ জাতীয় সদাচার সম্ব্যবহার কহিলে কি ধর্ম্মসংহারকের কি অন্যের যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইবার উপায় হয়।।

১১৬ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখেন "যে কোন আচারের ব্যতিক্রম হইলে যজ্ঞোপবীত বৃথা হয়, উপাসকের আচারের ব্যতিক্রম হইলে বরং উপাসনারই ত্রুটি হইতে পারে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ হয় যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় ইহাতে কি শাস্ত্র কি যুক্তি তাহা বৃহস্পতিরও অগোচর"। উত্তর, গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ের ভুরি বৈষ্ণবেরা বর্ণ বিচার না করিয়া পঙ্গতে ভোজন ও অধরামৃত গ্রহণ করেন ইহাতে অন্যোপাসকেরা এ আচারকে বিষ্ণুধর্ম্মের বিপরীত জানিয়া তাঁহাদিগকে পতিত বৃথাযজ্ঞোপবীতধারী জানেন বরঞ্চ এ নিমিত্ত পূর্ব্বে পূর্ব্বে জাতি বিষয়ে কত বিরোধ উপস্থিত হই[১৪৬]য়াছে, এবং ঐ বৈষ্ণবেরা কৌল উপাসকের আচারকে ব্যতিক্রম কহিয়া বৃথাযজ্ঞোপবীতধারী এই বোধে নিন্দা করেন, রামানুজসম্প্রদায়ে কি মৎস্যভোজী কি মৎস্যমাংসভোজী উভয়কেই বৃথাযজ্ঞোপবীতধারী কহেন এবং ঐ সকলে পরস্পরকে পতিত কহিবার নিমিত্ত বচন প্রমাণ দেন; অথচ ধর্ম্মসংহারক কহেন যে উপাসনাবিহিত আচারের ত্রুটি হইলে কেবল উপাসনারি ত্রুটি হইতে পারে। যদি ধর্ম্মসংহারকের এমৎ অভিপ্রায় হয় যে স্ব২ উপাসনাবিহিত আচারের ত্রুটি হইলে কেবল অনুষ্ঠানের বৈগুণ্য হয়, যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় না, তবে তাঁহার এ কথন আমাদের তৃতীয় কোটিতে গতার্থ হইয়াছে, অর্থাৎ আপন২ উপাসনার অনুষ্ঠানে যদি ত্রুটি হয় তবে মনস্তাপ ও বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় না এ মতে সুতরাং ধর্ম্মসংহারকের ও অনেকের যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়।

১১৭ পৃষ্ঠে সদাচারের প্রমাণ মনুবচন লিখিযাছেন, য[১৪৭]থা (সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।। তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে)।। উত্তর।—এ বচনের অর্থ যাহা টীকাকার লিখিয়াছেন সে এই যে এ সকল দেশে প্রায় সল্লোকের জন্ম হয় এ কারণ ঐ সকল দেশীয় ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ও সঙ্কর জাতির পরম্পরাক্রমে আগত যে ব্যবহার যাহা আধুনিক না হয় তাহাকে সদাচার শব্দে কহা যায়, অতএব এ বচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইল যে, যে সম্প্রদায়ে পরম্পরাক্রমে আগত যে আচার তাহা সেই উপাসনাবিশেষে সদাচার শব্দের প্রতিপাদ্য হয় অতএব এ মনুবচন আমাদের কোটিকে প্রমাণ করিতেছে, কেন না কৌলসম্প্রদায়েরা আপন২ মহাজনপরম্পরাতে আগত কুলাচারপ্রবাহকে সদাচাররূপে দেখাইতেছেন এবং রামানুজী ও গৌরাঙ্গীয় প্রভৃতি সম্প্রদায়েরা আপন২ অঙ্গীকৃত মহাজনপরম্পরাতে আগত আচারপ্রবাহকে সম্ব্যবহাররূপে দেখাইতেছেন, অত[১৪৮]এব জিজ্ঞাসি যে এ মনুবচন দ্বারা আমাদের কোন্ কোটির কি নিরাস করিয়াছেন।

১১৮ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে স্মৃতিঃ (ব্যবহারোপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ) অর্থাৎ সাধু ব্যক্তিদের যে ব্যবহার সেও বেদের ন্যায় প্রমাণ হয়। উত্তর, যদ্যপিও এই বচনে (সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ) এই পাঠ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, তথাপি যদি কোনো অন্য স্মৃতিতে ঐ ধর্ম্মসংহারকের লিখিত পাঠ থাকে তাহা হইলেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ কোটিতে পর্য্যবসান হয়; অর্থাৎ লোকে আপন২ সম্প্রদায়ের প্রধান২ ব্যক্তিদিগেই

মহাজন ও সাধু জ্ঞান করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহাদের আচার ব্যবহারকে সাধু ব্যক্তির আচার ও ব্যবহার না জানিলে তাহার অনুষ্ঠানে কেন প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের লোকে তাঁহাদিগ্যে সাধু ও মহাজন কি কহিবেন বরঞ্চ তদ্বিপরীত জানেন।

১১৮ পৃষ্ঠের প্রথমে স্বয়ং ধর্ম্মসংহারক সাধুর লক্ষণ [১৪৯] করিয়াছেন যে "অহঙ্কার হিংসা দ্বেষাদিরহিত সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ যে মনুষ্য তাঁহার নাম সাধু"। উত্তর, এ স্থলে হিংসা শব্দে অবৈধ হিংসা ধর্ম্মসংহারকের অভিপ্রেত অবশ্য হইবেক নতুবা বশিষ্ঠ, অগস্ত্যাদি ও তাবৎ যাজ্ঞিক ও বিহিত মাংসভোজী মুনিদের কাহারও সাধুত্ব থাকে না, অতএব ধর্ম্মসংহারকের লিখিত যে সাধু শব্দের লক্ষণ তাহা আপন২ সম্প্রদায়ের প্রধান২ ব্যক্তিতে ছিল ইহা সকলেই কহেন, নতুবা আপন সম্প্রদায়ের মহাজনকে অহঙ্কারী, হিংসক, দ্বেষ্টা, অসত্যবাদী, অজিতেন্দ্রিয় অধার্ম্মিক, অশাস্ত্রজ্ঞ জানিলে তাঁহাদের মতে অনুগমন করিতে কেন প্রবৃত্ত হইতেন।

১১৯ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে সন্ধ্যা করণের আবশ্যকতা দর্শাইবার নিমিত্ত বচন লিখিয়াছেন। উত্তর, যাজ্ঞবল্ক্য লিখেন যে (সা সন্ধ্যা সা চ গায়ত্রী দ্বিধাভূতা প্রতিষ্ঠিতা) সেই সন্ধ্যা সেই গায়ত্রী দ্বিরূপে অবস্থিত আছেন, অতএব প্রণব গায়ত্রী দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা [১৫০] যাঁহারা করেন সন্ধ্যোপাসনা তাঁহাদের অবশ্য সিদ্ধ হয়। মনুঃ (ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরং ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ) হোম যাগাদি যে২ বৈদিক ক্রিয়া তাহা সকল স্বরূপতঃ এবং ফলতঃ নষ্ট হয় কিন্তু প্রণবরূপ যে অক্ষর তিনি ফলতঃ এবং স্বরূপতঃ অক্ষয় হয়েন যেহেতু তজ্জপের ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি সে অক্ষয় হয়, আর বাচ্য বাচকের অভেদ লইয়া সেই প্রণব প্রজাপতি যে পরব্রহ্ম তৎস্বরূপ কহা যান, তথা (ওঁকার-পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং) প্রণব ও তিন ব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রী এই তিন নিত্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্ম-সংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে আত্মোপাসনার নিত্যতাবোধক বেদে ও মন্বাদি স্মৃতিতে যে সকল বিধি আছে তাহার উল্লঙ্ঘন করিলে বিধির উল্লঙ্ঘন হয় কি না? যথা (আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ) অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদি[১৫১]ধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার করিবেক। (আত্মানমেবোপাসীত) কেবল আত্মারি উপাসনা করিবেক। মনুঃ (সর্ব্বমাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ। সর্ব্বমাত্মনি সম্পশ্যন্ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ) সৎ বস্তু ও অসদ্বস্তু এ সকলকে ব্রহ্মাত্মকরূপে জানিয়া ব্রাহ্মণ অনন্যমনা হইয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তা করিবেক যেহেতু সকল বস্তুকে ব্রহ্মস্বরূপে আত্মার সহিত অভেদ জানিয়া অধর্ম্মে মন করেন না। শ্রুতিঃ (যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোসাবন্যোঽহমস্মি ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাং।) যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে তিনি অন্য আর আমি অন্য উপাস্য উপাসকরূপে হই সে যথার্থ জানে না; যেমন পশু সেইরূপ দেবতাদের সম্বন্ধে সে ব্যক্তি হয়। কুলার্ণবে প্রথমে জ্ঞানী হইলে মুক্ত হয় ইহা কহিয়া পরে কহেন (সোপানভূতং মোক্ষস্য মনুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভং। যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোত্র কঃ।।) মোক্ষের সোপান অর্থাৎ সিঁড়ি হইয়াছে যে মনুষ্য[১৫২]দেহ তাহা প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি আত্মাকে ত্রাণ না করে তাহার পর অতিশয় পাপী আর কে আছে।

১২০ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "যাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতি হইয়া তজ্জাতির অত্যাবশ্যক কর্ম্মেও জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত কি যাঁহারা আদরপূর্ব্বক তজ্জাতির আবশ্যক কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত হয়েন"। উত্তর, এই উত্তরের ৯ পৃষ্ঠে গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের যে আবশ্যক কর্ম্ম তাহা এবং ৩ পৃষ্ঠে অবধি কর্ম্মীদের যে যে আবশ্যক কর্ম্ম তাহা বিবরণপূর্ব্বক লিখা গিয়াছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে কোন্ পক্ষে জলাঞ্জলি প্রদানের উল্লেখ করা যায়।

১১৮ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে লিখেন যে "নানা মুনিবচন সত্ত্বেও বিধবার বিবাহের নিবৃত্তির ব্যবহার এবং মদ্য পানে ও হিংসার প্রাবর্ত্তক প্রমাণ সত্ত্বেও তাহার অকরণের ব্যবহার ইত্যাদি সদ্ব্যবহার হয় ইহার বিপরীত অসদ্ব্যবহার"। উত্তর, বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদা[১৫৩]য়ে অব্যবহার্য্য হইয়াছে সুতরাং সদ্ব্যবহার করাইতে পারে না, কিন্তু বিহিত মদ্যপান ও বৈধ-হিংসা সল্লোকেদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার্য্য অতএব তত্তৎপক্ষে সে সর্ব্বথা সদাচার ও সদ্ব্যবহারে গণিত হইয়াছে। এই প্রকরণের শেষে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্ব-পুরুষের আচার ও ব্যবহারকে মনুষ্যে সদাচার সদ্ব্যবহাররূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। উত্তর, ইহার সিদ্ধান্ত আমরা প্রথম উত্তরের পঞ্চম কোটিতেই করিয়াছি যে কেবল আপন২ পূর্ব্ব-পুরুষের আচার ও ব্যবহার যদি সদাচার সদ্ব্যবহার হয় তবে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের নিয়মই থাকে না এবং শাস্ত্রের বৈফল্য হয়, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপন পিতৃ পিতামহের কি ধর্ম্মাংশের কি অধর্ম্মাংশের ব্যবহার দৃষ্টিতে ব্যবহার করিলে এই মতানুসারে সদাচারী ও সদ্ব্যবহারী হইবেক, বিশেষত পুরাণে ও ইতিহাসে এবং লৌকিক প্রত্যক্ষে স্থানে২ দেখিতেছি যে লোকে পূর্ব্বপুরুষের [১৫৪] উপাসনা ও আচার ভিন্ন উপাসনা ও আচার করিয়া আসিতেছেন ইহাতে শাস্ত্রত, ধর্ম্মত, লোকত, কোন হানি হয় নাই।

ধর্ম্মসংহারক ওই দ্বিতীয় প্রশ্নে কহেন যে যাঁহারা নিজে সদাচারহীন, অথচ আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন, তাঁহাদের তবে অনাদরপূর্ব্বক যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বীর ন্যায় বিশ্বাস জন্মাইবার কারণ হয়। তাহাতে আমরা প্রথম উত্তরের ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠে উভয় পক্ষের বেশ ও আলাপ ও ব্যবহার দর্শাইয়া লিখিয়াছিলাম যে এ দুয়ের মধ্যে কে বিড়ালতপস্বীর ন্যায় হয়েন তাহা পণ্ডিতেরা প্রণিধান করিলে অনায়াসে জানিতে পারিবেন। ইহার প্রত্যুত্তরে ধর্ম্মসংহারক ১২৩ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী-দিগের বিষয়ে এ প্রকার অনুভব হইতে পারে, কারণ স্বীয়২ স্বভাবের অনুসারেই ইতর লোকে পরকীয় স্বভাবেরো অনুভব করিয়া থাকে।" উত্তর, এই কথন দ্বারা ধর্ম্মসংহারক আপনাকেই আদৌ [১৫৫] দোষী প্রমাণ করিলেন, যেহেতু তিনি অন্যের প্রতি ইহা উল্লেখ করেন যে তাঁহাদের যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বীর ন্যায় হয়, সুতরাং তাঁহার স্বীয় স্বভাব এইরূপ হইবেক যাহার দ্বারা অন্যের স্বভাবের এই প্রকার অনুভব করিয়াছেন, সে যাহা হউক পুনরায় প্রার্থনা করি যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আমাদের প্রথম উত্তরের ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠে লিখিত যে উভয় পক্ষের বেশ ও ব্যবহারাদি দেখিয়া বিবেচনা করিবেন যে কোন পক্ষে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বীর উপমা শোভা পায়।

১২৫ পৃষ্ঠে লিখেন যে স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্রে মোহ করেন। অতএব ধর্ম্মসংহারককে জিজ্ঞাসা করি, যে প্রণব কি স্বকপোলকল্পিত হয়েন? কি গায়ত্রী ও দশোপনিষৎ বেদান্ত যাহা আমাদের উপাসনীয় হইয়াছেন, তাহা স্বকপোলকল্পিত হয়েন? ও বেদান্তদর্শন এবং মনুস্মৃতি ও ভগবদ্গীতা ও প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারধৃত বচন সকল, যাহা ব্যতিরেক অন্য বচন কোন স্থানে [১৫৬] আমরা লিখি না সেই সকল শাস্ত্র কি স্বকপোলকল্পিত হয়েন? অথবা গৌরাঙ্গকে অবতার সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনন্তসংহিতা কহিয়া ১০৩ পৃষ্ঠে যে সকল বচন এবং ১২৫ পৃষ্ঠে (স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মোহয়িত্বা জনং নরাঃ। বিষ্ণুবৈষ্ণবয়োঃ পাপা যে বৈ নিন্দাং প্রকুর্ব্বতে)। ইত্যাদি বচন যাহা কোনো প্রসিদ্ধ টীকাসম্মত নহে এবং কোনো মান্য সংগ্রহকারের ধৃত নহে সে স্বকপোলকল্পিত হয়? ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন।

১২৬ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লিখেন যে "নূতন রাঙ্কব বস্ত্র ও চর্ম্মপাদুকা যাহা যবনদিগের ব্যবহার্য্য ও যে সকল বস্ত্রকে যবনেরা ইজের ও কাবা প্রভৃতি কহিয়া থাকে ও যে চর্ম্মপাদুকার যাবনিক নাম মোজা সেই বস্ত্র পরিধানে ও সেই চর্ম্মপাদুকা বন্ধনে দণ্ডদ্বয়, দণ্ডচতুষ্টয় কাল বিলম্বেই বা কি শুভাদৃষ্ট জন্মে তাহার শ্রবণের প্রয়াসে রহিলাম। উত্তর, বস্ত্র বিষয়ে এরূপ

ব্যঙ্গোক্তি তাঁহারা এক মতে [১৫৭] করিতে পারেন, যাঁহারা সভাবাধীন নিন্দক, অথচ বাহ্যে কেবল ত্রিকচ্ছ সর্ব্বদা পরিধান ও উত্তরীয় গ্রহণ আর মৃগচর্ম্মাদির পাদুকা ধারণ করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি এক পেঁচা পাগ অথবা গোটাদেয়া টোপী ও আজানুলম্বিত আস্তীনের কাবা ও রঙ্গামিশ্রিত গোটাদেয়া চাদর যাহা চীন যবনেরা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা পরিধান করেন, যদি তিনি সাদা কাবা কি সাদা বস্ত্র যাহা বিশিষ্ট যবনেরা ও বিশিষ্ট পাশ্চাত্য হিন্দুরা পরিধান করেন তাহা অন্যে ব্যবহার করে ইহা কহিয়া তাহাদিগ্যে ব্যঙ্গ করেন তবে এরূপ ধর্ম্ম-সংহারকের প্রতি কি শব্দ উল্লেখ করা যায়।

১২৭ পৃষ্ঠে অনেক অযোগ্য ভাষা যাহা অতি নীচ হইতেও হঠাৎ সম্ভব হয় না তাহা করিয়া পরে ১৩ পংক্তিতে লিখেন যে "ব্রহ্মজ্ঞানীরা বাহ্যে কোন বেশের কিম্বা আলাপের কিম্বা ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে আপনাকে শুদ্ধসত্ত্ব ও সিদ্ধ পুরুষ জানিতে পারে তাহা [১৫৮] করিবেন না কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মদ্য মাংস ভোজনাদি গর্হিত কর্ম্মই করিবেন যাহাতে অনেকে অশ্রদ্ধা করে"। উত্তর, পূর্ব্বোপরিলিখিত বচন, যাহা বিশ্বগুরু আচার্য্যদের ধৃত হয়, তদনুসারে তন্ত্রশাস্ত্রপ্রমাণে জ্ঞানাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে আহারাদি লোকযাত্রার নির্ব্বাহ করেন, ইহার নিন্দকের প্রতি যাহা বক্তব্য পরমারাধ্য মহাদেবই কহিয়াছেন অতএব আমরা অধিক কি লিখিব (যে দুহ্যন্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনঃ। স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি নাতিরিক্তা যতঃ স্বতঃ)।। যে খল পাপীরা পরব্রহ্মোপাসকের অনিষ্ট করে সে আপনারই অনিষ্ট করে যেহেতু তাঁহারা আত্মা হইতে ভিন্ন নহেন। এই তন্ত্রশাস্ত্রপ্রমাণে ভগবান্ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ও শুক্রাচার্য্য ও ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রভৃতি সাধু ব্যক্তিরা পান ভোজনাদি করিয়াছেন এ ধর্ম্ম-সংহারককে বুঝি তাহা অবগত হইয়া না থাকিবেক। মিতাক্ষরাধৃত ব্যাসবচন। (উভৌ মধ্বাসবক্ষীবৌ উভৌ চন্দনচর্চ্চিতৌ। একপর্য্যঙ্করথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জ্জুনৌ।) আমি কৃষ্ণার্জ্জুনকে এক [১৫৯] রথে স্থিত চন্দনলিপ্তগাত্র মাধবীক মদ্যপানে মত্ত দেখিলাম।

১২৮ পৃষ্ঠে পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা এই বচনকে ব্যঙ্গে লিখিয়া বিহিত মদপান যাঁহারা করেন তাহাদের সাম্য হাড়ি ডোম চণ্ডাল যাহারা অবিহিত মদ্য পান করে তাহাদের সহিত করিয়াছেন। উত্তর, বিহিত ও অবিহিত এ বিচার না করিয়া কেবল আহারের একতা লইয়া যদি পরস্পর সাম্যের কারণ ধর্ম্মসংহারকের মতে হয়, তবে তাঁহার মতে আরণ্য শূকর এবং সেই মনুষ্য-বিশেষেরা যাহাদের কেবল ফলমূল কন্দ আহার হয় উভয়ের আহারের ঐক্য লইয়া পরস্পর কেন তুল্যতা না হয়? এবং কেবল দুগ্ধাহারীর সহিত ছাগ মেষাদির বৎসের সহিত আহারের ঐক্যতা লইয়া সাম্য কেন না হয়? বস্তুতঃ দ্বেষ পৈশুন্য ও মৎসরতাতে নিতান্ত মুগ্ধ না হইলে এরূপ সাম্য কল্পনা ধর্ম্মসংহারক হইতে কদাপি হইত না। পরমেশ্বর শীঘ্র ইহাঁকে এরূপ [১৬০] দ্বেষপাশ হইতে মুক্ত করুন। ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে অতি-দয়াবিস্তারোনাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ। সমাপ্তং দ্বিতীয়প্রশ্নোত্তরং।।

[১৬১] তৃতীয়প্রশ্নোত্তর

ধর্ম্মসংহারকের তৃতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ছাগলাদি ছেদ করণ ঐহিক পারত্রিক নাশের কারণ হয়। ইহার উত্তরে মনু প্রভৃতির বচন প্রমাণপূর্ব্বক আমরা লিখিয়াছিলাম যে বৈধ হিংসাতে ও বিহিত মাংসাদি ভোজনে দোষ নাই এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের আহারাদি লোকযাত্রা নির্ব্বাহ বেদোক্ত বিধানে অথবা তন্ত্রানুসারে কলিযুগে কর্ত্তব্য,

অতএব বিহিত হিংসা ও বিহিত মাংসভোজনে নিন্দার উল্লেখ বৌদ্ধ কিম্বা ধর্ম্মসংহারক ব্যতিরেকে অন্য কেহ করে না। ইহার প্রত্যুত্তরে ১২৯ পৃষ্ঠ অবধি যে সকল কটূক্তি করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ১৬ পংক্তি, "দুষ্টান্তঃকরণ দুর্জ্জনদিগের আন্তরিক ভাব বোধ করিতে বুঝি বিধাতাও ভগ্নোদ্যম"। [১৬২] ১৩১ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে "হায়২ এ কি অদৃষ্ট এত কষ্ট তথাপি না তাঁতিকুল না বৈষ্ণবকুল একুল ওকুল দুই কুল নষ্ট"। ১৩৮ পৃষ্ঠে "ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীদের দুর্ব্বোধ দূরে যাউক কি মধুর বচন শুনিতে পাই অন্তঃকরণে পুলকিত হই"। ১৪৭ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে "লোকযাত্রা শব্দে কেবল মদ্যমাংস ভোজনাদি এই অর্থ কি মহাদেব তাহার কানে২ কহিয়াছেন" এখন বিশিষ্ট লোকেরা বিবেচনা করিবেন যে শাস্ত্রীয় বিচারে এ সকল উক্তি পণ্ডিতেরা করেন কি জঘন্য নীচেরা এই সকল কদুক্তিকে সরস ব্যঙ্গ বোধ করিয়া ও তদযোগ্য লোকের প্রশংসার নিমিত্ত উল্লেখ করিয়া থাকে, সে যাহা হউক আমাদের নিয়মানুসারে এ সকল কটূক্তির উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু ঐ সকল পৃষ্ঠের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রীয় কথা আছে তাহার উত্তর লিখিতেছি।

১২৬ পৃষ্ঠে লিখেন যে "তত্ত্বজ্ঞানীর হিংসা মাত্রই অবিহিত হয় কি যেং কর্ম্মে হিংসার বিধি আছে [১৬৩] সেই সকল কর্ম্মে তাঁহারদিগের প্রতি অনুকল্পের বিধান করিয়াছেন"। উত্তর, তত্ত্বজ্ঞানী শব্দের মুখ্যার্থ প্রাপ্তজ্ঞান ব্যক্তিরা হয়েন, তাঁহাদের প্রতি কর্ম্মের বিধি নাই সুতরাং কর্ম্মের অঙ্গ যে হিংসা তাহার অনুকল্প সুদূরপরাহত হয়, ভগবদ্গীতা (নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন) অর্থাৎ জ্ঞানীর কর্ম্ম করিলে পুণ্য নাই এবং কর্ম্ম ত্যাগে পাপ হয় না। বিশেষত তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ২ যেমন জনক বশিষ্ঠাদি যখন লোকসংগ্রহের জন্যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়াছিলেন তখন বিহিত হিংসাও করিয়াছেন, অতএব তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি অনুকল্পের বিধি দিয়াছেন এরূপ কথন এ মতেও অযুক্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানী শব্দে যদি প্রাপ্তজ্ঞান না কহিয়া জ্ঞানেচ্ছুক অভিপ্রেত হয় তবে তাঁহারা সাধনাবস্থায় দুইপ্রকার হয়েন তাহার উত্তম কল্প বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট সাধক ও কনিষ্ঠ কল্প বর্ণাশ্রমাচারহীন সাধক, তাহাতে বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট সাধকের হিংসাত্মক নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয়। যাহা এই পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠ [১৬৪] অবধি বিস্তাররূপে লিখা গিয়াছে এবং যজ্ঞীয় মাংস ভোজনের আবশ্যকতা মনুবচনে প্রাপ্ত হইতেছে যথা মনুঃ (নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ। স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিং) যে ব্যক্তি যজ্ঞাদিতে নিযুক্ত হইয়া মাংস ভোজন না করে সে মৃত্যু পরে একবিংশতি জন্ম পশু হয়। বরঞ্চ ভগবান্ মনু ঐ প্রকরণে লিখেন যে (এম্বর্থেষু পশূন্ হিংসন্ দেবতত্ত্বার্থবিদ্দ্বিজঃ। আত্মানঞ্চ পশূংশ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিং) এ সকল কর্ম্মে পশু হিংসা করিয়া বেদার্থবিজ্ঞ দ্বিজেরা আপনাকে ও পশুকে উত্তমা গতি প্রাপ্ত করান। পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্গীতা ও বেদান্ত এবং মনুবচনের বিপরীত যে কোনো মত থাকে সে প্রশংসনীয় নহে।

১৩৭ পৃষ্ঠে (মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ) ইত্যাদি মনুর দুই বচন লিখিয়াছেন। তাহার দ্বারা আমাদের পূর্ব্বলিখিত যে (দেবান্ পিতৄন সমভ্যর্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্) ইত্যাদি বচনেরই পোষক হইয়াছে অর্থাৎ বৈধ হিংসাতে কদাপি দোষ নাই।

[১৬৫] ১৩৮ পৃষ্ঠে অগস্ত্যসংহিতার বচন লিখেন যে (হিংসা চৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা চ রাজসী। ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্বিকা মতাঃ।।) কি বৈধ কি অবৈধ হিংসা মাত্রই করিবেক না যেহেতু বৈধ হিংসাও রাজসী হয়, ব্রাহ্মণেরা সত্বগুণাবলম্বী হয়েন অতএব তাহা করিবেন না। আর ঐ পৃষ্ঠে মহাকালসংহিতার বচন লিখেন যে (বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা দয়াপরঃ। সাত্বিকো ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ যশ্চ হিংসাবিবর্জিতঃ। তে ন দদ্যুঃ পশুবলিমনুকল্পং চরন্ত্যপি) অর্থাৎ বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, আর দয়াবান্ গৃহস্থ, এবং সাত্বিক, ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ও হিংসাবিবর্জ্জিত ব্যক্তি, ইহারা পশু বলিদান করিবেন না, কিন্তু যে স্থানে বলিদানের আবশ্যকতা হয় সে স্থানে অনু-

কল্পের আচরণ করিবেন। উত্তর, এ সকল বচনে এবং অন্য যে২ বচনে বৈধ হিংসার দোষ ও অকর্ত্তব্যতা লিখেন সে সকল সাংখ্যমতের অন্তর্গত, কিন্তু গীতামতবিরুদ্ধ এবং মনুবাক্যবিপরীত হয়, গীতা (ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ। [১৬৬] যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।। এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং) অর্থাৎ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মেতে হিংসাদি দোষ আছে এ নিমিত্ত সাংখ্যেরা যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অকর্ত্তব্য কহেন, আর মীমাংসকেরা কহেন যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না; কিন্তু এ সকল কর্ম্ম যাহাকে সাংখ্যেরা নিষেধ করেন ও মীমাংসকেরা বিধি দিতেছেন তাহা আসক্তি ও ফল ত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য হয় হে অর্জ্জুন নিশ্চিত আমার এই উত্তম মত।। ইত্যাদি বচনে বৈধ হিংসার অনুমতি ব্যক্তরূপে কহিয়াছেন। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ১ পাদে ২৫ সূত্র (অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ) যজ্ঞাদি কর্ম্ম হিংসামিশ্রিত প্রযুক্ত অশুদ্ধ অর্থাৎ পাপজনক হয় এমৎ নহে যেহেতু বেদে তাহার বিধি দিয়াছেন। এবং স্মার্ত্ত প্রভৃতি তাবৎ নবীন ও প্রাচীন নিবন্ধকারেরা ভগবদ্‌গীতার এবং মনুবাক্যানুসারে ও বেদান্ত ও মীমাংসাদর্শনের প্রমাণে বৈধ হিংসার কর্ত্তব্যতা লিখিয়াছেন এবং বৈধ হিংসাতে যে সকল দোষশ্রুতি আছে [১৬৭] তাহাকে মন্বাদিবাক্যের বিরুদ্ধ সাংখ্যমতীয় জানিয়া আদর করেন নাই।। (ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্বিকা মতাঃ) এই অগস্ত্যসংহিতাবচনের টীকা এইরূপ ধর্ম্মসংহারক ১৩৮ পৃষ্ঠে লিখেন "এ স্থানে কোনো নিপুণমতি কহেন যে ব্রহ্মজ্ঞানীব সর্ব্বশাস্ত্রেই অহিংসা দর্শনে এবং ব্রাহ্মণ জাতির শাস্ত্রান্তরে বৈধ হিংসাবিধি শ্রবণে এই বচনে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ জাতি নহে কিন্তু ব্রহ্মকে জানেন এই ব্যুৎপত্তিব অনুসাবে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানী এই অর্থ সুতবাং বক্তব্য হয।" উত্তব, এ বচনে ব্রাহ্মণের হিংসা ত্যাগের কারণ লিখেন, যে তাঁহারা সাত্বিক হয়েন ইহাতে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ জাতিরই গ্রহণ হয, ব্রাহ্মণেবা সত্বগুণপ্রধান হয়েন অতএব শম দমাদি তাঁহাদের প্রাধান্যরূপে কর্ম্ম হয (চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ) এ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভগবান্ শ্রীধর স্বামী সত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ হয়েন এই বিববণ করিযাছেন, এবং গীতাব অষ্টাদশাধ্যায়ে লিখেন (শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ। জ্ঞা[১৬৮]নং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং) শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সবলতা শাস্ত্রার্থজ্ঞান, অনুভব, আস্তিক্যবুদ্ধি, এ সকল সত্বগুণপ্রধান যে ব্রাহ্মণ তাঁহাদেব স্বাভাবিক কর্ম্ম হয। অতএব সাংখ্যমতীয় অগস্ত্যসংহিতাবচনের স্পষ্টার্থ এই যে যদ্যপিও যজ্ঞীয় হিংসা কর্ত্তব্য হইযাছে তথাপি ব্রাহ্মণেবা সাত্বিক হয়েন ও শমদমাদি তাঁহাদেব কর্ম্ম এ কারণ বৈধ হিংসাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। অতএব এরূপ মুখ্য ও স্পষ্টার্থের সম্ভাবনা সত্বে বিপবীতার্থেব কল্পনা যে নিপুণমতি করিষাছেন তিনি ধর্ম্মসংহারক কিম্বা তাঁহার সহায় হইবেন; অধিকন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠের প্রতিও বিহিত হিংসার নিষেধ নাই, ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ (আত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ) পরমাত্মাতে ইন্দ্রিয়সকল সংযোগ করিয়া বিহিত ব্যতিরেকে হিংসা করিবেন না। এবং পুরাণ ইতিহাসেতেও বশিষ্ঠ, ব্যাস, প্রভৃতি জ্ঞানীরা বিহিত হিংসা ও বিহিত মাংসাদি ভোজন আপনারা করিয়া[১৬৯]ছেন ও জনক যুধিষ্ঠিব প্রভৃতি যজমানকে অশ্বমেধাদি হিংসাযুক্ত কর্ম্ম করাইয়াছেন, এইরূপ মহাকালসংহিতার ওই বচন সাংখ্যমতান্তর্গত হয় বিশেষত ওই বচন বলিদানপ্রকরণে লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তাবৎ বৈধ হিংসার অনুকল্পের অনুমতি বোধ হয় নাই।

১৩৯ পৃষ্ঠে পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বচন লিখেন তাহাতেও বৈধ হিংসার নিষেধ নাই কেবল জীবনার্থ ও স্বভক্ষণার্থ নিষিদ্ধ করিয়াছেন ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্মত বটে।

১৪৫ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "কখন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী কখন বা ভাক্তবামাচাবী" এবং ১৩০ পৃষ্ঠেও এইরূপ পুনঃ২ কথন আছে, কিন্তু ধর্ম্মসংহারকেব এরূপ লিখিবাতে আশ্চর্য্য কি যেহেতু তাঁহার এ বোধও নাই যে কুলাচার সর্ব্বথা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হযেন। সর্ব্বত্র সংস্কার বিষয়ে

বামাচারের মন্ত্র এই হয় (একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবং) এবং দ্রব্যশোধনে সর্ব্বত্র বিধি এই (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাবয়েৎ) এবং কুলধাতুর অর্থ সংস্ত্যান, অ[১৭০]র্থাৎ সমূহ অর্থে বর্ত্তে, অতএব সমূহ যে বিশ্ব তাহা কুল শব্দের প্রতিপাদ্য যাহা মহাবাক্যের তাৎপর্য্য হইয়াছে। কুলাচর্চনদীপিকাধৃত তন্ত্রবচন (অনেকজন্মনামন্তে কৌলজ্ঞানং প্রপদ্যতে। ব্রতক্রতুতপস্তীর্থদানদেবাচর্চনাদিষু। তৎফলং কোটিগুণিতং কৌলজ্ঞানং ন চান্যথা। কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে) তথাচ (জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ। ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যাভিধীয়তে। ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্বিকল্প এতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ। কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ।।)

১৪৮ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে লিখেন যে "স্ব স্ব উপাসনা শব্দেই বা তাঁহার অভিপ্রেত কি—যদি ব্রহ্মোপাসনাই হয় তবে ব্রহ্মের উদ্দেশে পশুঘাতের ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।" উত্তর, যাঁহার কিঞ্চিৎও শাস্ত্রজ্ঞান আছে তিনি অবশ্যই জানেন যে দেবতারাই কেবল যজ্ঞাংশভাগী হয়েন [১৭১] অতএব পরব্রহ্মের উদ্দেশে পশুঘাতের ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে এ প্রশ্ন করা সর্ব্বপ্রকার অযোগ্য হয়, বস্তুত (ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা) এবং (ব্রহ্মার্পণেন মন্ত্রেণ পানভোজনমাচরেৎ) এই প্রমাণানুসারে ব্রহ্মার্পণমন্ত্রের উল্লেখপূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠের পান ভোজন বিহিত হয় এবং পরব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্বপ্রযুক্ত ও তদ্ভিন্ন বস্তুর যথার্থত অভাবপ্রযুক্ত, পান ভোজন দ্রব্যের নিবেদন তাঁহার প্রতি সম্ভব নহে। অধিকন্তু অন্য দেবতার উদ্দেশে দত্ত যে সামগ্রী তাহা ভক্ষণের নিষেধ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি নাই, ধর্ম্মসংহারক আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে অন্যে অন্যের নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিতে পারেন।

১৫১ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে "অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদি কিঞ্চন, এ স্থলে মৎস্য মাংসাদি তাবৎ দ্রব্যেরি স্বতঃ কিম্বা পরতঃ সামান্যতঃ দেবতাকে অনিবেদিত ভোজনের নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে, অন্যথা [১৭২] অন্যে অন্যের নিবেদিত দ্রব্য এবং এক দেবতার উপাসক দেবতান্তরের প্রসাদ ভোজন করিতে পারেন না।" এরূপ কথনের দ্বারা ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে কোন দেবতাবিশেষের নৈবেদ্য ভোজন দ্বারা সেই দেবতাবিশেষের উপাসক হয় না।

১৪৭ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে লিখেন যে "বেদোক্তেন বিধানেন ইত্যাদি মহানির্ব্বাণবচনে লোকযাত্রা শব্দে কেবল মদ্য মাংস ভোজনাদি এই অর্থ কি মহাদেব তাঁহার কানে২ কহিয়াছেন" আমাদের প্রথম উত্তরের ১৯ পৃষ্ঠে ঐ পূর্ব্বোক্ত বচনের অর্থ এইরূপ লিখা গিয়াছে যে "জ্ঞানে যাঁহার নির্ভর তিনি সর্ব্বযুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত কিম্বা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন" অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠেরা লৌকিক ব্যবহার কলিতে আগমোক্ত বিধানে করিতে সমর্থ হয়েন, এই বিবরণে মদ্য মাংস ভোজন এ শব্দই নাই, তবে সর্ব্বদা মদ্য মাংস খাইবার লালসাতে ধর্ম্মসংহারক স্বপ্নে এবং জাগ্রদবস্থায় কেবল মদ্য মাংসই দেখিতে পান, সুতরাং এরূপ [১৭৩] প্রশ্ন করা তাঁহার কি আশ্চর্য যে "লোকযাত্রা শব্দে কেবল মদ্যমাংসাদি ভোজন এই অর্থ কি মহাদেব তাঁহার কানে২ কহিয়াছেন" বস্তুত শাস্ত্রকর্ত্তাদের গ্রন্থপ্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে ওই সকল শাস্ত্র মনুষ্যের সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরায় কর্ণগোচর হয়, অতএব ভগবান্ মহেশ্বর ওই বচনপ্রাপ্ত "যাত্রা" শব্দের অর্থ আমাদের কর্ণে পরম্পরায় ইহা কহিয়াছেন যে সাংসারিক ব্যবহার অর্থাৎ সংস্কার ও বিত্তোপার্জ্জন, পোষ্যবর্গ পালন ও আহারাদি, যাহা গৃহস্থের জন্যে ইহলোক নির্ব্বাহে আবশ্যক, তাহা আগমোক্ত বিধানে সম্পাদন করিবেন (লোকস্তু ভুবনে জনে ইত্যমরঃ, যাত্রা স্যাৎ পালনে গতৌ ইতি) এবং ভগবান্ শ্রীধর স্বামী (শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ) এই গীতাবচনের অর্থে লিখেন যে, কর্ম্মমাত্রও যদি

তুমি না কর তবে শরীর নির্ব্বাহও হইতে পারে না, এ স্থলে শরীরযাত্রা শব্দে শরীর নির্ব্বাহ শ্রীধর স্বামীর কর্ণে ভগবান্ কৃষ্ণ কহিয়াছিলেন কি না ইহার নিশ্চয় ধর্ম্মসংহারক অদ্যাপি বুঝি [১৭৪] করেন না। আর ঐ বচন অবলম্বন করিয়া ১৪৭ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন যে "ঐ বচনে জ্ঞানীদের স্বং ধর্ম্মানুসারে নিবেদিত মাংসাদি ভোজনই বা কিরূপে প্রাপ্ত হয়"। উত্তর, আগমোক্ত বিধানে যদি সংসার নির্ব্বাহার্থ আহারাদি করিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ সমর্থ হইলেন তবে ব্রহ্মার্পণ সংস্কারে আগমবিহিত মাংসাদি ভোজন অবশ্য প্রাপ্ত হইল ইহার বিশেষ বিবরণ পরিচ্ছেদের শেষে লিখা গেল পণ্ডিতেরা যেন অবলোকন করেন। আমরা প্রথম উত্তরের ১৮ পৃষ্ঠে লিখিয়াছিলাম যে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা কিরূপে জানিয়াছেন যে অনিবেদিত মাংস ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহং করিয়া থাকেন তাহার বিশেষ লিখেন নাই তিনি কি তত্তৎকালে উপস্থিত হইয়া নৃত্য কি উৎসাহ করিতে দর্শন করিয়াছেন" ইহার উত্তরে ধর্ম্মসংহারক ১৩৫ পৃষ্ঠে লিখেন যে "ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর কি ভ্রান্তি, দর্শনের অপেক্ষা কি, দশের মুখে কে হস্ত প্রদান করে দশের বচনই [১৭৫] সত্যাসত্যের প্রমাণ হয়"। উত্তর, দশের মুখই প্রমাণ এই নিয়ম যদি ধর্ম্মসংহারক করেন তবে এ বিশিষ্ট সন্তান আমাদের প্রতি যে পান ও হিংসার উল্লেখ করিবেন ততোধিক ওই দশ মুখ প্রমাণ দ্বারা তাঁহার অতি মান্যের ও অতি প্রিয়ের বর্ণনবাহুল্য আছে কিন্তু আমরা যে উদ্বেগজনক বাক্য কহিব না।

১৪৮ পৃষ্ঠে লিখেন যে "অতি শিশু ছাগলকে অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া আহার বা পুরুষাঙ্গ হীনপূর্ব্বক উত্তম আহারাদি দ্বারা পালন করত—অঙ্গুলির দ্বারা ভোজনের উপযুক্ততানুপ-যুক্তত্ব পরীক্ষণ করিয়া যখন বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দর্শন করেন তৎকালে পরম হর্ষে বন্ধু বান্ধবের সহিত স্বহস্তে বহু প্রহারে ছেদনানন্তর স্বোদর পূরণ করিয়া থাকেন" উত্তর, এরূপ অলীক কথন যাহার স্বাভাবিক চিত্ত তাহা হইতে কদাপি হয় না, যদ্যপি এ অমূলক মিথ্যার সমুচিত উত্তর এই ছিল যে হিন্দুর সর্ব্বথা অভক্ষ্য যে পশু তাহার বৎসের ঐরূপ পালন ও পরে হিংসন ধর্ম্মসংহারক স্বয়ং করিয়া [১৭৬] থাকেন কিন্তু অদ্যাবধি কে কোথায় অলীক বক্তা ব্যলীকের সহিত রাগান্ধ হইয়া অলীক কথন করিয়াছে। ১৪৬ ও ১৪৭ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এক ব্যক্তি পণ্ডিতসভাতে আপনাকে বৈদিক, স্মার্ত্ত, তান্ত্রিক-রূপে প্রকাশ করাতে তাঁহাদের বিচার দ্বারা আপনাকে পশ্চাৎ কৃষিকর্ম্মকারী স্বীকার করিলেন। উত্তর, পণ্ডিতসভাতে এরূপ অপণ্ডিতের পাণ্ডিত্য প্রকাশে তাহার কেবল লজ্জাকর হয়, সেই-রূপও অপণ্ডিতমণ্ডলীতে যথার্থ কথনের দ্বারা পণ্ডিতও অপমানিত হইয়াছেন ইহাও শ্রুত আছে যেমন মূর্খদের সভাতে কোনো এক পণ্ডিত শাক, শাল্মলি, বক, ইহা কহিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন যেহেতু তাহারা শাগ শিমুল বগ ইহাকেই শুদ্ধ জ্ঞান করিত। আমরা প্রথম উত্তরের ১৯ পৃষ্ঠে লিখি যে "পরমেশ্বরকে জন্ম মরণ চৌর্য্য পারদার্য্য ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন" তাহার উত্তরে প্রথমত ১৪১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে লিখেন যে "শ্রী[১৭৭]-ভগবানের জন্ম ও মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহা যায়" এবং জনন মরণের প্রমাণের উদ্দেশে গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, অগস্ত্যসংহিতাদির বচন লিখিয়াছেন পরে আপন এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অন্যথা করিয়া সিদ্ধান্তে ১৪৩ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে লিখেন "অতএব পরমেশ্বরের জন্ম মৃত্যু শব্দ প্রয়োগ লোকের ব্যবহারিক মাত্র কিন্তু বাস্তব নহে" অধিকন্তু ১৮৫ পৃষ্ঠের ১ পংক্তিতে লিখেন যে "পরমার্থ বিবেচনায় মনুষ্যেরও জন্ম মৃত্যু কহা যায় না।" উত্তর, এ প্রমাণ বটে যে কি জীবের কি ভগবান্ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতির "পরমার্থ বিবেচনায় জন্ম মৃত্যু কহা যায় না" তবে কি প্রকারে ১৪১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখিলেন যে "ভগবানের জনন ও মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহা যায়" এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে আমরা লিখিয়াছিলাম যে ধর্ম্মসংহারক পরমেশ্বরে জন্ম মরণাদি দোষকে যথার্থ বোধে দিতে পারেন তাহা তাঁহাদেরই প্রথম বাক্যানুসারে প্রমাণ হইল কি না।

[১৭৮] ভগবদ্গীতাশ্লোকের অর্থকে যে অন্যথা কল্পনা করিয়াছেন তাহার যথার্থ বিবরণ লিখা আবশ্যক জানিয়া লিখিতেছি (বহূনি মে ব্যতীতানি) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ১৪১ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে লিখেন যে "আমি মায়ারহিত এ কারণ আমার সকল স্মরণ হয়" কিন্তু শ্রীধর স্বামী লিখেন যে (অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ) অর্থাৎ আমার বিদ্যা মায়া, যাহার প্রকাশ স্বভাব হয়, সুতরাং আমার সকল স্মরণ হয়। এবং ইহার পরশ্লোকে স্পষ্টই কহিতেছেন (প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া) আমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ আপন মায়াকে স্বীকার করিয়া শুদ্ধ ও তেজস্বী সত্ত্বাত্মক মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া অবতীর্ণ হই। অতএব মূর্ত্তি যদ্যপিও বিশুদ্ধ, তেজস্বী, সত্ত্বগুণাত্মক হয়েন তথাপিও সে মায়াকার্য্য। এবং ঐ অর্থকে আরো দৃঢ় করিতেছেন শারীরকভাষ্যধৃত স্মৃতি (মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈব মাং জ্ঞাতুমর্হসি) হে নারদ সর্ব্বভূতগুণবিশিষ্ট আমাকে যে দেখিতেছ এ মায়ার সৃষ্টি আমি করি[১৭৯]য়াছি কিন্তু এরূপ আমাকে যথার্থ জানিবে না। অধ্যাত্মরামায়ণে (পশ্যামি রাম তব রূপমরূপিণোপি মায়াবিড়ম্বনকৃতং সুমনুষ্যবেশং) হে রাম রূপহীন যে তুমি তোমার যে এই সুন্দর মনুষ্যবেশ দেখিতেছি সে কেবল মায়াবিড়ম্বনাতে কৃত হয়। দেবীমাহাত্ম্য (বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এবচ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ) অর্থাৎ যেহেতু বিষ্ণু ও আমি এবং মহাদেব আমরা যে শরীর গ্রহণ করিয়াছি, হে মহামায়া, সে তুমি আমাদের দ্বারা করিয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হয়। বিষ্ণুর অনিবেদিত মৎস্য মাংস ভোজনের বিষয়ে দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত ১৫২ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে লিখেন "যদি স্বীয় ইষ্টদেবতাকে অনিবেদ্য যে দ্রব্য তাহাতে প্রবৃত্তি হয় তবে স্বতঃ কিম্বা পরতঃ দেবতান্তরের নিবেদিত করিয়া ভোজনে তাঁহার বাধা কি যেহেতু দেবতাকে অনিবেদিত দ্রব্যের ভোজনেই শাস্ত্রীয় নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে"। উত্তর এ বিধি বিষ্ণুপাসকের প্রতি সম্ভবে না, যে[১৮০]হেতু স্মার্ত্তধৃত বহ্বৃচগৃহ্যপরিশিষ্টবচনে এবং নানা বৈষ্ণবশাস্ত্রের প্রমাণে বিষ্ণুপাসকের অন্যদেবতানৈবেদ্য ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তশ্রুতি আছে যথা (পবিত্রং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং। অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ) দেবতা, সিদ্ধগণ ও ঋষিসকল ইহাঁরা বিষ্ণুনৈবেদ্যকে পবিত্র করিয়া জানেন অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবেক। বাস্তবিক এই ব্যবস্থার দ্বারা ইহা জানাইয়াছেন যে ধর্ম্মসংহারকের মৎস্যাদিতে এ পর্য্যন্ত লোভ যে তাঁহার স্বীয় ইষ্টদেবতার অনিবেদিত হইলেও তাহাকে স্বত কিম্বা পরত দেবতান্তরকে দিয়া ভোজন করেন, অতএব ১৪৮ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন "যদি পঞ্চ দেবতার মধ্যে দেবতাবিশেষের উপাসনা হয় তবে কেবল ভোজনকালেই স্মরণ প্রযুক্ত সুতরাং তেঁহ ভাক্ত কর্ম্মীর অন্তঃপ্রবিষ্ট হইবেন" সেই কথনের বিষয় তেঁহ আপনিই হইলেন কি না।

১৫৩ পৃষ্ঠে লিখেন যে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর স[১৮১]জ্জনতাতে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর মৎসরতার ভ্রম এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধের ভোগে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ঐহিক ভোগের ভ্রম সজ্জনের এই স্বভাব যে সদ্বংশজাত ব্যক্তি সকলকে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিলে তাঁহাদিগ্যে সদুপদেশ দ্বারা নিবৃত্ত করান তাহাতেও যদি না হয় তিরস্কার করিয়া থাকেন" উত্তর, কোন২ ব্যক্তিবিশেষেরা দেদীপ্যমান শাস্ত্রের প্রমাণের দ্বারা যে কর্ম্ম করেন তাহাকে অন্য কোনো ব্যক্তি অসৎ কর্ম্মরূপে প্রমাণ করিবার ইচ্ছুক হইয়া পরে প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়াও সেই সকল ব্যক্তির প্রতি কুকর্ম্মী ও তাঁহাদের আহারকে অশুচি ইত্যাদি পদের উল্লেখ করেন, ইহাতেও তাঁহাকে মৎসর না কহিয়া যদি সুজনের মধ্যে গণিত করা যায় তবে দুর্জ্জন ও মৎসর পদের বাচ্য প্রায় দুর্লভ হইবেক। বস্তুত সজ্জনেরা যদি কাহারো আহারকে দুষ্য ও কর্ম্মকে নিন্দিত জানেন তথাপি যে পর্য্যন্ত বিচারপূর্ব্বক তাহার দুষ্যত্ব প্রমাণ না করিতে পারেন কদাপি ভোজ্য ও ভোক্তার প্রতি দুর্ব্বাক্য কহেন না, [১৮২] বরঞ্চ বিচারে পরাস্ত করিলেও তাঁহারা সৌজন্যের বাধ্য হইয়া নীচের ভাষা কদাপি কহিতে সমর্থ হয়েন না।

১৫৫ পৃষ্ঠে লিখেন "কেহ কাহারো প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ কদাচ নিবারণ করিতে পারেন না তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কীট পক্ষী গবাদি ও শূকর, ইহারা উত্তম আহার দ্বারা গৃহস্থের গৃহে প্রতিপালিত হইলেও প্রারব্ধের গুণে পতঙ্গ উচ্ছিষ্ট পত্র ও মলমূত্র ভক্ষণে ব্যাকুল হয়।"। উত্তর, এ উদাহরণের দ্বারা ধর্ম্মসংহারক স্বহস্তলগ্ন খড়্গের দ্বারা আপন মস্তকচ্ছেদ করিয়াছেন, যেহেতু বিশেষ ধনবত্তা থাকিতেও পশুরও অগ্রাহ্য দ্রব্যকে সর্ব্বাগ্রে ভক্ষণ করিতেছেন আর দেবতা এবং বশিষ্ঠাদি ঋষিরা ও রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তিরা যে মাংস দুর্লভ জানিয়া আহার করিতেন, তাহা ত্যাগ করিয়া পর্য্যুষিত শাক ও তিক্ত পত্রাদিকে অতি প্রিয় আহার জ্ঞান করেন অতএব তাঁহার প্রতিই তাঁহার উদাহরণ অবিকল সংগত হয়।

১৫৬ ও ১৫৭ পৃষ্ঠে গীতার বচনানুসারে আহারের [১৮৩] সাত্ত্বিকতা ও তামসতা কহিয়াছেন "যে ভোগ ভোক্তার আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধক এবং মধুর স্নিগ্ধ স্থির ও হৃদ্গত হয় সেই ভোজন সাত্ত্বিকের প্রিয় তাহার নাম সাত্ত্বিক—প্রহরাতীত, বিরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, অথবা অস্পৃশ্য এই প্রকার যে কদর্য্য ভোগ সেই তামসদিগের প্রিয় তাহার নাম তামসিক"। উত্তর, বিজ্ঞ লোক ঐ দুই বচনের অর্থ বিবেচনা করিবেন যে আয়ু উৎসাহ বল আরোগ্য ইত্যাদিবর্দ্ধন গুণ ঘৃত মাংসাদি আহারে থাকে কি ঘাস মৃত মৎস্য ইত্যাদি আহারে জন্মে। এ বচনস্থ (রস্যাঃ) এই পদের অর্থ শ্রীধর স্বামী লিখেন যে (রসবন্তঃ) ধর্ম্মসংহারক লিখেন (মধুরঃ) আর শেষ বচনস্থ (অমেধ্যং) এই পদের অর্থ স্বামী লিখেন যে (অভক্ষ্য কলঞ্জাদি) কিন্তু ধর্ম্মসংহারক লিখেন (অস্পৃশ্য)।

সংপ্রতি পূর্ব্বোক্ত বিবরণকে বোধসুগমের নিমিত্ত সংক্ষেপে লিখিতেছি, সাংখ্যমতে এবং অন্য কোন২ শাস্ত্রে বৈধ হিংসাতেও পাপ লিখিয়াছেন, পরন্তু [১৮৪] মন্বাদি স্মৃতি ও মীমাংসা, বেদান্তাদি শাস্ত্রে ও ভগবদ্গীতাতে এবং প্রাচীন নব্য সংগ্রহেতে বিহিত হিংসা পাপজনক নহে ইহা লিখেন; তাহাতে ভগবান্ মহেশ্বর বিহিত হিংসাকে যুক্তি দ্বারা সংগত করিয়া ভূরি তন্ত্রে তাহার কর্ত্তব্যতার আজ্ঞা দিয়াছেন, তথাচ কুলতন্ত্রে (জলং জলচরৈর্মিশ্রং দুগ্ধং গোমাংস-নিঃসৃতং। অন্নানি মেদজাতানি নিরামিষাং কথং ভবেৎ) অর্থাৎ লোকে নিরামিষ্য ভোজনের সম্ভাবনা নাই যেহেতু জল পান ব্যতিরেক মনুষ্যের প্রাণ ধারণ হয় না সে জল মৎস্য, শামুক ও ভেক, সর্পাদির ক্লেদে মিশ্রিত হয় এবং জলীয় কীট যাহা সূক্ষ্মদর্শনযন্ত্রের দ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষসিদ্ধ সেই সকল কীটেতেও জল পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব জল পান দ্বারা ঐ ক্লেদ পান ও কীট ভক্ষণ হইতে পরিত্রাণ নাই, সেইরূপ দুগ্ধ গোমাংস হইতে নিঃসৃত হয় যেহেতু গবীর আহারের পরিমাণে ও আহারের গন্ধানুসারে দুগ্ধের পরিমাণ ও গন্ধ হইয়া থাকে ইহা দেখিয়াও বয়ঃপ্রাপ্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা তাহা পান ক[১৮৫]রেন আর তাবৎ অন্ন গোধূমাদি মধুকৈটভের শরীর যে এই মেদিনী তাহা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং মনুষ্য ও পশ্বাদি তাবৎ জীবের মৃত শরীর ও শরীরের ত্যক্ত ক্লেদ ইহা প্রত্যক্ষ মৃত্তিকারূপে অল্পকালেই পরিণত হইতেছে যাহাতে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, পরে সেই শস্য সকলের আহার হইয়াছে।। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যাঁহারা বিহিত আমিষ্য ভোজনে উৎসাহপূর্ব্বক নিন্দা করেন তাঁহারাই স্বয়ং অবিহিত আমিষ্য ভোজন বারম্বার করিয়া থাকেন। গুড় চিনি প্রভৃতি দ্রব্যে পিপীলিকা কীটাদি পতিত হইবাতে তাহার শরীরনির্গত রসে ওই সকল বস্তু মিশ্রিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া সেই২ দ্রব্যকে পানযোগ্য করিবার নিমিত্ত জলসংযুক্ত করেন, পরে ছানিবার সময়ে ঐ দ্রব্যের ও মৃত পিপীলিকা কীটাদির স্থূল অংশ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম অংশের গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ঘৃতাদিতে পতিত কীট পিপীলিকাদির রসকে অগ্নিসংযোগ দ্বারা নিঃসৃত করিয়া পরে ছানিবার দ্বারা তাহার স্থূল অংশ [১৮৬] বর্জ্জন ও সূক্ষ্ম অংশ গ্রহণ করেন, সেইরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ মৃত মক্ষিকা ও তাহার বৎস ও ক্লেদ এ সকল সম্বলিত চাকের নিষ্পীড়নপূর্ব্বক মধু গ্রহণ ও পান করেন। সেইরূপ নানাবিধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ আমিষ ভোজন শত২ বচন থাকিলেও বস্তুত নিরামিষ্য ভোজন

হইতে পারে না, তবে বচনবলে এ সকলের দোষ নিবারণের যত্ন করা উভয পক্ষেই সমান হয় অর্থাৎ বিহিত মাংস ভোজনের নির্দোষত্বে এইরূপ শত২ বচন আছে।। অতএব বাস্তবিক নিরামিষের অসম্ভাব্য প্রযুক্ত অবিহিত আমিষের নিষেধপূর্ব্বক বিহিত আমিষের বিধান ভগবান্ পরমারাধ্য করিতেছেন, কুলার্ণবে (তৃপ্ত্যর্থং সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায চ। সেবেত মধুমাংসানি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী) সর্ব্বদেবতার তুষ্টির ও ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির নিমিত্ত মধু ও মাংস সেবন করিবেক, লোভপ্রযুক্ত অবিহিত ভোজন করিলে পাতকী হয়। ইতি তৃতীয়-প্রশ্নের দ্বিতীয উত্তরে ভূরিকৃপাবলোকো নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ।।

সমাপ্তং তৃতীযপ্রশ্নোত্তরং।।

[১৮৭] চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর

ধর্ম্মসংহারক ১৬০ পৃষ্ঠে (যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টযং) এই শ্লোককে অবলম্বন করিযা ১৪ পংক্তি অবধি লিখেন যে "এই নীতিশাস্ত্রের বচনের তাৎপর্য্য নহে যে এই যৌবনাদি চতুষ্টয ব্যক্তিমাত্রের অনর্থের কারণ কিন্তু দুঃশীল দুর্জ্জনদিগের সকল অনর্থের সাধন হয়" এবং রাবণ ও বিভীষণাদির দৃষ্টান্ত দিযা পরে ১৬১ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন যে "ইদানীন্তন অনেক দুর্জ্জন ও সুজনেরও যৌবনাদিতে দৌর্জ্জন্য ও সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে।" উত্তর, আমাদের প্রথম উত্তরে সামান্যতঃ কথন ছিল যে কেহ পিতা অবর্ত্তমানে যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতাপ্রযুক্ত অনর্থ করিতেছেন, কেহ বা পিতা বিদ্য[১৮৮]মানপ্রযুক্ত ধন ও প্রভুত্ব তাঁহার নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতাপ্রযুক্ত নানা অনর্থকারী হযেন। তাহাতে আমাদের এই বাক্যকেই ধর্ম্মসংহারক বস্তুত আপন প্রত্যুত্তরে দৃঢ় করিযাছেন যে যৌবন ধন, ইত্যাদি দুর্জ্জনের অনর্থের কারণ হয়, সংপ্রতির ব্যক্তির কার্য্য দেখিয়া দৌর্জ্জন্য কিম্বা সৌজন্য বিবেচনা করা উচিত,--ধর্ম্মসংহারকের সেরূপ বিভব ও অমাত্য ও সৈন্য সেনাপতি নাই যে যাহার প্রতি দ্বেষ হয তাহাকে বধ কিম্বা দেশ হইতে নির্বাপনরূপ অনর্থ করিতে পারেন, কেবল কিঞ্চিৎ বিভব আছে যাহার দ্বারা ছাপা করিবার ব্যযে কাতর না হযেন, তাহাতেই প্রমত্ত হইযা শাস্ত্রীয বিচারস্থলে প্রশ্নচতুষ্টযের ও প্রত্যুত্তরের ছলে এরূপ দুর্ব্বাক্য যাহা অতি নীচেও কহিতে সঙ্কোচ করে, তাহা স্বজন ও অন্যকে কহিয়া নানা অনর্থের মূলীভূত হইতেছেন। যদি শাস্ত্রীয বিচার অভিপ্রেত ছিল তবে চণ্ডাল, কুক্কুর, শূকর, ইত্যাদি পদ প্রয়োগ বিনা কি শাস্ত্রীয় বিচার হইতে পারে না। এবং ঐ পৃষ্ঠেতে আপন সৌজ[১৮৯]-ন্যের প্রমাণ লিখেন যে "কেহ২ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষরূপে বিখ্যাত" যদি স্বগৃহীত নাম লোকের সদ্গুণের প্রমাণ হয় তবে মনসাপোতার দ্বিজরাজ সর্ব্বোত্তমরূপে মান্য কেন না হযেন।

১৬২ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "সুশীল সুজনদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, সম্বিদা ভক্ষণ, যবনীগমন ও বেশ্যা সেবন সর্ব্বকালেই অসম্ভব"। উত্তর, এ যথার্থ বটে, অতএব ধর্ম্ম-সংহারকে যদি ইহার ভূরি অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয তবে দুর্জ্জন পদ প্রয়োগ তাঁহার প্রতি সঙ্গত হয় কি না? শৈব ধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিযাছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দ্ধাঙ্গ হয় না, যদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রমাণে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব দেখান তবে তান্ত্রিক-মন্ত্রগৃহীত স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়, শাস্ত্রবোধে স্মৃতি ও তন্ত্র উভয়ই তুল্যরূপে মান্য একের মান্যতা অন্যের অমান্যতা হইবাতে কোনো যুক্তি ও প্রমাণ নাই।

[১৯০] ১৬৩ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে সম্বিদার সুরাতুল্যত্বে প্রমাণ চাহিয়াছেন। উত্তর, যে শাস্ত্রানুসারে মন্ত্র গ্রহণ ও উপাসনা করিতেছেন, সেই শাস্ত্রেই দিব্য, বীর, পশু, তিন ভাব উপাসকেদের লিখেন, তাহাতে পশু ভাবে মাদক দ্রব্য মাত্রের নিষেধ করিয়াছেন, যথা কুলাচর্চন-চন্দ্রিকাধৃত কুব্জিকাতন্ত্র (পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ। ন পিবেন্মাদকদ্রব্যং নামিষঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ) তথা (সম্বিদাসবয়োর্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী)।

১৬৩ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদের কোনো২ ব্যক্তির যৌবনাবস্থাতেও কেশের শুক্লতা দৃষ্ট হইতেছে, যদি তাঁহারা যবনের কৃত কলপের দ্বারা কেশের কৃষ্ণতা করিতেন তবে শুক্লতার প্রত্যক্ষ কি সপক্ষ কি বিপক্ষ কাহারো হইত না"। উত্তর, ধর্ম্মসংহারকের নিয়মই এই যে প্রত্যক্ষ প্রলাপ ও অযথার্থ কথনের দ্বারা জগৎকে প্রতারণা করিবেন, অদ্যাবধি এমৎ কলপ কোথায় জন্মিয়াছে যে একবার গ্রহণে কেশের শুক্লতা কি সপক্ষ কি বিপক্ষ কাহারও প্রত্য[১৯১]ক্ষ না হয়? কলপ দিবার দুই তিন দিবস পরে কেশ বৃদ্ধি হইবার দ্বারা তাহার মূলের শুক্লতা সপক্ষ বিপক্ষ সকলেরি প্রত্যক্ষ হয়। আর এই পৃষ্ঠের শেষে ধর্ম্মসংহারক বুঝি স্বপ্নে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে অস্মদাদির মধ্যে কোনো২ ব্যক্তি কৃত্রিম দন্ত ও মেষের ন্যায় বক্ষঃস্থলের লোম মুণ্ডন ও সমুদায় মস্তকের মুণ্ডন করিয়া থাকেন, এ উন্মত্তপ্রলাপের কি উত্তর আছে, যদি কোনো ব্যক্তি অস্মদাদির মধ্যে বার্দ্ধক্যের প্রত্যক্ষভয়ে এরূপ করিয়া থাকেন, যাহা আমরা জ্ঞাত নহি, তবে তিনি ধর্ম্মসংহারকেরই তুল্য এতদংশে হইবেন।

১৬৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তিতে লিখেন যে "যদি প্রধান ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর মানিত হইয়া কোনো২ ক্ষুদ্র ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মিথ্যা বাণী কহেন যে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যেও কোনো২ ব্যক্তিকে যবনীগমনাদি করিতে আমরা দর্শন করিয়াছি, তবে সেই২ সাক্ষীর প্রামাণ্য কিরূপে হইতে পারে, যেহেতু শাস্ত্রে তাদৃশ [১৯২] দুষ্ট ব্যক্তিদিগের অসাক্ষিত্ব কহিতেছেন"। উত্তর, প্রামাণ্যভয়ে সাক্ষীকে দুষ্ট কহা কেবল ধর্ম্মসংহারকেরই বিশেষ স্বভাব হয় এমৎ নহে, কিন্তু সামান্যত চোর ও ব্যভিচারী তত্তদ্দোষ প্রমাণ হইবার সময়ে সাক্ষীকে দুষ্ট ও অপ্রমাণ কহিয়াই থাকে, বরঞ্চ গ্রামের সকল লোককে আপন বিপক্ষ কহিয়া নিস্তারের পথ অন্বেষণ করে, কিন্তু চোর দুরাচার জগতের মুখ রুদ্ধ করিয়া অস্বীকারবলে কবে নিস্তার পাইয়াছে। ১৬৭ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "প্রয়াগাদি সপ্ত আর প্রায়শ্চিত্ত চূড়া এই নয় প্রকার কেশ ছেদের নিমিত্ত হয় তাহার কোন নিমিত্তপ্রযুক্ত যে কেশ ছেদ তাহার নাম নৈমিত্তিক কেশ ছেদ" পরে ১৬৮ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে এই বচন লিখেন "(প্রয়াগে তীর্থযাত্রায়াং মাতাপিত্রোর্গুরৌ মৃতে। আধানে সোমপানে চ বপনং সপ্তসু স্মৃতং)—প্রায়শ্চিত্ত ও চূড়াতে কেশ ছেদন প্রসিদ্ধই আছে" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ বচনপ্রাপ্ত যে বপন শব্দ তাহার তাৎপর্য্য যদি সর্ব্বকেশ-মুণ্ডন হয়, [১৯৩] তবে প্রয়াগ ও প্রায়শ্চিত্তাদি স্থলে কেবল ঐ বচনানুসারে ব্যবস্থার ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু পিতৃ মাতৃ গুরু মরণে ও আধানাদিতে ঐ বচনপ্রাপ্ত ব্যবস্থার অনাদর দেখিতেছি, আর যদি শিখা ব্যতিরিক্ত মুণ্ডন ওই বচনস্থ বপন শব্দের অর্থ হয়, তবে প্রয়াগ ও প্রায়শ্চিত্তাদি স্থলে ঐ বচনপ্রাপ্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধ ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে অন্য বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া মিতাক্ষরাকার প্রয়াগেও শিখা ব্যতিরিক্ত কেশ বপন অঙ্গীকার করেন, কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রয়াগাদিতে বচনান্তর প্রমাণে সর্ব্বমুণ্ডন কর্ত্তব্য কহিয়াছেন, সেইরূপ পূর্ণাভিষেকীরা বিশেষ সংস্কারে শিখা ত্যাগে পাপবুদ্ধি করেন না। যদি আমাদের মধ্যে মস্তকের ঊর্দ্ধভাগে গ্রন্থিবন্ধনযোগ্য কেশের বপন কেহ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে আমরা প্রথম উত্তরে ২১ পৃষ্ঠে লিখিয়াছি যে "এরূপ ক্ষুদ্র দোষে মহাপাতকপ্রভৃতি যে সকল বিষয়ে আছে তাহার ক্ষয়ের নিমিত্ত ওইরূপ অল্পায়াসসাধ্য অন্নহিরণ্যাদি দানরূপ উপায়ও আছে" অর্থাৎ নি[১৯৪]ন্দার্থবচনপ্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ স্তুত্যর্থ বচনপ্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাদির প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নাশকে পায় এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত আমরা তিন বচন লিখিয়াছিলাম, যাহার তাৎপর্য্য

এই ছিল যে অন্ন হিরণ্যাদি দানে ব্রহ্মহত্যাদি পাপক্ষয় হয় আর ক্ষণমাত্রও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তা করিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। তাহার প্রত্যুত্তরে ধর্ম্মসংহারক ১৭০ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে "বৃথাকেশচ্ছেদনে শিখাবিরহে সুতরাং শিখাবন্ধনের অভাবে সেই শিখারহিত ব্যক্তির তৎকৃত সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্মের প্রত্যহ বৈগুণ্য জন্মে" পরে ১৭১ পৃষ্ঠে স্মৃতিবচন লিখিয়া ৮ পংক্তিতে লিখেন যে "শিখার অভাবে ক্রমে ঐ পাপ মহাপাতকতুল্য হয় যেমন উপপাতক ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া মহাপাতককেও লঙ্ঘন করে এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ্যাদিরও হানি হইতে থাকে" উত্তর, এ আশ্চর্য্য ধর্ম্মসংহারক, আপন প্রত্যুত্তরের ১৬ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখিয়াছেন "উদিতে জগতীনাথে ইত্যাদি বচনের এ তাৎপর্য্য নহে যে সূর্য্যোদয়ানন্ত[১৯৫]র দন্তধাবনকর্ত্তা বিষ্ণুপূজাদিরূপ কর্ম্মে অনধিকারী হয়, যেহেতু দন্তধাবন স্নান ও আচমন তাবৎ কর্ম্মের কর্তৃসংস্কাররূপ অঙ্গ, তাহার যথোক্ত কাল ও মন্ত্রাদির বৈগুণ্যে অনধিকারিকৃত কর্ম্মের ন্যায় যথোক্তকাল মন্ত্রাদিরহিত দন্তধাবনাদিকর্ত্তার কৃত দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম অসিদ্ধ হয় না এবং প্রতিদিনকর্ত্তব্য সন্ধ্যা বন্দনাদি বিষ্ণুপূজাদি কর্ম্ম যথাকথঞ্চিদ্রূপে কৃত হইলেও সিদ্ধ হয়" এখন পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে ধর্ম্মসংহারক আপনি সূর্য্যোদয়ের ভূরি কালানন্তর প্রত্যহ প্রায় গাত্রোত্থান করেন এ নিমিত্ত লিখেন যে "যথোক্ত কাল দন্তধাবনাদিরহিত কর্ত্তার কৃত দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম অসিদ্ধ হয় না এবং প্রতিদিনকর্ত্তব্য সন্ধ্যা বন্দনাদি বিষ্ণুপূজাদি কর্ম্ম যথাকথঞ্চিদ্রূপে কৃত হইলেও সিদ্ধ হয়" কিন্তু ধর্ম্মসংহারকের দ্বেষ্য ব্যক্তির প্রতি ব্যবস্থা দিতেছেন, যে শিখাবন্ধনাভাবে প্রত্যহ বৈগুণ্য জন্মিয়া ঐ পাতক ক্রমে মহাপাতককেও লঙ্ঘন করে এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ্যাদিরও হানি হইতে থাকে, অথচ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে [১৯৬] গাত্রোত্থানের অভাবে প্রত্যহ ক্রিয়াবৈগুণ্য হইলেও সেই পাপ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ধর্ম্মসংহারকের প্রতি মহাপাতক হয় না, অতএব দ্বেষেতে যে মনুষ্য অন্ধ হইয়া পূর্ব্বাপর এরূপ অনন্বিত কহেন তিনি শাস্ত্রীয় আলাপের যোগ্য কিরূপে হয়েন। ১৭২ পৃষ্ঠের ১৫ পংক্তিতে লিখেন যে "স্ত্রী পুত্রাদিকে অন্ন দান কে না করিয়া থাকে? অতএব ঐ বচনে অন্নদান শব্দে অন্নদানব্রত কহিতে হইবেক" আমরা প্রথম উত্তরে এরূপ লিখি নাই যে স্ত্রী পুত্রকে ও বেতনগ্রহীতা ভৃত্যকে অন্নদান করিলে পাপক্ষয় হয়, অতএব কিরূপে এ আশঙ্কা করিতে ধর্ম্মসংহারক সমর্থ হইলেন? আর সামান্য অন্নদানাপেক্ষা অন্নদানব্রতে ফলাধিক্য বটে কিন্তু ও বচনে যে অন্নদান পদের তাৎপর্য্য অন্নদানব্রতই হয় তাহার প্রমাণ লিখা ধর্ম্মসংহারকের উচিত ছিল, যেহেতু সামান্য অন্নদানে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা ক্রিয়াযোগসার প্রভৃতি পুরাণে ও ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। কেশছেদন বিষয়ে ১৭৩ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে "সুবর্ণাদি দানে [১৯৭] সাধারণ পাপের ক্ষয় হয় ইহাও যথার্থ, যদ্যপি তাঁহারাও কদাচিৎ২ সুবর্ণদান করিয়া থাকেন তথাপি তাহাতে তৎপাপের ক্ষয় হয় না, যেহেতু তৎপাপে পুনঃপুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইলে তাহার নিবৃত্তি কোনো প্রকারে হইতে পারে না" এবং ওই প্রকরণে এক বচন লিখিয়াছেন যে পুনঃ২ পাপ করিলে তাহাকে গঙ্গা পবিত্র করেন না; এবং ১৭৪ পৃষ্ঠের শেষের পংক্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "পুনঃপুনর্ব্বার তাদৃশ পাপকারী লোকেরা পাপকর্ম্মে রত হয় তাহাদের নিস্তার সর্ব্বপাপনাশিনী পতিতোদ্ধারিণী ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গাও করেন না"। উত্তর, কর্ম্মনিষ্ঠের প্রতি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থান প্রভৃতি যাহা২ বিহিত তাহাকে ধর্ম্মসংহারক পুনঃ২ ত্যাগ ও যবনস্পর্শাদি যাহা২ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ তাহার প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিয়াও, গঙ্গাস্নান দ্বারা না হউক কিন্তু গৌরাঙ্গকৃপাতে হরিনামবলে সেই সকল হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হয়েন, কিন্তু অন্যে একজাতীয় পাপ পুনঃ২ করিলে তাহার গঙ্গাস্নানাদিতেও নিষ্কৃতি নাই এই [১৯৮] ব্যবস্থা দেন; অতএব এ ধর্ম্মসংহারকের চরিত্র পণ্ডিতেরা বিবেচনা করুন, বিশেষত ওই প্রত্যুত্তরের ১০৪ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে লিখেন যে "ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা আর গত্যন্তর নাই" পরে ১০৫ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে (যদোতে পাপিনো বিপ্র মহাপাতকিনোপি বা। জীবহত্যারতা

ব্রাত্যাঃ নিন্দকাশ্চাজিতেন্দ্রিয়াঃ। পশ্চাৎ জ্ঞানসমুৎপন্না গুরোঃ কৃষ্ণপ্রসাদতঃ। ততস্তু যাবজ্জীবান্তি হরিনামপরায়ণাঃ। শুদ্ধাস্তেঽখিলপাপেভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যোপি নারদ) এ স্থলে যাবজ্জীবনের পাপ ও জীবহত্যা পুনঃ২ করিয়াও হরিনামবলে ধর্ম্মসংহারকেরা মুক্ত হইবেন কিন্তু অন্যে যদি কেশ-চ্ছেদন মাত্র বারম্বার করেন তাঁহার নিষ্কৃতি সুবর্ণদানে ও গঙ্গাস্নানেও হয় না এরূপ ধর্ম্ম-সংহারক প্রায় দৃশ্য নহে।

১৭৫ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে লিখেন যে "ভাক্তজ্ঞানী মহাশয় অন্য এক বচন লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে আমি ব্রহ্ম এই প্রকার চিন্তা ক্ষণমাত্র কাল করিলেই সকল পাপ নষ্ট হয় কিন্তু [১৯৯] তাঁহাকেই এই জিজ্ঞাসা করি যে এই প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ কাহার প্রতি করেন, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পাপাভাব প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি অসম্ভব"। উত্তর, সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত ইহা হয় যে জ্ঞানীর সিদ্ধাবস্থায় পাপ পুণ্যের সম্বন্ধ তাঁহার সহিত থাকে না, অতএব তাঁহারা ঐ কুলার্ণববচনের বিষয় কদাপি নহেন; বেদান্তের ৪ অধ্যায় ১পাদ ১৩ সূত্র (তদধি-গমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ) ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বপাপের বিনাশ ও পরপাপের স্পর্শাভাব ব্যক্তিতে হয়, যেহেতু বেদেতে এইরূপ উপদেশ আছে।। কিন্তু জ্ঞানসাধনাবস্থায় পাপের সম্ভাবনা আছে সুতরাং জ্ঞানানুষ্ঠায়ীরা এ বচনের বিষয় হয়েন, যে ক্ষণমাত্রও আত্মচিন্তা করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবেন ইহার বিশেষ বিবরণ এই দ্বিতীয় উত্তরের ২৫ পৃষ্ঠে ও ৮৫ পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে তাহার অবলোকন করিবেন।।

ধর্ম্মসংহারক ১৭৭ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখেন যে এই প্রায়শ্চি[২০০]ত্তের উপদেশ "যদি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীদের প্রতি কহেন তবে তাহাও অসম্ভব যেহেতু ব্রহ্মপুরাণবচনানুসারে তাদৃশ দুষ্ট পাপিষ্ঠদিগের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শোধন হয় না" এবং ব্রহ্মপুরাণীয় বচন লিখেন তাহার অর্থ এই যে "অন্তর্গত দুষ্ট যে চিত্ত তাহা তীর্থস্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না যেমন জলেতে শত২ বার ধৌত করিলেও সুরাভাণ্ড অশুচি থাকে" অত্যদ্ভুত এই যে ওই প্রত্যুত্তরের ৬৯ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন যে "যদ্যপি বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসক আপন২ উপাসনার সর্ব্ব অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত হয়েন তথাপি পাপক্ষয় ও মোক্ষপ্রাপ্তি তাঁহাদিগের অনায়াসলভ্য যেহেতু বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চ দেবতার নাম মাত্রেই সর্ব্বপাপক্ষয় অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়" দেবতার উপাসনা বিষয়ে বিশেষ২ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকেও কেবল তাঁহাদের নাম স্মরণ মাত্রেই পাপক্ষয় ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ইহাকে স্তুতিবাদ না কহিয়া ধর্ম্মসংহারক যথার্থ স্বীকার করেন, কিন্তু জ্ঞানসাধনে কোন পাপ উপস্থিত হইলে তৎক্ষয় বিষয়ে শত২ বচন থাকিলেও ধর্ম্মসংহারক তাহার [২০১] অন্যথার জন্যে এই প্রকার চেষ্টা সকল করেন যে "অন্তর্গত দুষ্ট যে চিত্ত তাহা তীর্থস্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না" "দুষ্টচিত্ত লোকেরা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হয় না এবং দুষ্টাশয় দাম্ভিক ও অবশেন্দ্রিয় মনুষ্যকে কি তীর্থ কি দান কি ব্রত কি কোন আশ্রম কেহ পবিত্র করেন না"। উত্তর, এ সকল ব্রহ্মপুরাণীয় বচনকে নিন্দার্থবাদ না কহিয়া যদি দুষ্টচিত্ত প্রভৃতির পাপকে বজ্রলেপরূপে ধর্ম্মসংহারক স্বীকার করেন, তবে তাঁহারই মতে দুষ্টচিত্ত ব্যক্তি সকলের কি নাম স্মরণে কি আত্মচিন্তনে এ দুয়ের একেও তুল্যরূপে নিস্তারাভাব।

১৭৮ পৃষ্ঠে (ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ। যথেষ্টাচরণস্যাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকং) এই বচন লিখিয়াছেন। উত্তর, এ বচন অবলম্বন করিয়া স্ব২ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীকে, ও সার্থ গায়ত্রী-বেত্তাকে, ও সুস্থশরীরকে, শাস্ত্রবিহিত আচরণবিশিষ্টকে, ক্রিয়াহীন, মূর্খ, মহারোগী, যথেষ্টাচারী কহিতে সকলেই দ্বেষপ্রযুক্ত সমর্থ হয় কিন্তু পরমেশ্বর যেন আমাদিগো দ্বেষান্ধ না করেন।।

[২০২] ১৭৯ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে "পণ্ডিতাভিমানী মহাশয় অন্য দুই বচন লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অন্নদানে সুবর্ণাদি দানে ব্রহ্মহত্যাকৃত মহাপাপও

ক্ষয় হয় কিন্তু তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি যে পুস্তকে লিখিত প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক কি আচরিত প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক হয়"। উত্তর, আমাদের পূর্ব্ব উত্তরে এমৎ লিপি কোন স্থানে নাই যাহার দ্বারা ইহা বোধ হইতে পারে যে পুস্তকে লিখিত প্রায়শ্চিত্তেও পাপক্ষয় হয় অতএব এ প্রশ্ন ধর্ম্মসংহারকের সর্ব্বথা অযুক্ত, বস্তুত আমাদের লিখিবার এমৎ তাৎপর্য্য ছিল যে ক্ষুদ্র দোষে বৃহৎ পাপশ্রবণ যে স্থানে আছে অর্থাৎ হাঁচিলে জীব না কহিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ হয়, সেই২ স্থলে সামান্য দান ও নাম স্মরণ, যাহাতে ব্রহ্মহত্যাদিপাপ নাশ হয় কহিয়াছেন, তত্তৎপাপের প্রায়শ্চিত্তস্থানীয় হইতে পাবে অর্থাৎ কেবল বচনপ্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ প্রায় সামান্য অন্নদান নামস্মরণাদিতে যায়, ইহাতে ধর্ম্মসংহারকের এরূপ [২০৩] প্রশ্ন সর্ব্বদা অযোগ্য হয়, যেহেতু অনেকের অন্নদান ও নাম স্মরণ করা কেবল পুস্তকে লিখিত না হইয়া কর্ত্তা হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে তাহা ধর্ম্মসংহারক রাগান্ধ হইয়া দেখিতে যদি না পান কিন্তু অন্যের প্রত্যক্ষ বটে।

১৬৯ পৃষ্ঠে তৃতীয় পংক্তিতে লিখেন "ধর্ম্মশাস্ত্রে যবনীমনোরঞ্জনাদিকে কেশচ্ছেদের নিমিত্ত কহেন না"। উত্তর, কেশচ্ছেদন বেশ্যার মনোরঞ্জন কারণ কহা বদতো ব্যাঘাত হয়, বরঞ্চ কেশ ধারণ, বিন্দু প্রদান, অলকা তিলকা বিন্যাস বেশ্যার মনোরঞ্জনের কারণ হইতে পাবে। পরেই লিখেন যে "যদ্যপি উপদংশ রোগেই তাঁহাদিগের ত্বকচ্ছেদন বিধিকৃত হইয়াছে"। উত্তর, শাস্ত্রীয় বিচারে এই সকল নিন্দিত উক্তি কিরূপ মহাব্যলীক হইতে সম্ভব হয় তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন, এইরূপ পূর্ব্বপুরুষের উল্লেখপূর্ব্বকও স্থানে২ অলীকোক্তি করিয়াছেন তাহার যথোচিত উত্তর লিখিয়া যদ্যপিও আমরা ছা[২০৪]পা করিতে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু পূর্ব্বনিয়ম স্মরণে তাহা হইতে পরে ক্ষান্ত হওয়া গেল তদনুরূপ এ সকল কদর্য্য ভাষার উত্তর দিতেও নিরস্ত থাকিলাম।। ইতি চতুর্থপ্রশ্নে দ্বিতীয়োত্তরে ক্ষমাপ্রচুরো

নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

ধর্ম্মসংহারকের চতুর্থ প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হয়েন, তাহার উত্তরে আমরা লিখিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মণাদি কলিতে সুরাপান করিবেন না এরূপ বচন শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে সেইরূপ কলিতে উপাসনাভেদে ব্রাহ্মণাদি সুরাপান করিবেন এরূপ বচনও শাস্ত্রে [২০৫] দৃষ্ট হয় অতএব উভয় শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইবাতে পরমারাধ্য মহেশ্বর আপনিই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (অসংস্কৃতঞ্চ মদ্যাদি মহাপাপকরং ভবেৎ) অর্থাৎ যে স্থলে কলিতে ব্রাহ্মণাদির প্রতি মদিরার নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে সে অসংস্কৃতমদিরাদিপর জানিবে, ও যে স্থলে কলিতে ব্রাহ্মণাদির মদিরা পানে বিধি দেখিতেছি তাহা সংস্কৃতমদ্যপর হয়। তাহার প্রত্যুত্তরে ১৮৩ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে ধর্ম্ম-সংহারক আদৌ লিখেন যে "পুরুষের ইচ্ছাতেই যে বিষয়ের প্রাপ্তি হয় তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত যে শাস্ত্র তাহার নাম নিয়ম সেই নিয়ম ঋতুকালে ভার্য্যাগমন—ইত্যাদি অতএব মদ্য পানাদি স্থলে যে বিধির আকার শাস্ত্র দেখা যায় সে বিধি নহে কিন্তু নিয়ম" অর্থাৎ মদিরা পান পুরুষের ইচ্ছাপ্রাপ্ত হয় তাহার নিমিত্ত যে বিধির আকার শাস্ত্র দেখা যায় তাহাতে মদিরা পানের নিয়ম অভিপ্রেত হয়। উত্তর, ধর্ম্মসংহারকের এরূপ কথন আমাদের পূর্ব্ব উত্তরের কোনো বাধা জন্মায় না, যেহেতু পুরুষের ইচ্ছা[২০৬]প্রাপ্ত মদ্য মাংসাদি ভোজন বটে, তাহার পান ভোজন উদ্দেশে সংস্কারাদি বিধি কহিয়া নিয়ম করিয়াছেন, অতএব ব্যক্তির রাগপ্রাপ্ত

ঋতুকালীন ভার্য্যাগমনের আবশ্যকতার ন্যায় অধিকারিবিশেষের সংস্কৃত মদিরা পানে আবশ্যকতা রহিল। ১৮৪ পৃষ্ঠে শ্রীভাগবতের দুই বচন লিখিয়া পরে ১৮৫ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে অর্থ লিখেন যে "সৌত্রামণীযাগে সুবাপান অবিহিত, কিন্তু আঘ্রাণ মাত্র বিহিত"। উত্তর, ভাগবত শাস্ত্র বৈষ্ণবাধিকারেব হয়, তথাচ ভাগবতে (শ্রীমদ্ভাগবতং পুবাণমমলং যদ্বৈষ্ণ-বানাং প্রিয়ং) অতএব সৌত্রামণী যাগে সুরাব আঘ্রাণ ভাগবতে যে কহিযাছেন তাহা বৈষ্ণবা-ধিকাবে কহিলেই সঙ্গত হয, নতুবা অন্য শাস্ত্রের সহিত বিরোধ জন্মে ঐ ভাগবতেই কহেন যে (স্বে স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পবিকীর্ত্তিতঃ) স্বীয২ অধিকাবে মনুষ্যেব যে নিষ্ঠা তাহাকে গুণ কহি।। দ্বিতীয়ত, বচনান্তবের দ্বাবা কলিকালে তন্ত্রোক্ত সংস্কারে সুবা সেবন ও তাহাব গ্রহণেব পবিমাণ প্রাপ্ত হইতেছে, ও [২০৭] শ্রীভাগবতে বৈদিকানুষ্ঠানে যজ্ঞীয় সুবাব ঘ্রাণ লইবাব অনুমতি দেন, কিন্তু তান্ত্রিক অধিকাবে এ অনুমতি নহে, অতএব পরস্পর শাস্ত্রেব একবাক্যতা নিমিত্ত ভাগবতীয় বচনকে কেবল বৈদিক যজ্ঞ বিষয়ে কহিতে হইবেক।

১৮৬ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে ব্রহ্মপুবাণীয বচন লিখেন (নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্জ্যং দ্বিজাতিভিঃ) অর্থাৎ নবমেধ, অশ্বমেধ, ও মদ্য, দ্বিজাতিবা কলিতে ত্যাগ কবিবেন। উত্তব, ইহাতে শ্রৌত অশ্বমেধাদি যাগসাহচর্য্যে মদিবাব নিষেধ কলিযুগে কহিযাছেন অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যে বিধানে মদ্য পান কবিতেন তাহা কলিতে অকর্ত্তব্য আব ঐ তিন যুগে বেদোক্ত বিধানে মদ্যাচরণ ছিল ইহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, অতএব এ বচন দ্বাবা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত উপাসনা-বিশেষে সংস্কৃত মদিবাব নিষেধ নাই সুতবাং আমাদেব পূর্ব্বোক্তেব সিদ্ধান্তেব অন্তর্গত হইল। অধিকন্তু এ নিষেধকে সামান্যত যদি কহ তথাপি যাহাব সামান্যত নিষেধ থাকে অথচ বিশেষ২ বিধিও তাহাব দৃষ্ট হয, তখন সেই বিশেষ২ স্থল ভিন্ন ওই সামান্য নিষেধ[২০৮]-কে অঙ্গীকাব কবিতে হয, যেমন পুত্রকে মন্ত্র দিবেন না এই সামান্য নিষেধ আছে আব জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মন্ত্র দিবাব বিশেষ অনুমতি দিযাছেন, অতএব জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন পুত্রেবা ঐ সামান্য নিষেধেব বিষয হয়েন কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধিপ্রাপ্ত হইলেন, সেইরূপ কলিতে মদ্যপানেব সামান্য নিষেধ আছে, এবং অধিকাবিবিশেষে সংস্কৃত মদ্য কলিতে পান কবিবেক এমত বিশেষ বিধিও দেখিতেছি, অতএব কলিতে তন্ত্রোক্ত সংস্কৃত ভিন্ন মদ্যেব পান ওই নিষেধেব বিষয হয়েন কিন্তু সংস্কৃত মদ্য প্রাপ্ত হইলেন।। দ্বিতীযত ওই পৃষ্ঠে ধর্ম্মসংহাবক কালিকা-পুবাণীয বচন লিখেন (মদ্যং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীযতে) এবং উশনাব বচন লিখেন (মদ্যমদেযমপেযমনিগ্রাহ্যং) এই দুই বচন দ্বাবা না কলিযুগে মদ্যপানেব নিষেধ, না সংস্কৃত মদ্যপানেব নিষেধ, এ দুযেব একেবো কথন নাই, কিন্তু সামান্যত মদ্যপানেব নিষেধ প্রাপ্ত হয়, অতএব সংস্কৃত মদ্যপানবিধায়ক বিশেষ বচন দ্বাবা ওই কালিকাপুবাণেব ও উশনাবচনেব বিষয অসংস্কৃত মদ্যকে অবশ্য কহিতে হইবেক।

[২০৯] ১৮৭ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখেন যে "এ স্থানে কলিযুগে মদ্যেব নিষেধ প্রযুক্ত অনেক নব্য প্রাচীন সর্ব্বজনমান্য গ্রন্থকাবেবা মদ্য পানাদি স্থলে মদ্যপ্রতিনিধি দানাদিরও নিষেধ কবিযাছেন"। উত্তব, পশ্বাদি অধিকারে মদিবা পানেব নিষেধ প্রযুক্ত তৎপ্রতিনিধির নিষেধও অবশ্যই যুক্ত হয়, সুতরাং গ্রন্থকারেরা এ অধিকাবে প্রতিনিধিব নিষেধ করিতেই পাবেন, কিন্তু সেইরূপ সর্ব্বজনমান্য অন্য২ গ্রন্থকাবেরা পশ্বাদি ভিন্ন অধিকারে বিহিত মদ্যের গ্রাহ্যত্ব ও তদভাবে তাহাব প্রতিনিধি দান এরূপ ব্যবস্থা দিযাছেন, অতএব অধিকারি-ভেদে উভয়েব মীমাংসা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। কুলাচর্চ্চনদীপিকাধৃত কুলার্ণববচন (বিজযাযা বটী কার্য্যা সুবাশুদ্ধ্যাদিসংযুতা। মুখ্যাভাবে তু তেনৈব তর্পযেৎ কুলদেবতাং) সময়াতন্ত্রে চ (দ্রব্যাভাবে তাম্রপাত্রে গব্যং দদ্যাদ্ ঘৃতং বিনা) মদ্যমাংসযুক্ত সম্বিদাব বটিকা কবিযা মুখ্য মদ্যাদির অভাবে তাহাব দ্বাবা কুলদেবতার তর্পণ করিবেক। মদ্যেব অ[২১০]ভাবে ঘৃত-ব্যতিরিক্ত গব্যকে তাম্রপাত্রে রাখিযা তাহা প্রদান করিবেক।

১৮৮ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি পদ্মপুরাণীয় বচনপ্রমাণে পাষণ্ডের লক্ষণ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল লোকেরা অভক্ষ্য ভক্ষণে অপেয় পানে রত হয় তাহাদিগে৷ পাষণ্ড করিয়া জানিবে এবং যে বেদসম্মত কার্য্য না করে ও স্ব২ জাতীয় আচার ত্যাগ করে তাহারা পাষণ্ড হয়। উত্তর, যাহারা বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে অপ্রাপ্ত কেবল চৈতন্যচরিতামৃতীয় উপাসনা করেন ও স্ব২ জাতীয় আচার ত্যাগ করিয়া অন্ত্যজাদির সহিত পঙ্গতে তত্তৎস্পৃষ্ট অখাদ্য ও অপেয় আহার করেন তাঁহারা যথার্থরূপে ঐ লক্ষণাক্রান্ত হয়েন কি না ইহা ধর্ম্মসংহারকই বিবেচনা করিবেন।

১৮৯ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তি অবধি কলিতে পশুভাব ব্যতিরেক দিব্য ও বীরভাব নাই ইহার প্রমাণের উদ্দেশে সিদ্ধলহরীতন্ত্র প্রভৃতির বচন লিখিয়াছেন, তাহা সংক্ষে[২১১]পে লিখিতেছি (দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে। পশুভাবাৎ পরো ভাবো নাস্তি নাস্তি কলের্মতঃ। কলৌ পশুমতং শস্তং যতঃ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ)। উত্তর, প্রথমত এ সকল বচন কোন্ গ্রন্থকারের ধৃত তাহা ধর্ম্মসংহারকের লিখা উচিত ছিল; দ্বিতীয়ত এ সকল বচনের সহিত শাস্ত্রান্তরের বিরোধ না হয় এ নিমিত্ত ইহাকে পশুভাবের স্তুতিপর অবশ্যই মানিতে হইবেক, যেহেতু কলিকালে বীরভাব সর্ব্বথা প্রশস্ত এবং অন্য ভাবের অপ্রশস্ততাবোধক বচন সকল যাহা প্রসিদ্ধ টীকাপ্রাপ্ত ও প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বোত্তরে লিখিয়াছি, সম্প্রতিও তদ্ভিন্ন অন্য২ বচন লিখিতেছি। কুলার্চ্চনদীপিকাধৃত কামাখ্যাতন্ত্রে (জম্বুদ্বীপে বরারোহে দেবি ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ। পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যান্মমাজ্ঞয়া) মহানির্ব্বাণে (কলৌ ন পশুভাবোঽস্তি দিব্যভাবঃ কুতো ভবেৎ। অতো দ্বিজাতিভিঃ কার্য্যং কেবলং বীরসাধনং। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। [২১২] বীরভাবং বিনা দেবি সিদ্ধির্নাস্তি কলৌ যুগে) ইহার সংক্ষেপার্থ, কলিকালে জম্বুদ্বীপে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কদাপি পশুভাব আশ্রয় করিবেন না। কলিতে পশুভাব হইতে পারে না, দিব্যভাব কিরূপে হয় অতএব দ্বিজেরা কলিতে কেবল বীরসাধন করিবেন।

এখন আমাদের লিখিত বীরভাবের প্রাশস্ত্যসূচক এই সকল বচন ও ধর্ম্মসংহারকের লিখিত পশুভাবের প্রাশস্ত্যসূচক বচন উভয়ের পরস্পর অনৈক্য দেখাইতেছি, যেহেতু তাঁহার লিখিত বচনে কলিতে পশুভাবেই সাধন প্রশস্ত হয় এবং তাহার দ্বারা কেবল সিদ্ধি জন্মে ইহা বোধ হয়, আর আমাদের লিখিত পূর্ব্ব২ সংগ্রাহকধৃত বচনে ইহা প্রাপ্ত হইতেছে যে কলিতে বীরসাধনই প্রশস্ত ও তাহার দ্বারাই কেবল সিদ্ধি হয়; অতএব এরূপ বিরোধস্থলে সংগ্রহকারেরা সর্ব্বসামঞ্জস্যে এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে পশুভাবের বিধায়ক যে সকল বচন তাহা সেই অধিকারে পশুভাবের স্তুতিপর হয় এবং বীরভাবের বিধায়ক ব[২১৩]চন সকল তদধিকারে তাহার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক হয়, যেমন বিষ্ণুপ্রধান গ্রন্থে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর হইতে বিষ্ণুর প্রাধান্য বর্ণন দ্বারা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্ব কথনের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর এবং তদ্ধর্ম্মের স্তুতিমাত্র তাৎপর্য্য হয়, রামায়ণে (অহং ভবন্নাম জপন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা) মহাদেব কহিতেছেন যে হে রাম আমি তোমার নাম জপেতে কৃতকার্য্য হইয়া নিরন্তর ভবানীর সহিত কাশীতে বাস করি; এবং শিবপ্রধান গ্রন্থে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হইতে শিবের প্রাধান্য বর্ণন ও শৈব ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্ব কথন দ্বারা ভগবান্ মহেশ্বরের ও মাহেশ্বর ধর্ম্মের স্তুতি বোধ হয়, মহাভারতে দানধর্ম্মে (রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেন জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা) অর্থাৎ মহাদেবে ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণ জগদ্ব্যাপক হইয়াছেন; আর শক্তিপ্রধান তন্ত্রাদিতে বিষ্ণু প্রভৃতি হইতে শক্তির প্রাধান্য বর্ণন ও তদ্ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্ব কথন শক্তির স্তুতিসূচক হয়, নির্ব্বাণতন্ত্রে (গোলোকাধিপতির্দেবি স্তুতিভক্তিপরায়ণঃ। কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপাল[২১৪]কঃ) অর্থাৎ গোলোকের অধিপতি যে কৃষ্ণ তিনি স্তুতিভক্তিপরায়ণ হইয়া কালীপদপ্রসাদের দ্বারা লোকপালক হয়েন। এই সকল স্থলে এরূপ কথনের দ্বারা কোনো দেবতার

লঘুত্ব অথবা অন্য হইতে তাঁহার ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তি এমৎ তাৎপর্য্য নহে, অন্যথা প্রত্যেক বর্ণনকে স্তুতিপর স্বীকার না করিয়া যথার্থ অঙ্গীকার করিলে পরস্পর স্পষ্ট বিরোধোক্তির দ্বারা কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না। প্রায় ব্রতমাত্রেই কহেন যে এ ব্রত সকল ব্রতের উত্তম হয় তাহাতে সেই ব্রতের স্তুতিই তাৎপর্য্য হয় অন্য ব্রতের লঘুত্ব তাৎপর্য্য নহে, বরঞ্চ ধর্ম্মসংহারক আপনিই প্রথমত আপন প্রত্যুত্তরের ২১৩ পৃষ্ঠে শ্রীভাগবতের ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বচন লিখিয়াছেন, যাহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, সকল পুরাণের মধ্যে শ্রীভাগবত শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং সকল পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রেষ্ঠ হয়েন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধের মীমাংসা আপনিই পুনরায় এইরূপে ২১৫ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তিতে করেন "যে শ্রীভাগবতাদির শ্লোকে কেবল তত্তৎগ্রন্থের উত্তমতা কহি[২১৫]তেছেন অতএব তত্তদ্‌গ্রন্থে লোকের শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ তত্তৎবচনকে তত্তৎগ্রন্থের স্তাবক কহা যায় একের স্তুতিবাদে অন্যের নিন্দা কুত্রাপি কেহ কহিবেন না" বিশেষত ধর্ম্মসংহারকের লিখিত পশুভাবের প্রাশস্ত্যবোধক বচনে কলিতে বীরভাব নাই এই প্রাপ্ত হয়, আর বীরভাবের প্রাশস্ত্যবোধক বচন যাহা আমরা লিখিয়াছি তাহাতে স্পষ্ট লিখেন যে কলিযুগে জম্বুদ্বীপে বীরভাব ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য অতএব উভয় বচনের একবাক্যতা করিবার উপায়ান্তরও আছে যে কলিযুগে বীরভাব সামান্যত প্রশস্ত নহে ইহা ওই সিদ্ধলহরীবচনে লিখেন কোনো দ্বীপের বিশেষ করেন না, আর কামাখ্যাতন্ত্রের বচনপ্রমাণে জম্বুদ্বীপে বীরভাবের বিশেষ কর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হয় অতএব জম্বুদ্বীপ ভিন্ন দ্বীপান্তরে বীরভাবের অপ্রাশস্ত্য মানিলেও উভয় বচনের বিরোধলেশও থাকে না।

১৯১ পৃষ্ঠে শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে "ভাক্ত বামাচারী মহাশয় স্বমত সাধন কারণ মদ্য মাংস মৈথু[২১৬]নের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিধান দর্শন করাইবার আশয়ে (ন মাংসভক্ষণে দোষঃ) ইত্যাদি মনুবচনের শেষ দুই পাদ অপহরণ করিয়া প্রথম দুই পাদ দর্শন করাইয়াছেন তাহার কারণ এই যে শেষ দুই পাদ দর্শন করাইলে তাহাদিগ্যে চতুষ্পদ হইতে হয়"। উত্তর, গ্রন্থবাহুল্য দ্বারা কালবাহুল্যে বেতনবাহুল্যের আশা আমাদের নাই, সুতরাং পূর্ব্বোত্তরে মনুবচনের পূর্ব্বার্দ্ধ লিখিয়া তাহার বিবরণে পরার্দ্ধের তাৎপর্য্য এবং পূর্ব্বার্দ্ধ বচনের অভিপ্রায় লিখা গিয়াছিল, প্রথম উত্তরের ২২ পৃষ্ঠে ১৬ ও ১৭ পংক্তি "(ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে) অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইলে যে প্রকার মদ্যপানে ও মাংস ভোজনে এবং স্ত্রীসংসর্গে বিধি আছে তাহা করিলে দোষ নাই" পরার্দ্ধের যে তাৎপর্য্য, (অর্থাৎ নিবৃত্তি না হইয়া "প্রবৃত্তি হইলে" বিহিত মাংসাদি ভোজনে দোষ নাই) তাহাও ওই বিবরণে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বার্দ্ধ বচনের অভিপ্রায়ও লিখা গিয়াছে অর্থাৎ "যে প্রকার মদ্য [২১৭] পানে ও মাংস ভোজনে এবং স্ত্রীসংসর্গে বিধি আছে তাহা করিলে দোষ নাই" অতএব পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে পরার্দ্ধ না লেখাতে তাহার প্রয়োজন লেখা হইয়াছে কি না? আর ইহাও বিবেচনা করিবেন যে যে প্রকার বিধি আছে এই শব্দপ্রয়োগাধীন "মদ্য মাংস ও মৈথুনের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিধান দর্শন করাইবার আশয়ে" ঐ পূর্ব্বার্দ্ধকে আমরা লিখিয়াছিলাম কি কেবল বিহিত মদ্য মাংস ও বিহিত স্ত্রীসঙ্গ বিষয়ে আমরা লিখি, পরে তাঁহারাই যাহা উচিত হয় ধর্ম্মসংহারককে বুঝাইবেন।

১৯৫ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি লিখেন যে "কুলার্ণবমহানির্ব্বাণতন্ত্রমাত্রদর্শী ভাক্ত বামাচারী মহাশয় কলিকালে জাতিমাত্রের বিশেষত ব্রাহ্মণের মদ্যপানে কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণের বচন দর্শন করাইয়া তাহাতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর চতুর্থ প্রশ্নে লিখিত মন্বাদির বচনের সহিত বিরোধপ্রযুক্ত নিজ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে বিরোধ ভঞ্জনার্থ মীমাংসাও করিয়াছেন যে [২১৮] *ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত স্মৃতিপুরাণবচনে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে যে নিষেধ* সে অসংস্কৃতের অর্থাৎ অশোধিত মদ্যের, আর মহানির্ব্বাণাদিবচনে মদ্যপানের যে বিধি সে সংস্কৃতের অর্থাৎ শোধিত মদ্যের"। উত্তর, ধর্ম্মসংহারক এ স্থলে লিখেন যে কুলার্ণব-

মহানির্ব্বাণতন্ত্রমাত্রদর্শী আমরা হই, সুতরাং এরূপ অধিকারভেদে কলিযুগে মদ্য পানের নিষেধের ব্যবস্থা ও অধিকারভেদে তাহার পানাদির বিধি দিয়াছি; অতএব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে ভগবান্ মহেশ্বরও কি কুলার্ণবমহানির্ব্বাণমাত্রদর্শী ছিলেন যে এইরূপ সিদ্ধান্ত অধিকারিভেদে করিয়াছেন? তথাচ কুলার্ণবতন্ত্রে (অনাঘ্রেয়মনালোক্যমস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কং। মদ্যং মাংসং পশূনান্তু কৌলিকানাং মহাফলং) অর্থাৎ মদ্য মাংস পশুদের ঘ্রাণের পানের অবলোকনের ও স্পর্শনের যোগ্য নহে, কিন্তু বীরদের মহাফলজনক হয়। তথাচ (স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানো যো দীক্ষাসংস্কারবর্জিতঃ। ন তস্য সদ্গতিঃ ক্বাপি তপস্তীর্থব্রতাদিভিঃ) অর্থাৎ দী[২১৯]ক্ষা ও সংস্কারহীন হইয়া যে স্বেচ্ছাচারে রত হয় তাহার তপস্যা ও তীর্থ ও ব্রতাদির দ্বারা কদাপি সদ্গতি নাই।। এবং জিজ্ঞাসা করি যে তন্ত্রশাস্ত্রপারদর্শী কুলাচর্চনদীপিকাকার কি কুলার্ণবমহানির্ব্বাণমাত্রদর্শী ছিলেন যে আমাদের বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ সিদ্ধান্ত তিনি করেন? কুলাচর্চনদীপিকায়াং (পূর্ব্বোক্তবচনেভ্যো ব্রাহ্মণানামপি সুরাপানমায়াতি তত্র ব্রাহ্মণাদৌ নিষেধমাহ, ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ইত্যাদি, ব্রাহ্মণো ন চ হন্তব্যঃ সুরা পেয়া ন চ দ্বিজৈঃ। রুদ্রযামলে, বেদত্যাগাৎ মদ্যপানাৎ শূদ্রদারনিষেবণাৎ। তৎক্ষণাজ্জায়তে বিপ্রশ্চণ্ডালাদপি গর্হিতঃ। শ্রীক্রমেচ, ন দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কদাচন, ইত্যাদিনিষেধাৎ ব্রাহ্মণানাং কুলাচর্চনাভাব ইতি চেন্ন, ব্রাহ্মণমুদ্দিশ্য সুরাপানাদৌ যদ্‌যন্নিষেধনমুক্তং তদনভিষিক্তব্রাহ্মণপরং। তথাচ নিরুত্তরতন্ত্রে, অভিষেকং বিনা দেবি ব্রাহ্মণো ন পিবেৎ সুরাং। ন পিবেন্মাদকদ্রব্যং নামিষঞ্চাপি ভক্ষযেৎ। কৃতাভিষেকে বিপ্রে তু মদ্যপানং বিধীয়তে। [২২০] অভিষেকে কৃতে বিপ্রঃ সুরাং দদ্যাৎ যুগে যুগে। বিজয়াং বঙ্গকল্পাণ্ড সুরাভাবে নিযোজযেৎ। তথা, অভিষেকেণ সর্ব্বেষামধিকারো ভবেৎ প্রিয়ে। অভিষেকে কৃতে বিপ্রো ব্রহ্মত্বং লভতে ধ্রুবং, এতেন ব্রাহ্মণানাং সুরাপানাদৌ যদ্‌যন্নিষেধনমুক্তং তদনভিষিক্তব্রাহ্মণপরমেবাবগন্তব্যং) ইহার অর্থ, কুলাচর্চনদীপিকাতে পূর্ব্বোক্ত বচনসকলের দ্বারা ব্রাহ্মণেরও সুরাপান প্রাপ্ত হইল তাহাতে ব্রাহ্মণাদির নিষেধ করিয়াছেন ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ইত্যাদি মহাপাতক হয়, ব্রাহ্মণ বধ করিবেক না ও দ্বিজেরা সুরাপান করিবেন না, বেদের ত্যাগ ও মদ্যপান এবং শূদ্রপত্নীগমন ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ চণ্ডাল হইতে অধম হয়েন, ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে কদাপি মদ্যদান করিবেন না ইত্যাদি নিষেধ দর্শনে ব্রাহ্মণের কৌলধর্ম্ম অকর্ত্তব্য হয় এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া সুরা পানাদিতে যে২ নিষেধ কহিয়াছেন তাহা অভিষিক্ত ভিন্ন ব্রাহ্মণপর হয়, নিরুত্তরতন্ত্রে লিখেন, [২২১] অভিষেক ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না এবং অন্য মাদক দ্রব্য ও আমিষ ভক্ষণ করিবেন না কিন্তু ব্রাহ্মণ অভিষেকী হইয়া মদ্যপান করিবেন অভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্মণের সর্ব্বযুগেই মদ্যপান কর্ত্তব্য হয়, সুরার অভাবে বঙ্গতুল্য সম্বিদা প্রদান করিবেন, অভিষেক দ্বারা সকলের অধিকার হয় অভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন; অতএব ব্রাহ্মণের উদ্দেশে সুরাপানাদিতে যে২ নিষেধ কহিয়াছেন তাহা অবশ্যই অনভিষিক্তব্রাহ্মণপর জানিবে, এবং দীপিকাকারের পূর্ব্ব, কালীকল্পলতাকার প্রভৃতি অতি প্রাচীন আচার্য্যেরাও এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন তাঁহারাও কি কুলার্ণবমহানির্ব্বাণমাত্রদর্শী ছিলেন? কালীকল্পলতাসারে মদ্যপানের বিধায়ক ও নিষেধক নানা শাস্ত্রীয় বচন লিখিয়া পশ্চাৎ সমাধান করেন যে (দেবতাধিকারভাবভেদেন তত্তচ্ছাস্ত্রবচনোত্থিতবিরোধঃ সমাধেয়ঃ) দেবতা অধিকার ও ভাবভেদে সেই২ শাস্ত্রের বচন হইতে উৎপন্ন যে পরস্পর বিরোধ তাহার সমাধান করিবে।। [২২২] সেই অভিষেক দুই প্রকার হয় এক পূর্ণাভিষেক দ্বিতীয় শাক্তাভিষেক তাহার ক্রম ও অনুষ্ঠানের বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিবেন।।

ধর্ম্মসংহারক ১৯৭ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তি অবধি কালীবিলাসতন্ত্রের বচন লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ভরি পান কলিতে করিবেক না এবং পান করিয়া২ পুনরায় পান করিয়া ভূমিতলে পতিত হয় পরে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না ইত্যাদি বচন সকল

সত্যাদি যুগে সম্মত হয় কলিযুগে মদ্যপান করিলে পদে২ ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় সত্য ত্রেতা যুগে মদ্য শোধন প্রশস্ত হয় কলিযুগে মদ্য শোধন নাই এবং কলিতে মদ্যপান নাই। উত্তর, এই কালীবিলাসতন্ত্রের বচন কোন গ্রন্থকারেব ধৃত হয় তাহা ধর্ম্মসংহারককে লেখা কর্ত্তব্য ছিল, দ্বিতীযত, ইহার প্রথম দুই বচন কলিযুগে অধিক পানের নিষেধ করণ দ্বারা বিহিত এবং শাস্ত্রোক্ত পরিমিত পানের অনুমতি দিতেছেন, কিন্তু [২২৩] পবের বচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে কলিযুগে মদ্য শোধন নাই এবং মদ্যপান কর্ত্তব্য নহে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে পশুদের মদ্যপান ও মদ্য শোধন কর্ত্তব্য নহে, কালীকল্পলতাধৃত কুলতন্ত্রবচন (সুরায়াঃ শোধনং পানং দানং তর্পণমম্বিকে। পশূনাং গর্হিতং দেবি কৌলানাং মুক্তিসাধনং) মদিরার শোধন, পান, দান, তর্পণ, পশুদের সম্বন্ধে নিন্দিত কিন্তু কৌলেদের সম্বন্ধে মুক্তিসাধন হয়। তৃতীয়ত, ধর্ম্মসংহারকের লিখিত বচনকে কুলাচর্চনদীপিকাধৃত বচন সকলের সহিত এক-বাক্যতা করিযা অভিষেকী ভিন্ন ব্যক্তির মদ্যশোধনে ও মদ্যপানে অধিকার নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু ধর্ম্মসংহারকের লিখিত বচনে সামান্যত পান শোধনের নিষেধ করিযাছেন ও দীপিকাধৃত বচনে অভিষেকী ব্যক্তির মদ্য শোধন ও পান কর্ত্তব্য হয় ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব অভিষেকী ভিন্ন ব্যক্তি ওই কালীবিলাসবচনপ্রাপ্ত নিষেধের বিষয় হইবেন। চতুর্থ, সত্যাদি যুগে তত্ত্ব গ্রহণে আগমোক্ত অনুষ্ঠান ছিল না [২২৪] উদ্গীথ, শতরুদ্রী, দেবীসূক্ত প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্রে তত্ত্বশোধনের বিধি ছিল, অতএব কলিতে যে শোধন ও পান নিষেধ তাহা বৈদিক মন্ত্রমাত্রে শোধন ও বৈদিক পান নিষেধ হয অর্থাৎ তান্ত্রিক মন্ত্রসাহিত্য বিনা কলিতে তত্ত্ব শোধন নাই যেহেতু ঐ কালীবিলাসতন্ত্রে সত্য ত্রেতাতে শোধনের প্রাশস্ত্য লিখিবাতে সত্যাদি কালে বিহিত যে বৈদিক শোধন তাহার প্রাশস্ত্য প্রথমে জানাইয়া পরে ওই শোধনের নিষেধ দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে কলিতে বৈদিক শোধন ও পান অকর্ত্তব্য হয়, তথাহি কুলার্ণবে (কুলদ্রব্যাণি সেবন্তে যেঽন্যদর্শনমাশ্রিতাঃ। তদঙ্গরোমসংখ্যাতো ভূত-যোনিষু জাযতে) যে ব্যক্তি তন্ত্র ভিন্ন শাস্ত্র আশ্রয় করিযা কুলদ্রব্য গ্রহণ করে তাহার শরীরস্থ লোমসংখ্যায় প্রেতযোনিতে জন্ম পায (উদ্গীথরুদ্রশতকৈর্দেবীসূক্তেন পার্ব্বতি। কৃতাদিষু দ্বিজাতীনাং বিহিতং তত্ত্বশোধনং। তন্ন সিদ্ধং কলিযুগে কলাবাগমসম্মতং। বৈদিকৈস্তান্ত্রি-কৈর্ম্মন্ত্রৈস্তত্ত্বানি শোধয়েৎ কলৌ)। অর্থাৎ উদ্গীথ, [২২৫] শতরুদ্রী, দেবীসূক্ত, ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সত্যাদি যুগে দ্বিজেদের তত্ত্ব শোধন বিহিত হয। কলিযুগে তাহা সিদ্ধ নহে, অতএব কলিতে তান্ত্রিক এবং বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্যের শোধন করিবেক। তৃতীয়ত, সর্ব্বত্র সিদ্ধান্তশাস্ত্রে তত্ত্ব গ্রহণের নিষেধ যে স্থানে আছে তাহাকে দেবতাবিশেষের উপাসনা-ভেদে কহিয়াছেন ও যে২ স্থানে বিধি আছে তাহাও মন্ত্রবিশেষে ও দেবতাবিশেষে অঙ্গীকার করেন, তথাচ কুলাচর্চনদীপিকা (নন্বহো তর্হি আগমোক্তবিধানেন পঞ্চতত্ত্বেন কলাবখিলদেবতা পূজনীয়েত্যায়াতি—অতো দেবীপুরাণে চীনতন্ত্রে কুলাবল্যাঞ্চাহ, মহাভৈরবকালোয়ং শিবস্য বামনায়কঃ। শ্মশানভৈরবী কালী উগ্রতারাচ পঞ্চমী) ইত্যাদি। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা দেবতা পূজা আবশ্যক হয ইহা কহিযা পশ্চাৎ সিদ্ধান্ত করেন যে কলিতে তত্ত্বদ্রব্যের দ্বারা সকল দেবতার পূজা প্রাপ্ত হইল, এমত নহে কিন্তু দেবীপুরাণ চীনতন্ত্র কুলাবলীতন্ত্রে কহিযাছেন যে মহাদেবের মহাকালভৈরব[২২৬]মূর্তির উপাসনায এবং শ্মশানভৈরবী ও মহাবিদ্যাদির উপাসনায তত্ত্বের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হয, এইরূপ বিবরণ করেন। সময়াতন্ত্রে (যে ভাবা যস্য বৈ প্রোক্তাস্তৈর্ভাবৈর্যদি নার্চ্চয়েৎ। বিরুদ্ধভাবমাশ্রিত্য ভ্রষ্টো ভবতি সাধকঃ) যে দেবতার যে ভাব বিহিত হইযাছে সে ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা না করিযা যদি তাহার বিরুদ্ধ ভাব আশ্রয় করে তবে সে সাধক ভ্রষ্ট হয়। তথাচ (অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ) অধিকারিবিশেষে নানা শাস্ত্র কথিত হইয়াছেন।

দেবতাবিশেষে অধিকারিবিশেষে ও সংস্কারভেদে তত্ত্ব গ্রহণের কর্ত্তব্যতা ও অকর্ত্তব্যত্ব স্বীকার

না করিয়া উভয় পক্ষের লিখিত বচনসকলের পরস্পর অনৈক্য বোধ করিয়া তাহার মীমাংসা নিমিত্ত ধর্ম্মসংহারক ২০০ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি অবধি লিখেন যে "ভ্রান্ত বামাচারীর কুলার্ণবাদি তন্ত্রের বচনে কলিযুগেও ব্রাহ্মণের মদ্যপানে বিধি দেখিতেছি, আর ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত মন্বাদি স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রান্তর এই সকল [২২৭] শাস্ত্রে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে নিষেধও দেখিতেছি অতএব এক শাস্ত্রের প্রামাণ্য অন্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক" পরে এই ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশে ১৬ পংক্তি অবধি স্মার্ত্তধৃত কূর্ম্মপুরাণীয় বচন লিখেন (যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেস্মিন্ বিবিধানি চ। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী। করালভৈরবঞ্চাপি যামলং নাম যৎ কৃতং। এবম্বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিচ। ময়া সৃষ্টান্যনেকানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে) ইহলোকে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ নানাপ্রকার যে সকল শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে তাহার যে নিষ্ঠা সে তামসী, ফলত শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ শাস্ত্রে কেহ কদাচ শ্রদ্ধা করিবে না যেহেতু তদনুসারে শ্রদ্ধা করিলে তামসী গতি হয়, এবং করালভৈরব নামে ও যামল নামে যে তন্ত্র কৃত হইয়াছে এবং এইপ্রকার যে২ অন্য তন্ত্র আমার কথিত হয় তাহা লোকের মোহনার্থ এবং এইপ্রকার অন্য২ যে তন্ত্র আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহা এই ভবার্ণবে তামসিক লোকের মোহ নিমিত্ত হয়।

[২২৮] পরে ২০১ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তি অবধি সিদ্ধান্ত করেন "অতএব কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপান বিষয়ে ভ্রান্ত বামাচারীর লিখিত যে কুলার্ণবের ও মহানির্ব্বাণের বচন তাহারি অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক যেহেতু সেই সকল তন্ত্র শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ ও নানা তন্ত্রবিরুদ্ধ এ কারণ কল্পিত আগম হয় তাহাকে অসদাগম কহা যায়" তাহার পর ২০২ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তি অবধি ধর্ম্মসংহারক পদ্মপুরাণীয় বচন যাহা প্রসিদ্ধ টীকাসম্মত ও সংগ্রহকারধৃত নহে লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে বিষ্ণুভক্ত অসুরদিগ্যে মোহ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে মহাদেব বেদবিরুদ্ধ আগম রচনা ও নিজে ভস্মাস্থি ধারণ করিয়াছিলেন।। প্রথম উত্তর, এ সকল বচনে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ তন্ত্রকে মোহনার্থ কহেন, কিন্তু উপাসনা ও সংস্কারবিশেষে তত্ত্বগ্রহণ করিতে কুলার্ণব মহানির্ব্বাণাদি নানা তন্ত্রে যে কহিয়াছেন তাহা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ কদাপি নহে, যেহেতু সত্যাদি যুগে যে শ্রৌত মদ্যসেবাবিধি প্রাপ্ত [২২৯] ছিল কলিতে তাহারি নিষেধ স্মৃতিতে করেন, কিন্তু মহাবিদ্যাদি দেবতাবিশেষের উদ্দেশে তন্ত্রোক্ত বিশেষ সংস্কারে মদ্যমাংসগ্রহণের নিষেধ কোনো শ্রুতি স্মৃতিতে নাই, যাহার দ্বারা ঐ সকল কুলার্ণবাদি তন্ত্র শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ হইতে পাবে, বরঞ্চ কুলার্ণবাদি তন্ত্রে কি প্রকার মদ্য শ্রুতিস্মৃতিনিষিদ্ধ হয় তাহার বিবরণ কহিয়া শ্রুতি স্মৃতির ন্যায় তাহার পুনঃ২ পান ও দানকে নিষেধ করিয়াছেন, যথা কুলার্ণবে (বৃথাপানন্তু দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে। যন্মহাপাতকং জ্ঞেয়ং বেদাদিষু নিরূপিতং)। তথা (তস্মাদবিধিনা মদ্যং মাংসং সেবেত কোপি ন। বিধিবৎ সেবতে দেবি তবসা ত্বং প্রসীদসি) অর্থাৎ ভোগার্থ যে অবিহিত মদ্যপান তাহার নাম সুরাপান জানিবে যাহাকে বেদাদিশাস্ত্রে মহাপাপজনক কহিয়াছেন অতএব অবিধানক্রমে কোনো ব্যক্তি অবিহিত মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিবেক না, কিন্তু হে দেবি যথাবিধানক্রমে যে ব্যক্তি সেবন করে তাহাকে তুমি শীঘ্র প্রসন্না হও।। যেমন স্মৃতি সংহিতা ও পুরাণাদিতে কলিযুগে [২৩০] অন্নের জাতিভেদে বিশেষ নিয়ম করিয়াছেন, অধম জাতির পক্ক অন্ন উত্তম জাতির ভোজ্য কলিতে নহে এইরূপ সামান্যত নিষেধ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে করেন, কিন্তু উৎকলখণ্ড গ্রন্থে জগন্নাথের নিবেদিত হইলে সর্ব্বজাতিকে একত্র হইয়া অন্ন সেবন করিতে জগন্নাথক্ষেত্রে বিশেষ বিধি দেন, ইহাতে উৎকলখণ্ডকে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ শাস্ত্র কোনো গ্রন্থকার কহেন না, এবং তদনুসারে জগন্নাথক্ষেত্রে বিষ্ণুকাঞ্চি প্রভৃতি দ্রাবিড়দেশস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক সর্ব্বজাতি তন্নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জন একত্র ভোজন করিয়াও পাপগ্রস্ত ও জাতিভ্রষ্ট হয়েন না, কেননা শ্রুতি স্মৃতিতে সামান্যত অপকৃষ্ট বর্ণের স্পৃষ্ট অন্নাদির ভোজন কলিতে

নিষিদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু উৎকলখণ্ডে বিশেষ স্থানে বিশেষ দেবতাকে বিশেষ মন্ত্রের দ্বারা নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি অপকৃষ্ট জাতির সহিতে খাইতে আজ্ঞা দেন, সেইরূপ মদিরা গ্রহণের সামান্যত নিষেধ স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে আর বিশেষ অধিকারে বিশেষ দেবতার উদ্দেশে সংস্কারবিশেষে [২৩১] তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্যমাংসের গ্রহণে বিধি দিতেছেন, অতএব কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণাদি কৌলধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্র উৎকলখণ্ডের ন্যায় শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ কদাপি নহেন, সুতরাং ঐ স্মার্ত্তধৃত বচনানুসারে ও পদ্মপুরাণবচন সমূলক হইলে তদনুসারে ওই সকল তন্ত্র অমান্য হইলেন না।। অধিকন্তু পদ্মপুরাণীয় যে বচন লিখেন তাহা প্রমাণ কি অপ্রমাণ নিশ্চয় করা যায় না যেহেতু সর্ব্বত্র প্রচলিত পদ্মপুরাণীয় ক্রিয়াযোগসার মাত্র হয় অন্যথা পঞ্চাশৎপঞ্চসহস্রশ্লোকসংযুক্ত সমুদায় পদ্মপুরাণ অপ্রাপ্য এবং এ সকল বচন কোনো সংগ্রহ-কারের ধৃত নহে, যদিও ঐ সকল পদ্মপুরাণীয় বচন সমূলক হয় তথাপি তাহার দ্বারা কেবল বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রবচনের অমান্যতা হইবেক কিন্তু এ সকল বেদাবিরুদ্ধ তন্ত্রের মান্যতার কোনো হানি নাই। আর স্মার্ত্তধৃত কূর্ম্মপুরাণবচনের অর্থ সুসঙ্গতই আছে যেহেতু তাহার প্রথম শ্লোক এই (যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী) ইহা প[২৩২]শ্চাৎলিখিত মনুবচনের সমানার্থ হয় (যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।) অর্থাৎ বেদ-বিরুদ্ধ শাস্ত্র অগ্রাহ্য হয়। স্মার্ত্তধৃত ওই কূর্ম্মপুরাণীয় দ্বিতীয় শ্লোক এই (কাপাল-ভৈরবঞ্চাপি যামলং নাম যৎ কৃতং। এবম্বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি চ। ময়া সৃষ্টান্য-নেকানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে) অর্থাৎ কবালভৈরব যামলাদি তন্ত্রে নানাবিধ মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ কহিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্র কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া লোককে মোহযুক্ত করিয়া পুনঃ২ সংসারে জন্মমরণরূপ দুঃখদায়ক হয়েন, নিষ্কামী ব্যক্তিরা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। কূর্ম্মপুরাণবচনে এরূপ লিখিবাতে ঐ সকল তন্ত্রের শাস্ত্রত্বে অপ্রামাণ্য হয় না। যেমন ভগবদ্গীতাতে কহেন (ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন) স্বামী, বেদসকল কামনা-বিশিষ্ট যে অধিকারী তাহাদের কর্ম্মফলের সম্বন্ধপ্রতিপাদক হয়েন তুমি নিষ্কাম হও। অর্থাৎ ফলপ্রদর্শক বেদসকল কাম[২৩৩]নাবিশিষ্টকে সংসারে মুগ্ধ করেন তুমি নিষ্কাম হইলে সেই সকল বেদের বিষয় হইবে না। তথাচ ভগবদ্গীতা (যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য-বিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।) স্বামী, যে মূঢ় ব্যক্তিরা বিষলতার ন্যায় আপাতত রমণীয় যে সকল ফলশ্রুতিবাক্য তাহাকে পরমার্থসাধন কহে এবং চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিলে অক্ষয় ফল হয় ইত্যাদি ফলপ্রদর্শক বেদবাক্যে রত হয় আর ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাপ্য নয় ইহা কহে তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। এই মোক্ষধর্ম্ম উপদেশে স্বর্গাদিফলপ্রতিপাদক বেদকে পুষ্পিতবাক্য অর্থাৎ বিষলতার ন্যায় আপাতত রমণীয় পশ্চাৎ দুঃখদায়ক ইহা কথনের দ্বারা ঐ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের অপ্রামাণ্য হয় এমৎ নহে, কিন্তু কেবল মুমুক্ষুর তাহাতে প্রয়োজনাভাব ইহা জানাইয়াছেন। এবং মুণ্ডকশ্রুতি (প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টা-দশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি) অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ [২৩৪] কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল মূঢ় ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা ফল ভোগের পর পুনঃ২ জন্ম মৃত্যু জরাকে প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে শ্রুতি আপনিই কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতির অনাদর দেখাইতেছেন কিন্তু ইহাতে কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতির অপ্রামাণ্য হয় না। সেইরূপ ওই কূর্ম্মপুরাণীয় বচনের দ্বারা মারণ উচ্চাটনাদি কর্ম্ম-বিধায়ক তন্ত্রের অনাদর তাৎপর্য্য হয় কিন্তু অপ্রামাণ্য তাৎপর্য্য নহে। দ্বিতীয় উত্তর, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যিনি ঐ কূর্ম্মপুরাণীয় বচন লিখেন তাঁহার অভিপ্রায় যদি এরূপ হইত যে কূর্ম্ম-পুরাণবচনানুসারে ওই সকল তন্ত্রের শাস্ত্রত্ব নাই, তবে যামলাদি তন্ত্রের বচনকে প্রমাণ বোধে স্বীয় গ্রন্থে কদাপি লিখিতেন না। তৃতীয় উত্তর, ২০৬ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে বরাহপুরাণের

উল্লেখ করিয়া কল্পিত আগমের লক্ষণ দেখাইবার নিমিত্ত বচনসকল ১৫ পংক্তি অবধি লিখিয়া তাহার অর্থ ২০৭ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে লিখিয়াছেন "অর্থাৎ প্রত্যহ গোমাংস ভক্ষণ ও সুরাপান করিবেক এবং গঙ্গা যমুনার [২৩৫] মধ্যে তপস্বিনী বালরণ্ডার হস্ত গ্রহণ করিয়া বলাৎকারে তাহাকে মৈথুন করিবেক এবং মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া সকল যোনিতে বিহার করিবেক এবং কি স্বদার কি পরদার স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বযোনিতে বিহার করিবেক কেবল গুরুশিষ্যপ্রণালী ত্যাগ করিবেক" পরে ঐ সকল বচনে নির্ভর করিয়া মহানির্ব্বাণাদিকে ওই সকল দুষ্য আগমের মধ্যে গণিত করিয়াছেন, এ নিমিত্ত মহানির্ব্বাণ ও কুলার্ণবের কতিপয় বচন এ স্থলে লিখা যাইতেছে যাহার দ্বারা পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন, যে ধর্ম্মসংহারকের লিখিত বরাহপুরাণীয় বচনপ্রাপ্ত কুকর্ম্মোপদেশ সকল ওই সকল তন্ত্রে দৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে ওই সকল তন্ত্র অসদাগমের মধ্যে গণিত হয়েন, কি ধর্ম্মসংহারকের লিখিত ওই সকল কুকর্ম্ম অর্থাৎ গোমাংস ভক্ষণ অপরিমিত সুরাপান, বলাৎকারে স্ত্রীসংসর্গ, ও তাবৎ পরস্ত্রীগমন ইত্যাদি পাপ-কর্ম্মের নিষেধ তাহাতে প্রাপ্ত হইয়া সদাগমরূপে সিদ্ধ হয়েন।। মহা[২৩৬]নির্ব্বাণতন্ত্রে একাদশোল্লাসে (অসংস্কৃতসুরাপানাৎ শুদ্ধ্যেদুপবসংস্ত্র্যহং। ভুক্তবাপ্যশোধিতং মাংসমুপবাস-দ্বয়ং চরেৎ। বলাৎকারেণ যো গচ্ছেদপি চণ্ডালযোষিতং। বধস্তস্য বিধাতব্যো ন ক্ষন্তব্যঃ কদাপি সঃ। ভুঞ্জানো মানবং মাংসং গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে। উপোষ্য পক্ষং শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্ত-মিদং স্মৃতং। পিবন্নতিশয়ং মদ্যং শোধিতম্বাপ্যশোধিতং। ত্যাজ্যো ভবতি কৌলানাং দণ্ড-নীয়োপি ভূভৃতঃ) অর্থাৎ অসংস্কৃত সুরাপান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয় আর অশোধিত মাংস ভোজন করিলে দুই দিন উপবাস করিবেক। যে ব্যক্তি চণ্ডালের স্ত্রীকেও বলাৎকারে গমন করে রাজা তাহার বধ করিবেন কদাপি ক্ষান্ত হইবেন না। যে ব্যক্তি মানুষের মাংস এবং গোমাংস জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করে এক পক্ষ উপবাস তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়। শোধিত কি অশোধিত মদ্য অতিশয় পান করিলে কৌলের ত্যাজ্য ও রাজদণ্ডের যোগ্য হয় (কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ রহঃ [২৩৭] সম্ভাষয়ন্ স্পৃশন্। পরিষ্বজ্যোপবাসেন বিশুদ্ধ্যেদ্দ্বিগুণক্রমাৎ। মাতরং ভগিনীং কন্যাং গচ্ছতো নিধনং দমঃ) অর্থাৎ কামপূর্ব্বক পরস্ত্রীর দর্শন ও নির্জ্জন স্থানে সম্ভাষণ, স্পর্শন কিম্বা আলিঙ্গন করিলে ক্রমশ এক, দুই, তিন, চারি উপবাসের দ্বারা শুদ্ধ হইবেক। মাতা ভগিনী কিম্বা কন্যা ইহাদিগ্যে গমন করিলে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়।। কুলার্ণবে (অসংস্কৃতং পিবন্ মদ্যং বলাৎকারেণ মৈথুনং। আত্মার্থং বা পশূন্ নিঘ্নন্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ) অসংস্কৃত মদ্যপান ও বলাৎকারে স্ত্রীসঙ্গ এবং আপনার নিমিত্ত পশুবধ করিলে রৌরব নরকে যায়। তথা প্রথম উল্লাসে, (স্বস্ববর্ণাশ্রমা-চারলঙ্ঘনান্নিন্দ্যপ্রতিগ্রহাৎ। পরস্ত্রীধনলোভাচ্চ নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভবেৎ। বেদশাস্ত্রাদ্যনভ্যাসাত্তথৈব গুরুবঞ্চনাৎ। নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভূয়াদিন্দ্রিয়াণামনিগ্রহাৎ) আপন২ বর্ণাশ্রমাচারের লঙ্ঘন দ্বারা ও নিন্দিত প্রতিগ্রহের দ্বারা এবং পরস্ত্রীতে ও পরধনে লোভ ইহার দ্বারা মনুষ্যের পরমায়ু ক্ষয় হয়। আর বেদশাস্ত্রাদির অনভ্যা[২৩৮]স ও গুরুবঞ্চনা এবং ইন্দ্রিয়ের অনিগ্রহ ইহাতে মনুষ্যের আয়ু ক্ষয় হয়। চতুর্থ উত্তর, ভূরি তন্ত্রশাস্ত্রে পুনঃ২ সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ মহেশ্বর কহিয়াছেন যে বীরভাব ও তত্ত্বগ্রহণ কলিযুগে সর্ব্বদা প্রশস্ত ও সিদ্ধিদায়ক হয়েন, আর পশুভাব যাহা কহিয়াছি সে পশুদের মোহনার্থ জানিবে। তথাহি কুলার্ণবে দ্বিতীয় উল্লাসে। (পশুশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ময়ৈব কথিতানি বৈ। মূর্ত্ত্যন্তরঞ্চ গত্বৈব মোহনায় দুরাত্মনাং। মহাপাপবিশিষ্টানাং বাঞ্ছা তেম্বেব জায়তে। তেষাঞ্চ সদ্গতির্নাস্তি কল্পকোটিশ-তৈরপি।) অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুরাত্মাদের মোহন নিমিত্ত আমিই পশুশাস্ত্র সকল কহিয়াছি মহাপাপবিশিষ্ট মনুষ্যদের তাহাতেই কেবল বাঞ্ছা হয় শত কোটি কল্পেও তাহাদের সদ্গতি নাই।

তাহাতে যদি ধর্ম্মসংহারকের লিখিত কূর্ম্মপুরাণ পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধলহরীর বচন প্রমাণে

বীরাধিকারীয় কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্র সকল মোহনার্থ অস[২৩৯]দাগম হয়েন, আর আমাদের ঐ পূর্ব্বলিখিত বচনপ্রমাণে পশ্বধিকারীয় তন্ত্র সকল মোহনার্থ অসদাগম হয়েন আর ওই২ বচনকে উভয় ধর্ম্মের স্তুতিপর স্বীকার করা না যায়, তবে শিবপ্রণীত সকল শাস্ত্রের বৈয়র্থ্য ও অপ্রামাণ্য এককালেই হইল, এবং সর্ব্বজ্ঞ ও ধর্ম্মসেতুরক্ষাকর্ত্তা পরমারাধ্য ভগবান্ মহেশ্বরের মিথ্যাবাদিত্বে ও আপ্তপুরুষত্বে শঙ্কা জন্মে এবং মহেশ্বরপ্রণীত শাস্ত্রের যদি অপ্রামাণ্য হয় তবে ভগবান্ পরমেষ্ঠীর প্রণীত বেদশাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্যের প্রসক্তি কেন না হয়। যেহেতু শাস্ত্রে তুল্যরূপে উভয়কেই সর্ব্বজ্ঞ আপ্ত ও সত্যস্বরূপ একাত্মা কহিয়াছেন, সুতরাং একের বাক্যোল্লঙ্ঘনে অন্যের বাক্যোল্লঙ্ঘন হইতেই পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক আপন এই ব্যবস্থার দ্বারা যে "এক শাস্ত্রের প্রামাণ্য, অন্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক" বেদাগম সর্ব্বশাস্ত্রের উচ্ছেদক হয়েন কি না? এবং "ধর্ম্মসংহারক" এই নাম তাঁহার উচিত হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন।

[২৪০] যদ্যপিও ধর্ম্মসংহারক পশুধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রকে শাস্ত্রত্বে মান্য কহিয়া বীরধর্ম্ম-বিধায়ক তন্ত্রের অপ্রামাণ্যের ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু ভগবান্ মহেশ্বর ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ তাবৎ তন্ত্রের প্রামাণ্য কহিয়া অধিকারিভেদে পরস্পরের অনৈক্যের মীমাংসা করেন। মহানির্ব্বাণ (তন্ত্রাণি বহুধোক্তানি নানাখ্যানান্বিতানি চ। সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ বিধানানি চ ভূরিশঃ।। যথা যথা কৃতাঃ প্রশ্নাঃ যেন যেন যদা যদা। তথা তস্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে।। অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ। স্বে স্বেঽধিকারে দেবেশি সিদ্ধিং বিন্দন্তি মানবাঃ) অর্থাৎ নানা আখ্যানযুক্ত অনেকপ্রকার তন্ত্র কহিয়াছি, সিদ্ধ ও সাধকের নানাপ্রকার বিধান কহিয়াছি—যে২ সময়ে যাহার২ দ্বারা যে২ রূপ প্রশ্ন হইয়াছিল তখন তাহার উপকারের নিমিত্ত তদনুরূপ শাস্ত্র কহিয়াছি—অধিকারভেদে নানাবিধ শাস্ত্র কহা গিয়াছে আপন২ অধিকারে মনুষ্য সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।। এখন [২৪১] জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে ধর্ম্মসংহারকের ব্যবস্থা মান্য হইয়া কি সকল শাস্ত্র উচ্ছন্ন হইবেক? কি ভগবান্ মহেশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য হইয়া শাস্ত্রসকল রক্ষা পাইবেক?।।

২১২ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে কুলার্ণবাদি তন্ত্রের অমূলকত্ব স্থাপনের উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "সমূলক ও অমূলক স্মৃতি পুরাণাদির পরস্পর বিরোধে অমূলকই ত্যাজ্য হয়"। উত্তর, কূর্ম্মপুরাণবচনরচনাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ও কেবল কুলধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রের প্রকাশ সময়ে আমরা বিদ্যমান ছিলাম না এমত নহে, বস্তুত এ দুইয়ের একও প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কিন্তু কি পুরাণ কি তন্ত্র উভয়ের প্রামাণ্যের কারণপরম্পরা ও পূর্ব্ব২ আচার্য্য ও সংগ্রহ-কারেদের বাক্য হইয়াছেন অতএব উভয়ের তুল্য প্রমাণ থাকিতে পুরাণের সমূলকত্ব ও এই সকল তন্ত্রের অমূলকত্ব কথন ধর্ম্মসংহারক হইতেই হয়।।

[২৪২] ওই পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তি অবধি লিখেন যে "শ্রুতিস্মৃতির বিরোধে স্মৃতির অমান্যতায় কি শ্রুতির অমান্যতা হয়, মনুস্মৃতি ও অন্য স্মৃতির বিরোধে অন্য স্মৃতির অমান্যতায় মনু-স্মৃতির অমান্যতা কি হয়"। উত্তর, শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে শ্রুতির মান্যতা এবং মনুস্মৃতি ও অন্য স্মৃতির বিরোধে মনুস্মৃতির মান্যতা হয় সুতরাং তদনুরূপ ব্যবহার হইয়াছে কিন্তু ইহা কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে বিরোধ হইলে পুরাণই মান্য হইবেন? অথবা পুরাণে লিখিত যে মহেশ্বরোক্তি তাহা তন্ত্রলিখিত মহেশ্বর-বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ হয়? বরঞ্চ ইহাই দৃষ্ট হয় যে পুরাণ যেরূপ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করেন সেইরূপ তন্ত্রে পুরাণাদি হইতে তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব কথন আছে, বিশেষত ওই কূর্ম্মপুরাণীয় বচনে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ শাস্ত্রকেই কেবল তামস কহিয়াছেন তাহাতেও এরূপ কথন নাই যে পুরাণ-বিরুদ্ধ তন্ত্র অগ্রাহ্য হয়, অথবা কি শ্রুতিসম্মত কি শ্রুতিবিরুদ্ধ [২৪৩] স্মৃতিমাত্রেরই সহিত

যে তন্ত্র বিরুদ্ধ সে অগ্রাহ্য হয়; কেবল ধর্ম্মসংহারক দক্ষপক্ষ আশ্রয় করিয়া মহেশ্বরপ্রণীত শাস্ত্রের অপমান করিতেছেন।।

আদৌ ধর্ম্মসংহারক আপন অজ্ঞানতার প্রাবল্যে কুলধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রমাত্রকে অসদাগম স্থির করিয়া, ২০৮ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তি অবধি (কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যান্মমাজ্ঞয়া।) ইত্যাদি বচনের উল্লেখপূর্ব্বক ১১ পংক্তিতে লিখেন যে "এই মহানির্ব্বাণের বচনে পশুর্ন স্যাৎ ইত্যাদি স্থানে নঞের অর্থ নিষেধ নহে কিন্তু শিরশ্চালন এবং পুনঃ২ পশুর্ন স্যাৎ এই শব্দ প্রযোগে নিশ্চয় অর্থও বোধ হইতেছে, তাহাতে এই অর্থ স্থির হয় যে কলিযুগে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা কি পশু হইবেন না, ফলত অবশ্যই পশু হইবেন" ইত্যাদি। উত্তর, আপন প্রত্যুত্তরের ১৮৮ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "যে পাষণ্ডেরা পরদারান্ ন গচ্ছেৎ পরধনং ন গৃহ্নীয়াৎ" অর্থাৎ পরদার গমন [২৪৪] করিবেক না এবং পরধন অপহরণ করিবেক না, ইত্যাদি স্থলে শিরশ্চালনে নঞ্ এই কথা কহিয়া এই প্রকার অর্থ করে যে, সর্ব্বদা পরদার গমন ও পরধন হরণ করিবেক, সে পাষণ্ডেরাও এইক্ষণে ব্রহ্মপুরাণে ও কালিকাপুরাণে মদ্যের নিষেধ দর্শনে উশনার বচনেও (মদ্য অদেয় অপেয়) ইত্যাদি স্থানে অশব্দ নিষেধার্থ অবশ্যই কহিবেন" অর্থাৎ শাস্ত্রের স্পষ্টার্থ ত্যাগ করিয়া নঞের অর্থ শিরশ্চালন কহিয়া যে অর্থান্তর করে তাহাকে এ স্থলে ধর্ম্মসংহারক পাষণ্ড কহিলেন কিন্তু আপনিই পুনরায় (পশুর্ন স্যাৎ) ইত্যাদি স্থলে অন্য শাস্ত্রের পোষক বচন থাকিতেও ইহার স্পষ্টার্থ ত্যাগ করিয়া নঞের অর্থ শিরশ্চালন জানাইয়া অর্থান্তরের কল্পনা করিতেছেন; কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মসংহারক স্বমুখেই আপন পাষণ্ডত্ব স্বীকার করিলেন, অধিকন্তু ধর্ম্মসংহারকের দর্শিত এই শিরশ্চালন অর্থে নির্ভর করিয়া তাঁহার লিখিত (ন মদ্যং প্রাপিবেদ্দেবি)—(ন কলৌ শোধনং মদ্যে) [২৪৫] ইত্যাদি বচনকে মদ্যপানবিধায়ক অন্য২ বচনের সহিত একবাক্যত্ব করিয়া নঞের অর্থ শিরশ্চালন কহিতে তত্তুল্য ব্যক্তিরা কেন না সমর্থ হয়েন? এবং এইরূপ ব্যাখ্যা কেন না করেন যে (ন মদ্যং প্রাপিবেদ্দেবি) প্রকৃষ্টরূপে মদ্য কি পান করিবেক না, ফলত অবশ্যই পান করিবেক (ন কলৌ শোধনং মদ্যে) কলিতে কি মদ্যের শোধন নাই, ফলত অবশ্যই শোধন আছে, সুতরাং ধর্ম্মসংহারক এইরূপ ব্যাখ্যার পথ দর্শাইয়া স্বাভিলষিত ধর্ম্মনাশের উদ্দেশে তাবৎ শাস্ত্রকে উচ্ছন্ন করিতে বসিযাছেন।। পরে ঐ পৃষ্ঠে (অতএব দ্বিজাতীনাং) ইত্যাদি একস্থানস্থ বচনকে অন্যস্থানীয বচন (দ্বেষ্টারঃ কুলধর্ম্মাণাং) ইত্যাদির সহিত অন্বয় করিয়া যে২ প্রলাপ ব্যাখ্যান করিযাছেন তাহা পণ্ডিতেরা যেন অবলোকন করেন।

২০৯ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে "যদ্যপি ভাক্ত বামাচারী মহাশয় কহেন যে (কলৌ যুগে মহেশানি) ইত্যাদি মহানির্ব্বাণের বচন শিববাক্য আর (যানি [২৪৬] শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে) ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণীয বচন বেদব্যাসবাক্য অতএব বেদব্যাসবাক্যের দ্বারা শিববাক্যের বাধ কি প্রকারে জন্মান যায়, তথাপি সেই কূর্ম্মপুরাণবচনকে শিববাক্য বলিয়া তাহাতে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা করিতে হইবেক"। উত্তর, আমরা পূর্ব্বেই পুনঃ২ কহিয়াছি যে কি শিববাক্য কি দেবী-বাক্য কি ব্যাসাদি ঋষিবাক্য সকলই শাস্ত্রবোধে মান্য হয়েন, অতএব ধর্ম্মসংহারকের এরূপ লেখা যে "তথাপি সেই কূর্ম্মপুরাণীয় বচনকে শিববাক্য বলিযা তাহাতে তাঁহাদিগ্যে শ্রদ্ধা করিতে হইবেক" সর্ব্বথা অযোগ্য, বিশেষত ধর্ম্মসংহারকের লিখিত এ কূর্ম্মপুরাণীয় বচন শিবশাস্ত্রের কোনো মতে বাধক নহে যাহা আমরা এই দ্বিতীয় উত্তরে ২২৮ পৃষ্ঠের ১৩ পংক্তি অবধি ২৪৩ পৃষ্ঠের ৩ পংক্তি পর্য্যন্ত বিবরণপূর্ব্বক লিখিযাছি; অধিকন্তু ভগবান্ বেদব্যাস কাশীখণ্ডে স্বযং সিদ্ধান্ত করিযাছেন যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের মাহাত্ম্যের স্বল্পতা দর্শাইয়া যদি [২৪৭] কদাপি কোনো উক্তি স্বতঃ পরতঃ করিয়াছেন তাহাতে পরমারাধ্যের হেয়ত্ব সূচনা না হইযা তাঁহারি হস্তস্তম্ভন ও কণ্ঠরোধ ইত্যাদি বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছিল, এইরূপ তন্ত্র-রত্নাকরেও প্রাপ্ত হইতেছে তথাহি (হতদর্পস্তদা ব্যাসো ভৈরবেণ মহাত্মনা। কম্পিতোরুশির-

গ্রীবস্ততঃ কাশ্যা বিনির্যযৌ। তেনাহূতাঃ সুরনদী যমুনা চ সরস্বতী। গোদাবরী নর্ম্মদা চ কাবেরী বাহুদা তথা। দেবা দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধা ইচ্ছন্তোপি হিতং মুনেঃ। ভৈরবস্য ভয়াদ্দেবি ন জগ্মুর্ব্যাসসন্নিধৌ। ভগ্নোদ্যমো নিরানন্দঃ লোকসংবিগ্নমানসঃ। কিং করোমি ক্ক গচ্ছামি জল্পতি স্ম পুনঃ পুনঃ।।) অর্থাৎ বেদব্যাস দ্বিতীয় কাশীনির্ম্মাণে উদ্যত হইয়া কেবল ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন।

পুনরায় ২১১ পৃষ্ঠের প্রথম অবধি কুলধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রকে শ্রুতিবিরুদ্ধ অপবাদ দিয়া অগ্রাহ্য কহিয়াছেন ইহার উত্তর ২২৮ পৃষ্ঠে অবধি বিশেষরূপে লিখা গিয়াছে অতএব পুনরায় আম্রেড়নে প্রয়োজনাভাব।।

ভাগবতেব, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ও তন্ত্রের বচন লিখিয়া [২৪৮] পবে ২১৬ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি অবধি লিখেন "যে মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্রের বচনে কেবল পুরাণাদি শাস্ত্রেব নিন্দা বোধ হইতেছে যেহেতু সেই বচনে তৎপথবিমুখ ব্যক্তিসকলের প্রতি পাষণ্ড ও ব্রহ্মঘাতক ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রকে অর্কক্ষীর এবং ষড়্‌দর্শনকে কূপ কহিতেছেন. উত্তমেব রীতি এই যে পরের প্রশংসার দ্বারা আপনিও প্রশংসিত হযেন অধমে তাহাব বিপবীত।" উত্তব, প্রথমত সাদৃশ্য দ্বারা কোনো শাস্ত্রের প্রতি "অধম" এ পদ প্রয়োগ কবা অতি অধম ও ধর্ম্মসংহাবক হইতেই সম্ভব হয। দ্বিতীযত, পুবাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা কথন তন্ত্রশাস্ত্রে আছে তাহাব প্রমাণের উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "সেই বচনে তৎপথবিমুখ ব্যক্তিসকলের প্রতি পাষণ্ড ও ব্রহ্ম-ঘাতক ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ এবং পুবাণাদি শাস্ত্রকে অর্কক্ষীর ও ষড়্‌দর্শনকে কূপ কহিতেছেন"।। উত্তব, তন্ত্রে দেখিতেছি যে তন্ত্রশাস্ত্রবিমুখ ব্যক্তি[২৪৯]কে পাষণ্ড কহেন যথার্থই বটে যেহেতু তন্ত্রমতবিমুখ ব্যক্তি প্রায এদেশে অপ্রাপ্য, কিন্তু ধর্ম্মসংহারকের লিখিত পদ্মপুরাণীয় বচন সমূলক হইলে তাহাতে স্পষ্ট শিবশাস্ত্রকে পাষণ্ডশাস্ত্র কহিয়াছেন অতএব বিবেচনা কর্ত্তব্য যে সাক্ষাৎ নিন্দোক্তি কোথায লিখিত আছে। তৃতীয়ত, যেমন আগমে শিবপথ-বিমুখকে পাষণ্ড কহেন সেইরূপ শ্রীভাগবতাদি বিষ্ণুপ্রধান গ্রন্থে বিষ্ণুভক্তিবিমুখকে চণ্ডাল ও অন্য উপাসককে দুর্ব্বাক্য কহিযাছেন, এইরূপ মাহাত্ম্যপ্রদর্শক নিন্দাবোধক বচনের দ্বারা শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থ কি অধম হইলেন? (বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং। বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতর্ত্তি সিন্ধুং) ভাগবত, তাবৎ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিষ্ণুপাদপদ্মবিমুখ হযেন তবে তাঁহা হইতে চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ করিযা মানি। বিষ্ণুর প্রতি দেবতাদের বাক্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্যতিরেকে [২৫০] অন্যের শরণাগত যে হয় সে মূর্খ কুক্কুরের লাঙ্গুল অবলম্বন করিযা সমুদ্র পার হইতে বাসনা করে। চতুর্থ, মহেশ্বর-মত ত্যাগ করিযা অন্য মত গ্রহণ করিলে সেই মতকে অর্কক্ষীর তন্ত্রবচনে কহিয়াছেন ইহা ধর্ম্মসংহারক লিখেন; বস্তুত এই বাক্যানুসারে ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয যেহেতু তন্ত্রমত ত্যাগ করিয়া অন্য মতে উপাসনাদি এদেশে কেহ করেন না। পঞ্চম, ষড়্‌দর্শনকে কূপশব্দ তন্ত্রে কহিযাছেন ধর্ম্মসংহারক লিখেন উত্তব, পরম তত্ত্বকে ত্যাগ করিযা যাঁহারা ষড়্‌দর্শনবাদে রত হয়েন তাঁহাদের প্রতি ষড়্‌দর্শন কূপস্বরূপ হইবেন তন্ত্রবচনে এই তাৎপর্য্য, ইহাতে ষড়্‌দর্শনের নিন্দা অভিপ্রেত নহে যেহেতু কুলার্ণবে ষড়্‌দর্শনকে মুক্তিসাধন ও ভগবানের অঙ্গস্বরূপ কহিযাছেন, কুলার্ণব (দর্শনেষু চ সর্ব্বেষু চিরাভ্যাসেন মানবাঃ। মোক্ষং লভন্তে কৌলে তু সদ্য এব ন সংশয়ঃ) তথা (ষড়্‌দর্শনানি স্বাঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিকরৌ শিবঃ। তেষু ভেদং হি যঃ কুর্য্যান্মমাঙ্গচ্ছেদ এব হি) সকল দর্শনেতে চিরকাল অভ্যাসের [২৫১] দ্বারা মনুষ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হয আর কুল-ধর্ম্মে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয ইহাতে সংশয় নাই। পাদদ্বয় হস্তদ্বয় উদর ও মস্তক এই আমার ছয় অঙ্গ ষড়্‌দর্শন হয়েন ইহাতে যে ভেদজ্ঞান করে সে আমার অঙ্গচ্ছেদ করে।

২১৭ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তি অবধি লিখেন যে "ভাক্তবামাচারী মহাশয কহেন যে মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্র অসদাগম এ কারণ অগ্রাহ্য ও অপ্রমাণ হইলেও তথাপি পুরাণাদির মতাবলম্বী ও মহা-

নির্ব্বাণাদির মতাবলম্বী এ উভয়েরই তুল্য ফল" ইত্যাদি। উত্তর, পূর্ব্ব২ প্রমাণের দ্বারা কুল-ধর্ম্মবিধায়ক মহানির্ব্বাণ, কুলার্ণবাদির সদাগমত্ব ও শাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হওয়াতে এ কোটি আমাদের প্রতি সম্ভব হয় না, যেহেতু যাঁহারা এ সকল কুলধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রাবলম্বী হয়েন তাঁহাদের ইহ-লোকে ভোগ এবং পরলোকে মোক্ষপ্রাপ্তি দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের সহিত কদাপি ফলেতে সমতা সম্ভব নহে, (যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র মোক্ষস্য কা কথা। যোগেপি ভোগবিরহঃ কৌলস্তু-ভয়মশ্নুতে) অর্থাৎ বৌদ্ধাদি অধিকারে যাহাতে [২৫২] বিহিতানুষ্ঠান বিনা ভোগের বাহুল্য আছে, তথায় তথায় মোক্ষের সম্ভাবনা নাই আর যোগাদি অধিকারে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় কিন্তু তাহাতে ভোগের অপ্রাপ্যতা পরন্তু কৌলধর্ম্মে ভোগ ও মোক্ষ উভয় প্রাপ্তি হয়।। তবে যে সকল লোক কেবল যুক্তিতেই নির্ভর করেন তাঁহাদের নিকটে এ কোটি অন্য কোটিত্রয়ের সহিত সম্ভব হয়, অর্থাৎ যদি কুলধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্র এবং আপাতত কুলধর্ম্মনিষেধক স্মৃতিশাস্ত্র উভয়ই সত্য হয়েন তবে উভয়ধর্ম্মাবলম্বীদেব পবলোক সিদ্ধ হইবেক, অধিকন্তু কৌলের ইহ-লোকে ভোগ রহিল, যদি উভয় শাস্ত্র মিথ্যা হযেন তাহাতে যদ্যপিও উভয়মতাবলম্বীদের পরলোকাসিদ্ধি হইবেক না তথাপি ওই স্মার্ত্তদের নিষ্ফল ঐহিক যন্ত্রণা রহিল, যদি উভয়ের মধ্যে এক সত্য ও অন্য মিথ্যা হযেন অর্থাৎ কুলধর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র সত্য হযেন ও আপাতত কুল-ধর্ম্মনিষেধক স্মৃতিশাস্ত্র মিথ্যা হয়েন তবে কৌলিকের উভয়ত্র সদ্গতি হইল, আর [২৫৩] ওই২ স্মৃতিমতাবলম্বীদের উভয় লোক ভ্রষ্ট হইবেক, অথবা তাহার অন্যথাতে অর্থাৎ ওই আপাতত কুলধর্ম্মনিষেধক স্মৃতি সত্য ও কুলধর্ম্মবিধাযক শাস্ত্র মিথ্যা যদি হয়েন তথাপি কৌলিকেব ইহলোকে স্বচ্ছন্দতা রহিল আর ওই স্মৃত্যবলম্বীদের কেবল পরলোক সিদ্ধ হইতে পারে; এই অংশে উভয় ধর্ম্মেব এক প্রকার তুল্যফলদাতৃত্ব কেবল থাকে। এ কোটিচতুষ্টয় কেবল যুক্তিপর ব্যক্তিদের নিকট কুলধর্ম্মের প্রশংসার প্রতি কারণ হয়।

২১৮ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে লিখেন যে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত স্মৃতিপুরাণাদিবচনে ব্রাহ্মণাদির মদ্য পানেব নিষেধ দর্শনে শূদ্র ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা লম্ফ উল্লম্ফ প্রলম্ফ প্রদান করিবেন না যেহেতু শূদ্র কমলাকরধৃত পরাশরবচন দর্শন করিলে তাঁহাদিগেরও বাক্যবোধ ও হৃদ্বোধ হইবেক, যথা পরাশরঃ (তথা মদ্যস্য পানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ। বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্র-শ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ) শূদ্রজাতি যদি মদ্য [২৫৪] পান ব্রাহ্মণীগমন কিম্বা বেদের বিচার করেন তবে তাঁহাদের চণ্ডাল জাতি প্রাপ্তি হয়"। উত্তর, ধর্ম্মসংহারক এই ব্যবস্থা দিলেন যে শূদ্রের সুরাপান সুদূরে, যদি মদ্য পানও শূদ্রে করে তবে চণ্ডাল হয়, কিন্তু মিতাক্ষরাকার ও প্রায়শ্চিত্ত-বিবেককার প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা মন্বাদি ঋষিবচনে নির্ভরপূর্ব্বক ইহার অন্যথায় ব্যবস্থা দেন। মনুঃ (তস্মাদ্ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ) বৃহদ্যাজ্ঞবল্ক্যঃ (কামাদপি হি রাজন্যো বৈশ্যো বাপি কথঞ্চন। মদ্যমেবাসুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহাঁরা সুরাপান করিবেন না, অর্থাৎ অবিহিত সুরাপান করিবেন না, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকেও সুরাভিন্ন মদ্যপান করেন তবে দোষ প্রাপ্ত হয়েন না। পরে মিতাক্ষরাকার সিদ্ধান্ত করেন (ত্রৈবর্ণিকানাং জন্মপ্রভৃতি পৈষ্টীনিষেধঃ ব্রাহ্মণস্য তু মদ্যমাত্র-নিষেধোপনুৎপত্তিপ্রভৃত্যেব, রাজন্যবৈশ্যয়োস্তু ন কদাচিদপি গৌড্যাদিমদ্যনিষেধঃ, শূদ্রস্য তু ন সুরা [২৫৫]প্রতিষেধো নাপি মদ্যপ্রতিষেধঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্ম অবধি পৈষ্টীসুরা নিষিদ্ধ হয আর ব্রাহ্মণের প্রতি জন্ম অবধি মদ্য মাত্রের নিষেধ। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গৌড়ী প্রভৃতি মদ্যের কদাপি নিষেধ নাই অর্থাৎ রাগতও নিষিদ্ধ নহে আর শূদ্রের প্রতি সুরা কিম্বা মদ্য এ দুইয়ের একও নিষিদ্ধ নহে। প্রায়শ্চিত্তবিবেককার নানা মুনিবচনের বিচার করিয়া পরে সিদ্ধান্ত করেন (তদেবং পৈষ্টীনিষেধস্ত্রৈবর্ণিকানাং গৌড়ীমাধ্বীনিষেধস্তু ব্রাহ্মণানামেব) তথা, (রাজন্যাদীনান্তু গৌড়ীমাধ্বীপ্রভৃতিসকলমদ্যপানে ন দোষঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পৈষ্টী সুরা নিষিদ্ধ হয় আর কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি গৌড়ী মাধ্বী নিষেধ

হয়। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের গৌড়ী মাধ্বী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মদ্যপানে দোষ নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি যে মনু যাজ্ঞবল্ক্যের অনুশাসনে ও মিতাক্ষরা ও প্রায়শ্চিত্তবিবেকের ব্যবস্থা দ্বারা শূদ্রের বৈধাবৈধ মদ্যপানে দোষাভাব মানিতে হইবেক, কি ধর্ম্মসংহারকের ব্যবস্থানুসারে [২৫৬] ঐ সকলের সিদ্ধান্ত অন্যথা হইয়া শূদ্রের মদ্যপান নিষিদ্ধ ইহাই স্থির করা যাইবেক। ধর্ম্মসংহারক শূদ্র কমলাকরধৃত কহিয়া যে পরাশরের বচন লিখেন তাহা শূদ্র কমলাকরধৃত অথবা শূদ্র পদ্মাকরধৃতই বা হউক সমূলক যদি হইত তবে মিতাক্ষরাকার, কুল্লূক ভট্ট, প্রায়শ্চিত্তবিবেককার, ইহাঁরা অবশ্যই লিখিয়া ইহার মীমাংসা করিতেন, যদ্যপিও ওই পরাশরবচন সমূলক হয় তবে মন্বাদি অন্য স্মৃতির সহিত একবাক্যতা করিবার জন্যে ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য যে শ্রৌত যজ্ঞীয় মদিরা তাহারি নিষেধ পরাশরবচনে শূদ্রের প্রতি অভিপ্রেত হইবেক, অন্যথা মন্বাদি স্মৃতির সহিত এক-বাক্যতা থাকে না। এতদ্ভিন্ন শূদ্রের মদ্যপানবিধায়ক শতঽ বচন তন্ত্রশাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে এবং ওই শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ সংগ্রাহকারেরা তদনুরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ স্থলে পুনরায় স্মরণ দেওয়াই-তেছি যে স্মৃতিতে যেঽ স্থানে ব্রাহ্মণের বিষয়ে মদ্যপানের নিষেধ কহিয়াছেন সে অবিহিত কামত মদ্যপর হয়, যেহেতু [২৫৭] (ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে) ইত্যাদি মন্বাদি-স্মৃতিতে তাঁহারা বিহিত মদ্যপানে দোষাভাব স্বয়ং কহিয়াছেন।

২১৯ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তি অবধি ২২১ পৃষ্ঠের ৯ পংক্তি পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ শ্রীকালীশঙ্কর নামে এক ব্যক্তিকে ধর্ম্মসংহারকের পরা-ভবের আশয়ে আমরা উত্থাপিত করিয়াছিলাম তিনি বাগ্‌দেবতার প্রীত্যর্থে স্মৃতিপুরাণাদি-স্বরূপ অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা ধর্ম্মসংহারক কর্তৃক আগত মাত্রেই নিহত হইলেন; কিন্তু ধর্ম্মসংহারক কিঽ উপায়ে আর কিঽ বচনরূপ শস্ত্রে তাঁহাকে নিহত করিলেন তাহার বর্ণও লিখেন না, বিবরণ যদি লিখিতেন তবে বিবেচনা করা যাইত যে তাঁহাদের কোন্ পক্ষে জয় পরাজয় হইয়াছে।।

২২১ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে শৈবশক্তি গ্রহণের অপ্রামাণ্যের উদ্দেশে লিখেন যে এতদ্বিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্র মোহনার্থ কল্পিত আগম হয়। উত্তর, ওই সকল মহে[২৫৮]শ্বরপ্রণীত শাস্ত্র সর্ব্বথা প্রমাণ ইহা আমরা ২২৮ পৃষ্ঠের ১৩ পংক্তি অবধি ২৪৩ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিবরণপূর্ব্বক লিখিয়াছি তাহাতে যেন পণ্ডিতেরা দৃষ্টি করেন, অতএব সর্ব্বনিয়ন্তার আজ্ঞানুসারে অনুষ্ঠান করিলে কদাপি পাপ স্পর্শ ও যমতাড়না হইতে পারে না, যেহেতু ভগবান্ রুদ্র যমেরও যম হয়েন।

২২৪ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তি অবধি লিখেন যে "লোকের বিদ্বিষ্ট যে কর্ম্ম তাহা শাস্ত্রীয় হইলেও স্বর্গের বিরোধী হয় তাহা বিশিষ্ট লোকের আচরণীয় নহে এই মনুবচনে যে কর্ম্ম লোকের দ্বেষ্য হয় সে অবশ্যই নরকের কারণ—অতএব শৈব বিবাহ যথার্থ হইলেও সজ্জনদিগের কদাচ কর্ত্তব্য নহে"। উত্তর, কেবল বিশিষ্ট লোকের দ্বেষ্য ও প্রিয় এই বিবেচনায় ধর্ম্মাধর্ম্ম স্থির করাতে যে আপত্তি ও যেঽ দোষ হয় তাহা বিশেষরূপে এই দ্বিতীয় উত্তরের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১৩৭ পৃষ্ঠ অবধি ১৫৪ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত লিখা গিয়াছে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অবলোকন করিয়া ইহার সিদ্ধান্ত করিবেন, বস্তুত [২৫৯] তাঁতি, শুঁড়ি, সুবর্ণবণিক্ ও কৈবর্ত্ত এবং কতিপয় বিশিষ্ট লোক ওই সকল তন্ত্রকে এবং তদুক্ত অনুষ্ঠানকে যদিও দ্বেষ করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি ভূরি বিশিষ্টেরা ওই মহেশ্বরশাস্ত্রকে পরমপুরুষার্থসাধন ও অতি প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব অধিকারে তাহার অনুষ্ঠান করেন, অতএব তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বেষ্য কি হইবেন, সর্ব্বথা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশিষ্টরূপে মান্যই হইয়াছেন।

ধর্ম্মসংহারক ২২৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তি অবধি নবীন এক প্রশ্ন করেন যে "এ স্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহাশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি যে যাঁহারা যবনীগমনে ও বেশ্যা-সেবনে সর্ব্বদা রত তাঁহাদের স্ত্রীও বিধবাতুল্যা, যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয় তবে ঐ সকল

"স্ত্রীকে শৈব বিবাহ করা যায় কি না"। উত্তর, স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রীবঞ্চক পুরুষ সর্ব্বথা পাপী হয়েন, কিন্তু ভর্ত্তা বর্ত্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেশ্বরশাস্ত্রে কি স্মৃতি-শাস্ত্রে লিখেন না; তবে ভর্ত্তা [২৬০] বিদ্যামানেও বৈধব্যের স্বীকার এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে তাঁহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচ শিকা গোঁসাইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব্ববিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর বৈধব্য হয়, আর পাঁচ শিকা পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ পরে হইতে পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনবায় বিবাহের উপায় আপন করস্থ থাকিতে অন্যকে যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাঁহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।

১৯৩ পৃষ্ঠে ও অন্য স্থানে২ আপন প্রত্যুত্তবে ধর্ম্মসংহারক আপনার উত্তর প্রদানের নানাবিধ প্রাগল্‌ভ্য করিয়াছেন তাহার উত্তর এই যে ফলেন পরিচায়তে; যখন আমরা স্বনিয়মানুসারে লোকান্তরপ্রাপ্ত দত্তজার সহিত ভূরিশ উত্তর প্রত্যুত্তর অনিচ্ছুক হইয়াও করিয়াছি, সুতরাং সেই নিয়মে ধর্ম্মসংহারকেব সহিতও উত্তর করিতে হইয়াছে ইহাতে খেদ কি? শাস্ত্রীয় সদা-লাপেব অবকাশকালে কৌতুকার্থেও কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করিতে হইয়াছে।।

[২৬১] এই দ্বিতীয় উত্তরের সমুদায়ের তাৎপর্য্য এই যে পরমেষ্ঠীগুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পবমার্থসাধন ও ঐহিক ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হয় এবং নিন্দক মৎসরেরা সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় হইযাছে।।

ইতি চতুর্থপ্রশ্নে দ্বিতীয় উত্তরে অতিপ্রিয়করো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।।

সমাপ্তং চতুর্থপ্রশ্নোত্তরং।।

দ্বিতীয়োত্তরং সমাপ্তং।।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা তিন প্রকার হন ও তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ আবশ্যক অনুষ্ঠান হয়, ইহা ভগবান্ মনু চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থধর্ম্ম প্রকরণে তিন শ্লোকে বিধান করিয়াছেন; তাহার চরম প্রকারকে ঐ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে কহেন, যথা।

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।।

ভগবান্ কুল্লুক ভট্টসম্মত এই শ্লোকের ব্যাখ্যার ভাষাবিবরণ এই "অন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চ যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে সে সকলকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, জ্ঞান এই জ্ঞান যে তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু যে উপনিষৎ তাহার প্রমাণ দ্বারা জানেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পবব্রহ্ম হন" অর্থাৎ পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুব আশ্রয় পবব্রহ্ম হন এইরূপ চিন্তনের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থেরা তৎ তৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন কবেন। এই প্রকরণের সমাপ্তিতে ভগবান্ কুল্লুক ভট্ট লিখেন।

শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধযঃ।

"এই তিন শ্লোকেতে বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তাঁহাদের প্রতি এই সকল বিধি কথিত হইযাছে"।

স্বশাখাদি বেদ পাঠ, তর্পণ, নিত্যহোম, ইন্দ্রাদির উদ্দেশে অন্নাদি প্রদান, এবং অতিথি সেবন, এই পাঁচকে পঞ্চ যজ্ঞ কহেন।

পুনশ্চ দ্বাদশাধ্যাযে ৯২ শ্লোক।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।

"পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ কবিযাও ব্রাহ্মণ পবব্রহ্ম চিন্তনে এবং ইন্দ্রিযনিগ্রহে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন" ইহাতে তাবৎ বর্ণাশ্রমকর্ম্ম পবিত্যাগ অবশ্যই কর্ত্তব্য হয এমত তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু জ্ঞান সাধনে, ও ইন্দ্রিযনিগ্রহে, ও প্রণব উপনিষদাদিব অভ্যাসে, যত্ন করা ব্রহ্মনিষ্ঠের আবশ্যক হয ইহাই বিধি দিলেন।

এই শেষেব লিখিত মনুবচনে জ্ঞান সাধন ও তাহাব উপায ইন্দ্রিযনিগ্রহ ও বেদাভ্যাস, এই তিনে যত্ন কবিতে বিধি দিযাছেন, তাহাব প্রথম, "পরব্রহ্ম চিন্তন" সে কিরূপ হয, ইহা পূর্ব্বেই চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের পবার্দ্ধে কথিত হইযাছে, অর্থাৎ "পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন" এইরূপ চিন্তন কবিবেন, যেহেতু ইহার অতিরিক্ত তাঁহাব যথার্থ স্বরূপ কদাপি বুদ্ধিগম্য নহে। প্রমাণ, মনু প্রথমাধ্যাযে।

যত্তৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।

"সকল জন্য বস্তুব কাবণ, এবং বহিবিন্দ্রিযের অগোচর, ও উৎপত্তিনাশরহিত, এবং সৎস্বরূপ, ও প্রত্যক্ষাদি তাঁহার হয না একাবণ অলীক বস্তুর ন্যায হঠাৎ বোধ হয, যে এ প্রকার সেই পরমাত্মা হন"

তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

"মনের সহিত বাক্য যাঁহাব নিরূপণ বিষযে অক্ষম হইযা নিবৃত্ত হন"

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

অথাত আদেশো নেতি নেতি।

"আদৌ 'বোধসুগমের নিমিত্ত' লৌকিক ও অলৌকিক বিশেষণ দ্বারা পরব্রহ্মকে কহিলেন;

কিন্তু তিনি এ সমুদায় বিশেষণ হইতে অতীত হন, এ নিমিত্ত বিশেষণের নিষেধ দ্বারা তাঁহার নির্দেশ করিতেছেন, যে তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন, তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন" অর্থাৎ কোনো বিশেষণ দ্বারা তাঁহার নিরূপণ হইতে পারে না।

ঐ মনুবচনে প্রথম উপায় "শম" ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়কে চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, কর্ণ, ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে পরপীড়ন না হয় ও স্বীয় বিঘ্ন না জন্মে।

দ্বিতীয় উপায়, প্রণব উপনিষদাদি বেদ্যাভ্যাস, অর্থাৎ প্রণব এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যের অভ্যাস ও তদর্থচিন্তন ইহাতে যত্ন কবিবেন।

প্রণব প্রকরণে, মনুঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ৮৪ শ্লোক।

ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরন্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।

"যাবৎ বৈদিক কর্ম্ম কি হবন কি যজন স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পায়, কিন্তু প্রজাদের পতি যে পরব্রহ্ম তাহাঁর প্রতিপাদক যে প্রণব ইহাঁর কি স্বভাবত কি ফলত ক্ষয় হয় না"

অতএব প্রণব একাক্ষর স্বরূপে অভিপ্রেত হইয়া, পরব্রহ্ম সাধনের উপায় হন। মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৩ শ্লোক।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম।

"একাক্ষর যে প্রণব তিনি পরব্রহ্মের প্রাপ্তির হেতু হন, একারণ পরব্রহ্ম শব্দে কহা যায়" কিন্তু ত্র্যক্ষররূপে প্রণব অভিপ্রেত হইলে তিন অবস্থা, বেদত্রয়, ত্রিলোক, ও ত্রিদেব, ইত্যাদি প্রতিপাদক হন।

উপনিষদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।

"সেই উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে আত্মা তোমাকে তাঁহাব প্রশ্ন করিতেছি।"

প্রয়োজন।

বেদদ্বেষকারি জৈন ও যবনাদির আক্রমণ প্রযুক্ত, ভারতবর্ষে নানা শাখাবিশিষ্ট বেদের সমুদায় প্রাপ্তি হইতেছে না, কিন্তু এই দৌর্ভাগ্য প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন যে

যদ্বৈ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং।

"যাহা কিছু মনু কহিলেন তাহাই পথ্য হয" অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয় প্রকার বেদার্থ মনুগ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে অনুষ্ঠানে বেদবিহিত অনুষ্ঠানের সিদ্ধি হয়। অতএব এস্থলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি ভগবান্ মনু যাহা বিধান করিয়াছেন তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পংক্তি সকলে লিখিলাম, অভীষ্ট মতে অনুশীলন করিবেন। ইতি শকাব্দা ১৭৪৮।

কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার

পরমেশ্বরায় নমঃ

কোনো বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ কহিয়া থাকেন যে "এ কি কাল হইল, আমাদের বর্ণের মধ্যে অনেকেই মদ্য পান করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতেছে; ইহারা অতি নিন্দনীয় সুতরাং এ সকল লোকের সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য নহে" অতএব ঐ কায়স্থ মহাশয়কে নিবেদন করি যে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ইহার নিয়ম শাস্ত্রে করেন, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ বিশেষ পুণ্যজনক ও নদীর মধ্যে গঙ্গা অনন্ত শুভদায়ক ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ হন, লোকদৃষ্টিতে অন্যাপেক্ষা বিশেষ চিহ্ন প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও শাস্ত্র প্রমাণ হন, শূদ্রের প্রতি মদ্যপানে অধর্ম্ম নাই তাহার প্রমাণ মনু, যথা

তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইহাঁরা সুরাপান করিবেন না।

বৃহদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—কামাদপি হি রাজন্যো বৈশ্যো বাপি কথঞ্চন। মদ্যমেবাসুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ ব্যতিরেকেও সুরা* ভিন্ন অন্য মদ্যপান করেন তত্রাপি দোষ প্রাপ্ত হন না।

দ্বিতীয় প্রমাণ; মিতাক্ষরা ও প্রায়শ্চিত্তবিবেক, যাহার মতে সমুদায় ভারতবর্ষে এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা মান্য হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে।

মিতাক্ষরা, যথা

ত্রৈবর্ণিকানাং জন্মপ্রভৃতি পৈষ্টীনিষেধঃ ব্রাহ্মণস্য তু মদ্যমাত্রনিষেধোপ্যুৎপত্তিপ্রভৃত্যেব রাজন্যবৈশ্যয়োস্তু ন কদাচিদপি গৌড্যাদিমদ্যনিষেধঃ শূদ্রস্য তু ন সুরাপ্রতিষেধো নাপি মদ্যপ্রতিষেধঃ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্ম অবধি পৈষ্টী সুরা নিষিদ্ধ হয় আর ব্রাহ্মণের প্রতি জন্ম অবধি মদ্য মাত্রের নিষেধ,✦ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি গৌড়ী প্রভৃতি মদ্যের কদাপি নিষেধ নাই অর্থাৎ রাগতও নিষিদ্ধ নহে; আর শূদ্রের প্রতি সুরা এবং মদ্য এ দুইয়ের একও নিষিদ্ধ নহে।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক যথা

তদেবং পৈষ্টীনিষেধস্ত্রৈবর্ণিকানাং গৌড়ীমাধ্বীনিষেধস্তু ব্রাহ্মণানামেব। তথা, রাজন্যাদীনান্তু গৌড়ীমাধ্বীপ্রভৃতিসকলমদ্যপানে ন দোষঃ।

*এ স্থানে সুরা শব্দে পৈষ্টী মদিরাকে কহি।

✦এ স্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি যে মদ্য নিষেধ করিলেন, তাহা অবিহিত মদ্য বিষয়ে জানিবে, যেহেতু "সৌত্রামণ্যাং সুরাং গৃহ্নীয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ন মাংসভক্ষণে দোষো" ইত্যাদি মনুবচন ও নানাবিধ তন্ত্রবচনের সহিত একবাক্যতা করিতে হইবেক।

ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পৈষ্টী সুরাপান নিষিদ্ধ হয়, আর কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি গৌড়ী মাধ্বীর নিষেধ হয়; কিন্তু গৌড়ী মাধ্বী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মদ্যপানে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের দোষ নাই।

এই সকল দেদীপ্যমান শাস্ত্রের প্রমাণ মান্য কি ঐ কায়স্থ মহাশয়ের অযোগ্য জল্পন গ্রাহ্য হইবেক? আর এরূপ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার নিন্দনীয় হয় কি এ ব্যবহারকে যে নিন্দা করে সে নিন্দনীয় হয়?

বিশেষত ঐ কায়স্থ মহাশয় কহিয়া থাকেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জে ছিলেন তথা হইতে গৌড়রাজ্যে আইলেন অতএব প্রত্যক্ষ কেন না দেখেন যে কান্যকুব্জস্থ কায়স্থেরা এই শাস্ত্রপ্রমাণে পরম্পরানুসারে মদ্যপানে কদাপি পাপ জানে না।

যদি কেহ স্বলাভের উদ্দেশে মূর্খ ভুলাইবার নিমিত্ত শূদ্র কমলালয় ইত্যাদি গ্রন্থের নাম গ্রহণপূর্ব্বক, শূদ্রের মদ্যপান নিষেধ বিষয়ে স্বকপোলকল্পিত শ্লোক পাঠ করেন, তবে বিশিষ্ট-বংশোদ্ভব কায়স্থ মহাশয়কে বিবেচনা করা উচিত হয়; যে এরূপ শ্লোক যদি সমূল হইত, তবে প্রায়শ্চিত্তবিবেককার ও মিতাক্ষরাকার যাহাঁরা সর্ব্বশাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া ব্যবস্থা সকল স্থির করিয়াছেন, তাহাঁরা অবশ্যই ইহার উল্লেখ করিয়া সমাধান করিতেন।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ধৃত যে বচন নহে তাহার অর্থদৃষ্টিতে ইদানীন্তন কোন নূতন ব্যবস্থার কল্পনা যদি প্রমাণ হয়, তবে এক দুই শ্লোক কিম্বা কতিপয় পত্রের কোন এক গ্রন্থ রচনা করিতে যাহার শক্তি আছে সেও নানাবিধ নূতন ব্যবস্থার প্রচার করিতে পারে; কিন্তু তাহা বিজ্ঞ লোকের নিকট প্রথমত গ্রাহ্য হইবেক না এবং তাহার যোগ্য উত্তর ঐ প্রকার স্বকপোল-রচিত শ্লোক ও গ্রন্থের দ্বারা অন্য ব্যক্তিও কোন্ দিতে না পারেন।

এখন এই প্রতীক্ষায় রহিলাম যে ঐ কায়স্থ মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর শীঘ্র লিখিবেন, কিম্বা নিন্দা হইতে বিরত হইবেন। ইতি শকাব্দা ১৭৪৮।

শ্রীরামচন্দ্র দাসস্য।

বজ্রসূচী

পরমাত্মনে নমঃ।

বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনং। দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাং।।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাশ্চত্বারো বর্ণা ব্যবহ্রিয়ন্তে তেষাং "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" ইতি বচনাৎ ব্রাহ্মণস্বরূপং বিচার্য্যতে। কোঽসৌ ব্রাহ্মণো নাম, কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং বর্ণঃ কিং ধর্ম্মঃ কিং পাণ্ডিত্যং কিং কর্ম্ম কিং জ্ঞানমিতি।

তত্র জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি সর্ব্বস্য জনস্য জীবস্যৈকরূপত্বে স্বীকৃতে সর্ব্বজনস্যৈব হি ব্রাহ্মণত্বাপত্তিঃ শরীরভেদাত্তস্যানেকত্বাভ্যুপগমে ইদানীং ব্রাহ্মণরূপো যো জীবস্তস্যৈব কর্ম্মবশাচ্ছূদ্রাদিদেহসম্বন্ধে অন্যবর্ণত্বং নোপপদ্যেত অথবা ব্রাহ্মণত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণদেহস্থো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ব্রাহ্মণত্বং কেবলং ব্যবহারমূলকমেব নতু পরমার্থতঃ কিঞ্চিদস্তীত্যঙ্গী-কৃতং স্যাৎ এবমজ্ঞাতজাতিকুলস্য ব্রাহ্মণচিহ্নধারিণঃ কস্যাপি শূদ্রস্য ব্রাহ্মণত্বেন পরিগৃহীতস্য ব্রাহ্মণত্বং কেন বার্য্যেত তেন সহ নিষিদ্ধৈকপংক্তিভোজনৈকশয্যাশয়নোপবেশনাদিভ্যঃ পাপোৎপত্তিঃ কেন বাধ্যেত তস্মাজ্জীবো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি চণ্ডালপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং দেহস্য ব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেত মূর্ত্তত্বেন জরামরণাদিধর্ম্মবত্ত্বেন চ তুল্যত্বাৎ ব্রাহ্মণঃ শতবর্ষং জীবতি ক্ষত্রিয়স্তদর্দ্ধং শূদ্রস্তদর্দ্ধমিতি নিয়মাভাবাচ্চ অপিচ দেহস্য ব্রাহ্মণত্বে পিতৃমাতৃশরীরদহনাৎ পুত্রাণাং ব্রহ্মহত্যাপাপমুৎপদ্যেত তস্মাদ্দেহো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অন্যচ্চ জাত্যা ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি অন্যেঽপি ক্ষত্রিযাদ্যা বর্ণাঃ পশবঃ পক্ষিনশ্চ জাতিমন্তঃ সন্তি কিন্তেষাং ন ব্রাহ্মণত্বং যদিচ জাতিশব্দেন শাস্ত্রবিহিতং ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীভ্যাং জন্মোপলক্ষ্যেত তর্হি বহূনাং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধমহর্ষীণামব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেত যস্মাৎ ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যা কৌসিবঃ কুসুমস্তবকেন বাল্মীকির্বল্মীকৈঃ মাতঙ্গো মাতঙ্গীপুত্রঃ অগস্ত্যঃ কলশোদ্ভবঃ মাণ্ডূক্যো মণ্ডূকোদরোৎপন্নঃ হস্তিগর্ব্ভোৎপত্তিরচরঋষেঃ শূদ্রাণীগর্ভোৎপত্তির্ভারদ্বাজমুনেঃ ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াং বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়ায়ামিতি এতেষাং তাদৃশজন্মব্যতিরেকেণাপি সম্যক্ জ্ঞানবিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং শ্রূয়তে তস্মাজ্জাত্যা ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

বর্ণেন ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ সত্বগুণত্বাৎ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ সত্বরজঃস্বভাবত্বাৎ বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ রজস্তমঃপ্রকৃতিত্বাৎ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণস্তমোময়ত্বাচ্ছূদ্রস্য। ইদানীং পূর্ব্বস্মিন্নপি চ কালে শ্বেতাদিবর্ণানাং ব্যভিচারদর্শনাৎ বর্ণো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অন্যচ্চ ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়াদয়োঽপীষ্টাপূর্ত্তাদিধর্ম্মকারিণো নিত্যনৈমিত্তিক-ক্রিয়ানুষ্ঠায়িনো বহবো দৃশ্যন্তে তে কিং ব্রাহ্মণা ভবেয়ুঃ তস্মাদ্ধর্ম্মো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অন্যচ্চ পাণ্ডিত্যেন ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি জনকাদিক্ষত্রিয়প্রভৃতীনাং মহাপাণ্ডিত্যং শাস্ত্রেষূ-পলভ্যতে অধুনাপ্যন্যজাতীয়ানাং সতি কারণে পাণ্ডিত্যং সম্ভবত্যেব কিন্তু ন ব্রাহ্মণত্বং তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অন্যচ্চ কর্ম্মণা ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাদয়োঽপি কন্যাদানগজপৃথিবীহিরণ্যাশ্ব-মহিষীদানাদ্যনুষ্ঠায়িনো বিদ্যন্তে ন তেষাং ব্রাহ্মণত্বং তস্মাৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

কিন্তু করতলামলকমিব পরমাত্মাহংপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদিযত্নশীলো দয়ার্জ্জবব্রহ্ম-ব্রাসত্যসন্তোষবিভবো নিরুদ্ধমাৎসর্য্যদম্ভসম্মোহো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে তথাহি "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ। বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" ইতি অতএব ব্রহ্মাবিদ্ব্রাহ্মণো নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। তদ্ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি" "সর্ব্বে বেদা যৎ পদ-মামনন্তীতি" "একমেবাদ্বিতীয়ং" "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধং। তজ্জ্ঞান-তারতম্যেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ তদভাবেন শূদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ। ইতি শ্রীভগবৎপূজ্যপাদমৃত্যুঞ্জয়া-চার্য্যবিরচিতে প্রথমনির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ।

পরমাত্মনে নমঃ।

বজ্রসূচীনাম গ্রন্থের ভাষাবিবরণ।

অজ্ঞানের নাশ করেন এমতরূপ বজ্রসূচী নামে শাস্ত্র কহিতেছি যে শাস্ত্র অজ্ঞানিদের দূষণ আর জ্ঞানিদের ভূষণ হন।।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি ইহা প্রথমত বিচারণীয় হয়, যেহেতু ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু ইহা শাস্ত্রে কহেন। ব্রাহ্মণ শব্দে কাহাকে কহি, কি জীবাত্মা, কি দেহ, কি জাতি, কি বর্ণ, কি ধর্ম্ম, কি পাণ্ডিত্য, কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান।

যদি বল জীবাত্মা ব্রাহ্মণ হন, তাহাতে সর্ব্বপ্রকারে দোষ হয়। প্রথমত সর্ব্বপ্রাণির জীবকে একস্বরূপ স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রাণির ব্রাহ্মণত্ব সম্ভব হইল। দ্বিতীয়ত শরীরভেদে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন হন ইহা অঙ্গীকার করিলে, ইহজন্মে যে জীব ব্রাহ্মণ আছেন তেঁহ কর্ম্মাধীন জন্মান্তরে শূদ্রদেহ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার শূদ্রত্ব তবে না হউক। তৃতীয়ত ব্রাহ্মণরূপে যে দেহকে ব্যবহার করা যাইতেছে তাহাতে যে জীব আছেন তিনি ব্রাহ্মণ হন এমত কহিলে, ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহারমূলক হইল পরমার্থত কিছুই নহে ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবেক। আর ব্রাহ্মণবেশ-ধারী কোন এক শূদ্র যাহার জাতি ও কুল জ্ঞাতসার নহে কিন্তু ব্রাহ্মণরূপে আপনাকে ব্যবহার করাইয়াছে তাহার ব্রাহ্মণত্ব কেন না হয় এবং তাহার সহিত এক পংক্তি ভোজন ও এক শয্যা শয়ন উপবেশনাদি যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা করিলে পাপোৎপত্তির বাধক কি; অতএব জীবাত্মার ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বল দেহ ব্রাহ্মণ হয়, তবে আচণ্ডাল মনুষ্যসকলের দেহ ব্রাহ্মণ হইল, যেহেতু মূর্ত্তিতে ও জরা মরণাদি ধর্ম্মেতে সকল দেহ তুল্য হয়। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ এক শত বর্ষ বাঁচেন, তাহার অর্দ্ধেক ক্ষত্রিয়, তাহার অর্দ্ধেক বৈশ্য, তাহার অর্দ্ধেক শূদ্র বাঁচেন, এমত নিয়মও নাই যাহার দ্বারা অন্য দেহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণদেহের বৈলক্ষণ্য জানা যায়। আর দেহকে ব্রাহ্মণ কহিলে পিতা-মাতার মৃত দেহকে দাহ করিলে পুত্রের ব্রহ্মহত্যাপাপের উৎপত্তি হউক; অতএব দেহের ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি জাতিকে ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষিসকলও এক এক জাতিবিশিষ্ট হয় কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। যদি জাতি শব্দে জন্ম কহ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম যাহার হয় সেই ব্রাহ্মণ, তবে শ্রুতি স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষি-

দের ব্রাহ্মণত্ব ব্যাঘ্যাত হইল, যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী হইতে জন্মেন এবং পুষ্পস্তবক হইতে কৌসিব মুনি, উইঢিপি হইতে বাল্মীকি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ মুনি, কলশ হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভে মাণ্ডূক্য, হস্তিগর্ভে অচর ঋষি, শূদ্রাগর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, কৈবর্ত্ত-কন্যাতে বেদব্যাস ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মেন ইহাঁদের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক্ প্রকার জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনিতেছি; অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বর্ণবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহ, তবে সত্ত্বগুণত্বপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণের শুক্লবর্ণ হওয়া আর সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ স্বভাব প্রযুক্ত ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ ও রজোগুণ ও তমোগুণ হেতুক বৈশ্যের পীতবর্ণ আর শূদ্র তমোময় এই হেতু তাহার কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত হয়, এক্ষণে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালেও শুক্লাদি বর্ণের স্থানে স্থানে বিপরীত দেখিতেছি, অতএব বর্ণবিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি ধর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপীকূপাদি প্রতিষ্ঠা ও অন্য নিত্যনৈমিত্তিকাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ হইবেন, অতএব ধর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহ, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অনেকের মহা-পাণ্ডিত্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে এবং এক্ষণেও কারণ সত্ত্বে অন্য জাতীয়দেরও পাণ্ডিত্য হইবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে; অতএব পাণ্ডিত্য কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহিলে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতিও কন্যাদান হস্তি হিরণ্য অশ্ব পৃথিবী মহিষী দানাদি কর্ম্ম করিতেছেন কিন্তু তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব নাই; অতএব কর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ নহে।

কিন্তু করতলস্থিত আমলকীফলে যেমন নিশ্চয় হয় তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম দমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান্ যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়, যেহেতু শাস্ত্রে কহে "জন্ম প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বসাধারণ শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন' অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ অন্য নহে ইহা নিশ্চয় হইল। "যাঁহা হইতে এই সকল ভূতের জন্ম হয়, জন্মিয়া যাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করে এবং ম্রিয়মাণ হইয়া যাহাঁতে পুনর্গমন করে তিনি ব্রহ্ম তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর" "সকল বেদ যে ব্রহ্মপদকে কহিতেছেন" "ব্রহ্ম এক মাত্র দ্বিতীয়রহিত হন" "নামরূপ হইতে যিনি ভিন্ন হন তিনি ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্ম যাহাঁকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র হয় এই সিদ্ধান্ত। ইতি শ্রীভগবৎপূজ্যপাদমৃত্যুঞ্জয়াচার্য্যকৃত বজ্রসূচী গ্রন্থের প্রথম নির্ণয় সমাপ্ত হইল।

কলিকাতা শকাব্দা ১৭৪৯।

গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানং

গাযত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং (১)

অথাহ ভগবান্ মনুঃ। "ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং।।

যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্"।।

"ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ"।। (২)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ : "প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গাযত্র্যা ত্রিতযেন চ। উপাস্যং পবমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ"।।

"ভূর্ভুবঃস্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বযম্ভুবা। ব্যাহৃতা তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ"। (৩)

স পুনস্তদর্থং বিবৃণোতি শ্লোকৈস্ত্রিভিঃ।

"দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এব রণ্যং চাস্য ধীমহি।। চিন্তয়ামো বযং ভর্গং ধিযো যো নঃ প্রচোদযাৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ।। বুদ্ধেশ্চোদযিতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিবাট্ঃ বরেণ্যং বরণীযঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ"।।(৪)

(১) গায়ত্রীর দ্বারা পরমোপাসনার বিধান।

(২) ভগবান্ মনু এ প্রকরণে কহেন। "প্রণবপূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বাব হইয়াছেন।

যে ব্যক্তি প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসব প্রতি দিন নিরালস্য হইয়া জপ করে সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হয় এবং পবনতুল্য বিভূতিবিশিষ্ট হইয়া শরীর নাশের পর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।"

"তৎ সবিতুরিত্যাদি যে এই গাযত্রী তাঁহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন"।

(৩) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য এ স্থলে কহিতেছেন।

"প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও গাযত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয যে পরব্রহ্ম তাঁহাব উপাসনা করিবেক"।

"যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাঁহাকে ঈশ্বরের দেহরূপে ব্যাহৃত করিযাছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায় অতএব ঐ তিন শব্দ ত্রিলোকব্যাপক ঈশ্বরের প্রতিপাদক হন"।

(৪) সেই যোগিযাজ্ঞবল্ক্য তিন শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রীর অর্থকে বিবরণ করিতেছেন (যাহা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যধৃত হয) অর্থাৎ "সূর্য্যদেবেব অন্তর্যামি সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপি সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদিরা কহেন সেই প্রার্থনীয়কে আমরা আমাদের অন্তর্যামি-

এবমন্তেঽপি গায়ত্র্যাঃ প্রণবজপো বিধীয়তে গুণবিষ্ণুধৃতস্মৃতিবচনেন।। তদ্‌যথা। "ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। ক্ষরত্যনোংকৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি"।।(৫)

আদ্যন্তোচ্চারিতস্য প্রণবস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ।।

মুন্ডকোপনিষৎ।। "ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং"। (৬)

মনুরপি স্মরতি তৎশ্রুত্যর্থং।। "ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরন্তু-ক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ"।

"জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে"।। (৭)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ।। "বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি"। (৮)

ভগবদ্‌গীতায়াং।। "ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"। (৯)

গায়ত্র্যর্থোপসংহারে দর্শিতো নিষ্পন্নার্থঃ প্রাচীনভট্টগুণবিষ্ণুনা।। "যস্তথাভূতো ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জলজ্যোতীরসামৃতভূরাদিলোকত্রয়াত্মকসকলচরাচরস্বরূপব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর-সূর্য্যাদিনানাদেবতাময়পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদিসপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয়-জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ"। (১০)

রূপে চিন্তা করি যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপক হন আর যিনি জন্মমরণাদি সংসার হইতে যাঁহারা ভয়যুক্ত তাঁহাদের প্রার্থনীয় হন"।

(৫) গুণবিষ্ণুধৃত বচন দ্বারা যেমন গায়ত্রীর প্রথমে প্রণব জপ আবশ্যক হয় সেইরূপ শেষেও আবশ্যক হইয়াছে। সে এই বচন। "ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর প্রতি বার জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেন যেহেতু প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলে চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে ফলের ত্রুটি জন্মে"।

(৬) গায়ত্রীর আদ্য ও অন্তে উচ্চারিত হইয়াছেন যে প্রণব তাঁহার সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্ব বেদে দর্শাইতেছেন।

মুণ্ডকশ্রুতি। ওঙ্কারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান করহ।

(৭) ভগবান্ মনু সেই বেদার্থকে স্মরণ করিতেছেন। অর্থাৎ "বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে পরব্রহ্ম তাঁহার প্রতিপাদক ওঁকারের নাশ স্বভাবত কিম্বা ফলত কদাপি হয় না"।

"প্রণব গায়ত্রী জপের দ্বারা ব্রাহ্মণ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হন অন্য কর্ম্ম করুন অথবা না করুন তিনি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন বেদে কহিয়াছেন"।।

(৮) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন। "ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের প্রতি-পাদক ওঙ্কার হন অতএব পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রসন্ন হন"।

(৯) ভগবদ্গীতা।। "ওঁ তৎ সৎ এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়"।।

(১০) গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে সমুদায়ের নিষ্পন্নার্থকে প্রাচীন বিবরণকার গুণবিষ্ণু লিখেন "যে এ প্রকার সর্ব্বব্যাপি ভর্গ আমাদের অন্তর্যামি হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় এবং সকল চরাচরময় আর ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় হন সেই বিশ্বব্যাপি পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত লোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মলোককে

তথোক্তং গৌড়ীয়স্মার্ত্তরঘুনন্দনভট্টাচার্য্যেণ প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদিবচনব্যাখ্যাপ্রকরণে "প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং। (১১)

এবং মহানির্ব্বাণপ্রদে তন্ত্রে চ। "তথা সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা। জপেদিমাং মনঃপূতং মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্।। প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রী পঠিতা যদি। সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ভবেদাশু শুভপ্রদা।। প্রাতঃ প্রদোষে রাত্রৌ বা জপেদ্‌ব্রহ্মমনা ভবন্। পূর্ব্বপাপবিমুক্তোহসৌ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ।। প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ব্যাহৃতিত্রিতয়ন্তথা। ততস্ত্রিপাদগায়ত্রীং প্রণবেন সমাপয়েৎ।। যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততং। সবিতুর্দেবতস্যান্তর্যামি তদ্‌ভর্গমব্যয়ং।। বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্যামিনং বিভুং। যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োহস্মাকং শরীরিণাং।। এবমর্থযুতং মন্ত্রত্রয়ং নিত্যং জপন্নরঃ। বিনাহন্যনিয়মায়াসৈঃ সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।। একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতং। মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তদক্ষর-মগোচরং।। একধা দশধা বা যঃ শতধা বা পঠেদিমান্। একাকী বহুভির্বাপি সংসিদ্ধ্যেদুত্ত-রোত্তরং।। জপান্তে সংস্মরেদ্ভূয় একমেবাদ্বয়ং বিভুং। তেনৈব সর্ব্বকর্ম্মাণি সম্পন্নান্য-কৃতান্যপি।। অবধূতো গৃহস্থো বা ব্রাহ্মণোহব্রাহ্মণোপি বা। তন্ত্রোক্তেষ্বেষু মন্ত্রেষু সর্ব্বে স্যুরধিকারিণঃ।। (১২)

তত্রাদৌ "ওঁ" ইতি জগতাং স্থিতিলয়োৎপত্ত্যেককারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিশতি "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতিঃ।

প্রাপ্ত করিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে আপন চিদ্রূপের সহিত এক ভাব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেক"।

(১১) এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গায়ত্রীর অর্থপ্রকরণে প্রণব-ব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে লিখেন।। "ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করিবেক"।

(১২) মহানির্ব্বাণপ্রদায় তন্ত্রে কহিতেছেন। "সেই মতে সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠ-রূপে কহিয়াছেন মনের পবিত্রতা যে কালে হইবেক তখন মন্ত্রার্থ চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহার জপ করিবেক।। প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হন তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা করিয়া গায়ত্রী ঝটিতি শুভ প্রদান করেন।। প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় অথবা রাত্রিকালে পরমেশ্বরে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইহার জপ করিলে সে ব্যক্তি পূর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরে অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।। প্রথমে প্রণবের উচ্চারণ করিবেক পরে তিন ব্যাহৃতি তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে প্রণবে সমাপ্ত করিবেক।। যাঁহা হইতে স্থিতি ও লয় ও সৃষ্টি হয় যিনি ভুবনত্রয় ব্যাপিয়া রহেন সূর্য্যদেবের সেই অন্তর্যামি অতি প্রার্থনীয় অনির্বচনীয় জ্যোতীরূপ অব্যয় সর্ব্বান্তর্যামি বিভুকে আমরা চিন্তা করি যিনি আমাদের বুদ্ধিস্থ হইয়া আমাদের বুদ্ধি-সকলকে প্রেরণ করিতেছেন।। এইরূপ অর্থযুক্ত তিন মন্ত্রকে নিত্য জপ করিলে অন্য নিয়ম ও আয়াস ব্যতিরেকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।। একমাত্র দ্বিতীয়রহিত যিনি সকল উপনিষদে কথিত হইয়াছেন সেই নিত্য মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পূর্ব্বোক্ত এই তিন মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেন।। এক বার অথবা দশ বার অথবা শত বার যে ব্যক্তি একাকী অথবা অনেকের সহিত হইয়া এসকলের জপ করে সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।। জপ সাঙ্গে পুনরায় সেই এক অদ্বিতীয় বিভুকে স্মরণ করিবেক ইহার দ্বারা তাবৎ বর্ণাশ্রমকর্ম্ম না করিলেও সে সকল সম্পন্ন হয়।। অবধূত অথবা গৃহস্থ সেইরূপ ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সকলে অধিকারী হন।।

তদোঙ্কারপ্রতিপাদ্যকারণং কিমেভ্যঃ কার্য্যেভ্যো বিভিন্নং তিষ্ঠতীত্যাশঙ্কায়ামনন্তরং পঠতি। "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রং। ইদং লোকত্রয়ং ব্যাপ্যৈব তৎ কারণরূপং ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" ইতি শ্রুতিঃ।

কিং তর্হি তস্মাৎ কারণাৎ জগদন্তঃস্থিতানি স্থূলসূক্ষ্মাত্মকানি ভূতানি স্বাতন্ত্র্যেণ নির্ব্বহন্তি ন বেতি সংশয়ে পুনঃ পঠতি "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তৃতীযমন্ত্রং। দীপ্তিমতঃ সূর্য্যস্য তদনির্ব্বচনীযমন্তর্যামি জ্যোতীরূপং বিশেষেণ প্রার্থনীযং ন কেবলং সূর্য্যান্তর্যামী কিন্তু যোঽসৌ ভর্গঃ অস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণামন্তঃস্থোঽন্তর্যামী সন্ বুদ্ধিবৃত্তীর্বিষয়েষু প্রেরয়তি "য আদিত্যমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি শ্রুতিঃ। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইতি গীতাস্মৃতিশ্চ। (১৩)

ত্রয়াণাং মন্ত্রাণামভিধেয়স্যৈকত্বাদেকত্র জপো বিধীয়তে।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তেষাময়ং সংক্ষেপার্থঃ।

সর্ব্বেষাং কারণং সর্ব্বত্র ব্যাপিনং আসূর্য্যাদস্মদাদিসর্ব্বশরীরিণামন্তর্যামিনং চিন্তয়ামঃ ইতি। (১৪)

(১৩) তাহাতে আদৌ "ওঁ" এই শব্দ জগতের স্থিতি লয় উৎপত্তির কারণ পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। "যাঁহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা স্থিতি করিতেছে ম্রিয়মাণ হইযা যাঁহাতে পুনর্গমন করে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তেঁহ ব্রহ্ম হন" এই শ্রুতি।

সেই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য যে কারণ তিনি কি এই সকল কার্য্য হইতে বিভিন্নরূপে স্থিতি করেন এই আশঙ্কায় পুনরায পাঠ করিতেছেন "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিন ব্যাহৃতি যাহা দ্বিতীয় মন্ত্র হয়। অর্থাৎ সেই কারণরূপ পরব্রহ্ম এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। "জ্যোতীরূপ মূর্ত্তিরহিত অর্থাৎ স্বপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণ ও অন্তর বাহ্যে ব্যাপিযা বর্ত্তমান এবং জন্মরহিত পরমাত্মা হন" এই শ্রুতি।

জগতের অন্তঃপাতি স্থূল সূক্ষ্ম ভূতসকল সেই কারণ হইতে স্বতন্ত্ররূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন কি না এই সংশয়ে পুনরায় পাঠ করিতেছেন "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিযো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এই তৃতীয মন্ত্র অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয অন্তর্যামি জ্যোতিঃস্বরূপ বিশেষমতে প্রার্থনীয তাঁহাকে আমরা চিন্তা করি তিনি কেবল সূর্য্যের অন্তর্যামি হন এমত নহে কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদের সর্ব্বদেহীর অন্তঃস্থিত অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষযে প্রেরণ করিতেছেন "যিনি সূর্য্যের অন্তর্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিযমে রাখিতেছেন সেই অবিনাশি তোমার অন্তর্যামী আত্মা হন অর্থাৎ তোমার অন্তঃস্থিত হইযা তোমাকে নিযমে রাখিতেছেন" এই শ্রুতি। ভগবদ্গীতা "সকল ভূতের হৃদয়ে হে অর্জ্জুন ঈশ্বর অবস্থিতি করেন"।

(১৪) এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হন এ কারণ তিনের একত্র জপের বিধি দিযাছেন।

সেই তিনের সংক্ষেপার্থ এই।

সকলের কারণ সর্ব্বত্র ব্যাপি সূর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহবন্তের অন্তর্যামি তাঁহাকে চিন্তা করি ইতি।

ব্রহ্মোপাসনা

ওঁ তৎ সৎ।

মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এক এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।

১ পবমেশ্ববেতে নিষ্ঠাব সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে আপনার আযুব এবং দেহেব আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্ব্বান্তঃকবণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।।

২ পরস্পর সাধু ব্যবহারে কাল হরণের নিয়ম এই যে অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না।

পবমেশ্ববকে এক নিয়ন্তা প্রভু জ্ঞান কবা আর তাঁহার সর্ব্বসাধারণ জনেতে স্নেহ রাখা আমারদিগ্যে পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র কবিতে পারে ধনাদি যে তাঁহার সামগ্রী সুতরাং তাহার আকাঙ্ক্ষিত তেঁহো নহেন।

পরমেশ্বব সকল হইতে অধিক প্রিয এবং প্রিযকারী ইহার প্রমাণ এক আত্মনঃ শবীরে ভাবাৎ।৫৩।৩।৩।

পরমেশ্বর জীব হইতেও অধিক প্রিয হয়েন যেহেতু পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান সর্ব্বদা শরীরে আছে অর্থাৎ সুষুপ্তিসময়ে সকল লয় হইলেও পুনরায় জীবকে পরমেশ্বর প্রবর্ত্ত করেন। *

এষ হ্যেবানন্দযতি। কেবল পরমেশ্বর জীবকে আনন্দযুক্ত করেন।

পরমেশ্বর সকলের শাস্তা তাহার প্রমাণ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং। জগদ্ভক্ষক যে মৃত্যু সেও পরমেশ্বরের শাসনেতে আছে। ন ধনেন ন চেজ্যযা। ধনেতে আর যজ্ঞেতে মুক্তি হয় এমৎ নহে।

পরিনির্ম্মথ্য বাগ্জালং নির্ণীতমিদমেবহি। নোপকাবাৎ পরো ধর্ম্মো নাপকারাদঘং পরং।

ব্রহ্মোপাসনার সংক্ষেপ ক্রম এই।

ওঁ তৎ সৎ।।১।।		একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।২।	
১ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্য।	}	২ এক মাত্র অদ্বিতীয় বিশ্ব- ব্যাপি নিত্য।	}

এই দুয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থক্যে শ্রবণ এবং চিন্তন করিবেক।

*যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।

এই শ্রুতির পাঠ এবং ইহার অর্থ চিন্তন কৃতার্থের হেতু হয়। অর্থ চিন্তনের ক্রম সংস্কৃতে এবং ভাষাতে জানিবেন।

*যস্মাল্লোকাঃ প্রজায়ন্তে যেন জীবন্তি জন্তবঃ। যস্মিন্ পুনর্লয়ং যান্তি তদেব শরণং পরং। যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। যস্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে তদেব শরণং পরং।। তরবঃ ফলিনো যস্মাদ্যেন পুষ্পান্বিতা লতাঃ। যচ্ছাসনে গ্রহা যান্তি তদেব শরণং পরং।

যাহা হতে এই বিশ্ব জন্মে পরে পরে। জন্মিয়া যাহার ইচ্ছা মতে স্থিতি করে।। মরিয়া যাহাতে বিশ্ব ক্রমে পায় লয়। জানিতে বাঞ্ছহ তারে সেই ব্রহ্ম হয়।।

তন্ত্রোক্ত স্তব তান্ত্রিকাধিকারে হয়।

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।১। ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং। ত্বমেকং জগৎকর্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ ত্বমেকং নিশ্চলং নির্বিকল্পং।।২।।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণাং।।৩।। পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্নির্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ব্যাপকাধীশ্বরাধীশ নিত্য।।৪।। বয়ং ত্বাং স্মরামো বয়ং ত্বাং জপামো বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। বয়ং ত্বাং নিধানং নিরালম্বমীশং নিদানং প্রসন্নং শরণং ব্রজামঃ।।৫।।

এ ধর্ম্ম সুতরাং গোপনীয় নহে অতএব ছাপা করাণ গেল শেষ ছাপা হইল।

ব্রহ্মসঙ্গীত

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল ঠুংরি

কে ভুলালো হায়
কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দায়।
আপনি গড়হ যাকে,
যে তোমার বশে তাঁকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার,
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে,
সম্মুখে নাচাও তারে—
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?

কালাংড়া - আড়াঠেকা

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায়, কিরূপে সম্ভবে।
ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এইমাত্র নিতান্ত জানিবে।

বেহাগ—একতালা

দেখ মন এ কেমন আপন অজ্ঞান।
আমি যাবে বল তার না পাও সন্ধান।।
সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ না জান
তাব কেমন প্রকাব, অতএব তাজ জানি এই অভিমান।

আলাইয়া— আড়াঠেকা

এ কি ভুল মনঃ। দেখিবারে চাহ যারে না দেখে নয়ন।
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে.
আকাশের মাঝে তারে আনা এ কেমন।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত, তারে দোলাইতে
কত, করহ যতন। পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয়
নরে, চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন।

ভৈরবী—আড়াঠেকা

নিরুপমের উপমা, সীমাহীনে দিতে সীমা, নাহি হয় সম্ভাবনা।
অচিন্ত্য উপাধিহীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,
যত সব অর্ব্বাচীনে করয়ে কল্পনা।
পদার্থ ইন্দ্রিয় পর, বিভু সর্ব্ব অগোচর, বেদ বিধির অন্তর
মন জান না। বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি,
শ্রবণ মনন তাঁরি, কর সূচনা।

বাহার—আড়াঠেকা

নিরঞ্জনের নিরূপণ, কিসে হবে বল মন,
সে অতীত ত্রৈগুণ্য।
ন ষণ্ড পুমান্ শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি,
অতিক্রান্ত ভূত পঙ্‌ক্তি, সমাধান শূন্য।
কেহ হস্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতির্ম্ময়, কেহ বা
আকাশ কয়, কেহ কহে জন্য। সে সব কল্পনা মাত্র, বার
বার কহে শাস্ত্র, এক সত্য বিনা অত্র, অন্য নহে মান্য।

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার। আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার।
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কেবা আন কাকে, এ কি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করো, ইহ তিষ্ঠ বল
তারে, এ কি অবিচার। এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য
সব, তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার।

দেশ—আড়াঠেকা

দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেনো কারণ।
একের সত্তায় হয় যে কিছু সৃজন।
পঞ্চদ্রব্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন,
সকলের সে কারণ, জীবের জীবন।
গন্ধগুণ দিয়া ধরায় অপে আস্বাদন, অনিলেতে স্পর্শ আর
তেজে দরশন। শূন্যে শব্দ সমর্পিয়া, বিশ্বের আশ্রয় হইয়া,
সর্ব্বান্তরে ব্যাপিয়া, আছে নিরঞ্জন।

রামকেলী—আড়াঠেকা

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায়।

সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য,
ঘটে পটে যত মান্য, সে কেবল কথায়।
দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন, প্রপঞ্চ বিধান মন,
করহ বিদায়। ত্যজিয়া বাস্তব বোধ, কব্যে জন্য অনুরোধ
মোক্ষপথ হল রোধ, হায় হায় হায়।

আলাইয়া—ঝাঁপতাল

দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয়।।
হংসরূপে সর্ব্বান্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে,
সে বিনা কে আছে ওরে এ কোন নিশ্চয়।
স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব যম, প্রত্যেকেতে যথা
ক্রম, যাতে লীন হয়। কর অভিমান খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈত
গর্ব্ব, একাত্মা জানিবে সর্ব্ব, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়।

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেক

মন রে ত্যজ অভিমান। যদি হে নিশ্চিত জান রবে না এ প্রাণ।
কিবা কর্ম্ম কেবা করে, মন তুমি জান না রে,
ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান।
অভ্যাস করিলে আগে, বিষয় ব্যাপার যোগে, আছ সেই
অনুরাগে, কব্যে অহং জ্ঞান। আর কি কব হে মান্য, এক
সত্য বিনা অন্য, ত্রিলোক জানিবে জন্য, বেদের প্রমাণ।

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল

পরমাত্মায় মন রে হও রত। বেদ বেদান্ত সর্ব্ব শাস্ত্রসম্মত।।
বিধি বিষ্ণু বল যাঁরে, কালে শেষ করে তাঁরে, গুণত্রয় বুঝ না
রে স্মর পরমেশ্বরে ত্রিগুণাতীত।

লুম ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

চৈতন্যবিহীন জন, নিত্যানন্দ পাবে কেন
আকাশপুষ্পের ন্যায় কল্পনায় সদা মন'
কেবা এ মন্ত্রণা দিলে, অনিত্যেতে প্রবর্ত্তিলে,
আত্মতত্ত্ব মর্ম্ম জান কর্ম্ম মিথ্যা কর জ্ঞান।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

সে কোথায় কার কর অন্বেষণ। তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র পূজা স্মরণ মনন।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে,
ক্ষণে আন ক্ষণে তাঁরে কর বিসর্জ্জন।
কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম. ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম, গুণাতীত পরব্রহ্ম,
সকল কারণ। জ্ঞানে যত্ন নাহি হয়, পণ্ডে করি নিশ্চয়,
সে পণ্ড প্রপঞ্চময় না জান কি মন।

টোড়ি—আড়াঠেকা

এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে।
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্ব্বান্তরে।
সূর্য্যেতে প্রকাশ, তেজে রূপ করে স্থিতি, শশীতে শীতলতা
জগতে এই রীতি, তোমাতে যে আত্মরূপে প্রকাশ সেই
ব্যাপ্ত চরাচরে।

আলাইয়া—আড়া

কোথায় গমন, কর সর্ব্বক্ষণ, সেই নিরঞ্জন অন্বেষণে।
ফলশ্রুতিবাণী হৃদয়েতে মানি প্রফুল্ল আপনি আপন মনে।
সর্ব্বব্যাপি তাঁর আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা, অন্যথা
করিতে চাহ তীর্থ দরশনে।

বেহাগ—আড়াঠেকা

অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর এ কি অনুষ্ঠান।
পরাৎপর করি পর অপরে পরম জ্ঞান।
জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার অলভ্য বাণিজ্য তাহে
না দেখি সংসার, অবিবেকে ত্যজি তত্ত্ব অতত্ত্বে যথার্থ ভান

বেহাগ -কাওয়ালি

নিত্য নিরঞ্জন নিখিল কারণ,
বিভু বিশ্বনিকেতন।
বিকারবিহীন, কামক্রোধহীন,
নির্ব্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর,
অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বত্র সমান,
ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচর।
অনন্ত অপার অশোক অভয়,
একমাত্র নিরাময়।

উপমা রহিত, সর্ব্বজন হিত,
ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল,
পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা,
সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন,
ভ্রমেন নিয়মে যাঁর।
জলবিন্দুপরি, শিল্প কার্য্য করি,
দেন বপু চমৎকার।
পশু পক্ষি নানা, জন্তু অগণনা,
যাঁহার রচনা হয়।
স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম,
সেইরূপে সব রয়।
আহার উদরে দেন সবাকারে,
জীবের জীবনদাতা।
রস রক্ত স্থানে দুগ্ধ দেন স্তনে
পানহেতু বিশ্বপাতা।
জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ,
হয় যাঁর নিয়মেতে।
সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর
ভাব মনে বিধিমতে।

ইমন কল্যাণ—তেওট

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে!
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাই যার,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ।
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।

ভৈরবী—আড়াঠেকা

এই হল এই হবে এই বাসনায়।
দিবানিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়।
মরে লোক প্রতিক্ষণে,
দেখে তবু আছি জানে,
না মরিব এই মনে,
কি আশ্চর্য্য হায়।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরং।

বাগেশ্রী—একতালা

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।
বিষয়ের দুঃখ নানা
বিষয়ির উপাসনা,
ত্যজ মন এ যন্ত্রণা
সত্য ভাব মনে।

গৌড়মল্লার—আড়াঠেকা

সঙ্গের সঙ্গিরে মন,
কোথায় কর অন্বেষণ,
অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ।
যে বিভু করে যোজন,
কর্মেতে ইন্দ্রিয়গণ,
মার্জিয়া মনদর্পণ, তাঁরে কর দরশন।

সাহানা—ধামাল

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়।
যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়।
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়।
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এত ভাল নয়।

রামকেলী—আড়াঠেকা

মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া
কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চায়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ
সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান
ত্যজ দম্ভ অভিমান
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

রামকেলী—আড়াঠেকা

একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ।
এত আশা বাঁধ কেন এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।
এই যে মার্জিত দেহ,
যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান
রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত,
আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে লও সত্যের শরণ।

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা

মানিলাম, হও তুমি পরম সুন্দর।
গৃহ পূর্ণ ধনে, আর সর্ব্ব গুণে গুণাকর।
রাখ রাজ্য সুবিস্তার,
নানাবিধ পরিবার,
অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর।
কিন্তু দেখ মনে ভাবে,
কেহ সঙ্গে নাহি যাবে,
অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিনান্তর।
অতএব বলি শুন,
ত্যজ দম্ভ তমোগুণ,
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর।

রামকেলী—আড়াঠেকা

দম্ভভাবে, কত রবে, হবে সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে,
পরনিন্দা পরদ্রোহে,
মুগ্ধ হয়্যা নিজ দোষ না কর সন্ধান।
রোগেতে কাতর অতি,
শোকেতে ব্যাকুল মতি,
অথচ অমর বলি মনে মনে ভান।
অতএব নম্র হও,
সবিনয় বাক্য কও,
অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান।

রামকেলী—আড়াঠেকা

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে।
কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে।
মাতৃগর্ভ অন্ধকারে,
বদ্ধ ছিলে কারাগারে,
অন্তে পুন অন্ধকার সংসার দেখিবে।
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন,
ছিলে পঙ্গু পরাধীন,
সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে।
অতএব সাবধান,
যে অবধি থাকে জ্ঞান,
পরহিতে মন দিবে, সত্যকে চিন্তিবে।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতি ক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত,
স্নেহ কহ হল এত,
বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এ সব কথার ছলে,
কিম্বা ধনজন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর,
চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে।

রামকেলী—আড়াঠেকা

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।
শ্যাম কেশ শ্বেত হবে,
ক্রমে সব দন্ত যাবে,
গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে।
লোল চর্ম্ম কদাকার
কফ কাশ দুর্নিবার,
হস্ত পদ শিরঃ কম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে।
অতএব ত্যজ গর্ব্ব
অনিত্য জানিবে সর্ব্ব,
দয়া জীবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে।

রামকেলী—আড়াঠেকা

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত,
বাসনা বেড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার,
দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিন্ত শেষ,
ভাব সত্য নির্বিশেষ,
মরণসময়ে বন্ধু, একমাত্র তিনি হন।
ভজ অকাল নির্ভয়ে।
পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে।
সর্ব্বকাল বিদ্যমান,
সর্ব্বভূতে যে সমান,
সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

কি স্বদেশে কি বিদেশে-যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতি ক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।।

অনুষ্ঠান

সৎ

(অবতরণিকা।)

উপনিষদে কথিত শুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত সনাতন উপাসনাকে প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন। প্রত্যেক বিষয়ের প্রমাণকে অঙ্কানুসারে পরেব পত্র সকলে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে এ প্রকরণকে বোধসুগমের নিমিত্ত প্রায় প্রশ্নোত্তরক্রমে উপদেশ করেন, এ কারণ এ স্থলেও তদনুরূপ প্রশ্নোত্তরের দ্বারা লিখিত হইল।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

১ শিষ্যের প্রশ্ন। কাহাকে উপাসনা কহেন।

১ আচার্য্যের প্রত্যুত্তর। তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

২ প্রশ্ন। কে উপাস্য।

২ উত্তব। অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সম্বলিত অচিন্তনীয় বচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ, ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদিযুক্ত যে এই জগৎ, ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহাব কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।

৩ প্রশ্ন। তিনি কি প্রকার।

৩ উত্তর। তোমাকে পূর্ব্বেই কহিযাছি যে যিনি এই জগতেব কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিবিক্ত তাঁহাব নির্দ্ধারণ কবিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না।

৪ প্রশ্ন। কোনো উপায়ে তাঁহাব স্বরূপেব নির্ণয হয কি না।

৪ উত্তর। তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন। এবং যুক্তিসিদ্ধও ইহা হয, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতেব কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়।

৫ প্রশ্ন। বিচারত এই উপাসনার বিরোধী কেহ আছে কি না।

৫ উত্তর। এ উপাসনার বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না, কেন না প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই২ দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা এই বিশ্বাসপূর্ব্বক উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই২ দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিম্বা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার, অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তারূপে চিন্তনের, বিরোধী হইতে পারিবেন না। এবং চীন ও ত্রিবৎ (তিব্বত?) ও ইউরোপ ও অন্য২ দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন তাঁহারাও আপন২ উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন২ বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই২ আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

৬ প্রশ্ন। বেদে কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দ্দেশ্য শব্দে কহিতেছেন, এবং অন্যত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমাধান কি।

৬ উত্তর। যে স্থলে অগোচর অজ্ঞেয় শব্দে কহেন সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন সে স্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে। যেমন শরীরের ব্যাপারের দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্য যাঁহাকে জীব কহেন তিনি আছেন ইহা নিশ্চয় হয়, কিন্তু সেই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ও শরীরের নির্ব্বাহক জীবের স্বরূপ কি, অর্থাৎ সেই জীব কি প্রকার হন, ইহা কদাপি জানা যায় না।

৭ প্রশ্ন। আপনারা অন্য২ উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কি না।

৭ উত্তর। কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাঁহার২ উপাসনা করেন সেই২ উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিম্বা তাঁহার আবির্ভাবস্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধ ভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবেক।

৮ প্রশ্ন। যদি আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন এবং অন্য২ উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি।

৮ উত্তর। তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়, প্রথমত, তাঁহারা পৃথক্২ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয় বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা যিনি জগৎকারণ তিনি উপাস্য ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়ত, এক প্রকার অবয়ববিশিষ্টের যে উপাসক তাঁহার সহিত অন্য প্রকার অবয়ব-বিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই, যাহা পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছি।

৯ প্রশ্ন। কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয়:

৯ উত্তর। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয় দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিযোগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে, বস্তুত যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন, অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন।

এবং অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইহাঁদের হইতে ক্ষণে২ যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি যব ঔষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই২ অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্যকথন ইহা পুনঃ২ কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।

১০ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদিরূপ লোকযাত্রা নির্ব্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্ত্তব্য।

১০ উত্তর। শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়, অতএব যে২ শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে করে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়, আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রত ও যুক্তিত উভয়থাবিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরি প্রয়োগ আছে। যুক্তিতেও দেখ, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন না করিয়া আহার ও ব্যবহার আপন২ ইচ্ছামতে করেন তবে লোকনির্ব্বাহ অতি অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়, কেন না খাদ্যাখাদ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও গম্যাগম্য ইত্যাদির কোন নিয়ম তাঁহাদের নিকটে নাই, কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার নির্দোষ হইবার প্রতি কারণ হয়, ইচ্ছাও সর্ব্বজনের এক প্রকার নহে, সুতরাং পরস্পরবিরোধী নানাপ্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইলে সর্ব্বদাই কলহের সম্ভাবনা এবং পুনঃ২ পরস্পর কলহ দ্বারা লোকের বিনাশ শীঘ্র হইতে পারে। বাস্তবিক বিদ্যা ও পরমার্থ চর্চ্চা না করিয়া সর্ব্বদা আহারের উত্তমতা ও অধমতার বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত হয়, যেহেতু আহার কোন প্রকারের হউক অর্দ্ধপ্রহরে সেই বস্তুরূপে পরিণামকে পায় যাহাকে অত্যন্ত অশুদ্ধ কহিয়া থাকেন, এবং ঐ অত্যন্ত অশুদ্ধ সামগ্রীর পরিণামে আহারের শস্যাদি স্থানে২ উৎপন্ন হইতেছে, অতএব উদরের পবিত্রতার চেষ্টা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা জ্ঞাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক।

১১ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে দেশ, দিক্, কাল, ইহার কোনো বিশেষ নিয়ম আছে কি না।

১১ উত্তর। উত্তম দেশাদিতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত বিশেষ নিয়ম নাই, অর্থাৎ যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করতে সমর্থ হয়।

১২ প্রশ্ন। এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে।

১২ উত্তর। ইহার উপদেশ সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্তু যাহার যে প্রকার চিত্তশুদ্ধি তাঁহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয় ইতি।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

সৎ এই শব্দ প্রথমত মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত লেখা যায়। প্রমাণ ভগবদ্গীতা। সদ্ভাবে সাধু-ভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সৎশব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।।

১ উত্তরের প্রমাণ। আত্মেত্যেবোপাসীত। (বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ) ন স বেদেতি বিজ্ঞানং প্রস্তুত্য আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যভিধানাৎ বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাহবগম্যতে (ইতি ভাষ্যং) আত্মানমেব লোকমুপাসীত (বৃহদারণ্যকশ্রুতি)।

২ উত্তরের প্রমাণ। জন্মাদস্য যতঃ (বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্র) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি (তৈত্তিরীয়-

শ্রুতিঃ) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে। (মুণ্ডকশ্রুতিঃ) যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে। (মনুবচন) যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি। যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে তজ্ জ্ঞেয়ং ব্রহ্মলক্ষণং।। কালং কলয়তে কালে মৃত্যোর্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ং। বেদান্তবেদ্যং চিদ্রূপং যত্তৎশব্দোপলক্ষিতং। (মহানির্ব্বাণ তন্ত্রবচন) অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যা-নেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ। ইতি পূর্ব্ব-লিখিত দ্বিতীয়সূত্রভাষ্য।

৩ উত্তরের প্রমাণ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। (তৈত্তিরীয়শ্রুতি) যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। (কেনশ্রুতি)

৪ উত্তরের প্রমাণ। অথাত আদেশো নেতি নেতি। (বৃহদারণ্যকশ্রুতি) ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। (কেনোপনিষৎশ্রুতিঃ) ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ। (গীতাস্মৃতি)।

৫ উত্তরের প্রমাণ। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। এবংবিৎ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি (ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ) নামরূপাদিনির্দ্দেশৈর্বিভিন্নানামুপাসকাঃ। পরস্পরং বিরুদ্ধ্যন্তি ন তৈরেবৈতদ্বিরুধ্যতে (ইতি গৌড়পাদাচার্য্যকারিকা) প্রথম ব্যাখ্যানে ইহা বিস্তার মতে লেখা গিয়াছে।

৬ উত্তরের প্রমাণ। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি। (কঠশ্রুতিঃ) নামরূপাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ। অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ। বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং। (বিষ্ণুপুরাণ) দ্বাদশ ব্যাখ্যানে বিস্তার পাইবেন।

৭ উত্তরের প্রমাণ। তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। (কঠশ্রুতিঃ) ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ (বেদান্ত-সূত্র) ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিষু স্যাৎ কস্মাৎ উৎকর্ষাৎ এবমুৎকর্ষেণাদিত্যাদয়ো দৃষ্টা ভবন্তি উৎকৃষ্টদৃষ্টেস্তেষ্বধ্যাসাৎ। (ঐ সূত্রের ভাষ্য) যেপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং (ইতি গীতাস্মৃতিঃ)।

৮ উত্তরের প্রমাণ। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পং। (ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতি) পঞ্চম উত্তরের লিখিত প্রমাণেও দেখিবেন।

৯ উত্তরের প্রমাণ। প্রথমত পরমেশ্বরের চিন্তনের প্রকার। ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। (কঠশ্রুতিঃ) তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ। তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ। অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বে তস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা। (ইতি মুণ্ডকশ্রুতিঃ) জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাঃ যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা। (চতুর্থাধ্যায়ে মনুবচন) ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। (ইতি মুণ্ডকশ্রুতিঃ) দ্বিতীয়ত এ উপাসনার আবশ্যক সাধনে প্রমাণ। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। (দ্বাদশাধ্যায়ে মনুবচন) যথৈবাত্মাপরস্তদ্বদ্দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথাপরে।

(ইতি স্মার্ত্তধৃত দক্ষবচন) সত্যমায়তনং (কেনশ্রুতিঃ) দ্বিতীয় চতুর্থ এবং ষষ্ঠ ব্যাখ্যানে বিস্তার পাইবেন।

১০ উত্তরের প্রমাণ। শাস্ত্রই ক্রিয়ার নিয়ামক ইহার প্রমাণ। চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বার আশ্রমাঃ পৃথক্। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি (৯৩)। সেনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেবচ। সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি। ইতি (১০০) (দ্বাদশাধ্যায়ে মনু-বচন)। ১০ উত্তরে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে প্রমাণ। ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ। যথেষ্টাচরণস্যাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকং। উদরের পবিত্রতা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার নিমিত্ত যত্নের আবশ্যকতার প্রমাণ। মলে পরিণতে শস্যং শস্যে পরিণতে মলং। দ্রব্যশুদ্ধিং কথং দেবি মনঃশুদ্ধিং সমাচরেৎ। (তন্ত্রবচন)।

১১ উত্তরের প্রমাণ। শুচি দেশাদির প্রাশস্ত্যে প্রমাণ। কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ ইত্যাদি। (ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ)। শুচি দেশাদির বিশেষ আবশ্যকতার অভাবে প্রমাণ। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ (বেদান্তদর্শনের সূত্র) ৪।১।১১। যত্রৈবাস্য দিনে কালে বা মনসঃ সৌকর্য্যেণৈকাগ্রতা ভবতি তত্রৈবোপাসীত প্রাচী দিক্ পূর্ব্বাহ্ন প্রাচীপ্রবণাদিবৎ বিশেষশ্রবণাৎ। (ভাষ্য)।

১২ উত্তরের প্রমাণ। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকটে সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিরোচন অশুদ্ধস্বভাবপ্রযুক্ত উপদেশের ফল প্রাপ্ত হইলেন না, প্রমাণ স হ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচ আত্মৈবেহ মহয্য আত্মা পরিচর্য্য আত্মানমেবেহ মহয়ন্ আত্মানং পরিচরন্ উভৌ লোকাববাপ্নোতি ইমঞ্চামুঞ্চেতি। (ছান্দগ্য উপনিষৎ)। অথচ ইন্দ্র ক্রমশ কৃতার্থ হইলেন, প্রমাণ। অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরং স্বকৃতং কৃতাত্মা ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য) ইতি।

সহমরণ বিষয়

সং।। কাম্য কর্ম্মের নিন্দা বিষয়ে গীতার শ্লোক সকলের উত্তরে কয়েক পত্রীতে যাহা২ লেখেন তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রথমত দৃষ্টি করিবেন, যে শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্ব্বাক্য কথন যদি পুনঃ২ করিয়া থাকেন তবে তাঁহারাই সিদ্ধান্ত করিবেন যে গীতাদি শাস্ত্র বিচারকে গালিতে মিশ্রিত যে করে সে কি প্রকাব নীচ হয। শাস্ত্র সংক্রান্ত যে কিঞ্চিৎ তাহাতে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

বিপ্রনামার স্বাক্ষরিত যে পত্রী প্রথমে প্রকাশ হয তাহাতে আদৌ লিখেন। "গীতার মতে স্বর্গাদি ফলের কারণ যে সকল কর্ম্ম তাহার নিন্দা ও নিষেধ যদি লেখক স্থির করিয়া থাকেন, তবে ফলেতে আসক্ত লোক সকলের পারত্রিক মঙ্গল বিষয়ের উপায় কি স্থির করিয়াছেন"। উত্তর, বিপ্রনামা যদি একবারও গীতাশাস্ত্রেতে মনোযোগ করিতেন, তবে এ প্রশ্ন কদাপি করিতেন না, যেহেতু সকাম ব্যক্তির পারত্রিক বিষয় যেরূপ হয় তাহা গীতার নবমাধ্যায়ে ভগবান্ বিশেষরূপে লিখিয়াছেন। যথা।। "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং"।। অর্থাৎ স্বর্গাদি কামনাপূর্ব্বক যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদের গতাগতি নিবৃত্তি নাই, কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা কবেন তাঁহাবা পরমেশ্বরপ্রসাদাৎ কৃতার্থ হন, এবং স্মার্ত্তধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বচন। "অকামঃ সাত্ত্বিকো লোকো যৎ কিঞ্চিদ্বিনিবেদযেৎ। তেনৈব স্থানমাপ্নোতি যত্র গত্বা[২]ন শোচতে।। ধর্ম্মবাণিজিকা মূঢ়াঃ ফলকামা নরাধমাঃ। অর্চ্চয়ন্তি জগন্নাথং তে কামানাপ্নুবন্ত্যথ।। অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং"।। নিষ্কাম ব্যক্তি সাত্ত্বিক হয়েন তিনি যে কিঞ্চিৎ নিবেদন করেন তদ্দ্বারা সেই পদ প্রাপ্ত হন যাহার প্রাপ্তির পর দুঃখ না হয়। যাহারা ধর্ম্মকে বাণিজ্য করে তাহারা মূঢ় এবং যাহারা ফল কামনা করে তাহারা নরাধম, যেহেতু যদিও ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া ফলকে পায় কিন্তু ঐ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের সে ফল বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। বিপ্রনামা স্মার্ত্ত গ্রন্থেও মনোযোগ করিলে এ প্রশ্ন করিতেন না।

দ্বিতীয় লেখেন যে "সকাম কর্ম্মের নিন্দাবোধক কোন্ শ্লোক"।। উত্তর, ভগবদ্গীতার যে যে শ্লোক কর্ম্মাধিকারে আছে সে সকলি কামনার নিন্দাবোধক হয়, এ বিষয়ে যদি বিপ্রনামা মনোযোগপূর্ব্বক গীতা দেখিতেন তবে এ প্রশ্নও করিতেন না।।

তৃতীয় লেখেন যে ভগবদ্গীতাব যে কযেক শ্লোক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার অধিকারী সকামী কি নিষ্কামী।। উত্তব, ঐ শ্লোক সকলের বিষয় সেই সেই ব্যক্তি হন যাঁহাদের কর্ম্মেতে অধিকার আছে, কিন্তু সকাম কর্ম্ম কর্ত্তব্য কি নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ত্তব্য এই সংশয়ে ভগবান্ সকাম কর্ম্মের নিন্দাপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।।

চতুর্থ লিখেন, নিষ্কাম লোক অধিক কি সকাম লোক অধিক।। উত্তর, এ অদ্ভুত প্রশ্ন হয়, লোকেব যে ভাগ অধিক সেই ভাগ যদি উত্তমবূপে গণনীয় হয়, তবে স্ববৃত্তিস্থিত ব্রাহ্মণ হইতে এ ভারতবর্ষে স্ববৃত্তিত্যাগী ব্রাহ্মণ অত্যন্ত অধিক, এমতে স্ববৃত্তি ত্যাগ কি উত্তমরূপে গণিত হইবেক।।

পঞ্চম লিখেন, যে অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের কামনার কি প্রকাবে নিরাস হয়।। উত্তর, পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবৃত্তি দিলেই নিন্দিত কাম্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি ও [৩] তৎপরে সদ্গতি স্ত্রী

পুরুষ উভয়ের সমানরূপে হইতে পারে। (প্রমাণ ভগবদ্গীতা) "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং"।। এবং মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের কাম্য কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বরেব আরাধনা দ্বারা পরম গতি প্রাপ্তি হইয়াছে ইহা বেদ পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।।

ষষ্ঠ লিখেন। "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" এই গীতার শ্লোকের তাৎপর্য্য লেখক কি স্থির করিয়াছেন।। উত্তর, বিপ্রনামা কিঞ্চিৎ শ্রম করিয়া ঐ শ্লোকের পরার্ধে দৃষ্টি করিলেই তাৎপর্য্য জানিতে পারিতেন, যেহেতু ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধে লিখেন।। "যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্"।। অর্থাৎ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আপনি কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানী কর্ম্মসঙ্গীকে কর্ম্মে প্রাবর্ত্তক হইবেন, যেহেতু জ্ঞানীর নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও সেই প্রকার কর্ম্ম করিবেক, সুতরাং জ্ঞানীর কদাপি কাম্য কর্ম্মে অধিকার নাই তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেক। কর্ম্মসঙ্গীদের কি প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা ভূরি স্থানে ঐ গীতাতে লিখিয়াছেন। (কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন) তুমি কর্ম্ম করিতে পার কিন্তু কর্ম্মফলেতে তোমার অধিকার কদাপি নাই।। (যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।।) পরমেশ্বরের উদ্দেশ ব্যতিরেকে অর্থাৎ ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম দ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। এবং স্মার্ত্তধৃত ষষ্ঠ-স্কন্ধবচন।। "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণেঽপথ্যং বাঞ্ছতেঽপি ভিষক্তমঃ"।। আপনি জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অজ্ঞানকে সকাম কর্ম্ম করিতে উপদেশ করেন না, যেমন রোগী মনুষ্য কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না। এবং এই প্রমাণানুসারে স্মার্ত্ত [৪] ভট্টাচার্য্য ব্যবস্থা লিখেন, "পণ্ডিতেনাপি মূর্খঃ কাম্যে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ" পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খকে কাম্য কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করিবেন না। কি আশ্চর্য্য বিপ্রনামা রাগান্ধ হইয়া এই দেশপ্রসিদ্ধ গ্রন্থেও মনোযোগ করেন না।

সপ্তম লেখেন, সহমরণাদির সঙ্কল্পবাক্যে ফলের উল্লেখ না করিযা কাম্য কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম অন্য২ কর্ম্মের · : চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় কি না।। উত্তর, প্রথমত স্বামীর সহিত স্বর্গ-ভোগ কামনা ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাতে প্রবৃত্তি কদাপি হইতে পারে না, সুতরাং প্রবৃত্তির অভাবে শরীরদাহ ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়ত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্যতিরেকে আত্মার পীড়া দ্বারা অথবা অন্যের নাশের নিমিত্ত যে তপস্যা তাহাকে তামস করিয়া গীতাতে লেখেন, এবং ঐ তামস কর্ম্মকর্ত্তা অধোগতি প্রাপ্ত হয ইহাও ঐ ভগবদ্গীতাতেই লেখেন। "মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং"।। "জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ"।। অতএব বিপ্রনামা যদি বিশেষ মনোযোগ করিয়া গীতা দেখিতেন তবে এ প্রশ্নও করিতেন না। মিতাক্ষরাতে কাম্য কর্ম্মের দ্বারা জীবন নাশের নিষেধ শ্রুতিও বুঝি বিশেষরূপে দেখেন নাই। "তস্মাদু হ ন পুরায়ুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াৎ"। অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুঃ সত্ত্বে আয়ুর্ব্যয করিবেক না, অর্থাৎ মরিবেক না। এবং সহমরণাদি কাম্য কর্ম্ম সকল কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এরূপ ব্যবস্থা যদি বিপ্রনামা স্থির করিয়া থাকেন তবে বিপ্রনামা ইতঃপর ইহাও প্রবৃত্তি দিতে সমর্থ হইবেন, যে স্মার্ত্তধৃত নরসিংহপুরাণের বচন আছে যে "জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বহ্নিসাহসী। ভৃগু-প্রপাতী সৌখ্যন্তু রণে চৈবাতিনির্ম্মলং।। অনশনমৃতো যঃ স্যাৎ স গচ্ছেত্তু ত্রিপিষ্টপং"।। যে ব্যক্তি জলে প্রবেশ [৫] করিয়া মরে সে আনন্দনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয, সাহসপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যে মরে সে প্রমোদনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, পর্ব্বতাদি উচ্চদেশ হইতে পতনপূর্ব্বক যে মরে সে সৌখ্যনামক স্বর্গকে পায়, যুদ্ধপূর্ব্বক যে মরে তাহার অতি নির্ম্মলনাম স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, আহার ত্যাগপূর্ব্বক যে মরে সে ত্রিপিষ্টপনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। অতএব ইহাতে নির্ভর করিয়া বিপ্রনামা কহিবেন যে, সঙ্কল্প ত্যাগপূর্ব্বক এ সকল প্রকারে শরীর ত্যাগ করিলে

নিষ্কাম কর্ম্মের ন্যায় এই নানাবিধ আত্মহত্যাও চিত্তশুদ্ধির প্রতি কারণ হয়। এবং স্মার্ত্তধৃত এ বচনও পাঠ করিবেন "যঃ সর্ব্বপাপযুক্তোঽপি পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ। নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ"।। সকল পাপযুক্ত হইয়াও যে মনুষ্য নিয়মপূর্ব্বক পুণ্য তীর্থে প্রাণ-ত্যাগ করে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেক। ওই বচন পাঠানন্তর বিপ্রনামা এ প্রবৃত্তিও দিতে সমর্থ হইবেন যে কামনা ত্যাগ করিয়া তীর্থমরণে চিত্তশুদ্ধি হইবেক, কিন্তু বিপ্রনামার ইহাও অনুভব হইল না যে স্বর্গাদি কামনা না করিলে এ প্রকার আত্মহননরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। এবং এ প্রকার দুঃসাহস কর্ম্মে যে প্রবৃত্তি সে তামসী প্রবৃত্তি হয, যাহা গীতায ও উপনিষদে বারম্বার নিষিদ্ধ করিয়াছেন, এইরূপ বিপ্রনামা ভবিষ্যপুরাণোক্ত নরবলি প্রদানের প্রবৃত্তিও দিবেন, যে যদ্যপিও এ ক্রূর কর্ম্ম হয কিন্তু কামনা ত্যাগপূর্ব্বক করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবেক, এবং কালিকাপুরাণোক্ত এ মন্ত্রও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন। "নর ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপাস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ সর্ব্বরূপিণং বলিরূপিণং" এবং এরূপ বিচারে বিপ্রনামা প্রবর্ত্ত হইবেন যে পূর্ব্ব২ যুগে কি পণ্ডিত ছিলেন না এবং ইহার পর্ব্ব এই কলিকালেও কি পণ্ডিত ছিলেন না, দেখ নরবলি সত্যাদি যুগে হইয়া আসিয়াছে, জড় ভরত প্রভৃতির উপাখ্যান ইহার প্রমাণ হয এবং কলিতেও তন্ত্রানুসারে নরবলির প্রথা ছিল এবং এ কালেও দেশ[৬]বিশেষে হইতেছে, অতএব শাস্ত্রপ্রাপ্ত এবং পরম্পরা ব্যবহারসিদ্ধ নরবলি অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি কেহ কহে যে কামনাপূর্ব্বক কর্ম্ম গীতাদি শাস্ত্রমতে নিন্দিত হয, তবে বিপ্রনামা কহিবেন যে কামনা ত্যাগপূর্ব্বক নরবলি দান কেন না কর চিত্তশুদ্ধি হইয়া মুক্তি হইবেক। ধন্য২ বিপ্রনামা ধন্য অধ্যাপক।

অষ্টম লিখেন যে গীতায় যদি ভগবান্ কাম্য কর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন তবে যুধিষ্ঠিরাদি যে কাম্য কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার অনুকূল কিরূপে ছিলেন।। উত্তর বিধিনিষেধাত্মক ভগবানের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং অন্যকেও সেই আজ্ঞানুরূপ উপদেশ করা কর্ত্তব্য "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যমিত্যাদি" ইহাতে যদি বিপ্রনামা ভগবানের বিধিনিষেধবাক্যকে অতিক্রম করিয়া ভগবান্ যে২ কর্ম্ম করিতে অনুকূল ছিলেন তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে পান্ডব প্রভৃতির ন্যায় উদ্যুক্ত হইলেন, তবে ইহার পর অর্জুনের সাক্ষাৎ মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে অর্জ্জুন ভগবানের আনুকূল্য-তায় বিবাহ করিয়াছেন এই নিদর্শনে স্বশিষ্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের উপদেশও দিতে সমর্থ হইবেন, এবং পঞ্চ পান্ডবের এক কন্যা বিবাহ কৃষ্ণানুকূল্যে হইযাছে ইহাকেও বিধি জ্ঞান করিয়া ইহার নিদর্শন দেখাইযা তদনুরূপ ব্যবহারের অনুমতি দিতেও সমর্থ হইতে পারিবেন। অত-এব ইহা জিজ্ঞাস্য, যে এ প্রকারে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের উচ্ছেদের জন্যে শাস্ত্রের নামকে বিপ্রনামা কেন অবলম্বন করেন। ব্রহ্মাদি দেবতার ও অবতারদের কর্ম্মানুরূপ ক্রিয়া কর্ত্তব্য এই ব্যবস্থা বিপ্রনামা প্রস্তুত করিয়াছেন, অতএব তদনুসারে ব্যবহারে বুঝি শীঘ্র প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

মুগ্ধবোধছাত্র নামে দ্বিতীয় এক পৃথক্ পত্রী প্রকাশ হয় তাহাতে শাস্ত্রসংক্রান্ত যে কিঞ্চিৎ লেখেন তাহার প্রথম এই "গীতার যে কযেক শ্লোক সকাম কর্ম্ম নিন্দা বিষয়ে প্রকাশ হইয়াছে [৭] তাহার পর্ব্বাপর সমন্বয় না করিলে মীমাংসা হয না"।। উত্তর, এ স্থলে মুগ্ধবোধছাত্রের এই উচিত ছিল যে ভগবদ্গীতার যে যে শ্লোক প্রকাশ করা গিয়াছে তাহার কোন্২ শ্লোকের কিম্বা কোনো এক শ্লোকের পূর্ব্বাপর অর্থের সহিত বিরোধ হয ইহা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ সাধ্য ছিল না, বরঞ্চ মুগ্ধবোধছাত্র অদ্যাবধি এক বর্ষ শ্রমেতেও যদি তাঁহার আশঙ্কার সম্ভাবনা আমাদের লিখিত গীতার কোনো শ্লোকে দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহার বাক্য বিচারের যোগ্য হইতে পারে। গীতার শ্লোকের পূর্ব্বাপর সমন্বয় বিরোধ দর্শাইতে অসমর্থ হইযা লিখেন, যে ভগবান্ ও তাঁহার অংশাবতার অর্জুন ও তাঁহার সমকালীন অনুগত ব্যক্তিরা যে যে ক্রিয়া করিয়াছেন সেইরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও তদনুসারে গীতার অর্থ করিতে হইবেক। ইহার উত্তর, পূর্ব্বপত্রীর উত্তরে লিখা গিযাছে, অর্থাৎ বিপ্রনামা ও মুগ্ধবোধছাত্র

এইক্ষণে আপনাদের তাবৎ কর্ম্ম ভগবানের ও অর্জ্জুনের ও তাঁহাদের সমকালীন লোকের ক্রিয়ার ন্যায় বুঝি সম্পাদন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, এবং অন্যকেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিবেন। অর্থাৎ গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বারা যে বিধি নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অর্জ্জুন প্রভৃতির ক্রিয়ার সহিত ঐক্য হইলেই মান্য হইবেক, কিন্তু মুগ্ধবোধছাত্রের এরূপ ব্যবস্থা সর্ব্ব-ধর্ম্মের নাশের কারণ হয়, যেহেতু অস্ত্রত্যাগীর প্রতি অস্ত্রাঘাত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে কিন্তু গীতা শ্রবণানন্তর অস্ত্রত্যাগী ভীষ্মকে অর্জ্জুন অস্ত্রাঘাত করিযাছেন। এবং সাত্যকি ও ভূরি-শ্রবা উভয়ের দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া ভূরিশ্রবার হস্তচ্ছেদ করিয়াছেন। এবং পাণ্ডবদের গুরু দ্রোণাচার্য্যকে কৃষ্ণানুকূল্যে মিথ্যা কথা কহিযা নষ্ট করিয়াছেন, মুগ্ধবোধছাত্র বুঝি এই প্রকার গুরুবধাদি কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হইবেন, এবং স্বশিষ্যকেও এই সকল নিদর্শন দেখাইয়া প্রবর্ত্ত করাইবেন, যে পাণ্ডবেরা [৮] মিথ্যা কহিযা গুরু বধ করিযাছেন অতএব মিথ্যা কহিয়া গুরুহত্যা করিতে পাবে। এই ব্যবস্থা দিয়া মুগ্ধবোধছাত্র সকল ধর্ম্ম নাশ করিতেছেন কি না তাহা মুগ্ধবোধছাত্রদের অধ্যাপক বিবেচনা করিবেন। এবং মাদ্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সহমরণ দেখাইযা মুগ্ধবোধছাত্র আধুনিক স্ত্রীসকলকে সহমরণে প্রবৃত্তি দিতেছেন, তবে বুঝি মুগ্ধবোধছাত্র সূর্য্যাদি দ্বারা মাদ্রীর ও কুন্তীর পুত্রোৎপত্তি নিদর্শন দেখাইয়া অন্য কোন পরাক্রমী ব্যক্তি দ্বারা স্ববর্গের আধুনিক স্ত্রীলোকেরও পুত্রোৎপত্তি করাতে প্রবৃত্তি দিবেন। কি আশ্চর্য্য মুগ্ধবোধছাত্র ও তাঁহারদিগের অধ্যাপক কিঞ্চিৎ লাভার্থী হইয়া ধর্ম্ম লোপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সংকল্প পরিত্যাগ করিযা সহমরণের প্রবৃত্তি বিষয লিখিয়া-ছেন ইহার উত্তর, প্রথম পত্রের উত্তরে ৪ পৃষ্ঠায ৬ পংক্তি অবধি বিবরণপূর্ব্বক লেখা গিয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিবেন।

শেষে লিখেন যে তন্ত্রবচনানুসারে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অনুচিত এবং মনুষ্যের গোমাংস ভোজন কর্ত্তব্য এবং বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উচিত, এ সকল বিষয়ের অনুমতির নিমিত্ত রাজদ্বারে আবেদন করা যায। উত্তর ঐ সকল তন্ত্রবচনের যদি বেদ ও মানবাদি স্মৃতির সহিত এক-বাক্যতায় মুগ্ধবোধছাত্রের বিশ্বাস হইযা থাকে ও নিবন্ধকারদের মীমাংসাসম্মত হয এরূপ তাঁহার নিশ্চয় হইয়া থাকে, তবে তিনি অগ্রে অবাধেই এ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ওই বচন সকলের অনৈক্য জানেন ও সংগ্রহকারের মীমাংসাসিদ্ধ নহে ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি মুগ্ধবোধছাত্র যে উপদেশ দিতেছেন সে ব্যর্থ শ্রম। যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা।। এক প্রকার আত্মাকে অন্য প্রকার করিয়া যে প্রতিপন্ন করে সে আত্মাপহারী চোর কি২ অধর্ম্ম না করিলেন, [৯] অর্থাৎ অতিপাতক মহাপাতক উপপাতক সকল পাপ সে করিলেক, অতএব এ প্রকার পাতকী যে ব্যক্তি সে দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক ও অন্যকে প্রবর্ত্ত করিবেক ইহাতে আশ্চর্য্য কি। ইতি

তৃতীয় পত্রে লিখেন যে, শাস্ত্রদ্বারা অনিষিদ্ধ এবং অন্তঃকরণের তুষ্টিজনক যে যে কর্ম্ম পিতৃপিতামহাদি করিয়াছেন তাহা কর্ত্তব্য অতএব বিধবার সহমরণ উত্তম ধর্ম্ম হয। উত্তর, সহমরণাদিরূপ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা ও নিষেধে ভূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদ্গীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে, এবং এই প্রত্যুত্তর প্রবন্ধের ৪ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তি অবধি দৃষ্টি করিবেন যে সকাম কর্ম্মকর্ত্তা মূঢ় ও নরাধম শব্দবাচ্য হয় এবং এস্থানেও পুনরায় কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, যথা ভাগবতে।। "এবং ব্যবসিতং কেচিদ-বিজ্ঞায কুবুদ্ধয়ঃ। ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি"।। মোক্ষেতে যে বেদের তাৎপর্য্য তাহা না জানিয়া কুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল ফলশ্রুতিকে উত্তম কহে কিন্তু যথার্থ বেদবেত্তার ইহা কহেন না। এই সকল শাস্ত্রকে তুচ্ছ করিযা স্ত্রীদাহরূপ সহমরণেতে উৎসুক যে হয় সে কি প্রকার নিষ্ঠুর ও ছলগ্রাহী তাহা বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা করিবেন। এ কি অজ্ঞানত

স্ত্রীবধের প্রাবর্ত্তক যে ব্যক্তি সে বন্দনীয় হইতে চায় আর তাহার নিবর্ত্তককে নিন্দনীয় জানায়।

দ্বিতীয় লেখেন যে মনুকথিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ সহমরণ নহে। উত্তর, অজ্ঞানে যে আবৃত তাহাকে পথ প্রদর্শন ব্যর্থই হয়। সহমরণ যে মনুকথিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তদ্বিষয়ে যে২ প্রমাণ দর্পণে প্রকাশ হইয়াছিল তাহার এক বাক্যের উত্তরে সমর্থ না হইয়া কেবল অধ্যবসায়পূর্ব্বক লিখেন, যে সহমরণ মনুকথিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে। অতএব দয়া করিয়া পুনশ্চ লিখি, যে২ স্থলে বিরুদ্ধ ক্রিয়াদ্বয়ের সম্ভাবনা হয় সে স্থলে শাস্ত্রেতে আমরণান্ত এক ক্রিয়ার অনুজ্ঞা থাকিলেই [১০] সুতরাং অন্য ক্রিয়া বাধিতা হয়, যেমন যাবজ্জীবন গৃহে স্থিতি ও বিদেশ গমন এ দুই ক্রিয়ার সম্ভাবনাতে কর্ত্তা আজ্ঞা দিলেন যে তুমি আমরণান্ত গৃহে থাক, তখন সুতরাং সে ব্যক্তির বিদেশ গমন অবশ্যই বাধিত হইল। চক্ষুর্মুদ্রিত হইয়া শাস্ত্রদৃষ্টি থাকিতেও কেনো কূপে পতিত হও এবং অন্যকে নিপাত কর।

তৃতীয় লেখেন যে নির্ণয়সিন্ধুধৃত সহমরণবিধায়ক মনুবচন অগ্রাহ্য নহে। উত্তর, নির্ণয়-সিন্ধু আধুনিক কিম্বা প্রাচীন গ্রন্থ হইবেক, তাহাতে প্রথম কোটি, অর্থাৎ আধুনিক হইলে, সুতরাং অপ্রমাণ, বুঝি স্ত্রীবধেচ্ছু কোন ব্যক্তি কল্পিত বচন লিখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, দ্বিতীয় কোটি, অর্থাৎ যদি সে গ্রন্থ প্রাচীন হয় এবং তাহাতে এ প্রকার মনু নাম উল্লেখপূর্ব্বক বচন যদি পূর্ব্বাবধি থাকিত, তবে মিতাক্ষরাকার সহমরণ প্রকরণে নির্ণযসিন্ধুধৃত ঐ মনুবচনানুসারে সহমরণের উত্তমতা অবশ্য লিখিতেন, এবং কুল্লূক ভট্ট মনুর বিবরণে বিধবার ধর্ম্মকথনের প্রস্তাবে অবশ্য ঐ বচনের ব্যাখ্যা করিতেন, এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য আপন গ্রন্থে প্রাচীন নির্ণয়সিন্ধুর উল্লেখ করেন কিন্তু সহমরণ প্রকরণে এ বচনের উল্লেখ কদাপি করেন নাই, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয যে এ অশ্রুত অদৃশ্য বচন রচনা করিয়া নবীন কোন স্ত্রীবধেচ্ছু ব্যক্তি প্রাচীন নির্ণয়সিন্ধুতে অর্পণ করিযা থাকিবেন।

চতুর্থ লিখেন যে সহমরণবিধায়ক ঋগ্বেদমন্ত্র আছে।। উত্তর, "ইমা নারীরবিধবা" ইত্যাদি মন্ত্রে সহমরণের বিধি নাই, সে কেবল পুরোবর্ত্তী নারীদের অগ্নিক্রিয়াবাদ মাত্র, কিন্তু কামনা-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগের নিষেধে উত্তরকাণ্ডীয় শ্রুতি আছে, এবং কামনার নিন্দায় ভূরি শ্রুতি রহিয়াছে, যাহার দ্বারাই ওই মন্ত্র সর্ব্বথা বাধিত হইয়াছে এবং বেদবাদে যাঁহারা আবৃত তাঁহাকে ভগবদ্গীতাতে মূঢ় কহিয়াছেন। "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ [১১] নান্যদস্তীতি বাদিনঃ"।। ইহার অর্থ পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়াছে মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন।

পঞ্চম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেন, যে ওই কামনাপূর্ব্বক শরীর ত্যাগের নিষেধশ্রুতি ও কাম্য কর্ম্মনিন্দাপ্রদর্শক গীতাদির শ্লোক কোনো এক পুরাণের বচন দ্বারা সাধিত হইবেক। উত্তর, এরূপ অযোগ্য বাক্য কেহ কদাপি বুঝি শুনেন নাই, পুরাণবচন অপেক্ষা প্রসিদ্ধ যে হারীতের বচন "নান্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ"।। অর্থাৎ সহমরণ ব্যতিরেকে বিধবার অন্য ধর্ম্ম নাই, ইহার ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন, "ইদন্তু সহমরণস্তুত্যর্থং"। এ বচন সহমরণের স্তুতি মাত্র। মুগ্ধবোধছাত্রের মতে যদি উত্তরকাণ্ডীয় শ্রুতি ও ভগবদ্গীতাদি শাস্ত্র অর্থবাদমন্ত্র কিম্বা বচনের দ্বারা বাধিত হইযা থাকে, আর ঐ হারীতের কিম্বা পুরাণের বচন-মাত্র প্রমাণ হয, অর্থাৎ সহমরণ ব্যতিরেকে বিধবার অন্য ধর্ম্ম নাই তবে গৃহস্থিতা যে সকল বিধবা সহমৃতা না হইয়াছেন সে সকল বিধবাকে মুগ্ধবোধছাত্র কি কহিবেন, অবশ্য সেই২ বিধবাকে ধর্ম্মত্যাগিনী কহিতে হইবেক এরূপে মুগ্ধবোধছাত্র সকল ঘরেই উত্তম দক্ষিণা পাইবেন। কি আশ্চর্য্য শাস্ত্রের অন্যথা করিয়া আপন কুমত রক্ষার নিমিত্ত তাবৎ বিধবাকে ধর্ম্মত্যাগিনী কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, স্ত্রীবধরূপ অতিপাতকে প্রবর্ত্ত হইলে এইরূপ প্রবৃত্তিই ঘটিয়া থাকে ইতি। (শকাব্দাঃ ১৭৫১)

ক্ষুদ্র পত্রী

(বিতরণার্থ মুদ্রিত)

ওঁ তৎ সৎ

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—

—×—

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং। ১।

কঠবল্লীশ্রুতিঃ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।। ১।।

ভগবান্ হস্তামলকেব কারিকা।

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোপি তদ্বৎ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা।। ১।।

ষট্‌পদী।

বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং ভজ পরমেশং তূর্ণং। ১।
হিত্বাকারং হৃদয়বিকারং মায়াময়মত্যং।
আশ্রয় সততং সত্তাবিততং নিরবদ্যং তৎ সত্যং। ২।
বেদৈর্গীতং প্রত্যগতীতং পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং জগদালোকং সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং। ৩।
গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং বিরহিতবর্ণং গৃহ্নাদহস্তমপীনং। ৪।
ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং।
বিততবিকাসং জগদারাসং সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং। ৫।
যস্য বিবর্ত্তং বিশ্বাবর্ত্তং বদতি শ্রুতিরবিরামং।
নাস্বস্থূলং জগতো মূলং শাশ্বতমীশমকামং। ৬।

দ্বিতীয় ষট্পদী।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং। পূর্ণমনাদিচরাচরগেহং।১।
চিন্তয় মূঢ়মতে পরমেশং। স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং।২।
ভবতি যতো জগতোহস্য বিকাশঃ। স্থিতিরপি ভবতি যতোহস্য বিনাশঃ।৩
দিনকরশশিশিরকরাবতিযাতঃ। যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।৪।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ। ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ।৫।
যো ন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং। জগতি পরং শরণং শরণানাং।৬।

বেদের মন্ত্র এবং ভাষ্যের কারিকা ও পরমার্থ বিষয়ের ষট্পদী গীতি যাহা মনোরম ছন্দে এবং সুলভ শব্দে আছে তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখা গেল সুশ্রাব্য জানিয়া পাঠ করিলেও অর্থাবগতি হইয়া কৃতার্থ হওনের সম্ভাবনা আছে। ইতি—

গৌড়ীয় ব্যাকরণ

GRAMMAR
OF
THE BENGALI LANGUAGE

গৌড়ীয় ব্যাকরণ

তদ্ভাষা বিরচিত

শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়দ্বারা পাণ্ডুলিপি

ও

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিদ্বারা

এবং

তন্মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

১৮৩৩।

CALCUTTA

PRINTED AT THE SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS: AND SOLD AT ITS DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD,

1833.

ভূমিকা

সর্ব্বদেশীয় ভাষাতে এক২ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্দ্বারা তত্তদ্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা পূর্ব্বক কথনে শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও লিখনে সম্যক্ রূপে রীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালকদিগ্যের আপন ভাষা ব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষা ব্যাকরণ শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পরিশ্রমে সম্ভবে তাহা জানিলে অন্য২ ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে। এ কারণ স্কুলবুক্ সোসাইটির অভিপ্রায়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় ঐ গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ তদ্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু তাঁহার ইংলণ্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন পুনর্দৃষ্টিরও সাবকাশ হয় নাই, পরে যাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ ও বিবেচনার ভার স্কুলবুক সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ কবিয়াছিলেন তেঁহ যত্ন পূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিলেন ইতি।

গৌড়ীয়ভাষা ব্যাকরণ

প্রথম অধ্যায়।

১ প্রকরণ।

সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে; এ নিমিত্তে এক২ অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক২ বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন।* যেমন ভিন্ন২ বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আম্র, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন ২ ধ্বনিকে গৌড় দেশে নিরূপণ করেন, সেই রূপ ভিন্ন ২ ব্যক্তি সকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন; সেই ২ ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই ২ ধ্বনি হইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।

[২] দূর স্থিত ব্যক্তির নিকটে শব্দ যাইতে পারে না, এ কারণ লিপিতে অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন, যাহার সঙ্কেত জ্ঞান হইলে কি নিকটস্থ কি দূরস্থ ব্যক্তিরা অক্ষর দর্শনদ্বারা বিশেষ২ শব্দের উপলব্ধি করিতে পারেন, ও শব্দ জ্ঞানদ্বারা-সেই ২ শব্দের বিশেষ ২ অর্থ জ্ঞান হয়। ঐ শব্দ ও ঐ অক্ষর নানাদেশে সঙ্কেতের প্রভেদে নানা প্রকার হয়, সুতরাং তাহাকে সেই দেশীয়ভাষা ও সেই ২ দেশীয় অক্ষর কহা যায়। সেই সকল ভিন্ন২ দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই২ দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।

বৈয়াকরণেরা শব্দকে বর্ণের দ্বারা বিভক্ত করেন, সেই প্রত্যেক বর্ণ শব্দের আমূল হয়। এক বর্ণ কিম্বা বহু বর্ণ একত্র হইয়া যখন কোন এক অর্থকে কহে, তখন তাহাকে পদ কহা যায়। পদ সকল পরস্পর অন্বিত হইয়া অভিপ্রেত অর্থকে যখন কহে, তখন সেই সমুদায়কে বাক্য কহি;* অতএব বর্ণ ও পদ ও বাক্য ব্যাকরণের বিষয় হইয়াছেন।

ব্যাকরণের প্রথম অংশ উচ্চারণশুদ্ধি এবং লিপিশুদ্ধির জ্ঞান জন্মায়।

[৩] ব্যাকরণের দ্বিতীয় অংশের দ্বারা প্রত্যেক পদ কোন প্রকরণীয় হয় ও ন্যূনাধিক্যের দ্বারা কি রূপে অর্থের বিপর্য্যয় হয় ইহার বোধ জন্মে, ঐ অংশকে পদন্যাস শব্দে কহি; যেমন আমি আমাকে আমার, ইহা সুবন্ত প্রকরণীয় হয়। এবং ন্যূনাধিক্যের দ্বারা কর্ত্তার

* স্ব২ অভিপ্রায়কে অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কিম্বা অন্য চিহ্নের দ্বারাতেও জানাইয়া থাকেন।

* বাক্যে পদ সকলের কখন উচ্চারণ হইয়া থাকে, যেমন "তুমি যাও;" কখন বা কোন পদের অধ্যাহার হয়, যেমন "যাও," অর্থাৎ তুমি যাও। অন্য শব্দ উদ্বোধক হইলে কখন সম্পূর্ণ বাক্যের অধ্যাহার হয়, যেমন "আহার করিয়াছ," ইহা জিজ্ঞাসিলে, "হাঁ," এই উত্তর "আহার করিয়াছি" এই বাক্যের উদ্বোধক হয়।

কর্ম্মের সম্বন্ধের বোধ জন্মাইতেছে। দিলাম দিলে দিলেক ইহা আখ্যাত প্রকরণীয় হয়; এবং বর্ণ ন্যূনাধিক্যের দ্বারা প্রথম পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ তৃতীয় পুরুষ ইহার উপলব্ধি হয়।
ব্যাকরণের তৃতীয় অংশ কি রূপে পদ সকলের বিন্যাসের দ্বারা অন্বয়বোধ হয় তাহা দর্শায়।
ব্যাকরণের চতুর্থ অংশের দ্বারা কি রূপে গুরু লঘু মাত্রা উপলক্ষিত হইয়া পদবিন্যাসে অন্বয়বোধ হয় ইহা বিদিত করায়।

২ প্রকরণ।

উচ্চারণশুদ্ধি এবং লিপিশুদ্ধি প্রকরণ।

কিম্বা ইকার ইত্যাদি স্বব ব্যতিরেকে উচ্চারণ হয না।

অক্ষব দুই প্রকার হয, ব্যঞ্জন অর্থাৎ হল্ কিম্বা স্বর। অন্য অক্ষরেব সহাযতা ব্যতিরেকে যাহা স্বয়ং উচ্চারিত হয় না তাহাকে হল্ কহি। যেমন ক, খ, ইত্যাদি ইহাব ক্রোড়স্থ অকার
যাহা স্বযং উচ্চাবিত হয়, এবং ব্যঞ্জনেব সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে উচ্চারণ যোগ্য করে তাহাকেই স্বব কহা যায, যেমন অ, আ, ইত্যাদি।
[৪] গৌডীযেবা সংস্কৃত ব্যাকবণানুসাবে তাঁহাদেব অক্ষব সকলকে ৩৪ হলে এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহাব মধ্যে অনেক অক্ষব গৌড়ীয ভাষাতে উচ্চাবণে আইসে না, কেবল সংস্কৃত পদের ব্যবহার ভাষায় যখন করেন, তখন ঐ সকল অক্ষরকে লিখিবার প্রয়োজন হয়।

হলবর্ণ।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম।
য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ।

স্বরবর্ণ।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ।

ণ য় ব য ঋ ৠ ঌ ৡ অং অঃ এই কয অক্ষর সংস্কৃত পদ ব্যতিবেকে গৌডীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না।

প্রথম বর্গ। ক খ গ ঘ ঙ, এবং অ আ এ ঐ ও ঔ হ এই কয অক্ষরের উচ্চারণ কণ্ঠ হইতে হয়।

দ্বিতীব বর্গ। চ ছ জ ঝ ঞ, এ য শ ই ঈ ইহার উচ্চারণ তালু হইতে হয়।

তৃতীয় বর্গ। ট ঠ ড ঢ ণ, এবং ব ষ ঋ ৠ এ সকল বর্ণ মূর্ধন্য হয।

চতুর্থ বর্গ। ত থ দ ধ ন। এবং ল স ব ঌ ৡ এ কয় বর্ণ দন্ত হইতে উচ্চারিত হয়।

[৫] পঞ্চম বর্গ। প ফ ব ভ ম, এবং উ ঊ ইহার উচ্চারণ ওষ্ঠ হইতে হয়।

---

৩ প্রকরণ।

প্রতি বর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অক্ষর প্রথম এবং তৃতীয়ের তুল্য হইয়া তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কাঠিন্য পূর্ব্বক উচ্চারিত হয়, যেমন ক ও খ উভয় প্রায় তুল্য উচ্চারণ রাখে, সেই রূপ গ ও ঘ, চ ও ছ, জ ও ঝ, ইত্যাদি জানিবে। ঙ সানুনাসিক ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, কিন্তু যখন অন্য বর্ণের পূর্ব্বে সংযুক্ত হয় তখন সানুনাসিক আকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়, যেমন লঙ্কা। ঞ সানুনাসিক ইকারের প্রায় উচ্চারিত হয়, আর বিন্দু অনুস্বারের চিহ্ন হয়, কিন্তু স্বরবর্ণ বিনা শেষে অনুস্বার কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না, যেমন রাম বামং গুরু গুরুং।

ঃঅধ ঊর্দ্ধস্থিত দুই বিন্দু বিসর্গের চিহ্ন হয়, বিসর্গও বিনা স্বরবর্ণ প্রাপ্ত হয় না; যে শব্দে অনুস্বার ও বিসর্গ থাকে তাহাকে অবশ্যই সংস্কৃত জানিবে।

নিয়মের অতিক্রম।

দন্ত্য সকারের স্থানে ছ লিখে এবং উচ্চারণ করে, যেমন মোসলমান তাহার স্থানে মোছলমান।

ঞ যখন চ ছ জ ঝযের পূর্ব্বে আইসে, তখন নকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন চঞ্চল, ঝঞ্ঝা, পিঞ্জর, বাঞ্ছা, কিন্তু যখন [৬] জযের নীচে সংযুক্ত হয় তখন যকারযুক্ত সানুনাসিক গয়ের ন্যায় প্রায় উচ্চারিত হয়, যেমন জ্ঞ; আর যখন চ শ ইহার পরে আইসে তখন কঠিন সানুনাসিক গকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যাচ্ঞা ইত্যাদি।

ড অতি গুরুতর রেফের ন্যায় ও ঢ অত্যন্ত গুরুতর রেফের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন বড় খাড়া দৃঢ় গাঢ়; কিন্তু কেবল শব্দের প্রথমে আর অন্য বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে স্বীয় ২ উচ্চারণ ত্যাগ করে না, যেমন ডাল ঢাল গণ্ডূলিকা উড্ড।

ভাষাতে ণ ও ন এ দুইয়ের সমান উচ্চারণ। ম যখন সংযোগের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বর্ণ হয়, তখন প্রায় আপন উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বর্ণকে সানুনাসিক করে, যেমন স্মৃতি লক্ষ্মী; বস্তুত গৌড়ীয় ভাষার উচ্চারণগত বহু দোষের মধ্যে এ এক প্রধান দোষ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

অন্ত্যস্থ যকার পদের আদি থাকিলে বর্গীয় জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন যমুনা; রকারের সহিত হইলে কঠিন জকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়, যেমন ন্যায্য, ধৈর্য্য; কিন্তু অন্য ২ স্থানে প্রায় পূর্ব্ব অক্ষরকে দ্বিত্বের ন্যায় উচ্চারিত করে, যেমন বাক্য, পদ্য। অন্ত্যস্থ ব ও বর্গীয় ব দুইয়ের লিখনে একই আকার এবং উচ্চারণেও এক প্রকার হয়, কিন্তু অন্য বর্ণের পরে সংযুক্ত থাকিলে প্রায় দন্ত্য উচ্চারণ হইয়া থাকে, যেমন স্বার; কিন্তু র গ ম ইহার পরে থাকিলে ওষ্ঠ্য [৭] উচ্চারিত হয়। বিশেষ এই, যে রেফের যোগে দ্বির্ভাব হইয়া থাকে, যেমন বর্ব্বর, স্রব্বী, অম্বা।

শ ষ স এই তিন বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃতে তিন পৃথক্ স্থানে হয়, অর্থাৎ তালু মূর্দ্ধা দন্ত, কিন্ত গৌড়ীয় ভাষাতে প্রায়ই তিনের এক উচ্চারণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তিনকে তালু হইতে উচ্চারণ করিয়া থাকে; যেমন শব্দ, ষষ্ঠ, সেবক। এ স্থলে ইহা জানা কর্ত্তব্য, যে অতি অল্প শব্দ আছে যাহার প্রথমে মূর্দ্ধন্য ষ হয়, আর তালব্য শ যখন র ঋ ন এ তিনের প্রথমে সংযুক্ত হয় তখন দন্ত্য রূপে উচ্চারিত হয়, যেমন শ্রদ্ধা, শৃগাল, প্রশ্ন; সেই রূপে দন্ত্য সকার ও ত থ ন র ঋ ইহার প্রথমে সংযুক্ত হইলে আপনার দন্ত্য উচ্চারণ রাখিবে, যেমন স্তব, স্থান, স্নান, স্রক্, সৃষ্টি; আর প অক্ষরের পরে সংযুক্ত হইলেও ঐ রূপ দন্ত্য উচ্চারণ হয়, যেমন লিপ্সা, ইত্যাদি।

ক্ষ বস্তুত ক ষ এই দুই অক্ষরের সংযোগাধীন নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে খ ষ এই দুইয়ের সংযোগের ন্যায় উচ্চারণ হয়।

ঌ ৡ এ দুই স্বর ভাষাতে যেমন ই ঈ যুক্ত লকারের উচ্চারণ রাখে, সেই রূপ ঋ ৠ ইহাও ই ঈ যুক্ত রেফের ন্যায় উচ্চারণ করে; অতএব গৌড়ীয় ভাষায় এ দুই স্বরের কোন প্রয়োজন রাখে না, কেবল ঐ দুই স্বরে সংযুক্ত সংস্কৃত শব্দ সকলকে শুদ্ধ লিখিবার নিমিত্তে ইহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

[৮] ৪ প্রকরণ।

অক্ষর সকলের সংযোগ বিধান।

যখন স্বর সকল হলের পরে এরূপে সংযুক্ত হয় যাহাতে সকৃৎ অবঘাতে দুইয়ের উচ্চারণ হইয়া থাকে, তখন ঐ সকল স্বরের লিপিগত বৈলক্ষণ্য হয়, কেবল বিসর্গ, অনুস্বার ও ঌ ৡ এই চারি বর্ণের আকারের অন্যথা হয় না। আকার যখন হলের পরে আইসে তখন তাহার কোন চিহ্ন থাকে না, যেমন কর; যদ্যপিও বস্তুত চারি অক্ষর অর্থাৎ ক, অ, র, অ হইয়াছে, কিন্তু লিপিতে দুই অক্ষর অর্থাৎ ক র মাত্র আইসে।

কেবল স্বর	হলের অন্ত স্বর
আ	কা
ই	কি
ঈ	কী
উ	কু
ঊ	কূ
ঋ	কৃ
ৠ	কৄ
এ	কে
ঐ	কৈ
ও	কো
ঔ	কৌ

কোন২ যুক্ত অক্ষর পূর্ব্বলিখিত রীতির অন্য প্রকার লিখিত হয়, তাহার উদাহরণ, প্রথমত হল্ ও স্বরের সংযোগ।

[৯] যেমন গু, গু, শু, রু, রু, রূ, শূ, হু, হূ ইত্যাদি। দ্বিতীয় হলবর্ণের পরস্পর সংযোগের সামান্য রীতি। য অন্য হলবর্ণের অন্তে সংযুক্ত হইলে "্য" এই প্রকার রূপ হয়, যথা ক্য, খ্য, ইত্যাদি; আর রেফের "্র" এই রূপ আকার হয়, যেমন ক্র, খ্র, ইত্যাদি। যখন ঐ রেফ হল বর্ণের উপরে সংযুক্ত হয় তখন তাহাকে "র্" এই প্রকারে লেখা যায়, যেমন র্ক। ন, ম, ল, ব, এবং প্রায় তাবৎ হল বর্ণ যখন অন্য হল বর্ণের অন্তে সংযুক্ত হয় তখন কেবল তাহার মাত্রা থাকে না, যেমন ক্ন, ক্ম, ক্ল, ক্ব। আর পরে লিখা যাইতেছে যে সকল সংযুক্ত

হল বর্ণ তাহার লিখনের কোন বিশেষ বিধান নাই, যেমন ক, ত, সংযোগে ক্ত; ক, র, সংযোগে ক্র; গ, ধ, গ্ধ; ঙ, ক, ঙ্ক; ঙ, গ, ঙ্গ; ঞ, চ, ঞ্চ; জ, ঞ, জ্ঞ; ঞ, জ, ঞ্জ; ট, ট, ট্ট; ণ, ড, ণ্ড; ত, ত, ত্ত; ত, থ, ত্থ; ত, ত, র, ত্ত্র; ত, য, ত্য; ত, র, ত্র; দ, ধ, দ্ধ; ন, থ, ন্থ; ন, ধ, ন্ধ; ভ, র, ভ্র; ব, দ, ব্দ; ষ, ণ, ষ্ণ; স, থ, স্থ; হ, ম, হ্ম।

এই সকল সংযুক্ত হলবর্ণ যাহার রূপ পূর্ব্বে লিখা গেল লেখকেব ইচ্ছা মতে অবিকল তাহা লিখিলেও হয়, অথবা আপন ২ স্বরূপের অবিনাশে অক্ষর দ্বয়ের সংযোগ করিলেও হয়, যেমন ঙক, ঙগ, ইত্যাদি। আর যে স্থলে তকারে স্বরের সংযোগ না থাকে সে স্থলে তকারকে "ৎ" এই প্রকার লেখা যায়, যেমন দীব্যৎ। পত্রাদির উপরিভাগে (৭) এই সপ্ত সংখ্যার অঙ্ক যাহাব দ্বাবা [১০] শুন্ডাকাব সাদৃশ্যে গণেশকে বোধ হয়, বিঘ্ন নাশের নিমিত্ত তাহাকে কেহ ২ লিখিযা থাকেন। "ঁ" ইহার নাম বৈযাকবণেরা চন্দ্রবিন্দু কহেন, এবং ইহাব যোগ যে অক্ষরেব উপবে থাকে তাহার উচ্চারণ সানুনাসিক হয়, যেমন বাঁশ; আর অন্য অক্ষরের যোগ ব্যতিরেকে লিখিলে মৃত ব্যক্তিকে বুঝায়।

যে হল বর্ণের পরে কোন স্বর সংযোগ না থাকে তাহার নীচে "্" এই প্রকার চিহ্ন দিয়া থাকেন, যেমন স্রক্, শাক, কিন্তু এ নিযম লিপিকালে সর্ব্বদা বহে না। অকাবান্ত তাবৎ সংস্কৃত শব্দ যাহাব উপান্তে হল্ সংযুক্ত হয়, সেই সকল শব্দকে গৌড়ীয় ভাষায় যখন ব্যবহার কবা যায তখন অকারান্ত উচ্চাবণ কবিয়া থাকেন, যেমন কৃষ্ণ, হট্ট, রুদ্র, শব্দ, ইত্যাদি। সেইরূপ গৌড়ীয ভাষায অকাবান্ত বিশেষণ শব্দ অকাবান্ত উচ্চাবণ হয, যেমন ছোট, খাট; এতদ্ভিন্ন যাবৎ অকাবান্ত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট্, পট্, রাম্, রামদাস্, উত্তম্, সুন্দর্, ইত্যাদি।

দুই স্ববেব অথবা দুই হলের সংযোগে সংস্কৃত ভাষায উচ্চাবণান্তর হয, যেমন মুব, অরি, মুরাবি; পবম, ঈশ্বব, পরমেশ্বর; তৎ, টীকা, তট্টীকা, ইত্যাদি। এ সকল জানিবার রীতি সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণে আছে, এবং ভাষায় সেই রীতিক্রমে ওই শব্দ সকল ব্যবহার্য্য হইযাছে; অতএব সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণ ভাষায উপস্থিতি করিলে, তাবৎ গুণদাযক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কাবণ হয এ কাবণ তাহা এ স্থলে লিখা গেল না।

[১১] দ্বিতীয অধ্যায।

১ প্রকরণ।

পদবিধান।

তাবৎ শব্দ প্রথমত এই দুই প্রকাবে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ প্রাধান্যরূপে জ্ঞানের বিষয হয তাহাকে বিশেষ্য কহে; যেমন, রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর, ইত্যাদি স্থলে রামেব জ্ঞান প্রাধান্য রূপে হয, এ নিমিত্তে রাম বিশেষ্য। আর যাহার অর্থ অপ্রাধান্য রূপে বুদ্ধির বিষয হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর ইত্যাদি স্থলে যাইতেছেন ও সুন্দর এ দুই শব্দের অর্থ রাম শব্দের অর্থেতে অনুগত হয়, এ কারণ বিশেষণ পদ কহে।

বিশেষ্য পদের বিভাগ।

বিশেষ্য পদকে নাম কহি, অর্থাৎ এ রূপ বস্তুর নাম হয় যাহা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে, যেমন রাম, মানুষ, ইত্যাদি। অথবা যাহার উপলব্ধি কেবল অন্তরিন্দ্রিয়-দ্বারা হয় তাহাকেও এইরূপ নাম কহেন, যেমন ভয়, প্রত্যাশা, ক্ষুধা, ইত্যাদি।

ঐ নামের মধ্যে কতিপয় নাম বিশেষ২ ব্যক্তির প্রতি নির্দ্ধারিত হয়, তাহাকে ব্যক্তি সংজ্ঞা কহি, যেমন রামচরণ, রামভদ্র, ইত্যাদি। আর কতিপয় নাম এক জাতীয় সমূহ ব্যক্তিকে কহে, তাহাকে সাধারণ সংজ্ঞা কহি, যেমন মনুষ্য, গরু, আম্র, [১২] ইত্যাদি। এবং কতক নাম নানাজাতীয় সমূহকে কহে, যাহার প্রত্যেক জাতি অন্য২ জাতি হইতে বিশেষ২ ধর্ম্মের দ্বারা বিভিন্ন হয়, তাহাকে সর্ব্ব সাধারণ বা সামান্য সংজ্ঞা কহি, যেমন "পশু," মনুষ্য, গরু, হস্তি প্রভৃতি নানা-বিধ বিজাতীয় পদার্থ সমূহকে কহে। এবং "বৃক্ষ" নানাবিধ বিজাতীয় আম, জাম, কাঁটাল, ইত্যাদিকে প্রতিপন্ন করে।

ঐ নামের মধ্যে কতিপয় শব্দ ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হয়, অথচ ঐ সকল শব্দ স্বয়ং স্বতন্ত্র বিশেষ২ ব্যক্তিকে কিম্বা বিশেষ ব্যক্তি সমূহকে নিয়ত অসাধারণরূপে প্রতিপন্ন করে না, ওই সকলকে প্রতিসংজ্ঞা কহি, যেমন আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি।

বিশেষণ পদের বিভাগ।

বিশেষণ শব্দের মধ্যে যাহারা বস্তুর গুণকে কিম্বা অবস্থাকে কাল সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কহে, সে সকল শব্দকে গুণাত্মক বিশেষণ কহি, যেমন, ভাল, মন্দ, ইত্যাদি। আর যাহারা কালের সহিত সম্বন্ধ পূর্ব্বক বস্তুর অবস্থাকে কহে, তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, আমি মারি, তুমি মারিবে। যাহারা অন্য ক্রিয়াগত কালের সাপেক্ষ হইয়া বস্তুর কাল সংক্রান্ত অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্দকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি প্রহার করত বাহিরে গেলেন, ভোজন করিতে ২ কহিয়াছিলেন। যাহারা ক্রিয়া কিম্বা গুণাত্মক বিশেষণের অবস্থাকে কহে, সে সকল [১৩] শব্দকে বিশেষণীয় কহি; যেমন, তিনি শীঘ্র যান, তিনি অত্যন্ত মৃদু হন। যে সকল শব্দকে পদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিয়মমতে রাখিলে সেই পদের সহিত অন্য শব্দের সম্বন্ধ বুঝায়, সেই শব্দকে সম্বন্ধীয় বিশেষণ কহি; যেমন, রামের প্রতি ক্রোধ হইয়াছে। যাহারা দুই বাক্যের মধ্যে থাকিয়া ঐ দুই বাক্যের অর্থকে পরস্পর সংযোগ কিম্বা বিয়োগরূপে বুঝায়, অথবা দুই শব্দের মধ্যে থাকিয়া এক ক্রিয়াতে অন্বয় বোধক হয়, কিন্তু কোন শব্দের বিভক্তির বিপর্য্যয় করে না, সে সকল শব্দকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি আমাকে অশ্ব দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি লইলাম না; আমি এবং তুমি তথায় যাইব, আমাকে ও তোমাকে দিয়াছেন। যাহারা অন্য শব্দ সংযোগ বিনাও ঝটিতি উপস্থিত অথবা অন্তঃকরণের ভাবকে বুঝায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহি; যেমন, হা আমি কি কর্ম্ম করিলাম!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২ প্রকরণ।

নামের রূপবিষয়ে।

ক্রিয়ার সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ; যেমন, রাম মারিতেছে, রামকে মারিতেছে। ও পদার্থের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ, যেমন, রামের ঘর। ইহাকে কখন পদের শেষে বিশেষ২ রূপের পরিণামদ্বারা ব্যক্ত করা যায়, যেমন রামের, রামকে। কখন [১৪] বা পদের ক্রমবিন্যাসদ্বারা উদ্বোধ করা যায়; যেমন, বালক* ঘর ভাঙ্গিলেক। কখন বা সম্বন্ধীয় বিশেষণকে পরে আনিবার দ্বারা প্রকাশ করা যায়, যেমন, ঘর হইতে গেলেন। গৌড়ীয় ভাষাতে নামের চারি প্রকার রূপের দ্বারা প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়, অভিহিত যেমন রাম; কর্ম্ম, যেমন রামকে; অধিকরণ, যেমন রামে; সম্বন্ধ, যেমন রামের। অভিহিত পদ সেই হয় যে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া বক্তার তাৎপর্য্যকে জানায় ও সমর্থ হয়। যদ্যপিও অন্য কোন পদ সেই বাক্যেতে কথিত না হয়, যেমন রাম বসিলেন† ; নামের প্রকৃত আকার দ্বারা সহজ ভাষাতে অভিহিত পদের জ্ঞান হয়; যেমন, হরিদাস কহিলেন, হরিদাস মারা গেলেন; কিন্তু কখন বা সকর্ম্মক ক্রিয়াতে অধিকরণ পদেরও আকার গ্রহণ করেন, যখন সকৃৎ অভিঘাতে কিম্বা অভিঘাতদ্বয়ে অভিহিত পদের উচ্চারণ হয়; যেমন, বেদে কহেন, ঘোড়ায় তাহাকে মারিলেক। কর্ম্ম তাহাকে কহা যায় যাহাতে কর্ত্তার ক্রিয়া গৌণ কিম্বা মুখ্যরূপে প্রাপ্ত হয়, যেমন, আমি শ্যামকে মারি, তিনি মৃত্যুকে জয় করিবার নিমিত্তে ঈশ্বরকে ভজিতেছেন। নামের পরে [১৫] "কে"[১] সংযোগাধীন কর্ম্মপদের জ্ঞান হয়; যেমন, রাম পুত্রকে পড়াইতেছেন। কিন্তু যে বস্তুর হ্রাস বৃদ্ধি মাত্র আছে, যেমন বৃক্ষাদি, বিশেষত যে বস্তুর হ্রাস বৃদ্ধিও নাই, যেমন পুস্তকাদি, তাহাতে প্রায় "কে" সংযোগ কর্ম্মপদে থাকে না, যেমন, সে আপন রোপিত বৃক্ষ আপনি কাটিতেছে, অথবা সে আপন রোপিত বৃক্ষকে আপনি কাটিতেছে, সে পুস্তক পড়িতেছে। যাহাতে দান ক্রিয়া, যেমন, রাম শ্যামকে পুস্তক দিলেন, প্রথমে পুস্তকে পশ্চাৎ শ্যামেতে ব্যাপিয়াছে, এমত রূপ স্থলে দুই কর্ম্ম হয়, তাহার গৌণ† কর্ম্মে "কে" সংযোগ হয়, যেমন, হরি বহু ধন হরিদাসকে দিলেন, আমাকে পুত্র দেও। কখন মুখ্য কর্ম্মেও "কে" সংযোগ হইয়া থাকে, যদি সে কর্ম্ম মনুষ্য এবং নিশ্চিতরূপে জ্ঞেয় হয়; যেমন, আপন পুত্রকে আমাকে দেও।‡

* এ স্থলে অভিহিত পদ ও কর্ম্ম পদ এই দুইয়ের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই, কিন্তু বালক পদের পূর্ব্ব বিন্যাস ও ভাঙ্গিলেক এ ক্রিয়ার বালককর্ত্তৃক নিষ্পত্তি, ইহার দ্বারা বালক পদ অভিহিত, আর ঘর এই পদ ক্রিয়ার নৈকট্য এবং ক্রিয়ার ব্যাপ্তি, এই উভয়দ্বারা কর্ম্ম পদ হইল।

† কর্ত্তৃবাচ্যে যাহার দ্বারা ক্রিয়ার নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে অভিহিত কিম্বা উক্ত পদ কহে; আর কর্ম্মণি বাচ্যে অভিহিত পদ কিম্বা উক্ত তাহাকে কহা যায় যাহাতে ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়।

* কখন২ পদ্যেতে ও প্রায় পূর্ব্ব রাজ্যস্থ লোকদের ভাষাতে "কে" স্থলে "রে" কিম্বা "এরে" ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন তাহারে, পুত্রেরে।

† যাহাতে পরম্পরায় ক্রিয়ার ব্যাপ্তি থাকে তাহাকে গৌণ কর্ম্ম কহি, ও যাহাতে সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ব্যাপ্তি থাকে তাহার নাম মুখ্য কর্ম্ম।

‡ এ স্থলে সংস্কৃতে দান ক্রিয়ার উদ্দেশ্যকে সম্প্রদান কহেন। এবং তৎপ্রয়োগে বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে, এ কারণ তাহার পৃথক্ প্রকরণ করিয়াছেন; কিন্তু ভাষাতে রূপান্তরাভাব, এই হেতুক লিখা গেল না।

বাক্যেতে স্থিত যে ক্রিয়া তাহার আধারবাচক শব্দকে অধিকরণ কহি, নামের সহিত "এ" কিম্বা এতে ইহার সংযোগদ্বারা তাহার জ্ঞান হয়; যেমন, প্রভাতে আসিয়াছেন, ঘরে কিম্বা ঘরেতে আছেন। কিন্তু যে সকল নামের শেষে "আ" থাকে [১৬] তাহার অধিকরণত্ব বোধের নিমিত্ত "তে" কিম্বা "য়" অন্তে বিন্যাস করা যায়, যেমন মৃত্তিকাতে, মৃত্তিকায়। যে সকল নামের শেষে ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ এই সকল বর্ণের কোন বর্ণ থাকে তাহার অন্তে "তে" এই অক্ষর অধিকরণ বোধক হয়, ছুরি, ছুরিতে; হাতি, হাতিতে, ইত্যাদি।

বাক্যেতে এক নাম যখন অন্য নামের সহিত সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধ দ্বারা অন্যের অর্থের সংকোচ করে তাহাকে সম্বন্ধ পরিণাম কহি; সে শব্দ যদি হলন্ত কিম্বা অকারান্ত হয় তবে সম্বন্ধ বোধের নিমিত্ত তাহার অন্তে "এর" সংযোগ করা যায়; যেমন, রামের ঘর, কৃষ্ণের বাটী, ইত্যাদি। আর এতদ্ভিন্ন অক্ষর যাহার শেষে থাকে তাহার সম্বন্ধ বোধের নিমিত্ত কেবল রেফের সংযোগ করা যায়; যেমন, রাজার ধন, বাঁশির শব্দ, ইত্যাদি। এ স্থলে ঘর এই শব্দ মাত্রের প্রয়োগ করিলে তাবৎ ঘর বুঝায়; কিন্তু রামের ঘর কহিলে অন্যের ঘর না বুঝাইয়া রামের সহিত যে ঘরের সম্বন্ধ আছে কেবল তাহার বোধ হয়, এই কারণ তাহাকে সম্বন্ধ পরিণাম কহি। যাহার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার বোধের নিমিত্ত ভাষাতে অভিহিত পদের পরে "দিয়া" শব্দের প্রয়োগ করা যায়; যেমন, ছুরি দিয়া কাটিলেক। আর কখন২ সম্বন্ধ পরিণামের পরে "দ্বারা" শব্দ দিয়া ঐ করণকে কহা যায়; যেমন, ছুরির দ্বারা কাটিলেক। কখন বা অধিকরণ বাচক বিভক্তির দ্বারা করণের জ্ঞান হইয়া থাকে, যদি সেই করণ অপ্রাণি হয়, যেমন, ছুরিতে কাটিলেক। অতএব করণের নিমিত্ত শব্দের পৃথক্ রূপ [১৭] করিবার আবশ্যক দেখি নাই। কোন এক ক্রিয়ার বক্তব্য স্থলে যখন অন্য বস্তু হইতে এক বস্তুর নিঃসরণ অথবা ত্যাগ বোধ হয়, তখন তাহার জ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রথম বস্তুর নামের পরে যদি সেই প্রথম বস্তু একবচনান্ত হয় তবে "হইতে" এই শব্দের প্রয়োগ করা যায়। আর যদি বহুবচনান্ত হয় তবে বহুবচনান্ত সম্বন্ধীয় পরিণাম পদের পরে "হইতে" ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন গ্রাম-হইতে, মন্দিরেরহইতে, বেণেদেরহইতে; অতএব বঙ্গভাষায় অপাদান কারকের নিমিত্ত শব্দের পৃথক্ রূপ করিবার আবশ্যক নাই।

যখন কোন বস্তুকে যথার্থরূপে অথবা আরোপিত মতে অভিমুখ করিবার নিমিত্ত হে, ও, ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করা যায়, তখন কর্তৃকারকে শব্দের যে প্রকার রূপ হইয়া থাকে অবিকল সেই রূপের প্রয়োগ হয়, যেমন হে রাম, হে সূর্য্য, ও ভাই, ও মহাশয়রা, অতএব সম্বোধনের নিমিত্তে শব্দের পৃথক্রূপের প্রয়োজনাভাব।

৩ প্রকরণ।

নামের বচনবিষয়ে।

এক বস্তুর অথবা অনেক বস্তুর একত্বাভিপ্রায়ে নির্দ্দেশ বোধক যে শব্দ তাহার স্বরূপের অন্যথা না হইয়া প্রকৃত শব্দের ব্যবহার হয়, তাহাকে এক বচন কহা [১৮] যায়, যেমন মনুষ্য, জগৎ; আর একের অধিক (কোন ২ ভাষায় দুয়ের অধিক) বস্তুর বাচক যে শব্দ তাহার স্বরূপের অন্যথা হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বহু বচন কহিয়া থাকেন, যেমন মনুষ্যেরা। বঙ্গভাষায় কেবল মনুষ্যবাচক শব্দের কিম্বা মনুষ্যের গুণবাচক শব্দের বহুবচনান্ত প্রয়োগে

এক বচনের রূপ থাকে না, যেমন পণ্ডিত, পণ্ডিতেরা। আর এতদ্ভিন্ন বস্তুবাচক শব্দের বহুত্বাভিপ্রায়ে বহুত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ তৎপরে করা যায়, যেমন গরু, গরুসকল। কিন্তু যখন গরু পশু ইত্যাদি শব্দ মূর্খতা জ্ঞাপনের নিমিত্তে মনুষ্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন বহুবচনে তাহার রূপের অন্যথা হয়, যেমন গরুরা, পশুরা, গরুদিগকে জ্ঞান দেয়। আর বহুবচনাভিপ্রায়ে বহুত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ মনুষ্য জাতিতেও হইতে পারে, যেমন সকল মনুষ্য, মনুষ্য সকল। এ স্থলে ঐ জাতিবাচক শব্দের বহুবচনে রূপান্তর হয় না, এক বচনের রূপ থাকে।

নামের রূপের ও বচনের আকার বিস্তাররূপে উদাহরণ পরে দেখান যাইতেছে। যে সকল শব্দ হলন্ত, যেমন বালক্, ও অকারান্ত যেমন মনুষ্য তাহার উদাহরণ।

কর্তৃপদ	কর্ম্মপদ	অধিকরণপদ	সম্বন্ধপদ
বালক্	বালক্কে*	বালকে ও বালকেতে	বালকের

[১৯] ইহার বহুবচন।

বালকেরা	বালক্দিগকে†	বালক্দিগেতে	বালকদিগের
	বালক্দিগ্গে		বালকদের

পশুবাচক শব্দের রূপ উপরি লিখিত রীতিমতে হইয়া থাকে, কিন্তু যে সকল নামের রীতিমতে বহুবচন হয় না তাহাদের পূর্ব্ব লিখিত রূপ হইবেক না।

যখন বহুত্ববাচক শব্দের দ্বারা পশুর বহুত্ব বোধ হইবেক, তখন সেই বহুত্ববাচক শব্দ কারক চিহ্নের পূর্ব্বে থাকে। তাহার মধ্যে অকার ভিন্ন অন্য স্বরান্তের উদাহরণ।

কর্তৃপদ	কর্ম্মপদ	অধিকরণপদ	সম্বন্ধপদ
গরু‡	গরুকে	গরুতে	গরুর

ইহার বহুবচন।

গরুসকল	গরুসকলকে	গরুসকলে	গরুসকলের
		গরুসকলেতে	

যে সকল শব্দে কেবল বুদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট বস্তু অর্থাৎ বৃক্ষাদিকে বুঝায়, আর বুদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট ও পশু এ উভয় ভিন্ন বস্তুবোধক যে সকল শব্দ তাহাদের রূপ পশুবা[২০]চক শব্দের ন্যায় হইবেক; কিন্তু বুদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট বস্তু বাচক শব্দের কর্ম্মকারকের চিহ্ন "কে" ইহার প্রযোগ বিকল্পে হইয়া থাকে, যেমন বৃক্ষ অথবা বৃক্ষকে কাটিলেন ; আর উভয় ভিন্ন যে সকল শব্দ তাহার উত্তরে "কে" এ চিহ্নের প্রয়োগ কখন হইবেক না, যেমন পুস্তক পড়িলেন।

* অধিকরণ কারকে অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকারস্থানে "এ" কিম্বা "এতে" আদেশ হয়, যেমন যুদ্ধে, যুদ্ধেতে। আর তকারান্ত শব্দের শেষে কেবল "এ" সংযোগই উত্তম হয়, যেমন হাতে, প্রভাতে।

† বালক শব্দ বহুবচনবাচক দিগ্ পদের গয়ের পর কর্ম্ম চিহ্ন করে [যে] "ক" [তাহার] স্থানে "গ" হইয়া নিষ্পন্ন হয়।

‡ ইহাতে, ও এতদ্রূপ শব্দে কখন২ এক বচনদ্বারা বহুত্ববোধ করায়, যেমন গরুকে ঘাস দেও।

৪ প্রকরণ।

রূপের বিশেষ বিবেচনা।

যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত কিম্বা ব্যক্ত হয় তখন কর্তৃপদের শেষের পরিবর্ত্ত হয়, আর পরিবর্ত্ত যে কর্তৃপদ তাহার উত্তর পূর্ব্ব নিয়ম মতে অন্য কারক চিহ্ন বহিবেক, যেমন রামা, রামাকে, রামায়, রামাতে, রামার।

আর যে সকল শব্দ হলন্ত ও এক প্রযত্নে উচ্চারিত হয় তাহার অন্তে আকারের যোগ হয়, যেমন রাম্, রামা ; আর অকারান্ত শব্দের অকার স্থানে আকার হয়, যেমন কৃষ্ণ, কৃষ্ণা। যে সকল হলন্ত শব্দ এক প্রযত্নে উচ্চারিত না হয় তাহার অন্তে একার আইসে, যেমন মাণিক, মাণিকে ; গোপাল, গোপালে , কিন্তু যে সকল শব্দ শব্দান্তরে মিলিত হয়, এবং তাহার শেষ শব্দে দীর্ঘস্বর না থাকে, সে সকল শব্দের এক প্রযত্নে উচ্চারিত শব্দের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে, যেমন রামধন, রামধনা।

আর যে সকল শব্দের অন্তে ই, ঈ থাকে, তাহার পরিবর্ত্তে একার হয়, যেমন হরি, হরে ; কাশী, কাশে ও কেশে। [২১] উকারান্ত শব্দের উকারের স্থানে ওকার হয়, যেমন শম্ভু, শম্ভো। যে সকল শব্দ আকারান্ত স্বরদ্বয়যুক্ত হয়, ও তাহার প্রথম অক্ষরে "আ" থাকে, তাহার প্রথম আকারের একারে, দ্বিতীয়ের ওকারে পরিবর্ত্ত হয়, যেমন বাধা, রেধো ; কিন্তু অন্য২ স্থলে প্রায়ই পরিবর্ত্ত হয় না, যেমন বামা, শ্যামা, ইত্যাদি।

স্বরূপ, স্বরূপো, গণেশ, গণশা ইত্যাদি কোন২ শব্দ অনিয়মে পরিবর্ত্ত হয়। হাতে মারিলেক, মাথায় মারিলেক, ইত্যাদি কোন২ বাক্যে কর্ম্ম পদের স্থানে অধিকরণ পদের প্রয়োগ হয়।

৫ প্রকরণ।

লিঙ্গ বিষয়ে।

যেমন অন্য২ ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দের আকারের অন্যথা হইয়া থাকে সে রূপ বঙ্গ ভাষার লিঙ্গভেদে শব্দের রূপান্তর প্রায় হয় না, তাহার মধ্যে পুরুষের জাতিবাচক নামের অন্তে অকার কিম্বা আকার থাকে ; আর যখন সেই শব্দে তজ্জাতীয় স্ত্রীকে বুঝায়, তখন অকারের পরিবর্ত্তে ইনী, ও আকারের অন্তে নী ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্তিনী ; ধোবা, ধোবানী ; সেকরা, সেকরানী।

[২২] মনুষ্য জাতির মধ্যে যে সকল নাম ইকারান্ত, উকারান্ত, অথবা ন ল ব্যতিরেকে অন্য কোন হলন্ত হয়, তাহার স্ত্রীত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত অন্তে নী প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রায় হইয়া থাকে, যেমন বাগ্দি, বাগ্দিনী; কলু, কলুনী; কামার, কামারনী; মালী, মালিনী, অথবা মেলেনী, ইত্যাদি*। নকারান্ত নামে স্ত্রী লিঙ্গ বোধের নিমিত্ত ঈকারের প্রয়োগ হয়, যেমন মোসলমান,

* এ নিয়মে নাপ্তিনী এই শব্দে নাপিৎনী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পিত্ ইহার স্থানে "প্তি" আদেশ হয়।

মোসলমানী ; পাঠান, পাঠানী। লকারান্ত নামে ইনী অথবা আনী সংযোগ হয, যেমন চণ্ডাল, চণ্ডালিনী ; মোগল, মোগলানী। সামান্য পশ্বাদিব নাম যাহা হলন্ত হয় তাহার স্ত্রীত্ব বোধের নিমিত্ত ঈ কিম্বা ইনী ইহার প্রয়োগ করা যায়, যেমন শেযাল, শেয়ালী ; বাগ, বাগিনী ; সাপ, সাপিনী। যাহা আকাবান্ত হয় তাহার আকার ঈকারে পবিবর্ত্ত হয, যেমন ভেড়া, ভেড়ী ; ঘোড়া, ঘোডী, ঘুড়ী†। আর অন্য নাম সকল যাহা জ্ঞাতি কুটুম্ব ইত্যাদি সম্বন্ধবাচক হয় তাহার ভার্য্যা বোধের নিমিত্ত এই শেষের নিয়মানুসারে আকারকে ঈকারে পরিবর্ত্ত করা যায়, যেমন খুড়া, খুডী ; মামা, মামী ; ইত্যাদি।

· [২৩] ইকাবান্ত নাম সকলেব অন্তে নী প্রযোগ হয, যেমন হাতি, হাতিনী। এই রূপ স্ত্রী জাতিজ্ঞাপনের নিমিত্ত অনেক শব্দেব পূর্ব্বে স্ত্রী শব্দ প্রয়োগ হয়, যেমন চীল, স্ত্রীচীল ; শশারু, স্ত্রীশশারু। আর মনুষ্যেব মধ্যে বিশেষ২ জাতি ও দেশ সম্বন্ধীয স্ত্রীকে সাধারণ সম্বন্ধবাচক শব্দের দ্বারা কহা যায়, যেমন বারেন্দ্রের কন্যা, নাগরের স্ত্রী, ইংরেজের বিবী।

তৃতীয় অধ্যায়

নিয়মাতিক্রান্ত লিঙ্গ।

বাপ তাঁহাব স্ত্রী মা, ভাই তাঁহাব স্ত্রী ভাজ, বুন তাঁহাব স্বামী বোনাই, মাসী তাহার স্বামী মেসো, আঁড়িয়া, গাই ইত্যাদি। সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সকল যাহা কোষে ও ব্যাকবণে প্রাপ্ত হয় তাহাব প্রযোগ তদবস্থই ভাষাতে ব্যবহাব হয, যেমন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ; শূদ্র, শূদ্রা ; ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রী। সংস্কৃত ভাষাতে স্ত্রীত্ব বোধেব যে নিযম সকল তাহা বাঙ্গালা ভাষা ব্যাকবণে উপস্থিত করা কেবল চিত্তেব বিক্ষেপ কবা হয, অথচ সংস্কৃত না জানিলে তাহাব দ্বাবা বিশেষ উপকার জন্মে না। গৌড়ীয ভাষাতে কি ক্রিযাপদে কি প্রতিসংজ্ঞায কি বিশেষণ পদে লিঙ্গজ্ঞাপনের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই, যেমন সে স্ত্রী ভাল পাক করে ; সে পুরুষ ভাল পাক [২৪] করে ; অতএব লিঙ্গবিষয়ে আব অধিক লিখিলে অনর্থক গৌরব হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেশবাচক শব্দেব পরে পশ্চাতের লিখিত দাঁড়ানুসারে তৎ২ দেশসম্বন্ধি পদার্থ সকলের কথন হয, যেমন, হিন্দুস্থানী অর্থাৎ হিন্দুস্থানের ব্যক্তি কিম্বা বস্তু। স্থানের নাম অকারান্ত হইলে ইকারেব সংযোগদ্বাবা ওই সম্বন্ধকে জানায়, যেমন ঢাকাহইতে ঢাকাই প্রযোগ হয়, পাটনা পাটনাই, নদিয়া নদিযাই। আর ইকাবান্ত শব্দেব কোন পরিবর্ত্ত হয় না, কিন্তু সামান্য ষষ্ঠ্যন্তের ন্যায় প্রয়োগ হয়, যেমন কাশী, কাশীর ব্রাহ্মণ। আর অকারান্ত কিম্বা হলন্ত দেশবাচক শব্দের

† পশুবাচক শব্দের আর কোন২ জাতিবাচক ও যৌগিক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগে পূর্ব্ব দীর্ঘ স্বরের স্থানে কোন এক বিশেষ হ্রস্ব স্বর হয়, যেমন ঘোড়া, ঘুড়ী ; গোয়ালা, গোয়ালিনী।

পর ঈ অথবা এ প্রায় এই দুয়ের সংযোগ হয়, যেমন ভাগলপুরী, ভাগলপুরে ; অর্থাৎ ভাগলপুরের বস্তু কিম্বা ব্যক্তি। গাজিপুরে ক্রাপড়।

হলন্ত নাম সকল যাহা সকৃত্ আঘাতীয়* হয়, যদি তাহাতে অন্ত্য অক্ষরের পূর্ব্বে আকার থাকে তবে শেষে ওকারের সংযোগ আর আকাবেব স্থানে একার প্রায় হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা প্রকৃত শব্দে নিত্যস্থিতি অথবা সম্বন্ধ বোধ হয়, যেমন গাছ, গেছো, অর্থাৎ কোন জন্তু, যাহা সর্ব্বদা গাছে থাকে। যদি উপান্ত অক্ষর আকাব না হইযা অকাব হয় তবে কেবল ওকারের সংযোগদ্বারা পূর্ব্বার্থে প্রতীতি [২৫] হয়, যেমন বন বনো† অর্থাৎ যে ব্যক্তি বনে ভূরি কাল থাকে। খড় হইতে খড়ো ঘর। আব নাম সকল যাহা সকৃদবঘাতের অধিক হয তাহাতে এ অথবা ইয়া সংযোগের দ্বাবা পূর্ব্বোক্ত স্থিতি কিম্বা সম্বন্ধেব বোধ হইয়া থাকে, যেমন পাহাড়, পাহাড়ে, ও পাহাড়িযা ; কুমীবে,‡ কুমিরিয়া নদী। বানব, বানরিয়া, বানবে , হবিণ, হবিণে, হবিণিযা লাফ, পাতব, পাতবে, পাতবিযা চুন, গঙ্গাজল, গঙ্গাজলে ইত্যাদি, অর্থাৎ যে গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক মিথ্যা শপথের দ্বাবা নির্ব্বাহ করে। মাটিহইতে মেটে, ও মোট-হইতে মুটে, ইত্যাদি শব্দ নিপাতন হয় ; ইহা কহিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়, এ বিষয়ে সূত্র বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

এই সকল তদ্ধিত সম্বন্ধি শব্দ বিশেষণ রূপে প্রায ব্যবহাব হয, যেমন ঢাকাই কাপড়, পাটনাই বুট ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দ সকল যাহা দেশবিশেষীয ব্যক্তি কিম্বা বস্তুকে অথবা ব্যবসায় জীবিকা ইত্যাদিকে বুঝায, তাহার ভাষাতে তদাকাবেই প্রযোগ হইযা থাকে ; যেমন দ্রাবিড়, মৈথিল, গৌড়ীয়, অর্থাৎ দ্রবিডদেশেব ও মিথিলা ও গৌড় দেশের ব্যক্তি কিম্বা বস্তু। বৈয়াকবণ সে ব্যক্তি যাহাব ব্যবসায় ব্যাকরণ অধ্যাপনা হয ইত্যাদি।

[২৬] তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বভাববাচক তদ্ধিত শব্দ।

শব্দ সকল যাহা সম্ভ্রমরহিত সমূহকে কহে, তাহার স্বভাব বুঝাইতে প্রায় মি কিম্বা আমি ইহার সংযোগ করা যায়, যেমন বানর, বানরামি ; অর্থাৎ বানবেব স্বভাব। ছেলে, ছেলেমি ; অর্থাৎ ছেলের স্বভাব ইত্যাদি। কিন্তু ঘরামি এ শব্দ যদ্যপি পূর্ব্ববৎ আমি সংযোগের দ্বারা হইয়াছে, তথাপি ঘরের স্বভাব না বুঝাইযা যে ঘব নির্ম্মাণ করে তাহাকে বুঝায়। এই রূপ কোন ২ গৌড়ীয বিশেষ্য অথবা বিশেষণ শব্দের পবে আই সংযোগের দ্বারা তাহাব ধর্ম্মকে বুঝায়, যেমন বামন, বামনাই ; ভাল, ভালাই ; ইত্যাদি। আব গৌড়ীয় ভাষাতে স্বভাব কিম্বা ধর্ম্ম বোধের নিমিত্ত সর্ব্ব সাধারণ কোন নিযম নাই, কিন্তু সংস্কৃত শব্দ সকল সেই২ অর্থে ভাষায় প্রয়োগ করা যায়, যেমন মনুষ্য, মনুষ্যত্ব ; অর্থাৎ মনুষ্যের অসাধারণ ধর্ম্ম। উত্তম উত্তমতা ; অর্থাৎ যে ধর্ম্ম ব্যক্তিতে থাকিলে উত্তম করিয়া কহায়, এই রূপ ত্ব কিম্বা তা

* এক প্রযত্নে উচ্চারিত হয়।

† কখন উচ্চারণ কালে "বুনো" এইরূপ উচ্চারিত হয়।

‡ কুমীর শব্দের ঈকার নিপাতনে হ্রস্ব হইল।

সংযোগের দ্বারা সংস্কৃত বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের ধর্ম্ম কিম্বা স্বভাব বিশেষ প্রতীতি হয়। এই রূপ অন্য২ প্রকারে ধর্ম্মবাচক সংস্কৃত শব্দ সকল সেই২ অর্থে ভাষাতেও প্রযোগ করা যায়, যেমন ধৈর্য্য, ধীরতা ; অর্থাৎ ধীরের গুণ। সৌন্দর্য্য, সুন্দরত্ব, সুন্দরের ধর্ম্ম ; গৌরব, অর্থাৎ গুরুতা, ইত্যাদি।

[২৭] চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সমাস।

প্রথম।

অনেক পদের এক পদের ন্যায় রূপ হওয়াকে সমাস কহি, এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আইসে না। যে সকলের ব্যবহার আছে তাহাকে চারি প্রকারে সংকলন করা যায। প্রথম দুই শব্দের প্রথম শব্দ অভিহিত পদের ন্যায়, আর দ্বিতীয শব্দ কর্ম্মের ন্যায় হয, যদ্যপিও কখন২ দ্বিতীয় পদ ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝায়, ও প্রথম পদ ক্রিয়ার কর্ম্ম অথবা অধিকরণকে জানায, যেমন হাতভাঙ্গা ব্যক্তি (সংস্কৃতে ইহার প্রতিশব্দ ভগ্নহস্তঃ) এ স্থলে হাত অভিহিত পদ, ভাঙ্গা কর্ম্ম পদ হয়। কিন্তু এমত স্থলে যেমন হাড় কাটা ছুরি, কাটা এই শব্দ কর্ম্মপদের ন্যায় হইযাও ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝাইতেছে, আর হাড়শব্দ অভিহিত পদের ন্যায় হইযাও কর্ম্মকে জানাইতেছে, অর্থাৎ হাড়কে কাটে যে ছুরী, (সংস্কৃতে হাড় কাটার প্রতিশব্দ অস্থিচ্ছেদী) সেই রূপ গাছপাকা এ স্থলে দ্বিতীয় পদ পাকক্রিয়ার কর্ত্তাকে কহে, আর প্রথম পদ অভিহিতের ন্যায় হইয়াও অধিকরণকে বুঝায়, অর্থাৎ গাছে পাকে যে ফল (সংস্কৃতে ইহার প্রতিশব্দ বৃক্ষপক্বং) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়।

দুইয়ের প্রথম শব্দ অভিহিত পদের ন্যায় হইয়াও সম্বন্ধ কিম্বা অধিকরণের অর্থকে বুঝায়, আর দ্বিতীয় পদ [২৮] অভিহিত পদের অর্থবোধক হইয়াও একারে ওকারে কিম্বা আকারে পর্য্যবসান হয; যেমন তালপুকুরে, অর্থাৎ তাল বেষ্টিত পুষ্করিণী (সংস্কৃতে তালপুষ্করিণী) কাণতুলসে, কাণে তুলসী যাহার, অর্থাৎ আপনাকে ধার্ম্মিক জানাইবার নিমিত্ত যে কাণে তুলসী দেয় (সংস্কৃতে তুলসীকর্ণঃ) বানর মুখো, বানরের ন্যায় মুখ (সংস্কৃতে বানরমুখঃ) মুখচোরা, মুখেতে চোর, অর্থাৎ সভায় আলাপে অপটু (সংস্কৃতে সভাক্ষুব্ধঃ) কোন২ স্থলে সমাস হইয়া দুই পদের মধ্যে কোন শব্দের অধ্যাহার হয়, যেমন ঘরপাগলা, ঘরের নিমিত্তে পাগল (সংস্কৃতে গৃহোন্মত্তঃ) এখানে নিমিত্ত শব্দের অধ্যাহার হইয়াছে। সোনামোড়া, অর্থাৎ সোনা দিয়া মোড়া (সংস্কৃতে স্বর্ণমণ্ডিতঃ) একার ওকার আকারে যাহার পর্য্যবসান হয় তাহার ভূরি শব্দের স্ত্রীত্ব করিতে অন্তে ঈকারের যোগ হয়, যেমন বানরমুখী, ঘরপাগলী, ইত্যাদি।

তৃতীয়।

দুইযের প্রথম শব্দ বিশেষণ পদ হয়, আর দ্বিতীয শব্দ অভিহিত পদ হইয়াও একারে কিম্বা ওকারে পর্য্যবসান হয, যেমন মিষ্টমুখো, মিষ্ট হইয়াছে যাহার মুখ, অর্থাৎ বাক্য। কটাচুলে, অর্থাৎ কটা চুল যে ব্যক্তির।

চতুর্থ।

দুই এক জাতীয় শব্দের মিলনের দ্বারা হয়, যাহা পরস্পর ক্রিযাকে কিম্বা উৎকট ক্রিয়াকে বুঝায়, শেষেব পদ [২৯] ঈকারান্ত হইয়া থাকে, যেমন মাবা* মাবী, পবস্পব মাবণকে বুঝায়। দৌড়াদৌড়ী, অতিশয় দ্রুত গমনকে বুঝায। এই আকারে যাহার দ্বাবা ক্রিযানিষ্পত্তি হয় তাহাব বাচক শব্দকে ব্যবহার করা যায়, যখন তদ্দ্বারা পরস্পর ক্রিয়ার নিষ্পত্তি বুঝায়, যেমন হাতাহাতী, লাঠালাঠী, ইত্যাদি।

যদি আব কোন সমাস পদ থাকে, যাহা এ চাবি প্রকাবেব মধ্যে গণিত না হয, তাহার অর্থও এক পদ কবিবাব বীতিজ্ঞান ঐ চাবি প্রকাব নিয়মেব জ্ঞানদ্বাবা প্রায হইতে পাবিবেক, সুতরাং এ বিষযে আব অধিক লিখনেব প্রযোজন নাই।

এই চাবি প্রকাব বীতিজ্ঞান হইলে সংস্কৃতে এবং অন্য ভাষাযও সমাস পদেব তাৎপর্য্য বোধ হইতে পাবে, যেমন চন্দ্রমুখ, চন্দ্রের ন্যায মুখ যে ব্যক্তিব ; দুবাত্মা, দুষ্ট স্বভাব যাহাব ; ভূপতি, ভূ অর্থাৎ যে পৃথিবীব পতি ; হস্তকৃত, যাহা হস্তদ্বারা কবা গিয়াছে ; পিতৃধর্ম্ম, পিতার অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ; জলচর, যে জন্তু জলে চরে।

সমাসের অন্তঃপাতী।

নাম ও সংখ্যাবাচক শব্দেব পরে টা টি ইহাব প্রযোগ হয, যাহা মনুষ্য কিম্বা পশ্বাদিবাচক-শব্দের সহিত অ[৩০]ন্বিত হইলে তাহার স্বার্থ কিম্বা তুচ্ছতা বোধ কবায, যেমন একটা মনুষ্য, একটা কুকুর, মানুষটা, কুকুবটা। আব হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাব স্থূলতা কিম্বা বাহুল্য বোধক হয, যেমন একটা ঘর, ঘরটা ইত্যাদি।

যখন প্রাণিবাচক শব্দের সহিত টির অন্বয হয তখন দয়া কিম্বা স্নেহের উদ্বোধক হইয়া থাকে, যেমন একটি বালক, বালকটি। আর অপ্রাণি বাচক শব্দে অন্বিত হইলে তাহার অল্পতা বোধ করায়, যেমন একটি টাকা, টাকাটি। গাছা এই প্রত্যয়েব প্রয়োগ সেই সকল শব্দের উত্তর হয়, যাহার প্রস্থ অপেক্ষা দীর্ঘতাব আতিশয্য থাকে, যেমন এক গাছা দড়ি, দড়িগাছা। টুকি অল্পতা অর্থে দ্রব দ্রব্য বাচক শব্দের পরে প্রযোগ হইয়া থাকে, যেমন জলটুকি, তৈলটুকি, ইত্যাদি। গোটা ইহার প্রয়োগ সংখ্যাবাচক শব্দের পূর্ব্বে তাহার অনির্দ্ধারণার্থে হয, যেমন গোটাচারি টাকা দেও।

গুলা ইহাব প্রযোগ নামের পরে হয, এবং বাহুল্য অর্থ কহিযা থাকে, যেমন বলদগুলা, টাকা-গুলা ইত্যাদি। গুলিন সেই রূপ নামেব পবে প্রযুক্ত হয, অল্পতা এবং দযা অথবা স্নেহকে বুঝায়, যেমন বালক গুলিন। খান সেই সকল শব্দেব পবে প্রায আইসে, যাহা চেপ্‌টা বস্তুব প্রতিপাদক হয়, যেমন থালাখান, কাপোড়খান, ডালাখান, ইত্যাদি। খান বিশেষ দীর্ঘতাবিশিষ্ট বস্ত্রবোধক

* মারা শব্দ নাম ধাতু, কিন্তু কখন২ মারণ ক্রিয়া মাত্র বোধক হয়, যেমন "শবণাগতকে মারা ভাল হয় না।"

শব্দের সহিত অন্বিত হয়, যেমন কাপড়খান, এক খান কাপড়, [৩১] ইত্যাদি; এই রূপ সোনার মোহর শব্দের সহিতও প্রয়োগ হয়, যেমন মোহর খান, এক খান মোহর। এই সকল প্রত্যয় যাহা পূর্ব্বে কহিলাম তাহার প্রয়োগে বিশেষ এই, যখন সংখ্যাবাচকের পরে আসিবেক তখন তাহার বিশেষ্য পদের অনির্ধারণকে বুঝায়, যেমন এক খান নৌকা আন, অর্থাৎ অনির্ধারিত যে কোন এক খান নৌকা আন। আর যখন নামের পরে আসিবেক তখন তাহার প্রায় নির্ধারণকে বুঝাইবেক, যেমন নৌকা খান আন, অর্থাৎ ঐ নৌকা আন। আর যখন শব্দের সহিত ঐ সকলের প্রয়োগ হইবেক তখন উভয়ে মিলিত হইয়া এক শব্দের ন্যায় রূপ হইবেক, যেমন বালকটাকে ডাক, বালকটার কোন বোধ নাই, ইত্যাদি।

রূপের পরে ই এই স্বর মাত্রের প্রযোগ হইলে অন্যের ব্যাবর্ত্তন বুঝায়, যেমন আমিই করিয়াছি, আমাকেই দিয়াছে, আমারই বাটী, অর্থাৎ অন্যের নহে। সেই রূপ ও এই স্বর সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হয়, যেমন আমিও গিয়াছি, অর্থাৎ সে গিয়াছিল এবং আমিও গিয়াছিলাম। কখন বা সমুচ্চয়ার্থবোধক হইয়া অপেক্ষাকৃত গৌরব অথবা তুচ্ছতাকে বুঝায়, যেমন আমাকেও তুচ্ছ করিলে, অর্থাৎ অন্যকে তুচ্ছ করিলে, এবং আমি যে তাহার অন্য অপেক্ষা মান্য ছিলাম আমাকেও করিলেক ইত্যাদি। পৌনঃপুন্য বুঝাইবার নিমিত্তে কোন২ ক্রিয়াবাচক পদ দ্বিরুক্ত হইয়া থাকে, যেমন থর২ করিতেছে, অর্থাৎ পুনঃ২ কাঁপিতেছে। আর যখন [৩২] এক শব্দের পরে তাহার প্রতিরূপ শব্দ কহা যায় তখন তাহাকে ও তৎসদৃশ বস্ত্বন্তরকে বুঝায়, যেমন জল টল আছে, অর্থাৎ জল কিম্বা তৎসদৃশ পানীয় দ্রব্য আছে। কাপড় চোপড় আছে, অর্থাৎ কাপড় কিম্বা তৎসদৃশ বস্তু আছে, ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রতিসংজ্ঞার প্রকরণ।

দ্বিতীয় প্রকার নামকে প্রতিসংজ্ঞা কহি, যাহা ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার জন্যে ব্যবহার্য্য হয়, যদ্যপিও ওই সকল শব্দ স্বতন্ত্র রূপে ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা ব্যক্তি সমূহকে নির্ধারিত করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে না, যেমন, আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি। যে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া বিশেষ বক্তাকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে উত্তম পুরুষ কহি। যেমন আমি। আর যে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া যাহার প্রতি বাক্যপ্রয়োগ করা যায় তন্মাত্রকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে মধ্যম পুরুষ কহি, যেমন তুমি। আর যে প্রতিসংজ্ঞা অন্য কোন বস্তু কিম্বা ব্যক্তি যাহা পূর্ব্বে অভিপ্রেত থাকে তাহার নামের প্রতিনিধি হয়, তাহাকে তৃতীয় পুরুষ কহি, যেমন সে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অথবা বস্তুর প্রতিপাদক হয়। যখন বাক্যে উদ্দেশ্য উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ না হইয়া অন্য কোন বস্তু কিম্বা [৩৩] ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয়, সে বস্তু কিম্বা ব্যক্তি যদি প্রত্যক্ষে অভিপ্রেত হয় তবে, এ, এই শব্দের প্রযোগ হইবেক। আর যদি প্রত্যক্ষ রূপে অভিপ্রেত না হয়, তবে দূর কিম্বা কিয়দন্তর অভিপ্রেত হইবেক; তাহার প্রথমে অর্থাৎ দূরাভিপ্রেত হইলে, সে, আর কিয়দন্তর অভিপ্রেত হইলে, ও, ইহার প্রয়োগ হয়।

যে কোন প্রতিসংজ্ঞা প্রধান বাক্যেতে আপন অর্থ বোধের নিমিত্তে অন্তঃপাতীয় বাক্যের

সাপেক্ষ হয়, তাহাকে সম্বন্ধীয় প্রতিসংজ্ঞা কহি, যেমন যে আমাকে কহিয়াছিল, সে* সত্যবাদী।

যদ্যপিও প্রথম পুরুষ অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া বিশেষ বক্তাকে প্রতিপন্ন করে তথাপিও বক্তা যে ক্রিয়া করে তজ্জাতীয় ক্রিয়ার সহিত যাহার সাহিত্য থাকে তাহাকেও কহে, যেমন আমরা পড়িতেছি, অর্থাৎ বক্তার সহিত পাঠক্রিয়ার সাহিত্য যাহার থাকিবেক তাহার ও বক্তার উভয়ের প্রতিপাদক হয়।

আমি ইহার রূপ।

অভিহিত	কর্ম্ম†	অধিকর	সম্বন্ধ
১ আমি	আমাকে	আমায়, আমাতে	আমার
২।৩ আমরা	আমাদিগকে	আমাদিগেতে	আমাদের

[৩৪] আমি স্থানে ইতর লোকে মুই কহিয়া থাকে।

তাহার রূপ।

১ মুই	মোকে	মোতে	মোর
২।৩ মোরা	মোদিগকে	মোদিগেতে	মোদের ইত্যাদি।

তুমি ইহার রূপ।

১ তুমি	তোমাকে	তোমাতে	তোমার
২।৩ তোমরা	তোমাদিগকে	তোমাদিগেতে	তোমাদের ইত্যাদি।

যাহার উদ্দেশে তুমি শব্দ প্রয়োগ হয় তাহার তুচ্ছতা প্রকাশের নিমিত্ত তুমি স্থানে তুই হইয়া থাকে।

তাহার রূপ এই।

১ তুই	তোকে	তোতে	তোর
২।৩ তোরা	তোদিগকে	তোদিগেতে	তোদের ইত্যাদি।

অপ্রত্যক্ষ বস্তু কিম্বা ব্যক্তি যাহার জ্ঞান কিম্বা উল্লেখ পূর্ব্বে থাকে তাহার প্রতি, সে, এই শব্দের প্রযোগ হয়, যেমন সে চৌকী, সে ব্যক্তি।

সে ইহার রূপ।

১ সে	তাহাকে*	তাহাতে তাহায়	তাহার
২।৩ তাহারা	তাহাদিগকে	তাহাদিগেতে	তাহাদের

* সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষায় সম্বন্ধীয় প্রতিসংজ্ঞাতে বাক্যের সম্পূর্ণতা নিমিত্ত, সে, ইত্যাদি পদের আবশ্যক হয়।

† প্রতিসংজ্ঞার রূপ নামের ন্যায় হয। বিশেষ এই, যে অন্য কারকে ইহার রূপ যেন কর্ম্ম পদহইতে হইল এমত বোধ হয কিন্তু কর্ত্তৃপদের বহু বচনে মকারের "আ" ইহার লোপ হয়, যেমন আমরা, তোমরা।

* পশুতে কিম্বা অচেতন বস্তুতে যখন প্রতিসংজ্ঞার প্রযোগ হয় তখন মুখ্য কর্ম্মে "কে" এই কর্ম্ম চিহ্নের প্রয়োজন থাকে না, যেমন তাহা আমাকে দেও, ইহার বিস্তার ১৪।১৫ পৃষ্ঠে দেখিবেন।

যখন সম্মান তাৎপর্য্য হইবেক তখন সে ইহার স্থানে [৩৫] তিনি কিম্বা তেঁহ আদেশ হয়, আর অন্য তাবৎ পরিণামে প্রথম স্বর সানুনাসিক উচ্চারণ হয়, যেমন,

তাঁহাকে তাঁহাদিগেতে তাঁহাদের ইত্যাদি।

বস্তুর কিম্বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত হইলে, এ, এই শব্দের প্রয়োগ হয়।

তাহার রূপ।

১ এ	ইহাকে	ইহাতে	ইহার
২।৩ ইহারা*	ইহাদিগুগে	ইহাদিগেতে	ইহাদের

সম্মান অভিপ্রেত হইলে "এ" স্থানে ইঁনি আদেশ হয় এবং প্রথম স্বরেরও সানুনাসিক উচ্চাবণ হয়।

যেমন ইঁনি ইঁহারা ইঁহাদিগুগে ইঁহাদের ইত্যাদি।

কিম্বদন্তর পরোক্ষ অভিপ্রেত হইলে "ও" ইহাব প্রয়োগ হয়, আর তাহার "এ" এই শব্দের ন্যায রূপ হয, কেবল ওকারেব স্থানে উ হইয়া থাকে, যেমন ও. উহাকে, উহাতে, ইত্যাদি। সম্মান অভিপ্রেত হইলে "ও" ইহার স্থানে উঁনি আদেশ হয, আর প্রথম স্বরের সানুনাসিক উচ্চারণ হয, যেমন উঁনি, উঁহাকে, উঁহাতো ইত্যাদি।

[৩৬] "যে" এই প্রতিসংজ্ঞাব বূপ "সে" এই প্রতিসংজ্ঞার ন্যায হয, যেমন যে যাহাকে, যাহাতে যাহার, ইত্যাদি। সম্মান অভিপ্রেত হইলে যিনি, যাঁহাকে ইত্যাদি বূপে পবিণাম হয়। যে তোমাকে মারিলেক, এ প্রযোগে যে সাধাবণ ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, তোমাকে মারিলেক এই বাক্যের সম্বন্ধদ্বারা বিশেষ মাবণকর্ত্তার প্রতীতি হইল।

জিজ্ঞাসার বিষয় পদার্থ যদি ব্যক্তি হয় তবে কে. আর যদি বস্তু হয তবে কি, ইহার প্রয়োগ হয় কিন্তু অধ্যাহৃত কিম্বা উক্ত ক্রিয়া তাহার যৌজক হইয়াথাকে, যেমন কে কহিযাছিল? এ স্থলে বাক্যের অর্থ কে কহিয়াছিল উক্ত হইযাছে; কে? অর্থাৎ কে বসিয়াছে, বা, গিয়াছে। এ স্থলে ক্রিয়া উহ্য হইল, এবং কি কহিতেছ? কি? অর্থাৎ কি হয ইত্যাদি। ইহার রূপ "যে" ইহার ন্যায় জানিবে। প্রভেদ এই যে সম্মান অভিপ্রেত হইলেও বিশেষ নাই।

যদি সময় জিজ্ঞাস্য হয় তবে, "কবে" আর "কখন" ইহার প্রয়োগ হয়, ইহার রূপান্তর নাই, ওই দুয়ের প্রভেদ এই যে, কবে, ইহার প্রয়োগ দিন জিজ্ঞাস্য; আর, কখন, ইহার প্রযোগ সময় জিজ্ঞাস্য হইলে প্রায় হইয়া থাকে, যেমন কবে যাইবে? অর্থাৎ কোন্ দিন যাইবে? কখন যাইবে? অর্থাৎ কোন্ সময়ে যাইবে। যখন স্থান জিজ্ঞাস্য হয তখন "কোথা"* কিম্বা "কোথায়" ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন [৩৭] কোথা যাইবে, কোথায় যাইবে? অবস্থা কিম্বা প্রকার ইহা জিজ্ঞাস্য হইলে "কেমন" শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা কেমন আছেন? ইহার রূপান্তর নাই।

* কর্ত্তৃকারক ভিন্ন সকল কাবকে এ ও, এই প্রতিসংজ্ঞা নামস্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন ইহাকে দেও, ইহারা যায, উহাবা যাইতেছে।

† পরস্পর কথোপকথনে কর্ত্তৃপদ ভিন্ন কারকে যখন "হা" ইহাব লোপ হয় তখন উকার স্থানে, ও, আদেশ হয়. যেমন ওকে দেও: সেইরূপ "ইহাকে" ইহার "ই" স্থানে এ হইয়া থাকে. যেমন একে দেও; ওইরূপ যাহাকে. তাহাকে, কাহাকে ইত্যাদি স্থলেও জানিবে, যেমন যাকে, তাকে. কাকে, ইত্যাদি।

* কোথা এ স্থলে থকার স্থানে পূর্ব্বাঞ্চলে ত কহিয়াথাকেন।

কি ইহার রূপ।

কি	কি	কিসে, কিসেতে	কিসের

নান্ত কোন শব্দ কে, কি, কবে, কোথা, ইহার প্রতিনিধি হয়, এ শব্দ অব্যয়, ইহার রূপান্তর য় না, আর বিশেষণ পদের ন্যায় ব্যবহার হয়; কোন্ ব্যক্তি তোমাকে মারিলেক? অর্থাৎ কে তামাকে মারিলেক। কোন্ পুস্তক পড়িতেছ? অর্থাৎ কি পুস্তক পড়িতেছ। কোন্ দিবস যাইবে? অর্থাৎ কবে যাইবে। কোন্ স্থানে যাইতেছ? অর্থাৎ কোথা যাইতেছ। যখন কোন জাতিবাচক শব্দের অনির্দ্ধারিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হয় তখন অকারান্ত কিম্বা ওকারান্ত 'কোন" এই শব্দ বিশেষণের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে; যেমন কোন মনুষ্য ঘরে আছে? অর্থাৎ মনুষ্যের কোন এক ব্যক্তি ঘরে আছে? কোন পুস্তক পেটরাতে আছে? অর্থাৎ পুস্তকের কোন এক খান পেটরাতে আছে?

অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হইলে, কেও, কিম্বা কেহ, ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কেও ঘরে আছে, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি ঘরে আছে? আর কোন শব্দ ও কেহ শব্দ যখন দ্বিরুক্ত হয় তখন প্রশ্ন অভিপ্রেত না হইয়া অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি সকলকে বুঝায়, যেমন কোন২ ব্রাহ্মণ; কোন২ রাজা ইত্যাদি।

[৩৮] আপন, এই শব্দ নামের অথবা প্রতিসংজ্ঞার পর অন্যের ব্যাবর্ত্তনার্থে প্রয়োগ হয়, যেমন সে আপন পুত্রকে দান করিলেক অর্থাৎ অন্যের পুত্র নহে, আপন পুত্রকেই দান করিলেক। আপনি, এই শব্দ নামের কিম্বা প্রতিসংজ্ঞার পরে নির্দ্ধারণার্থে প্রয়োগ হয়, যেমন সে আপনি মরিলেক, অর্থাৎ সেই স্বয়ং মরিয়াছে ইত্যাদি। আমি আপনি, তুমি আপনি, রাজা আপনি ইত্যাদি। আপনি, এই শব্দ কখন দ্বিতীয় পুরুষের প্রতি যোগ হয়, যখন তাহার সম্মান অভিপ্রেত হয়, তৎকালে তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়া পদের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে, যেমন আপনি কোথায় যা তছেন? ইত্যাদি। এবং উহার রূপ আমি ইত্যাদি প্রতিসংজ্ঞার ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন

এক বচনে	আপনি,	আপনাকে,	আপনাতে,	আপনার
বহুবচনে	আপনারা,	আপনাদিগ্গে,	আপনাদিগেতে*	আপনাদিগের।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিশেষণ শব্দের বিভাগ প্রকরণ।

গুণাত্মক বিশেষণ।

যে২ শব্দ বস্তুর গুণ কিম্বা অবস্থাকে কহে যদি সেই অর্থের সহিত তিন কালের এক কালেরও প্রতীতি [৩৯] না হয তবে তাহাকে গুণাত্মক বিশেষণ কহি, যেমন বড়, ছোট, ভাল,

*ভাষাতে এরূপ প্রয়োগ কি নামে কি প্রতিসংজ্ঞায় অধিকরণ কারকের বহুবচনে ব্যবহার নাই, কিন্তু তৎস্থানে সম্বন্ধীয় কারকের বহুবচনের পরে সম্বন্ধীয় বিশেষণের যোগ হয়, যেমন আমাদের প্রতি ইত্যাদি।

মন্দ, ইত্যাদি। অতএব গুণাত্মক বিশেষণ শব্দ বিশেষ্যের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া তাহার গুণকে কহে সে বিশেষ্য কখন উক্ত হয়, যেমন বড় মনুষ্যকে সম্মান কর, আর কখন অধ্যাহৃত হয়, যেমন বড়কে মান্য কর, অর্থাৎ বড় মনুষ্যকে মান্য কর। যখন বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে গুণাত্মক বিশেষণের প্রয়োগ হয় তখন সমাস হইয়া এক পদ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ বিশেষণের কি বচন, কি রূপ, কি পরিণাম, কোন চিহ্ন থাকে না, যেমন বড় মনুষ্যেরা, বড় কন্যাকে ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণ শব্দে এ নিয়ম সর্ব্বদা থাকে না, অর্থাৎ লিঙ্গ চিহ্ন অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়, যেমন জ্যেষ্ঠা কন্যা, দুষ্টা ভার্য্যাকে ত্যাগ করা উচিত ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ্য শব্দ যখন উক্ত না হয় তখন কি সংস্কৃত কি ভাষা গুণাত্মক শব্দ সকলের রূপ পূর্ব্বোক্ত বিশেষ্য শব্দের রূপের ন্যায় গৌড়ীয় ভাষাতে হইয়া থাকে।

এক বচন	বহুবচন
বড়	বড়রা
বড়কে*	বড়দিগ্গে
বড়তে	বড়দিগেতে
বড়র	বড়দেব

[৪০] ক্ষুদ্র শব্দ সংস্কৃত, ইহার রূপও ঐ প্রকার হয।

ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্রেরা
ক্ষুদ্রকে	ক্ষুদ্রদিগ্গে
ক্ষুদ্রে, ক্ষুদ্রেতে	ক্ষুদ্রদিগেতে
ক্ষুদ্রের	ক্ষুদ্রদিগের

গুণাত্মক শব্দ কি ভাষা কি সংস্কৃত যাহা ভাষাতে ব্যবহার্য্য হয়, তাহা সকল পূর্ব্বোক্ত অর্থে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে টা, টি, গাছা, গুলা, গুলিন, খান, থান, ইহার সহিত সংযুক্ত হয়, যেমন বড়টাকে দেও; কিন্তু বিশেষ্য শব্দ উক্ত হইলে তাহার সহিত প্রয়োগ হয, যেমন বড় ঘোড়াটাকে দেও।

ভূরি সংস্কৃত বিশেষণ শব্দ যাহা ভাষাতে ব্যবহার্য্য হয় তাহা সংস্কৃত বিশেষণ কিম্বা বিশেষ্য শব্দহইতে নিষ্পন্ন হয়, যেমন ধার্ম্মিক অর্থাৎ ধর্ম্ম শব্দ যাহা বিশেষ্য হয় তাহাহইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; সেইরূপ মাসহইতে মাসিক, জ্ঞানহইতে জ্ঞানী। নির্ধন, নির্ শব্দ ও ধন শব্দের সমাসে হয়। অলৌকিক, অর্থাৎ অ† আর লৌকিক এই দুয়ের মিলনে হইয়াছে। সংস্কৃত কিম্বা ইংরাজি অভিধান যাহাতে সংস্কৃত শব্দেব অর্থাদি আছে তাহা অবলোকনদ্বারা অনায়াসে জানিতে পারিবেন, যে এই সকল সমাসযুক্ত পদের প্রত্যেক শব্দ বাক্যের কোন [৪১] অংশ হয়, আব সমাস হইয়াই বা বাক্যের কোন অংশ হইয়া থাকে যদ্যপিও সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ ব্যতিবেক ইহার বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না।

পশ্চাৎ লিখিত সংস্কৃতের গুণাত্মক বিশেষণ শব্দ সকল এবং সেই প্রকার গৌড়ীয় ভাষার

* বঙ্গ ভাষায় অধিকরণ কারকের "এতে," সম্বন্ধীয় কারকের "এর," কারক চিহ্নের নিমিত্ত যোগ না হইয়া এ, ইহার লোপ হয়; যেমন বড়তে, বড়র।

† যে সকল শব্দের আদিতে স্বর থাকে তাহার পূর্ব্বে নিষেধ বোধক অকারের যোগ হইলে অকার স্থানে অন আদেশ হয়, যেমন

পদ সকল গৌড়ীয় ভাষাতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য হয়, যেমন বন্ধুহীন, বন্ধু ও হীন এই দুই শব্দের সমাসে হইয়াছে। সেইরূপ ধর্ম্মকার্য্য, জ্ঞানশূন্য, জলপ্রায়, সজীব, সর্ব্বজ্ঞ, অনুগত, বুদ্ধিমান্* ইত্যাদি।

সংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণ যখন ব্যবহার্য্য হয় তখন সংস্কৃতের নিয়মানুসারে উত্তরোত্তর গুণের আধিক্য জানাইবার নিমিত্ত 'তর' ও 'তম' ইহার সংযোগ ঐ বিশেষণ শব্দের সহিত হইয়া থাকে। গুণবিশিষ্ট দুই বস্তুর মধ্যে একের গুণাধিক্য বুঝাইতে তাহার সহিত 'তর' ইহার সংযোগ করা যায়, যেমন শ্যাম হইতে রাম বিজ্ঞতর হন। এবং গুণবিশিষ্ট অনেকের মধ্যে একের গুণাধিক্য বুঝিতে 'তম' ইহার সংযোগ হয, যেমন শ্যাম ও রাম হইতে কৃষ্ণ বিজ্ঞতম হন ইত্যাদি।

[৪২] এইরূপ অতি, অত্যন্ত, অতিশয়, ইহার গুণাত্মক বিশেষণেব পূর্ব্বে নিক্ষেপ দ্বারা গুণের আধিক্য বুঝায়, যেমন অতিসুন্দব, অত্যন্ত সুন্দব ইত্যাদি।

গৌড়ীয ভাষাতে গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের বিশেষ লিঙ্গ চিহ্ন নাই, ইহা পূর্ব্বেই কহা গিয়াছে; কিন্তু সংস্কৃত যে সকল গুণাত্মক শব্দ তাহা প্রায সংস্কৃতের ন্যায ভাষায ব্যবহার্য্য হয; যেমন সুন্দব পুরুষ, সুন্দবী স্ত্রী†। কিন্তু ক্লীব লিঙ্গের ব্যবহার ভাষার কোন স্থলে নাই।

কোন গুণাত্মক শব্দেব কেবল গুণ অভিপ্রেত হইলে তাহাব উত্তব সংস্কৃত নিযমানুসারে 'ত্ব' কিম্বা 'তা' ইহাব প্রযোগ হয়, কিন্তু ইহা সংস্কৃত গুণাত্মক শব্দের পরেই হইযা থাকে; যেমন ক্ষুদ্রত্ব, ক্ষুদ্রতা। কখন সংস্কৃত নিযমানুসাবে আকাবেবও বৈপরীত্য হইযা থাকে; যেমন ধীবহইতে ধৈর্য্য, শূবহইতে শৌর্য্য, ইত্যাদি। এ সকল গুণাত্মক শব্দেব আকারের বৈপবীত্যেব বিশেষ জ্ঞান সংস্কৃত ব্যাকবণেব জ্ঞানাধীন হয।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আখ্যাত প্রকরণ।

ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

যে সকল শব্দ বস্তুর অবস্থাকে কহে আব সেই অর্থের সহিত তিন কালেব এক কাল প্রতীত হয, তাহাকে ক্রিয়া[৪৩]ত্মক বিশেষণ কহা যায, যেমন আমি মাবিলাম, মাবি, মাবিব।

সেই ক্রিযাত্মক বিশেষণ দুই প্রকাব হয, সকর্ম্মক আব অকর্ম্মক।

---

*অ, আ, ম, আব পঞ্চ বর্গেব পঞ্চমাক্ষব ভিন্ন যে কোন অক্ষবান্ত শব্দ পুরুষেব প্রতি প্রযোগ হইলে তাহাব অন্তে বান্ শব্দেব সংযোগ হয যেমন ভাগ্যবান্, রূপবান্, আব স্ত্রীলিঙ্গে বতী, যেমন ভাগ্যবতী, রূপবতী। ইহা ভিন্ন স্থলে "মান্," "মতী" হয, যেমন বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমতী।

† প্রায় অকারান্ত শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ জ্ঞানের নিমিত্ত অকাব স্থানে আকার হইযা থাকে, যেমন দীর্ঘ, দীর্ঘা।

যে ক্রিয়া কর্ত্তাহইতে নিষ্পন্ন হইয়া সাক্ষাৎ কিম্বা লক্ষণায় অন্যকে ব্যাপে তাহাকে সকর্ম্মক কহা যায়, যেমন সে রামকে মারিলেক, সে মহা যোদ্ধা সমুদ্রকে গ্রস্ত করিলেক।

যে ক্রিয়া কর্ত্তাতেই কেবল নিষ্পন্ন হয় তাহাকে অকর্ম্মক কহি, যেমন রাম বসিলেন।

সেই সকর্ম্মক ক্রিয়া দুই প্রকার হয়, কর্ত্তৃবাচ্য ও কর্ম্মবাচ্য। বাক্যে কর্ত্তা মুখ্য রূপে অভিপ্রেত হইলে কর্ত্তৃবাচ্য, যেমন রাম মারিলেন। আর কর্ম্ম মুখ্য রূপে অভিপ্রেত হইলে কর্ম্মবাচ্য হয়, যেমন রাম মারা গেলেন।

ক্রিয়ার প্রকার।

সেই ক্রিয়াত্মক বিশেষণ যেমন অবস্থাকে ও অবস্থার সহিত কালকে প্রতিপন্ন করে সেইরূপ বাক্যের অভিপ্রেত পদার্থের সহিত সম্বন্ধকেও কহে, যেমন দেবদত্ত যাইতেছেন, এস্থলে যাইতেছেন এই যে পদ সে দেবদত্তের অবস্থা যে যাওন তাহাকে এবং তাহার সহিত বর্ত্তমান কালকে এবং দেবদত্তের সহিত ঐ অবস্থার সম্বন্ধকে বুঝাইতেছে। সেই সম্বন্ধ যদি অবধারিত হয় তবে সে ক্রিয়াকে নির্দ্ধারণ কহা যায়, যেমন আমি যাইব। আর যদি সে সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধের, অপেক্ষা করে তবে তাহাকে [৪৪] সংযোজন ক্রিয়া কহি, যেমন তুমি যদি যাও তবে আমিও যাইব। আর যদি সে সম্বন্ধ প্রার্থনীয় হয় তবে সে ক্রিয়াকে নিয়োজন কহি যেমন তুমি যাও। আর তুমি যাইতে পার এতাদৃশ অর্থে যে অন্য ২ ভাষায় ক্রিয়ার রূপান্তর হয়, তাহা এই তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত জানিবে।

বিভক্তিবাচ্য কাল।

ক্রিয়ার সহিত নানাবিধ কালিক সম্বন্ধ যাহা আখ্যাতিক পদের দ্বারা প্রতীত হয় তাহাকে বিভক্তিবাচ্য কাল কহি, আর তাহার দ্যোতক সেই আখ্যাত প্রত্যয় হয়, যেমন আমি মারিলাম, আমি মারিয়াছি, আমি মারিব।

ধাতুরূপ।

প্রত্যয়ের দ্বারা ক্রিয়ার পৃথক্ ২ প্রকারকে ও কালকে ও সংখ্যাকে ব্যক্ত করা যায় তাহাকে ধাতুরূপ কহি, সে ধাতুর গৌড়ীয় ভাষাতে এক প্রকার হয়।

নান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দের পরে ঐ সকল প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন মারণ এই ধাতু কেবল মারণ ক্রিয়াকে কহে, তাহার পরে প্রত্যয়ের দ্বারা নানাবিধ পদের রচনা হয়, যেমন ই, ইব, ইলাম, ইহার প্রয়োগ মারণ ধাতুর উত্তর হইয়া ওই ধাতুর অনভাগের লোপ হয় পশ্চাৎ মারি, মারিব, মারিলাম, এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার শেষ বিস্তাররূপে পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

কেবল প্রথম পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ তৃতীয় পুরুষ ভেদে প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয়, যেমন আমি মারি, তুমি মার তিনি [৪৫] মারেন, কিন্তু এক বচন বহু বচন ভেদে প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয় না, যেমন আমি মারি, আমরা মারি, তুমি মার, তোমরা মার, তিনি মারেন, তাহাঁরা মারেন।

সেইরূপ লিঙ্গের প্রভেদেও প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয় না, যেমন সে কোথা গেল অর্থাৎ সে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী কোথা গেল, ইহা গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষাতে সুগমের এক কারণ হইয়াছে।

ক্রিয়া বাচক শব্দ যাহার সহিত প্রত্যয়ের সংযোগদ্বারা নানাবিধ পদ সিদ্ধ হয় তাহাকে তিন প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ অন অন্তে যাহার থাকে সে প্রথম প্রকার, যেমন মারণ, চলন, দেখন ইত্যাদি। ওন অন্তে যাহার থাকে সে দ্বিতীয় প্রকার হয়, যেমন খাওন, যাওন ইত্যাদি। আর আন অন্তে যাহার হয় সে তৃতীয় প্রকার, যেমন বেড়ান, দেখান, ইত্যাদি। তাহার

মধ্যে আদৌ প্রভেদ এই যে প্রত্যয় সংযোগ কালীন প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের অনভাগ ও ওনভাগ লোপ হইয়া প্রথম পুরুষে বর্ত্তমান কালে "ই" প্রত্যয় হয়, যেমন মারি, খাই, আর তৃতীয় প্রকারের কেবল নকারের লোপ হইয়া "ই" প্রত্যয় হয়, যেমন বেড়াই, দেখাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় পুরুষে অন ভাগান্ত ক্রিয়ার ইকাবস্থানে অকাব হয়, যেমন মাব, দেখ, ইত্যাদি। আর ওন ভাগান্ত এবং আন ভাগান্ত ক্রিয়ার ইকার স্থানে ওকার আদেশ হয়, যেমন বে[৪৬]ড়াও, দেখাও, ইত্যাদি। বর্ত্তমানকালে তৃতীয় পুরুষে প্রথম প্রকাব ক্রিযাব স্থাযি প্রকৃতিব অন্তে 'এন' প্রযোগ হয, যেমন চলেন, দেখেন, ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ক্রিযার স্থাযি প্রকৃতির পরে কেবল নকাবেব প্রযোগ হয, যেমন যান, বেড়ান, ইত্যাদি।

সেইরূপ অতীতকালে সর্ব্বপ্রকাব ক্রিযাব স্থাযি প্রকৃতির পবে প্রথম পুরুষে 'ইলাম' দ্বিতীয পুরুষে 'ইলে'* আব তৃতীয পুরুষে 'ইলেন' ইহা প্রযোগ হয, যেমন মারিলাম, খাইলাম, বেড়াইলাম। মাবিলে, খাইলে, বেড়াইলে। মাবিলেন, খাইলেন, বেড়াইলেন। এবং ভবিষ্যৎকালে সর্ব্বপ্রকার ক্রিযার স্থাযি প্রকৃতির পবে প্রথম পুরুষে 'ইব' দ্বিতীয পুরুষে 'ইবে' আব তৃতীয পুরুষে 'ইবেন' ইহা প্রযোগ হয, যেমন যাইব, খাইব, বেড়াইব। যাইবে, মাবিবে, খাইবে। যাইবেন, মাবিবেন, খাইবেন ইত্যাদি।

এই রূপ সংযোজন প্রকাবে প্রথম পুরুষে 'ইতাম' দ্বিতীয পুরুষে 'ইতে' আব তৃতীয পুরুষে 'ইতেন,' যেমন মারিতাম, মাবিতে, মাবিতেন।

নিযোজনে প্রথম প্রকাব ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয পুরুষে 'অ' কিম্বা "অহ" ইহা প্রযোগ হয, যেমন তুমি মাব, মারহ। আব [৪৭] দ্বিতীয, তৃতীয় প্রকার ক্রিযাব অ কিম্বা অহ স্থানে 'ও' ইহা প্রযোগ হয, যেমন খাও, বেড়াও।

সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতিব পবে তৃতীয পুরুষে বর্ত্তমান কালে 'উন্' হয, যেমন মারুন্, খাউন্, বেড়াউন্। আর ভবিষ্যৎকালে দ্বিতীয পুরুষে সর্ব্ব প্রকাব ক্রিযাব পবে 'ইও' প্রযোগ হয, যেমন মাবিও, খাইও, বেড়াইও।

সর্ব্ব প্রকার ক্রিযাব স্থায়ি প্রকৃতিব পরে 'ইতে' ইহাব প্রয়োগ করিলে ক্রিযাকে কিম্বা ক্রিযাব কর্ত্তাকে বুঝায়, যেমন মারিতে বহ, মারিতেছিল। আর সর্ব্ব ক্রিয়াব স্থাযি প্রকৃতিব পব 'ইয়া' প্রযোগ করিলে অন্য ক্রিযাব অতীত কাল বিশিষ্ট পূর্ব্ব ক্রিযাকে বোধ করায়, যেমন মারিয়া গিয়াছে, খাইয়া যাইবে, অর্থাৎ যাওন ক্রিযাব পূর্ব্বে মারণ ও খাওন ক্রিয়া অভিপ্রেত হয়। সেই রূপ ইয়ার স্থানে 'ইলে' প্রয়োগ করিলে অন্যেব অন্য ক্রিয়ার সম্ভাবনা বুঝায়, যেমন তুমি মারিলে আমি মাবিলাম।

প্রথম প্রকার ক্রিয়াব স্থাযি প্রকৃতিব পবে 'আ' এবং দ্বিতীয় প্রকাব ক্রিযাব 'ওয়া' প্রয়োগ কবিলে ক্রিয়াকে কিম্বা কর্ম্মকে বুঝায় যেমন মারা ভাল নহে, কাটা বৃক্ষ ইত্যাদি।

পরেব কথিত শব্দেব নামের ন্যায় রূপ হওয়া থাকে, যেমন মারা, মাবার, মারাতে ইত্যাদি। কিন্তু তৃতীয প্রকার [৪৮] ক্রিয়ার এরূপ প্রযোগ হয না, কেবল ক্রিযামাত্র বোধেব নিমিত্ত 'আন' আব 'আনা' প্রয়োগ হয, যেমন বেড়ান, বেড়ানা।

সেই রূপ সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে 'ইবা' ইহাব প্রয়োগ হয়, যেমন মারিবা, ইহাবও তিন প্রকাব রূপ হয়, মারিবা, মাবিবাব, মারিবাতে। এই প্রকাবে ধাতুরও তিন প্রকাব রূপ হইয়া থাকে, যেমন মারণ, মারণের, মারণেতে ইত্যাদি।

* পূর্ব্ব অঞ্চলে এবং কখন বা পদ্যেতে ইলে স্থানে ইলা প্রযোগ হয, আব ইবে স্থানে ইবা, যেমন মাবিলা, মাবিবা আব পদ্যেতে কদাচিৎ ইলের স্থানে ইলা ব্যবহাব হয, যখন ব্যক্তিব সম্ভ্রম অভিপ্রেত হয়।

যে তিন প্রকার ক্রিয়ার অন, ওন, আন ইহাতে শেষ হয় তাহার রূপে পরস্পর অতি অল্প প্রভেদ আছে, একারণ তিন গণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বে যে সকল রূপের নিমিত্ত লক্ষণ করা গেল তাহাতে মনোযোগের দ্বারা পাঠকদের বিদিত হইবেক যে নির্দ্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমানের প্রথম পুরুষে আখ্যাতিক যে রূপ হইবেক, যেমন মারি, খাই, বেড়াই, তাহার সহিত অন্য তাবৎ পদ সাদৃশ্য রাখে, কেবল ঐ বর্ত্তমানকালের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরুষ ও বর্ত্তমান নিয়োজন আর কৃদন্ত কর্ম্ম পদ ইহারা সম্বন্ধ রাখে না, যেমন মারি, মারিলাম, মারিতে, মারিব, মারিতাম ইত্যাদি।

ক্রিয়াকে ণিজন্ত অর্থাৎ প্রেরণার্থে প্রয়োগ করিবার প্রকার এই, যে প্রথম প্রকার ক্রিয়ার নকারের পূর্ব্বে 'আ' দিতে হয়, যেমন দেখনহইতে দেখান, করণ* হইতে করাণ ইত্যাদি।

[৪৯] দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে নকারের পূর্ব্বে "য়া" দিতে হয়, যেমন খাওয়ান; আর তৃতীয় প্রকার ক্রিয়া ণিজন্ত হয় না†, কিন্তু ণিজন্ত ক্রিয়ার রূপ সকল তৃতীয় প্রকার ক্রিয়া-পদের ন্যায় হয়, যেমন দেখাই ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার ও ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রথম বিধ নামধাতু হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় বিধ নামধাতু হয়, যেমন বেড়াইবা, বেড়াইবার, বেড়াই-বাতে, বেড়ান, অথবা বেড়ান্, বেড়ানের, বেড়ানেতে। দেখাইবা, দেখাইবার, দেখাইবাতে, দেখান্, কিম্বা দেখান, দেখানের, দেখানেতে।

পূর্ব্ব লক্ষণের উদাহরণ সকল বিশেষ রূপে দেখাইবার নিমিত্ত মারণ ক্রিয়ার মারি, ইত্যাদি রূপ পরে লেখা যাইতেছে।

ক্রিয়া নির্দ্ধারণ প্রকারে তিন লকার হয় অন্য ক্রিয়ার সংযোগাধীন অধিক হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ পরে পাইবেন।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান লকার।

এক ও বহু বচন।

আমি কিম্বা আমরা মারি*, তুমি কিম্বা তোমরা মার, তিনি কিম্বা তাঁহারা মারেন।

[৫০] অতীত লকার।

আমি কিম্বা আমরা মারিলাম, তুমি কিম্বা তোমরা মারিলে, তিনি কিম্বা তাঁহারা মারিলেন।

* এ স্থলে সংস্কৃত রীতির অনুসারে দন্ত্য নকার স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ হইয়াছে।

† যে ক্রিয়া আ অথবা য়া দ্বারা ণিজন্ত হয় তাহাতে অণিজন্ত কালীন যে কর্ত্তা তিনি যদ্যপি ণিজন্ত ক্রিয়াতে কর্ম্ম হইলেন তথাপি তদন্তঃপাতি অণিজন্ত ক্রিয়াতে তাহারই প্রাধান্য, কর্ত্তার অপ্রাধান্য, যেমন তিনি ধর্ম্মপুস্তক পড়েন, এই বাক্যে তিনি কর্ত্তা আর প্রধান; আর যখন ঐ পড়ন ক্রিয়া আ সংযোগের দ্বারা ণিজন্ত হইবেক, যেমন আমি তাঁহাকে ধর্ম্মপুস্তক পড়াই, তৎকালে তাঁহাকে এই পদ কর্ম্ম হইয়াও পড়ন ক্রিয়াতে প্রধান হয়।

* বঙ্গভাষায় ও অন্য২ অনেক ভাষায় বর্ত্তমান লকার প্রয়োগে কখন২ কালকে না বুঝাইয়া কেবল সেই ক্রিয়া মাত্র বুঝায় যে ক্রিয়া অবাধে হইয়া থাকে, যেমন আমি প্রাতঃকালে পড়ি।

ভবিষ্যৎ লকার।

আমি কিম্বা আমরা মারিব, তুমি কিম্বা তোমরা মারিবে, তিনি কিম্বা তাঁহারা মারিবেন।

সংযোজন প্রকার*।

বর্ত্তমান কাল, এক বচন ও বহু বচন।

যদি আমি কিম্বা আমরা মারি†, যদি তুমি ও তোমরা মার, যদি তিনি কিম্বা তাঁহারা মারেন।

অতীত লকার।

যদি আমি কিম্বা আমরা মারিতাম, যদি তুমি কিম্বা তোমরা মারিতে, যদি তিনি কিম্বা তাঁহারা মারিতেন।

[৫১] সংযোজন প্রকারে ভবিষ্যৎ লকার নাই, যেহেতু বর্ত্তমান লকারই সম্ভাব্য রূপে ভবিষ্যৎ লকারকে কহে; যেমন যদি আমি কহি, অর্থাৎ এক্ষণে অথবা পরক্ষণে যদি আমি কহি। আর সংযোজন প্রকারের অতীত লকার কখন অতীত কালের ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য কহে, তখন বাক্য-সমাপ্তি করিবার নিমিত্ত অন্য ক্রিয়া অপেক্ষা হইবেক না, সুতরাং নির্দ্ধারণ প্রকারে গণিত হইবেক, যেমন আমি বিদ্যালয়ে পড়িতাম, অর্থাৎ অতীত কালে বিদ্যালয়ে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতাম।

* সংযোজন ক্রিয়াতে বাক্যের সংপূর্ণতা নিমিত্ত অন্য ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব বাক্যীয় ক্রিয়ার সহিত দ্বৈধবোধক কোন অব্যয় শব্দের প্রয়োগ হয়, দ্বিতীয় বাক্যীয় ক্রিয়াতে প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, যেমন যদি সূর্য্য উদয় হয়েন তবে অন্ধকার থাকিবেক না।

† নির্দ্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমান লকারে যে প্রকার রূপ থাকে সেই রূপেই এস্থলে প্রয়োগ হয়, কেবল যদি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ মাত্র অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্য যাহার দ্বারা বাক্যের পূর্ণতা হয়, তাহার ক্রিয়াতে ভবিষ্যৎ লকারের রূপ হইবেক। এবং ঐ দ্বিতীয় বাক্যস্থ ক্রিয়ার পূর্ব্বে তবে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়, যেমন যদি তুমি মার, তবে আমি মারিব। কখন২ এরূপ স্থলে যদি প্রভৃতি অব্যয়ের লোপ হইয়া থাকে, যেমন তুমি মার, আমি মারিব, যদ্যপিও এস্থলে উত্তর বাক্যে তবে শব্দ নাই কিন্তু প্রায়ই লুপ্ত; যদি প্রভৃতি শব্দের বোধনার্থ উত্তর বাক্যে তবে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন তুমি মার, তবে আমি মারিব, এই রূপ দ্বিতীয় বাক্যের পূর্ব্বস্থ তবে ইত্যাদি শব্দের লোপ হয়, যেমন যদি তুমি আমাকে মারিতে, তোমাকে আমি মারিতাম।

নিয়োজন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল দ্বিতীয় পুরুষ।

এক বচন ও বহু বচন।

তুমি তোমরা মার, অথবা মারহ।

তৃতীয় পুরুষ।

তিনি তাঁহারা মারুন।

ভবিষ্যৎ লকার দ্বিতীয় পুরুষ।

তুমি তোমরা মারিও।

চতুম্।

মারিতে*।

[৫২] কর্ত্তা বর্ত্তমান।

মারিতে†।

অতীত কর্ত্তা কিম্বা ক্ত্বাচ্।

মারিয়া‡।

সম্ভাব্য কর্ত্তা।

মারিলে§।

কর্ম্ম।

মারা।।।

মারা এ শব্দ নামধাতু রূপে প্রযোগ হয়, যেমন মারা মারাকে মারাতে¶।

দ্বিতীয় নামধাতু।

মারিবা মারিবার মারিবাতে।

তৃতীয় নামধাতু।

মারণ, মারণকে, মারণের, মারণে, মারণেতে।

---

* তাহাকে মারিতে আমি আসিয়াছি।

† আপন পুত্রকে মারিতে তাহাকে আমি দেখিলাম।

‡ সে তোমাকে মারিয়া যাইতেছে।

§ ইহার প্রয়োগ অতীতকালে কিম্বা ভবিষ্যৎকালে হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বোধ উত্তর বাক্যীয় সমাপিক ক্রিয়ার দ্বারা হয়, যেমন তুমি মারিলে আমি মারিতাম, তুমি মারিলে আমি মারিব।

।। সে মারা যাইবেক, অকর্ম্মক ক্রিয়াতে এরূপ কর্ম্ম প্রতিপাদক প্রয়োগ হয় না, কিন্তু ধাতু রূপে প্রয়োগ হয়, যেমন চলা, চলার, চলাতে।

¶ যেমন চাকরকেও মারা ভাল নহে, মারার বদলে (পরিবর্ত্তে) মারা, এবং অন্যকে মারাতে অনেক দোষ।

আছি এ সহকারি ক্রিয়া ইহার সম্পূর্ণ রূপ হয় না, অর্থাৎ নির্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমানে ও অতীতে রূপ হইয়া থাকে।

[৫৩] নির্ধারণ প্রকার বর্ত্তমান।

আমি আমরা আছি, তুমি তোমরা আছ, তিনি তাঁহারা আছেন।

অতীত লকার।

আমি, আমরা আছিলাম* অথবা ছিলাম; তুমি, তোমরা আছিলে কিম্বা ছিলে; তিনি, তাঁহারা আছিলেন কিম্বা ছিলেন।

মারিতে, করিতে, যাইতে ইত্যাদি বর্ত্তমান কর্ত্তাতে, আর মারিয়া, করিয়া, যাইয়া প্রভৃতি অতীত কর্ত্তা বিষয়ে ঐ সকল ক্রিয়া পদ সহকারি ক্রিয়া আছি ইহার সহিত কালিক কোন বিশেষ জানাইবার নিমিত্ত সংযোগ হয়, সে কালে আদ্য অক্ষর আকারের লোপ হইয়া থাকে, যেমন মারিতেছি, অর্থাৎ মারিতে আর আছি, এ দুইয়ের সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মারিতে-ছিলাম অর্থাৎ মারিতে ও আছিলামের যোগে হইয়াছে। মারিয়াছি অর্থাৎ মারিয়া ও আছি এ দুয়ের যোগে হইয়াছে। মারিয়াছিলাম, মারিয়া ও আছিলাম ইহার সংযোগে হইয়াছে। এই চারি প্রকার সংযোগ ক্রিয়ার নির্ধারণ প্রকারের যে তিন লকার পূর্ব্বে কহিয়াছি, তাহা হইতে অধিক চারি লকার রূপে সাধারণ ব্যবহারে আইসে, বস্তুত ইহা ক্রিয়াদ্বয়ের সংযোগে হয়, পৃথক্ লকার নহে।

[৫৪] সংযোজন ক্রিয়া।

নির্ধারণ প্রকার বর্ত্তমান কাল।

মারিতেছি, মারিতে আর ছি (সংস্কৃতে মারয়ন্নস্মি) অর্থাৎ ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে সমাপ্তি হয় নাই। আমি আমরা মারিতেছি, তুমি তোমরা মারিতেছ, তিনি তাঁহারা মারিতেছেন।

দ্বিতীয় মারিতেছিলাম, অর্থাৎ মারিতে ও ছিলাম, এ দুয়ের সংযোগে হয় (সংস্কৃতে মারয়ন্নাসং) অর্থাৎ অতীত কালে ক্রিয়া উপস্থিত ছিল যাহা সম্পূর্ণ না হইয়া থাকে অথবা সংপূর্ণ হইয়াছে কি না এমৎ অভিপ্রেত না হয়। আমি আমরা মারিতেছিলাম, তুমি তোমরা মারিতেছিলে, তিনি তাঁহারা মারিতেছিলেন।

তৃতীয় মারিয়াছি (সংকৃতে মারয়িত্বাঽস্মি) অর্থাৎ অতীত কালে ক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং এই বাক্য প্রয়োগ পর্য্যন্ত অন্যের দ্বারা বাধিত হয় নাই। আমি আমরা মারিয়াছি, তুমি তোমরা মারিয়াছ, তিনি তাঁহারা মারিয়াছেন।

চতুর্থ মারিয়াছিলাম (সংস্কৃতে মারয়িত্বাসং) মারিয়া ও ছিলামের সংযোগে হয় অর্থাৎ ক্রিয়া অতীতকালে নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর ক্রিয়ান্তরের সম্ভাবনা আছে। যেমন মারিয়া-ছিলাম সে লজ্জা পাইল না।

* ইহার আদি আকার অতীতকালে লোপ হইয়া থাকে কিন্তু পদ্যতে প্রায় লোপ হয় না।

ক্ত্বাচ্ ও চতুম্ অন্ত পদের সহিত আছি ক্রিয়ার সংযোগ দ্বারা রূপ হয়, যাহা পূর্ব্বে কহিলাম, ইহাতে মনোযোগদ্বারা পাঠ[৫৫]কেরা জানিতে পারিবেন যে অন্য২ ক্রিয়ার সহিত অর্থ সঙ্গতি থাকিলে এই দুয়ের একের সংযোগাধীন সেই২ ক্রিয়ারও রূপ হইয়া থাকে, যেমন মারিয়া ও ফেলি ইহার যোগে মারিয়া ফেলি; মারিতে চাহি ইহা মারিতে ও চাহি এ দুয়ের সংযোগে হইয়াছে; যাইতে পারি যাইতে ও পারি ইহার সংযোগে হইয়াছে; মারিতে লাগি, অর্থাৎ মারিতে আরম্ভ করি, কিন্তু ইহা শিষ্ট প্রয়োগ নহে; মারিয়া থাকি,* অর্থাৎ সময়ে২ মারি, মারিতে যাই, এই রূপ অর্থ সঙ্গতি ক্রমে নানা ক্রিয়ার রূপ হইতে পারে। অতএব তন্নিমিত্তে পৃথক্২ ক্রিয়া প্রকারের আধিক্য করণে প্রয়োজন নাই।

এ লকার স্থানে অন্য লকারকে লক্ষণা করিয়া ব্যবহার করা যায়, প্রকরণদ্বারা তাহার জ্ঞান হয়, যেমন অন্ন আসিয়াছে, ইহার উত্তরে "আইল" ইহা বর্ত্তমান লকার স্থানীয় হয়, অন্ন আসিতেছে। আর যে পর্য্যন্ত আমি থাকি সে পর্য্যন্ত তুমি থাকিবে, এস্থলে থাকি ইহা বর্ত্তমান লকার হইয়াও ভবিষ্যৎ লকারস্থানীয হইযাছে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমি থাকিব সে পর্য্যন্ত তুমি থাকিবে।

[৫৬] আপনি করিবেন অথবা আপনি দিবেন ইহা ভবিষ্যৎ লকার হইয়াও সম্মান স্থলে বর্ত্তমান অনুজ্ঞাকে বুঝায়, অর্থাৎ আপনি করুন, আপনি দেউন। ইহাতে বিশেষ রূপে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য যে দ্বিতীয় পুরুষ তুমি ইহার স্থানে তৃতীয় পুরুষ আপনি অথবা মহাশয় এই রূপ প্রয়োগ সম্মান অভিপ্রেত হইলে করা যায়, সে স্থলে ক্রিয়ার প্রয়োগও তৃতীয় পুরুষের হইবেক, আপনি দিতেছেন, মহাশয় করিয়াছেন, অর্থাৎ তুমি দিয়াছ, তুমি করিয়াছ।

যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত হইবেক তখন তুমি স্থানে তুই আদেশ হয, ইহা ২৬ পত্রে উল্লেখ করা গিযাছে। ইহার সহিত অন্বিত যে ক্রিযা তাহার বিভক্তির পরিবর্ত্ত হয, যেমন বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় পুরুষের অকার এবং ওকার স্থানে ইস্ আদেশ হয, যেমন তুমি মার এস্থলে তুই মারিস্, আছ স্থানে আছিস্, খাও স্থানে খাইস্, দেখাও স্থানে দেখাইস্। সেই রূপ সংযোজন প্রকারেও জানিবে, অর্থাৎ তাহার অকার, ওকার, একার স্থানে ইস্ হইয়া থাকে, যেমন যদি তুই মারিস্, যদি তুমি মার ইহার স্থানে হয, যদি তুমি খাও ইহার স্থানে যদি তুই খাইস্ ইহার প্রযোগ হইয়া থাকে, যদি তুমি মারিতে ইহার স্থানে যদি তুই মারিতিস্ এরূপ কহা যায়। আর অতীত কালে দ্বিতীয় পুরুষের একার স্থানে ইকার হয়, যেমন তুমি মারিলে ইহার স্থানে তুই মারিলি ইহা প্রয়োগ হয়, ছিলে স্থানে ছিলি, মারিতেছিলে ইহার স্থানে মারিতেছিলি, মারিয়াছিলে [৫৭] ইহার স্থানে তুই মারিয়াছিলি। কিন্তু মারিয়াছ ইহা অতীত কাল হইয়া মারিযা আর আছ এ দুয়ের সংযোগে হয, অতএব বর্ত্তমান কালের ন্যায ইস্ ইহার সংযোগ হইল এ কারণ মারিয়াছ ইহার স্থানে মারিয়াছিস্ এ রূপ প্রয়োগ হয়। ভবিষ্যৎকালেও দ্বিতীয় পুরুষের একারস্থানে ইকার আদেশ হয়, যেমন মারিবে ইহার স্থানে মারিবি এতদ্রূপ প্রয়োগ হইযা থাকে।

নিযোজন প্রকারে শেষের স্বরের লোপ হয, যেমন মার ইহার স্থানে মার্, খাও ইহার স্থানে খা প্রয়োগ হইয়া থাকে, আর ভবিষ্যৎ নিযোজনে শেষ স্বর স্থানে "স" আদেশ হইয়া থাকে, যেমন মারিও ইহার স্থানে মারিস্ কহা যায়। এরূপ তুচ্ছত্ব বোধক প্রয়োগ সকল বিবেক রহিত

* ইহার অতীত ক্ত্বাচ্ ক্রিযান্তরের সহিত প্রযোগে দ্বিধা বোধক শব্দের যোগ থাকিলে সংযোজন প্রকার হয়, যেমন যদি আমি টাকা লইয়া থাকি তবে ফিরিয়া দিব, এই যে নির্দ্ধারণ প্রকারের পরিবর্ত্তে সংযোজন প্রকার তাহা কেবল নির্দ্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমানেই হইয়া থাকে, অন্য কালে হয় না, যেমন যদি আমি মারিযা থাকিব ইত্যাদি বাক্য নিরর্থক।

অভিমানি প্রভুরা করিয়া থাকেন, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এ সকল প্রয়োগে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় পুরুষের উল্লেখসময়ে সম্মান অভিপ্রেত না হইলে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির স্থানে সে, ও, এ, যে, ইহা প্রয়োগ করা যায়, যাহা পূর্ব্বে ৩৪, ৩৫, ৩৬, পত্রে কহা গিয়াছে, আর যে তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়া যাহার সহিত অন্বিত হয় তাহার তাবতের নকার নির্দ্ধারণ ও সংযোজন প্রকারে লোপ হইবেক, এবং অতীতকালে নয়েব পূর্ব্বে স্থিত একার অকারে পরিবর্ত্ত হয়, যেমন বর্ত্তমান কালে মারেন ইহার স্থানে মারে, মারিতেছেন ইহার স্থানে মারিতেছে ইহা প্রয়োগ হয়।

[৫৮] অতীত কালে মারিলে ইহার স্থানে মারিল, মারিতেছিলেন স্থানে মারিতেছিল, আর মারিয়াছিলেন ইহার স্থানে মারিয়াছিল। ভবিষ্যৎকালে মারিবেন ইহার স্থানে মারিবে কহা যায়। মারিয়াছেন এ বর্ত্তমান কালে প্রযোগ, মারিয়া আর আছেন ইহার যোগে হয়, এ নিমিত্ত কেবল নকারের লোপ হয়, একার স্থানে অকার হয না, যেমন মারিয়াছেন ইহার স্থানে মারিয়াছে এ রূপ কহা যায।

নিয়োজন প্রকারে তৃতীয় পুরুষে শেষ নকারস্থানে ক আদেশ হয়, যেমন মারুন ইহার স্থানে মারুক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

কখন ভবিষ্যৎ লকারে ও অতীত কালে তৃতীয় পুরুষে তুচ্ছতা অভিপ্রেত হইলে নকারস্থানে ক আদেশ হয যেমন মারিবেন এস্থলে মারিবেক ও মারিবে উভয় প্রকার প্রয়োগ হয়, আর মারিলেন এস্থলে মারিলেক ও মারিল দুই প্রকার প্রযোগ হইযা থাকে।

যে ক্রিযার প্রকৃতি এক আঘাতে উচ্চারিত হয, আর আঘাতদ্বয়ে যে ক্রিযার প্রকৃতি উচ্চারিত এবং নকারান্ত হয কিন্তু সে নকার রূপকালে থাকে না, তাহার বর্ত্তমান কালের তৃতীয় পুরুষে নকারস্থানে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে যকার আদেশ হয, যেমন খান স্থানে খায প্রয়োগ হয়, যাই হইতে যান তাহার নকারস্থানে য আদেশ হইযা যায প্রযোগ হয, সেই রূপ কামাই ক্রিয়ার কামান ইহার স্থানে কামায় ইহা প্রযোগ হয।

[৫৯] ণিজন্ত যাবৎ ক্রিয়া দুই আঘাতে উচ্চারণ হয এ প্রযুক্ত অব্যবহিত পূর্ব্বে লিখিত নিয়মের অন্তর্গত হয, যেমন দেখাই ক্রিয়া হইতে দেখান ইহার স্থানে দেখায হয, কিন্তু যে ক্রিযার শেষে ন থাকে ও সেই নয়ের রূপকালে লোপ না হয আর দুই আঘাতের অধিক ক্রিয়া যদি হয, যেমন সামালুন, এ সকলকে পূর্ব্বে লিখিত সর্ব্ব সাধারণ নিযমের অন্তঃপাতি জানিবে, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে তৃতীয় পুরুষে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে নকারের লোপ কেবল হয়, যেমন বাখানেন ইহার স্থানে বাখানে আর সামালেন ইহার স্থানে সামালে, এ রূপ প্রয়োগ হইয়া যায।

তৃতীয় পুরুষের তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে, সে ও, এ, যে, ইত্যাদির ভূরি প্রযোগ হইয়াথাকে একারণ ইহার অন্বিত ক্রিয়ারও বহুপ্রকার পরিবর্ত্ত হয়, এ নিমিত্ত ইহা বিশেষ রূপে লেখা গেল, এবং ইহাতে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

আমি, ইহার স্থানে ইতর লোক মুই কহিয়া থাকে, কিন্তু যে ইহার অন্বিত ক্রিয়া তাহার রূপের পরিবর্ত্ত হয না, যেমন আমি মারি, অথবা মুই মারি, আমি অথবা মুই মারিলাম, আমি অথবা মুই মারিব, অতএব এ বিষয়ে অধিক লিখনের প্রয়োজন নাই।

হই, যাই, এই দুই, যাহা দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে গণিত হয, নানাবিধ অর্থে ইহার ভূরি প্রযোগ হইযা থাকে, একারণ পৃথক্ করিয়া রূপ করা যাইতেছে।

[৬০] হওন ক্রিয়া।

নির্দ্ধারণ প্রকার বর্ত্তমান।

আমি আমরা হই, তুমি তোমরা হও, তিনি তাঁহারা হন্।

অতীতকাল।

আমি আমরা হইলাম, তুমি তোমরা হইলে, তিনি তাঁহারা হইলেন।

ভবিষ্যৎকাল।

আমি আমরা হইব, তুমি তোমরা হইবে, তিনি তাঁহারা হইবেন।

সংযোজন প্রকার বর্ত্তমান।

যদি আমি আমরা হই. যদি তুমি তোমরা হও, যদি তিনি তাঁহারা হন।

অতীতকাল।

যদি আমি আমরা হইতাম, যদি তুমি তোমরা হইতে, যদি তিনি তাঁহারা হইতেন।

নিয়োজন প্রকার বর্ত্তমান।

তুমি হও, তিনি হউন।

ভবিষ্যৎকাল।

তুমি হইও।

চতুম্ ও ক্ত্বা বর্ত্তমান।

হইতে।

অতীতকাল।

হইয়া।

[৬১] সম্ভাব্য কর্ত্তা।

হইলে।

প্রথম	নামধাতু	হওয়া,	হওয়ার,	হওয়াতে।
দ্বিতীয়	নামধাতু	হইবা,	হইবার,	হইবাতে।
তৃতীয়	নামধাতু	হওন,	হওনের,	হওনেতে।

হইতে আর হইয়া এ দুয়ের সংযোগ আছি এ ক্রিয়ার সহিত হইলে অন্য চারি প্রকার লকার

ইত্যাদি। আছি এই ক্রিয়ার বৃত্তিতে যে বিস্তাররূপে লেখা গিয়াছে তাহার দ্বারা ব্যক্ত হইবেক

যে আছি আর হই এ দুই ক্রিয়া সামান্যত এক অর্থ হইয়াও ভূরি স্থানে প্রত্যেকে ভিন্ন ২ অর্থে প্রয়োগ হয়, অতএব এ দুয়ের সংযোগে চারি মিশ্রিত লকারে দোষ নাই।

এই সকল বাক্যে যেমন আমাকে যাইতে হয়, তোমাকে লইতে হইল, তাঁহাকে দিতে হইবেক, "আবশ্যক", "উচিত", ইত্যাদি এক ২ গুণাত্মক বিশেষণ ক্রিয়ার পূর্ব্বে উহ্য হয়, যেমন আমাকে যাইতে (আবশ্যক) হয়, তোমাকে লইতে (উচিত) হইল ইত্যাদি।

বটে এই শব্দ স্বীকারদ্যোতক হইয়াও কখন২ উহ্য হওন ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়, কিন্তু কেবল বর্ত্তমান কালেই তাহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন আমি বটি, তুমি বট, তিনি বটেন, অর্থাৎ হাঁ আমি হই, হাঁ তুমি হও, হাঁ তিনি হন্।

[৬২] যাওন ক্রিয়া।

নির্ধারণ প্রকার বর্ত্তমান লকার।

আমি আমরা যাই, তুমি তোমরা যাও, তিনি তাঁহারা যান।

নির্ধারণ প্রকারে অতীতকালে আর সম্ভাব্য ক্রিয়াতে যাই ইহার স্থানে গে আদেশ হয়, আর অতীতক্তবায় গি হইয়া থাকে কিন্তু অন্য ক্রিয়ার সংযোগ বিনা গি আদেশের নিত্যতা নাই যেমন গিয়া কিম্বা যাইয়া।

অতীত লকার।

আমি কিম্বা আমরা গেলাম, তুমি কিম্বা তোমরা গেলে, তিনি কিম্বা তাঁহারা গেলেন।

ভবিষ্যৎ লকার।

আমি আমরা যাইব, তুমি তোমরা যাইবে তিনি তাঁহারা যাইবেন।

সংযোজন প্রকার বর্ত্তমান লকার।

যদি আমি আমরা যাই, যদি তুমি তোমরা যাও যদি তিনি তাঁহারা যান।

অতীত লকার।

যদি আমি আমরা যাইতাম, যদি তুমি তোমরা যাইতে যদি তিনি তাঁহারা যাইতেন।

নিয়োজন প্রকার বর্ত্তমান।

তুমি তোমরা যাও, তিনি তাঁহারা যাউন।

ভবিষ্যৎ লকার।

তুমি তোমরা যাইও।

[৬৩] চতুম্ ও বর্ত্তমান কর্ত্তা।

যাইতে।

অতীত ক্ত্বাচ্ অথবা কর্ত্তা।

গিয়া অথবা যাইয়া।

সম্ভাব্য কর্ত্তা।

গেলে।

প্রথম	নামধাতু	যাওয়া,	যাওয়ার,	যাওয়াতে।
দ্বিতীয়	নামধাতু	যাইবা,	যাইবার,	যাইবাতে।
তৃতীয়	নামধাতু	যাওন,	যাওনের,	যাওনেতে।

চারি মিশ্রিত লকার যাইতে অথবা গিয়া ইহার সংযোগ আছি ক্রিয়ার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় সম্পন্ন হয়, যেমন যাইতেছি, যাইতেছিলাম, গিয়াছি, গিয়াছিলাম ইত্যাদি।

অভাবার্থ।

গৌড়ীয় ভাষাতে নির্দ্ধারণ প্রকারে ক্রিয়া পদের পরে না* সংযোগদ্বারা অভাবার্থ প্রতীত হয়।

বর্ত্তমান লকার।

আমি আমরা করি না, তুমি তোমরা কর না তিনি তাঁহারা করেন না।

সেইরূপ আমি করিলাম না, আমি করিব না, আমি করিতাম না ইত্যাদি। এই বর্ত্তমান লকার অতীত লকারের অর্থেও প্রয়োগ হয়, যেমন আমি করি না, অর্থাৎ একালে [৬৪] এবং অতীত কালে আমি করি না , কিন্তু যখন না স্থানে নাই প্রয়োগ হয়, তখন অতীত কালীয় ক্রিয়ার অভাব নিশ্চিতরূপে অভিপ্রেত হইবেক, যেমন আমি করি নাই অর্থাৎ আমি কদাপি করি নাই, অতএব এই বর্ত্তমান কালীয় অভাব পদ অতীত কালের অর্থে দুই প্রকারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

নিয়োজন প্রকারের বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াতে "না" প্রয়োগ হইলে ঐ ক্রিয়ার প্রার্থনা অভিপ্রেত হয়, যেমন কর না, আমার প্রার্থনা এই যে তুমি এ কর্ম্ম কর, করুন্ না, অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে তিনি করেন, কিন্তু নিয়োজন প্রকারের ভবিষ্যৎ লকারের ক্রিয়াতে না সংযোগ হইলে বর্ত্তমান কালেরও নিষেধ অভিপ্রেত হইবেক, যেমন করিও না, যাইও না, অর্থাৎ এক্ষণেও না যাও, পরেও না যাও। ক্রিয়ার এই দুই প্রকার ব্যতিরেক সর্ব্বত্র না ইহার সংযোগ পূর্ব্বে হয়, যেমন নাকরিতে, নাকরিয়া, নাকরিলে, নাকরা, নাকরিবার ইত্যাদি।

কেবল সংযোজন প্রকারে প্রথম ক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রায় না আসিয়া থাকে, আর পরের ক্রিয়াতে প্রায় পরে আইসে। যদি আমি না যাই তবে তুমি আসিবে না, যদি আমি তোমাকে না দেখিতাম তবে তুমি আসিতে না।

* কখন২ পদ্যতে আর কদাচিৎ কথোপকথনে "না" ক্রিয়ার পূর্ব্বে স্থিত হইয়া থাকে।

কেবল নাই, আছি না, আছ না, আছেন না, এই তিন বর্ত্তমান কালীয় পদের প্রতিনিধি হয়, যখন অভাব [৬৫] অভিপ্রেত হইবেক, যেমন আমি নাই, তুমি নাই, তিনি নাই। সেইরূপ নহি ও নই এ দুই ক্রিয়ার অভাবার্থে বর্ত্তমান কালীয় প্রথম পুরুষস্থানে ব্যবহারে আইসে ; নহ আর নও দ্বিতীয় পুরুষস্থানে, আর নহেন আর নন ইহা তৃতীয় পুরুষস্থানে ব্যবহার করা যায় যেমন আমি নহি, আমি নই, তুমি নহ, তুমি নও, তিনি নহেন, তিনি নন ইত্যাদি।

নির্ধারণ প্রকারের তিন লকারে "নাপারি" ইহা স্থানে "নারি" ব্যবহারে আইসে ; যেমন আমি নারি, আমি নারিলাম, আমি নারিব, কিন্তু ইহা সামান্য আলাপেই কখন২ ব্যবহার হইয়া থাকে।

কর্ম্মণি বাচ্য।

গৌড়ীয ভাষাতে অন্য ২ অসাধু ভাষার ন্যায় কর্ম্ম প্রয়োগে পথক্ আখ্যাতিক পদ নাই, কিন্তু সকর্ম্মক ক্রিযার কর্ম্ম পদ, যেমন মারা ধরা ইত্যাদিকে যাই ক্রিযার সহিত সংযোগ করিয়া সেই অর্থকে সিদ্ধ করেন। যে সংজ্ঞা কিম্বা প্রতিসংজ্ঞা যাহা কর্ম্মরূপে ক্রিয়া পদের সহিত ঐক্য থাকে তাহারই সহিত যাই ক্রিয়ার তাবৎ লকারের প্রত্যেক পদে অন্বয় করা যায়, নির্ধারণ প্রকারে, যেমন আমি মারা যাই, তুমি মারা যাও, তিনি মারা যান্। আমি ধবা গেলাম, তুমি ধরা গেলে, তিনি ধরা গেলেন। আমি ধরা যাইব, তুমি ধরা যাইবে, তিনি ধরা যাইবেন। আমি ধবা যাইতেছি, [৬৬] আমি ধরা যাইতেছিলাম। আমি ধবা গিয়াছি, আমি ধরা গিয়াছিলাম। সংযোজন প্রকাবের অতীত লকারে আমি ধরা যাইতাম ইত্যাদি।

নিয়োজন প্রকার।

বর্ত্তমান। তুমি ধরা যাও, তিনি ধরা যাউন। ভবিষ্যৎ। তুমি ধরা যাইও। চতুম্, ক্তা, ও কর্ত্তা বর্ত্তমান, ধরা যাইতে। কর্ম্ম পদ ধরা গিয়া। সম্ভাব্য ধরা গেলে। প্রথম নামধাতু ধবা যাওয়া, ধরা যাওয়ার, ধরা যাওয়াতে। দ্বিতীয় নামধাতু ধরা যাইবা, ধরা যাইবার, ধরা যাইবাতে। তৃতীয নামধাতু ধরা যাওন, ধবা যাওনের, ধরা যাওনে।

যদ্যপিও অকর্ম্মক ক্রিযার কর্ম্ম পদ নাই, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে এই প্রকার রূপ তৃতীয় পুরুষের সহিত অন্বয়ে হইয়া থাকে ; যেমন চলা যায, খাওয়া যায়, বসা যায়, ইত্যাদি। চলা যায় ইহা প্রায় চলা যাইতে পারে, ইহার সহিত সমানার্থ হয, চলা গেল অর্থাৎ চলন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এইরূপ পদ সকর্ম্মক ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন হয়, যেমন করা যায়, মাবা যায়, ইহাও কেবল তৃতীয় পুরুষেব অন্বযে হইযা থাকে, অর্থাৎ কেবল ক্রিযা নিষ্পন্ন* মাত্র হইল ইহা বুঝায়।

[৬৭] যখন দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়াকে কর্ম্মণি বাচ্যে রূপ করা যায়, যাহার বিবরণ ১৫ পত্রে কহা গিয়াছে, সে কালে যে মুখ্য কর্ম্ম অভিপ্রেত হইবেক, তাহাই উক্ত হইবেক ; আর দ্বিতীয় কর্ম্ম কর্ম্মপদের ন্যায থাকিবেক, যেমন রামকে টাকা দেওযা গেল, এ স্থলে টাকা যে মুখ্য তাহাই

* কর্ম্ম বাচ্যে বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ লকারে ক্রিয়ার কর্ত্তাব উল্লেখ না হইলে উত্তম পুরুষই প্রায তাহার কর্ত্তা বোধ হয, যেমন টাকা দেওয়া যাইবেক, অর্থাৎ আমার দ্বারা টাকা দত্ত হইবেক।

উক্ত হইল, রামকে যাহা দ্বিতীয় কর্ম্ম হয়, সে পূর্ব্ববৎ রহিল যাহা কর্ত্তৃবাচ্যে, আমি রামকে টাকা দিয়াছি, এই প্রকার হয়।

অনিয়ম সংযোগ।

ক্রিয়ার পূর্ব্বে নামের ও গুণাত্মক বিশেষণের অথবা কৃদন্ত শব্দের প্রকৃতিকে সংযোগ করিয়া সংযুক্ত ক্রিয়া করা যায়, আর সেই প্রকৃতি বাস্তবিক ক্রিয়ার কর্ম্ম অথবা অন্য কারক হইয়া থাকে, যেমন গাছ কাটন ইহাহইতে গাছ কাটি, গাছ কাট, গাছ কাটেন, ইত্যাদি সংযোগ পদ সকল নিষ্পন্ন হয়। এই রূপ জল খাওনহইতে জল খাই ইত্যাদি। মানুষ চেনন এই ক্রিয়াহইতে মানুষ চিনি ইত্যাদি। বড় করণ ইহাহইতে বড় করি ইত্যাদি। ত্রস্ত করণহইতে ত্রস্ত করি, নষ্ট করণহইতে নষ্ট করি, ব্যস্ত হওনহইতে ব্যস্ত হই ইত্যাদি। আর মারি খাওন-হইতে মারি খাই, মারি খাও, মারি খান ইত্যাদি।

ণিজন্ত।

ণিজন্ত ক্রিয়া সকলেব রূপ কর্ত্তৃবাচ্যে যে নিয়মে হয তাহা ৪৮।৪৯ পত্রে বিবরণ করা গিযাছে, [৬৮] কিন্তু অর্থ বোধেব কাঠিন্য পবিহাব কারণ কর্ম্মণি বাচ্যে তাহার যোগ প্রায় হয় না, তবে ণিজন্ত ক্রিযা যেমন দেখান ইহার সহিত যাই, এই তৃতীয পুরুষে সংযুক্ত হইযা কেবল তৃতীয় পুরুষের রূপ হয, যেমন দেখান যাইতেছে, অর্থাৎ দেখান ক্রিযা হইতেছে।

মরণ ক্রিয়া ব্যতিরেক যাবৎ অকর্ম্মক ধাতু আছে তাহার কর্ত্তা অর্থাৎ সেই ক্রিয়ার অভিহিত পদ ওই ক্রিয়ার ণিজন্ত অবস্থাব কর্ম্ম হয়, যেমন রাম চলেন, রামকে চালাই , সেই রূপ সকর্ম্মক ক্রিযার কর্ত্তা ঐ ক্রিয়া ণিজন্ত হইলে তাহার কর্ম্ম হয়, যদি ওই ণিজন্ত অবস্থাতে ক্রিয়া তাহাকে ব্যাপে, নতুবা ণিজন্ত ক্রিযার করণ হয়, যেমন রাম খান, আমি রামকে খাওয়াই, এ স্থলে খাওয়ান ক্রিয়া রামকে ব্যাপিয়াছে এ কারণ বাম কর্ম্ম হইল। রাম ঘট গড়েন, আমি রামের দ্বারা ঘট গড়াই, এস্থলে গড়ান ক্রিয়া রামকে ব্যাপিল না, এ নিমিত্ত রাম করণ হইল।

ক্রিয়ার আদি স্বব ই কিম্বা উ হইলে তাহাব ণিজন্ত অবস্থায ই একারের সহিত, উ ওকারের সহিত পবিবর্ত্ত হয়, যেমন লিখি, লেখাই, উঠি, উঠাই ইত্যাদি।

প্রশ্ন প্রকরণ।

ক্রিয়া ও তৎসহচাবি পদেব শেষ যে স্বর তাহার দীর্ঘ উচ্চারণদ্বারা প্রশ্নের প্রতীতি হয়, ক্রিয়ার আকারেব প্রভেদ কিম্বা অন্য কোন অব্যয় কিম্বা কোন শব্দ সংযোগের প্রয়োজন [৬৯] রাখে না, যেমন তুমি যাইতেছ? তুমি গিযাছিলে? তুমি যাবে না? আর কখন প্রশ্নদ্যোতক শব্দ যে "কি" তাহা ক্রিয়ার পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিঃক্ষেপদ্বারা প্রশ্নের প্রতীতি হয়, যেমন তুমি কি যাবে? তুমি যাবে কি? তুমি কি না যাবে? তুমি কি যাবে না? আর কি স্থানে কখন "নাকি" প্রয়োগ কবা যায যখন প্রশ্নকর্ত্তা ক্রিয়া বিষয়ের কোন উল্লেখ জানিয়া থাকে, যেমন তুমি নাকি যাবে? অর্থাৎ তোমার যাইবাব কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি তদর্থে প্রশ্ন করিতেছি।

কখন ক্রিয়া দ্বিরুক্তি হয় তাহার এক ভাবার্থে, দ্বিতীয অভাবার্থে হইয়া থাকে, আর প্রশ্নের দ্যোতক কি শব্দকে তাহাদেব মধ্যে রাখা যায় যেমন তুমি যাবে কি না যাবে? অর্থাৎ তুমি যাবে কি না?

নিয়মের ব্যভিচার।

থাকন ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ লকার যদি অন্য কোন ক্রিয়ার অতীত কর্ত্তার সহিত সংযুক্ত হয় তবে অতীত কালের ক্রিয়োৎপত্তিকে সন্দিগ্ধ রূপে কহে, যেমন আমি তাহাকে মারিয়া থাকিব, অর্থাৎ আমার অনুমান হইতেছে যে আমি তাহাকে মারিয়াছি।

আইসন ক্রিয়ার ইকার চ্যুত হয়, যেমন আমি আসিলাম, আমি আসিব ; কিন্তু নির্দ্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমান লকারে এবং নিয়োজন প্রকারের বর্ত্তমান দ্বিতীয় পুরুষে ইকারের চ্যুতি হয় না, যেমন আমি আইসি, তুমি [৭০] আইস, তিনি আইসেন। সেই রূপ আইসন ক্রিয়ার "স" কথোপকথনে অতীত লকারে, এবং সম্ভাব্য কর্ত্তায় ভাব স্থলে লোপ হয়, যেমন আমি আইলাম, তুমি আইলে।

দেওন ক্রিয়া যদ্যপিও দ্বিতীয় প্রকারীয় হয় তথাপি ইহার স্থানে দন্ আদেশ হইয়া রূপ হয়, যেমন আমি দি, আমি দিলাম ; কিন্তু নির্দ্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান লকারে দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষে এবং নিয়োজন প্রকারে ও কৃদন্ত কর্ম্ম পদে পূর্ব্বের নিয়মানুসারে রূপ হইয়া থাকে, যেমন দেও, দেন ও দেয়, দেও, দেউন ও দেউক, দেওয়া।

সেই রূপ নেওন অর্থাৎ গ্রহণ কিম্বা ধরণ যাহা সংস্কৃত নী ধাতু হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাহারও রূপ দেওন ক্রিয়ার ন্যায় জানিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বে লিখিত স্থান সকলে নন্ আদেশ হয়, যেমন আমি নি আমি নিলাম, আমি নিব, এবং নেও, নেউন ইত্যাদি।

লওন গ্রহণ কিম্বা অঙ্গীকার করণ যাহা সংস্কৃত লা ধাতু হইতে নিঃসৃত হয় সে দ্বিতীয় প্রকারীয় ধাতু হয়, এ কারণ তদনুসারে রূপ হইয়া থাকে, যেমন লই, লও, লন ইত্যাদি। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন তাঁহারা এই দুয়ের অর্থাৎ নেওন ও লওন ইহার অর্থের ও উচ্চারণের ও লিপির সাদৃশ্য হেতুক একের স্থানে অন্যকে ব্যবহার করেন।

কোন২ ক্রিয়ার প্রথম স্বর উকার, নির্দ্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান লকারের তৃতীয় পুরুষে এবং কৃদন্ত [৭১] কর্ম্ম পদে ওকারের সহিত পরিবর্ত্ত হয়, যেমন সে ধোয়, ধোয়া।

পেওন দ্বিতীয় প্রকারীয় ধাতু হয়, পরের লিখিত পদের রূপ হইয়া থাকে, যেমন পেও, পিতেছে, পিতেছিল, পিয়াছে, পিয়াছিল, পিবেক, পিয়া, পিলে, পিবার। এই সকল স্থলে দেওন ক্রিয়ার ন্যায় ইহার রূপ হইয়া থাকে ইতি

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

কালের সহিত অভিহিত পদার্থের অবস্থাবিশেষ, যে সাপেক্ষ ক্রিয়ান্তরের দ্বারা ব্যক্ত হয় তাহাকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি, যেমন তিনি পুস্তক পাঠ করিয়া বাহিরে গেলেন। অর্থাৎ "তিনি" এই অভিহিত পদার্থের বহির্গমন পূর্ব্বকালীন যে পুস্তক পাঠাবস্থা, তাহা "পুস্তক পাঠ করিয়া" ইহার দ্বারা ব্যক্ত হইল।

গৌড়ীয় ভাষাতে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত "আ" কিম্বা "ওয়া" প্রত্যয়ের যোগ হইলে এই ক্রিয়ার ব্যাপ্য যে ব্যক্তি কিম্বা বস্তু অর্থাৎ সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম প্রতীতি হয়, আর সেই ক্রিয়ার

কাল অন্য ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা অভিপ্রেত হইয়া থাকে, যেমন মারা পড়িল, এস্থলে মারা এই পদ কর্ম্ম কৃদন্ত হয়।

কখন কর্ম্ম কৃদন্ত গুণাত্মক বিশেষণের ন্যায় পূর্ব্বে আইসে, যেমন চোরা দ্রব্য আনিয়াছে, এ উত্তম লেখা পুস্তক হয়। কখন যাওন ক্রিয়ার পূর্ব্বে আসিয়া উভয় মিশ্রিত [৭২] হইয়া কর্ম্মণি বাচ্য হয়, যেমন নদী দেখা যাইতেছে। ইহার বিশেষ বিবরণ ৬৫ পত্রে কর্ম্মণি বাচ্য প্রকরণে দেখিবে।

আর সকর্ম্মক অকর্ম্মক ক্রিয়া সকলের অবিকল এই রূপ নামধাতু আছে যাহা ৪৭।৬৬ পৃষ্ঠে লিখা গিয়াছে।

সংস্কৃত কর্ম্ম কৃদন্ত সকল যাহার শেষে তকার কিম্বা তব্য থাকে, গৌড়ীয় ভাষাতে গুণাত্মক বিশেষণের ন্যায় ব্যবহারে আইসে, যেমন হত বুদ্ধি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই রূপ যাহার শেষে "অনীয়" কিম্বা "অ" থাকে, যেমন দানীয়, দেয় ইত্যাদি সংস্কৃতের কর্ম্ম কৃদন্ত ভাষাতে কখন২ ব্যবহারে আইসে।

যে সকল ক্রিযাপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ, যাহার শেষে "আ" কিম্বা "ওয়া" না থাকে সে ক্রিয়াকর্ত্তাকে কহে, যাহা গৌড়ীয় ভাষাতে চারি প্রকার হয়, যেমন মারিতে, করত, মারিয়া, দেখিলে।

এই চারি প্রকার কর্ত্তৃ কৃদন্তের মধ্যে প্রথম কৃদন্ত "ইতে" পর্য্যবসান হয় ইহাকে বর্ত্তমান কৃদন্ত কহি, যেহেতু ইহার ক্রিয়ার কাল আর এ যে ক্রিয়ার অপেক্ষ হয়, তাহার কালের সহিত সমান কাল হয়, যেমন রাম তাহাকে ভূমির উপর পড়িতে দেখিলেন, অর্থাৎ দেখন ক্রিয়ার ও পড়ন ক্রিয়ার কাল একই হয়। এই প্রকার বর্ত্তমান কৃদন্তের যখন পুনরুক্তি হয় তখন ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য কিম্বা আতিশয্যকে প্রতীতি করে, যেমন সে আপন শত্রুকে মারিতে২ নগরে প্রবেশ করিল, সে চলিতে২ [৭৩] মৃত প্রায় হইল। কিন্তু লিপিতে ইহার প্রয়োগকে সাধু প্রয়োগ জানেন না।

করণ যে নামধাতু তাহার অনুভাগ স্থানে "অত" আদেশ হইলে কবিতে এই কৃদন্তের পুনরুক্তির সমানার্থ হয়, যেমন তিনি শত্রুকে প্রহার করত বাহিরে গেলেন, অর্থাৎ তিনি শত্রুকে প্রহার করিতে২ বাহিরে গেলেন। এ দ্বিতীয় প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তা হয আর পরের যে ক্রিয়ার সহিত ইহার অন্বয় হয় তাহার কর্ত্তাই ইহার কর্ত্তা হইযা থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব উদাহরণে গেলেন ক্রিয়ার যে কর্ত্তা সেই প্রহার করত ইহারও কর্ত্তা হয়, আর অনিয়ম সংযোগের ন্যায়, যাহা ৬৭ পত্রে লেখা গিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে সর্ব্বদা বিভক্তি রহিত কোন শব্দ থাকে যাহা ঐ উদাহরণে প্রহার পদ বিভক্তি রহিত রহিযাছে ; কিন্তু যে বর্ত্তমান কৃদন্ত কর্ত্তার "ইতে" পর্য্যবসান হয় তাহার পরের ক্রিয়ার সহিত এক কর্ত্তৃত্বের সর্ব্বদা নিয়ম নাই, যেমন তিনি তথায় না যাইতে আমি যাইব।

তৃতীয় প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তা "ইয়া" দ্বারা সমাপ্ত হয়, ইহাকে অতীত কৃদন্ত কারক কহি, যেহেতু পরের ক্রিয়া যাহার সহিত ইহার অন্বয় হয় তাহার কালের পূর্ব্বে ইহার কাল অভিপ্রেত হয় আর এই কৃদন্ত পদ ও ইহার অন্বিত ক্রিয়া এ দুয়ের কর্ত্তা এক হইয়া থাকে, যেমন তিনি পুনঃ২ যুদ্ধ করিয়া নানা দুঃখ পাইয়া শত্রুকে জয় করিলেন। এ স্থলে জয় করিবার কর্ত্তা ও যুদ্ধ করি[৭৪]বার ও দুঃখ পাইবার কর্ত্তা এক হয়, এবং জয় করিবার যে কাল তাহার পূর্ব্বকাল যুদ্ধ করিবার ও দুঃখ পাইবার হয়।

চতুর্থ প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তার "ইলে"তে সমাপন হয়, যেমন করিলে, দেখিলে, ইত্যাদি। ইহাকে সম্ভাব্য ক্রিয়া কহি যেহেতু এ এক প্রকার সংযোজন প্রকারের প্রতিনিধি হয় ও সম্পূর্ণ অর্থ বোধের নিমিত্ত ক্রিয়ান্তরকে অপেক্ষা করে যেমন তিনি আমাকে মারিলে আমি মারিব, অর্থাৎ

যদি তিনি আমাকে মারেন, তবে আমি তাঁহাকে মারিব, তিনি মারিলে, আমি তাঁহাকে মারিতাম, অর্থাৎ তিনি যদি মারিতেন, তবে আমি তাঁহাকে মারিতাম*। এই পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তা অব্যয় হয় আর ইহার পূর্ব্বস্থিত নাম অভিহিত পদ হয় তাহা কখন তৎসহিত থাকে কখন বা অধ্যাহৃত হয়, কেবল "ইতে" ইহাতে যাহার পর্য্যবসান হয় তাহার কর্ম্ম পদ [৭৫] কখন বা পূর্ব্বে স্থিতি করে যাহা ৭২ পত্রে বিবরণ করা গিয়াছে।

বর্ত্তমান কৃদন্ত কর্ত্তা যাহার পর্য্যবসান "ইতে" ইহাতে হয়, এবং অতীত কৃদন্ত কর্ত্তা যাহার পর্য্যবসান "ইয়া" ইহাতে হয়, এবং সম্ভাব্য কৃদন্ত কর্ত্তা যাহার পর্য্যবসান "ইলে" ইহাতে হয়, এ তিন অকর্ম্মক ক্রিয়া হইতেও নিঃসৃত হয়, যেমন শুইতে, শুইয়া, শুইলে। সুতরাং পূর্ব্ব মত ইহারা অব্যয় হয়।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আখ্যাতিক প্রকরণে যে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে তৎদ্বারা বিদিত হইবেক যে যাবৎ কৃদন্ত পদ ক্রিয়া হইতে রচিত হয় অতএব অকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহাকে অকর্ম্মক কৃদন্ত কহি, আর সকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে সকর্ম্মক কৃদন্ত কহি যেমন তিনি শুইলে আমি শুইব ; এ সংবাদ জানিয়া স্তব্ধ হইলাম।

সংস্কৃত কৃদন্ত কর্ত্তা যাহা "তা" কিম্বা "অক" ইহাতে পর্য্যবসান হয় যেমন দাতা, সেবক ইত্যাদি তাহা গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্য রূপে ব্যবহারে আসিয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিশেষণীয় বিশেষণ।

বাক্যের অন্তর্গত কোন২ বিশেষণের অবস্থা বিশেষ যাহার দ্বারা ব্যক্ত হয় তাহাকে বিশেষণীয় বিশেষণ কহি, সেই [৭৬] বিশেষণ গুণাত্মক কিম্বা ক্রিয়াত্মক অথবা কৃদন্ত কখন বা বিশেষণীয় বিশেষণ হইয়া থাকে। যেমন তিনি অত্যন্ত মৃদু হন, তিনি শীঘ্র যাইতেছেন, তিনি তথায় ঝটিতি যাইয়া পুনরায় আইলেন, তিনি অত্যন্ত শীঘ্র গেলেন।

বিশেষণীয় বিশেষণ সকল প্রায়ই অব্যয় হয়, কিন্তু কোন বিশেষ অর্থ জ্ঞাপনের নিমিত্ত ব্যবহারে আইলে উহার পরে "ই" কিম্বা "ও" ইহার সংযোগ হইয়া থাকে, যেমন এখন, এখনই অর্থাৎ এইক্ষণ মাত্রে ; এখনও আইলেন না, অর্থাৎ পূর্ব্বে আসা দূরে থাকুক এ পর্য্যন্ত আইলেন না। এমন, এই প্রকার ; এমনই, কেবল এই প্রকার , এমনও কর, অর্থাৎ ইহা হইতে উত্তম না করিতে পার এ রূপ কর , সে আজিই যাইবেক, অর্থাৎ সে কল্য পর্য্যন্ত কদাপি বিলম্ব করিবেক না।

* সম্ভাব্য ক্রিয়াতে বাক্যের সম্পূর্ণতা নিমিত্ত সংযোজন প্রকারের ন্যায় সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ যে "তবে" ইহার যোগ দ্বিতীয় পদের সহিত হয়, যেমন তিনি গেলে তবে আমি যাইব, আর যখন পর ও পরে ইহার যোগ ঐ ক্রিয়ার সহিত হয়, তখন ঐ ক্রিয়া নামের স্থানীয় হইয়া কেবল ক্রিয়া মাত্র বুঝায়, যেমন তুমি গেলে পর যাইব অর্থাৎ তোমার গমনের পর। আর যখন এই ক্রিয়ার পূর্ব্বে কোন নাম উহ্য অথবা স্থিত না হয় তখন কেবল ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত মাত্র বোধ করায়, আর তৎকালে পরক্রিয়ারও ঐ ক্রিয়া আমূল অর্থাৎ উভয় ক্রিয়ার মূল একই হইবেক, যেমন দিলে দেওয়া যাইতে পারে।

গৌড়ীয় ভাষাতে কথক শব্দ এ রূপ হয় যে কখন বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে প্রয়োগে আইসে, কখন বা গুণাত্মক বিশেষণ কখন বা বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহার করা যায় ; যেমন তোমার যাইবার পূর্ব্বে তিনি আসিয়াছেন, এ বাক্যে পূর্ব্বে শব্দ বিশেষণীয় বিশেষণ হইবেক, কিন্তু পূর্ব্বের মনুষ্য, এ স্থলে বিশেষ্যে প্রযোগ এবং রূপ হইল ; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, এ রূপ বাক্যে পূর্ব্ব শব্দ কেবল বিশেষণ হইয়াছে।

অনেক শব্দ যাহার বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে প্রয়োগ হয়, বিশেষতঃ যাহা স্থান কিম্বা সময়কে কহে, সে সকল [৭৭] শব্দ অধিকরণ চিহ্ন যে এ, এতে, য়, তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন পর, পরে, নিকট, নিকটে, ইত্যাদি। পরের গণিত শব্দ সকল যাহা প্রায় ভূরি প্রযোগে আইসে তাহা সকল বিশেষণীয় বিশেষণ হয়, তাহার উদাহরণও এই স্থলে ভূরি দেওয়া যাইতেছে।

একবার, যেমন একবার দেও, অর্থাৎ দান ক্রিয়ার একাবৃত্তি বুঝায়, এইরূপ দুইবার তিনবার ইত্যাদি। একবারে, যেমন সকল একবারে দেও, অর্থাৎ দেয় বস্তুর সাকল্যকে এবং সকৃদাবৃত্তিকে বুঝায়। এইরূপ দুইবারে তিনবারে ইত্যাদি। বার২, পুনঃ২, আরবার, পুনর্ব্বার, পুনরায়, এই সকল শব্দ প্রায় একার্থ হয়। প্রথমে, যেমন তাহাকে প্রথমে দেয ; শেষে, সর্ব্ব শেষে, যেমন এ সন্তান সর্ব্ব শেষে জন্মিয়াছে। মধ্যে, মাঝে, দুই একার্থ, ক্রমে ক্রমে২*, অল্পে২, যেমন তিনি ক্রমে২ শত্রুর রাজ্য জয় করিলেন। ধীরে অথবা ধীরে২ প্রায় দুই একার্থ, মন্দ২† যেমন বায়ু মন্দ ২ বহিতেছে। শীঘ্র, ত্বরায়, বেগে, প্রায় একার্থ শব্দ হয়। অতি, অতিশয়, অত্যন্ত, অতিমাত্র, এ সকল শব্দ গুণের কিম্বা ক্রিয়ার অবস্থার বাহুল্যকে কহে ; ইহারা অন্য বিশেষণীয় বিশেষণ শব্দের আধিক্য বোধের নিমিত্ত তাহার অগ্রে আসিয়া থাকে, যেমন অতি শীঘ্র [৭৮] যাইতেছেন, অতি ধীরে রথ চলিতেছে, অতি প্রাতে, অত্যন্ত রৌদ্র, অতিশয় ক্রোধ, এমৎ স্থলে অতি প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ সকল গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় প্রযুক্ত হয়। এথা, আর এথায, সেথায়, যথায, তথায়, যেমন তুমি যথায় থাকিবে, তথায় আমি থাকিব। কখন তথায় ইহা উহ্য হয, যেমন যথায় তুমি যাইবে, আমি যাইব, অর্থাৎ তথায় আমি যাইব। যথা তথা, অথবা যেথা সেথা, কখন অগৌরব স্থানকেও বুঝায়, যেমন ইহা বিশিষ্ট লোকের কর্ত্তব্য নহে, যে যথা তথা, গমন করেন। কোথা, কোথায়, ইহার প্রয়োগ প্রশ্নে হয়, যেমন কোথায গিয়াছিলে? এখানে,‡ এথায়, দুই সমানার্থ ; সেই রূপ যেখানে যথায় ও সেখানে তথায়, ইহাও সমানার্থ হয়। ওখানে, অনতিদূর স্থানেতে বুঝায়।

দূরে, নিকট, নিকটে, সম্মুখে, আগে, সাক্ষাতে, পশ্চাৎ, পশ্চাতে, পাছে, পার্শ্বে, পাশে, অনুসারে, ইত্যাদি শব্দ সকল কোন এক পূর্ব্বের ষষ্ঠ্যন্ত নামের অপেক্ষা করে, যেমন রামের নিকট যাও, তাহার পশ্চাতে চলিল ইত্যাদি।

এবে, এখন,* আজি, পূর্ব্ব, পূর্ব্বে, পর, পরে, কালি, কল্য, [৭৯] পরশ্ব, প্রভাতে,

* যখন এক শব্দের পুনরুক্তি আবশ্যক হয়, তখন "২" দুয়ের অঙ্ক তৎকর্ম্ম সাধন জন্যে প্রায় ব্যবহার হইযা থাকে।

† এ শব্দের ভূরি প্রযোগ বায়ুর মৃদু গতিতে হয়।

‡ এ, আর স্থানে, এ দুই শব্দে মিলিত হইযা স্থানের পরিবর্ত্তে অধিকরণ কারকে থানে ও থায় আদেশ হয়, এইরূপ যেখানে, সেখানে, ওখানে, ইত্যাদি স্থলেও জানিবে।

* এ, আর ক্ষণ, এ দুই শব্দে মিলিত হইয়া ক্ষণের স্থানে অধিকরণ কারকে খন আদেশ হয়, এইরূপ কখন শব্দ প্রশ্নার্থ ক আর কালার্থ ক্ষণ ও যখন, যে স্থানে য, ক্ষণের স্থানে খন, আর তখন, তৎ স্থানে ত, ক্ষণ স্থানে খন অধিকরণ কারকে আদেশ হয।

প্রত্যুষে, সকালে, ভোরে, প্রাতে, বৈকালে, রাত্রে, রাত্রিতে, রাত্রিকালে, দিবাতে, দিবাভাগে, দিবসে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সায়ংকালে, বেলায, প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ, প্রতিমাস, প্রতিবর্ষ, সদা, সর্ব্বদা, সর্ব্বক্ষণ, ইত্যাদি শব্দ সকল কালবাচক বিশেষণীয় বিশেষণ হয। কদাচ অর্থাৎ কোন এক সময় ইহার প্রয়োগ প্রায অভাবেব সহিত হয, যেমন কদাচ দিব না ইত্যাদি, আব কদাচিৎ অর্থাৎ কোন এক অল্প সময, যেমন কদাচিৎ এরূপ হয় ইত্যাদি।

যাবৎ, যে পর্যন্ত, তাবৎ, সে পর্যন্ত; কোন বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে যাবৎ কিম্বা তাবৎ শব্দ থাকিলে সমুদায় বাচক হয সুতরাং গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায ব্যবহৃত হয়, যেমন যাবৎ বস্তু এ সংসারে দেখি সকল নশ্বর; তাবৎ মনুষ্য দুঃখভাগী হন, কিন্তু যখন যাবৎ অথবা তাবৎ শব্দ পৃথক্ থাকে তখন বিশেষণীয বিশেষণ হয, যেমন যাবৎ তুমি থাক তাবৎ আমি থাকিব, এই দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োগে কখন২ তাবৎ শব্দ উহ্য হয, যেমন যাবৎ তুমি থাকিবে, আমি থাকিব, সেই রূপ যখন এ শব্দের নিয়ত তখন শব্দ হয, যেমন যখন তুমি যাইবা, তখন আমি যাইব; তখন শব্দও কখন পূর্ব্ববৎ উহ্য হইয়া থাকে। কবে অর্থাৎ কোন দিবস, কখন, অর্থাৎ কোন সময, সর্ব্বদা প্রশ্নে ব্যবহৃত হয; তবে শব্দ সংযোজন [৮০] প্রকারে পরের ক্রিয়ার সহিত প্রায় আসিযা থাকে। ইহার বিবরণ ৫০ পত্রে আছে।

যত ইহাব নিযত তত শব্দ হয়। এত, কত, কেন, প্রায, যেমন, কেমন, ইত্যাদি শব্দও এই প্রকরণে গণা যায। যেমন ইহার নিযত তেমন শব্দ হয, এমন অর্থাৎ এ প্রকাব; কেমন অর্থাৎ কি প্রকার, যথা কেমন আছেন, তিনি কেমন মনুষ্য হন; কেমনে অর্থাৎ কি প্রকারে, যেমন কেমনে তাঁহাকে পাইব।

কিছু, অধিক, যথেষ্ট, না, নাই, নহে, হঠাৎ, দৈবাৎ, অকস্মাৎ, বুঝি, ভাল, যথার্থ, হাঁ, বটে, পরস্পর, পরস্পরায, অধিকন্তু, পূর্ব্বাপব, এ সকল শব্দও এ প্রকরণে গণনা কবা যায।

গুণবাচক শব্দের পবে "পূর্ব্বক" ইহাব প্রয়োগদ্বাবা বিশেষণীয় বিশেষণের তাৎপর্য্য অনেক স্থানে ব্যক্ত করা যায। যেমন তিনি ধৈর্য্য পূর্ব্বক যুদ্ধ কবিলেন, বিচক্ষণতা পূর্ব্বক আপন পরিবাবেব প্রতিপালন করিতেছেন।

যে২ শব্দ "খান" ইহাতে পর্য্যবসান হয, যেমন সেখানে আব তথা, যথা, ইত্যাদি ও যে২ শব্দের "খন" ইহাতে পর্য্যবসান হয়, যেমন এখন তখন, ইত্যাদি, এবং পূর্ব্ব, কল্য, কালি, পরশ্ব, আজি, আপন, এ সকলেব পবে সম্বন্ধ বোধেব নিমিত্ত "কাব" প্রত্যয হইযা থাকে, যেমন সেখানকার সমাচাব তথাকাব বৃত্তান্ত, এখনকার মনুষ্য।

[৮১] নবম পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধীয় বিশেষণ।

যে শব্দ অন্য শব্দের পূর্ব্বে বা পবে উচিত মতে স্থিত হইলে তাহাব সহিত অন্য নাম কিম্বা ক্রিযার সম্বন্ধকে বোধ করায তাহাকে সম্বন্ধীয় বিশেষণ কহি।

যেমন সে নগর হইতে গেল, এস্থলে নগবের সহিত গমনের সম্বন্ধ বুঝাইল, অর্থাৎ গমনের আরম্ভ নগব অবধি হয়। রামহইতে রাজা পত্র পাইলেন এস্থলে "হইতে" এই সম্বন্ধীয় বিশেষণ পত্রের সহিত রামের সম্বন্ধ বুঝাইলেক অর্থাৎ রামের লিখিত অথবা প্রস্থাপিত পত্র ছিল।

রামের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ আছেন, এস্থলে প্রতি এই সম্বন্ধীয় বিশেষণ রামের সহিত ক্রোধের সম্বন্ধ দেখাইলেক অর্থাৎ রামের উদ্দেশে ক্রোধ হইয়াছে।

সহিত, এই শব্দ একের সঙ্গে অপরের একত্র হওনকে বুঝায় আর পূর্ব্বের সংজ্ঞাকে কিম্বা প্রতিসংজ্ঞাকে ষষ্ঠ্যন্ত করায়* যেমন দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়াছে, আমার সহিত আইস।

বিনা, সহিতের বিপরীতার্থকে কহে, অর্থাৎ দুই বস্তুর একত্র হওনের অভাবকে বুঝায়, আর ইহার পূর্ব্বের শব্দ অভি[৮২]হিত পদ হয়, যেমন ধর্ম্ম বিনা জীবন বৃথা হয়। তিনি বিনা কে রক্ষা করিতে পারে?

হইতে, পার্থক্যার্থে প্রযোগ হয যদিও সে পার্থক্য কখন লক্ষণা হয। ইহার পূর্ব্বে যে শব্দ তাহাহইতে পার্থক্য বুঝায় এবং সে শব্দ অভিহিত পদের ন্যায হয, যেমন বৃক্ষহইতে পত্র পাড়তেছে, তোমাহইতে কেহ কষ্ট পায় না। কখন কর্তৃত্ব সম্বন্ধকে বুঝায, যেমন কুম্ভকার-হইতে ঘট জন্মে; কখন অপেক্ষাকৃত ন্যূন অর্থ বুঝায, যেমন রামহইতে শ্যাম পটুতর হন।

দ্বারা শব্দ করণের অর্থবোধক হয, আর ইহার পূর্ব্বের শব্দ করণ এবং প্রায় ষষ্ঠ্যন্ত হয় ; যেমন হস্তের দ্বারা তিনি মারিলেন। দিয়া এ শব্দও দ্বারার সমানার্থ হয, কিন্তু ইহার পূর্ব্বের নাম অভিহিত পদের ন্যায হয, যেমন ছুরি দিয়া লেখনী প্রস্তুত করিলেন।

প্রতি শব্দ নৈকট্য সম্বন্ধকে কহে, যদিও ভূরিস্থলে সেই নৈকট্যকে লক্ষণা করিতে হয , এবং যাহার নৈকট্য অভিপ্রেত হয, তাহার প্রযোগ ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া থাকে, যেমন তিনি রামের প্রতি দয়া করেন।

পানে, এ শব্দ প্রতি শব্দের ন্যায় হয়, কিন্তু নৈকট্য সম্বন্ধ প্রায় বাস্তব হইযা থাকে, যেমন রামের পানে দৃষ্টি করিলেন। গাছের পানে তীর গেল।

উপর, ঊর্দ্ধ্ব ভাগকে কহে, কখন তাহার লাক্ষণিক প্রযোগ হয়, এবং যাহার ঊর্দ্ধ্ব ভাগ বিবক্ষিত হয সে (৮৩) ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া থাকে, যেমন পর্ব্বতের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, তোমার উপর এক শত টাকা আমার হইযাছে।

হইতে এবং কর্তৃক এই দুই শব্দের যোগে আমি স্থানে আমা, তুমি স্থানে তোমা, সে স্থানে তাহা, এ স্থানে ইহা, ও স্থানে উহা, যে স্থানে যাহা, কে স্থানে কাহা, ইহা আদেশ হইয়া থাকে যেমন আমাহইতে, তোমাহইতে, আমা কর্তৃক, তোমা কর্তৃক, ইত্যাদি। কিন্তু প্রতি এই সম্বন্ধীয় বিশেষণের পূর্ব্বে ওই সকল আদেশ বিকল্পে হয, যেমন আমা প্রতি, তোমা প্রতি, আমার প্রতি তোমার প্রতি, ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধীয বিশেষণ সকল অব্যয হয়, কিন্তু নীচে, মধ্যে, জন্যে, উপরে, ভিতরে, উচেচ, ইত্যাদি কথক শব্দ যদিও অধিকরণ পদের ন্যায দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি ইংরেজী বৈয়াকরণদের মতে এ সকলও সম্বন্ধীয বিশেষণের মধ্যে গণিত হয , যেমন পৃথিবীর নীচে জল সর্ব্বদা পাওযা যায, তিনি সকলের উচেচ স্থিতি করেন। তোমাদের মধ্যে নীতি ভাল, সংসারের মধ্যে অনেক প্রকার বস্তু দেখা যায, তোমার জন্যে আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলাম, বৃক্ষের উপরে, ঘরের ভিতরে। কিন্তু এ সকল শব্দও অভিহিত পদের ন্যায় ব্যবহারে আইসে, তৎকালে গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় বিশেষ্য শব্দের সহিত প্রযোগ হয়, যথা নীচ ভূমি, উচচ স্থান, ইত্যাদি, ইহার বিশেষ ৩৮ পত্রে দেখিবে।

[৮৪] সঙ্গে, সাতে, ইহাদের সাহিত্য অর্থে প্রযোগ হয়, আর ব্যতিরেক, ব্যতিরেকে, ইহার

* সংস্কৃত রীতি মতে সমস্ত পদের পূর্ব্ব স্থিত সংজ্ঞার কিম্বা প্রতি সংজ্ঞার সম্বন্ধীয় কারক চিহ্নের লোপ কখন২ হয়, যেমন আপনার পুত্রের সহিত অথবা আপন পুত্রসহিত।

বিনা এই অর্থে প্রয়োগ হয়, যেমন তোমার সঙ্গে, বা তোমার সাতে যাইব; ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে; বা ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক বেদের অর্থ কেহ জানে না ইত্যাদি।

নিমিত্ত এবং কারণ বস্তুত বিশেষ্য শব্দ হয়, আর ক্রিয়ার নিমিত্ত ও তাদর্থ্যকে কহে, কিন্তু এ দুয়ের সম্বন্ধীয় বিশেষণের ন্যায় কখন২ প্রয়োগ হইয়া থাকে, তখন নিমিত্ত শব্দ অভিহিত অথবা অধিকরণ পদের ন্যায়, আর কারণ শব্দ কেবল অভিহিত পদের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন তোমার নিমিত্তে, বা তোমার নিমিত্ত আমি শ্রম করিতেছি; মনুষ্যের কারণ মনুষ্য প্রাণ দেয় ইত্যাদি।

অনেক সংস্কৃত শব্দ যাহা গৌড়ীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহার ভূরি শব্দ সংস্কৃত সম্বন্ধীয় বিশেষণ অর্থাৎ উপসর্গ তাহার যোগে নিষ্পন্ন হয়, সে উপসর্গের পৃথক্ প্রয়োগ হয না, এবং তাহারা সংখ্যাতে বিংশতি ও অব্যয় হয়। ঐ সকলেব প্রায যে শব্দের সহিত সংযোগ হয, তাহার অর্থের অন্যথা কিম্বা ন্যূনাধিক্য করিয়া থাকে, যেমন দান এই শব্দ আ এই উপসর্গের সংযোগ-দ্বারা আদান হয় ও পূর্ব্বেব অর্থকে বিপরীত করে, অর্থাৎ দেওনকে না বুঝাইয়া গ্রহণকে বুঝায়। জয়, পরা উপসর্গের সংযোগদ্বারা পরাজয় হয়, এ স্থলে পূর্ব্বার্থের বিপরীতার্থ বোধ করায [৮৫] অর্থাৎ অন্যকে আক্রমণ করা না বুঝাইয়া অন্যের দ্বাবা আক্রান্ত হওয়া বুঝাইলেক। নাশ, ইহাব বি উপসর্গ যোগদ্বারা বিনাশ শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং অর্থের আধিক্য বুঝায় অর্থাৎ বিশেষ নাশকে বোধ কবায়। কোন২ স্থলে উপসর্গ যোগ হইলেও পূর্ব্বার্থেবই প্রতীতি হয়, যেমন সূতি প্রসূতি।

এই সকল উপসর্গেব জ্ঞানাধীন কোন২ শব্দ উপসর্গ যোগে নিষ্পন্ন হয়, ইহার জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে এ নিমিত্ত তাহার গণনা কবা যাইতেছে। ১ প্র, যেমন প্রকাশ ইত্যাদি; ২ পরা, পরামর্শ ইত্যাদি; ৩ অপ, অপকর্ম্ম ইত্যাদি, ৪ সং, সংস্পর্শ ইত্যাদি; ৫ নি, নিয়ম ইত্যাদি, ৬ অব, অবকাশ ইত্যাদি; ৭ অনু, অনুমতি ইত্যাদি; ৮ নির, নিরর্থক ইত্যাদি; ৯ দুর, দুর্গম দুরন্ত ইত্যাদি, ১০ বি, বিপদ, বিস্ময় ইত্যাদি; ১১ অধি, অধিপতি ইত্যাদি; ১২ সু, সুকৃত ইত্যাদি, ১৩ উৎ, উৎকৃষ্ট ইত্যাদি, ১৪ পরি, পরিচয় ইত্যাদি, ১৫ প্রতি, প্রতিকার ইত্যাদি, ১৬ অভি, অভিধান ইত্যাদি, ১৭ অতি, অতিক্রম ইত্যাদি; ১৮ অপি, অপিধান ইত্যাদি, ১৯ উপ, উপকাব ইত্যাদি; ২০ আ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। এ সকল উপসর্গের অধিক উদাহরণেব ও প্রত্যেকেব অর্থ সকল জানিবার নিমিত্ত সংস্কৃত কিম্বা গৌড়ীয অভিধান দৃষ্টি করিতে পারেন।

[৮৬] দশম পরিচ্ছেদ।

সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ।

যে কোন শব্দ দুই বাক্যের অন্তর্গত হইয়া ঐ দুয়ের তাৎপর্য্যকে পৃথক্ রূপে অথবা সাহিত্যে বোধ কবায়, কখন বা পদদ্বয়ের মধ্যে উচিত মতে বিন্যস্ত হইয়া এক ক্রিয়াতে ঐ দুয়ের সমান রূপে সম্বন্ধ বোধ জন্মায, তাহাকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি। যেমন রাম এ নগরে বাস করিবেন যদি রাজাকে ধার্ম্মিক দেখেন। রাম নগরে গেলেন কিন্তু শ্যাম তাঁহার সঙ্গে গেলেন না। রাম ও শ্যাম উভয়ে বিজ্ঞ হয়েন। এ স্থলে "যদি" শব্দেব দ্বারা সাহিত্য, "কিন্তু" শব্দের দ্বারা পার্থক্য, ও শব্দের দ্বারা সমতা রূপে ক্রিয়া সম্বন্ধ বুঝাইল।

ইংরেজী ভাষার ন্যায় গৌড়ীয় ভাষাতে সমুচ্চয় বিশেষণ শব্দ সকল অব্যয় হয, এবং ইংরেজী

ভাষার সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ শব্দের সহিত ইহার অর্থের ও প্রয়োগের প্রায় সমতা আছে; এনিমিত্ত যেং শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহারে আইসে, সে সকল শব্দের গণনা করা যাইতেছে, এবং যেং শব্দের প্রয়োগের নিশ্চয় হঠাৎ বোধ না হয় তাহার উদাহরণও দেওযা যাইতেছে.

এবং, যদি, যদ্যপি, তবে, যে, যেমন তিনি কহিলেন যে তোমার সহিত তাঁহার শত্রুতা নহে। যেহেতু, কেননা, কারণ, অতএব, এ কারণ, এ নিমিত্তে, ও, আর, কিন্তু, বরং, তথাপি, তত্রাপি, তবু, যেমন বরং আমি দেশ ত্যাগ করিব, [৮৭] তথাপি (তত্রাপি তবু) দুষ্টরাজ্যে থাকিব না। যদ্যপিও, যেমন যদ্যপিও ব্রাহ্মণ অতিশয় মান্য হন তথাপি দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ কদাপি মান্য নহেন। কিম্বা, অথবা, বা, অনিশ্চয স্থলে প্রয়োগ হয়, যেমন আমি বা যাই, তিনি বা না যান ইত্যাদি। আমি তাঁহার বাটী যাইব না, যদিও (যদ্যপিও) তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইত্যাদি স্থলে অর্থাধিক্যার্থে যদ্যপিও, যদিও ইহার প্রয়োগ হয়।

পূর্ব্বোক্ত সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ সকল পদদ্বয়ের অন্বয়বোধে প্রযুক্ত হয; কেবল এবং, আর, ও কিম্বা, ইহারা পদদ্বয়ের অথবা শব্দদ্বয়ের অন্বযবোধে ব্যবহারে আইসে। প্রথমের উদাহরণ, আমি পড়িতেছি এবং আমার ভ্রাতা পড়িতেছেন, দ্বিতীয়ের উদাহরণ, আমি আর আমার ভ্রাতা পড়িতেছি। তিনি থাকিবেন, কিম্বা আমি থাকিব, আমি অথবা তিনি থাকিবেন। "ও" যখন সমুচ্চয়ার্থে এবং অর্থাধিক্যবিষয়ে কোন সংজ্ঞার কিম্বা প্রতিসংজ্ঞার পরে প্রযুক্ত হয, তখন অন্য এক ক্রিয়া, সে উক্ত কিম্বা উহ্য হউক, তাহার সহিত অন্বয়বোধক হয়; যেমন আমিও যাইব অর্থাৎ তুমি যাইতেছ এ ক্রিয়ার উহ্য হইয়াছে– তুমি যাইতেছ, আমিও যাইব; আমাকেও তুচ্ছ করিলেক অর্থাৎ সে পূর্ব্বে অন্য সকলকে তুচ্ছ করিয়াছিল, এখন আমাকেও তুচ্ছ করিলেক। ইহার বিশেষ বোধের নিমিত্ত ৩১ পত্রে দৃষ্টি করিবেন।

[৮৮] একাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্তর্ভাব বিশেষণ।

যে সকল শব্দ বক্তার অন্তঃকরণের ভাবকে কখন বাক্যস্থিত হইয়া কখন বা কেবল স্বয়ং উচ্চারিত হইয়া বোধ জন্মায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহি, যেমন হায় আমি অযোগ্য কর্ম্ম করিলাম।

এ প্রকার শব্দ সকল নানাবিধ অন্তঃকরণের ভাব সকল কহাতে নানা প্রকার হয। ইহার মধ্যে কথক শব্দ চিন্তা অথবা বেদনাকে জানায়, যেমন হায়, আঃ, উঃ ইত্যাদি। আর কথক শব্দ রক্ষার প্রার্থনাতে প্রয়োগ হয যেমন ত্রাহি, দোহাই ইত্যাদি। আহা, এ দয়ার সূচক হয। হা, খেদোক্তি। ছি, ঘৃণাবোধক। আচ্ছা, বাহবা, উত্তম ইত্যাদি প্রশংসা সূচক। হাঁ, ইত্যাদি স্বীকারার্থ। হাঁ হাঁ, ঝটিতি বারণার্থে। মহাভারত, রাম ২, অযোগ্য বিষয়ের সূচক। আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য ইত্যাদি অদ্ভুত বোধক। অভিমুখ্য প্রার্থনাতে ও, হে, গো, রে, লো, ইত্যাদি ব্যবহার হইযা থাকে, যাহাকে সম্বোধনবোধক অব্যয শব্দ কহিয়া থাকেন।

লো ইহার প্রয়োগ স্ত্রী লোকের সম্বোধনে, আর রে ইহার প্রয়োগ পুরুষের সম্বোধনে অসম্মানার্থে হইয়া থাকে; গো উভয় সম্বোধনে সামান্য আদরে প্রয়োগ হয়; হে কেবল পুরুষ সম্বোধনে অথবা জন সমূহের সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়, [৮৯] এবং গো হইতেও ন্যূনাদরে ব্যবহার করা যায়। ও সর্ব্বসাধারণ সম্বোধনে উক্ত হয় এবং সম্বোধ্যের পূর্ব্বে সর্ব্বদা আইসে, যেমন

ও মহারাজ, ও দ্রাশয়, ও ঠাকুব ইত্যাদি, কিন্তু ও ভিন্ন সম্বোধনবাচক সকল শব্দ নামের পবে অথবা নিয়োজন প্রকার ক্রিয়ার পরে কিম্বা প্রশ্নেব সূচক বাক্যেব পরে আসিয়া থাকে, যেমন ভাই হে, মা গো, মাগি লো, ভৃত্য রে, দেও হে, দেখ গো, খা রে, যা লো, খাবে না হে, খাবে না গো, খাবি না লো, খাবি না রে, খাবে হে, খাবে গো, খাবি লো, খাবি রে। এই সকল কখন ২ প্রশ্নসূচক শব্দের পরেও আইসে, যেমন কি হে, কেন গো, কোথা রে, কবে লো।

যদি "ও" ঐ সম্বোধন শব্দেব সহিত সংযুক্ত হয়, তবে এ সকল সম্বোধন শব্দ নামের পূর্ব্বেও আসিয়া থাকে, যেমন ওহে ভাই, ওগো পণ্ডিত, ও লো মাগি, ও রে ভৃত্য। হে, ও স্থানে কখন প্রয়োগ করা হয়, যেমন হে হে ভাই, হে রে ভৃত্য ইত্যাদি। ঐ সকল সম্বোধন শব্দ "ও" ইহার সহিত পূর্ব্ববৎ সংযুক্ত হইলে কখন২ স্বয়ং স্থিতি করে, নামেব কিম্বা বাক্যাদির অপেক্ষা করে না কিন্তু সম্বোধ্য প্রত্যক্ষ থাকিলে এ রূপ প্রয়োগ হয়, যেমন ওহে, ওগো, ওরে, ওলো। যখন সম্বোধ্য পূজনীয় কিম্বা অতি মান্য হয় তখন "হে" ইহাব প্রয়োগ স্ত্রী পুরুষ উভয়েব সম্বোধনে হইযা থাকে যেমন হে সূর্য্য হে লক্ষ্মী, হে মহারাজ ঐশ্বর্য্যেতে অন্ধ হইও না।

[৯০] দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্বয় প্রকরণ।

এক সম্পূর্ণ বাক্য অন্ততঃ দুই শব্দেব অন্বয ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এক নাম ও এক ক্রিয়া, উহ্য হউক কিম্বা উক্ত হউক, মিলিত হইযা হয় যেমন রাম যান। যদি ক্রিয়া সকর্ম্মক হয তবে উহ্য কিম্বা উক্ত কর্ম্মেব অপেক্ষা করে, যেমন রাম তাহাকে মারিলেন। ওই নামেব সহিত গুণাত্মক বিশেষণ শব্দেব ও ক্রিযাব সহিত ক্রিয়াবিশেষণ শব্দেব প্রয়োগ হইয়া এক বাক্যে অনেক শব্দেব সংকলন হইতে পারে, কিন্তু এই দুই শব্দের ন্যূন কদাপি হয় না। ভূরি শব্দ সংকলিত বাক্যের উদাহরণ দুর্বৃত্ত প্রভু ভৃত্যকে আপন ঘরে নিরপরাধে পবের ঘরে অন্যায পূর্ব্বক অতিশয নিগ্রহ করে এবং তাহাকে পশুর ন্যায় বরঞ্চ পশু হইতে অধম জ্ঞান করে।

ক্রিযাব সহিত অন্বিত যে নাম কিম্বা প্রতিসংজ্ঞা, তাহাব শুদ্ধ নামেব ন্যায প্রয়োগ হয়, কিঞ্চিৎও বৈলক্ষণ্য থাকে না, তাহাকে অভিহিত পদ কহি, যেমন রাম যাইতেছেন। ইহাব বিশেষ ১৪ পত্রে এবং তৎপার্শ্বস্থ টীকাতে* লিখা গিযাছে।

অভিহিত পদেব প্রথম পুরুষ,দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ ভেদেই ক্রিযাব রূপান্তব হইযা থাকে, লিঙ্গ এবং সংখ্যাতে [৯১] কোন বিশেষ নাই, যেমন আমি যাইব, তুমি যাইবে, তিনি যাইবেন। ইহাব বিশেষ ৪৪ পত্রে লিখা গিয়াছে।

সকর্ম্মক ক্রিযা যাহাকে ব্যাপে সে কর্ম্মপদ হয, এবং কর্ম্মপদেব চিহ্ন রাখে যেমন আমি তাঁহাকে দেখিযাছি। ইহার বিশেষ ১৪।১৫ পত্রে ও তাহার ক্রোড়স্থ টীকাতে পাইবেন।

যে সকল নাম ক্রিযার কাল কিম্বা স্থানকে কহে তাহাকে অধিকরণ কহি, যেমন আমার ঘরে প্রাতে বসিযাছেন; ১৫।১৬ পত্রে ইহাব বিবরণ পাইবে।

---

* দ্বিতীয় পৃষ্ঠস্থ টীকাও দেখিবেন।

যখন কোন নামের দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তখন সে নাম বিকল্পে অধিকরণকারকের চিহ্ন ধারণ করে, যেমন রাম খড়্গেতে অথবা খড়্গের দ্বারা শিরশ্ছেদ করিলেন ; বিশেষ ১৬ পত্রে দেখিবে।

যখন এক নাম অন্য নামের অর্থকে সঙ্কোচ করে তখন তাহাকে সাম্বন্ধিক কহি, যেমন রামের ঘর। ইহার বিশেষ ১৬ পত্রে দেখিবে।

· যখন এক বিশেষ্য শব্দের গুণের উৎপ্রেক্ষা অন্য এক বিশেষ্য শব্দের সহিত হয় তখন যাহার গুণের ন্যূনতা থাকে তাহার পরে "হইতে" ইহার প্রযোগ হয়, আর সেই শব্দের রূপ অভিহিত পদের ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন স্ত্রীহইতে পুরুষ বলবান্ হন। ইহার বিশেষ ৪১। ৮২ পত্রে দেখিবেন।

বিশেষণ পদ ভাবি স্থলে বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে স্থাপিত হয় যেমন ভাল মনুষ্য, বড় ঘর। ৩৮ পত্রে ইহার বিশেষ দেখিবেন।

[৯২] বাক্য প্রায় বিশেষ্য শব্দের অভিহিত পদে আরব্ধ হয় , কিন্তু যদি গুণাত্মক বিশেষণ শব্দ থাকে তবে সুতরাং তাহার পূর্ব্বে আসিবে , আর বাক্যশেষে সর্ব্বদা ক্রিয়া আসিয়া থাকে ; কিন্তু বাক্যের অন্য অঙ্গ, যেমন ক্রিয়াপেক্ষক্রিয়াত্মক বিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণ এবং সম্বন্ধীয় বিশেষণ ও সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ ও অন্তর্ভাব বিশেষণ, ইহাদের জন্যে বাক্যেতে কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় নাই। তাহাদের উদাহরণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা লিখা গিয়াছে, তদ্দৃষ্টিতে তাহাদের প্রযোগ করিবে, যেমন এক বৃহৎ ব্যাঘ্র বন হইতে গ্রামের মধ্যে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়া তথায় নানা উপদ্রব ভাবি কাল ব্যাপিয়া করিতেছিল, পরে এক সাহসান্বিত মনুষ্য সেই পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেক ; সেই অবধি গ্রামের লোক স্বাচ্ছন্দতা পূর্ব্বক আপন২ কর্ম্ম করিতেছেন।

এ প্রকার বিশেষণীয় বিশেষণ যেমন ভাল মন্দ ইত্যাদি তাহারা যুক্ত ও অযুক্ত ক্রিয়ার পূর্ব্বেই আইসে, যেমন সে ভাল লেখে, সে ইংরেজী ভাল লেখে।

কখন২ বাক্য, বিশেষত হ্রস্ব বাক্য, অভিহিত পদ ব্যতিরেকেও অন্য পরিণামের পদে আরব্ধ হয়, যেমন তাহাকে আমি কদাচ ত্যাগ করিব না , মনুষ্যের চরিত্র মনুষ্যকে মান্য কিম্বা অমান্য করে ; সুনীতি ব্যক্তির বিদ্যা অতিশোভার কারণ হয় যাহাহইতে লোক নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয় না সে সুনীতি মনুষ্য হয়।

[৯৩] যুক্ত নাম সকল কি গৌড়ীয় কি সংস্কৃত যাহার বিবরণ ২৯ পত্রে করা গিয়াছে. আর অনিয়মিত যুক্ত ক্রিয়া সকল যাহা ৬৭ পত্রে লিখা গিয়াছে অযুক্ত নামের ও অযুক্ত ক্রিয়ার সূত্রের অনুগত হয় , যেমন পণ্ডিতদের মণ্ডলীতে তিনি তোমার প্রশংসা করিলেন, ইহাকে যুক্ত করিবার প্রকার এই. পণ্ডিতমণ্ডলীতে তিনি তোমাকে প্রশংসা করিলেন , উভয় স্থলেই মণ্ডলী এই শব্দ অধিকরণ পরিণাম আছে এবং ক্রিয়া উভয় স্থলেই সকর্ম্মক, প্রভেদ এই যে "প্রশংসা" পূর্ব্ব উদাহরণে কর্ম্ম হয়, আর পরের উদাহরণে "তোমাকে" কর্ম্ম হইয়াছে।

ক্রিয়ার চতুমর্থ পদ যে রূপে হওন এই ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া রূপ হয় তাহা ৬১ পত্রে দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেন।

"তো" ইহা কখন২ কথোপকথনে এবং কবিতায় অভিহিত পদের অথবা তাহার ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়, যেখানে প্রযোজনসিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ থাকে অথবা ক্রিয়াতে নিশ্চয় জানাইবার অভিপ্রায় থাকে ; যেমন আমি তো যাই অর্থাৎ আমি যাই যদ্যপিও কার্য্যসিদ্ধির নিশ্চয় নাই ; আমি তো করিব, অর্থাৎ আমি অবশ্যই করিব অন্যে করে আর না করে। কিন্তু অভিহিত পদ ভিন্ন অন্য কোন পরিণামের সহিত সংযুক্ত হইলে প্রায় কোন বিশেষ অর্থ সূচক হয় না, কখন বা নিশ্চয়ার্থ বোধক হয়, যেমন তাহাকে তো দেখিব অর্থাৎ তাহাকে অবশ্য

দেখিব। সেই রূপ কথোপকথনে ও কবিতায় [৯৪] "কো" ইহার সংযোগ অভাব ঘটিত ক্রিয়ার সহিত কদাচিৎ প্রযুক্ত হয়, ইহাতে কোন অর্থান্তরের বোধ হয় না ; যেমন আমি যাবনাকো অর্থাৎ আমি যাব না, আমি গেলেম নাকো অর্থাৎ আমি গেলেম না।

পরে লিখিত বাক্য সকলের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে বক্তা ও যাহার প্রতি বলা যায এ উভয়ের মর্য্যাদানুসারে নানা প্রকাব বাক্যপ্রবন্ধ হয়, তাহার মধ্যে যে সকল ভাষাতে পারস্য শব্দ আছে তাহাদিগে গৌড়ীয ভাষাতে হিন্দুস্থানীয় ভাষার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিযাছে ; যেমন ভৃত্য অতি মর্য্যাদাবান্ প্রভুর আদেশ জানিবার নিমিত্ত এই রূপ কহিযা থাকে যে "এ ভৃত্য কিম্বা এ গোলাম হাজির আছে হজুর হইতে কি আজ্ঞা হয়?"

প্রধান জাতীয লোককে কোন প্রার্থনাব আকাঙ্ক্ষায় এরূপ কহিযা থাকে যে "অনেক দিবস ঐ পাদপদ্ম ধ্যান কবিতেছি," "ঠাকুরের কৃপা বিনা নিস্তার নাই।"

প্রধান মনুষ্যকে সাপেক্ষ ব্যক্তি এই রূপ কহিযা থাকে যে "এ পবিজন মহাশযেব অনেক ভরসা রাখে।"

মহাশয় এবং আপনি, তুল্য মর্য্যাদাবান্ বিশিষ্ট লোকেরা পরস্পর কহিযা থাকেন। এ দুই শব্দের সহিত তৃতীয পুরুষেব ক্রিযা প্রয়োগ হইযা থাকে যাহা ৫৬ পত্রে লিখিয়াছি, "মহাশয় কিম্বা আপনি কি করিতেছেন?" আপন হইতে কনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি তুমি পদ প্রযোগ করিয়া থাকেন এবং কখন২ সমান ব্যক্তির প্রতিও পরস্পর অধিক সখ্যতা [৯৫] থাকিলে প্রযোগ হয, যেমন "তুমি পত্র প্রস্তত কবিযাছ।" তুই ইহাব প্রযোগ অতি ক্ষুদ্র ভৃত্যের প্রতি অথবা অতি ক্ষুদ্র জাতীযেব প্রতি হইযা থাকে যদি তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হয, যেমন "তুই কোথা যাইতেছিস্?"

ছন্দঃ।

ছন্দঃ শব্দে তাহাকে কহি যাহার পাঠেব দ্বারা পদ সকলের ধ্বনির পরস্পর লঘু গুরু ভেদে আনুপূর্ব্বিক বিন্যাসের জ্ঞান হয।

গৌড়ীয় ভাষাতে ˃ ˃ ː ˑ ˏ˃ ː˴ আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই কয স্বর গুরু হয় ; ইহার স্বতন্ত্র উচ্চাবণ কিম্বা হলের সহিত উচ্চাবণ উভয় প্রকারে গুরু হইযা থাকে, যেমন আ, কা, ঈ, কী ইত্যাদি। ইহাদেব উচ্চারণগত কিছু বৈলক্ষণ্য নাই, যখন কোন হলেব পূর্ব্বে কিম্বা অনুস্বার কিম্বা বিসর্গের পূর্ব্বে আইসে, যেমন আক্ ঈক্ আং আঃ ইত্যাদি। কিন্তু অ, ই, উ, ঋ, ঌ, ইহাদের লঘুসংজ্ঞা হয, যখন স্বতন্ত্র অথবা এক ও অনেক হল বর্ণের সহিত পশ্চাৎ যুক্ত হইযা উচ্চাবিত হয। অ, ই, ক, কি, এ ইত্যাদি। যখন সংযুক্ত হলের পূর্ব্বে কিম্বা অনুস্বাব ও বিসর্গের পূর্ব্বে অথবা এক হলের পূর্ব্বে, যাহাব পবে স্বব না থাকে, তখন গুরু উচ্চাবণ হয, যেমন শব্দ, বৃন্দ, অং, অঃ, অক্, কক্, ইত্যাদি।

এক বাক্যে শব্দ সকল আনুপূর্ব্বিক যদি এ রূপ থাকে যে পবস্পব ধ্বনিব লাঘব গৌরব পরিমাণে শ্রবণে সুশ্রাব্য [৯৬] হয তবে তাহাকে কবিতা কহি যাহাদ্বাবা চিত্ত বিকার হইবার সম্ভাবনা আছে বিশেষত যদি সেই কবিতা গান সম্বলিত হয।

গৌড দেশে না গীতেব শৃঙ্খলা আছে, না গৌড দেশীয ভাষাতে কবিতাব পারিপাট্য উত্তম রূপে আছে, সুতবাং ইহাব ছন্দঃ প্রকবণ জানিবাব কোন বিশেষ প্রযোজন নাই ; এ নিমিত্ত কেবল দুই তিন ছন্দ যাহা কবিতাতে ভূবি ব্যবহার্য্য হয তাহাই এ স্থলে লিখিলাম, অতএব ছন্দোবিষযে পৃথক্ পবিচ্ছেদ করিলাম না।

প্রথমতঃ পযাব, তাহার দুই চরণ, তাহাতে উভযেব শেষ অক্ষবে এক জাতীয হল ও স্বর হয়,

প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর হয়, তাহাতে সাত হইতে ন্যূন নহে চতুর্দ্দশের অধিক নহে ধ্বন্যাঘাত হইয়া থাকে, যথা

*১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
বাজা বলে গোসাঁই বাসায় আজি চল।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
করা যাবে উপযুক্ত কালি যেবা বল।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ডাক্ হাক্ ঢাক্ ঢোল্ মাস্ সাট্ সাব্।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তিলাকার।

দ্বিতীয় ত্রিপদী, যাহাব দুই চরণ হয় এবং পয়ারের ন্যায উভয়েব শেষে এক জাতীয় হল্ ও স্বর হয়; প্রত্যেক [৯৭] চরণ তিন বিভাগ, তাহার প্রথম দুযেব আট অক্ষর এবং অন্তে এক জাতীয় অক্ষর হইয়া থাকে আব তৃতীয় ভাগ দশ ২ অক্ষব হয়।

নদী যেন গড়খানা স্বাবে হব্সির থানা
দূরে হতে* দেখে হয় শঙ্কা।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার লঙ্ঘিবাবে শক্তি কার
সমুদ্রেব মাঝে যেন লঙ্কা।

এ ভাষায় আব এক প্রকার ত্রিপদী ব্যবহার্য্য হয যাহা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পাক্ষব হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথম দুই ২ অংশে আট অক্ষবেব স্থানে ছয় ২ অক্ষর হয আর তৃতীয অংশে দশের স্থানে আট ২ অক্ষব হইয়া থাকে, যেমন *

আমাকে কাশীতে, না দিল রহিতে, ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে আমি এই স্থানে, কবিব দ্বিতীয় কাশী।

অন্য আব এক ছন্দঃ যাহাকে তোটক কহি, গৌড়ীয় ভাষাতে ইহাব দুই চবণ হইয়া থাকে; প্রত্যেকে বার২ অক্ষর হয তাহার তৃতীয, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ গুরু হইয়া থাকে, অন্য সমুদায় লঘু অক্ষব হয। যেমন

দ্বিজ ভাবত তোটক ছন্দ ভণে।
কবি রাজ কহে যত গৌড় জনে।।

এই ছন্দে পূর্ব্ব ছন্দেব বৈপবীত্য হেতুক বিশেষ অবধান হয ইতি।।

সমাপ্ত

১ ২ ৩ ৪
*এই সকল অঙ্কের দ্বারা ধ্বন্যাঘাতের প্রভেদ জ্ঞান হয় যেমন রা, জা, ব, লে, ইত্যাদি।

* কথোপকথনে ও কবিতাতে "হইতে" ইহার ইকার লোপ হইয়া "হতে" এ প্রকার রূপ হয়। তদ্রূপ "যেমন" হইতে "যেন" ইত্যাদি শব্দেব বিশেষ পাঠকেরা অন্য২ কবিতা গ্রন্থ-দৃষ্টিতে জানিবেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

[রাজা রামমোহন রায়-রচিত গ্রন্থসমূহের প্রথম সংস্করণ বা তাঁর জীবৎকালের কোনো সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রামমোহনের প্রথম বাংলা রচনা 'বেদান্ত গ্রন্থ' এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সংরক্ষিত আছে। সেগুলি আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছে এবং বর্তমান সংস্করণের পাঠ-প্রস্তুতিতে আমরা সেই মূল গ্রন্থগুলিকেই অনুসরণ করেছি। সেই সমস্ত গ্রন্থের পরিচয়ে সে কথা উল্লিখিত হয়েছে। যে সমস্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেখা সম্ভব হয় নি, সে সমস্ত গ্রন্থের পাঠ-প্রস্তুতিতে বসু-বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি' এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'র সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।]

বেদান্ত গ্রন্থ। রাজা রামমোহন রায়-রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ। এর প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ (শকাব্দ ১৭৩৭)।

'পুস্তক প্রচার সত্য প্রচারের একটি প্রকৃষ্ট উপায়' মনে করে রামমোহন এই ধরনের ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ নিজের ব্যয়ে মুদ্রিত করে বিনা মূল্যে বিতরণ করেছিলেন। বঙ্গভূমির সন্তান হলেও রাজা রামমোহন রায় ছিলেন 'ভারত পথিক'। বহুভাষিক দেশ ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ যাতে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টার ফল সহজে লাভ করতে পারেন, সেইজন্য তাঁর নবীন প্রয়াসকে শুধু বাংলাভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে তিনি খুশী হতে পারেন নি। তার বেদান্ত-সূত্রের আধুনিক অনুবাদকে সমস্ত ভারতবাসীর বোধগম্য করে তুলবার উদ্দেশ্যে তাই তিনি অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম একখানি হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তারপর ১৭৩৮ শকে অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেদান্তসূত্রের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর পূর্বেই অবশ্য তাঁর 'বেদান্ত সার' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বেদান্তসূত্রের অনুবাদ 'Translation of an Abridgment of the Vedant' নামে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় এবং ১লা ফেব্রুয়ারি 'The Government Gazette' পত্রে এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন তাঁর বেদান্তসূত্র অনুবাদের কারণ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। এর কারণ ছিল প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ তাঁর স্বদেশবাসিগণ যাতে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য সহজে উপলব্ধি করতে পারেন এবং প্রকৃতি ও পরমেশ্বর যে অভিন্ন ও সর্বব্যাপী, একথা বুঝতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়দের বোঝানো যে দীর্ঘকালের যে সমস্ত কুসংস্কারমূলক আচার-অনুষ্ঠান সনাতন ভারতীয় ধর্মকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করেছে, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় নির্দেশসমূহের কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক নেই।

'বেদান্ত গ্রন্থ' চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'র (১৮৮০) সম্পাদক রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ এই চারটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন যথাক্রমে—সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন এবং ফল।

বর্তমান সংস্করণের বেদান্তগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত আদি সংস্করণের 'বেদান্ত গ্রন্থ'কেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। আদি সংস্করণের মুদ্রণে যে সমস্ত বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি বাংলা মুদ্রণেতিহাসের প্রথম যুগের অপরিণত কারু-শিল্পের স্বাক্ষরবাহী। বর্তমান কালের বাংলা অক্ষরের তুলনায় সেগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব নিশ্চিত-ভাবে অপরিচ্ছন্ন।

বানানের ক্ষেত্রেও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মূল বেদান্ত গ্রন্থে লক্ষিত হয়। বাংলা গদ্যের প্রত্নরূপের সঙ্গে পাঠকসমাজের পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে বর্তমান সংস্করণে মূল গ্রন্থের বানান-প্রণালী অবিকৃত রাখা হয়েছে। অন্তস্থ 'য'-এর স্থলে বর্গীয় 'জ'-এর ব্যবহার একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। যেন, যেমন, যখন প্রভৃতি শব্দ জেন, জেমন, জখনরূপে মুদ্রিত হয়েছে।

শব্দের দ্বিত্ব বোঝাবার জন্য এক শব্দ দু'বার না লিখে সেই শব্দের পাশে বাংলা দুই (২) সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য প্রাচীন বাংলা গদ্যে এটাই ছিল প্রচলিত রীতি।

বেদান্ত গ্রন্থে কয়েকটি শব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ভাষা' ভাষাতে', 'লোকেতে' 'বিবরণ' উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ভাষা' শব্দের দ্বারা তিনি সংস্কৃতের নব্য ভারতীয় আর্যভাষা এবং বিশেষভাবে বাংলা ভাষার কথা বোঝাতে চেয়েছেন। 'লোকেতে' শব্দের দ্বারা তিনি সাধারণ মানুষে বা জনসাধারণে এইরকম বোঝাতে চেয়েছেন। 'বিবরণ' শব্দটি তিনি অনুবাদ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। 'হয়' ক্রিয়াপদটির একটি বিশেষ ব্যবহার

বেদান্ত গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ বাংলা বাক্যে 'হয়' ক্রিয়াপদটিকে উহ্য রেখেই তার অর্থ বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু রামমোহন এসব ক্ষেত্রে 'হয়'কে উহ্য না রেখে বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করেছেন। যেমন--'এ ভাষা সংস্কৃতের যেমন অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময়..'। সম্ভবতঃ এখানে তিনি ইংরেজী ভাষার বাক্য বিন্যাসরীতি অনুসরণ করেছেন। আবার 'হয'-এর অর্থকে নঙর্থক করতে গিয়ে তিনি 'হয'-এর আগে 'না' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ সাধারণত বাংলা নঙর্থক বাক্যে 'না' শব্দ ক্রিয়াপদের পরেই বসে।

বেদান্ত গ্রন্থে বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার বিরল। সাধারণত দাঁড়ি-চিহ্নের দ্বারা বড়ো বড়ো বাক্যের সমাপ্তির ইঙ্গিত করা হয়েছে। দুএক জায়গায় কমা, সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়েছে বটে তবে তা প্রয়োজনানুরূপ নয়। সেইজন্য মনে হয়, তখন পর্যন্ত বাংলা গদ্যে ইংরেজী বিরাম-চিহ্ন ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় অঙ্গীকৃত হয় নি।

মূল বেদান্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭+১৬৬।

বেদান্ত সার। রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় বাংলা গ্রন্থ। নামের দিক থেকে এই গ্রন্থকে সংস্কৃত 'বেদান্ত সার' এর অনুবাদ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই 'বেদান্ত সার' প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত 'বেদান্ত সার' এর অনুবাদ নয়। এই গ্রন্থ রামমোহনের নিজস্ব রচনা।

এর প্রকাশ-কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারণ এর আখ্যা-পত্রে প্রকাশ-কাল মুদ্রিত ছিল না। কেউ কেউ এর প্রকাশ-কাল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত'-রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন--"কোন্ শকে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক জানিতে পারি নাই। কিন্তু বোধহয় যে, বেদান্তসূত্রের সঙ্গেই, অথবা অল্পকাল পরেই উহা প্রকাশ করিয়াছিল।" বসু-বেদান্তবাগীশও তাঁদের 'গ্রন্থাবলি'তে বলেছেন -'ইহার প্রকাশের শক লিখিত নাই, কিন্তু বোধহয় বেদান্তগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'র সম্পাদকদ্বয় 'বেদান্ত সার'-এর প্রকাশ-কাল ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ 'এরূপ মনে করাই সঙ্গত' বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদেরও এটা সঙ্গত বলে মনে হয়। কারণ, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত রামমোহনের 'Translation of an Abridgment of the Vedant' নামীয় ইংরেজী গ্রন্থে 'বেদান্ত সার'-এর উল্লেখ পাওয়া গেছে। সেইজন্য এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই 'বেদান্ত সার' প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থেরও হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

তলবকার উপনিষৎ। 'বেদান্ত গ্রন্থ' এবং 'বেদান্ত সার' প্রকাশের পর রামমোহন উপনিষৎ প্রচারে ব্রতী হন। কারণ, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-চিন্তা এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত। প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যুগোপযোগী করে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে তিনি একে একে পাঁচখানি উপনিষৎ বাংলা অনুবাদসহ মুদ্রিত করে প্রচার করেন।

তলবকার উপনিষৎ রামমোহনের সেই প্রয়াসের প্রথম ফসল। এই উপনিষৎখানি সামবেদের অন্তর্গত এবং এর সর্বজন পরিচিত নাম হলো 'কেনোপনিষৎ'। তলবকার উপনিষদের প্রথম প্রকাশকাল জুন, ১৮১৬ (১৭ই আষাঢ, ১৭৩৮ শকাব্দ)।

তলবকার উপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন জানিয়েছেন যে, তিনি এর 'ভাষা বিবরণ' অর্থাৎ বাংলানুবাদ 'ভগবান ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে' অর্থাৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যানুসারে করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন—'বেদেতে যে যে ব্যক্তির প্রামাণ্য জ্ঞান আছে তাঁহারা ইহাতে

মান্য এবং গ্রাহ্য অবশ্যই করিবেন আর যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন তাহাব সহিত সুতরাং প্রয়োজন নাই'।

ঈশোপনিষৎ। উপনিষৎ-পর্যায়ে প্রকাশিত রামমোহনের দ্বিতীয় গ্রন্থ। ঈশোপনিষদের প্রথম প্রকাশকাল জুলাই, ১৮১৬ (৩১শে আষাঢ়, ১৭৩৮ শকাব্দ)। ঈশোপনিষৎ যজুর্বেদের অন্তর্গত এবং এব আর এক নাম হলো—বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ।

উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার। এই গ্রন্থেব প্রকাশ-কাল ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দ।

এই বিচাব-সম্পর্কিত গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বামমোহন গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে সর্বপ্রথম স্থান লাভ করে ; এব আগে অবশ্য কোনো সংস্কবণে স্থান পায় নি। এই গ্রন্থ আবিষ্কারের গৌবব উক্ত রামমোহন গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয় স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসের প্রাপ্য। সম্পাদকদ্বয় তাঁদেব সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলেছেন—'......১৮১৬ সনের পূর্বে আমরা আত্মীয়সভার কোন অধিবেশনেব সংবাদ পাই না। এই বৎসর বিষ্ণুভক্তিপবাযণ মহামহোপাধ্যায উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশেব সহিত তাঁহাব ঘোরতর বিচার হয়। উৎসবানন্দ সভায প্রশ্নপত্র পাঠাইতেন ; বামমোহনও সভা হইতে প্রত্যুত্তব দিতেন। এই বিচাবের উত্তর-প্রত্যুত্তব-সম্বলিত চারিখানি পুস্তিকা শ্রীবামপুব কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে'। সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় বচিত এবং বাংলা অক্ষবে মুদ্রিত।

উৎসবানন্দ ছিলেন প্রথমে রামমোহনেব বিচাব-পদ্ধতিব বিবোধী। কিন্তু জানা যায়, র সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হযে শেষ পর্যন্ত তিনি রামমোহনের অভিমত গ্রহণ করেছিলেন এবং পবে (আগস্ট, ১৮২৮) বামমোহন 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন কবলে তিনি ব্রাহ্মসমাজেব অধিবেশনে উপনিষৎ-পাঠেব দায়িত্ব গ্রহণ কবেন।

'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশেব সহিত বিচার' গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায রচিত বলে এর বাংলা অনুবাদ পরিশিষ্ট-অংশে সংযোজিত হলো।

ভট্টাচার্যের সহিত বিচার। এই গ্রন্থেব প্রকাশ-কাল মে, ১৮১৭ (১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৩৯ শকাব্দ)।

প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তাসমূহের যুগোপযোগী যুক্তিবাদী ব্যাখ্যায প্রবৃত্ত হলে দেশেব গোঁড়া সমাজ রামমোহনেব প্রতি রুষ্ট হন এবং কেউ কেউ তাঁর বিচাব ও সিদ্ধান্ত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে লেখনী ধাবণ কবেন। ফলে, তাঁদেব উক্তিব বিরুদ্ধে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য বামমোহনকেও লেখনী ধারণ কবে তাঁদেব সঙ্গে বিচাবে প্রবৃত্ত হতে হয। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে বিচাবেব প্রায সমসাময়িককালে সে সময়কার আব একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে রামমোহনকে বিচাবে প্রবৃত্ত হতে হয়। তিনি হলেন কলকাতাব একজন ভট্টাচার্য, নাম—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাব। ইনি কলকাতা সবকাবি কলেজেব একজন অধ্যাপক ছিলেন।

বামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' এবং 'বেদান্ত সার' গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিবাদে ইনি 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মূল 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' গ্রন্থ পবিশিষ্ট-অংশে সংযোজিত হযেছে। মৃত্যুঞ্জয 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র ইংবেজী অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজী অনুবাদের নাম : 'An Apology For The Present System of Hindoo Worship'. দুখানি গ্রন্থই ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

বাংলা 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'ব উত্তরে রামমোহন যে বাংলা গ্রন্থ লেখেন, তাবই নাম 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'।

কঠোপনিষৎ। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-কাল আগস্ট, ১৮১৭ (১৬ই ভাদ্র, ১২২৪ বঙ্গাব্দ)। কঠোপনিষৎ যজুর্বেদের অন্তর্গত। কঠোপনিষদেরও একটি ছোট ভূমিকা অংশ আছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের ভাষ্য অনুসরণ করেই রামমোহন কঠোপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন। কঠোপনিষৎ রামমোহন-অনূদিত তৃতীয় উপনিষৎ।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ। এর প্রকাশ-কাল অক্টোবর, ১৮১৭ (২১শে আশ্বিন, ১২২৪ বঙ্গাব্দ)। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ অথর্ববেদের অন্তর্গত। মাণ্ডূক্যোপনিষদেরও একটি ভূমিকা-অংশ আছে। ভূমিকাটি আয়তনে দীর্ঘ এবং এই অংশে ব্রহ্মোপাসনার প্রযোজনীয়তা সম্পর্কে একটি 'শাস্ত্রীয় প্রমাণসম্বলিত বিচার' রয়েছে। তারপর বাংলা অনুবাদ সহ মূল উপনিষৎ আলোচিত হয়েছে এবং শেষভাগে ভাষ্যে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বিবৃত হযেছে। মাণ্ডূক্যোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

গোস্বামীর সহিত বিচার। এই গ্রন্থের প্রকাশ-কাল জুন, ১৮১৮ (২রা আষাঢ়, ১২২৫ বঙ্গাব্দ)।

বেদান্ত-উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য তত্ত্বকথার যুগোপযোগী যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যান প্রচাবেব পর রামমোহনকে একে একে অনেকের সঙ্গেই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। গোস্বামী ছিলেন রামমোহন-বিরোধী একজন তার্কিক পণ্ডিত। তাঁর সঠিক পরিচয় জানা যায় নি। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন 'ভট্টাচার্যের পর, একজন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত গোস্বামী, রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করেন।' স্কুল বুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের ১৮১৯-২০) পরিশিষ্ট-অংশে মুদ্রিত বাংলা-বিভাগে প্রকাশিত পুস্তক-তালিকার সাক্ষ্য উদ্ধার করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস অনুমান কবেছেন যে এই গোস্বামী 'বামগোপাল শর্মণঃ' হতে পারেন।

"এই গ্রন্থের বিশেষ বিচার্য এই যে, ভাগবত শাস্ত্রই যথার্থ বেদার্থ নির্ণায়ক নহে; বেদার্থ নির্ণয়ে শ্রুতি-স্মৃতিরই প্রাধান্য আছে।"

মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৫০।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৩৬৫১ ক্রমিক সংখ্যা-চিহ্নিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত মূল গ্রন্থের সঙ্গে বসু-বেদান্তবাগীশ সংস্করণের 'গ্রন্থাবলি' ও পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর পাঠ মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ। এই পুস্তিকার প্রকাশ-কাল নভেম্বর, ১৮১৮ বলে অনুমিত। কারণ, এই পুস্তিকায় কোনো প্রকাশ-কাল মুদ্রিত ছিল না। তবে 'সমাচার দর্পণ'-এর ২৬শে ডিসেম্বর ১৮১৮ (১৩ই পৌষ, ১২২৫ বঙ্গাব্দ) তারিখের একটি সংবাদ থেকে জানা যায়—"সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূলে এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সহমরণ বিষয়ে রামমোহন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনখানি পুস্তিকা রচনা কবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে রচিত এবং প্রবর্তক ও নিবর্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সম্বাদ নামে পরিচিত। তৃতীয় পুস্তিকাখানি 'বিপ্রণাম' এবং 'মুগ্ধবোধ ছাত্র' নামে দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তর। এই পুস্তিকাখানি (অর্থাৎ প্রথম সম্বাদ) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়।

বসু-বেদান্তবাগীশের ভাষায়—'এই সকল পুস্তকে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কাম্য কর্ম সমস্ত শাস্ত্রেই নিন্দিত হইয়াছে; সহমরণ কেবল স্বামীর সহিত স্বর্গভোগকামনামূলক, অতএব তাহা শাস্ত্রানুসারে গর্হিত ও অকর্তব্য'। অর্থাৎ পতিহারা সতীর পক্ষে মৃত পতির চিতারোহণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য পালনই শ্রেষ্ঠ,—রামমোহন এই কথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

'রঞ্জন পাবলিসিং হাউস' কর্তৃক প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'র সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা থেকে জানা যায়— "...১৮১৭ সনে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি সহগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান অনুসন্ধান করিয়া জানাইবার জন্য তাঁহাকে (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাবকে) অনুবোধ করেন। বহু শাস্ত্র মন্থন করিয়া উত্তরে মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম ঃ—'চিতারোহণ অপরিহার্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন এবং ধর্মজীবনযাপন—এই উভয়েব মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সংকল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোনো দোষ বর্তে না।" 'মৃত্যুঞ্জয-গ্রন্থাবলী'ব সম্পাদক জানিয়েছেন যে সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে রামমোহন বায় তাঁব প্রচারিত একখানি ইংরেজী পুস্তিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের এই মত উদ্ধৃত করেছিলেন।

গায়ত্রীর অর্থ। এই পুস্তকের প্রকাশ-কাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৭৪০ শকাব্দ।

এই পুস্তক 'ভূমিকা' এবং 'গ্রন্থ'—এই দুই ভাগে বিভক্ত। ভূমিকা অংশে রামমোহন বলেছেন যে ব্রাহ্মণেরা প্রত্যহ যে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন, তাব দ্বাবা তাঁরা অজ্ঞাতসারে পরব্রহ্মেরই উপাসনা করে থাকেন। তারপর গ্রন্থ-অংশে গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ বাংলায় ব্যাখ্যা করে সেই কথাই প্রতিপন্ন করেছেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মূল গায়ত্রী মন্ত্রকে 'ওঁ', 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য' এবং 'ধীমহি ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ,'—এই তিন ভাগে বিভক্ত কবে তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে রামমোহনের গায়ত্রীর অর্থের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের 'ত্রিত্বপদ'-এর যে সাদৃশ্য রয়েছে, এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

মুণ্ডকোপনিষৎ। এই উপনিষৎ অথর্ববেদের অন্তর্গত।

এই উপনিষদের প্রকাশ-কাল সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। তার কারণ, এই গ্রন্থের মূল সংস্করণের আখ্যা-পত্রে বা গ্রন্থের শেষে প্রকাশ-কাল মুদ্রিত ছিল না। বসু-বেদান্তবাগীশ-সংস্করণে একে মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিধৃত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ২৭ মার্চ, ১৮১৯ (১৫ই চৈত্র, ১২২৫) তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে আছে—"নূতন পুস্তকঃ—শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ববেদের মুণ্ডকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্যকৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।" এই তথ্য এবং পাদরি লঙ্ কর্তৃক মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় প্রদত্ত এই গ্রন্থের প্রকাশ-কাল (১৮১৯) ভিত্তি করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-সংস্করণের রামমোহন-গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয় এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মুণ্ডকোপনিষৎ ১৮১৯-এর প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং মুণ্ডকোপনিষদের প্রকাশ-কাল ১৮১৯-এর ফেব্রুয়ারি বা মার্চ হওয়াই স্বাভাবিক। সেই হিসাবে মুণ্ডকোপনিষৎ রামমোহন-প্রকাশিত উপনিষৎ-গ্রন্থাবলী পর্যায়ের শেষ গ্রন্থ।

সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ। সহমরণ বিষয়ে রামমোহনের প্রথম পুস্তিকা 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' প্রকাশিত হবার পর সমাজের গোঁড়া সম্প্রদায় রামমোহনের বক্তব্যের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। কলকাতার ঘোষালবাগানে সে সময় একটি চতুষ্পাঠী ছিল। কালাচাঁদ বসুর পিতা গুরুপ্রসাদ বসুর অর্থানুকূল্যে এই চতুষ্পাঠী

পরিচালনা করতেন কাশীনাথ তর্কবাগীশ। রামমোহনের উপরিউক্ত পুস্তিকার বক্তব্যের প্রতিবাদে কালাচাঁদ বসুর নির্দেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ মশায় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' এই রচনাবলীর পরিশিষ্ট-অংশে সংযোজিত হয়েছে। রামমোহনের আলোচ্যমান পুস্তিকা কাশীনাথের পুস্তিকার উত্তর এবং সহমরণ বিষয়ে রামমোহনের দ্বিতীয় রচনা।

এই পুস্তিকার প্রথম প্রকাশকাল—নভেম্বর, ১৮১৯ এবং এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৩। পুস্তিকাখানির ইংরেজী অনুবাদ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রামমোহন এই ইংরেজী অনুবাদ-পুস্তিকাখানি মার্কুইস্ অব্ হেস্টিংসের পত্নীর নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

এই পুস্তিকা সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে রামমোহনের এই পুস্তিকাতে ফুলস্টপ, সেমিকোলন, কমা প্রভৃতি ইংরেজী যতিচিহ্নের পূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর পূর্বে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'নীতি কথা'র দ্বিতীয় ভাগে অবশ্য প্রথম ইংরেজী যতিচিহ্নসমূহের প্রবর্তন হয়েছিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৩৬৫১ ক্রমিক সংখ্যা-চিহ্নিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত মূল গ্রন্থ অনুসরণ করে এই পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

আত্মানাত্মবিবেক। এই নামের মূল গ্রন্থ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য কর্তৃক রচিত। বসু-বেদান্তবাগীশের ভাষায়—'রামমোহন রায় ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া এক একটি বাক্য ও তাহার অনুবাদ এইরূপে মুদ্রিত করিয়াছেন।' এতে বৈদান্তিক মতসমূহের আলোচনা আছে।

রামমোহন রায়-রচিত এই পুস্তিকার প্রকাশকাল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ।

কবিতাকারের সহিত বিচার। এই পুস্তকের প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ (শকাব্দ ১৭৪২)।

'বেদান্ত গ্রন্থ' এবং 'বেদান্ত সার' গ্রন্থের মাধ্যমে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব প্রচারের পর রামমোহনকে একে একে অনেকের সঙ্গে বিচারে অর্থাৎ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়। 'কবিতাকার' এমনি একজন ব্যক্তি। তবে কবিতাকার যে প্রকৃতপক্ষে কে তা' এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি।

বসু-বেদান্তবাগীশ বলেছেন—'এই বিচার গ্রন্থে প্রতিবাদীর আপত্তি ছিল এই যে, রামমোহন বেদার্থের গোপন করিয়াছেন ; তিনি শিব, বিষ্ণু ও ব্যাসাদি ঋষির অবমাননা করেন এবং ব্রহ্ম জ্ঞানাভিমানী হয়েন। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও নিজের পূর্বের উক্তি প্রদর্শন দ্বারা ঐ সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন'।

কবিতাকারের আপত্তির কারণ সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদ পরিবেশন করেছেন। 'ভাগীরথীর প্রবাহ পরিবর্তিত হওয়াতে ১৮১৭ সালে, কাসিমবাজার অঞ্চলে, মারীভয় উপস্থিত হইয়া উক্ত স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। উক্ত সময়ে যশোহরেও ওলাওঠা রোগে বহুলোকের মৃত্যু হয়। রামমোহন রায়ের গ্রন্থ ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। সেইজন্য কবিতাকারের মতে, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থই ঐ সকল মারীভয়ের কারণ'। রামমোহন এই অভিযোগের উত্তরে জানান যে প্রত্যেকের মঙ্গল ও অমঙ্গল নিজের নিজের কর্মের অধীন। ঈশ্বর সম্পর্কে কিংবা পুত্তলিকা সম্পর্কে পুস্তক রচনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। রামমোহন বিশেষভাবে বলেন—'আমরা এইরূপ সাহস করিয়া কহিতে পারি যে, পরমেশ্বরের সত্যোপাসনাতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ সৎ কর্মানুষ্ঠানদ্বারা সুখী ও নিরোগী আছেন এবং এই সত্যধর্মের প্রচার হইলে দেশ সত্যকালের ন্যায় হইবেক'।

কবিতাকাব এর প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন জানা যায়। কিন্তু সে প্রত্যুত্তর এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৩৬৫১ ক্রমিক সংখ্যা-চিহ্নিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত মূল গ্রন্থের সঙ্গে পরিষৎ সংস্করণের 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'র পাঠ মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কবা হয়েছে।

মূল গ্রন্থেব পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৩+৩৯।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দেই (শক ১৭৪২) "The Precepts of Jesus the Guide to Peace and Happiness" এবং "An Appeal to the Christion Public in defence of the Precepts of Jesus" নামে রামমোহনেব দু'খানি ইংবেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার। এই পুস্তিকার প্রকাশ-কাল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ।

কবিতাকাবের পব বামমোহন সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীব সঙ্গে বিচাবে প্রবৃত্ত হন। এই পুস্তিকা সেই বিচারের ফল। "ইহা দেবনাগব অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় এবং বাঙ্গলা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়, এই চতুর্বিধরূপে মুদ্রিত হইযাছিল। ইহাতে গ্রন্থকাব প্রতিপন্ন করিযাছেন যে, বেদাধ্যযনাদি না থাকিলেও এবং বর্ণাশ্রমাচাবাদি কর্মহীন হইলেও লোকের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার ও পরমপদ প্রাপ্তি হইতে পারে"। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায জানিয়েছেন যে এব একটি ইংবেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। তাব নাম—'Apology for the Persuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances'. শ্রীবামপুর কলেজ গ্রন্থাকারে এব একখণ্ড রক্ষিত আছে।

মূল পুস্তিকার মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৬।

ব্রাহ্মণ সেবধি। নব যুগের নবীন ভাবগঙ্গাব ভগীবথ বাজা রামমোহন বায়কে নিজেব অভিমত প্রতিষ্ঠার জন্য সব্যসাচীব মতে, এক হাতে দেশী গোঁড়া পণ্ডিতদের সঙ্গে, অপব হাতে বিদেশী পাদ্রিদের সঙ্গে বিতর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল—সকলেবই এ কথা জানা আছে। 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুশাস্ত্র বিষযে জনৈক পাদ্রি সাহেবের সহিত বিচার'।

শ্রীরামপুরেব একজন পাদ্রি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দেব ১৪ই জুলাই 'সমাচাব দর্পণ' পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশ কবেন। সেই পত্রে বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়েব এবং যোনিভ্রমণ, জন্মান্তবীণ ভোগাভোগ প্রভৃতি অভিমতেব বিরুদ্ধে কটাক্ষপূর্ণ প্রতিবাদ ছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রিব এই অপচেষ্টায রামমোহনের জাতীয়তা-বোধ আহত হয এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রিব মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিযে একখানি পত্র 'সমাচাব দর্পণ'-এ প্রকাশের জন্য পাঠিযে দেন। কিন্তু সম্পাদক কযেকটি অজুহাতে সেই পত্র প্রকাশ করেন না। তখন বামমোহন নিজেই 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ কবে তাতে তাঁর প্রতিবাদ-পত্র মুদ্রিত করে প্রচার করেন। এই পত্রিকা 'শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা'র নামে প্রকাশিত হতো। বাজা বামমোহন অবশ্য প্রসন্নকুমার ঠাকুব, চন্দ্রশেখব দেব প্রভৃতি নামেও তাঁর কতকগুলি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। বসু-বেদান্তবাগীশ বলেছেন—"ইহা 'শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা'ব নামে প্রচারিত। কিন্তু তাহা বেনামী মাত্র। ফলতঃ রামমোহন রাযই উহাব প্রণেতা। এই গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদ সমেত মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংরাজী অংশের নাম Brahmunical Magazine." এর এক পৃষ্ঠায় বাংলা, অন্য পৃষ্ঠায (বাঁযে ও ডাইনে) ইংবেজী অনুবাদ থাকতো। বসু-বেদান্তবাগীশ জানিযেছেন যে 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র বারোটি সংখ্যা (১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে) প্রকাশিত হযেছিল। তবে তিনটি সংখ্যাব বেশী পাওয়া যায় নি।

'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে রামমোহন বলেন যে ইংরেজরা এদেশ অধিকার করবার ত্রিশ বছর পর্যন্ত কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নি। তারপর থেকে তাঁরা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মচ্যুত করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু নিন্দা বা তিরস্কারের দ্বারা অথবা প্রলোভনের সাহায্যে ধর্মপ্রচার করা কখনই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। 'আপনার ধর্ম যে সত্য এবং অন্যের ধর্ম যে মিথ্যা, ইহা বিচারবলে সংস্থাপন করাই ধর্মপ্রচার করিবার যুক্তিযুক্ত প্রণালী। এই প্রকারে এক ধর্ম হইতে অন্য ধর্মে লোককে লইয়া গেলে কোন দোষ হয় না।' এই গ্রন্থে রাজার স্বদেশ-চেতনা এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

চারি প্রশ্নের উত্তর। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-কাল বৈশাখ ৩০, শক ১৭৪৪ (অর্থাৎ মে, ১৮২২)। এর মূল পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৬।

কলকাতাবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করে রামমোহনের অভিমত ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চারটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর সেই প্রশ্ন চারটি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল (২৫ চৈত্র, ১২২৮) সংখ্যার 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত হয়। পত্রখানি প্রকাশ করে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মন্তব্য করেন—"এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুবোধে দর্পণে অর্পণ করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব"। এর পব রামমোহন তাঁর পুস্তিকা-কল্প 'চারি প্রশ্নের উত্তর' প্রকাশ করেন।

এই গ্রন্থে রামমোহন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর যে যে প্রশ্নের উত্তর দেন, সে প্রশ্নসমূহের সংক্ষিপ্ত আকার বসু-বেদান্তবাগীশের ভাষায় এই প্রকার :

"১) ইদানীন্তন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীরা এবং তাহারদের সংসর্গীরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্ব স্ব জাতীয় ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করিতেছেন? এবং তাহারদের সহিত সংসর্গ অকর্তব্য কি না?

২) সদাচার সদ্ব্যবহারহীন ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানীর যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক কি না?

৩) ব্রাহ্মণ সজ্জনের পক্ষে অবৈধ হিংসার দ্বারা আত্মোদর ভরণ করা অনুচিত কি না?

৪) লজ্জা ও ধর্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বৃথা কেশচ্ছেদন, ও সুরাপান প্রভৃতি কবেন, তাহারা বিরুদ্ধকাবী কি না?

রামমোহন তাঁর 'চারি প্রশ্নের উত্তর' গ্রন্থে ঐ চারিটি প্রশ্নের যথোচিত যুক্তিগ্রাহ্য উত্তব দান করেছেন।

ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর মূল 'চারি প্রশ্ন' পরিশিষ্ট-অংশে সংযোজিত হলো।

প্রার্থনা পত্র। এই পুস্তিকার প্রথম প্রকাশ-কাল মার্চ, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ। এর মূল পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল চার।

বসু-বেদান্তবাগীশের ভাষায়—'ইহাতে গ্রন্থকার স্বজাতীয় বিজাতীয় সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করিয়াছেন'। এই উক্তি ঠিকই। তবে এর মূল উপজীব্য হচ্ছে—বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদী পূজার্চনার প্রকৃতি নির্ণয়। একই সঙ্গে এর ইংরেজী অনুবাদ Humble Suggestions to his Countrymen who believe in the One True God' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রার্থনা পত্র' এবং তার ইংরেজী অনুবাদ রামমোহনের স্বনামে প্রকাশিত রচনা নয়। এ দু'খানি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বেনামে প্রকাশিত হয়।

পাদরি ও শিষ্য সংবাদ। এই পুস্তিকার প্রকাশ-কাল সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। এর ইংরেজী অনুবাদ 'Dialogue between a Trinitarian Missionary and three

Chinese Converts' নামে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়। এ ঘটনা থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে বাংলা অংশও ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সমসাময়িক কালেই প্রকাশিত হয়েছিল।

বসু-বেদান্তবাগীশের ভাষায়—'ইহাতে এক খ্রীষ্টীয় পাদরি ও তাহার তিন জন শিষ্য কল্পনা করিয়া পাদরির সহিত শিষ্যদিগের প্রশ্নোত্তর ছলে গ্রন্থকার সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ত্রীশ্বরাত্মক খ্রীষ্টীয় মত নিতান্ত অসঙ্গত'।

পথ্য প্রদান। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-কাল ডিসেম্বর ১৮২৩। মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৬১। এই গ্রন্থের আখ্যা-পত্রে লেখা আছে 'পথ্য প্রদান সম্যগনুষ্ঠানক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপ-বিশিষ্ট কর্তৃক কলিকাতা সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল'।

এই গ্রন্থের আখ্যা-পত্রে 'মনস্তাপবিশিষ্ট' কথাটি ব্যবহারের একটি তাৎপর্য আছে। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—"নন্দলাল ঠাকুর রামমোহন রায়ের একজন ঘোর বিপক্ষ ছিলেন। উল্লিখিত চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ হইলে, তাঁহার ইচ্ছাক্রমে, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'পাষণ্ড পীড়ন' নামে ২৩৮ পৃষ্ঠা পরিমিত, এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করেন। উহাতে রামমোহন রায়ের প্রতি অজস্র কটুকাটব্য বর্ষণ করা হইয়াছিল। 'পাষণ্ড', নগরান্তবাসী ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল। 'নগরান্তবাসী'র দুই অর্থ; নগরের অন্তে যিনি বাস করেন; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ, চণ্ডাল। ১৭৪৫ শকে. (খৃ. অ ১৮২৩) 'পাষণ্ড পীড়নের' উত্তর 'পথ্য প্রদান' বাহির হইল। পথ্য প্রদানে রামমোহন রায় অতি সুন্দররূপে প্রতিদ্বন্দ্বীর যুক্তি সকলের অসারত্ব প্রদর্শন করিলেন"।

এই গ্রন্থের একটি ক্ষুদ্র 'ভূমিকা' এবং ক্ষুদ্রতর একটি 'বিজ্ঞাপন' অংশ আছে। 'ভূমিকা' অংশে রামমোহন আলোচ্যমান গ্রন্থরচনার সংক্ষিপ্ত হেতু নির্দেশ করেছেন। তারপর 'বিজ্ঞাপন' অংশে 'পাষণ্ড পীড়ন'-রচয়িতার উদ্দেশে কয়েকটি সরস বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করেছেন। 'পাষণ্ড-পীড়ন'-এর আখ্যা-পত্রে রচয়িতা লিখেছিলেন—'কোন ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল'। 'পথ্য প্রদান'-এর বিজ্ঞাপনে রামমোহন ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে 'ধর্মসংহারক' নামে অভিহিত করে বললেন—"আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্মসংহারক আপন প্রত্যুত্তরের নাম 'পাষণ্ড পীড়ন' রাখেন তাহাতে বাগ্‌দেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বারা ধর্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন"। 'পাষণ্ড পীড়ন' শব্দটিকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষের সমস্ত পদ ধরলে 'পাষণ্ডকে পীড়ন'—এই অর্থে কটূক্তিটি রামমোহনের প্রতি উদ্দিষ্ট হয়। কিন্তু 'পাষণ্ড হইতে পীড়ন'—এইভাবে 'পাষণ্ড পীড়ন' শব্দকে পঞ্চমী তৎপুরুষের সমস্ত পদ ধরলে কটূক্তিটি ঐ শব্দ প্রণেতার নিজের দিকে উদ্দিষ্ট হয়। সূক্ষ্ম ব্যাকরণবোধের সাহায্যে রামমোহন সুকৌশলে তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত কটূক্তিকে নিক্ষেপকের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি আরও বলেছেন—"আমাদের নিন্দোদ্দেশে ধর্মসংহারক 'নগরান্তবাসী' এই পদ প্রয়োগ পুনঃ২ করিয়াছেন, অথচ বাগ্‌দেবতার প্রভাবে এ শব্দের প্রতিপাদ্য তিনি যে স্বয়ং হয়েন তাহা স্মরণ করিলেন না।" সম্ভবতঃ, কাশীনাথ তর্ক পঞ্চানন মশায়ও নগরের প্রান্তভাগে অর্থাৎ তখনকার কলকাতার কোনো উপকণ্ঠে বাস করতেন। লক্ষণীয় এই যে, রামমোহনের প্রতিবাদের ভাষা তীব্র এবং সরস কিন্তু অশালীনতাবর্জিত। নগেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, রামমোহন তাঁর শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবকে বলেছিলেন যে ধর্মবিষয়ে তর্ক বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষের মত ও ভাবকে শ্রদ্ধা করা উচিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৩৬৫১ ক্রমিক-সংখ্যা-চিহ্নিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত মূল গ্রন্থের অনুসরণে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। 'পথ্য প্রদান'-এর আখ্যা-পত্রে এর ইংরেজী নাম ছিল—'Medicine for the sick offered by one who laments his inability to perform all righteousness'.

'পথ্য প্রদান' 'পাষণ্ড পীড়ন'-এর উত্তর। 'পাষণ্ড পীড়ন' গ্রন্থখানি পরিশিষ্ট-অংশে যুক্ত করা হয়েছে।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ। এই ক্ষুদ্রায়ত পুস্তিকাখানির প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ (শকাব্দ ১৭৪৮)। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়—'গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হইলে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার কি প্রকার আচরণ হওয়া উচিত, এই পুস্তকে তাহাই লিখিত হইয়াছে'।

মনুর অনুশাসনে যে তিন প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে তৃতীয় প্রকারের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের কথাই রামমোহন এই পুস্তিকায় আলোচনা করেছেন। পরব্রহ্মকে সমস্ত কর্মের আশ্রয় জ্ঞান করে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম সাধন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। বেদপাঠ, তর্পণ, নিত্য হোম প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অঙ্গ। কিন্তু মনু বলেছেন যে যদি 'দ্বিজোত্তম' বা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঐ সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম পরিত্যাগ করেও পরব্রহ্মচিন্তায়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে এবং বেদাভ্যাসে যত্নবান হন, তা' হলেও তাঁর পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের কর্তব্য পালন করা হয়। রামমোহন এই পুস্তিকায় মনুর উক্তি অনুসরণ করেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করেছেন। লক্ষণীয় এই যে, রামমোহন শাস্ত্রকেই শস্ত্র করে সমকালীন সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ছেদনে অগ্রসর হয়েছিলেন।

কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার। এই পুস্তিকার প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ (শকাব্দ ১৭৪৮)।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়—'উক্ত পুস্তকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, শূদ্রের পক্ষে সুরাপান শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য নহে। এমন কি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিরও বিহিত মদ্যপানের অধিকার আছে। শাস্ত্রানুযায়ী সুরাপান করিলে ধর্মহানি হয় না।' রামমোহন মদ্যপানের পক্ষ সমর্থন কেবলমাত্র এই পুস্তিকাতেই করেছেন এমন নয়, 'পথ্য প্রদান' গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

রামমোহন সুরাপানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন শুনে বিস্মিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে তখনও সমাজে সুরাপানের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় নি এবং তজ্জনিত কুফলের আশঙ্কাও প্রকট হয়ে ওঠে নি। পরিমিত মাত্রায় সুরাপান স্বাস্থ্য বা স্বভাবের হানিকর নয় মনে করেই হয়তো রামমোহন সুরাপানমাত্রকেই দূষণীয় বলেন নি। তবে মাত্রাতিরিক্ত সুরাপান যে তিনি কখনই সমর্থন করেন নি, একথা বলা বাহুল্য। পুস্তিকাখানি 'রামচন্দ্র দাস'-এর নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বজ্রসূচী। এই পুস্তিকাকল্প গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ (শকাব্দ ১৭৪৯)

'বজ্রসূচী' নামীয় মূল গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় মৃত্যুঞ্জয়াচার্য-বিরচিত। এখানি মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পাঠ্যগ্রন্থ। মূল 'বজ্রসূচী' গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-আচরিত জাতিভেদপ্রথার সমালোচনা আছে। রামমোহন নিজে জাতিভেদপ্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং জাতিভেদপ্রথা যে ভারতবর্ষে নানাবিধ অনিষ্টের কারণরূপে কাজ করেছে—এই ছিল তাঁর ধারণা। তাই দেশবাসীর মনে জাতিভেদপ্রথার অসারত্ব প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে রামমোহন সংস্কৃত 'বজ্রসূচী' গ্রন্থের 'প্রথম

নির্ণয়' নামক প্রথম অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ মূল সহ প্রকাশ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় আধ্যাত্মিক সাম্য-চিন্তার আদি প্রবক্তারূপে রামমোহনের ব্যক্তিত্বের পরিচয় এই পুস্তিকা-কল্প গ্রন্থে ভাস্বর।

গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং। এই পুস্তিকাকল্প গ্রন্থের প্রকাশ-কাল ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ (শকাব্দ ১৭৪৯)।

বসু-বেদান্তবাগীশের ভাষায়—'ইহা বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং বাংলা অনুবাদ সমেত মুদ্রিত। সমুদায় বেদ পাঠ ব্যতিরেকে কেবল গায়ত্রী জপ দ্বারাই যে ব্রহ্মোপাসনা হয়, এই গ্রন্থে সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে'। এর ইংরেজী অনুবাদও ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্রহ্মোপাসনা। এর প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ (শকাব্দ ১৭৫০)।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন- 'ইহাতে ব্রহ্মোপাসনার একটি পদ্ধতি আছে। উক্ত পদ্ধতি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে উহা ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তখন সমাজে কেবল উপনিষদ্ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত হইত'।

'ব্রহ্মোপাসনা'য় রামমোহন বলেছেন যে দু'টি মূলকে অবলম্বন করে সমস্ত ধর্ম অস্তিত্ব রক্ষা করে। একটি হচ্ছে বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নিষ্ঠা। আর একটি হচ্ছে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সদ্ব্যবহার। ধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট আভাস 'ব্রহ্মোপাসনা'য় বিধৃত আছে।

ব্রহ্ম সঙ্গীত। এর প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়--"ব্রহ্মসঙ্গীত রাজা রামমোহন রায়ের এক অতুল কীর্তি। অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় বাঙলা ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীতের তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার নিজের বন্ধুগণের বিরচিত সঙ্গীতগুলি তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই উক্ত পুস্তকের দুই তিন সংস্করণ হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনের পরেও অন্যান্য লোকের দ্বারা উহা অনেকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।"

সত্যই 'ব্রহ্মসঙ্গীত' রামমোহনের অতুল কীর্তি। অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে নৈয়ায়িক রামমোহনের সাক্ষাৎ মেলে ; কিন্তু 'ব্রহ্মসঙ্গীত'-এর রামমোহন কবি। নামে ব্রহ্মসঙ্গীত হলেও এই সমস্ত সঙ্গীতের কথার আবেদন সার্বজনীন। কারণ, যে বৈরাগ্য এবং আত্মসমর্পণের উপাদানে সঙ্গীতগুলির কথার কায়া গঠিত, তা' সর্ব সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মমনস্ক মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার বিষয়। 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।/অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর'—এই প্রারম্ভিক পংক্তি বিশিষ্ট সঙ্গীতটি বাংলা গীতি-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এক অনবদ্য সংযোজন।

বর্তমান সংস্করণে কেবলমাত্র রামমোহন রায়ের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি মুদ্রিত করা হলো।

অনুষ্ঠান। এই পুস্তিকাকল্প গ্রন্থখানি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে (শকাব্দ ১৭৫১) প্রথম প্রকাশিত। আচার্য এবং শিষ্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তর বিনিময়ের ছলে এই পুস্তিকায় ঈশ্বরোপাসনা সম্পর্কে রামমোহনের নিজস্ব ধারণা এবং ঈশ্বরোপাসনার আদর্শ পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। 'অবতারণিকা' নামে একটি ছোট ভূমিকার পর বারোটি প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রদত্ত হয়েছে। আকারে ছোট হলেও 'অনুষ্ঠান' রামমোহনের ধর্ম-চিন্তা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

"কিরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয়, অন্যান্য নিকৃষ্ট উপাসনাকে দ্বেষ করা উচিত নয়, শাস্ত্রানুসারে আহার ব্যবহার করা উচিত, শাস্ত্র প্রমাণ সহকারে ইহাতে এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে"। নিজে একটি অভিমতের প্রবক্তা হয়েও অন্যান্য অভিমতের অনুসরণকারীদের প্রতি কোনো অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ তিনি প্রকাশ করেন নি। এই ঔদার্যের গুণেই রামমোহন সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ঋষি।

রেভারেন্ড জে. লঙ্ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Descriptive Catalogue of Bengali Books'-এ 'অবতরণিকা' নামে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহনের আর একখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস স্ব-সম্পাদিত সোফিয়া ডবসন কলেটের 'The Life and Letters of Raja Rammohan Roy' গ্রন্থে লঙ্-কথিত 'অবতরণিকা' নামীয় পুস্তক এবং 'অনুষ্ঠান' সম্ভবতঃ একই রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ 'অনুষ্ঠান'-এর মতো 'অবতরণিকা'তেও বারোটি প্রশ্ন ও তার উত্তর এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। তবে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে 'অবতরণিকা'য় একমাত্র ভগবদ্‌গীতা প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উল্লিখিত হয়েছে, 'অনুষ্ঠান'-এ প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে নানা উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র, বিষ্ণু-পুরাণ, মনু-সংহিতা প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়েছে।

সহমরণ বিষয়। পুস্তিকাকল্প এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ (শকাব্দ ১৭৫১)। মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১।

'সহমরণ বিষয়' 'সতী' বিষয়ে রামমোহনের তৃতীয় এবং শেষ রচনা। 'বিপ্রণাম' এবং 'মুগ্ধবোধ ছাত্র' নামে দু'জন গোঁড়া বিপক্ষীয়ের আক্রমণের উত্তর রূপে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এখানে রামমোহন 'সতী' বিষয়ে নতুন কোনো কথা বলেন নি। 'সহমরণ বিষয়'-এর বক্তব্য এই বিষয়ে তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত দু'টি রচনার বক্তব্যের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৩৬৫১ ক্রমিক-সংখ্যা চিহ্নিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত মূল গ্রন্থের অনুসরণে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রপত্রী (বিতরণার্থ মুদ্রিত) এর সঠিক প্রকাশ-কাল জানা যায় নি। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস এবং প্রভাতকুমার গাঙ্গুলী-সম্পাদিত সোফিয়া ডবসন কলেটের 'The Life and Letters of Raja Rammohan Roy' গ্রন্থে প্রদত্ত পুস্তক-তালিকায় বলা হয়েছে 'ক্ষুদ্রপত্রী' সম্ভবতঃ রামমোহনের বিলাত-যাত্রার পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। বিলাত-যাত্রার উদ্দেশ্যে রামমোহন কলকাতা ত্যাগ করেন ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর। সুতরাং এই সময়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কোনো সময়ে 'ক্ষুদ্রপত্রী' প্রকাশিত হয়েছিল।

'ক্ষুদ্রপত্রী' নামটি বসু-বেদান্তবাগীশ প্রদত্ত। বসু-বেদান্তবাগীশ তাঁদের গ্রন্থাবলীতে 'ক্ষুদ্রপত্রী'র পরিচায়িকায় বলেছেন—"রামমোহন রায় ব্রহ্মবিষয়ক কয়েকটি সুশ্রাব্য ছন্দোবন্ধ শ্রুতি, শ্রুতিমর্ম ও গীত এক এক খণ্ড দীর্ঘায়িত কাগজের এক পৃষ্ঠে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন। আমরা তাহা ক্ষুদ্রপত্রী নামে দুই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলাম। এই আদর্শে তত্ত্ববোধিনী সভার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এক এক খণ্ড কাগজে কোন কোন শ্রুতি, তাহার ব্যাখ্যান ও গীত প্রভৃতি প্রচার করা হইত"।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-কাল এপ্রিল, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ। এই সময় রামমোহন বিলাতে ছিলেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে স্কুল বুক সোসাইটি এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৭।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইউরোপীয়দের বাংলা ভাষা শিখবার পথ সুগম করবার উদ্দেশ্যে রামমোহন ইংরেজী ভাষায় বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। সেখানি 'Bengalee Grammar in the English Language' নামে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে Unitarian Press থেকে প্রকাশিত হয়। এই মুদ্রণালয়টির প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। 'পরে তিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ রচনা করেন। তাহা একপ্রকার উপরোক্ত ইংরাজী ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেও বলা যায়'।

রামমোহন রায় বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ-রচয়িতা না হলেও, আচার্য সুনীতিকুমারের ভাষায় '...রামমোহনই প্রথম বাঙালী যিনি তাঁর মাতৃভাষা বাঙলার ব্যাকরণ রচনা করেন'। অবশ্য সম্প্রতি (১৯৭০) অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যাযের সম্পাদনায় 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লন্ডনের 'ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী'তে রক্ষিত একখানি খাতা থেকে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর ধারণা, এই ব্যাকরণের রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং ১৮০৭ থেকে ১৮১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে এখানি লেখা হয়েছিল। এই ধারণা অভ্রান্ত হলেও বলা যায় এ বিষয়ে রামমোহনের কৃতিত্ব অধিকতর। 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ'-এর সম্পাদকের ভাষায়—'...বাঙ্গালা ব্যাকরণে অনাবশ্যক মনে করে বহু প্রসঙ্গ রামমোহন বর্জন করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় বহু অনাবশ্যক এবং অবান্তর প্রসঙ্গ এনে বাঙ্গালা ভাষার মূল্যবান প্রসঙ্গগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। রাম-মোহন নিজস্ব ভাষা-যুক্তি দিয়ে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষত্বকে আবিষ্কার করেছেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদেশীদের বাঙ্গালা শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতাসূত্রে বাঙ্গালা ভাষায় কিছু জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন'।

রামমোহনের 'গৌড়ীয ব্যাকরণ'-এর তৎকালীন জনপ্রিয়তার একটি বড়ো প্রমাণ এই যে, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক এর চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' সম্পর্কে আব একটি উল্লেখ্য সংবাদ এই যে এই গ্রন্থে কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নবোধক প্রভৃতি ইংরেজী বিরামচিহ্নেব ব্যবহার দেখতে পাওযা যায়। সুতরাং বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ইংরেজী বিরামচিহ্ন ব্যবহাবের গৌবব সম্ভবত রামমোহনেরই প্রাপ্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব গ্রন্থাগাবে বক্ষিত প্রথম সংস্করণের মূল গ্রন্থ অনুসরণ করে বর্তমান সংস্কবণেব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কবা হযেছে।

পরিশিষ্ট

ক সম্পূর্ণ পত্রাবলী

খ. নির্বাচিত ইংরেজী রচনা

গ. পত্রাবলী ও ইংরেজী রচনার পরিচিতি

ঘ. জীবনী

ঙ. জীবনপঞ্জী

চ. সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জী

ছ. গ্রন্থপঞ্জী

ক. পত্রাবলী

1. To Lord Minto.

To

The Right Honourable Lord Minto, Governor-General, etc., etc.

The humble petition of Ram Mohun Roy.

Most humbly sheweth :

That your petitioner, in common with all the native subjects of the British Government, looks up to your Lordship as the guardian of the just rights and dignities of that class of your subjects against all acts which have a tendency either directly or indirectly to invade those rights and dignities, and your petitioner more especially appeals to your Lordship as, from the nature of the treatment, however degrading, which he has experienced and from the nature of the existing circumstances with reference to the rank and destination of the gentleman from whom it proceeded, your petitioner is precluded from any other means of obtaining redress.

Confiding therefore in the impartial justice of the British Government and in the acknowledged wisdom which governs and directs all its measures in the just spirit of an enlarged and liberal policy
all its measures in the just spirit of an enlarged and liberal policy,
your petitioner proceeds with diffidency and humility to lay before your Lordship, the following circumstances of severe degradation and injury, which he has experienced at the hands of Sir Frederick Hamilton.

On the 1st of January last, your petitioner arrived at the Ghaut the river of Bhaugulpur, and hired a house in that town. Proceeding to that house at about 4 o'clock in the afternoon, your petitioner passed in his palanquin through a road on the left side of which Sir Frederick Hamilton was standing among some bricks. The door of the palanquin being shut to exclude the dust of the road, your petitioner did not see that gentleman nor did the peon who preceded the palanquin, apprize your petitioner of the circumstance, he not knowing the gentleman, much less supposing that, that gentleman (who was standing alone among the bricks), was the Collector of the district. As your petitioner was passing, Sir Frederick Hamilton repreatedly called out to him to get out of his palanquin, and that with an epithet of abuse too gross to admit of being stated here without a departure from the respect due to your Lordship. One of the servants of your petitioner who followed in the retinue, explained to Sir Frederick Hamilton, that your petitioner has not observed him in passing by; nevertheless that gentleman still continued to use the same offensive language, and when the palanquin has proceeded to the distance of about 100 yards from the spot where Sir Frederick Hamilton had stood, that

gentleman overtook it on horseback. Your petitioner then for the first time understood that the gentleman who was riding alongside of his palanquin, was the collector of the district, and that he was required a form of external respect, which, to whatever extent it might have been enforced under the Mogul Government, your petitioner had conceived from daily observation, to have fallen under the milder, more enlightened and more liberal policy of the British Government, into entire disuse and disesteem. Your petitioner then, far from wishing to withhold any manifestation of the respect due to the public officers of a Government which he held in the highest veneration, and not withstanding the novelty of the form in which that respect was required to be testified, alighted from his palanquin, and saluted Sir Frederick Hamilton, apolozing to him for the omission of that act of public respect on the grounds that in point of fact, your petitioner did no see him before, on account of the doors of his palanquin being nearly closed. Your petitioner stated however at the same time that even if the doors had been open, your petitioner would not have known him, nor would have supposed him to be the Collector of the district. Upon this, Sir Frederick asked your petitioner how the servant of the latter came to explain to him already. with your petitioner's salam, the reason of your petitioner's not having alighted from his palanquin. Your petitioner's servants stated in reply to the observations of Sir Frederick Hamilton that, he had not been desired by your petitioner had gone on and knowing that the doors of the palanquin were almost shut, he had explained the circumstance to Sir Frederick Hamilton in the hope of inducing that gentleman to discontinue his abusive language, but that he the servant had not expressed your petitioner's salam as he had no communication with your petitioner on the subject; Sir Frederick Hamilton then desired your petitioner to discharge the servant from his service and went away. In the course of that conversation, calculated by concession and apology to pacify the temper of Sir Frederick Hamilton, that gentleman still did not abstain from harsh and indecorous language. The intelligence of your petitioner's having been thus disgraced has been spread over the town and your Lordship's humane and enlightened mind will easily conceive, what must be the sensations of any native gentleman under a public indignity and disgrace, which as being inflicted by an English gentleman, and that gentleman an officer of Government, he is precluded from resenting, however strong the conviction of his own mind that such ill-treatment he has unmerited, wanton and capricious. If natives, therefore, of caste and rank were to be subjected to treatment which must infallibly dishonour and degrade them, not only within

ইংল্যাণ্ড থেকে প্রেরিত পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের নিকট রামমোহনের চিঠি

সেপ্টেম্বর ২২, ১৮৩১

[সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সৌজন্যে]

the pale of their own religion and society, but also within the circle of English Societies of high respectability into which they have the honour of being most liberally and affably admitted, they would be virtually condemned to close confinements within their house from the dread of being assaulted in the streets with every species of ignominy and degradation. Your petitioner is aware that the spirit of the British laws would not tolerate an act of arbitrary aggression, even against the lowest class of individuals, but much less would it continue an unjust degradation of persons of respectability, whether that respectability be derived from the society in which they move or from birth, fortune, or education; that your petitioner has some pretensions to urge on this point, the following circumstances will shew :—

Your petitioner's grandfather was at various times, chief of different districts during the administration of His Highness the Nawab Mohabut Jung, and your petitioner's father for several years, rented a farm from Government the revenue of which was, lakhs of rupees. The education which your petitioner has received, as well as the particulars of his birth and parentage, will be made known to your Lordship by a reference to the principal officers of the Sudder Dewani Adawlats and the college of Fort William, and many of the gentlemen in the service of the Hon'ble Company, as well as other gentlemen of respect, ability and character. Your petitioner throwing himself, his character and the honour of his family on the impartial justice, liberality and feeling of your Lordship, entertains the most confident expectation that your Lordship will be pleased to afford to your petitioner every just degree of satisfaction for the injury which his character has sustained, from the hasty and indecorous conduct of Sir Frederick Hamilton, by taking such notice of that conduct, as it may appear to your Lordship to merit.

And your petitioner in duty bound shall ever pray.

Bhagalpur,
12*th April,* 1809.

2. To Lord Amherst on English education.

To

His Excellency the Right Hon'ble William Pitt

Lord Amherst.

My Lord,

Humbly reluctant as the natives of India are to obtrude upon the notice of Government the sentiments they entertain on any public

measure, there are circumstances when silence would be carrying this respectful feeling to culpable excess. The present Rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs, and ideas are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances, as the natives of the country are themselves. We would therefore be guilty of a gross dereliction of duty to ourselves, and afford our Rulers just ground of complaint at our apathy, did we omit on occasions of importance like the present to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measures calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for its improvement.

The establishment of a new Sangscrit School in Calcutta evinces the laudable desire of Government to improve the Natives of India by Education, a blessing for which they must ever be grateful; and every well wisher of the human race must be desirous that the efforts made to promote it should be guided by the most enlightened principles, so that the stream of intelligence may flow into the most useful channels.

When this Seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian Subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European Gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful Sciences, which the Nations of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.

While we looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge thus promised to the rising generation, our hearts were filled with mingled feeling of delight and gratitude; we already offered up thanks to Providence for inspiring the most generous and enlightened of the Nations of the West with the glorious ambitions of planting in Asia the Arts and Sciences of modern Europe

We now find that the Government are establishing a Sangscrit school under Hindoo Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Becon) can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practicable use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago, with the addition of vain and empty subtleties since produced by

speculative men, such as in already commonly taught in all parts of India.

The Sangscrit language, so difficult that almost a life time is necessary for its perfect acquisition, is well known to have been for ages a lamentable check on the diffusion of knowledge; and the learning concealed under this almost impervious veil is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of the valuable information it contains, this might be much more easily accomplished by other means than the establishment of a new Sangscrit College; for there have been always and are now numerous professors of Sangscrit in the different parts of the country engaged in teaching this language as well as the other branches of literature, which are to be the object of new Seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted by holding out premiums and granting certain allowances to those most eminent Professors, who have already undertaken on their own account to teach them and would by such rewards be stimulated to still greater exertions.

From these considerations, as the sum set apart for the instruction of the Natives of India was intended by the Government in England, for the improvement of its Indian subjects, I beg leave to state, with due deference to your Lordship's exalted situation, that if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed; since no improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of the Byakurun or Sangscrit Grammar. For instance, in learning to discuss such points as the following: Khad signifying to eat, Khaduti, he or she or it eats. Query, whether does the word Khaduti taken as a whole, convey the meaning he, she, or it eats are separate parts of this meaning conveyed by distinct portions of the word? As if in the English language it were asked, how much meaning is there in the eat, how much in the S? and is the whole meaning of the word conveyed by those two portions of it distinctly, or by them taken jointly?

Neither can such improvement arise from such speculations as the following, which are the themes suggested by the Vedant: In what manner is the soul absorbed into the deity? What relation does it bear to the divine essence? Nor will youths fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother, etc. have no actual entirety, they consequently deserve no real affection and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better—Again

no essential benefit can be derived by the student of the Meemangsa from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless on pronouncing certain passages of the Veds, and what is the real nature and operative influence of passages of Ved etc.

Again the student of Nyaya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned it into how many ideal classes the objects in the Universe are divided, and what speculative relation the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear etc.

In order to enable your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterised, I beg your Lordship will be pleased to compare the state of Science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge make since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sangscrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British Legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus.

In representing this subject to your Lordship I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened Sovereign and Legislature which have extended their benevolent cares to this distant land actuated by a desire to improve its inhabitants and I therefore humbly trust you will excuse the liberty I have taken in thus expressing my sentiments to your Lordshp.

CALCUTTA,
The 11th December, 1823.

I have etc.
RAMMOHUN ROY.

3. *To the Editor of the Bengal Hurkaru and Chronicle.*

I

SIR,

AN article in your journal of the 20th instant, under the signature of "A HINDOO," offering some remarks on an Eassay lately published by me on Inheritance, having been brought to my notice, I beg to express the gratification it affords me to find that the subject excites the public attention due to its importance; for it is reasonable to hope that truth will be speedily elicited by fair and impartial enquiry, and the ruinous effects of error be consequently averted

I have endeavoured to establish "the full control of Hindus over their ancestral property according to the law of Bengal" In support of this position, I ask permission to quote the unequivocal authority of Jimutavahana himself, the author of the Dayabhaga.

First. After citing the text of Manu in Ch. I., Sec 14, the author offers his opinion (Sec. 15.) "The text is an answer to the question, why partition among sons is not authorised while their parents are living; namely, "because they have not ownership at that time" He denies them (Sec. 16.) even dependent right in the property in possession of the father. The author then reasons in Sec 19--"Besides, if sons had property in their father's wealth, partition would be demandable even against his consent; and there *is no proof, that property is vested by birth alone*; nor is birth stated in the law as means of acquisition" He concludes the subject in Sec 30, saying --"Hence the text of Manu and the rest (as Devala) must be taken as shewing, that some have not a right of ownership in the wealth of the living parents, but in the estate of both when deceased."

The author of the Dayabhaga applies the same authorities and the same reasoning to property, ancestral, in Ch. II, Sec. 8, quoting passages of Manu, Narada, Gotama, Baudhayana, Sankha, and Likhita, &c., he affirms that these passages "declare without restriction, that *sons have not a right to any part of the estate while the father is living*, and that partition awaits his choice : For these texts declaratory of a *want of power*, and *requiring the father's consent, must relate also to property ancestral;* since the same authors have not separately propounded a distinct period for the division of an estate inherited from an ancestor."

Secondly. After thus establishing the exclusive and independent ownership of a father in the property self-acquired and ancestral, the author of the Dayabhaga defines, in the plainest language, what sort of power is attached to ownership. "For here also (in the very instance of land held in common) as in the case of other goods, there *equally*

exists a property consisting in the power of DISPOSAL AT PLEASURE." (Sec. 27.) Again : "By the reasoning thus set forth, if the elder brother have two shares of the father's estate, how should highly venerable father, being the natural parent of the brothers, competent to sell, give, or abandon the property, and being the root of all connexion with the *grand-father's estate* be not entitled, in like circumstances, to a double portion of his own fathers' wealth ?" (Sec. 46.)

Thirdly. To reconcile the power of free disopsal by a father of property, whether self-acquired,* ancestral or held in common, with such moral precepts as prohibit such a disposal, through consideration towards the rest of the family ; the author of the Dayabhaga abhorring the idea of invalidating a sale or gift actually completed by a lawful and independent owner of his own property, proceeds, saying, "But the texts of Vyasa exhibiting the prohibition, are intended to shew a moral offence ; since the family is distressed by a sale or gift or other transfer, which argues a disposition in the person to make an ill use of his power as owner. *They are not meant to invalidate the sale or other transfer,*" (Sec. 28.)† He again repeats the same maxim with great explicitness in the succeeding Section, (30th,) conformably to the doctrines often inculcated by Manu himself, as noticed in my little Essay, (para, 28, pp. 34, 35,) "Therefore, since it is denied that a gift or sale should be made, the precept is infringed by making one. But the gift or transfer *is not null* for a fact cannot be altered by a hundred texts."

For the reason stated by the author, in Section 28th, "since the family is distressed by a sale, gift, or other transfer," it is evident that a father or a partner subjects himself to a moral offence by the full disposal of all his property, provided his family be thereby involved in distress ; but if the family consists of wealthly persons, and do not experience distress from such disposal, no moral offence can

*"Though immoveables or bipeds have been acquired by a man himself, a gift or sale of them not be made by him, unless convening all the sons." Cited in the Dayabhaga, Ch. II, Sec. 29, p. 32, "and the whole estate of a man who has issue living," should not be dispbsed of. Narada "A man shall not give joint property," &c. &c. *Vrihaspati.*

So scriptural precepts and prohibitions are sometimes received as morally and legally binding such as Matthew, Ch. V. *v.* 32, prohibiting divorcement of a wife without infidelity on her part ; and *v.* 34, prohibiting oaths of all kinds, obeyed by Quakers, both morally and legally : but in some instances they are received as inculcating only moral duty, such as *v.* 42, "From him that would borrow of thee, turn not thou away" ; and the very prohibition of oath, is disregarded by Christians of other denominations, and their administration legally enforced, although some of the most eminent lawyers declare Christianity to be part and parcel of British Law.

be charged to him; nor is he considered guilty of a breach even of moral duty, should he dispose of the whole property in his possession for the maintenance of the family or self-preservation, *ordained to be incumbent upon man,* as is obvious from the following quotation. "But if the family cannot be supported without selling the whole immoveable and other property, even the whole may be sold, or otherwise disposed of, as appears from the obvious sense of the passage, and because it is directed that 'a man should by all means preserve himself." (Sec. 26.)

Fourthly. In his interpretation of such passages as apparently limit the power of a father with regard to his ancestral property, the author of the Dayabhaga treats them as applicable *only in the instance of a father's separating his sons from himself during life,* with allotments of the property, and *not to any other occasion;* and thus he *positively allows* to the *father* the *free disposal* of his *ancestral* property on all other occasions. *Vide* Dayabhaga, Ch. II, Secs. 15, 16, 19, &c., &c.

As a calm enquiry into the merits of a literary question need not call forth the least unfriendly feeling amongst those who happen to espouse opposite views of the subject, it seems to me desirable that we should divest ourselves of disguise, and be fairly known to the public by our real names. I beg therefore to subscribe myself.

Your most obedient servant,
RAMMOHUN ROY

Sept 23rd, 1830

II

SIR,

Another article on the Hindu Law of Inheritance, under the signature of "A HINDOO," having appeared in your Journal of the 5th instant, I beg to offer a few remarks on the matters therein comprised.

Your learned correspondent has filled a large space with the illustration of his views as to the term "woman's property," a subject which is entirely foreign to the main point in question, "the full control of Hindus over their ancestral property, according to the law of Bengal," and which may, therefore, be separately discussed, without distracting the attention of the reader, by mingling the one with the other: under this impression I deem it proper that these two different positions should be divided, and my present reply be confined to the subject at issue.

Your learned correspondent first states, that although in my Essay I ascribed to a father the power of free disposal of his ancestral property, yet in my reply, dated the 24th ultimo, I have partially admitted limitation by saying, that "in his interpretation of such passages as apparently limit the power of a father, with regard to his encestral property, the author of Dayabhaga treats them as applicable only in the instance of a father's separating his sons from himself, during life, with allotments of the property, and not to any other occasion." To rectify this misapprehension, I beg to refer the reader to my Essay para. 22, p. 29, where he will find a precisely corresponding statement in these terms : "As the phrase in the above text of Vishnu, 'when a father separates his sons from himself,' prohibits the free disposal by a father, of his ancestral property, *only* on the occasion of allotments among his sons, to allow them separate establishments." Is it not evident that I have equally, in my Essay and in the Appendix, maintained the doctrine, that according to the Dayabhaga, a sale, gift, or other transfer by a father of his ancestral property, is legally valid ; and that while separating his sons from himself during life, a father should give them equal portions of the property derived from his ancestors ? So much for the charge of inconsistency.

In answer to the query advanced by your learned correspondent, "how should we admit, by parity of reason, that the author of the Dayabhaga positively allows to the father free disposal of his ancestral property on all other occasions," I beg to bring again to the recollection of the reader some of the passages of the Dayabhaga itself, Chap II. Secs. 8, 27, and 46, (quoted by me in the Appendix, page 52, line 19,) mainfestly permitting the free disposal by a father of his ancestr[al] property.

Supported by the text of Vishnu, "when a father separates hi[s] sons, &c," (Chap. II, Sec. 16,) the author of the Dayabhaga declare[s] such sacred passages as seemingly limit the power of a father touchin[g] his ancestral estate, to be applicable only in the instance of a father'[s] separating his sons from himself during life, and not to any other occa[-] sion ; and thus excepts from the general rule this instance only, sayin[g] "or the meaning of the text (cited in Sec. 9) may be, as set forth b[y] Dhareswara, a father, *occupied in giving allotment at his pleasure,* ha[s] equal ownership with sons in the paternal grandfather's estate. H[e] is not privileged to make an unequal *distribution of it* at his choice as he is in regard to his own acquired property." (Chap. II, Sec. 15. The author of the Dayabhaga proceeds still further, and applies th[e] above limitation of the power of a father over his ancestral propert[y] only to such a father as is designated by the appellation of "*issue o[f]*

the soil" in the following language :—"The text before cited (Sec. 9) declaratory of the equal ownership of father and son, must be explained as intending *a father who was* (Kshetriya) *issue of the soil or wife."* That is, a son of two fathers, or begotten by appointment. Hence, according to the latter exception, the limitation of a father's power is applicable only to such a father as is called *issue of the soil,* now rarely to be found; while, according to the former, the limitation is applied only to the time of separation by a father of his sons from himself with allotments. This alternative decidedly proves, that in all other instances the Dayabhaga positively allows to the father the free disposal of his ancestral equally with his self-acquired property.

A sale or other transfer by the father, of the whole ancestral and self-acquired property, for the support of the family, for the performance of indispensable religious rites, as a part of domestic duty, or for self-preservation, is declared by the author of the Dayabhaga to be consistent with the sacred texts; hence, in such cases, he attaches no moral offence to the father for so doing, saying, "But if the family cannot be *supported* without selling the whole immoveable and other property, even the *whole* may be sold or otherwise disposed of; as appears *from the obvious sense of the passage,* (quoted in Ch. II, Sec. 22,) and because it is *directed* that a man should *by all means himself."* But such sale or other transfer as occasions distress to the family and is consequently prohibited by the sacred texts inculcating moral duty, subjects the doer, according to the Dayabhaga, to the reproach of a moral offence, though the sale or transfer actually made by a lawful owner must stand valid—"But the texts of Vyasa (cited in Sec. 27,) exhibiting a prohibition, are *intended to shew a moral offence* since the family is distressed by a sale, gift, or other transfer, which argues a disposition in the person to *make an ill use of his power as owner.* They are *not meant to invalidate the sale* or other transfer," (Sec. 28). Hence an attempt to reconcile the doctrine thus laid down in the Dayabhaga, with that recently proposed in opposition to the plainest language and the obvious purport of that work, is but an effort to upset the authority of the universally acknowledged law long prevailing throughout Bengal. As to the particulars of the precepts which should be considered as only morally binding, and those that are both legally and morally binding, I beg to refer the readers to my Essay, pages 29, 30, 31, par. 23, 24, 25, 26; and to the Appendix, No. II, note 2nd, page 53.

Under the head of "Authorities," (not specified,) your learned correspondent inserts the following passage: *"Even the king should not, in breach of law, give* immoveable property *for civil purposes,"*

&c. In the succeeding paragraph he conditionally admits a gift by a king, even for civil purposes, saying, that "a gift by a king *for civil affairs is valid*, provided he should *not leave his family starving.*" Your learned correspondent immediately afterwards quotes: "All subjects are dependent, the king *alone is free*," in opposition to both the preceding assertions. I trust learned correspondent does not mean, by the above text, to establish that all subjects have a dependent right in their lawful possessions, and that the king is privileged to take or give away at his pleasure. While ascertaining the real doctrine of the author of the Dayabhaga, as to the power of a father over ancestral property, your learned correspondent does not quote a single passage from that author, but he quotes Misra, who is well-known to have opposed the author of the Dayabhaga in this and other points

Your learned correspondent finally quotes Jagannatha on the subject at issue in these terms: "What exceeds food and clothing required by the members of the family who are entitled to maintenance, as above-mentioned, may be given away; otherwise the family wanting food and clothing, in consequence of more being given, the donor's conduct is not virtuous." Pray, Mr. Editor, does not Jagannatha exactly follow the author of the Dayabhaga, by maintaining the doctrine, that if the family is distressed by a gift, the donation thus performed attaches *moral offence to the donor*?

In the concluding part of his letter, your learned correspondent introduces the subject of a last Will or Testament. I hope I may be able to spare a few hours shortly for the consideration of this point: in the meantime,

I remain your most obedient servant,
RAMMOHUN ROY.

October 12, 1830.

III

SIR,

Your learned correspondent, "A HINDOO" introduces the subject of a last Will and Testament in his letter which appeared in your journal of the 5th instant, questioning the validity of such instruments, on the authority of the following language of Mr. Colebrooke: "A last Will and Testament is *unknown to the Hindu Law*, but it has been introduced in this country *since the establishment of the British power*, and we only admit its validity wherein we see no discrepancies with the Hindoo Law." I much regret that Mr. Colebrooke, an eminent scholar, and diligent student of Hindu Law, while offering the above

opinion, should have overlooked the very first part of the gloss on the Dayabhaga, by Sri Krishna, which he "chiefly and preferably used," and which, in the preface to his translation of that work, (page 6,) he characterises as "the most celebrated of the glosses on the text." "Its authority has been long gaining ground in the schools of law throughout Bengal, and it has almost banished from them the other expositions of the Dayabhaga, being ranked, in general estimation, next after the treatises of Jimutavahana and of Raghunandana." The passage I allude to is to be found in that celebrated gloss, expounding the purport of Sec. 38, Ch. I. of the Dayabhaga.

Nor does this learned gentleman seem to have recollected his own translation of the same passage, which runs in these words : "But when he, for the sake of obviating disputes among his sons, determines their respective allotments, continuing, however, the exercises of power over them, that is not partition, for his property still subsists, since there has been no relinquishment of it on his part. Therefore the use of the term partition, in such an instance, is lax and indeterminate." That is, in this instance the father *does not separate his sons from himself with allotments ;* he only declares what certain portion of his property each son is to enjoy immediately after the extinction of his ownership by death, civil or natural ; such previously determined division, therefore, cannot in reality be styled *partition* during the life of the father, which implies separation, and consequently does not fall within that only case in which his privileges over ancestral property are restricted.

To shew the priority of Sri Krishna's era to the British conquest of India, I beg to refer to the Preface to the translation of the Daya bhaga, by Mr. Colebrooke, (page 7, and the note therein contained,) giving an account of the probable periods at which Sri Krishna and some other commentators of the Dayabhaga lived. They shew clearly that Sri Krishna, whose authority is esteemed next to that of Jimutavahana, existed and died before the *establishment of British power* in India. How then, Mr. Editor, could Sri Krishna declare the *law* on the point, if the practice of a father's prescribing the manner of distributing his property after his ownership should be extinct, was unknown at his time ?

So the celebrated Radhamohan Vidyavachaspati, while treating of previously determined partition by a father, quotes the following passage :—"With regard to debts, ploughing, stipulation, *previous partition* of property, and other transactions, whatever was determined by a father becomes incumbent upon his sons after his demise." This system of pre-determination of allotments has been in most frequent use in Bengal from time immemorial ; insomuch, that few fathers,

possessed both of prudence and of property, have omitted a practice so effectually calculated to obviate future contentions in their family. Aged persons of respectability can still be found to certify this fact Besides, historical works in Sanskrit manifestly shew the frequency of this practice among eminent princes and celebrated characters, some soon, others long before their retirement or death. I may, perhaps, on a future occasion, have sufficient command of time to prepare a list of conspicuous instances; but, for the present, I beg to refer the reador to the Ramayana and the Maha Bharata, works commonly read, and highly revered by the Hindu community at large.

Your learned correspondent observes that I have taken too much liberty with the Chief Justice, and that I was not correctly informed as to the particulars of the decision passed in the case pending in the Supreme Court, which gave rise to the late Essay by me, a charge which, I beg to declare, is without foundation, since neither in the Essay nor in the Appendix, can any expression, I venture to affirm, be found that borders on disrespect towards his Lordship; and to vindicate the information I have been furnished with, I may be permitted to appeal to every Barrister of the Court, who had an opportunity of being acquainted with the opinions expressed, and which I have endeavoured to combat.

I fully concur with your learned correspondent in the assertion, that "a Judge may consult his own understanding in a case of dubious point." I, at the same time, trust your learned correspondent will condescendingly agree with me, when I repeat that "a Judge is required to observe strict adherence to the established law, where its language is clear," like that of the Dayabhaga.

I remain, Mr. Editor,
Your most obedient servant,
RAMMOHUN ROY

IV

SIR,

Your learned correspondent, under the signature of "A HINDOO," has recurred to the subject of Inheritance, in his communication of the 2nd instant, beginning by citing the passages of the Dayabhaga, (Chap. II, Secs. 8, 27, and 46,) quoted by me in my Appendix. He then proceeds to say, that "the passages of the Dayabhaga, above referred to, do not manifestly admit the free disposal by a father of his ancestral property; for the first passage denotes only that the partition of the ancestral property cannot take place while the father is living without his consent and choice; the second does not disable a copar-

cener fom alienating his own share of joint property, and the last enjoins that a father shall have two shares at a partition in his lifetime." I am, therefore, obliged to recite those passages severally, and leave the reader to judge

In the first passage, (Chap. II, Sec. 8,) the author of the Dayabhaga, after quoting the texts of Manu and others, affirms that these authors "declare, without restriction, that sons *have nat a right to any part of the estate* while the father is living, and that partition awaits his choice; for these texts, declaratory of *want of power*, and requiring the father's consent, MUST RELATE ALSO TO PROPERTY ANCESTRAL, since the same authors have not separately propounded a distinct period for the division of an estate inherited from an ancestor." I would now ask if the sons, as appears clearly by this passage, have no right to any part of the father's property ancestral or acquired, has not the father the sole right in that property ? And is not this something more than a mere declaration, that "partition of ancestral property cannot take place while the father is living, without his consent and choice," as affirmed by your learned correspondent ? The author of the Mitakshara is of the contrary opinion, that sons have a right to the ancestral property, even while the father is living; and *upon this ground* he denies the father's power of disposal of ancestral property without the consent of his sons, saying, "In such property, which was acquired *by the paternal grandfather,* through acceptance of gifts, or by conquest or other means, (as commerce, agriculture, or service,) *the ownership of father and son is notorious;* and THEREFORE, partition *does take place* For, or because *the right is equal or alike*; THEREFORE, *partition is not restricted to be made by the father's choice; nor has he a double share.*" Mitakshara, Chap. I, Sec. 5, Art. 5.

The second passage quoted by me, and referred to by your learned correspondent, (Chap. II, Sec. 27,) is as follows : "For here also, (in the very instance of land held in common,) as in the case of other goods, there equally exists a *property consisting in power of disposal at pleasure.*" I beg to submit whether this passage does only declare the validity of the disposal of land, held in common by a parcener, as noticed by your learned correspondent; or does it, as I contend, define ownership, with regard to land held in common, as equally with that in goods to consist in the power of disposal at pleasure ?

I now proceed to the 3rd passage alluded to by your learned correspondent, (Chap. II, Sec. 46.) which thus runs; "By the reasoning thus set forth, if the elder brother have two shares of the father's estate, how should the highly venerable father, being the natural parent of the brothers, and *competent to sell,* give or *abandon* the property, and being

the root of all connexion *with the grandfather's estate*, be not entitled, in like circumstances, to a double portion of his own father's wealth ?" I may here again safely appeal to the reader, whether this passage merely "enjoins, that a father shall have two shares at a partition in his life time," as alleged by your learned correspondent; or whether it does not entitle a father to a double share of his ancestral property while separating his sons from himself, *on the ground that* he is possessed of the power *"to sell, give, or abandon the property*, and is the root of all connexion with the *grandfather's estate* ?"

His next remarks apply to the Section 27, Chap. II, containing the following texts of Vyas, ("A single parcener may not, without consent of the rest, make a sale or gift of the whole immoveable estate, nor of what is common to the family" : "separated kinsmen, as those who are unseparated, are equal in respect of immoveables : for one has not power over the whole to give, mortgage, or sell it"), and also, to the Section 28th, quoted by me, ("But the texts of Vyasa, exhibiting a prohibition, are intended to shew a moral offence, since the family is distressed by a sale, gift, or other transfer, which argues a disposition in the person to make an ill use of his power as owner. They are not meant to invalidate the sale or other transfer"). With reference to these quotations, your learned correspondent observes, "I can at once say that that passage does not enjoin, that a father has power to alienate his ancestral property; but it is meant to shew the validity of a sale or like alienation by a parcener of his own share."

I first beg to be permitted to bring to the notice of your learned correspondent the terms "Kinsmen," "separated" or "unseparated," whom the latter texts of Vyasa, quoted above, prohibit from disposing of immoveables at their free will; and then to ask, whether this text (equally with that preceding it, forbidding a parcener from disposing of property held in common), is not represented by the author of the Dayabhaga (in Sect. 28), as "shewing a moral offence" in disregard to the prohibition, and "not meaning to invalidate the sale or other transfer" ? The term "Kinsmen" is well explained in Dr. Wilson's Dictionary, enumerating a father, grandfather, great grandfather, &c. among kinsmen. Hence, a father, according to the Dayabhaga, may dispose of immoveables, subjecting himself, in certain cases, to the blame of moral offence, in like manner as a parcener may dispose of his undivided share. Your learned correspondent may now be pleased to say candidly, how far his conclusion, that the above passage (28) only shews "the validity of a sale or like alienation "by a co-parcener of his own share," is accurate ?

As to the quotation from Shree Krishna, by your learned corres-

pondent, it relates to the doctrine maintained by the author of the Daya-bhaga, that a several right to a part is vested in each parcener, and that each has not property in the whole; and thus Shree Krishna justifies a sale or gift by a partner of his share, without at all limiting the power of a father over ancestral property.

I quoted in my last communication, a passage from the commentary of Shree Krishna, and another from that of the late Radhamohun, shewing that the practice of making a will was known to the Hindoo Law, without any attempt, on my part, to prove by inference from this separate and distinct subject of enquiry, a father's unrestricted power over ancestral property—I may, therefore, be permitted to observe, that your learned correspondent might have dispensed with the assertion, that the passage "does not admit the father's unlimited power over ancestral property." It was not cited as so doing.

Your learned correspondent admits that the passage of Shree Krishna "exhibits the power of the father, in determining the shares of his sons, and that determination is termed 'Bhakta Vibhaga,' or partition in a loose sense; since the father still continues the exercise of power over those predetermined allotments. But he wishes me to point out the corresponding Sanskrit terms for testament, testator, &c. used in English, in connection with a last will. In reply, I beg to observe, that since the will is termed Bhakta Vibhaga, or *partition*, in a loose sense, the Sanskrit terms relating to Will must bear the names compounded with "partition," such as "Bhaga Lekha" a will, "Vibhakta" a testator, "Vibhakta" legacy, "Bhagee" legatee. Niyogekrit" executor, and so forth, all in a loose sense, but in common use. I remain in haste,

Your most obedient servant,
RAMMOHUN ROY.

Nov. 13, 1830.

P. S.—You may, perhaps, hear from me again before quitting the River.

V

SIR,

I DID, or rather could, not until yesterday, read with attention that part of a letter which appeared in your journal of the 5th ultimo, under the signature of "a Hindoo," which relates to the subject of *"Streedhan,"* or woman's property. Your learned correspondent enquires "whether the publication of the Eassay (by me) is intended only to shew the discrepancies betwixt the Mitakshara and Dayabhaga,

or to point out the laws current in Bengal and Benares"? Your learned correspondent then adds, "If the former supposition be correct, I can recommend the learned author to say as he pleases; but, on the other hand, if the latter be just and proper, then I beg to refer to the doctrines of Balam Bhatta, Mitra Misra, Camalakar, and other Western writers and commentators." In reply to the query, I beg leave to state that the Essay in question was written expressly with a view to shew discrepancies between the doctrines maintained by the *Dayabhaga* and those inculcated in the *Mitakshara*, and for the satisfaction of your learned correspondent, I quote the language of the Essay on this very subject. "Judgments have accordingly been given on its (*Dayabhaga's*) authority, in many most important cases, in which it differs materially from the Mitakshara," (page 8, par. 6.) Now, your learned correspondent can have no objection to the assertion I made as to the differences existing between the Dayabhaga and the Mitakshara, with regard to "woman's property," as he has in one of the alternatives "recommended" me "to say" as "I please."

I fully agree with your learned correspondent as to the encroachments gradually made by the modern Hindoo Law expounders, on the rights of females, laying stress upon shallow reasoning and unconnected passages —a fact which I noticed in a pamphlet published by me in 1822. in these terms, "To compare the laws of female inheritance, which they (the ancients) enacted, and which afforded that sex the opportunity of the enjoyment of life, with that which moderns and our contemporaries have gradually introduced and established, to their complete privation, directly or indirectly, of most of these objects that render life agreeable."

I shall be most happy to make an attempt, on a future occasion, to illustrate this subject. In the mean time, *

I remain your very obedient servant,
RAMMOHUN ROY.

Kedgeree, November, 19, 1830.

4. Letter to Mr. Gordon

My Dear Friend,

In conformity with the wish, you have frequently expressed, that I should give an outline of my life, I have now the pleasure to give you the following very brief sketch.

* All the five letters appeared in the Bengal Harkaru of the 24th Sept. 15th Oct., 21st Oct., 15th Nov., and 23rd Nov., 1830, respectively.

My ancestors were Brahmins of a high order, and, from time immemorial, were devoted to the religious duties of their race, down to my fifth progenitor, who about one hundred and forty years ago gave up spiritual exercises for worldly pursuits and aggrandisement. His descendants ever since followed his example, and, according to the usual fate of courtiers, with various success, sometimes rising to honour and sometimes falling, sometimes rich and sometimes poor; sometimes excelling in success, sometimes miserable through disappointment. But my maternal ancestors, being of the sacerdotal order by profession as well as by birth, and of a family than which none holds a higher rank in that profession, have up to the present day uniformly adhered to a life of religious observances and devotion, preferring peace and tranquillity of mind to the excitements of ambition, and all the allurements of worldly grandeur.

In conformity with the usage of my paternal race, and the wish of my father, I studied the Persian and Arabic languages these being indispensable to those who attached themselves to the courts of the Mahommedan princes; and agreeably to the usage of my maternal relations, I devoted myself to the study of the Sankrit and the theological works written in it, which contain the body of Hindu literature, law and religion.

When about the age of sixteen, I composed a manuscript calling in question the validity of the idolatrous system of the Hindoos This, together with my known sentiments on that subject, having produced a coolness between me and my immediate kindred, I proceeded on my travels, and passed through different countries, chiefly within, but some beyond, the bounds of Hindoostan, with a feeling of great aversion to the establishment of the British power in India. When I had reached the age of twenty, my father recalled me and restored me to his favour; after which I first saw and began to associate with Europeans, and soon after made myself tolerably acquainted with their laws and form of government. Finding them generally more intelligent, more steady and moderate in their conduct, I gave up my prejudice against them, and became inclined in their favour, feeling persuaded that their rule, though a foreign yoke, would lead more speedily and surely to the amelioration of the native inhabitants; and I enjoyed the confidence of several of them even in their public capacity. My continued controversies with the Brahmins on the subject of their idolatry and superstition, and my interference with their custom of burning widows, and other pernicious practices, revived and increased their animosity against me; and through their influence with my family, my father was again obliged to withdraw his coun-

tenance openly, though his limited pecuniary support was still continued to me.

After my father's death I opposed the advocates of idolatry with still greater boldness. Availing myself of the art of printing, now established in India, I published various works and pamphlets against their errors, in the native and foreign languages. This raised such a feeling against me, that I was at last deserted by every person except two or three Scotch friends, to whom, and the nation to which they belong, I always feel grateful.

The ground which I took in all my controversies was, not that of opposition of Brahminism, but to a perversion of it; and I endeavoured to show that the idolatry of the Brahmins was contrary to the practice of their ancestors, and the principles of the ancient books and authorities which they profess to revere and obey. Notwithstanding the violence of the opposition and resistance to my opinions, several highly respectable persons, both among my own relations and others, began to adopt the same sentiments.

I now felt a strong wish to visit Europe, and obtain, by personal observation, a more thorough insight into its manners, customs, religion, and political institutions. I refrained, however, from carrying this intention into effect until the friends who coincided in my sentiments should be increased in number and strength. My expectations having been at length realised, in November, 1830, I embarked for England, as the discussion of the East India Company's charter was expected to come on, by which the treatment of the natives of India, and its future government, would be determined for many years to come, and an appeal to the King in Council, against the abolition of the practice of burning widows, was to be heard before the Privy Council; and his Majesty the Emperor of Delhi had likewise commissioned me to bring before the authorities in England certain encroachments on his rights by the East India Company. I accordingly arrived in England in April, 1831.

I hope you will excuse the brevity of this sketch, as I have no leisure at present to enter into particulars, and

LONDON I remain, etc.,
1832 RAMMOHUN ROY.

5. *Extract from a letter, September* 5, 1820.

As to the opinion intimated by Sir SAMUEL T—R, respecting the medium course in Christian dogmas, I never have attempted to oppose

it. I regret only that the followers of Jesus, in general, should have paid much greater attention to inquiries after his nature than to the observance of his commandments, when we are well aware that no human acquirements can ever discover the nature even of the most common and visible things, and, moreover, that such inquiries are not enjoined by the divine revelation.

On this consideration I have compiled several passages of the New Testament which I thought essential to Christianity, and published them under the designation of Precepts of Jesus, at which the Missionaries at Shreerampoor have expressed great displeasure, and called me, in their review of the tract, an injurer of the cause of truth. I was, therefore, under the necessity of defending myself in an 'Appeal to the Christian Public,' a few copies of which tracts I have the pleasure to send you, under the care of Captain S—, and intreat your acceptance of them.

I return, with my sincere acknowledgments, the work which Sir S. T. was so kind as to lend me. May I request the favour of you to forward it to Sir S. T., as well as a copy of each of the pamphlets, with my best compliments, and to favour me with your and Sir S. T.'s opinion respecting my idea of Christianity, as expressed in those tracts, when an opportunity may occur, as I am always open to conviction and correction ?

6. *Extract from a letter addressed to a gentleman of Baltimore, dated Calcutta, October 27,* 1822.

I have now every reason to hope, that the truths of Christianity will not be much longer kept hidden under the veil of heathen doctrines and practices, gradually introduced among the followers of Christ since many lovers of truth are zealously engaged in rendering the religion of Jesus clear from corruptions.

I admire the zeal of the Missionaries sent to this country, but disapprove of the means they have adopted. In the performance of their duty, they always begin with such obscure doctrines as are calculated to excite ridicule instead of respect, towards the religion which they wish to promulgate. The accompanying pamphlets, called 'The Brahmunical Magazine,' and published by a Brahmun, are a proof of my assertion. The last number of this publication has remained unanswered for twelve months.

If a body of men attempt to upset a system of doctrines generally established in a country, and to introduce another system, they are in

my humble opinion, in duty bound to prove the truth, or, at least, the superiority of their own.

It is, however, a great satisfaction to my conscience to find, that the doctrines inculcated by Jesus and his apostles, are quite different from those human inventions, which the Missionaries are persuaded to profess, and entirely consistent with reason, and the revelation delivered by Moses and the prophets. I am, therefore, anxious to support them, even at the risk of my life. I rely much on the force of truth, which will, I am sure, ultimately prevail. Our number is comparatively small, but I am glad to inform you, that none of them can be justly charged with the want of zeal and prudence.

I wish to add, in order that you may set me right, if you find me mistaken,—my view of Christianity is, that in representing all mankind as the children of one eternal father, it enjoins them to love one another, without making any distinction of country, caste colour, or creed; notwithstanding they may be justified in the sight of the Creator in manifesting their respect towards each other, according to the propriety of their actions, and the reasonableness of their religious opinions and observance

I shall lose no time in sending you my Final Appeal to the Christian Public, as soon as it is printed.

7. *Extract from a letter, dated* 9. 12. 1822.

Although our adversaries are both numerous and zealous, as the adversaries of truth always have been, yet our prospects are by no means discouraging, if we only have the means of following up what has already been done.

We confidently hope that, through these various means the period will be accelerated, when the belief in the Divine Unity, and in the mission of Christ, will universally prevail.

8. *To Dr. T. Rees, of London.*

REVEREND SIR,—I received your letter of the 16th June last accompanied by a parcel of books to my address, with feelings of pecu liar gratification. I cannot but be proud of the honour which the Com mittee have conferred upon me in reprinting my compilation of 'The Precepts of Jesus,' and the two Appeals in its defence. I beg you wil oblige me by communicating to the members my warm acknowledg

ments for so distinguished a mark of their approbation. I also beg you will accept my best thanks for your valuable present of the Racovian Catechism, which I shall not fail to read with due attention.

I have no language to express the happiness I derive from the idea that so many friends of truth, both in England and America, are engaged in attempting to free the originally pure, simple and practical religion of Christ from the heathenish doctrines and absurd notions gradually introduced under the Roman power; and I sincerely pray that the success of those gentlemen may be as great (if not greater than) that of LUTHER and others, to whom the religious world is indebted for laying the first stone of religious reformation, and having recommended the system of distinguishing divine authority from human creeds, and the practice of benevolence from ridiculous outward observances.

But what disappoints, or rather grieves, me much is that our sovereign (whose reign may God crown with peace and prosperity!) whom all parties, either Whigs or Tories, enthusiastic radicals, or political time-servers, are compelled by the force of truth to acknowledge as the most accomplished person of his time, of most enlightened acquirements, and most liberal sentiments, should not use his royal influence to remove from the members of his National Church the fetter of a solemn oath, imposed by the Thirty-nine Articles, naturally liable to doubt, and disputed as these have been, from the beginning of Christianity, and that he has not caused to be discontinued the repetition of that general denunciation found in the concluding part of the Athanasian Creed, to wit, 'This is the Catholic faith, which except a man *believe faithfully, he cannot be saved*' The only consolation which I can offer to myself is, that as his Majesty is the best judge of suitable opportunities for the introduction of improvement in the National Church, it is probable that in due time more enlarged principles may receive the Royal sanction.

As to the state of the Unitarian Society in Calcutta, our Committee have not yet been able to purchase a suitable piece of ground for a chapel and school They will, I hope, soon succeed in their endeavours. We have collected, partly by purchase, and partly by gift, a great number of works, and established a pretty respectable library in Calcutta, in which I have placed the books with which you have favoured me, in the same manner as all the books that the Rev. Mr. ADAM, the Unitarian Missionary in Bengal, and myself have received at different times from England. Mr. ADAM is preparing a catalogue of the books belonging to this library, and will, I doubt not, send a few copies for the perusal of the Committee in London, Liverpool, &c.

In the month of December last, Mr. R., a member of the firm of Messrs. M. and Co., of this place, left Bengal for Europe, and I embraced that opportunity of answering a letter I had the presure of receiving from the venerable Mr. BELSHAM, and begged at the same time his acceptance of a parcel of books sent in charge of that gentleman. I also sent a duplicate by the hands of Mr. S. A., a Member of the Unitarian Society in Calcutta, and a particular friend of mine. As subsequent to these despatches I received the books stated in Mr. BELSHAM's letter to have been forwarded to my address, I beg to send a short letter acknowledging the receipt of them; which I shall feel obliged by your transmitting to that gentleman.

I have the pleasure of sending you for your acceptance a few tracts as a token of regard and respect, and remain,

CALCUTTA, *June* 4, 1824.

Your most obediently,
RAMMOHUN ROY.

P.S—From the pamphlet, Nos 6 and 7 published by a neighbour of mine, and another by a friend, you will perceive to what a degree of ridicule the Trinitarian preachers have brought the religion they profess among the englightened natives of India. I hope to God these Missionaries may at length have their eyes opened to see their own errors. R. M. *R*.

9. *To Mr. James Silkh Buckingham.*

MY DEAR SIR,—A disagreeable circumstance will oblige me to be out the whole of this afternoon, and as I shall probably on my return home feel so much fatigued as to be unfit for your company, I am afraid I must be under the necessity of denying myself the pleasure of your society this evening; more especially as my mind is depressed by the late news from Europe I would force myself to wait on you to-night, as I proposed to do, were I not convinced of your willingeness to make allowance for unexpected circumstances.

From the late unhappy news, I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they now enjoy.

Under these circumstances I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.

Adieu, and believe me,
Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY.

August 11th, 1821

10(I) *To J. B. Estlin, of Bristol.*

DEAR SIR,—Mrs. MATHEW being about to depart for Europe, has kindly offered to take charge of any letter or pamphlet that I may address to you. I embrace this opportunity of acknowledging the receipt of your letter and of the books, your excellent father's Lectures on Moral Philosophy, &c., which I had the honour to receive through Mrs. MATHEW upwards of two years ago, and apologizing to you for the delay which has unavoidably taken place in answering your kind communication. For a period of more than two years, owing to the most affecting circumstances arising from the hostile feeling of some individuals towards my family, I found myself unable to pursue any undertaking or carry on correspondence, even with those whom I sincerely loved and revered, either residing in this country or in any other part of the globe. As I intend to lay these circumstances before the public within a short period in the form of a pamphlet, I refrain from detailing them at present, I however, trust that in consideration of the accident alluded to, you will kindly excuse the apparent neglect of which I confess I am guilty, and for which I have no other apology to offer.

I rejoice to learn that the friends of the cause of religious truth have exerted themselves in the promotion of the true system of religion in India, and have remitted about 15,000 rupees to the care of Messrs. ALEXANDER and Co. for religious purposes, and that the Rev. Mr. ADAM hopes to be enabled to resume his missionary pursuits by the latter end of this month. The time of a fair trial is approaching, and truth I doubt not will expose the corruptions and absurd notions which have gradually disfigured genuine Christianity, and have brought it to a level with heathen mythology. I am happy to inform you that the books which you kindly presented me with were deservedly placed in our Library, under the care of the Rev. Mr. ADAM A few copies of the

Improved Version will be of much use to our friends here. The Rev. Mr. Fox has intimated his intention to furnish us with a certain number of that work.

Should you happen to see Dr. CARPENTER, you will oblige me by presenting my best respects to that gentleman. I shall soon embrace an opportunity of bringing myself in writing to his recollection.

I have the pleasure to send you a copy of a pamphlet (a Bengalee Grammar in English) which has lately been published, and beg you will accept of it as a token of the regard and respect I entertain for you. With my fervent wishes for your health and success, I remain,

Dear Sir,
Your most faithfully.
RAMMOHUN ROY.

CALCUTTA, *February 7th*, 1827.

10 (ii). *To J. B. Estlin. Bristol*

125 Regent Street,
LONDON,
May 10*th*, 1831.

MY DEAR SIR,

I am now sufficiently recovered to answer your letter of the 28th ultimo. It will afford me much pleasure to spend some time in your city, of which from your and other accounts I have formed a very favourable opinion. I cannot but enjoy a high gratification in passing much of my time while there, in the house of so warm a friend as yourself, for whose proffered hospitality I cannot return sufficient acknowledgments I fear, however, that were I to take up my entire residence under your hospitable roof, it would occasion you too much inconvenience As I may be accompanied by a European friend and some servants, I will lodge at some hotel in your immediate neighbourhood; by which I shall be enabled to frequent your house nearly as much as if I resided in it, as well as benefit myself by the company of the Rev. Dr. Carpenter, to whom I beg you will present my respects; and be good enough to inform him that two days ago I answered his kind communication.

I remain, with gratitude,
Yours most obediently,
RAMMOHUN ROY.

11. *To Mrs. Woodford, of Brighton.*

24, BEDFORD SQUARE,
April 27th, 1837.

MY DEAR MADAM,--I now have the pleasure of begging your acceptance of the accompanying copy of my remarks on India, and of another copy of a pamphlet on the abolition of the practice of burning Hindoo widows alive. You will, I am sure, be highly gratified to learn that the present Governor-General of India has sufficient moral courage to afford them protection against their selfish relations, who cruelly used to take advantage of their tender feelings in the name and under the cloak of religion. It must have afforded MR. WOODFORD and yourself much gratification to learn, by the first conveyance, the division on the second reading of the Reform Bill. The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and tyranny throughout the word, between justice and injustice, and between right and wrong. But from a reflection on the past events of history, we clearly perceive that liberal principles in politics and religion have been long gradually, but steadily, gaining ground, notwithstanding the opposition and obstinacy of despots and bigots. I am still unable to determine the period of my departure from London, and my visits to you in the country. I may perhaps do myself that pleasure.

12. *To William Rathbone, Esq., of London.*

48, BEDFORD SQUARE, LONDON,
July 31st, 1832.

MY DEAR SIR,—I am *now* happy to find myself fully justified in congratulating you and my other friends at Liverpool on the *complete* success of the Reform Bills, notwithstanding the violent opposition and want of political principle on the part of the aristocrats. The nations can no longer be a prey of the few who used to fill their purses at the expense, nay, to the ruin of the people for a period of upwards of fifty years. The Ministers have honestly and firmly discharged their duty, and provided the people with means of securing their rights. I hope and pray that the people, the mighty people of England, may now in like manner do theirs, cherishing public spirit and liberal

principles, at the same time banishing bribery, corruption and selfish interests, from public proceedings.

As I publicly avowed that in the event of the Reform Bill being defeated I would renounce my connection with this country, I refrained from writing to you or any other friend in Liverpool until I knew the result. Thank heaven I can now feel proud of being one of your fellow-subjects, and heartily rejoice that I have had the infinite happiness of witnessing the salvation of the nation, nay of the whole world.

Pray, remember me kindly to Mr. CROPPER and Mr. BENSON, and present my best respects to Mrs. RATHBONE, and love to the children; believe me,

My dear Sir,
Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY.

P. S.—If the German philosopher is still at Liverpool, be good enough to remember me kindly to him, and inform him that we have succeeded in the reform question without having recourse to the principles of phrenology. R. M. R.

13. (i) *To Mr. Woodford, of Brighton.*

JANUARY, 31*st* 1833.

MY DEAR SIR,—I had on the 27th the pleasure of receiving your obliging communication, and beg to offer you and Mrs. W. my best thanks for this mark of attention towards me. I rejoice to observe that the translation of the Vedas, &c., which I presented to Mrs. W. before my departure for the continent of Europe, has proved interesting to her and to yourself. I am now confirmed in the opinion, that her good sense and her *rational* devotion to religion will not induce her to reject any reasonable sentiments, on the ground that they are not found in this book, or in that volume.

I was detained in France too late to proceed to Italy last year; besides, without a knowledge of French, I found myself totally unable to carry on communication with foreigners, with any degree of facility. Hence I thought I would not avail myself of my travles through Italy and Austria to my own satisfaction. I have been studying French with a French gentleman who accompanied me to London, and now is living with me.

I shall be most happy to receive your nephew, Mr. KINGLAKE, as I doubt not his company and conversation as your relative, and a firm friend of liberal principles, will be a source of delight to me. I thank you for the mention you made of Sir HENRY STRACHEY. His talents, acquirements and manners, have rendered his name valuable to those who know him and can appreciate his merits To the best of my belief and recollectoin, I declare that I do not know a native of Persia or India who could repeat Persian with greater accuracy than this British-born gentleman.

RAMMOHUN ROY.

13. (ii) *To Mr. Woodford.*

48, BEDFORD SQUARE,
August 22nd, 183[illegible]

MY DEAR SIR,—I was glad to hear from Mr. CAREY some time ago, that you and Mrs. W. were in good health when he saw you last; and Sir HENRY STRACHEY, whom I had the pleasure of seeing about three weeks ago, has confirmed the same information. He is indeed an extraordinary man; and I feel delighted whenever I have an opportunity of conversing with that philosopher. I have been rather poorly for some days past; I am now getting better, and certain a hope of proceeding to the country in a few days, when I will endeavour to pay you a visit in Taunton. The reformed Parliament has disappointed the people of England; the ministers may perhaps redeem their pledge during next session. The failure of several mercantile houses in Calcutta has produced much distrust, both in India and England. The news from Portugal is highly gratifying, though another struggle is still expected. I hope you will oblige me by presenting to Mrs. W. with my best respects, the accompanying copy of a translation, giving an account of the system of religion which prevailed in Central India, at the time of the invasion of that country by Alexander the Great.

RAMMOHUN ROY.

14. (i) The addressee is not known.

MY DEAR SIR,—I have this moment the pleasure of receiving your note of this day. I beg to apologize to you for having kept until this time the volumes which you very kindly lent me. Interruptions

prevented me from completing my perusal of them as soon as I wished; I now return them with my sincere thanks, and if prefectly convenient, you will, I hope, oblige me by a loan of the third, and by allowing me again a perusal of the second after a month or two. I think it is incumbent upon every man who detests despotism, and abhors bigotry, to defend the character of our illustrious minister, Mr. Canning, and support his administration if possible. I will, therefore, embrace another opportunity of performing what I consider my duty. In the meantime I remain with sincere regard and esteem,

October 9, 1827—7 *p. m.* Yours most sincerely,
Pray excuse haste. RAMMOHUN ROY.

11 (ii). The addressee is not known.

MY DEAR SIR,—Allow me to return the volume containing the evidence on the state of Ireland, which you so very kindly lent me. It is, I presume, impossible for an uninterested person to peruse it as it is, and not come to a determination to second the cause of Catholic Emancipation; I content myself with an appeal to your humanity and good sense. I regret very much that I, who am heartily anxious to co-operate with you on all religious and secular matters, should be compelled to differ so widely from you in this single but important point. As there is, I fear, no chance of any change in our respective opinions on this subject, I hasten to conclude this with my fervent wishes for your health and success in all your views and undertakings in India, and remain,

November 23, 1827. Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY.

14 (iii) The addressee is not known.

MY DEAR SIR,—I have been with infinite satisfaction given to understand by Col. Watson, that you opposed the emancipation of your Catholic fellow-subjects merely for the sake of argument, probably to know what the other party could advance in support of it. I was, however, at a loss till yesterday that a person like yourself, so liberal in every other point and so kind even to a humble foreigner such as I am, should be unfriendly towards his own countrymen, and should be indifferent about their political degradation under the *cloak of religion.*

I am now relieved from that anxiety, and wishing you with all my heart every success both at home and abroad, I remain,

Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY.

December 8, 1827.

15 (i). *To Mr. John Digby, England.*

"I take this opportunity of giving you a summary account of my proceedings since the period of your departure from India

"The consequence of my long and uninterrupted researches into religious truth has been that I have found the doctrines of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than any others which have come to my knowledge; and have also found Hindus in general more superstitious and miserable, both in performance of their religious rites, and in their domestic concerns, than the rest of the known nations on the earth. I, therefore, with a view of making them happy and comfortable both here and hereafter, not only employed verbal arguments against the absurdities of the idolatry practised by them, but also translated their most revered theological work, namely, Vedant, into Bengali and Hindustani and also several chapters of the Ved, in order to convince them that the unity, of God, and absurdity of idolatry are evidently pointed out by their own scriptures. I, however, in the beginning, of my pursuits met with the greatest opposition from their self-interested leaders, the Brahmins, and was deserted by my nearest relations; I consequently felt extremely melancholy; in that critical situation, the only comfort that I had was the consoling and rational conversation of my European friends, especially those of Scotland and England.

"I now, with the greatest pleasure, inform you that several of my countrymen have risen superior to their prejudices; many are inclined to seek for the truth; and a great number of those who dissented from me have now coincided with me in opinion. This engagement has prevented me from proceeding to Europe as soon as I could wish; but you may depend upon my setting off for England within a short period of time, and if you do not return to India before October next, you will most probably receive a letter from me informing you of the exact time of my departure for England, and of the name of the vessel on which I shall embark."

15 (ii). *To Mr. John Digby, England. dated January* 18, 1828.

I agree with you that in point of vices the Hindus are not worse than the generality of Christians in Europe and America; but I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise..................It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort. I fully agree with you that there is nothing so sublime as the precepts taught by Christ, and that there is nothing equal to the simple doctrines he inculcated .. ..

16 (i). *To Miss Kiddell, dated May* 14, 1833.

"But important matters (the deliberations connected with the renewal of the East India Company's Charter) passing here daily have detained me and may perhaps detain me longer than I expect. I, however, lose no time in informing you that the influenza has already lost its influence in London, a circumstance which justifies by entertaining a hope of seeing you and your friends in the Metropolis within a short time, perhaps by the 25th instant.

"*P. S:*—I sincerely hope that you *all* have escaped the complaint."

16 (ii). *To Miss Kiddell.*

48, BEDFORD SQUARE, *July 9th*, 1833.

DEAR MADAM,—I had yesterday the pleasure of receiving your letter of the 6th and rejoice to learn that you find my son peaceable and well-behaved. I however entreat you will not stand on ceremony with him. Be pleased to correct him whenever he deserves correction. My observation on, and confidence in, your excellent mode of educating young persons, have fully encouraged me to leave my youngster under your sole guidance. I at the same time cannot help feeling uneasy now and then at the chance of his proving disrespectful or troublesome to you or to Miss Castle.

Miss Daniel is not going to Bristol to-day. She will probably leave us on Friday next, when I intend to send a parcel of books, &c., in her charge. I hope I shall be able to have the pleasure of visiting you at your country residence next week, and not before, a cricumstance which I fear will prevent us from joining the meeting in your neighbourhood. Dr. Carpenter (I think) left London on Saturday last. I doubt not you will take my youngster every Sunday to hear that pious and true minister of the Gospel.

I will write again by Friday next. In the meantime I remain, dear Madam,

Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY.

16 (iii). *To Miss Ann Kiddell*

48, BEDFORD SQUARE,
July 19*th*, 1830.

DEAR MADAM,—I know not how to express the eager desire I feel to proceed to Bristol to experience your further marks of attention and kindness, and Miss Castle's civil reception and polite conversation. But the sense of my duty to the natives of India has hitherto prevented me from fixing a day for my journey to that town and has thus overpowered my feeling and inclination. It is generally believed that the main points respecting India will be settled by Wednesday next, and I therefore entertain a strong hope of visiting you by Friday next. I shall not fail to write to you on Wednesday or perhaps on Tuesday next. I feel gratified at the idea that you find my youngster worthy of your company. Nevertheless I entreat you will exercise your authority over him, that he may benefit himself by your instructions. If you find him refractory, pray send him back to London. If not, you may allow him to stay there till I supply his place. With my best wishes for uninterrupted health and happiness.

I remain, dear Madam,
Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY.

P. S.—All the active members of the East India Company having een incessantly occupied by the charter question, I have not yet

brought the subject relative to your young nephew to the notice of any one of them. R. R.

16 (iv). *To Miss Ann Kiddell.*

48, BEDFORD SQUARE,
July 24th, 1833.

DEAR MADAM,--From my anxiety to proceed to Bristol, heavy duties appeared to me light, and difficult tasks had seemed easily manageable. The consequence was that I met with disappointments from time to time which I felt severely. To-day is the third reading of the Indian Bill in the House of Commons, after long vaxatious debates in the commitee, impending its progress under different pretensions. After the Bill has passed the Lower House, I will lose no time in ascertaining how it will stand in the Upper Branch, and will immediately leave London without waiting for the final result. I will proceed direct to Bristol next week, and on my way to (from ?) London I will endeavour to visit my acquaintances at Bath and its vicinity. I deeply regret that I should have been prevented from fulfilling my intention this week, by circumstances over which I had no control.

I feel very much obliged by your kind suggestions contained in my son's letter. You may depend on my adhering to them. I intend to leave this place a little before 10 A.M. that I may arrive there on the morning of the following day. Before I leave London I hope to be able to procure the situation for your young relative. Pray present my kindest regards to Miss Castle, and believe me, dear Madam,

Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY.

16 (v) *To Miss Kiddell.*

48, BEDFORD SQUARE,
August 16th, 1833

DEAR MADAM,— I have now the pleasure of informing you that I feel relieved, and will proceed to Stapleton Grove on Thursday next I beg you will excuse this short letter as I am incessantly engaged in making preparations, particularly in writing letters to India and in

different parts of this country. Pray, give my love to my son and my kind regards to Miss Castle, and believe me, dear Madam,

Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY

P. S—Miss Hare presents her compliments to yourself and Miss Castle R R

16 (vi) *To Miss Kiddell*

48, BEDFORD SQUARE,
March 31st, 1832

MADAM,

I had lately the pleasure of seeing the Rev. Dr. Carpenter, and hearing from that truly venerable minister that Miss Castle and yourself were perfectly well, and deeply interested in the cause of reform, on the success of which the welfare of England, nay of the whole world, depends. I should have long ere this visited Bristol, and done myself the honour of paying you the long-promised visit, but I have been impatiently waiting in London to know the result of the Bill. I feel very much obliged by your kind offer of attention to my comforts while I am in that part of the country, of which I hope to be able to avail myself as soon as my mind is relieved on this subject. You will oblige me by remembering me kindly to the Rev. gentleman, and presenting my best compliments to Miss Castle.

I have the honour to be, Madam.
Your most obedient servant,
RAMMOHUN ROY

6 (vii) *To Miss Kiddell.*

48, BEDFORD SQUARE,
February 7th, 1833

DEAR MADAM,

I had last night great pleasure in receiving your letter of the 8th ultimo, and offer you and Miss Castle my cordial thanks for your kind remembrance of me. I beg to assure you that I am fully sensible the kind attention you have shown me, and feel indeed grateful for it

I intended to pay you both a visit while residing in Dover, but I was informed that it was necessary to pass London on my way to Bristol. My health is, thank God, thoroughly re-established. I therefore embrace the opportunity of paying you a visit in the latter end of the month, or at any rate by the beginning of the next. I will endeavour to bring Mr. Rutt with me, though I am sorry to say that in consequence of my ill health I have not yet had the pleasure of seeing him. Pray remember me kindly to Miss Caroline Rutt, and present my best respects to Dr. Carpenter, who truly stands very high in my estimation. I now conclude this with my best regards for you and for Miss Castle, and remains, dear Madam,

Yours most faithfully,
RAMMOHUN ROY

16 (viii). *To Miss Kiddell*

June 12*th*, 1833.

DEAR MADAM,

As Astley's Theatre commences at a quarter past six o'cock p.m, I propose doing myself the pleasure of calling upon you at a little after half past five to accompany you and your friends to the Theatre. In the the meantime, I remain, dear Madam,

Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY

16 (ix) *To Miss Kiddell.*

DEAR MADAM,

I hope you and your friends are not worse from keeping late hours. I beg your acceptance of the accompanying volume, containing a series of sermons preached by Dr. Channing, which I prize very highly.

I also beg you will oblige me by rendering the small pamphlet, published by a friend, acceptable to Miss Castle. Being aware to introduce her to write a letter of thanks for such a trifling present, I have repaired from sending it directly to Miss Castle. Had I not been engaged to a dinner party today, I would have made another trial of Miss Rutt's generosity this afternoon. I will endeavour to pay you a short visit between the hours of ten and twelve, should you be at home.

I remain, yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY

17 (i). *To Miss Castle*

Friday, dispatched on Saturday.

MA CHERE DEMOISELLE,—Many thanks for your obliging and polite communication, which by mistake, bears no date. I am glad to observe that you were pleased with your late journey, and with your visit to Windsor. The account which Miss Kiddel and yourself have given of my son, gratifies me very much. Miss Hare received a letter from him this morning (which she read to me), expressing his utmost joy and satisfaction with his present situation. I beg you will accept my best thanks for your kind treatment of him. Instead of thanking me for the little tract I had the pleasure to send you last week, I wish you had said only that you would pay attention to it.

You will perceive from my letter to Miss Kiddell that I am to be detained here a week longer at the sacrifice of my feelings. I, however, cannot help reflecting that to entertain a hope of enjoying the society of friends (though for a short time, say one month) is more pleasant than bringing it to a termination by the completion of it. Adieu for the present.

I remain,
Yours very sincerely and obliged,
RAMMOHUN ROY.

17 (ii) *To Miss Castle.*

June 22nd, 1833.

MA CHERE DAMOISELLE,

I hope you will excuse my boldness when I take upon myself to remind you of your promise to read the publication of a certain learned Brahmin which I have brought to your notice. You may begin with page 4, and afterwards read the preceding part. I trust our truly esteemed Miss Kiddell is now restored to health, and remain,

Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY

This note does not request an answer.

17 (iii). *To Miss Castle.*

July 9, 1833.

MA CHERE DAMOISELLE,

With delight I read the few line with which you have favoured me, and offer you my warm acknowledgments for them. They indicate

that I still retain a place in your memory. I hope I shall be able to receive from you next week marks of personal civility. I also hope to be able to send you a small volume on Friday next for your acceptance, with a short letter, and will earnestly expect for few lines in reply. Pray remember me kindly to my son and to Miss Rutt, and believe me always, with the kindest regard.

Yours most sincerely,
RAMMOHUN ROY

Pray excuse haste, as dinner is getting cold

R M. R

18 *To J Crawford, dated, August* 18, 1828.

In his famous Jury Bill, Mr. Wynn, the late President of the Board of Control, has by introducing religious distinctions into the judicial system of this country, not only afforded just grounds for dissatisfaction among the Natives in general, but has excited much alarm in the breast of everyone conversant with political principles. Any Natives, either Hindu or Mohamedan, are rendered by this Bill subject to judicial trial by Christians, either European or Native, while Christians, including Native Converts are exempted from the degradation being tried either by a Hindu or Mussulman juror, however high he may stand in the estimation of Society. This Bill also denies both to Hindus and Mussalmans the honour of a seat in the Grand Jury even in the trial of fellow Hindus or Mussulmans. This is the sum total of Mr. Wynn's late Jury Bill, of which we bitterly complain.

Supposing that some 100 years hence the Native chracter becomes elevated from constant intercourse with Europeans and the acquirements of general and political knowledge as well as of modern arts and sciences, is it possible that they will not have the spirit as well as the inclination to resist effectually any unjust and oppressive measures serving to degrade them in the scale of society? It should not be lost sight of that the position of India is very different from that of Ireland to any quarter of which an English fleet may suddenly convey a body of troops that may force its way in the requisite direction and succeed in suppressing every effort of a refractory spirit. Were India to share one fourth of the knowledge and energy of that country, she would prove from her remote situation, her riches and her vast population, either useful and profitable as a willing province, an ally of the British Empire, or troublesome and annoying as a determind enemy

In common with those who seem partial to the British rule from the expectation of future benefits, arising out of the connection. I necessarily feel extremley grieved in often witnessing Acts and Regulations passed by Government without consulting or seeming to understand the feelings of its Indian subjects and without considering that this people have had for more than half a century the advantage of being ruled by and associated with an enlightened nation, advocates of liberty and promoters of knowledge.

19. *To Mrs S. C. Belnos*

18, BEDFORD SQUARE,
March 5th, 1832.

MADAM,

I have with great pleasure looked over your drawings, and read your descriptions of them, and I now have the satisfaction to inform you, that they are true representations of nature, so mach so, that they have served to bring to my recollection the real scenes alluded to of that unhappy country.

The drawing are so expressive of themselves, that the descriptions however excellent, are scarcely necessary to any one acquainted with India.

I have retained the copy handed over to me, and wishing you every success in your present undertaking.

I remain
Madam,
Your most obedient servant,
RAMMOHUN ROY

20 (i). *To Rt. Hon. Charles Williams Wynn*

Rajah Rammohun Roy presents his compliments to the Right Honourable Charles Williams Wynn and finding by the interview in the House of Lords on Friday evening that he is not out of Mr. Wynn's remembrance, R. R. begs leave to revert to a remark made by Mr. Wynn at the Dinner of the Royal Asiatic Society last year, at which R. R. had first the honour of meeting him—namely—that of "R. R. being as much a British subject as any gentleman present"; or words to that effect.

From the high opinion R .R. entertains of Mr. Wynn's constitutional bearing he feels a wish to know from him, confidentially, whether in Mr. Wynn's opinion R. R. is eligible to sit in Parliament. He begs to add that it is not from any ambition to assume so arduous an office but from a desire to pave the way for his countrymen, for which object R. R. might, for a few months, undertake the task. R. R. therefore hopes that Mr. Wynn will excuse this freedom ; and should he feel himself perfectly at liberty to express an opinion on the subject he will confer on R. R. a high obligation.

20 (ii). *To Rt. Hon. Williams Wynn.* 48, Bedford Square, *April* 19, 1832

DEAR SIR,

I beg you will accept my warm acknowledgments for your obliging compliance with the request conveyed in my late communication. I will seriously reflect on the purport of your letter and shall not fail to communicate the result, if I can come to any determination on the subject.

As you feel a lively interest in the welfare of India, I beg to present you with the accompanying copy of a small publication on the present Judicial and Revenue system with a brief History of the country and an appendix, of which I beg your acceptance.

I remain,
Dear Sir,
Your most faithful and obedient servant.
RAMMOHUN ROY

21. *To Rev. Thomas Belsham.*

DEAR SIR,

As Mr. Roberts, who is about to leave India for England, has kindly offered to take charge of any letter or parcel that I might wish to send to Europe, I embrace this opportunity of expressing the gratitude I have felt for your kind notice of me, and of rendering you my sincere thanks for the encouraging letter which I had the honour of receiving from you a few months ago. I at the same time should consider myself guilty of ingratitude if I neglect to offer you my warmest acknowledgments for the numerous essential benefits I have derived

from that most valuable production of your "Improved Version", it is unquestionably the best of all the versions that have hitherto appeared in English, and it is read before the Unitarian Society in Calcutta at their times of Worship by its Minister the Rev. Mr. Adam whose abilities and acquirements joined with his piety, sincerity, zeal and diligence had rendered him a real honour to our community. Since my compiling and publishing the "Precepts of the New Testament" I have been under the necessity of defending myself against the attacks of the Baptists and other Missionaries; although it was my wish to avoid as much as possible any ground of disputation with so many worthy characters. These persons are not destitute of zeal, but appear in common with a great number of their fellow believers deficient in discretion; for they know or ought to know that the more they employ their ingenuity in support of the idea of a Triune God, the more they expose christianity itself to the objections of the intelligent among both Hindoos and Mussalmans and the further they drive away from all attention to their doctrines such Christians as, besides having been so brought up, can think for themselves and have sincerity enough to preserve a correspondence betweeen their sentiments and professions.

From the annexed quotations No. 1 and 2 from missionary works lately published, you will perceive that these gentlemen are obliged to make the confession that in religious discussions they have little or no chance of a firm stand against those Hindoos who have rejected Idolatry and whom they consider imbued with Socinian principles.

There is one circumstance which has for a long time perplexed me, and I still feel myself unable to understand. It is that a body of such honourable and learned men as is formed by the Dignitaries and Common Clergy of the Church of England should so uniformly continue during their lives to manifest heir adherence to those 39 articles of Faith which they so solemnly subscribed to on first assuming the duties of their office, notwithstanding the fluctuations of opinion, to which their mind might naturally be supposed subject, from new arguments under perpetually changing circumstances continually presenting in the course of studies or communications with persons of a different mode of thinking. Were the doctrines contained in the articles alluded to, such self-evident truths as acquire only to be plainly stated in order to secure immediate assent from any person of plain understanding. I could comprehend the existence of such conviction of their truth, as no argument however subtle should be able to shake. But as it is notorious on the contrary that many of the doctrines they contain are prescribed solely as articles of faith, deduced from autho

rity which it is impious to dispute, though avowedly incomprehensible to human reason, it is to me the most surprising that arguments coming in aid of the of the understanding and reconciling to reason the sacred authority deduced as they are from a variety of at least plausible sources should so very seldom seem to weight at all in the minds of any individual members of so numerous a body. It might be unfair to doubt their sincerity yet how else to account for such an uniformity of opinion amongst so many men studying those subjects during their whole lives, I must confess myself quite at a loss.

If providence permit my visiting England one of the greatest pleasures I promise myself is the enjoyment and benefit of your company, I am glad to inform you that the Revd. Mr. Fox has been kind enough to send to Mr. Adam your excellent commentaries on the Epistles of St. Paul, for which we are all thankful. I am inclined to think those are the works of yours which you intimated your intention to send me. With my sincere wishes that you may enjoy health and happiness in your declining years,

I remain with the sincerest esteem,
Yours most obediently,
RAMMOHUN ROY

P. S. Since the receipt of your letter I have not seen Mr Mills, I will execute your commission when I meet him—R.M.R.
1821

22. *To Sir John Bowring*

MY DEAR SIR,

Having been principally engaged in completing my final appeal to the Christian public, I could not pay due attention to my intended long memorial. I, however, made an attempt to bring it to a conclusion after I had the pleasure of receiving your note on Saturday last week, but from the want of some additional Revenue documents under the Moghul Government which my native friends of the upper provinces have not yet furnished me with, as well as from a diversion of attention, I am afraid, I shall not be able to prepare it before your departure from India, as this will be my first production in political affairs, I am, therefore, very anxious to have it as perfect and well authenticated as possible, so that having established it on a same foundation, no person can justly ascribe it to a party feeling or discontent with Government.

As Lord Hastings is going away very soon, I understood that some of my native friends are about to represent to him some of their immediate grievances in a memorial; of which I take the liberty of sending you a copy and I beg to be favoured with your opinion respecting it.

The report of the Duke of Wellington coming out as Governor-General has given my great concern. He knows, I believe, how to preserve military discipline and general subordination; but I have great doubts as to his knowledge of civil affairs. India enjoys now profound tranquillity and stands more in need of an able statesman than a great commander.

I feel a strong wish to have the pleasure of your company at least once before your departure for Europe and if your will have the goodness to appoint a time convenient to you to spend an hour or two, you will confer a favour on

My dear Sir,
Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY.

September 15, 1822.

P. S. I hope you will not at present mention to any one the purport of the memorial, which is not yet presented to L.H.

23. *To William Ward, of Medford.*

MY DEAR SIR,

As the ship George the last ship of the season is sailing for Boston, I take this opportunity of bringing myself to your recollection. Some of your philanthropic countrymen have favoured me by cap: Keard with their communications and with some very acceptable works a correspondence which has afforded me greater satisfaction than a great favour coming from an absolute Monarch I have no language to express the joy I feel at the idea that an able and enlightened people have conscientiously engaged in rooting out the remaining Romish corruptions from the religion of Christ. I therefore may sincerely that their success may be greater than or equal to that of Luther and others whose zeal and devotion to the cause of truth enabled them to free this pure religion from a great portion of heathenism and papish absurdities.

We have not yet been able to build a Chapel on account of the high price of the gound which has at present risen to three times the former value of land in Calcutta.

I hope you have been perfectly well and gratified by the society of your friends and relations in your native country.

The Rev. Mr. Adam may perhaps have written you all the local news I therefore conclude this with my best wishes for your health, happiness and success and remain with regard and esteem

Yours very sincerely,
RAMMOHUN ROY.

CALCUTTA,
February 5th, 1824.
W. WARD ESQ. (JUN).
Boston,
United States,
By favour of
CAP : ENDECOTT.

24(i). *To Chief Secretary to Government dated February* 23, 1829.

As the subject of the enclosed packet concerns the conduct of the local Government, I am commanded by His Majesty Abu-nasar Muin-uddin Muhammad Akbar Badshah to submit its contents to you for the information of the Right Hon'ble the Governor-General in Council, that his Lordship may be prepared to meet its statements and complaints as may be deemed expedient.

The original letter to His Britannic Majesty has been already forwarded to England and I am preparing at the request of His Majesty to proceed thither with a duplicate.

24. (ii). *To Chief Secretary dated October* 26, 1829.

I beg leave to acquaint you that entirely relying on the assurance conveyed in an address from Mr. Secretary Stirling His Majesty Abu-nasar Muin-ud-din Muhammad Akbar Badshah had requested the President at Delhi to furnish him with copies of certain official papers; but that to his great surprize His Majesty was informed that the Resident could not comply with the request. I now beg to be permitted to enclose a copy of the address alluded to with a translation

in the hope that you may be pleased to lay them before the Right Hon'ble the Governor-General in Council and to obtain an order from His Lordship directing the Resident to grant the copies required.

My approaching departure for England on His Majesty's business will make the early accordance of this favour a particular enhancement of its value.

24 (iii). *To Governor-General dated January* 8, 1830.

I beg leave to submit to your Lordship that some months ago I was informed by His Majesty Abu-nasar Muin-ud din Muhammad Akbar Badshah that His Majesty had apprized your Lordship of my appointment as his *Elchi* (envoy) to the Court of Great Britain, and of his having been pleased to invest me as His Majesty's servant with the title of *Rajah* in consideration of the respectability attached to that situation, etc Not being anxious for titular distinction, I have hitherto refrained from availing myself of the honour conferred on me by His Majesty

His Majesty, however, being of opinion that it is essentially necessary for the dignity of his Royal House, that I, as the representative thereof to the most powerful Monarch in Europe, and Agent for the settlement of His Majesty's affairs with the Hon'ble East India Company, should be invested with the title above-mentioned, has graciously forwarded to me a seal engraved for the purpose at Delhi I, therefore, take the liberty of laying the subject before your Lordship, hoping that you will be pleased to sanction my adoption of such title accordingly. This measure will I believe, be found to be consistent with former usage as established by a resolution of Government on the subject in 1827 when at the recommendation of the then Resident Sir Charles Metcalfe in his report of 26th June of that year, His Majesty's power of conferring honorary titles, on his own servants was fully recognised.

24. (iv). *To A. Stirling, Secretary to Government in the Political Department, dated March* 7, 1830.

It having been brought to my notice by a friend that the *John Bull* newspaper of the 25th ultimo has amongst a tissue of other falsehoods and misrepresentations connected my name with the charge of having obtained certain papers by bribery, I think it but due to myself

as well as to the individual in the employment of Government who may be supposed implicated in such a charge, to deny the allegations.

All the papers alluded to were sent to me from His Majesty the King of Delhi—many of them he must have had in his own possession as having been publicly addressed his predecessors or himself, and others may have been procured by private favour from functionaries who were above the reach of bribery. But however this may be, I beg distinctly to repeat my assertion that as far as I am either directly or indirectly concerned, the charge of bribery is absolutely false and unfounded.

I beg leave to submit for your satisfaction a letter of old date from His Majesty which will confirm what I have now stated. The handwriting you will readly recognize as that of the *Munshi* usually employed by him, so as to leave on your mind no doubt of its authenticity.

24 (v). *To Governor General, written perhaps in September,* 1830.

From the kindness I have so often experienced from your Lordship, I trust to be pardoned for my present intrusion in a matter solely concerning myself, but in which your Lordship's condescension has induced me to persuade myself that you are pleased to take some interest.

Having at length surmounted all the obstacles of a domestic nature that have hitherto opposed my long cherished intention of visiting England, I am now resolved to proceed to that land of liberty by one of the vessels that will sail in November and from a due regard to the purport of the late Mr. Secretary Stirling's letter of 15th January last, and other considerations, I have determind not to appear there as the Envoy of His Majesty Akbar the second, but as a private individual.

I am satisfied that in thus divesting myself of all public character, my zealous services in behalf of His Majesty need not be abated. I even trust that their chance of success may be improved by being thus exempted from all jealousy of a political nature to which they might by his misapprehension be subjected.

As public report has fixed an early day in October for your Lordship's departure to examine personally into the condition of the inhabitants of the upper Provinces, I take the present occasion as the last that may offer in this country for the expression of my sincere wishes for your Lordship's success in all your philanthropic designs

for the improvement and benefit of my countrymen. I need not add that any commands for England with which your Lordship may honour me shall receive from me the most respectful attention, and I beg to subscribe myself your Lordship's most humble and greateful servant.

24 (vi) *Translation of a letter to the Prince, Delhi Heir Apparent, November* 10, 1830.

My representation is that in obedience to the orders of His Majesty, having attentively perused the treaty between the Hon'ble Company and his late father with other papers relating thereto, I found His Majesty's right to the revenue of the territories West of the Jumna amounting to upwards of 30 lakhs of Rupees clearly and incontestably established by those documents, notwithstanding which the Hon'be Company pay him only 12 lakhs

As His Majesty after experiencing the frustration of his hopes from the Hon'ble Company in Calcutta was pleased to appeal his case to His Majesty the King of England and condescended to require my services, as one of the humblest of the subjects of his Britannic Majesty, and being impressed with the justice and dignity of the British nation and living as I fearlessly do under the protecting influence of the British the great Creator and meeting the wishes of His Majesty, as well as from my own feelings of commisseration for the indigent con dition of the illustrious House of Timur, I accepted the service to the end that the rightful might obtain justice and that this august family might live in contentment in the enjoyment of an increased income. I accordingly prepared an address in Persian to His Britannic Majesty, which, with a translation thereof, I submitted to His Majesty (at Delhi) and which being approved of, I was ordered to forward it to its destination, and to remit no endeavour in my power towards obtaining justice for the Royal family. I have however since learned that your Highness has written a letter to His Lordship, wherein, instead of favourable mention, ill report has been made of, and artifice attributed to me. If your Highness had reflected but for a moment you would not have acted thus. The honorable of all castes practise not artifices even for their own benefit, much less will they commit such an act of baseness for the good of others. I swear by the one and true God, that respect alone for your Royal house prevented my working a suitable communication to the Goverenment, at the same time allow me to conclude this representation with the following observation. Those who do

not comprehend their own good or evil, cannot comprehend the good or evil of others.

May your prosperity increase.

24 (vii). *To the Chairman and Deputy Chairman of the East India Company.*

I have the honour to acquaint you that one of the principal objects of my visiting England is to lay before the British authorities, if found necessary, a representation with which I am charged from His Majesty, the King of Delhi, and more especially a letter from His Majesty to the King of England, which letter it will be my duty to take an early opportunity of presenting in the event of the appeal which I am induced in the first instance to make to the Hon'ble Court of Directors not being attended with success.

I would beg to state on the present occasion that I possess full and unlimited powers from His Majesty to negotiate and agree to a final settlement of what the king considers to be his fair and equitable claims on the Hon'ble East India Company. The circumstances connected with the appeal are stated in a pamphlet printed for greater facility of perusal and reference, a copy of which I now beg to submit herewith, and I may add that with the exception of one copy that I have placed in the hands of the Secretary of the Hon'ble Court, and another submitted to my confidential friend, Mr. Brown Roberts, no other copy to the best of my belief, has gone out of my possession.

I mention this fact because I am anxious to bring the whole matter quietly and unostentatiously before the Hon'ble Court of Directors, with confident expectation that they will early take the whole of His Majesty's case into consideration, and at once do His Majesty that justice to which His Majesty considers himself fairly entitled.

The whole revenues of the Crownlands which, under he agreement of 1805, the King deemed expressly conceded to him, have not only in a great part withheld, but in fact denied. His Majesty's allowances have been limited far below what was expressly guaranteed by the Treaty sanctioned by the Hon'ble Court of Directors and the British Parliament; and it is impossible His Majesty can find means out of the limited income fixed for him to support that moderate scale of dignity which is due to the representative of the powerless, but nevertheless illustrious House of Taimur and to maintain the numerous members of the different branches of that House.

As from the printed statement you will perceive that this claim

regarding His Majesty's stipend was brought before and decided upon by Lord Amherst's Government, the present local Government of India could not reverse the decision passed by their predecessors.

It is my duty therefore to press upon the immediate attention of the Hon'ble Court the extreme anxiety which I feel faithfully to execute the trust reposed in me by His Majesty.

I am prepared to satisfy them that the ample powers which I possess are sufficient to bring the matter to a final conclusion. I am confident from the well-known character of the Hon'ble Court that they will not withhold their sanction from what shall, upon a full and deliberate consideration of the whole of the circumstances, appear to be just, reasonable and equitable towards His Majesty the King of Delhi.

June 25, 1831.

24(viii). *To the Chairman and Deputy Chairman, East India Company.*

In continuation of my former address, I beg leave to request your attention to the following circumstances in order to show that after the decision of the Bengal Government, His Majesty the King of Delhi had no course left but that of deputing an Agent on his behalf to bring his claims to the notice of the authorities in England.

I beg in the first place to bring to your notice the Minute of the Government of Lord Minto dated 17th June, 1809, showing that on being informed that the revenue of the Crownlands had considerably increased. His Majesty had applied to the Government for an increase in the stipend, and that the local Government did make a trifling increase, stating however at the same time that it is not therefore to be supposed that His Majesty will be entirely satisfied with the extent of augmentation now proposed.' Secondly I beg to quote Mr. Ross, Agent of the Governor-General at Delhi, who states in his official letter dated 25th February, 1823, that 'During the time I was at Delhi the King repeatedly intimated to me his desire that I would take into consideration the subject of the royal stipends, giving me to under stand that he expected an augmentation of them proportionate to the increased revenue of the territory which was assigned in 1805 for the support of the royal household.' Thirdly I shall only add that His Majesty appealed to Lord Amherst himself when Governor-General of India, on his visit to Delhi, whose Government finally passed a decision against His Majesty's claims in 1827-28, as shown by the Despatch from the Government of Bengal to the addresss of the Hon'ble

Court of Directors dated 3rd February 1828. Therefore nothing remained for His Majesty after this but an appeal to the authorities in England.

I further beg leave to request your attention to the following extract of a Despatch from the local Government of Bengal to the address of the Hon'ble Court of Directors, dated 22nd May 1829, which shows that the local Government had ascertained in the most effectual manner the fact of my being accredited Agent of His Majesty the King of Delhi to conduct his affairs in England. It is as follows .—'We have the honour to submit for your information copy of a letter and enclosure from Rammohun Roy, a native inhabitant of Calcutta of distinguished literary repute, announcing his intention of proceeding to England in the capacity of Agent to the King of Delhi, and as the bearer of a letter from His Majesty to the Sovereign complaining of the violation by the Hon'ble Company of their engagements with the late Shah Alam. On receipt of this communication, we directed the Resident at Delhi to intimate to His Majesty the surprise with which we had perused it, and more especially our astonishment at the unmeasured and unfounded accusation which it advances against the Hon'ble Company of having violated its engagements with the royal family. We further desired Sir Edward Colebrooke to ascertain from the King whether he acknowledged Rammohun Roy as his Agent. Your Hon'ble Court will find in the Resident's reply, a copy of which is submitted, both the King of Delhi's distinct recognition of Rammohun Roy as his Agent, and his explanation of the grounds on which he has thought proper to adopt the extraordinary procedure of deputing that individual to England'.

I beg to appeal to your own judgment whether any measure could have been employed more explicity and emphatically to authenticate the fact that I am deputed by His Majesty the King of Delhi, as his Agent, to appeal to and treat with the authorities in England for the fulfilment of the agreement entered into with him by the British Government.

I beg leave also to quote here the resolution of the Government of Bengal in the 9th article of the King's additional requests in 1827, which is as follow :—'The British Government does not recognise the right of the throne of Delhi to confer honorary distinctions on any *but* the Royal servants.'

The facts stated in the preceding paragraphs require no additional corroboration, and I have therefore only further to beg your attention to the records of your Hon'ble Court.

September 6, 1831

24(ix). *To the Right Hon'ble Charles Grant etc*, 48 *Bedford Square*
11*th October*, 1831.

I have been informed that the Court of Directors, after more than a month's consideration on the King of Delhi's claims, have, instead of communicating the result to me, as you expected, referred back the papers to your Board.

They are willing, it appears, to make an increase in the King's income but wish to do so by a recommendation to the local authorities --that it may be granted as a matter of justice, other persons who may have suffered injustice from their servants, might be encouraged to come forward for redress.

I beg to appeal to yourself whether you found me at all unreasonable in this matter, whether I was not disposed to yield to your suggestions to obviate any further trouble.

I addressed an appeal to His Britannic Majesty's Government in behalf of fallen Royalty, and His Majesty's Government being actuated by justice has listened to the appeal Therefore, whatsoever is done as a matter of justice, by the express authority which has already prejudged the case, will be satisfactory to me.

Any *just* man feels desirous to be informed whether the powers entrusted to his servants, particularly those in a *remote* country, have been properly exercised, and to prove that when any injustice has been done by them he is anxious to afford redress—a course which is calculated to discourage future injustice. But with regard to the Court of Directors I am sorry to find that in my humble opinion the case is quite the reverse. In the meantime I am here so situated as to be responsible not only to King of Delhi but to the whole body of my countrymen for my exertions in his behalf and for their welfare

In order to obviate the excuses of the Directors that the King of Delhi should have first referred the case to the local Government and that I was unaccredited, I wrote the accompanying letter to them, a copy of which I beg to submit to your consideration

24(x) *To Hyde Villiers, Esq., Secretary, Board of Control*, 48 *Bedford Square, October* 21*st*, 1831.

For further illustration of my statement that "the assignment of territory to His Majesty (the King of Delhi) was embodied at the time

in the Regulations of the Government (in India) which stand in the place of Acts of Parliament in this country,' I have the pleasure to send you the accompanying of the Regulations of the local Government containing the articles referred to marked with pencil and beg your attention to them.

If convenient, you will have the goodness to bring them to the notice of the Head of your Department and oblige.

P. S. As the quotation I beg to refer it on to page 3 of the Brief Statement consisting of 4 pages and to pages 9and 10, Par. 5 and 6 of the printed Pamphlete in the Subject.

Reg. XI. 1801. Sec. 4.
Reg VI. 1805. Sec. 3.
Reg. X. 1807. Sec 1.

24(xi) *To Sir Charles Grant.*

As you wished me to send in the memmorial I proposed, before evening today. I have expedited it accordingly and beg herewith to submit it to your consideration.

I was and *am still* willing to yield to amicable adjustment suggested by you. But finding the Court of Directors assuming so high a tone in defiance of justice, I feel bound to take my stand upon the full extent of the Kings claims which I trust you will perceive does not arise from any inconsistency on the part.

My dear Sir,
Yours most faithfully,
RAMMOHUN ROY

November 4, 1831.

24(xii). *To Sir Charles Grant.*

I beg your attention to the 9th article of the Resolutions of Lord Amherst's Government on the additional requests of His Majesty the King of Delhi, a copy of which I herewith submit.

If you think the subject worthy of investigation, you might perhaps ascertain whether, when the right of the throne of Delhi to confer honorary titles was disallowed, with a few exceptions, by the Government of Bengal, that Government received authority from the British Crown to exercise the peculiar Royal prerogative of bestowing such degrees of honour without any previous reference to His Britannic Majesty's Government.

For my part, I must confess that I never met with any Act of Parliament or other authority which delegates this Kingly function to the Company or its Servants, a subject on which I may offer some remarks when I have next the pleasure to see you. In the meantime

I remain, my dear Sir,
Yours most faithfully,
RAMMOHUN ROY.

November 7, 1831.

To Jeremy Bentham,

125, Regent Street,
May 1st, 1831.

DEAR AND RESPECTED SIR,

I was unable till this morning to read and answer your letter of the 26th ultimo. I return you my sincerest thanks for your kind and candid advice which I mean to follow to the utmost of my power, during the present week. I am happy to say that I am already much better. I am greateful to my physicians for their successful attentions and to you for interrupting your valuable public labours to second their admonitions. Against such authority rebellion would be unpardonable.

I have the pleasure to send you herewith Col. Young's letter; also the four Papers which you kindly lent me to read. As soon as I am sufficiently recovered I shall not fail to benefit myself by your society, I remain with gratitude and respect,

Yours sincerely,
RAMMOHUN ROY.

JEREMY BENTHAM ESQ

26. *To Garcin de Tassy, written in Persian, August* 1, 1831.

LEARNED MONSIEM (may whose fame and lustre increase more and more!)

Your blessed letter has reached me; it fills your servant with joy and honour. May the Omnipotent condescend to keep you in good health. I shall wait for the day of meeting in accordance with the wish expressed in this letter.

For more than three months, your servants is in England. If God wishes, he shall soon have the honour to be present at Paris and through your introduction he wishes to see M. Chezy.

Your humble servant is very grateful for the attentions you have promised him, and he wishes to thank you from the bottom of his heart. A longer letter will exceed the bounds of politeness.

Your grateful servant,
RAMMOHUN

27(i) *To T. Hyde Villiers Esq., Secretary to the India Board.*

SIR,

India having providentially been placed under the care of the Board of Control, I feel necessarily induced to have recourse to that authority when occasion requires. I, therefore, hope you will excuse the intrusion I make with the following lines

I am informed that for the purpose of visiting France it is necessary to be provided with a passport and that before granting it, the French Ambassador must be furnished with an account of the applicant.

Such restrictions against foreigners are not observed even among the Nations of Asia (China excepted). However, their observance by France may perhaps be justified on the ground that she is surrounded by Governments entirely despotic on three sides and by nations kept down merely by the bayonet or by religious delusion.

In the event of my applying to Prince Talleyrand for a passport I beg to know whether I shall be justified in referring to you in your official capacity as to my character. All that I can say, for myself is, that I am a traveller and that my heart is with the French people in their endeavours to support the cause of liberal principles.

Sir Francis Burdett, at Mr. Byng's liberally and spontaneously

offered to give me a letter of introduction to general Lafayette, but this will not, I think, serve my purpose on my first landing in France.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
RAMMOHUN ROY.

LONDON,
48, *Bedford Sq.*,
December 22*nd*, 1831.

27(ii). *To Hyde Villiers, Esq., Secretary to Board of Commissioners for the Affairs of India.*

SIR

I have the honour to receive your letter of the 27th instant and I beg to offer my warm acknowledgments to the Board for their attention to my application of the 23rd of this month.

I beg to be permitted to add that, as I intimated to the Board my intention of eventually applying to the French Ambassador resident in London for a passport for France, I now deem it proper to submit to you for the information of the Board a copy of an intended communication from me to the foreign Minister for France, the result of which I shall await before I apply to the French Ambassador.

Unless I have the honour to hear from you that such an address would be irregular and unconstitutional, I shall forward it to a friend in Paris to be presented in due form.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
RAMMOHUN ROY.

LONDON,
December 20*th*, 1831.

(Endorsed).
28th December, 1831.
Rajah Rammohun Roy.
Transg., copy of an intended communication to the Foreign Minister of France.
Privatte note from Mr. Villiers to Rammohun Roy, January, 4, 1832.

27(iii). *To The Minister of Foreign Affairs of France, Paris.*

SIR,

You may be surprised at receiving a letter from a Foreigner, the Native of a country situated many thousand miles from France, and I assuredly would not now have trespassed on your attention, were I not induced by a sense of what I consider due to myself and by the respect I feel towards a country standing in the foremost rank of free and civilized nations.

2nd. For twelve years past I have entertained a wish (as noticed, I think, in several French and English Periodicals) to visit a country so favoured by nature and so richly adorned by the cultivation of arts and sciences, and above all blessed by the possession of a free constitution. After surmounting many difficulties interposed by religious and national distinctions and other circumstances, I am at last opposite your coast, where, however, I am informed that I must not place my foot on your territory unless I previously solicit and obtain an express permission for my entrance from the Ambassador or Minister of France in England.

3rd. Such a regulation is quite unknown even among the Nations of Asia (though extremely hostile to each other from religious prejudices and political dissensions), with the exception of China, a country noted for its extreme jealousy of foreigners and apprehensions of the introduction of new customs and ideas. I am, therefore, quite at a loss to conceive how it should exist among a people so famed as the French are for courtesy and liberality in all other matters.

4th. It is now generally admitted that not religion only but unbiassed common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.

5th. It may perhaps be urged that during the existence of war an hostile feelings between any two nations (arising probably from their not understanding their real interests), policy requires of them to adopt these precautions against each other. This, however, only applies to a state of warfare. If France, therefore, were at war with surrounding nations or regarded their people as dangerous, the motive for such an extraordinary precaution must have been conceived.

6th. But as a general peace has existed in Europe for many years, and there is more particularly so harmonious an understanding between

the people of France and England and even between their present Govrnments, I am utterly at a loss to discover the cause of a regulation which manifests, to say the least, a want of cordiality and confidence on the part of France

7th. Even during peace the following excuses might perhaps be offered for the continuance of such restrictions, though in my humble opinion they cannot stand a fair examination

First : If it be said that persons of bad character should not be allowed to enter France, still it might, I presume, be answered that the granting of passports by the French Ambassador here is not usually founded on certificates of character or investigation into the conduct of individuals Therefore, it does not provide a remedy on that supposed evil

Secondly : If it be intended to prevent felons escaping from justice : this case seems well-provided for by the treaties between different nations for the surrender of all criminals.

Thirdly : If it be meant to obstruct the flight of debtors from their creditors : in this respect likewise it appears superfluous, as the bankrupt laws themselves after a short imprisonment set the debtor free even in his own country; therefore, voluntary exile from his own country would be, I conceive, a greater punishment.

Fourthly : If it be intended to apply to political matters, it is in the first place not applicable to my case. But on general grounds I beg to observe that it appears to me, the ends of constitutional Government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a Congress composed of an equal number from the Parliament of each, the decision of the majority to be acquiesced in by both nations and the Chairman to be chosen by each Nation alternately, for one year, and the place of meeting to be one year within the limits of one country and next within those of the other; such as at Dover and Calais for England and France.

8th. By such a Congress all matters of difference, whether political or commercial, affecting the Natives of any two civized countries with constitutional Governments, might be settled amicably and justly to the satisfaction of both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generation.

9th. I do not dwell on the inconvenience with the system of passport imposes in urgent matters of business and in cases of domestic affliction. But I may be permitted to observe that the mere circumstance of applying for passport seems a tacit admission that the character of the applicant stands in need of such a certificate or testimonial before he can be permitted to pass unquestioned. Therefore, any one

may feel some delicacy in exposing himself to the possiblity of refusal which would lead to an inference unfavourable to his character as a peaceable citizen.

My desire, however, to visit that country is so great that I shall conform to such conditions as are imposed on me, if the French Government, after taking the subject into consideration, judge it proper and expedient to continue restrictions contrived for a different state of things, but to which they may have become reconciled by long habit, as I should be sorry to set up my opinion against that of the present enlightened Government of France.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant
RAMMOHUN ROY.

28 *To the Court of Directors.*

In answer to your Secretary's letter of the 27th ultimo I beg leave to state that in consequence of the suspense of payment by the House of Messrs. Rickards Mackintosh & Co., my Agents in London, and the failure of Messrs Mackintosh & Co, in Calcutta, who were my Agents as well in general precuniary transactions as in receiving my rents and managing my landed property, I found myself rather embarrassed and on the 8th of May last took the liberty of addressing you for a loan of money to enable me to proceed to India to manage my affairs there in person.

Being requested by you on the 16th of that month to state the sum I then needed and to name the security, I had the honour to state to you on the day following that two or three thousand pounds could answer the purpose and that I had the reason to hope that some of the Proprietors of East India Stock would stand security for the same. But from your Secretary's letter of the 27th ultimo I perceive that my reply was not sufficiently explicit in consequence of my having omitted to mention the sum precisely and the name of the security I intended to offer.

Since my last letter to your Secretary, dated the 24th of June. I learnt from India that the members of the House of Messrs. Mackintosh & Co., were permitted to establish a Mercantile House, designated Messrs. Calder & Co., and the state of my affairs there would not, con-

sequently, receive in all probability, any serious injury from the want of Agency, though I could not expect a speedy supply from that quarter.

To relieve myself from the present want, I, as a Native of India, naturally first look up to you in difficulty and feel less reluctance in applying to you than to others. Should you think it proper to afford me your assistance with a loan of £2,000, on my personal security, I shall gratefully repay the sum either within a year in this country or within three years in India from the day of the receipt of it

LONDON, *July* 23, 1833.

48 Bedford Square
April 19th 1833

Dear Sir,

Not having been sufficiently fortunate yesterday to
find you, or any of your friends at home, I feel induced
to make one or two remarks in writing to which, from
what I heard from you on Tuesday night, I think you
will agree. They are as follows:– It is not necessary,
either in England or in America, to oppose Religion in
promoting the social, domestic and political welfare
of their Inhabitants, particularly a system of Religion
which inculcates the doctrine of universal Love and
Charity. Did such Philanthropists as Locke & Newton oppose
Religion? No! They rather tried to remove the perversion
gradually introduced in Religion. Admitting for a
moment that the Truths of the Divinity of Religion
cannot be established to the satisfaction of a Freethinker;
but from an impartial enquiry I presume we may
feel persuaded to believe that a system of Religion (Christianity)
which consists in Love and Charity is capable of furthering
our happiness, facilitating our reciprocal transactions
and curbing our unruly passions and feelings. I
grieve to observe that by opposing Religion your most

benevolent Father has hitherto imparted his success. He, I firmly believe, is a follower of Christianity in the above sense though he is not aware of being so. Allow me to send Hamilton's East Indies (1st Vol) in which you will find page 35 line 34, that more than two thousand years ago the wise and pious Brahmans of India entertained almost the same opinions which your Father now offers though they by no means were destitute of religion.

My desire to see you and your Father crowned with success in your benevolent undertakings has emboldened me to make these observations, a freedom which I hope you will in consideration of my motives, excuse. With my best compliments to your Father and kind regards for Mrs Owen and Miss Owen Remain with my best wishes for your success Dear

Yours very faithfully

Rammohun Roy

PS I am now troubled with a strong attack Influenza, which prevents me from sitting for a few minutes or writing a few lines RR

Rammohun Roy's letter to Robert Dale Owen London, 19 April 1883.
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সৌজন্যে

BRIEF REMARKS

REGARDING

MODERN ENCROACHMENTS

ON THE

ANCIENT RIGHTS OF FEMALES

With a view to enable the public to form an idea of the state of civilization throughout the greater part of the empire of Hindustan in ancient days,* and of the subsequent gradual degradation introduced

* An an early age of civilization, when the division into castes was first introduced among the inhabitants of India, the second tribe, who were appointed to defend and rule the country, having adopted arbitrary and despotic practices, the others revolted against them, and under the personal command of the celebrated Parasuram, defeated the Royalists in several battles, and put cruelly to death almost all the males of that tribe. It was at last resolved that the legislative authority should be confined to the first class who could have no share in the actual government of the state, or in managing the revenue of the country under any pretence; while the second tribe should exercise the executive authority. The consequence was, that India enjoyed peace and harmony for a great many centuries. The Brahmans having no expectation of holding an office, or of partaking of any kind of political promotion, devoted their time to scientific pursuits and religious austerity, and lived in poverty. Freely associating with all the other tribes they were thus able to know their sentiments, and to appreciate the justness of their complaints, and thereby to lay down such rules as were required, which often induced them to rectify the abuses that were practised by the second tribe. But after the expiration of more than two thousand years, an absolute form of government came gradually again to prevail. The first class having been induced to accept employments in political departments, became entirely dependent on the second tribe, and so unimportant in themselves, that they were obliged to explain away the laws enacted by their fore-fathers, and to institute new rules according to the dictates of their contemporary princes. They were considered as merely nominal legislators, and the power, whether legislative or executive, was in fact exercised by the Rajputs. This tribe exercised tyranny and oppression for a period of about a thousand years, when Musulmans from Ghuznee and Ghore, invaded the country, and finding it divided among hundreds of petty princes, detested by their respective subjects, conquered them all successively, and introduced their own tyrannical system of government, destroying temples, universities and all other sacred and literary establishments. At present the whole empire (with the exception of a few provinces) has been placed under the British power, and some advantages have already been derived from the prudent management of its rulers, from whose general character a hope of future quiet and happiness is justly entertained. The succeeding generation will, however, be more adequate to pronounce on the real advantages of this government.

into its social and political constitution by arbitrary authorities, I am induced to give as an instance, the interest and care which our ancient legislators took in the promotion of the comfort of the female part of the community; and to compare the laws of female inheritance which they enacted, and which afforded that sex the opportunity of enjoyment of life, with that which moderns and our contemporaries have gradually introduced and established, to their complete privation, directly or indirectly, of most of those objects that render life agreeable.

All the ancient lawgivers unanimously awarded to a mother an equal share with her son in the property left by her deceased husband, in order that she may spend her remaining days independently of her children, as is evident from the following passages:

Yajnavalkya. "After the death of a father, let a mother also inherit an equal share with her sons in the division of the property *left by their father*."*

KATYAYANA. "The father being dead, the mother should inherit an equal share with the son."†

NARADA. "After the death of husband, a mother should receive a share equal to that of each of his sons."‡

VISHNU THE LEGISLATOR. "Mothers should be receivers of shares according to the portion allowed to the sons."§

VRIHASPATI. "After his (the father's) death a mother, the parent of his sons, should be entitled to an equal share with his sons; their step-mothers also to equal shares: but daughters to a fourth part of the shares of the sons."||

VYASA. "The wives of a father by whom he has no male issue, are considered as entitled to equal shares with his sons, and all the grand-mothers (*including the mother and step-mothers of the father*), are said to be entitled as mothers."||

This Muni seems to have made this express declaration of rights of step-mothers, omitting those of mothers, under the ideas that the

* पितुरूर्द्ध्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेत् ।

† माता च पितरि प्रेते पुत्रतुल्यांशहारिणी ।

‡ समांशहारिणी माता पुत्राणां स्यान्मृते पतौ ।

§ मातरः पुत्रभागानुसारभागहारिण्यः ।

|| तदभावे तु जननी तनयांशसमांशिनी ।
समांशा मातरस्त्वेषां तुरीयांशास्तु कन्यकाः ॥

|| असुतास्तु पितुः पत्न्यः समानांशाः प्रकीर्त्तिताः ।
पितामह्यश्च ताः सर्व्वा मातृतुल्याः प्रकीर्त्तिताः

latter were already sufficiently established by the direct authority of preceding lawgivers.

We come to the moderns.

The author of the Dayabhaga and the writer of the Dayatattwa, the modern expounders of Hindu law (whose opinions are considered by the natives of Bengal as standard authority in the division of property among heirs) have thus limited the rights allowed to widows by the above ancient legislators When a person is willing to divide his property among his heirs during his lifetime, he should entitle only those wives by whom he has no issue, to an equal share with his sons; but if he omit such a division, those wives can have no claim to the property he leaves. These two modern expounders lay stress upon a passage of Yajnavalkya, which requires a father to allot equal shares to his wives, in case he divides his property during his life, whereby they connect the term "of a father," in the above quoted passage of Vyasa, *viz.*, "the wives of a father, &c." with the term "division" understood, that is, the wives by whom he has no son, are considered in the division made by a father, as entitled to equal shares with his sons; and that when sons may divide property among themselves after the demise of their father, they should give an equal share to their mother only, neglecting step-mothers in the division. Here the expounders did not take into their consideration any proper provisions for step-mothers, who have naturally less hope of support from their step-sons than mothers can expect from their own children.

In the opinion of these expounders even a mother of a single son should not be entitled to any share. The whole property should, in that case, devolve on the son; and in case that son should die after the succession to the property, his son or wife should inherit it. The mother in that case should be left totally dependent on her son or on her son's wife. Besides, according to the opinion of these expounders, if more than one son should survive, they can deprive their mother of her title, by continuing to live as a joint family (which has been often the case), as the right of a mother depends, as they say, on divisions, which depends on the will of the sons.

Some of our contemporaries, (whose opinion is received as a verdict by Judical Courts,) have still further reduced the right of a mother to almost nothing, declaring, as I understand, that if a person die, leaving a widow and a son or sons, and also one or more grandsons, whose father is not alive, the property so left is to be divided among his sons and his grandsons, his widow in this case being entitled to no share in the property, though she might have claimed an equal share, had a division taken place among those surviving sons and the father of the grandson

while he was alive* They are said to have founded their opinion on the above passage, entitling a widow to a share when property is to be divided among *sons*.

In short, a widow, according to the exposition of the law, can receive nothing when her husband has no issue by her; and in case he dies leaving only one son by his wife, or having had more sons, one of whom happend to die leaving issue, she shall, in these cases, also have no claim to the property; and again, should any one leave more than one surviving son, and they, being unwilling to allow a share to the widow, keep the property undivided, the mother can claim nothing in this instance also. But when a person dies, leaving two or more sons, and all of them survive and he inclined to allot a share to their mother, her right is in this case only valid. Under these expositions, and with such limitations, both step-mothers and mothers have, in reality, been left destitute in the division of their husband's property, and the right of a widow exists in theory only among the learned, but unknown to the populace.

The consequence is, that a woman who is looked up to as the sole mistress by the rest of a family one day, on the next, becomes dependent on her sons, and subject to the slights of her daughters-in-law. She s not authorized to expend the most trilling sum or dispose of an article of the least value, without the consent of her son or daughter-in-law. who were all subject to her authority but the day before Cruel sons often wound the feelings of their dependent mothers, deciding in favour of their own wives, when family disputes take place between their mothers and wives. Step-mothers, who often are numerous on account of polygamy, being allowed in these countries, are still more shamefully neglected in general by their step-sons, and sometimes dreadfully treated by their sisters-in-law who have fortunately a son or sons by their husband.

It is not from religious prejudices and early impressions only, that Hindu widows burn themselves on the piles of their deceased husbands, but also from their witnessing the distress in which widows of the same rank in life are involved, and the insults and slights to which they are daily subjected, that they become in a great measure regardless of their existence after the death of their husbands: and this indifference, accompanied with the hope of future reward held

*This exposition has been (I am told) set aside by the Supreme Court in consequence of the Judges having prudently applied for the opinions of other Pandits, which turned out to be at variance with those of the majority of the regular advisers of the Court in points of Hindu law.

out to them, leads them to the horrible act of suicide. These restraints on female inheritance encourage, in a great degree, polygamy, a frequent source of the greatest misery in native families: a grand object of Hindus being to secure a provision for their male offspring, the law, which relieves them from the necessity of giving an equal portion to their wives, removes a principal restraint on the indulgence of their inclinations in respect to the number they marry. Some of them, especially Brahmans of higher birth, marry ten, twenty or thirty women,* either for some small consideration, or merely to gratify their brutal inclinations, leaving a great many of them, both during their life-time and after their death, to the mercy of their own paternal relations. The evil consequences arising from such polygamy, the public may easily guess, from the nature of the fact itself, without my being reduced to the mortification of particularising those which are known by the native public to be of daily occurrence.

To these women there are left only three modes of conduct to pursue after the death of their husbands. 1st. To live a miserable life as entire slaves to others, without indulging any hope of support from another husband. 2ndly. To walk in the paths of unrighteousness for their maintenance and independence. 3rdly. To die on the funeral pile of their husbands, loaded with the applause and honour of their neighbours. It cannot pass unnoticed by those who are acquainted with the state of society in India, that the number of female suicides in the single province of Bengal, when compared with those of any other British provinces, is almost ten to one: we may safely attribute this disproportion chiefly to the greater frequency of a plurality of wives among the natives of Bengal, and to their total neglect in providing for the maintenance of their females.

This horrible polygamy among Brahmans is directly contrary to the law given by ancient authors; for Yajnavalkya authorizes second marriages, while the first wife is alive, only under eight circumstances: 1*st*. The vice of drinking spirituous liquors. 2*ndly*. Incurable sickness. 3*rdly*. Deception. 4*thly*. Barrenness. 5*thly*. Extravagance. 6*thly*. The frequent use of offensive language. 7*thly*. Producing only female offsprings. Or, 8*thly*. Manifestation of hatred towards her husband.†

* The horror of this practice is so painful to the natural feeling of man that even Madhab Singh, the late Rajah of Tirhoot, (though a Brahman himself), through compassion, took upon himself (I am told) within the last half century, to limit Brahmans of his estate to four wives only.

† सुरापी व्याधित धूर्त्ता वन्ध्यार्थघ्न्याप्रियंवदा ।
स्त्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्या पुरुषद्वेषिणी तथा ॥

Manu, ch. 9th, v. 80th. "A wife who drinks any spirituous liquors, who acts immorally, who shows hatred *to her lord*, who is *incurably diseased*, who is mischievous, who wastes his property, may at all times be superseded by another wife."‡

81st. "A barren wife may be superseded by another in the eighth year; she, whose children are all dead, in the tenth, she, who brings forth *only* daughters, in the eleventh; she, who is accustomed to speak unkindly, without delay"*

82nd. "But she, though, afflicted with illness, is beloved and virtuous, must never be disgraced, though she may be superseded by another wife with her on consent."✝

Had a Magistrate or other public officer been authorized by the rulers of the empire to receive applications for his sanction to a second marriage during the life of a first wife, and to grant his consent only on such accusations as the foregoing being substantiated, the above Law might have been rendered effectual, and the distress of the female sex in Bengal, and the number of suicides, would have been necessarily very much reduced.

According to the following ancient authorities a daughter is entitled to one-fourth part of the portion which a son can inherit

VRIHASPATI: "The daughters should have the fourth part of the portion to *which the sons are entitled*."‡

VISHNU. "The rights of unmarried daughters shall be proportioned according to the shares allotted to the sons"§

MANU, ch. *9th*, v. 118 "To the unmarried daughters let their brothers give portions out of their own allotments respectively Let

---

‡ मद्यपासाधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत् ।
व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंस्रार्थघ्नी च सर्व्वदा ॥

* वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याऽब्दे दशमे तु मृतप्रजा ।
एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वाप्रियवादिनी ॥

✝ या रोगिणी स्यात्तु हिता सम्पन्ना चैव शीलतः ।
सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित् ॥

† तुरीयांशास्तु कन्यकाः

§ अनूढ़ाश्च दुहितरः पुत्रभागानुसाराः ।

each give a fourth part of his own distinct share, and they who feel disinclined to give this shall be condemned."||

YAJNAVALKYA. "Let such brothers as are already purified by the essential rites of life, purify by the performance of those rites the brothers that are left *by their late father* unpurified; let them also purify the sisters by giving them a fourth part of their own portion"||

KATYAYANA.* "A fourth part is declared to be the share of unmarried daughters, and three-fourths of the sons; if the fourth part of the property is *so* small *as to be inadequate to defray the expenses attending their marriage, the sons have an exclusive* right to the property, *but shall defray the marriage ceremony of the sisters.*"

But the commentator on the Dayabhaga sets aside the right of the daughters, declaring that they are not entitled to any share in the property left by their fathers, but that the expenses attending their marriage should be defrayed by the brothers. He founds his opinion on the foregoing passage of Manu and that of Yajnavalkya, which as he thinks, imply mere donation on the part of the brothers from their own portions for the discharge of the expenses of marriage

In the practice of our contemporaries a daughther or a sister is often a source of emolument to the Brahmans of less respectable caste, (who are most numerous in Bengal) and to the Kayasthas of high caste. These so far from spending money on the marriage of their daughters or sisters, receive frequently considerable sums, and generally bestow them in marriage on those who can pay most.† Such Brahmans and Kayasthas, I regret to say, frequently marry their female relations to men having natural defects or worn-out by old age or disease, merely from pecuniary considerations, whereby they either bring widowhood upon them soon after marriage or render their lives miserable. They not only degrade themselves by such cruel and unmanly conduct, but

|| स्वेभ्योऽशभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भ्रातरः पृथक् ।
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥

|| असंस्कृतास्तु संस्कार्य्या भ्रातृभिः पूर्व्वसंस्कृतैः ।
भगिन्यश्च निजादंशाद्दत्वांशन्तु तुरीयकम् ॥

* कन्यकाना मदत्तानां चतुर्थोभाग उच्यते ।
पुत्राणाञ्च त्रयो भागः स्वाम्यं स्वल्पधने स्मृतम् ॥

† Rajah Krishnachandra, the great-grandfather of the present ex-Rajah of Nadia, prevented this cruel practice of the sale of daughters and sisters throughout his estate

violate entirely the express authorities of Manu and all other ancient law-givers, a few of which I here quote.

MANU, ch. 3rd, v. 51. "Let no father, who knows the law, receive a gratuity, however small, for giving his daughter in marriage; since the man, who, through avarice, takes a gratuity *for that purpose*, is a seller of his offspring."‡

Ch. 9th, v. 98 "But even a man of the servile class ought not to receive a gratuity when he gives his daughter in marriage, since a father who takes a fee *on that occasion*, tacitly sells his daughter."||

V. 100. "Nor, even in former births, have we heard the *virtuous approve* the tacit sale of a daughter for a price, under the name of nuptial gratuity."*

KASAPA "Those who, infatuated by avarice, give their own daughters in marriage, for the sake of a gratuity, are the sellers of their daughters, the images of sin, and the perpetrators of a heinous iniquity."†

Both common sense, and the law of the land designate such a practice as an actual sale of females, and the humane and liberal among Hindus, lament its existence, as well as the annihilation of female rights in respect of inheritance introduced by modern expounders. They, however, trust, that the humane attention of Government will be directed to those evils which are the chief sources of vice and misery and even of suicide among women; and to this they are encouraged to look forward by what has already been done in modifying, in criminal cases, some parts of the law enacted by Muhammadan Legislators, to the happy prevention of many cruel practices formerly established.

How distressing it must be to the female community and to those who interest themselves in their behalf, to observe daily that several daughters in a rich family can prefer no claim to any portion of the

‡ न कन्यायाः पिता विद्वान् गृह्णीयात् शुल्कमण्वपि ।
गृह्णन् हि शुल्कं लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥

|| आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददत् ।
शुल्कं हि गृह्णन् कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयं ॥

* नानुशुश्रुम जात्वेतत् पूर्व्वेष्वपि हि जन्मसु ।
शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयं ॥

† शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमोहिताः ।
कन्याविक्रयिणः पापा महाकिल्विषकारिणः ॥

property, whether real or personal, left by their deceased father, if a single brother be alive: while they (if belonging to a Kulin family or Brahman of higher rank) are exposed to be given in marriage to individuals who have already several wives and have no means of maintaining them.

Should a widow or a daughter wish to secure her right of maintenance, however limited, by having recourse to law, the learned Brahmans, whether holding public situations in the courts or not, generally divide into two parties, one advocating the cause of those females and the other that of their adversaries. Sometimes in these or other matters respecting the law, if the object contended for be important, the whole community seems to be agitated by the exertions of the parties and of their respective friends in claiming the verdict of the law against each other. In general, however, a consideration of the difficulties attending a law suit, which a native woman, particularly a widow, is hardly capable of surmounting, induces her to forego her right; and if she continue virtuous, she is obliged to live in a miserable state of dependence, destitute of all the comforts of life; it too often happens, however, that she is driven by constant unhappiness to seek refuge in vice.

At the time of the decennial settlement in the year 1793, there were among European gentlemen so very few acquainted with Sanskrit and Hindu law that it would have been hardly possible to have formed a committee of European oriental scholars and learned Brahmans, capable of deciding on points of Hidu law. It was, therefore, highly judicious in Government to appoint Pandits in the different Zillah Courts of Appeal, to facilitate the proceedings of Judges in regard to such subjects. But as we can now fortunately find many European gentlemen capable of investigating legal questions with but little assistance from learned Natives, how happy would it be for the Hindu community, both male and female, were they to enjoy the benefits of the opinion of such gentlemen, when disputes arise, particularly on matters of inheritance.

Lest any one should infer from what I have stated, that I mean to impeach, universally, the character of the great body of learned Hindus, I declare positively, that this is far from my intention. I only maintain, that the Native community place greater confidence in the honest judgment of European gentlemen than in that of their own countrymen. But, should the Natives receive the same advantages of eudcation that Europeans generally enjoy, and be brought up in the same notions of honour, they will, I trust, be found, equally with Europeans, worthy of the confidence of their countrymen and the respect of all men.

PETITIONS AGAINST THE PRESS REGULATION

2(1) *Memorial to Supreme Court.*

TO THE HONOURABLE SIR FRANCIS MAGNAGHTEN,
Sole Acting Judge of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal.

MY LORD,

In consequence of the late Rule and Ordinance passed by His Excellency the Governor-General in Council, regarding the Publication of Periodical Works, your Memorialists consider themselves called upon with the due submission, to represent to you their feelings and sentiments on the subject.

Your Memorialists beg leave, in the first place, to bring to the notice of your Lordship, various proofs given by the Natives of this country of their unshaken loyalty to, and unlimited confidence in the British Government of India, which may remove from your mind any apprehension of the Government being brought into hatred and contempt, or of the peace, harmony, and good order of society in this country, being liable to be interrupted and destroyed, as implied in the preamble of the above Rule and Ordinance.

First. Your Lordship is well aware, that the Natives of Calcutta and its vicinity, have voluntarily entrusted Government with millions of their wealth, without indicating the least suspicion of its stability and good faith, and reposing in the sanguine hope that their property being so secured, their interests will be as permanent as the British Power itself; while on the contrary, their fathers were invariably compelled to conceal their treasures in the bowels of the earth, in order to preserve them from the insatiable rapacity of their oppressive Rulers.

Secondly. Placing entire reliance on the promises made by the British Government at the time of the Perpetual Settlement of the landed property in this part of India, in 1793, the Landholders have since, by constantly improving their estates, been able to increase their produce, in general very considerably;* whereas, prior to that period, and under former Governments, forefathers were obliged to lay waste the greater part of the estates, in order to make them appear of inferior value, that they might not excite the cupidity of Government, and thus cause their rents to be increased or themselves to be dispossessed of their lands,—a pernicious practice which often incapacitated the land-

holders from discharging even their stipulated revenue to Government, and reduced their families to poverty.

Thirdly. During the last wars which the British Government were obliged to undertake against neighbouring Powers, it is well known, that the great body of Natives of wealth and respectability, as well as the Landholders of consequence, offered up regular prayers to the objects of their worship for the success of the British arms from a deep conviction that under the sway of that nation, their improvement, both mental and social, would be promoted, and their lives, religion, and property be secured. Actuated by such feelings, even in those critical times, which are the best test of the loyalty of the subject, they voluntarily came forward with a large portion of their property to enable the British Government to carry into effect the measures necessary for its own defence, considering the cause of the British as their own, and firmly believing that on its success, their own happiness and prosperity depended.

Fourthly. It is manifest as the light of day, that the general subjects of observation and the constant and the familiar topic of discourse among the Hindu community of Bengal, are the literary and political improvements which are continually going on in the state of the country under the present system of Government, and a comparison between their present auspicious prospects and their hopeless condition under their former Rulers.

Under these circumstances, your Lordship cannot fail to be impressed with a full conviction, that whoever charges the Natives of this country with disloyalty, or insinuates aught to the prejudice of their fidelity and attachment to the British Government, must either be totally ignorant of the affairs of this country and the feelings and sentiments of its inhabitants, as above stated, or, on the contrary, be desirous of misrepresenting the people and misleading the Government, both here and in England, for unworthy purposes of his own

Your Memorialists must confess, that these feelings of loyalty and attachment, of which the most unequivocal proofs stand on record, have been produced by the wisdom and liberality displayed by the British Government in the means adopted for the gradual improvement of their social and domestic condition, by the establishment of Colleges, Schools, and other beneficial institutions in this city, among which the creation of a British Court of Judicature for the more effectual administration of Justice, deserves to be gratefully remembered

A proof of the Natives of India being more and more attached to the British Rule in proportion as they experience from it the blessings of just and liberal treatment, is, that the Inhabitants of Calcutta,

who enjoy in many respects very superior privileges to those of their fellow-subjects in other parts of the country, are known to be in like measure more warmly devoted to the existing Government; nor is it at all wonderful they should in loyalty be not at all inferior to British-born Subjects, since they feel assured of the possession of the same civil and religious liberty, which is enjoyed in England, without being subjected to such heavy taxation as presses upon the people there.

Hence the population of Calcutta, as well as the value of land in this City, have rapidly increased of late years, notwithstanding the high rents of houses and the dearness of all the necessaries of life compared with other parts of the country, as well as the Inhabitants being subjected to additional taxes, and also liable to the heavy costs necessarily incurred in case of suits before the Supreme Court.

Your Lordship may have learned from the works of the Christian Missionaries, and also from other sources, that ever since the art of printing has become generally known among the Natives of Calcutta, numerous Publications have been circulated in the Bengalee Language, which by introducing free discussion among the Natives and inducing them to reflect and inquire after knowledge, have already served greatly to improve their minds and ameliorate their condition. This desirable object has been chiefly promoted by the establishment of four Native Newspapers, two in the Bengalee and two in the Persian Languages, published for the purpose of communicating to those residing in the interior of the country, accounts of whatever occurs worthy of notice at the Presidency or in the country, and also interesting and valuable intelligence of what is passing in England and in other parts of the world, conveyed through the English Newspapers or other channels

Your Memorialists are unable to discover any disturbance of the peace, harmony, and good order of society, that has arisen from the English Press, the influence of which must necessarily be confined to that part of the community who understand the language thoroughly; but they are quite confident, that the publications in the Native Languages, whether in the shape of a Newspaper or any other work, have none of them been calculated to bring the Government of the country into hatred and contempt, and that they have not proved, as far as can be ascertained by the strictest inquiry, in the slightest degree injurious; which has very lately been acknowledged in one of the most respectable English Missionary works. So far from obtruding upon Government groundless representations, Native Authors and Editors have always restrained themselves from publishing even such facts respecting the judicial proceedings in the Interior of the country as they thought were likely at first view to be obnoxious to Government.

While your Memorialists were indulging the hope that Government, from a conviction of the manifold advantages of being put in possession of full and impartial information regarding what is passing in all parts of the Country, would encourage the establishment of Newspapers in the cities and districts under the special patronage and protection of Government, that they might furnish the Supreme Authorities in Calcutta with an accurate account of local occurrences and reports of Judicial proceedings,—they have the misfortune to observe, that on the contrary, his Excellency the Governor-General in Council has lately promulgated a Rule and Ordinance imposing severe restraints on the Press and prohibiting all Periodical Publications even at the Presidency and in the Native Languages, unless sanctioned by a License from Government, which is to be revocable at pleaure whenever it shall appear to Government that a publication has contained anything of an unsuitable character

Those Natives who are in more favourable circumstances and of respectable character, have such an invincible prejudice against making a voluntary affidavit, or undergoing the solemnities of an oath that they will never think of establishing a publication which can only be supported by a series of oaths and affidavits abhorrent to their feeling and derogatory to their reputation amongst their countrymen

After this Rule and Ordinance shall have been carried into execution, your Memorialists are therefore extremely sorry to observe, that a complete stop will be put to the diffusion of knowledge and the consequent mental improvement now going on, either by translations into the popular dialect of this country from the learned languages of the East, or by the circulation of literary intelligence drawn from foreign publications And the same cause will also prevent those Natives who are better versed in the laws and customs of the British Nation, from communicating to their fellow-subjects a knowledge of the admirable system of Government established by the British, and the peculiar excellencies of the means they have adopted for the strict and impartial administration of justice Another evil of equal importance in the eyes of a just Ruler is, that it will also preclude the Natives from making the Government readily acquainted with the errors and injustice that may be committed by its executive officers in the various parts of this extensive country; and it will also preclude the Natives from communicating frankly and honestly to their Gracious Sovereign in England and his Council, the real condition of his Majesty's faithful subjects in this distant part of his dominions and the treatment they experience from the local Government · since such information cannot in future be conveyed to England, as it has

heretofore been, either by the translations from the Native publications inserted in the English Newspapers printed here and sent to Europe, or by the English publications which the Natives themselves had in contemplation to establish, before this Rule and Ordinance was proposed.

After this sudden deprivation of one of the most precious of their rights, which has been freely allowed them since the Establishment of the British Power, a right which they are not, and cannot be charged with having ever abused, the inhabitants of Calcutta would be no longer justified in boasting, that they are fortunately placed by Providence under the protection of the whole British Nation, or that the King of England and his Lords and Commons are their Legislators, and that they are secured in the enjoyment of the same civil and religious privileges that every Briton is entitled to in England.

Your Memorialists are persuaded that the British Government is not disposed to adopt the political maxim so often acted upon by Asiatic Princes, that the more a people are kept in darkness, their Rulers will derive the greater advantages from them, since, by reference to History, it is found that this was but a short-sighted policy which did not ultimately answer the purpose of its authors. On the contrary, it rather proved disadvantageous to them, for we find that as often as an ignorant people, when an opportunity offered, have revolted against their Rulers, all sorts of barbarous excesses and cruelties have been the consequence, whereas a people naturally disposed to peace and ease, when placed under a good Government from which they experience just and liberal treatment, must become the more attached to it, in proportion as they become enlightened and the great body of the people are taught to appreciate the value of the blessings they enjoy under its Rule.

Every good Ruler, who is convinced of the imperfection of human nature, and reverences the Eternal Governor of the world, must be conscious of the great liability to error in managing the affairs of a vast empire; and therefore he will be anxious to afford every individual the readiest means of bringing to his notice whatever may require his interference. To secure this important object, the unrestrained Liberty of Publication, is the only effectual means that can be employed. And should it ever be abused, the established Law of the Land is very properly armed with efficient powers to punish those who may be found guilty of misrepresenting the conduct or character of Government, which are effectually guarded by the same Laws to which individuals must look for protection of their reputation and good name.

Your memorialists conclude by humbly entreating your Lordship to take this Memorial into your gracious consideration; and that you will be pleased by not registering the above Rule and Ordinance, to permit the Natives of this country to continue in possession of the civil rights and privileges which they and their fathers have so long enjoyed under the auspices of the British nation, whose kindness, and confidence, they are not aware of having done anything, to forfeit.

CHUNDER COOMAR TAGORE,
DWARKA NAUTH TAGORE,
RAMMOHUN ROY,
HURCHUNDER GHOSE,
GOWREE CHURN BONNERGEE,
PROSUNNO COOMAR TAGORE.

2(ii) APPEAL TO THE KING IN COUNCIL

TO THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY

MAY IT PLEASE YOUR MAJESTY,

We, your Majesty's faithful subjects, Natives of India and inhabitants of Calcutta, being placed by Providence under the sovereign care and protection of the august head of the British nation, look up to your Majesty as the guardian of our lives, property, and religion, and when our rights are invaded and our prayers disregarded by the subordinate authorities, we beg leave to carry our complaints before your Majesty's throne, which is happily established in mercy and justice, amidst a generous people celebrated throughout the earth as the enemies of tyranny, and distinguished under your royal auspices, as the successful defenders of Europe from Continental usurpation.

2nd We, your Majesty's faithful subjects, now come before you under the most painful circumstances, the local executive authorities having suddenly assumed the power of legislation in matters of the highest moment, and abolished legal privileges of long standing, without the least pretence that we have ever abused them, and made an invasion on our civil rights such as is unprecedented in the History of British Rule in Bengal, by a measure which either indicates a total disregard of the civil rights and privileges of your Majesty's faithful subjects, or an intention to encourage a cruel and unfounded suspicion of our attachment to the existing Government

3rd The greater part of Hindustan having been for several centuries subject to Muhammadan Rule, the civil and religious rights of its original inhabitants were constantly trampled upon, and from the habitual oppression of the conquerors, a great body of their subjects in the southern Peninsula (Dukhin), afterwards called Marhattahs, and another body in the western parts now styled Sikhs, were at last driven to revolt: and when the Mussulman power became feeble, they ultimately succeeded in establishing their independence; but the Natives of Bengal wanting vigor of body, and adverse to active exertion, remained during the whole period of the Muhammadan conquest, faithful to the existing Government, although their property was often plundered, their religion insulted, and their blood wantonly shed. Divine Providence at last, in its abundant mercy, stirred up the English nation to break the yoke of those tyrants, and to receive

the oppressed Natives of Bengal under its protection. Having made Calcutta the capital of their dominions, the English distinguished this city by such peculiar marks of favour, as a free people would be expected to bestow, in establishing an English Court of Judicature, and granting to all within its jurisdiction, the same civil rights as every Briton enjoys in his native country, thus putting the Natives of India in possession of such privileges as their forefathers never expected to attain, even under Hindu Rulers Considering these things and bearing in mind also the solicitude for the welfare of this country, uniformly expressed by the Honourable East India Company, under whose immediate control we are placed, and also by the Supreme Councils of the British nation, your dutiful subjects consequently have not viewed the English as a body of conquerors, but rather as deliverers, and look up to your Majesty not only as a Ruler, but also as a father and protector.

4th. Since the establishment of the Supreme Court of Judicature in Calcutta till the present time, a period that has been distinguished by every variety of circumstances, the country sometimes reposing in the bosom of profound peace, at others shaken with the din of arms—the local Government of Bengal, although composed from time to time, of men of every shade of character and opinion, never attempted of its own will and pleasure to take away any of the rights which your Majesty's royal ancestors with the consent of their Councils, had been graciously pleased to confer on your faithful subjects. Under the cheering influence of equitable and indulgent treatment, and stimulated by the example of a people famed for their wisdom and liberality, the Natives of India, with the means of amelioration set before them, have been gradually advancing in social and intellectual improvement In their conduct and in their writings, whether periodical or otherwise, they have never failed to manifest all becoming respect to a Government fraught with such blessings; of which their own publications and the judgment passed upon them by the works of their contemporaries, are the best proofs. Your faithful subjects beg leave in support of this statement to submit two extracts from English works very lately published, one by a Native of India, and the other by English Missionaries; the first is from a work published on the 30th of January last, by Rammohun Roy, entitled "a Final Appeal to the Christian Public. which may serve as a specimen of the sentiments expressed by the Natives of India towards the Government.

"I now conclude my Essay in offering up thanks to the Supreme Disposer of the universe, for having unexpectedly delivered this country, from the long continued tyranny of its former Rulers, and placed it

under the Government of the English, a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves, in promoting liberty and social happiness, as well as free inquiry into literary and religious subjects, among those nations to which their influence extends."—Pages 378, 379.

5th. The second extract is from a periodical work published at the Danish settlement of Serampore, by a body of English Missionaries, who are known to be generally the best qualified and the most careful observers of the foreign countries in which Europeans have settled. This work, entitled the "FRIEND OF INDIA," treating of the Native Newspapers published in Bengal, thus observes: "How necessary a step this (the established in Bengal, thus observes: "How necessary a step this (the establishment of a Native Press) was for the amelioration of the condition of the Natives, no person can be ignorant who has traced the effects of the Press in other countries. The Natives themselves soon availed themselves of this privilege; no less than four Weekly Newspapers in the Native language have now been established, and there are hopes, that these efforts will contribute essentially to arouse the Native mind from its long lethargy of death; and while it excites them to inquire into what is going forward in a world, of which Asia forms so important a portion, urge them to ascertain their own situation respecting that eternal world, which really communicates all the vigour and interest now so visible in Europeans. *Nor has this liberty been abused by them in the least degree*; yet these vehicles of intelligence have begun to be called for, from the very extremities of British India, and the talents of the Natives themselves, have not unfrequently been exerted in the production of Essays, that would have done credit to our own countrymen."—(*Friend of India*, quarterly series, No. VII, published in December, 1822).

6th. An English gentleman, of the name of Buckingham, who for some years published a Newspaper in this place, entitled the "CALCUTTA JOURNAL," having incurred the displeasure of the local Government, was ordered to leave this country, and soon afterwards, the Hon'ble John Adam, the Governor-General in Council, suddenly without any previous intimation of his intentions, passed a Rule and Ordinance, on the 14th of March, thus taking away the liberty of the Press, which your Majesty's faithful subjects had so long and so happily enjoyed, and substituting his own will and pleasure for the Laws of England, by which it had hitherto been governed. (This Rule, Ordinance, and Regulation is annexed: *vide* Paper annexed No. 1.)*

* These annexed papers have not been published as unnecessary. Ed.

7th. It being necessary according to the system established for the Government of this country that the above Regulation should receive the approbation of the Supreme Court by being registered there, after having been fixed up for 20 days on the walls of the Court-room, before it could become Law on the following Monday, (the 17th of March,) Mr. Fergusson, Barrister, moved the Court to allow parties who might feel themselves aggrieved by the New Regulation, to be heard against it by their Counsel before the sanction of the Court should establish it as Law, and the Honourable Sir Francis Macnaghten, the sole acting Judge, expressed his willingness to hear in this manner, all that could be urged against it, and appointed Monday the 31st of the same month of March, for Counsel to be heard. His Lordship also kindly suggested, that in the meantime, he thought it would be advisable to present a Memorial to Government, praying for the withdrawal of the said Rule and Ordinance. These observations from the Honourable Sir Francis Macnaghten, inspired your Majesty's faithful subjects at this Presidency, with a confident hope, that his Lordship disapproved of the Rule and Ordinance, and would use his influence with Government to second the prayer of the Memorial he recommended to be presented, or that at least in virtue of the authority vested in him for the purpose of protecting your faithful subjects against illegal and oppresive acts, he would prevent the proposed Rule from passing into Law.

8th. Your faithful subjects agreeable to a suggestion of this nature, proceeding from such a source, employed the few days intervening, in preparing a Memorial to Government, containing a respectful representation of the reasons which existed against the proposed Rule and Ordinance being passed into Law; but in preparing this Memorial in both the English and Bengalee Languages, and discussing the alterations suggested by the different individuals who wished to give it their support and signature, so much time was necessarily consumed, that it was not ready to be sent into circulation for signature until the 30th of March, consequently only fifteen Natives of respectability had time to read it over and affix their signature before the following day on which it was to be discussed in the Supreme Court and finally sanctioned or rejected. Besides that this number was considered insufficient, it was then too late for Government to act upon this Memorial, so as to supersede the discussions and decision that were to take place in the Court, and a few individuals, therefore, of those who concurred in it, hastily prepared another Memorial of the same tenor in the morning of that day, addressed to the Supreme Court itself, demonstrating our unshaken attachment to the British Govern-

ment, and praying the Court to withhold its sanction from a Regulation which would deprive us of an invaluable privilege, firmly secured to us by the Laws of the Land, which we had so long enjoyed and could not be charged with ever having abused (Annexed paper No. 2.) And although from these circumstances, the Memorial had still fewer signatures, your Majesty's faithful subjects reposed in the hope, that in appealing to a British Court of Law they might rely more on the justice of their cause, than the number or weight of names, especially, since it is wellknown, that there are many under the immediate influence of Government, who would not express an opinion against the acts of those in power at the time, although it were to secure the salvation of all their countrymen.

9th This Memorial being, by the order of the Judge, read by the Registrar of the Court, Mr Fergusson, (who besides his professional skill and eminence as an English Lawyer, has acquired by his long practice at the Calcutta Bar, a very intimate acquaintance with the state of this Country) in virtue of the permission granted him, entered into an argument, shewing the Rule and Ordinance to be both illegal and inexpedient. (The grounds on which he opposed it are given at length, annexed paper No 3)

10th These and other conclusive arguments, urged by Mr. Fergusson, and also by Mr. Turton, both eminently skilled in the Laws of England, powerfully strengthened the hopes previously created by the observations that formerly fell from the Bench, that the learned Judge would enter his protest against such a direct violation of the Laws, and uncalled for invasion of the rights of your faithful subjects.

11th. Notwithstanding, we observed with astonishment and regret, that his Lordship, in giving his decision, paid no regard whatever to the above Memorial, not alluding to it in the most distant manner, nor to the argument it contained; and his Lordship further disclosed, that at the time he expressed a desire to hear every objection that could be urged, and recommended a Memorial to Government against it, from which your faithful subjects unanimously hoped that the mind of the Judge was undecided, and rather unfavourable to the Rule, his Lordship had previously pledged himself by promise to Government to give it his sanction. (Annexed paper No 4, containing the speech made by Sir Francis Macnaghten the Judge, who presided on the occasion.)

12th. Your Majesty's faithful subjects cannot account for the inconsistency manifested by Sir F. Macnaghten in two different points with regard to the sanctioning of this Regulation. In the first place, according to his Lordship's own statement from the Bench, he re-

fused not only once, but twice, to see the Regulation before it passed in Council, probably because his Lordship thought it improper for him to give it his approbation until it came before him in the regular manner; but he afterwards, when application was made to him a third time, not only consented to read it, but with some alterations agreed to give it his sanction, a change of conduct for which no reason was assigned by his Lordship. Again, when application was made to his Lordship to hear the objections that might be urged against it, before giving it his Judicial approval, his Lordship withheld from the knowledge of the public, not only that he had already so pledged himself; but even that he had previously seen the Regulation, and expressed himself ready to hear all that could be said respecting it in the same manner as if his mind had been unfettered by any promise, and perfectly open to conviction. Consequently, some of your Majesty's faithful subjects prepared a Memorial and retained Counsel against the new Regulation, and had afterwards the mortification to find, that their representations were treated with contemptuous neglect, and that the arguments of the most able Lawyers could be of no avail.

13. Your Majesty in Parliament has been graciously pleased to make it a part of the Law of this Country, that after a Regulation has passed the Council, it must be fixed up for twenty days in the Supreme Court, before it can be registered, so as to receive the full force of Law, an interval which allows the Judge time for deliberation and to hear from others all the objections that may exist to the proposed measure, and might have the effect of preventing the establishment of injudicious and inexpedient or unjust and oppressive acts; but if, as in this case, the Judges enter into previous compact with the Local Government, and thus preclude the possibility of any effectual representation from your faithful subjects, who have no intimation of what is meditated till it be finally resolved upon, the salutary effect of twenty days' delay is lost, and your faithful subjects will be in constant apprehension, that the most valuable and sacred of their rights may, as in this instance, be suddenly snatched from them at a moment's warning, before they know that such a measure is in contemplation, or have time to represent the evils which it is calculated to inflict upon them.

14th. In pursuance of the Regulation passed as above described, the Government issued an official order in the "GOVERNMENT GAZETTE" of the 5th of April, commanding the attention of Editors of Newspapers, or other periodical works, to certain restrictions therein contained, prohibiting all matters which it might consider as coming under the following heads :

(1st.) Defamatory or contumelious reflections against the King, or any of the Members of the Royal Family.

(2nd). Observations or statements touching the character, constitution, measures or orders of the Court of Directors, or other public authorities in England, connected with the Government of India, or the character, constitution, measures, or orders of the Indian Governments, impugning the motives and designs of such authorities of Governments, or in any way tending to bring them into hatred or contempt, to excite resistance to their orders, and to weaken their authority.

(3rd.) Observations or statements of the above description, relative to, allied, or Friendly Native Powers, their Ministers, or Representatives.

(4th.) Defamatory or contumelious remarks or offensive insinuations levelled against the Governor-General, the Governors or Commanders-in-Chief, the Members of Council, or the Judges of His Majesty's Courts at any of the Presidencies, or the Bishop of Calcutta, and publications of any description, tending to expose them to hatred, obloquy or contempt, also libellous or abusive reflections and insinuations against the Public Officers of Government.

(5th.) Discussions having a tendency to create alarm or suspicion among the native population of any intended official interference with their religious opinions and observances, and irritating and insulting remarks on their peculiar usages and modes of thinking on religious subjects

(6th.) The republication from English, or other papers, of passages coming under the foregoing heads.

(7th.) Defamatory publications tending to disturb the peace, harmony, and good order of society.

(8th.) Anonymous appeals to the Public, relative to grievances of professional or official nature, alleged to have been sustained by public officers in the service of His Majesty or the Honourable Company.

This Copy of the Restrictions will be authenticated by the annexed Copy (No. 5).

15th. The above Restrictions, as they are capable of being interpreted, will in fact afford Government and all its Functionaries from the highest to the lowest, complete immunity from censure or exposure respecting anything done by them in their official capacity, however desirable it might be for the interest of the Country, and also that of this Honourable Company, that the public conduct of such public men should not be allowed to pass unnoticed. It can scarcely be doubted that the real object of these Restrictions is, to afford all

the Functionaries of Government complete security against their conduct being made the subject of observation, though it is associated with a number of other restraints totally uncalled for, but well calculated to soothe the supreme authorities in England and win their assent to the main object of the Rule—the suppression of public remark on the conduct of the public Officer of Government in India mark on the conduct of the public Officers of Government in India.

16th. Your Majesty's faithful subjects could have surely no inducement in this distant quarter of the world to make contumelious and injurious reflections on your Majesty or any of the members of your Majesty's illustrious family, or to circulate them among people to whom your Majesty's name is scarcely known, and to the greatest part of whom, even the fame of your greatness and power has not reached; but to those few Natives who are possessed of sufficient information to understand the political situation of England, the English Newspapers and Books which are constantly brought to this country in great abundance, are equally intelligible with the periodical publications printed in Calcutta.

17th. Neither can your Majesty's faithful subjects have any wish to make remarks on the proceedings of the Court of Directors, of whose beneficent intentions they are well convinced, but that the Honourable Body who have so often manifested their earnest desire to ameliorate the condition of their Indian dependants, must be naturally anxious to be made exactly acquainted with the manner in which their wishes are carried into execution, and the operation and effect of the acts passed relative to this country.

18th. Whoever shall maliciously publish what has a tendency to bring the Government into hatred and contempt, or excite resistance to its orders, or weaken their authority, may be punished by Law as guilty of treason or sedition ; and surely in a country enjoying profound peace externally and internally, and where seditious and treasonable publications are unknown, it could not be necessary for Government to throw aside of a sudden, the Laws which for anything that has appeared, were fully sufficient, and arm itself with new and extraordinary powers at a time when that Government is more secure than at any former period.

19th. It may surely be left for British Judges and Juries to determine whether the mention made of the proceedings of Government, be malevolent, seditious and dangerous to the State, so as to render a writer or publisher culpable and amenable to punishment; but if the mere mention of the conduct of Government without misrepresentation or malice on the part of the writer, bring it into hatred

and contempt, such conduct will never receive the countenance or protection of your Majesty by the sanction of a Law to prevent its exposure to public observation, and the discovery of that dissatisfaction it may have occasioned, which would afford the higher authorities an opportunity of removing them

20th. After a body of English Missionaries have been labouring for about twenty-five years by preaching and distributing publications in the native languages in all parts of Bengal, to bring the prevailing system of religion into disrepute, no alarm whatever prevails, because your Majesty's faithful subjects possess the power of defending their Religion by the same means that are employed against it, and many of them have exercised the freedom of the Press to combat the writings of English missionaries, and think no other protection necessary to the maintenance of their faith. While the Teachers of Christianity use only reason and persuation to propagate their Religion, your Majesty's faithful subjects are content to defend theirs by the same weapons, convinced that true Religion needs not the aid of the sword or of legal penalties for its protection. While your Majesty's faithful subjects perceived that Government shewed no displeasure, and claimed no arbitrary power of preventing the publication of what was written in defence of the prevailing religion of the country, it was impossible to entertain any such suspicion as that intimated in the 5th article, *viz.*, that Government would interfere with the established faith of the natives of this country. Nevertheless, if any person with a malicious and seditious design were to circulate an unfounded rumour that Government meant so to interfere with our religious privileges, he would be severely punished by law: but if the Government really intended to adopt measures to change the religion of the country, your Majesty's faithful subjects would be absolutely prohibited by the present Restrictions from intimating the appalling intelligence to their countrymen: and although they have every reason to hope that the English nation will never abandon that religious toleration which has distinguished their progress in the East, it is impossible to foresee to what purposes of religious oppression such a Law might at some future time be applied

21st The office of the Lord Bishop of Calcutta not calling him to preach Christianity in that part of the town inhabited by the natives, or to circulate Pamphlets among them against the established Religion of the Country, but being of a nature totally distinct, and not at all interfering with the religious opinion of the native population, they could never dream of vilifying and defaming his character or office.

22nd. The Judges of the Supreme Court in Calcutta and of the

English Courts of Judicature at the other Presidencies, enjoy, in virtue of their office, the power of protecting their characters and official conduct from defamation and abuse : since such would be either a contempt of the Court, liable to summary punishment, or punishable by those Laws enacted against libel. It is therefore hard to be conceived, that they stand in need of still further protection, unless it should be wished thereby to create an idea of their infallibility, which however is incompatible with the freedom allowed to Barristers, of delivering their sentiments beforehand on the justice or injustice of the opinions the Judges may pronounce, and in case of appeal, of controverting the justice and equity of their decision. The only object such a restriction is calculated to attain, must therefore be defeated, unless it be meant thereby to prevent the publication of the pleadings which as they take place in an English Court of Judicature are by Law public, and ought to be accessible to all.

23rd. The seventh restriction prohibiting defamatory publications tending to disturb the peace, harmony, and good order of Society, is equally unnecessary, since the British Legislature has already provided a punishment for such offences by the Laws enacted against libel.

24th. Your Majesty's faithful subjects will not offer any more particular remarks on the superfluous Restrictions introduced to accompany those more important ones which are the principal object of Government, and will conclude with this general observation, that they are unnecessary, either because the offences prohibited are imaginary and improbable, or because they are already provided for by the Laws of the Land, and either the Government does not intend to put them in force at all, or it is anxious to interrupt the regular course of justice, abolish the right of Trial by Jury and, by taking the Law into its own hands, to combine the Legislative and Judicial power, which is destructive of all Civil Liberty.

25th. Your Majesty's faithful subjects have heard that, Your Majesty contantly submits to the greatest freedom of remark among your British-born subjects without losing any part of the homage and respect due to your exalted character and station, and that the conduct of your Ministers is constantly the topic of discussion, without destroying the dignity and power of the Government While such is the case in a country where it is said above nine-tenths of the Inhabitants read newspapers, and are therefore liable to be led by the opinions circulated through the Press, its capability of bringing a Government into hatred and contempt must be far less in a country where the great mass of the population do not read at all, and have the greatest reverence for men in power, of whom they can only judge

by what they feel, and are not to be moved by what is written, but by what is done, where consequently Government can only be brought into hatred and contempt by its own acts.

26th. The Marquis of Hastings, who had associated for the greater part of his life, with Kings and Princes, entertained no apprehension that the salutary control of public scrutiny which he commended, would bring him or his Indian administration into hatred and contempt; and in effect, instead of such being the result, the greater the freedom he allowed to the European conductors of the Press, only rendered his name the most honoured and revered in this part of the world, because it was universally believed, that his conduct proceeded from a consciousness of rectitude which feared no investigation

27th But your faithful subjects might forbear urging further arguments on this subject to your Majesty, who with your actions open to observation, possess the love, the esteem, and the respect of mankind, in a degree which none of the despotic Monarchs of Europe or Asia can ever attain, whose subjects are prohibited from examining and expressing their opinions regarding their conduct

28th. Asia unfortunately affords few instances of Princes who have submitted their actions to the judgment of their subjects, but those who have done so, instead of falling into hatred and contempt, were the more loved and respected, while they lived, and their memory is still cherished by posterity; whereas more despotic Monarchs, pursued by hatred in their life time, could with difficulty escape the attempts of the rebel or the assassin, and their names are either detested or forgotten

29th The idea of the possession of a absolute power and perfection, is evidently not necessary to the stability of the British Government of India, since your Majesty's faithful subjects are accustomed to see private individuals citing the Government before the Supreme Court, where the justice of their acts is fearlessly impugned, and after the necessary evidence being produced and due investigation made, judgment not unfrequently given against the Government, the judge not feeling himself restrained from passing just sentence by any fear of the Government being thereby brought into contempt. And your Majesty's faithful subjects only pray, that it may be permitted by means of the Press or by some other means equally effectual, to bring forward evidence regarding the acts of Government which affect the general interest of the community, that they also may be investigated and reversed, when those who have the power of doing so, become convinced that they are improper or injurious.

30th. A Government conscious of rectitude of intention, cannot be afraid of public scrutiny by means of the Press, since this instrument can be equally well employed as a weapon of defence, and a Government possessed of immense patronage, is more especially secure, since the greater part of the learning and talent in the country being already enlisted in the service, its actions, if they have any shadow of Justice, are sure of being ably and successfully defended.

31st. Men in power hostile to the Liberty of the Press, which is a disagreeable check upon their conduct, when unable to discover any real evil arising from its existence, have atempted to make the world imagine, that it might in some possible contingency, afford the means of combination against the Government, but not to mention that extraordinary emergencies would warrant measures which in ordinary times are totally unjustifiable, your Majesty is well aware, that a Free Press has never yet caused a revolution in any part of the world, because, while men can easily represent the grievances arising from the conduct of the local authorities to the supreme Government, and thus get them redressed, the grounds of discontent that excite revolution are removed; whereas, where no freedom of the Press existed, and grievances consequently remained unrepressented and unredressed, innumerable revolutions have taken place in all parts of the globe, or if prevented by the armed force of the Government, the people continued ready for insurrection.

32nd. The servants of the Honourable Company are necessarily firmly attached to that system from which they derive their consequence and power, and on which their hopes of higher honours and still greater emoluments depend; and if it be possible to imagine, that these strong considerations are not sufficient to preserve subordination among them, the power of suspension and ruin which hangs over their heads for any deviation from duty, is certainly sufficient to secure that object.

33rd. After the British Government has existed for so many years, it has acquired a certain standard character in the minds of the natives of India, from the many excellent men who have from time to time held the reins of power, and the principles by which they have been guided. Whatever oppinion, therefore, may be entertained of the individuals composing it at a particular period, while the source of power remains the same, your Majesty's faithful subjects cannot of a sudden lose confidence in the virtue of the stream, since although it may for a period be tainted with corruption, yet in the natural course of events it must soon resume its accustomed character. Should individuals abuse the power entrusted to them, public resentment cannot

be transferred from the delinquents to the Government itself, while there is a prospect of remedy from the higher authorities; and should the highest in this country turn a deaf ear to complaint, by forbidding grievances to be even mentioned, the spirit of loyalty is still kept alive by the hope of redress from the authorities in England thus the attachment of the Natives of India, to the British Government must be as permanent as their confidence in the honour and Justice of the British nation, which is their last Court of Appeal next to Heaven. But if they be prevented from making their real condition known in England, deprived of this hope of redress, they will consider the most peculiar excellence of the British Government of India, as done away.

34th. If these conclusions drawn from the particular circumstances of this country, be met with such an argument as that a colony or distant dependency can never safely be entrusted with the Liberty of the Press, and that therefore Natives of Bengal cannot be allowed to exercise the privileges they have so long enjoyed, this would be in other words to tell them, that they are condemned to perpetual oppression and degradation, from which they can have no hope of being raised during the existence of the British Power.

35th. The British nation has never yet descended to avow a principle so foreign to their character, and if they could for a moment entertain the idea of preserving their power by keeping their colonies in ignorance, the prohibition of periodical publications is not enough but printing of all kinds, education, and every other means of diffusing knowledge should be equally discouraged and put down For it must be the distant consequences of the diffusion of knowledge that are dreaded by those (if there be any such) who are really apprehensive for the stability of Government, since it is well known to all in the least acquainted with this country, that although every effort were made by periodical with this country, that although every effort were made by periodical as well as other publications, a great number of years must elapse before any considerable change can be made in the existing habits and opinions of the Natives of India, so firmly are they wedded to established custom. Should apprehensions so unworthy of the English nation prevail, then unlike the ancient Romans who extended their knowledge and civilization with their conquests, ignorance and degradation must mark the extent of British Power. Yet surely even this affords no hope of perpetual rule, since notwithstanding the tyranny and oppression of Gengis Khan and Tamerlane, their empire was not so lasting as that of the Romans, who to the proud title of conquerors, added the more glorious one of Enlighteners of the World

And of the two most renowned and powerful monarchs among the Moghuls, Akbar was celebrated for his clemency, for his encouragement of learning, and for granting civil and religious liberty to his subjects, and Aurungzebe, for his cruelty and intolerance, yet the former reigned happy, extended his power and his dominions, and his memory is still adored, whereas the other, though endowed with equal abilities and possessed of equal power and enterprize, met with many reverses and misfortunes during his lifetime, and his name is now hold in abhorrence.

36th. It is well known that despotic Governments naturally desire the suppression of any freedom of expression which might tend to expose their acts to the obloquy which ever attends the exercise of tyranny or oppression, and the argument they constantly resort to, is, that the spread of knowledge is dangerous to the existence of all legitimate authority, since, as a people become enlightened, they will discover that by a unity of effort, the many may easily shake off the yoke of the few, and thus become emancipated from the restraints of power altogether, forgetting the lesson derived from history, that in countries which have made the smallest advances in civilization, anarchy and revolution are most prevalent while on the other hand, in nations the most enlightened, any revolt against governments which have guarded inviolate the rights of the governed, is most rare, and that the resistence of a people advanced in knowledge, has ever been —not against the existence,—but against the abuses of the Governing power. Canada, during the late war with America, afforded a memorable instance of the truth of this argument. The enlightened inhabitants of that colony, finding that their rights and privileges had been secured to them, their complaints listened to, and their grievances redressed by the British government, resisted every attempt of the United States to seduce them from their allegiance to it. In fact, it may be fearlessly averred, that the more enlightened a people become, the less likely are they to revolt against the governing power, as long as it is exercised with justice tempered with mercy, and the rights and privileges of the governed are held sacred from any invasion

37th. If your Majesty's faithful subjects could conceive for a moment, that the British nation actuated solely by interested policy, considered India merely as a valuable property, and would regard nothing but the best means of securing its possession and turning it this property be well taken care of by their servants, on the same principle that good masters are not indifferent about the treatment of their slaves.

38th While therefore the existence of a free Press is equally necessary for the sake of the Governors and the governed, it is possible

a national feeling may lead the British people to suppose, that in two points, the peculiar situation of this country requires a modification of the laws enacted for the control of the Press in England. First, that for the sake of greater security and to preserve the union existing between England and this country, it might be necessary to enact a penalty to be inflicted on such persons as might endeavour to excite hatred in the minds of the Natives of India against the English nation. Secondly, that a penalty should be inflicted on such as might seditiously attempt to excite hostilities with neighbouring or friendly states. Although your Majesty's faithful subjects are not aware that anything has yet occurred to call for the precautions thus anticipated, yet should such or any other limitations of the liberty of the Press be deemed necessary, they are perfectly willing to submit to additional penalties to be legally inflicted. But they must humbly enter their protest against the injustice or robbing them of their long standing privileges, by the introduction of numerous arbitrary restrictions, totaly uncalled for by the circumstances of the country—and whatever may be their intention, calculated to suppress truth, protect abuses—and encourage oppression.

39th. Your Majesty's faithful subjects now beg leave to call your Majesty's attention to some peculiarly injurious consequences of the new laws that have thus been suddenly introduced in the manner above described. First, the above Rule and Ordinance has deprived your Majesty's faithful subjects of the liberty of the Press, which they had enjoyed for so many years since the establishment of the British Rule. Secondly, your Majesty's faithful subjects are deprived of the protection of your Majestys and the high council of the British nation, who have hitherto exclusively exercised the legislative power in this part of your Majesty's dominions.

40th. If upon representations being made by the local authorities in the country, your Majesty after due investigation had been pleased with the advice of the high council of the realm to order the abolition of the liberty of the Press in India, your Majesty's faithful subjects from the feeling of respect and loyalty due to the supreme legislative power, would have patiently submitted, since although they would in that case, still have lost one of their most precious privileges, yet their claim to the superintendence and protection of the highest legislative authority, in whom your faithful subjects have unbounded confidence, would still have remained unshaken; but were this Rule and Ordinance of the local Government to be held valid, and thus remain as a precedent for similar proceedings in future, your faithful subjects would find their hope of protection from the Supreme

Government, cut off, and all their civil and religious rights placed entirely at the mercy of such individuals as may be sent from England to assume the executive authority in this country, or rise into power through the routine of office, and who from long officiating in an inferior station, may have contracted prejudices against individuals or classes of men, which ought not to find shelter in the breast of the Legislator.

41st. As it never has been imagined, or surmised in this country, that the Government was in any immediate danger from the operation of the native Press, it cannot be pretended, that the public safety required strong measure to be instantly adopted, and that consequently there was not sufficient time to make a representation to the authorities in England, and wait for their decision, or that it was incumbent on the highest Judicial authority in India, to sanction an act so repugnant to the laws of England, which he has sworn to maintain inviolate.

42nd. If as your Majesty's faithful subjects have been informed, this Government were dissatisfied with the conduct of the English newspaper, called the "Calcutta Journal," the banishment of the Editor of that paper, and the power of punishing those left by him to manage his concern, should they also give offence, might have satisfied the Government; but at any rate your Majesty's faithful subjects, who are natives of this country, against whom there is not the shadow of a charge, are at a loss to understand the nature of that justice which punishes them, for the fault imputed to others. Yet notwithstanding what the local authorities of this country have done, your faithful subjects feel confident, that your Majesty will not suffer to to be believed throughout your Indian territories, that it is British justice to punish millions for the fault imputed to one individual.

43rd. The abolition of this most precious of their privileges, is the more appalling to your Majesty's faithful subjects, because it is a violent infringement of their civil and religious rights, which under the British Government, they hoped would be always secure Your Majesty is aware, that under their former Muhammadan Rulers, the natives of this country enjoyed every political privilege in common with Mussulmans, being eligible to the highest offices in the state, entrusted with the command of armies and the government of provinces and often chosen as advisers to their Prince, without disqualification or degrading distinction on account of their religion or the place of their birth. They used to receive free grants of land exempted from

any payments of revenue, and besides the highest salaries allowed under the Government, they enjoyed free of charge, large tracts of country attached to certain offices of trust and dignity, while natives of learning and talent were rewarded with numerous situations of honour and emolument. Although under the British Rule, the natives of India, have entirely lost this political consequence, your Majesty's faithful subjects were consoled by the more secure enjoyment of those civil and religious rights which had been so often violated by the rapacity and intolerance of the Mussalmans; and notwithstanding the loss of political rank and power, they considered themselves much happier in the enjoyment of civil and religious liberty than were their ancestors, but if these rights that remain are allowed to be unceremoniously invaded, the most valuable of them being placed at the mercy of one or two individuals, the basis on which they have founded their hopes of comfort and happiness under the British Power, will be destroyed.

4th Your Majesty has been pleased to place this part of your dominions under the immediate control of the Court of Directors, and this Honourable Body have committed the entire management of this country (Calcutta excepted) to a number of gentlemen styled Civil Servants, usually under the superintendence of a Governor General These gentlemen who are entrusted with the whole administration, consist of three classes; First, subordinate local officers such as Judges of Districts, Magistrates, Collectors and commercial agents; Secondly, officers superior to them as Judges of Circuit, and Members of different Revenue and Commercial Boards, &c. Thirdly those who fill the highest and most important offices, as Judges of the Sudder Dewany Adalut, Secretaries to Government, the Member of the Supreme Council, and sometimes a Civil Servant may rise to the highest office, of Governor General of India. In former times native fathers were anxious to educate their children according to the usages of those days, in order to qualify them for such offices under government as they might reasonably hope to obtain; and young men had the most powerful motives for sedulously cultivating their minds, in the laudable ambition of rising by their merits to an honourable rank in society; whereas, under the present system, so trifling are the rewards held out to native talent, that hardly any stimulus to intellectual improvement remains; yet, your Majesty's faithful subjects felt confident, that notwithstanding these unfavourable circumstances, the natives of India would not sink into absolute mental lethargy while allowed to aspire to distinction in the world of letters and to exercise the liberty of the Press for their moral and intellectual

improvement, which are far more valuable than the acquisition of riches or any other temporal advantages under arbitrary power.

45th. Those gentlemen propose and enact laws for the Government of the extensive territory under their control, and also administer these laws, collect revenue of all sorts, and superintend manufactories carried on in behalf of the state, and they have introduced accordingg to their judgment, certain judicial, commercial, and revenue systems, to which it may be supposed they are partial, as being their own, and therefore support them with their whole influence and abilities as of the most efficient and salutary character It is also the established custom of these gentlemen to transmit official reports from time to time, to the Court of Directors, to make them acquainted with the mode in which the country is governed, and the happiness enjoyed by the people of this vast empire, from the manner in which the laws are administered.

46th. Granting that those gentlemen were almost infallible in their judgment and their systems nearly perfect; yet your Majesty's faithful subjects may be allowed to presume, that the paternal anxiety which the Court of Directors have often expressed for the welfare of the many millions dependent upon them in a country situated at the distance of several thousand miles, would suggest to them the propriety of establishing some other means besides, to ascertain whether the systems introduced in their Indian possessions, prove so beneficial to the natives of this country, as their authors might fondly suppose or would have others believe, and whether the Rules and Regulations which may appear excellent in their eyes, are strictly put in practice.

47th. Your Majesty's faithful subjects are aware of no means by which impartial information on these subjects can be obtained by the Court of Directors or others authorities in England, except in one of the two following modes: either, first, by the existence of a Free Press in this country and the Establishment of Newspapers in the different Districts under the special patronage of the Court of Directors and subject to the control of law only, or secondly by the appointment of a commission composed of gentlemen of intelligence and respectability, totally unconnected with the Governing Body in this country, which may from time to time, investigate on the spot, the condition of your Majesty's faithful subjects, and judge with their own eyes regarding the operation of the systems of law and jurisprudence under which they live.

48th. But the immense labour required for surveying a country of such extent, and the great expense that would be necessary to induce men of such reputation and ability as manifestly to qualify them for

the important task, to undertake a work of such difficulty, which must be frequently repeated, present great, if not insuperable obstacles to the introduction or efficacy of the latter mode of proceeding by commission; from which your Majesty's faithful subjects therefore, do not entertain any sanguine expectations; unless your Majesty influenced by human considerations for the welfare of your subjects, were graciously pleased to enjoin its adoption from a conviction of its expediency whatever might be the expense attending it.

49th. The publication of truth and the natural expression of men's sentiments through the medium of the Press, entail no burden on the State, and should it appear to your Majesty and the enlightened men placed about your throne, that this precious privilege which is no essential to the well-being of your faithful subjects, could not safely be entrusted to the Natives of India, although they have given such unquestionable proofs of their loyalty and attachment, subject only to the restraints wisely imposed upon the Press by the laws of England, your faithful subjects entreat on behalf of their countrymen, that your Majesty will be graciously pleased to grant it, subject to such severer restraints and heavier penalties as may be deemed necessary; but legal restraints, not those of arbitrary power—and penalties to be inflicted after trial and conviction according to the forms of the Laws of England,—not at the will and pleasure of one or two individuals without investigation or without hearing any defence or going through any of the forms prescribed by law, to ensure the equitable administration of justice

50th. Notwithstanding the despotic power of the Mogul Princes, who formerly ruled over this country, and that their conduct was often cruel and arbitrary, yet the wise and virtuous among them, always employed two intelligencers at the residence of their Nawabs or Lord Lieutenants, *Akhbar-navees*, or news-writer who published, an account of whatever happened, and a *Khoofea-navees*, or confidential correspondent, who sent a private and particular account of every occurrence worthy of notice; and although these Lord Lieutenants were often particular friends or near relations to the Prince, he did not trust entirely to themselves for a faithful and impartial report of their administration, and degraded them when they appeared to deserve it, either for their own faults or for their negligence in not checking the delinquencies of their subordinate officers; which shews that even the Mogul Princes, although their form of Government admitted of nothing better, were convinced, that in a country so rich and so replete with temptations, a restraint of some kind was absolutely

necessary, to prevent the abuses that are so liable to flow from the possession of power.

51st. The country still abounds in wealth, and its inhabitants are still addicted to the same corrupt means of compassing their ends, to which form having long lived under arbitrary Government, they have become naturally habituated; and if its present Rules have brought with them purer principles from the land of their birth which may better withstand the influence of long residence amid the numerous temptations to which they are exposed;—on the other hand, from the seat of the Supreme Government being placed at an immense distance and the channel of communication entirely in their own hands, they are left more at liberty to follow their own interests, and looking forward to the quiet and secure enjoyment of their wealth in their native land, they may care little for the character they leave behind them in a remote country, among a people for whose opinion they have no regard. Your Majesty's faithful subjects, therefore, humbly presume, that the existence of a restraint of some kind, is absolutely necessary to preserve your faithful subjects from the abuses of uncontrolled power.

52nd. That your Majesty may be convinced, that your faithful subjects do not allude merely to possible abuses, or joint out only theoretical defects in established systems, they beg leave to call your Majesty's attention to the observations contained in a Number of a most respectable Baptist Missionary work, the accuracy of which, although it has now been two years* in circulation, in all parts of India, not one of the numerous civil servants of the Honourable Company, has ventured to dispute nor have the flagrant abuses it points out, been remedied.

53rd. It might be urged on the other hand, that persons who feel aggrieved, may transmit representations to the Court of Directors, and thus obtain redress; but the natives of this country are generally ignorant of this mode of proceeding; and with neither friends in England nor knowledge of the country, they could entertain no hope of success, since they know that the transmission of their representations, depends in point of time, upon the pleasure of the local Government, which will probably, in order to counteract their influence, accompany them with observations, the nature of which would be totally unknown to the complainants,—discouragements which in fact have operated as complete preventives, so that no instance of such a representation from the Natives of Bengal, has ever been known.

54th. In conclusion, your Majesty's faithful subjects humbly beseech your Majesty, first, to cause the Rule and Ordinance and Re-

gulation before mentioned, which has been registered by the Judge of your Majesty's Court, to be rescinded; and prohibit any authority in this country, from assuming the legislative power, or prerogatives of your Majesty and the High Council of the Realm, to narrow the privileges and destroy the rights of your Majesty's faithful subjects, who claim your protection, and are willing to submit to such laws, as your Majesty with the advice of your Council, shall be graciously pleased to enact.

Secondly, your Majesty's faithful subjects humbly pray, that have so long enjoyed, of expressing their sentiments through the medium of the Press, subject to such legal restraints as may be thought necessary or that your Majesty will be graciously pleased to appoint a commission of intelligent and independent Gentlemen, to inquire into the real condition of the millions Providence has placed under your high protection.

55th. Your Majesty's faithful subjects from the distance of almost half the globe, appeal to your Majesty's heart by the sympathy which forms a paternal tie between you and the lowest of your subjects, not to overlook their condition; they appeal to you by the honour of that great nation which under your Royal auspices has obtained the glorious title of Liberator of Europe, not to permit the possibility of millions of your subjects being wantonly trampled on and oppressed; they lastly appeal to you by the glory of your Crown on which the eyes of the world are fixed, not to consign the natives of India, to perpetual oppression and degradation.

3. VIEWS ON SETTLEMENT IN INDIA BY EUROPEANS[1]

FROM personal experience, I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social, and political affairs: a fact which can be easily proved by comparing the condition of those of my countrymen who have enjoyed this advantage with that of those who unfortunately have not had that opportunity; and a fact which I could, to the best of my belief declare on solemn oath before any assembly. As to the indigo planters, I beg to observe that I have travelled through several districts in Bengal and Behar, and I found the natives residing in the neighbourhood of indigo plantations evidently better clothed and better conditioned than those who lived at a distance from such stations. There may be some partial injury done by the indigo planters; but, on the whole, they have performed more good to the generality of the natives of this country than any other class of Europeans, whether in or out of the service.*

Much has been said and written by persons in the employ of the Hon. East India Company and others on the subject of the settlement of Europeans in India, and many various opinions have been expressed

1. This originally appeared in the General Appendix to the Report of the Select Committee of the House of Commons on the affairs of the East India Company, 1832.—ED.

* A great public meeting was held at the Town Hall of Calcutta on the 15th of December 1829, for the purpose of petitioning the Parliament to throw open the China and India trade and to remove the restrictions against settlement of Europeans in India. The above is the report of the speech which Ram Mohun Roy is said to have made in supporting the resolution for abolishing the restrictions on the residence of Europeans in India. It is reprinted from the Asiatic Journal, Vol. II., New Series, May-August 1830.—ED.

as to the advantages and disadvantages which might attend such a political measure. I shall here briefly and candidly state the principal effects which, in my humble opinion, may be expected to result from this measure.

2. I notice, first, some of the advantages that might be derived from such a change.

ADVANTAGES

First.—European settlers in India will introduce the knowledge they possess of superior modes of cultivating the soil and improving its products (in the article of sugar, for example), as has already happened with respect to indigo, and improvements in the mechanical arts, and in the agricultural and commercial systems generally, by which the natives would of course benefit.

Secondly.—By a free and extensive communication with the various classes of the native inhabitants the European settlers would gradually deliver their minds from the superstitions and prejudices, which have subjected the great body of the Indian people to social and domestic inconvenience, and disqualified them from useful exertions.

Thirdly.—The European settlers being more on a par with the rulers of the country, and aware of the rights belonging to the subjects of a liberal Government, and the proper mode of administering justice, would obtain from the local Governments, or from the Legislature in England, the introduction of many necessary improvements in the laws and judicial system; the benefit of which would of course extend to the inhabitants generally, whose condition would thus be raised.

Fourthly.—The presence, countenance and support of the European settlers would not only afford to the natives protection against the impositions and oppression of their landlords and other superiors, but also against any abuse of power on the part of those in authority.

Fifthly.—The European settlers, from motives of benevolence, public spirit and fellow-feeling towards their native neighbours, would establish schools and other seminaries of education for the cultivation of the English language throughout the country, and for the diffusion of a knowledge of European arts and sciences; whereas at present the bulk of the natives (those residing at the Presidencies and some large towns excepted) have no more opportunities of acquiring this means

of national improvement than if the country had never had any intercourse or connection whatever with Europe.

Sixthly.—As the intercourse between the settlers and their friends and connections in Europe would greatly multiply the channels of communication with this country, the public and the Government here would become much more correctly informed, and consequently much better qualified to legislate on Indian matters than at present, when, for any authentic information, the country is at the mercy of the representations of comparatively a few individuals, and those chiefly the parties who have the management of public affairs in their hands, and who can hardly fail therefore to regard the result of their own labours with a favourable eye.

Seventhly.—In the event of an invasion from any quarter, east or west, Government would be better able to resist it, if, in addition to the native population, it were supported by a large body of European inhabitants, closely connected by national sympathies with the ruling power, and dependent on its stability for the continued enjoyment of their civil and political rights.

Eighthly.—The same cause would operate to continue the connection between Great Britain and India on a solid and permanent footing; provided only the latter country be governed in a liberal manner, by means of Parliamentary superintendence, and such other legislative checks in this country as may be devised and established. India may thus for an unlimited period, enjoy union with England, and the advantage of her enlightened Government; and in return contribute to support the greatness of this country.

Ninthly.—If, however, events should occur to effect a separation between the two countries, then still the existence of a large body of respectable settlers (consisting of Europeans and their descendants, professing Christianity, and speaking the English language in common with the bulk of the people, as well as possessed of superior knowledge, scientific, mechanical, and political) would bring that vast Empire in the east to a level with other large Christian countries in Europe, and by means of its immense riches and extensive population, and by the help which may be reasonably expected from Europe, they (the settlers and their descendants) may succeed sooner or later in enlightening and civilizing the surrounding nations of Asia.

3. I now proceed to state some of the principal disadvantages which may be apprehended, with the remedies which I think calculated to prevent them, or at any rate their frequent occurrence.

DISADVANTAGE

First.—The European settlers being a distinct race, belonging to the class of the rulers of the country, may be apt to assume an ascendancy over the aboriginal inhabitants, and aim at enjoying exclusive rights and privileges, to the depression of the larger, but less favoured class; and the former being also of another religion, may be disposed to wound the feelings of the natives, and subject them to humiliations on account of their being of a different creed, colour and habits.

As a remedy or preventive of such a result, I would suggest, 1st. That as the higher and better educated classes of Europeans are known from experience to be less disposed to annoy and insult the natives than persons of lower class, European settlers, for the first twenty years at least, should be from among educated persons of character and capital, since such persons are very seldom, if ever, found guilty of intruding upon the religious or national prejudices of persons of uncultivated minds; 2nd. The enactment of equal laws, placing all classes on the same footing as to civil rights, and the establishment of trial by jury (the jury being composed impartially of both classes), would be left as a strong check on any turbulent or overbearing characters amongst Europeans.

The second probable disadvantage is as follows: the Europeans possess an undue advantage over the natives, from having readier access to persons in authority, these being their own countrymen, as proved by long experience in numerous instances; therefore, a large increase of such a privileged population must subject the natives to many sacrifices from this very circumstance.

I would therefore propose as a remedy, that in addition to the native vakeels, European pleaders should be appointed in the country courts in the same manner as they are in the King's courts at the Presidencies, where the evil referred to is consequently not felt, because the counsel and attornies for both parties, whether for a native or a European, have the same access to the judge, and are in all respects on an equal footing in pleading or defending the cause of their clients.

The third disadvantage in contemplation is, that at present the natives of the interior of India have little or no opportunity of seeing

any Europeans except persons of rank holding public offices in the country, and officers and troops stationed in or passing through it under the restraint of military discipline, and consequently those natives entertain a notion of European superiority, and feel less reluctance in submission; but should Europeans of all ranks and classes be allowed to settle in the country, the natives who came in contact with them will materially alter the estimate now formed of the European character, and frequent collisions of interests and conflicting prejudices may gradually lead to a struggle between the foreign and native race till either one or the other obtain a complete ascendancy, and render the situation of their opponents so uncomfortable that no government could mediate between them with effect, or ensure the public peace and tranquillity of the country. Though this may not happen in the interior of Bengal, yet it must be kept in mind, that no inference drawn from the conduct of the Bengalese (whose submissive disposition and want of energy are notorious) can be applied with justice to the natives of the Upper Provinces, whose temper of mind is directly the reverse. Among this spirited race the jarrings above alluded to must be expected if they be subjected to insult and intrusion—a state of things which would ultimately weaken, if not entirely undermine, the British power in India, or at least occasion much bloodshed from time to time to keep the natives in subordination.

The remedy already pointed out (para. 3rd, art. 1st, remedy 1st), will, however also apply to this case, that is, the restriction of the European settlers to the respectable intelligent class already described, who in general may be expected not only to raise the European character still higher, but also to emancipate their native neighbours from the long standing bondage of ignorance and superstition, and thereby secure their affection, and attach them to the government under which they may enjoy the liberty and privileges so dear to persons of enlightened minds.

Some apprehend, as *the fourth probable danger*, that if the population of India were raised to wealth, intelligence, and public spirit, by accession and by the example of numerous respectable European settlers, the mixed community so formed would revolt (as the United States of America formerly did) against the power of Great Britain, and would ultimately establish independence. In reference to this, however, it must be observed that the Americans were driven to rebellion by misgomernment, otherwise they would not have revolted and separated themselves from England. Canada is a standing proof that an anxiety

to effect a separation from the mother country is not the natural wish of a people, even tolerably well-ruled. The mixed community of India, in like manner, so long as they are treated liberally, and governed in an enlightened manner, will feel no disposition to cut off its connection with England, which may be preserved with so much mutual benefit to both countries. Yet, as before observed, if events should occur to effect a separation, (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make predictions), still a friendly and highly advantageous commercial intercourse may be kept up between two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion, and manners.

The fifth obstacle in the way of settlement in India by Europeans is that the climae in many parts of India may be found destructive, or at least very pernicious to European constitutions, which might oblige European families who may be in possession of the means to retire to Europe to dispose of their property to disadvantage, or leave it to ruin, and that they would inproverish themselves instead of enriching India. As a remedy I would suggest that many cool and healthy spots could be selected and fixed upon as the head-quarters of the settlers (where they and their respective families might reside and superintend the affairs of their estates in the favourable season, and occasionally visit them during the hot months, if their presence be absolutely required on their estates), such as the Suppatoo, the Nielgherry Hills, and other similar places, which are by no means pernicious to European constitutions. At all events, it will be borne in mind that the emigration of the settlers to India is not compulsory, but entirely optional with themselves.

To these might be added some minor disadvantages though not so important. These (as well as the above circumstances) deserve fair consideration and impartial reflection. At all events, no one will, I trust, oppose me when I say, that the settlement in India by Europeans should at least be undertaken experimentally, so that its effects may be ascertained by actual observation on a moderate scale. If the result be such as to satisfy all parties, whether friendly or opposed to it, the measure may then be carried on to a greater extent, till at last it may seem safe and expedient to throw the country open to persons of all classes.

On mature consideration, therefore, I think I may safely recommend that educated persons of character and capital should now be permitted and encouraged to settle in India, without any restriction

of locality or any liability to banishment, at the discretion of the government; and the result of this experiment may serve as a guide in any future legislation on this subject.

(Sd.) RAMMOHUN ROY.

LONDON, *July* 14*th*, 1832.

THE TRUST DEED OF THE BRAHMO SOMAJ.[1]

THIS INDENTURE made the eighth day of January in the Year of Christ one thousand eight hundred and thirty BETWEEN DWARKANAUTH TAGORE of Jorasanko in the Town of Calcutta Zumeendar, KALEENAUTH ROY of Burranugur in the Zillah of Havelly in the Suburbs of Calcutta aforesaid Zumeendar, PRUSSUNNOCOOMAR TAGORE of Pattoriaghatta in Calcutta aforesaid Zumeendar, RAMCHUNDER BIDYABAGISH of Simlah in Calcutta aforesaid Pundit and RAMMOHUN ROY of Manicktullah in Calcutta aforesaid Zumeendar of the one part and BOYKONTONAUTH ROY of Burranugur in the Zilla of Havelly in the Suburbs of the Town of Calcutta aforesid Zumeendar, RADHAPERSAUD ROY of Manicktullah in Calcutta aforesaid Zumeendar, and RAMANAUTH TAGORE of Jorasankoe in Calcutta aforesaid Banian (Trustees named and appointed for the purposes hereinafter mentioned) of the other part WITNESSETH that for and in consideration of the sum of Sicca Rupees Ten of Lawful money of Bengal by the said Boykontonath Roy, Radhapersaud Roy and Ramanauth Tagore to the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy in hand paid at and before the sealing and delivery of these Presents (the receipt whereof the said Dwarkanauth Tagore Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy do and each and every of them doth hereby acknowledge) and for settling and assuring the messuage land tenements hereditaments and premises hereinafter mentioned to be hereby granted and released to for and upon such uses, trusts, intents and purposes as are hereafter expressed and declared of and concerning the same and for divers other good Causes and Considerations them hereunto especially moving they, the said Dwarkanauth Tagore Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy Have and each and every of them Hath granted, bargained, sold, aliened, released and confirmed and by these presents Do and each and every of them Doth grant bargain sell alien release and confirm unto the said Boykontonauth Roy, Radhapersaud Roy and Ramanauth Tagore their heirs and assigns ALL that brick built messuage (hereafter to be used as a place for religious worship as is hereinafter more fully expressed and declared) Building or Tenement with the piece or parcel of Land or Ground thereunto belonging and on part whereof the same

[1] This is a faithful reprint of the original. It was also published in the *Tattwabodhini Patrika* for Magh, 1772 Sak.-ED.

is erected and built containing by estimation four Cottahs and two Chittacks be the same a little more or less situate lying and being in the Chitpore Road in Sootanooty in the Town of Calcutta aforesaid butted and bounded as follows (that is to say) on the north by the House and Ground now or formerly belonging to one Fooloorey Rutton on the south by the House and Ground formerly belonging to one Ramkristno Kur since deceased on the east by the House and Ground now or formerly belonging to one Fooloorey Rutton on the south by the House and Ground formerly belonging to one Ramkristno Kur since deceased on the east by the House and Ground now or formerly belonging to one Radamoney Bhamonney and on the west by the said public Road or Street commonly called Chitpore Road or howsoever otherwise the said messuage building land tenements and hereditaments or any of them now are or is or heretofore were or was situated tenanted called known described or distinguished and all other the messuages, lands, tenements and hereditaments (if any) which are or are expressed or intended to be described or comprised in a certain Indenture of bargain and sale hereinafter referred to TOGETHER with all and singular the out houses, offices, edifices, buildings, erections, compounds, yards, walls, ditches, hedges, fences, enclosures, ways, paths, passages, woods, under-woods, shrubs, timber, and other trees, entrances, easements, lights, privileges, profits, benefits, emoluments, advantages, rights, titles, members, appendages and appurtenances whatsoever to the said messuage building land tenements, hereditaments and premises or any part or parcel thereof belonging or in any wise appertaining or with the same or any part or parcel thereof now or at any time or times heretofore held, used, occupied, possessed or enjoyed or accepted reputed deemed taken or known as part parcel or member thereof or any part thereof all which said messuage building land tenements hereditaments and premises are now in the actual possession of or legally vested in the said Boykontonauth Roy, Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore by virtue of a bargain and sale to them thereof made by the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy for Sicca Rupees Five Consideration by an Indenture bearing date the day next before the day of the date and executed previous to the sealing and delivery of these Presents for the Term of one whole Year Commencing from the day next preceding the day of the date of the same Indenture and by force of the statute made for transferring uses into possession and the remainder and remainders reversion and reversions Yearly and other rents issues and profits thereof AND ALL the Estate Right, Title, interest, trust, use, possession, inheritance, property, profit, benefit, claim and demand whatsoever both at Law and in Equity of

them the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy respectively of into upon or out of the same or any part thereof Together with all deeds Pottahs evidences muniments and writings whatsoever which relate to the said premises or any part thereof and which now are or hereafter shall or may be in the hands possession or custody of the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy their heirs executors administrators or representatives or any person or persons from whom he or they can or may procure the same without action or suit at Law or in Equity, TO HAVE AND TO HOLD the said Messuage Building land tenements hereditaments and all and sigular other the premises hereinbefore and in the said Indenture of bargain or sale described and mentioned and hereby granted and released or intended so to be and every part and parcel thereof with their and every of their rights members and appurtenances unto the said Boykontonauth Roy, Rada Persaud Roy and Ramanauth Tagore their heirs and assigns but to the uses nevertheless upon the trusts and to and for the needs intents and purposes hereinafter declared and expressed of and concerning the same and to and for no other ends intents and purposes whatsoever (that is to say) TO THE USE of the said Boykontonauth Roy, Radapersaud Roy, Ramanauth Tagore or the survivors or survivor of them or the heirs of such survivor or their or his assigns UPON TRUST and in confidence that they the said Boykontonauth Roy, Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore or the survivors or survivor of them or the heirs of such survivors or theirs or his assigns shall and do from time to time and at all times for ever hereafter permit and suffer the said messuage or building land tenements hereditaments and premises with their appurtenances to be used occupied enjoyed applied and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe but not under or by any other name designation or title peculiarly used for and applied to any particular Being or Beings by any man or set of men whatsoever and that no graven image statue or sculpture carving painting picture portrait or the likeness of any thing shall be admitted within the said messuages building land tenements hereditaments and premises and that no sacrifice offering or oblation of any kind or thing shall ever be permitted therein and that no animal or living creature shall within or on the said messuage building land tenements, hereditaments and

premises be deprived of life either for religious purposes or for food and that no eating or drinking (except such as shall be necessary by any accident for the preservation of life feasting or rioting be permitted therein thereon and that in conducting the said worship and adoration or object animate or inanimate that has been or is or shall hereafter become or be recognized as an object of worship by any man or set of men shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching praying or in the hymns or other mode of worship that may be delivered or used in the said Messuage or Building and that no sermon preaching discourse prayer or hymn be delivered made or used in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe to the promotion of charity morality piety benevolence virtue and the strengthening the bonds of union Between men of all religious persuations and creeds and also that a person of Good repute and well known for his knowledge piety and morality be employed by the said trustees or the survivors or survivor of them or the heirs of such survivor or their or his assigns as a resident Superintendent and for the purpose of superintending the worship so to be performed as is hereinbefore stated and expressed and that such worship be performed daily, or at least as often as once in seven days PROVIDED ALWAYS and it is hereby declaid and agreed by and between the parties to these presents that in case the several Trustees in and by these present named and appoined or any other succeeding Trustees or Trustee of the said trust estate and premises for the time being to be nominated or appointed as hereinafter is mentioned shall depart this life or be desirous to be discharged of or from the aforesaid Trusts or shall refuse or neglect or become incapable by or in any manner to act in the said trusts then and in such case and from time to time as often and as soon as any such event shall happen it shall be lawful for the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy during their joint lives or the survivors or survivor of them after the death of any or either of them jointly and in concurrence with the Trustees or Trustee for the time being and in case of and after the death of the survivor of them the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy then for the said Trustees or Trustee by any deed or writing under their or his hands and seals or hand and seal to be attested by two or more credible Witnesses to nominate substitute and appoint some other fit person or persons to supply the place of the Trustees or Trustee respectively so dying desiring to be discharged or refusing or neglecting or

becoming incapable by or in any manner to act as aforesaid and that immediately after any such appointment shall be made all and every the messuage or building land tenements and hereditaments premises which under and by virtue of these presents shall be then vested in the Trustees or Trustee so dying desiring to be discharged or refusing or neglecting or becoming incapable by or in any manner to act as aforesaid shall be conveyed transferred assigned and assured so and in such manner that the said shall and may be legally fully and absolutely vested in the Trustees or Trustee so to be appointed in their or his room or stead either solely and alone or jointly with the surviving continuing or acting Trustees or Trustee as the case may require and in his or their heirs or assigns to the uses upon the Trusts and to and for the several ends intents and purposes hereinbefore declared or expressed concerning the same and that every such new Trustees or Trustee shall and may act and assist in the management carrying on and execution of the Trusts to which they or he shall be so appointed (although they or he shall not have been invested with the seisin of the Trustees or Trustee to whose places or place they or he shall have succeeded) either jointly with the surviving continuing or other acting Trustees or Trustee or solely as the case may require in such and the like manner and in all respects as if such new Trustees or Trustee had been originally appointed by these presents PROVIDED LASTLY and it is hereby further declared and agreed by and between the said Parties to these presents that no one or more of the said Trustees shall be answerable or accountable for the other and others of them nor for the acts defaults or omissions of the other or others of them any consent permission or privity by any or either of them to any act deed or thing to or by the other or others of them done with an intent and for the purpose only of facilitating the Execution of the trusts of these presents notwithstanding nor shall any new appointed Trustees or Trustee or their or his heirs or assigns be answerable or accountable for the acts deeds neglects defaults or omissions of any Trustees or Trustee in or to whose place or places they or he shall or may succeed but such of them the said Trustees shall be answerable accountable and responsible for his own respective acts deeds neglects defaults or omissions only AND the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomer Tagore, Ramchunder Bidybagish and Rammohun Roy do hereby for themselves serverally and respectively and for their several and respective heirs executors administrators and representatives covenant grant declare and agree with and to the said Boykontonauth Roy Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore their heirs and assigns in manner Following (tht is to say) that for and notwithstanding any act deed matter or thing whatsoever heretofore by the said Dwarkanauth

Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy or any or either of them had made done committed willingly or willingly omitted or suffered to the contrary they, the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy at the time of the sealing and delivery of these presents are or one of them is lawfully rightfully and absolutely seized in them or his demesne as of Fee in their or his own right and to their or his own use of the said meassuage building land tenements hereditaments and premises mentioned and intended to be hereby granted and released with the appurtenances both at Law and in Equity as of in and for a good sure perfect and indelesible estate of inheritance in fee simple in possession and in severalty without any Condition Contingent Trust Proviso power of limitation or revocation of any use or uses or any other restraint matter or thing whatsover which can or may Alter Change Charge determine lessen encumber defeat prejudicially affect or make void the same or defeat determure abridge or vary the uses or trusts hereby declared and expressed and also that they the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy (for and notwithstanding any such act deed matter or thing as aforesaid) or some of them now have in themselves or one of them hath in himself full power and Lawful and Absolute Authority by these presents to grant bargain sell release and assure the said message land tenements hereditaments and premises mentioned and intended to be hereby granted and Released with the appurtenances and the possion reversion and inheritance thereof unto and to the use of the said Boykontonauth Roy Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore and their heirs to the use upon the Trusts and to and for the ends intents and purposes hereinbefore expressed or declared of and concerning the same according to the True intent and meaning of these presents AND FURTHER that said meassuage or building land tenements hereditaments and premises with their rights members and appurtenances shall from time to time and at all times thereafter remain continue and be the use upon the Trusts and for the ends intents and purposes herein before declared or expressed concerning the same and shall and lawfully may be peaceably and quietly holden and enjoyed and applied and appropriated accordingly without the let suit hindrance claim demand interruption or denial of the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy or any or either of them or any or either of their heirs representatives or of any other person or persons now or hereafter claiming or to claim or possessing any estate right title trust or interest of in to or out of the same or any part or

parcel thereof by from under or in trust for them or any or either of them and that free and clear and clearly and absolutely acquitted exonerated and discharged or otherwise by the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagare, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy or any or either of them their or any or either of their Heirs executors administrators and representatives well and sufficiently saved harmless and kept indemnified of from and against all and all manner of former and other gifts grants bargains Sales Leases Mortgages uses wills devises rents arrears of rents estates titles charges and other incumbrances whatsoever had made done committeed created suffered or executed by the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohon Roy or any or either of them or any or either of their heirs or representatives or any person or persons now or hereafter rightfully claiming or possessing any estate right title or interest at Law or in Equity from through under or in trust for them or any or either of them or with their or any or either of their consent privity or procurement or acts means of defaults AND MOREOVER that the said Dwarkanauth Tagore, Kaleenauth Roy, Prussunnocoomar Tagore, Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy or their heirs and representatives and all and every other person or persons whomsoever now or hereafter lawfully equitably and rightfully claiming or possessing any estate right title use trust or interest either at Law or in Equity of into upon or out of the said messuage land tenements hereditaments and premises mentioned or intended to be hereby granted and realised with the appurtenances or any part thereof by from under or in trust for them or any or either of them shall and will from time to time and at all times hereafter at the reasonable request of the said Boykontonauth Roy, Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore or the survivors or survivor of them or the heirs of the survivor of their or his assigns make to acknowledge suffer execute and perfect all and every such further and other lawful and reasonable acts things deeds conveyances and assurances in the Law whatsoever for the further better more perfectly absolutely and satisfactorily granting conveying releasing confirming and assuring the said meassuage or building land tenements hereditaments and premises mentioned to be hereby granted and released and every part and parcel thereof and the possession reversion and inheritance of the same with their and every of their appurtenances unto the said Boykontonauth Roy, Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore or other the Trustees or Trustee for the time being and their heirs for the uses upon the Trusts and to and for the ends intents and purposes hereinbefore declared and expressed as by the said Trustees and Trustee or

his or their counsel learned in the Law shall be reasonably devised or advised and required so as such further assurance or assurances contain or imply in them no further or other Warranty or Covenants on the part of the person or persons who shall be required to make or execute the same then for or against the acts deeds omissions or defaults of him her or them or his her or their heirs executors administrators and so that he she or they be not compelled or compellable to go or travel from the usual place of his her or their respective abode for making or executing the same IN WITNESS whereof the said parties to these presents have hereunto subscribed and set their hands and seals the day and Year first within written.

Dwarkanauth Roy Tagore
Callynauth Roy.
Prossonnocoomar Tagore
Rammohon Roy.

Boycontonauth Roy.
Radapersaud Roy.
Ramanauth Tagore.

Sealed and Delivered at Calcutta
aforesaid in the presence of
J. Fountain.
Atty. at Law
Ramgopaul Day.

5. THE RIGHTS OF HINDOOS

OVER

ANCESTRAL PROPERTY

INDIA, like other large empires, is divided into several extensive provinces, principally inhabited by Hindus and Mussulmans. The latter admit but a small degree of variety in their domestic and religious usages, while the Hindus of each province, particularly those of Bengal, are distinguished by peculiarities of dialect, habits, dress and forms of worship; and notwithstanding they unanimously consider their ancient legislators as inspired writers, collectively revealing human duties, nevertheless there exist manifest discrepancies among them in the received precepts of civil law.

2. When we examine the language spoken in Bengal, we find it widely different from that of any part of the western provinces, (though both derived from the same origin); so that the inhabitants of the upper country require long residence to understand the dialect of Bengal; and although numbers of the natives of the upper provinces, residing in Bengal, in various occupations, have seemingly familiarized themselves to the Bengalees, yet the former are imperfectly understood, and distantly associated with by the latter. The language of Tellingana and other provinces of the Dukhun not being of Sanskrit origin, is still more strikingly different from the language of Bengal and the dialects of the upper provinces. The variety observable in their respective habits, and forms of dress and of worship, is by no means less striking than that of their respective languages, as must be sufficiently apparent in ordinary intercourse with these people.

3. As to the rules of civil law, similar differences have always existed. The Dayabhaga, a work by Jimutavahana, treating of inheritance, has been regarded by the natives of Bengal as of authority paramount to the rest of the digests of the sacred authorities : while the Mitakshara, by Vijnaneswara, is upheld, in like manner, throughout the upper provinces, and a great part of the Dukhun. The natives of Bengal and those of the upper provinces believe alike in the sacred and authoritative character of the writings of Manu, and of the other legislating saints : but the former receive those precepts according to the interpretation given them by Jimutavahana while the latter rely on the explanation of them by Vijnaneswara. The more modern author, Jimutavahana, has often found occasion to differ from the other in

interpreting sacred passages according to his own views, most frequently supported by sound reasoning; and there have been thus created everlasting dissensions among their respective adherents, particularly with regard to the law of inheritance.*

4. A European reader will not be surprised at the differences I allude to, when he observes the discrepancies existing between the Greek, Armenian, Catholic, Protestant, and Baptist churches, who, though they all appeal to the same authority, materially differ from each other in many practical points, owing to the different interpretations given to passages of the Bible by the commentators they respectively follow.

5. For further elucidation I here quote a few remarks from the preface to the translation of the Dayabhaga, and of a part of the Mitakshara, by Mr Colebrooke, well known in the literary world, which are as follows. It (the present volume) comprehends the celebrated treatise of Jimutavahana, on succession, which is constantly cited by the lawyears of *Bengal*, under the emphatic title of *Dayabhaga*, or 'inheritance': and an extract from the still more celebrated Mitakshara, comprising so much of this work as relates to inheritance The range of its authority and influence is far more extensive than that of Jimutavahana's treatise, for it is received in all the schools of Hindu law, from Benares to the Southern extremity of the peninsula of India, as the chief groundwork of the doctrines which they follow, and as an authority from which they rarely dissent." (p. 1.) "The Bengal school alone, having taken for its guide Jimutavahana's treatise, which is, on almost every disputed point, opposite in doctrine to the Mitakshara, has no deference for its authority." (p. 4.) "But (benween the Dayabhaga and the abridgments of doctrines) the preference appeared to be decidedly due to the treatise of Jimutavahana himself, as well because he was the founder of this school, being the author of the doctrine which it has adopted, as because the subjects which he discusses, are treated by him with eminent ability and great precision." (p. 5.) The following is a saying current among the learned of Bengal, confirming the opinion offered by Mr. Colebrooke :

व्यवस्था द्विविधा प्रोक्ता दायभागमतामता ।
दायभागविरुद्धा या मता नं बुधसम्मता ॥

*Of eighteen Treatises on various branches of Hindu Law, written by Jimutvahaana, that on Inheritance alone is now generally to be met with

"Opinions are said to be of two kinds, one founded on the authority of the Dayabhaga, and the other opposed to it; (but) what is opposed to the Dayabhaga is not approved of by the learned.'

6. From a regard for the usages of the country, the practice of the British courts in Bengal, as far as relates to the law of inheritance, has been hitherto consistent with the principles led down in the Dayabhaga, and judgments have accordingly been given on its authority in many most important cases, in which it differs materially from the Mitakshara. I notice a few important cases of frequent occurrence, which have been fully discussed, and invariably decided by the judicial tribunals in Bengal, in conformity with the doctrines of Jimutavahana.

First. If a member of an undivided family dies, leaving no male issue, his widow shall not be entitled to her husband's share according to the Mitakhhara: but according to the Dayabhaga, she shall inherit such undivided portion.*

Second. A childless widow, inheriting the property of her deceased husband, is authorized to dispose of it, according to the Mitakshara: but according to the Dayabhaga, she is not entitled to sell or give it away.†

*Mitakshara, Ch. II, Sec. i, Article 39. "Therefore it is a settled rule, that a wedded wife, being chaste, takes the whole estate of a man, who, being *separated from his co-heirs,* and *not subsequently reunited* with them, dies leaving no male issue."

Dayabhaga, Ch. XI, Sec. i, Art. 43. "But on failure of heirs down to the son's grandson, the wife, being inferior in pretensions to sons and the rest, because she performs acts spiritually beneficial to her husband from the date of her widowhood, (and not, like them, from the moment of their birth,) *succeeds to the estate* in their default."

Ditto, ditto, Art. 19 "Some reconcile the contradiction, by saying, that the preferable right of the brother supposes him either to be not saparated or to be reunited; and the widow's right of succession is relative to the estate of one *who was separated from his co-heirs,* and *not reunited with them.* (Art. 20). That is *contrary* to a passage of Vrihaspati."

†Mitakshara, Ch. II, Sec, xi, Art. 2. "That, which was given by the father, mother, by the husband, or by a brother; and that, which was presented (to the bride) by the maternal uncles and the rest (as paternal uncles, maternal aunts, &c.) at the time of the wedding, before the nuptial fire; and a gift on a second marriage, or gratuity on account of supersession, as will be subsequently explained, ('To a woman whose husband marries a second wife let him give an equal sum as a compensation for the supersession.') And also property which she may have aqcuired *by inheritance,* purchase, partition, seizure, or finding, are denominated by Manu, and the rest, *woman's property.*"

Dayabhaga, Ch. XI, Sec, i, Art. 56, "But the wife must *only* enjoy her husband's estate after his demise. She is not entitled to make a gift, mortgage, or sale of it."

Third. If a man dies, leaving one daughter having issue, and another without issue, the latter shall inherit the property‡ left by her father, according to the Mitakshara; while the former shall receive it, according to the Dayabhaga.

Fourth. If a man dies without issue or brothers, leaving a sister's son and a paternal uncle, the latter is entitled to the property, according to the Mitakshara; and the former, according to the Dayabhaga.*

Fifth. A man, having a share of undivided real property, is not authorized to make a sale or gift of it without the consent of the rest of his partners, according to the Mitakshara; but according to the Dayabhaga, he can dispose of it at his free will.†

Sixth. A man in possession of ancestral real property, though not under any tenure limiting it to the successive generations of his family, is not authorized to dispose of it, by sale or gift, without the consent of his sons and grandsons, according to the Mitakshara; while,

‡Mitakshara, Ch. II, Sec. ii., Art. 4. "If the competition be between an unprovided and an enriched daughter, *the unprovided one inherits*, but, on failure of such, the enriched one succeeds," &c. Ch II, Sec, xi, Art. 13. "Unprovided are such as are destitute of wealth or without issue." Hence a provided or enriched one, is such as has riches or issue.

Dayabhaga, Ch. XI, Sec. ii, Art. 3. "Therefore, the doctrine should be respected, which Dikshita maintains, namely, that a daughter who is *mother of male issue*, or who is *likely to become so*, is *competent to inherit*, *not* one, who is a widow, or is barren, or fails in bearing male issue, or bearing none but daughter or from some other cause."

*Mitakshara, Ch. II, Sec. v. (beginning with the phrase, "If there be not even brother's son's, &c) Art. 4. "Here, on failure of the father's descendants (including father's son and grandsons), the heirs are successively the paternal grandmother, the paternal grandfather, *the uncles* and their sons."

Dayabhaga Ch. XI, Sec. vi, Art. 8. "But on failure of heirs of the father down to the great-grandson, it must be understood, that the succession devolves on *the father's daughter's* son (*in preference to the uncle*.")

† Mitakshara, Ch. I, Sec. i, Art. 30. "The following passage, 'separated kinsmen, as those who are unseparated, are equal in respect of immoveables, for one has not power over the whole, to make a gift, sale or mortgage', must be thus interpreted : among *unseparated kinsmen, the consent of all is indispensably requisite*, because no one is fully empowered to make an alienation, since the estate is in common ; but among separated kindred, the consent of all tends to the facility of the transaction, by obviating any future doubt, whether they be separate or united ; it is not required on account of any want of sufficient power in the single owner, and a transaction is consequently valid even without the consent of separated kinsmen "

Dayabhaga Ch. II, Sec. xxvii. "For *here* also (in the very instance of land in common) *as in the case of other goods, there equally* exists a property consisting in the *power of disposal at pleasure*."

according to the Dayabhaga, he has the power to alienate the property at his free will.‡

7 Numerous precedents in the decisions of the civil courts in Bengal, and confirmations on appeal by the King in council, clearly shew that the exposition of the law by the author of the Dayabhaga, as to the last mentioned point, so far from being regarded as a dead letter, has been equally, as in other points, recognized and adopted by the judicial authorities both here and in England. The consequence has been, that in the transfer of immoveable property the natives of Bengal have hitherto firmly relied on those judicial decisions as confirming the ancient usages of the country, and that large sums of money have consequently been laid out in purchase of land without reference to any distinction between acquired and ancestral property

8 Opinions have been advanced for some time past, in opposition to the rule laid down in the Dayabhaga, authorizing a father to make a sale or gift of ancestral property, without the consent of his sons and grandsons But hese adverse notions created little or no alarm; since, however individual opinions may run, the general principles followed by every Government are entirely at variance with the practice of groundlessly abrogating, by arbitrary decision, such civil laws of a conquered country as have been clearly and imperatively set forth in a most authoritative code, long adhered to by the natives, and repea-

‡Mitakshara, Ch. I, Sec. 1, Art. 27. "Therefore, it is a settled point, that property, in the paternal or ancestral estate, is, by birth, (although) the father have independent power in the disposal of effects other than immoveables, for indispensable acts of duty, and for purposes prescribed by text of law, as gift through affection, support of the family, relief from distress, and so forth; but he is subject to the control of his sons and the rest, in regard to the immoveable estate, whether acquired by himself or *inherited from his father or other predecessor*; since it is ordained, 'Though immoveables or bipeds have been acquired by a man himself, a gift or sale of them should not be made without convening all the sons. They who are born, and they who are yet unbegotten and they who are still in the womb, require the means of support: no gift or sale should therefore be made.' "

Ditto, Ch. I, Sec. v, Art. 10. "Consequently, the difference is this; although he have a right by birth in his father's and in his grandfather's property, still since, is dependent on his father, in regard to the paternal estate, and since the father has a predominant interest, as it was acquired by himself, the son must acquiesce in the father's disposal of his own acquired property; but, since *both have indiscriminately a right in the grandfather's estate*, the son has a power of interdiction (if the father be dissipating the property.)"

Dayabhaga, Ch. II., Sec. xxviii. "But the texts of Vyasa, exhibiting a prohibition, are intended to show a moral offence, since the family is distressed by sale, gift, or other transfer, which argues a disposition in the person to make an ill use of his power as owner. *They are not meant to invalidate the sale or other transfer.*" Ditto, Sec. xxvi, and Sec. xlvi.

tedly confirmed, for upwards of half a century, by the judicial officers of the conquerors. But the people are now struck with a mingled feeling of surprize and alarm, on being given to understand that the Supreme Law Authority in this country, though not without dissent on the Bench, is resolved to introduce new maxims into the law of inheritance hitherto in force in the province of Bengal; and has, accordingly, in conformity with the doctrines found in the Mitakshara, declared every disposition by a father of his ancestral real property, without the sanction of his sons and grandsons, to be null and void.

9. We are at a loss how to reconcile the introduction of this arbitrary change in the law of inheritance with the principles of justice, with reason, or with regard for the future prosperity of the country:—it appears inconsistent with the principles of justice, because a judge, although he is obliged to consult his own understanding, in interpreting the law in many dubious cases submitted to his decision, yet is required to observe strict adherence to the established law, where its language is clear. In every country, rules determining the rights of succession to, and alienation of property, first originated either in the conventional choice of the people, or in the discretion of the highest authority, secular or spiritual; and those rules have been subsequently established by the common usages of the country, and confirmed by judicial proceedings. The principles of the law as it exists in Bengal having been for ages familiar to the people, and alienations of landed property by sale, gift, mortgage, or succession having been for centuries conducted in reliance on the legality and perpetuity of the system, a sudden change in the most essential part of those rules cannot but be severely felt by the community at large, and alienations being thus subjected to legal contests, the courts will be filled with suitors, and ruin must triumph over the welfare of a vast proportion of those who have their chief interest in landed property.

10. Mr. Colebrooke justly observes, in his Preface to the translation of the Dayabhaga, that 'The rules of succession to property being in their nature arbitrary, are in all systems of law merely conventional. Admitting even that the succession of the offspring to the parent is so obvious as almost to present a natural and universal law, yet this very first rule is so variously modified by the usages of different nations, that its application at least must be acknowledged to be founded on consent rather than on reasoning. In the laws of one people the rights of primogeniture are established; in those of another the equal succession of all the male offspring prevails; while the rest allow the participation of the female with the male issue, some in equal, other in unequal proporions. Succession by right of representation and the claim of descen-

dants to inherit in the order of proximity, have been respectively established in various nations according to the degree of favour with which they have viewed those opposite pretensions. Proceeding from lineal to collateral succession, the diversity of laws prevailing among different nations, is yet greater, and still more forcibly argues the arbitrariness of the rules." (page 1.)

11. We are at a loss how to reconcile this arbitrary change with reason; because, any being capable of reasoning would not, I think countenance the investiture, in one person, of the power of legislation with the office of judge. In every civilized country, rules and codes are found proceeding from one authority, and their execution left to another. Experience shews that unchecked power often leads the best men wrong, and produces general mischief.

12. We are unable to reconcil this arbitrary change with regard for the future prosperity of the country; because the law now prosposed, preventing a father from the disposal of ancestral property, without the consent of his son and grandson, would immediately, as I observed before, subject all past transfers of land to legal contest, and would at once render this large and fertile province a scene of confusion and misery. Besides, Bengal has been always remarkable for her riches insomuch as to have been styled by the Muhammadan conqueror "Junnutoolbelad," or paradise of regions; during the British occupation of India especially, she has been manifoldly prosperous. Any one possessed of landed property, whether self-acquired or ancestral, has been able, under the long established law of the land, to procure easily, on the credit of that property, loans of money to lay out on the improvement of his estate, in trade or in manufacturers, whereby he enriches himself and his family and benefits the country Were the change which it is threatened to introduce into the law of inheritance to be sanctioned, and the privilege of disposing of ancestral property (though not entailed) without the consent of heirs be denied to land holders, they being incapacitated from a free disposal of the property in their actual possession, would naturally lose the credit they at present enjoy, and be compelled to confine their concerns to the extent of their actual savings from their income; the consequence would be that a great majority of them would unavoidably curtail their respective establishments, much more their luxuries, a circumstances which would virtually impede the progress of foreign and domestic commerce Is there any good policy in reducing the native of Bengal to that degree of poverty which has fallen upon a great part of the upper provinces, owing, in some measure, to the wretched restrictions laid down in the Mitakshara, their standard law of inheritance? Do Britons

experience any inconvenience or disadvantage owing to the differences of legal institutions between England and Scotland, or between one county of England and another? What would Englishmen say, were the Court of King's Bench to adopt the law of Scotland, as the foundation of their decisions regarding legitimacy, or of Kent, in inheritance? Every liberal politician will, I think, coincide with me, when I say, that in proportion as a dependent kingdom approximates to her guardian country in manners, in statutes, in religion, and in social and domestic usages, their reciprocal relation flourishes, and their mutual affection increases.

13. It is said that the change proposed has forced itself on the notice of the Bench upon the following premises :—

1st. Certain writings, such as the institutes of Manu and others, esteemed as sacred by Hindus, are the foundation of their law of inheritance. 2ndly. That Jimutavahana, the author of the Dayabhaga, is but a commentator on those writings. 3rdly. That from these circumstances, such part of the commentary by. Jimutavahana as gives validity to a sale or gift by a father of his ancestral immoveables, without the consent of his son and grandson, being obviously at variance with sacred precepts found on the same subject, should be rejected, and all sales or gifts of the kind be annulled.

14. I agree in the first assertion, that certain writings received by Hindus as sacred, are the origin of the Hindu law of inheritance, but with this modification, that the writings supposed sacred are only, when consistent with sound reasoning, considered as imperative, as Manu plainly declares : "He *alone* comprehends the system of duties, religious and civil, who can reason, by rules of logic, agreeably to the Veda, on the general heads of that system as revealed by the holy sages." Ch. xii, v. 106. Vrihaspati,. "Let no one found conclusions on the mere words of Sastras : from investigations without reason, religious virtue is lost."* As to the second position, I first beg to ask, whether or not it be meant by Jimutavahana's being styled a *commentator* that he wrote commentaries upon all or any of those sacred institutes. The fact is, that no one of those sacred institutes bears his comment. Should it be meant that the author of the Dayabhaga was so far a commentator, that he called passages from different sacred institutes, touching every particular subject, and examining their purport separately and collectively, and weighing the sense deducible from the

* केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्त्तव्योऽर्थनिर्णयः ।
युक्तिहीनविचारेण धर्म्महानिः प्रजायते ॥ वृहस्पति

context, has offered that opinion on the subject which appeared to agree best with the series of passages cited collectively, and that when he has found one passage apparently at variance with another, he has laid stress upon that which seemed the more reasonable and more conformable to the general tenor, giving the other an interpretation of a subordinate nature, I readily concur in giving him the title of a commentator, though the word expounder would be more applicable. By way of illustration, I give here an instance of what I have advanced, that the reader may readily determine the sense in which the author of the Dayabhaga should be considered as a commentator.

15. In laying down rules "on succession to the estate of one who leaves no male issue," this author first quotes (Ch. xi, page 158) the following text of Vrihaspati : "In scripture and in the code of law, as well as in popular practice, a wife is declared by the wise to be half the body of her husband, equally sharing the fruit of pure and impure acts Of him, whose wife is not deceased, half the body survives : how then should another take his property, while half his person is alive? Let the wife of a deceased man, who left no male issue, take his share notwithstanding kinsmen, a father, a mother, or uterine brother, be present," &c. He next cites the text of Yajnavalkya, (p. 190) as follows.—"The wife and the daughters, also both parents, brothers likewise, and their sons, gentiles, cognates, a pupil, and a fellow student : on failure of the first among these, the next in order is indeed heir to the estate of one, who departed for heaven leaving no male issue. This rule extends to all persons and classes" The author then quotes a text from the Institutes of Vishnu, ordaining that "the wealth of him who leaves no male issue, goes to his wife ; on failure of her, it devolves on daughters ; if there be none, it belongs to the mother," &c. Having thus collected a series of passages from the Institutes of Vrihaspati, Yajnavalkya, and Vishnu, and examined and weighed the sense deducible from the context, the author offers his opinion on the subject. "By this text, (by the seven texts of Vrihaspati, and by the text of Yajnavalkya,) relating to the order of succession, the right of the widow, to succeed in the first instance, is declared." "Therefore, the widow's right must be affirmed to extend to the whole estate" (p. 161.)

16. The same author afterwards notices, in page 163, several texts of a seemingly contrary nature, but to which he does not hesitate to give a reconciling interpretation, without retracting or modifying his own decision. He quotes Sankha and Likhita, Paithinasi, and Yama, as declaring, "The wealth of a man who departs for heaven, leaving no male issue, goes to his brothers. If there be more, his

father and mother take it, or his eldest wife, or a kinsman, a pupil, or a fellow student." Pursuing a train of long and able discussion, he author ventures to declare the subordinancy of the latter passage to the former, as the conclusion best supported by reason, and most conformable to the general tenor of the law He begins saying, (p 169.) "From the text of Vishnu and the rest, (Yajnavalkya and Vrihaspati), it clearly appears, that the succession devolves on the widow, by failure of sons and other (male) descendants, and this is reasonable, for the estate of the deceased should go first to the son, grandson, and great grandson." He adds, on page 170, pointing out the ground on which the priority of a son's claim is founded, a ground which is applicable to the widow's case also, intimating the superiority of a widow's claim to that of a brother, a father, &c "So, Manu declares the right of inheritance to be founded on benefits conferred 'By the eldest son, as soon as born, a man becomes the father of male issue, and is *exonerated from debt to his ancestor, such a son, therefore, is entitled to take heritage.*" The author next shews, that as the benefits conferred by a widow on her deceased husband, by observing a life of austerity, are inferior only to those procured to him by a son, grandson, and great grandson, her right to succession should be next to theirs in point of order, (p. 173.) "But, on failure of heirs down to the son's grandson, the wife, being inferior in pretensions to sons and the rest, because she performs acts spiritually beneficial to her husband from the date of her widowhood, (and not, like them, from the moment of their birth,) succeeds to the estate in their default " He thus concludes: 'Hence (since the wife's right of succession is founded on reason) the construction in the next of Sankha, &c, must be arranged by connexion of remote terms, in this manner : "The wealth of a man, who departs for heaven, leaving no male issue, let his eldest (that is, his most excellent) wife take ; or in her default let the parents take it : on failure of them, it goes to the brothers.' The terms 'if there be none,' (that is, if there be no wife) which occur in the middle of the text, are connected both with the preceding sentence 'it goes to his brothers,' and with the subsequent one, 'his father and mother take it' For the text agrees with passages of Vishnu and Yajnavalkya, (which declare the wife's right,) and the reasonableness of this has been already shewn." (p. 174)

17. It is, however, evident that the auther of the Dayabhaga gives here an apparent preference to the authority of one party of the saints over that of the other, though both have equal claims upon his reverence. But admitting that a Hindu author, an expounder of their law, sin against some of the sacred witesrs, by withholding a blind

submission to their authority, and likewise that the natives of the country have for ages adhered to the rules he has laid down, considering them reasonable, and calculated to promote their social interest, though seemingly at variance with some of the sacred authors; it is those holy personages alone that have a right to avenge themselves upon such expounder and his followers; but no individual of mere secular authority however high, can, I think, justly assume to himself the office of vindicating the sacred fathers, and punishing spiritual insubordination, by introducing into the existing law an overwhelming change in the attempt to restore obedience.

18. In this apparent heterodoxy, I may observe, Jimutavahana does not stand single. The author of the Mitakshara also has, in following, very properly, the established privilege of an expounder, reconciled, to reason, by a construction of his own, such sacred texts as appear to him, when taken literally, inconsistent with justice or good sense. Of this, numerous instances might easily be adduced, but the principle is so invariably adopted by this class of writers, that the following may suffice for examples. The author of the Mitakshara first quotes (Ch. I, Sec. iii, Arts. 3 and 4, pp. 263-265) the three following text of Manu, allotting the best portion of the heritage to the eldest brother at the time of partition. 'The portion deducted for the eldest is twentieth part of the heritage, with the best of all the chattels; for the middlemost half of that; for the youngest, a quarter of it." "If a deduction be thus made let equal shares of the residue be alloted; but if there be *no deduction*, the shares must be distributed in this manner; let the eldest have a double share, and the next born a share and a half, and the younger sons each a share; thus is the law settled."* The author of the Mitakshara then offers his opinion in-direct opposition to Manu, saying, "The author himself† has sanctioned an unequal distribution when a division is made during the father's life time. 'Let him either dismiss the eldest with the best share, &c.'‡ Hence an unequal portion is admissible in every period. How then is a restriction introduced, requiring that sons should divide only equal shares? (Art 4.) The question is thus answered: "True, this unequal partition is found in the sacred ordinances; but *it must not be practised*, because it is abhorred by the world, (for) it secures not celes-

*Manu, Ch ix, v. 112, v. 116 and 117.

†Yajnavalkya.

‡Yajnavalkya.

tial bliss'; § as the practice (of offering bulls) is shunned, on account of popular prejudice, notwithstanding the injunction, 'Offer to a venerable priest a bull or a large goat'; and as the slaying of a cow is for the same reason disused, notwithstanding the precept, 'Slay a barren cow as a victim consecrated to Mitra and Varuna.' "|| By adverting to the above exposition of the law, we find that the objection of heterodoxy, if urged against the authority of the Dayabhaga, is equally applicable to that of the Mitakshara in its full extent, and may be thus established. 1st. Certain writings, such as the institutes of Manu and of others. esteemed sacred by Hindus, are the foundation of the law of inheritance. 2ndly. Vijnaneswara (author of the Mitakshara) is but a commentator on those writings. 3rdly. Therefore, such part of the commentary of Vijnaneswara as indiscriminately entitles all brothers to an equal share, being obviously at variance with the precepts of Manu found on the subject, should be rejected, and the best and the largest portion of the heritage be allotted to the eldest brother, by judicial authorities; according to the letter of the sacred text. Again, take the Mitakshara, Ch. I, Sec. I, Art. 30, p. 257. "The following passage, 'Separated kinsmen, as those who are unseparated, are equal in respect of immoveables, for one has not power over the whole to make a gift, sale, or mortgage; must be thus interpreted; 'Among unseparated kinsmen, the consent of all is indispensably requisite, because no one is fully empowered to make an alienation, since the estate is in common'; but among separated kindred, the consent of all tends to the facility of the transaction, by obviating any future doubt, whether they be separate or united: it is not required, on account of any want of sufficient power in the single owner, and *the transaction is* consequently *valid even without the consent of separated kinsmen.*" Ditto, Ch. I, Sec. 11, Art. 28, p 316 "The legitimate son is the sole heir of his father's estate; but, for the sake of innocence, he should give a maintenance to the rest.' This text of Manu must be considered as applicable to a case, where the adopted sons (namely, the son given and the rest) are disobedient to the legitimate son and devoid of good qualities."

19. I now proceed to the consideration of the last point, as the ground on which the change proposed is alleged to be founded. To judge of its validity we should ascertain whether the interpretations given by the author of the Dayabhaga, to the sacred texts, touching

§A passage of Yajnavalkya, according to the quotation of Mitra Mishra in the Viramitrodaya, but ascribed to Manu in Balambhatta's commentary It has not, however, been found either in Manu's or Yajnavalkya's Institutes."—(Mr. Colebrooke.)

|| Passage of the Veda,

the subject of free disposal by a father of his ancestral property, are obviously at variance with those very texts texts, or if they are conformable to sound reason and the general purport of the passages cited collectively on the same subject. With this view I shall here repeat, methodically, the series of passages quoted by the author of the Dayabhaga, relating to the above point, as well as his interpretation and elucidation of the same

20 To shew the independent and exclusive right of a father in the property he possesses, (of course with the exception of estates entailed) the author first quotes the following text of Manu After the (death of the) father and the mother, the brethren, being assembled, must divide equally the paternal estate · For *they have not power over it, while their parents live* Ch I, Sec 11 (p. 8) He next quotes Devala : "When the father is deceased, let the sons divide the father's wealth ; for *sons have not ownership while the father is alive* and free from defect." Ch I, Sec. 18 (p. 9) After a long train of discussion, the author appeals to the above texts as the foundation of the law he has expounded, by saying, "Hence the text of Manu, and the rest (as Devala) must be taken as shewing, that sons have not a right of ownership in the wealth of the living parents, but in the estates of both when deceased." Ch. I Sec. 30, (pp 13 and 14.)

21. To illustrate the position that the father is the sole and independent owner of the property in his possession, whether self acquired or ancestral, the author thus proceeds : "A division of it does not take place without the father's choice ; since Manu, Narada, Gotama, Baudhayana, Sankha, and Likhita, and others (in the following passages, 'they have not power over it ; they have not ownership while their father is alive and free from defect' ; while he lives if he desires partition' ; 'partitions of heritage by consent of the father, ; 'partition of the estate being authorized while the father is living,' &c.) declare without restriction, that sons *have not a right to any part* of the estate while the father is living, and that *partition awaits his choice* : for these texts, declaratory of *a want of power* and *requiring the father's consent*, must relate also to property *ancestral*, since the same authors *have not separately propounded a distinct period for the division of an estate inherited from an ancestor.*" Ch. II, Sec. 8 (p. 25) The circumstances of the partition of estates being entirely dependent on the will of the father, and the son's being precluded from demanding partition while the father is alive, sufficiently prove that they have not any right in the estate during his lifetime ; or else the sons, as having property in he estate jointly with the father, would have been permitted to demand partition. Does not common sense abhor the system of a son's being empowered to demand

a division between himself and his father of the hereditary estate? Would not the birth of a son with this power, be considered in the light of a curse rather than a blessing as subjecting a father to the danger of having his peaceable possession of the property inherited from his own father or other ancestor disturbed?

22. The author afterwards reasons on those passages that are of seemingly contrary authority, first quoting the text of Yajnavalkya, as follows. "The ownership of father and son is the same in land which was acquired by his father, or a corrody, or in chattels." He adopts the explanation given to this text by the most learned, the ancient Udyota, affirming that it "properly signifies, as rightly explained by the learned Udyota, that, when one of two brothers, whose father is living and who have not received allotments, dies leaving a son, and the other survives, and father afterwards deceases, the text, declaratory of similar ownership, is intended to obviate the conclusion, that the surviving son alone obtains his estate, because he is next of kin. As the father has ownership in the grandfather's estate; so have his sons, if he be dead." Ch. II, Sec. 9, p. 25. The author then points out, that such interpretation given to the text, as declares the claims of a grandson upon the estate of his grandfather equal to those of his father, while the father is living, is palpably objectionable; for, sons had ownership during the life of their father, in two brothers one of whom has male issue, and the other has none, the children of that one would participate, since (according to the opposite opinion) they have equally ownership." Ch. II, Sec. II (p. 26). He next quotes Vishnu: "when a father separates his sons from himself, his will regulates the division of his own acquired wealth. But in the estate inherited from the grandfather, the ownership of father and sons is equal." Upon this text the author of the Dayabhaga justly remarks in the following terms. "This is very clear; *when* the father separates his sons from himself, he may by his own choice, give them greater or less allotments, if the wealth were acquired by himself; but not so, if it were property inherited from the grandfather, because they have an equal right to it. The father has not in such case an unlimited discretion." Ch. II, Sec. 17 (p. 27). That is, *a father dividing his property among his sons, to separate them from himself during lifetime*, is not authorized to give them of his own caprice, greater or less allotments of his ancestral estate, as the phrase in the above text of Vishnu, "when a
ancestral estate, as the phrase in the above text of Vishnu, "when a
father separates his sons from himself," &c, prohibits the free disposal by a father of his ancestral property *only* on the occasion of allotments among his sons to allow them separate establishments. The author now conclusively states, that "Hence (since the text becomes pertinent, by

taking it in the sense above stated, or because there is ownership restricted by law in respect of shares, and not an unlimited discretion), both opinions, that the mention of like ownership provides for an equal division between father and son in the case of property ancestral, and that it establishes the son's right to require partition, ought to be rejected." Ch II, Sec. 18 (p. 27).

23. The author, thirdly, quotes Yajnavalkya "The father is master of the gems, pearls and corals, and of all (other moveable property), but neither the father, or the grandfather, is so of the *whole* immoveable estate;" and points out the sense conveyed by the term "the whole," found in the above passage, saying, "Since here also it is said the 'whole,' this prohibition forbids the gift or other alienation of the *whole*, because (immoveables and similar possessions are) means of supporting the family." (Ch. II, Sec. 23). That is, the father is likewise master of the ancestral estate, though not of the whole of it, implies that a father may freely dispose of a part of his ancestral estate, even without committing a moral offence. This passage of Yajnavalkya, cited by the opposite party, who deny to the father the power of free disposal of ancestral estates, runs, in a great measure, against them, since it disapproves a sale or gift by a father only of the whole of his ancestral landed property, while his sons are living, withholding their consent.

24. To justify the disposal by a father, under particular circumstances, even of the whole of his ancestral estate, without incurring a moral offence, the author adds, (Ch. II, Sec. 26.) "But if the family cannot be supported without selling the whole immoveable and other property, even the *whole* may be sold or otherwise disposed of as appears from the obvious sense of the passage, and because it is directed, that "a man should by *all means* preserve himself;" and because a scared writer positively enjoins the maintenance of one's family by all means possible, and prefers it to every other duty, "His aged mother and father, dutiful wife, and son under age, should be maintained even by committing a hundred unworthy acts.* Thus directed Manu." *vide* Mitakshara, Ch, II. Manu positively says : "A mother, a father, a wife, and son shall not be forsaken ; he, who forsakes either of them, unless guilty of a deadly sin, shall pay six hundred panas as a fine to the king." (Ch VIII, *v.* 389).

25. He, fourthly, quotes two extraordinary texts of Vyasa, as prohibiting the disposal, by a single parcener, of his share in the im-

* वृद्धौच मातापितरौ साध्वी भार्य्या सुतः शिशुः ।
अप्यकार्य्यशतं कृत्वा भर्त्तव्या मनुरब्रवीत् ॥

noveables, under the notion that each parcener has his property in the whole estate jointly possessed. These texts are as follow : "A single parcener may not, without consent of the rest, make a sale or gift of the whole immoveable estate, nor of what is common to the family" 'Separated kinsmen, as those who are unseparated, are equal in respect of immoveables. for one has not power over the whole to give, mortgage, or sell it." Upon which the author of the Dayabhaga remarks, Ch. I. Sec. 27 : "It should not be alleged that by the texts of Vyasa one person has not power to make a sale or other transfer of such property. For here also (in the very instance of land held in common) as the case of other goods, there equally exists a property consisting in the power of disposal at pleasure." That is, a partner has. in common with the rest, an undisputed property existing either in the whole of the moveables, and immoveables, or in an undivided portion of them ; he, therefore, should not be, or cannot be, prevented from executing at his pleasure, a transfer of his right to another by a sale, gift, or mortgage of it

26. In reply to the question, what might be the consequence of disregard to the prohibition conveyed by the above texts of Vyasa ? the author says "but the texts of Vyasa exhibiting a prohibition, are intended to shew a moral offence ; since the family is distressed by a sale, gift or other transfer, which argues a disposition in the person to make an ill use of his power as owner. They are not meant to invalidate the sale or other transfer." (Ch. II, Sec. 28.) A partner is as completely a legal owner of his own share, (either divided or undivided) as a proprietor of an entire estate, and consequently a sale or gift executed by the former, of his own share, should, with reason, be considered equally valid, as a contract by the latter of his sole estate. Hence prohibition of such transfer being clearly opposed to common sense and ordinary usage, should be understood as only forbidding a dereliction of moral duty, committed by those by infringe it, and not as invalidating the transfer.

27. In adopting this mode of exposition of the law, the author of the Dayabhaga has pursued the course frequently inculcated by Manu and others ; a few instances of which I beg to bring briefly to the consideration of the reader, for the full justification of this author. Manu, the first of all Hindu legislators, prohibits donation to an unworthy Brahman in the following terms—"Let no man, apprised of this law, present, even water to a priest, who acts like a cat, nor to him who acts like a bittern, nor to him who is unlearned in the Veda." (Ch. IV, *v.* 192.) Let us suppose that in disregard to this prohibition a gift has been actually made to one of those priests ; a question then naturally arises, whether this injunction of Manu's invalidates the gift, or whether

such infringment of the law only renders the donor guilty of a moral offence. The same legislator, in continuation, thus answers; "Since property, though legally gained, if it be given to either of those three, becomes prejudicial in the next world both to the giver and receiver.' (*v*. 193.) The same authority forbids marrying girls of certain descriptions, saying, "Let him not marry a girl with reddish hair, nor with any deformed limb, nor one troubled with habitual sickness, nor one either with no hair or with too much, nor one immoderately talkative; nor one with inflamed eyes." (Ch. III, *v*. 8.) Although this law has been very frequently disregarded, yet no voidance of such a marriage, where the ceremony has been actually and regularly performed, has ever taken place; it being understood that the above prohibition, not being supported by sound reason, only involves the bridegroom in the religious offence of disregard to a sacred precept. He again prohibits the acceptance of a gratuity, on giving a daughter in marriage naming every marriage of this description "Asura," as well as declaring Asura marriage to be illegal; but daughters given in marriage, on receiving a gratuity have been always considered as legal wives, though their fathers are regarded with contempt, as guilty of a deadly sin. The passages above alluded to are as follow: (Manu:) "But even a man of the servile class *ought not to receive a gratuity* when he gives his daughter in marriage; since a father, who takes a fee *on that occasion*, tacitly *sells* his daughter." (Ch. IX, *v*. 98.) "When the bridegroom, having given as much wealth as he can afford to the father and paternal kinsmen and to the damsel herself, takes her voluntarily as his bride; that marriage is named "Asura" (Ch. III, *v*. 31.) "But in this code, three of the five last are held legal, and two illegal, the ceremonies of *Pisachas* and *Asuras* must never be performed." (Ch. III, *v*. 25.)

28. The author finally quotes the following text. "Though immoveables or bipeds have been acquired by a man himself, a gift or sale of them (*should*) not (*be made*) by him, unless convening all the be interpreted in the same manner (as before). For the words 'should sons"; and he proceeds affirming, "So likewise other texts as this, must and 'be made' must necessarily be understood" (Ch. II, Sec. 29.) That is, there is a verb wanting in the above phrase "a gife or a sale not by him," consequently "should" or "ought" and "be made" are necessarily to be inserted, and the phrase is thus read: "A gift or sale *should* not *be* or ought not to be made by him," expressing a prohibition of the free disposal by a father even of his self-acquired immoveables. This text also, says the author, cannot be intended to imply the invalidity of a gift or sale by a lawful owner; but it shews a moral offence by breach of such a prohibition: "Since the family is distressed by a sale, gift, or

other transfer, which argues a disposition in the person to make an ill use of his power as owner." Moreover, as Manu, Devala, Gotama, Baudhayana, Sankha, and Likchita, and others represent a son as having no right to the property in possession of the father, in the plainest terms, as already quoted in para. 21, no son should be permitted to interfere with the free disposal by the father of the property he actually possesses. The author now concludes the subject with this positive decision : "Therefore, since it is denied that a gift or sale should be made, the precept is infringed by making one. But the gift or transfer is not null; for a fact cannot be altered by a hundred text." (Ch. II, Sec 30)

29. In illustration of this principle it may be observed, that a man legally possessed of immoveable property (whether ancestral or self-acquired) has always been held responsible and punishable as owner, for acts occurring on his estate, of a tendency hurtful to the peace of his estate, if found guilty of treason or similar crimes, though his sons and neighbours or injurious to the community at large He even forfeits his estate, if found guilty of treason or similar crimes, though his sons grandsons are living who have not connived at his guilt. In case of default on his part in the discharge of revenue payable to Government from the estate, he is subjected to the privation of that property by public sale under the authority of Government He is, in fact, under these and many other circumstances, actually and virtually acknowledged to be the lawful and perfect owner of his estate; a sale or gift by him of his property must therefore stand valid or unquestionable. Sacred writings although they prohibit such a sale or gift as may distress the family, by limiting their means of subsistence, cannot alter the fact, nor do they nullify what has been effectually done. I have already pointed out in the 37th paragraph the sense in which prohibitions of a similar nature should be taken, according to the authority of Manu, which the reader is requested not to lose sight of. Mr. Colebrooke judiciously quotes (page 32) the observation made by Raghunandana (the celebrated modern expounder of law in Bengal) on the above passage of the Dayabhaga, ("A fact cannot be altered by a hundred texts,") which is as follows : "If a Brahman be slain, the precept 'Slay not a Brahman' does not annul the murder; nor does it render the killing of a Brahman impossible What them ? It declares the sin." Admitting for a moment that this sacred text (quoted in the Mitakshara also) be interpreted conformably to its apparent language and spirit, it would be equally opposed to the argument of our adversaries, who allow a father to be possessed of power over his self-acquired property; since the text absolutely denies to the father an independent power even over his self-acquired im-

moveables, declaring, "Though *immoveables* and bipeds have been *acquired by a man himself.*" &c., &c. In what a strange situation is the father placed if such be really the law ! How thouroughly all power over his own possessions is taken away, and his credit reduced !

30. The author quotes also passages from Narada, as confirming the course of reasoning which he has pursued, with regard to the independence claimable by each of all the co-heirs in a joint property. The passages above alluded to are thus read : "When there are many persons sprung from one man, who have duties apart and transactions apart, and are separate in business and character, if they be not-accordant in affairs, should they give or sell their own shares, they do all that as they please ; *for they are masters of their own wealth.*" (Ch. II, Sec. 31.)

31. After I had sent my manuscript to the Press, my attention was directed to an article in the "*Calcutta Quarterly Magazine,* No. VI April—June, 1825," being a Review of Sir F. W. McNaghten's Considerations on Hindu Law. In this essay I find an opinion offered by the writer tending to recommend that any disposal by a father of his ancestral immoveables should be nullified, on the principle that we ought "to *make that invalid which was considered immoral.*" (p. 25) I am surprised that this unqualified maxim should drop from the pen of the presumed reviewer, who, as a scholar, stands very high in my estimation, and from whose extensive knowledge more correct judgment might be expected. Let us, however, apply this principle to practice, to see how far, as a general rule, it may be safely adopted

32. To marry an abandoned female, is an act of evil moral example : Are such unions to be therefore declared invalid, and the offspring of them rendered illegitimate ?

To permit the sale of intoxicating drugs and spirits, so injurious to health, and even sometimes destructive of life, on the payment of duties publicly levied, is an act highly irreligious and immoral : Is the taxation to be, therefore, rendered invalid and payments stopped ?

To divide spoils gained in a war commenced in ambition and carried on with cruelty, is an act immoral and irreligious : Is the partition therefore to be considered invalid, and the property to be replaced ?

To give a daughter in marriage to an unworthy man, on account of his rank or fortune, or other such consideration, is a deed of mean and immoral example : Is the union to be therefore considered invalid, and their children illegitimate ?

To destroy the life of a fellow-being in a duel, is not only immoral, but is reckoned by many as murder : Is not the practice tacitly ad-

mitted to be legal, by the manner in which it is overlooked in courts of justice ?

33. There are of course acts lying on the border of immorality, or both immoral and irreligious; and these are consequently to be considered invalid : such as the contracting of debts by way of gambing, and the execution of a deed on the Sabbath day. The question then arises, how shall we draw a line of distinction between those immoral acts that should not be considered invalid, and those that should be regarded as null in the eye of the law ? In answer to this we must refer to the common law and the established usages of every country, as furnishing the distinctions admitted between the one class and the other. The reference suggested is, I think, the sole guide upon such questions; and pursuant to this maxim, I may be permitted to repeat, that according to the law and usages of Bengal, although a father may be charged with breach of religious duty, by a sale or gift of ancestral property at his own discretion, he should not be subjected to the pain of finding his act nullified; nor the purchaser punished with forfeiture of his acquisition. However, when the author of the Review shall have succesded in inducing British legislators to adope his maxim, and declare that the validity of every act shall be determined by its consistence with morality, we may then listen to his suggestion, for applying the same rule to the Bengal Law of Inheritance.

34. The writer of this Review quotes (in p. 221) a passage from the Dayabhaga, (Ch. II, Sec. 76,) 'Since the circumstance of the father being lord of all the wealth, is stated as a reason, and that cannot be in regard to the grandfather's estate, an unequal distribution, made by the father, is lawful only in the instance of his own acquired wealth." He then comments, saying, "Nothing can be more clear than Jimutavahana's assertion of this doctrine" But it would have been still more clear, of the writer had cited the latter part of the sentence obviously connected with the former; which is that, "Accordingly Vishnu says, When a father separates his sons from himself his own will regulates the division of his own acquired wealth. But in the estate inherited from the grandfather, the ownership of father and son is equal." That is, a father is not absolute lord of his ancestral property, (as he is of his own acquired wealth, *when occupied* in *separating his sons from himself* during his life. This is evident from the explanation given by the author of the Dayabhaga himself, of the above text of Vishnu, in Sec. 56, (Ch. II,) "The meaning of this passage is, 'In the case of his own acquired property, whatever he may choose to reserve whether half or two shares, or three, all that is permitted to him by the law; but not so in the case of property ancestral;" as well as from the ex-

position by the same author of this very text of Vishnu, in Sec. 17, (Ch. II,) already fully illustrated as applicable solely to the occasion of partition, (*vide* para. 22, p. 27.)

35. It would have been equally clear as desirable, because *conclusive*, if the writer of the article had also quoted the following passage of the Dayabhaga touching the same subject (Ch. II, Sec. 46.) "By the reasoning thus set forth, if the elder brother have two shares of the father's estate, how should the highly venerable father being the natural parent of the brothers, and COMPETENT TO SELL, GIVE, OR ABANDON THE PROPERTY, and being the root of all connection with the *grandfather's estate*, be not entitled, in like circumstances, to a double portion of his own father's wealth ?"

36. In expounding the following text of Yajnavalkya, "The father is master of the gems, pearls, and corals, and of all (other moveable property), but neither the father, nor the grandfather, is so of the whole immoveable estate" ; the author of the Dayabhaga first observes, (Ch. II, Sec. 23.) "Since the grandfather is here mentioned, the text must relate to his effects." He then proceeds, saying, "Since here also it is said 'the whole,' the prohibition forbids the gift or other alienation of the 'whole,'" &c. ; and thus concludes the section (24) : "For the insertion of the word 'whole' would be unmeaning (if the gift of even a small part were forbidden)" The author of the Dayabhaga does not stop here ; but he lays down the following rule in the succeeding section already quoted, (26.) "But if the family cannot be supported without selling the *whole immoveable* and other property, even the *whole* may be sold or otherwise disposed of : as appears from the obvious sense of the passage, and because it is directed, that a man should by all means preserve himself" Here Jimutavahana justifies, in the plainest terms, the sale and other disposal by a father of the *whole* of the estate *inherited from his own father* for the maintenance of his family or for self-preservation, without committing even a moral offence : but I regret that this simple position by Jimutavahana should not have been adverted to by the writer of the article while reviewing the subject

37. To his declaration, that "Nothing can be more clear than Jimutavahana's assertion of this doctrine," the reviewer adds the following phrase : "And the doubt cast upon it by its expounders, Raghunandana, Sri Krishna Tarkalankara and Jagannatha, is wholly gratuitous. In fact, the latter is chiefly to blame for the distinction between illegal and invalid acts." It is, I think, requisite that I should notice here who these three expounders were, whom the writer charges with the invention of this doctrine ; at what periods they lived ; and

how they stood and still stand in the estimation of the people of Bengal. To satisfy any one on these points, I have only to refer to the accounts given of them by Mr. Colebrooke, in his preface to the translation of the Dayabhaga. In speaking of Raghunandana he says. "It bears the name of Raghunandana, the author of the Smriti-tatwa, and the greatest authority on Hindu Law in the province of Bengal." "The Daya-tatwa, or so much of the Smriti tatwa as relates to inheritance, is the undoubted composition of Raghunandana; and in deference to the greatness of the author's name, and the estimation in which his works are held among the learned Hindus of Bengal, has been throughout diligently consulted and carefully compared with Jimutavahana's treatise, on which it is almost exclusively founded." (p. vii.) "Now Raghunandana's date is ascertained at about three hundred years from this time," &c. (p xii.) Mr. Colebrooke thus introduces Sri Krishna Tarkalankara: "The commentary of Sri Krishna Tarkalankara on the Dayabhaga of Jimutavahana, has been chiefly and preferably used This is the most celebrated of the glosses on the text. Its authority has been long gaining ground in the schools of law throughout Bengal; and it has almost banished from them the other expositions of the Dayabhaga; being ranked in general estimation, next to the treatises of Jimutavahana and of Raghunandana." (p. vi.) "The commentary of Maheswara is posterior to those of Chudamani and Achyuta, both of which are cited in it; and is probably anterior to Sri Krishna's or at least nearly of the same date" (p. vii) In the note at foot he observes, "Greatgrandsons of both these writers were living in 1806" Hence it may be inferred, that Sri Krishna Tarkalankara lived above a century from this time. Mr. Colebrooke takes brief notice of Jagannatha Tarkapanchanana, saying, "A very ample compilation on this subject is included in the Digest of Hindu Law, prepared by Jagannatha, under directions of Sir William Jones, &c." (p ii). The last mentioned, Jagannatha, was universally acknowledged to be the first literary character of his day, and his authority has nearly as much weight as that of Raghunandana.

38. Granting for moment that the doctrne of free disposal by a father of his ancestral property is opposed to the authority of Jimutavahana, but that this doctrine has been prevalent in Bengal for upwards of three centuries, in consequence of the erroneous exposition of Raghunandana, *"the greatest authority of Hindu law in the province of Bengal,"* by Sri Krishna Tarkalankara, the author of *"the most celebrated of the glosses of the text,"* and by the most learned Jagannatha; yet it would, I presume, be generally considered as a most rash and injurious, as well as ill advised, innovation, for any

administrator of Hindu Law of the present day to set himself up as the corrector of successive expositions, admitted to have been received and acted upon as authoritative for a period extending to upwards of three centuries back.

39. In the foregoing pages my endeavour has been to show that the province of Bengal, having its own peculiar language, manners and ceremonies, has long enjoyed also a distinct system of law. That the author of this system has greatly improved on the expositions followed in other provinces of India, and, therefore, well merits the preference accorded to his exposition by the people of Bengal. That the discrepancies existing amongst the several interpretations of legal texts are not confined alone to the law of disposition of property by a father, but extend to other matters That in following those expositions which best reconcile law with reason, the author of the Bengal system is warranted by the highest sacred authority, as well as by the example of the most revered of his predecessors, the author of the Mitakshara ; and that he has been eminently successful in his attempt at so doing, more particularly by unfettering property, and declaring the principle, that the alienator of an hereditary estate is only morally responsible for his acts, so far as they are unnecessary, and tend to deprive his family of the means of support. That he is borne out in the distinction he has drawn between moral precepts, a disregard to which is sinful, leaving the act valid and legal, and absolute injunctions, the acts in violation of which are null and void If I have succeeded in this attempt, it follows that any decision founded on a different interpretation of the law, however widely that exposition may have been adopted in other provinces, is not merely retrograding in the social institution of the Hindu community of Bengal, mischievous in disturbing the validity of existing titles to property, and of contracts founded on the received interpretation of the law, but a violation of the charter of justice, by which the administration of the existing law of the people in such matters was secured to the inhabitants of this country.

6. *Speech before the Unitarian Association, London*

I am too unwell and too much exhausted to take any active part in this meeting; but I am much indebted to Dr. KIRKLAND and Dr. BOWRING for the honour they have conferred on me by calling me their fellow-labourer, and to you for admitting me to this Society as a brother, and one of your fellow-labourers. I am not sensible that I have done anything to deserve being called a promoter of this cause; but with respect to your faith I may observe, that I too believe in the one God, and that I believe in almost all the doctrines that you do: but I do this for my own salvation and for my own peace. For the objects of your Society I must confess that I have done very little to entitle me to your gratitude or such admiration of my conduct What have I done?- I do not know what I have done! If I have ever rendered you any services they must be very trifling— very trifling I am sure. I laboured under many disadvantages. In the first instance, the Hindoos and the Brahmins, to whom I am related, are all hostile to the cause; and even many Christians there are more hostile to our common cause than the Hindoos and the Brahmins I have honour for the appellation of Christians; but they always tried to throw difficulties and obstacles in the way of the principles of Unitarian Christianity. I have found some of these here; but more there. They abhor the notion of simple precepts. They always lay a stress on mystery and mystical points, which serve to delude their followers; and the consequence is, that we meet with such opposition in India that our progress is very slight; and I feel ashamed on my side that I have not made any progress that might have placed me on a footing with my fellow-labourers in this part of the globe However, if this is the true system of Christianity, it will prevail, notwithstanding all the opposition that may be made to it. Scripture seconds your system of religion, common sense is also on your side; while power and prejudice are on the side of your opponents. There is a battle going on between reason, scripture and common sense; and wealth, power and prejudice. These three have been struggling with the other three; but I am convinced that your success, sooner or later, is certain. I feel over-exhausted, and therefore conclude with an expression of my heartfelt thanks for the honour that from time to time you have conferred on me, and which I shall never forget to the last moment of my existence.*

* This speech is taken from the *Last days in England of Raja Rammohun Roy* by Miss Carpenter.—ED.

7. VIEWS ON : BURNING WIDOWS ALIVE

Advocate. I am surprised that you endeavour to oppose the practice of Concremation and Postcremation of widows,* as long observed in this country.

Opponent. Those who have no reliance on the Sastra, and those who take delight in the self-destruction of women, may well wonder that we should oppose that suicide which is forbidden by all the Sastras, and by every race of men

Advocate. You have made an improper assertion in alleging that Concremation and Postcremation are forbidden by the Sastras Hear what Angira and other saints have said on this subject :

"That Woman who, on the death of her husband, ascends the burning pile with him, is exalted to heaven, as equal to Arundhati.

"She who follows her husband to another world, shall dwell in a region of joy for so many years as there are hairs in the human body, or thirty-five millions

"As a serpent-catcher forcibly draws a snake from his hole, thus raising her husband by her power she enjoys delight along with him.

"The woman who follows her husband expiates the sins of three races ; her father's line, her mother's line, and the family of him to whom she was given a virgin.

"There possessing her husband as her chiefest good, herself the best of women, enjoying the highest delights, she partakes of bliss with her husband as long as fourteen Indras reign.

"Even though the man had slain a Brahman, or returned evil for good, or killed an intimate friend, the woman expiates those crimes.

"There is no other way known for a virtuous woman except ascending the pile of her husband It should be understood that there is no other duty whatever after the death of her husband."

Here also what Vyasa has written in the parable of the pigeon :

"A pigeon, devoted to her husband, after his death entered the flames, and ascending to heaven, she there found her husband."

And hear Harita's words .

"As long as a woman shall not burn herself after her husband's death she shall be subject to transmigration in a female form."

Hear too what Vishnu, the saint, says :

*When a widow is absent from her husband at the time of his death, she may in certain cases burn herself along with some relic representing the deceased. This practice is called Anumaran or Postcremation.

"After the death of her husband a wife must live as an ascetic, or ascend his pile."

Now hear the words of the Brahma Purana on the subject of Postcremation :

"If her lord die in another country, let the faithful wife place his sandals on her breast, and pure enter the fire."

The faithful widow is declared no suicide by this text of the Rig Veda : "When three days of impurity are gone she obtained obsequies."

Gotama, says :

"To a Brahmani after the death of her husband, Postcremation is not permitted. But to women of the other classes it is esteemed a chief duty."

"Living let her benefit her husband ; dying she commits suicide."

"The Woman of the Brahman tribe that follows her dead husband, cannot, on account of her self-destruction, convey either herself or her husband to heaven"

Concremation and Postcremation being thus established by the words of many sacred lawgivers, how can you say they are forbidden by the Sastras, and desire to pevent their practice?

Opponent. All those passages you have quoted are indeed sacred law ; and it is clear from those authorities, that if women perform Concremation or Postcremation, they will enjoy heaven for a considerable time. But attend to what Manu and others say respecting the duty of widows . "Let her emaciate her body, by living voluntarily on pure flowers, roots, and fruits, but let her not, when her lord is deceased, even pronounce the name of another man. Let her continue till death forgiving all injuries, performing harsh duties, avoiding every sensual pleasure, and cheerfully practising the incomparable rules of virtue which have been followed by such women as were devoted to only one husband."

Here Manu directs, that after the death of her husband, the widow should pass her whole life as an ascetic. Therefore, the laws given by Angira and others whom you have quoted, being contrary to the law of Manu, connot, be accepted ; because the Veda declares, "Whatever Manu has said is wholesome ;" and Vrihaspati, "Whatever law is contrary to the law of Manu is not commendable." The Veda especially declares, "By living in the practice of regular and occasional duties the mind may be purified Thereafter by hearing, reflecting, and constantly meditating on the Supreme Being, absorption in Brahma may be attained. Therefore from a desire during life of future fruition, life ought not to be destroyed." Manu, Yajnavalkya, and others, have then, in their respective codes of laws prescribed to widows, the duties of ascetics only. By this passage of the Veda, therefore, and the authority of Manu and others.

the words you have quoted from Angira and the rest are set aside; for by the express declaration of the former, widows after the death of their husbands, may, by living as ascetics, obtain absorption.

Advocate What you have said respecting the laws of Angira and others, that recommended the practice of Concremation and Postcremation we do not admit: because, though a practice has not been recommended by Manu, yet, if directed by other lawgivers, it should not on that account be considered as contrary to the law of Manu. For instance, Manu directs the performance of Sandhya, but says nothing of calling aloud on the name of Hari; yet Vyasa prescribes calling on the name of Hari. The words of Vyasa do not contradict those of Manu. The same should be understood in the present instance. Manu has commended widows to live as ascetics; Vishnu and other saints direct that they should either live as ascetics or follow their husbands. Therefore the law of Manu may be considered to be applicable as an alternative.

Opponent. The analogy you have drawn betwixt the practice of Sandhya and invoking Hari, and that of Concremation and Postcremation does not hold. For, in the course of the day the performance of Sandhya, at the prescribed time, does not prevent one from invoking Hari at another period; and, on the other hand, the invocation of Hari need not interfere with the performance of Sandhya. In this case, the direction of one practice is not inconsistent with that of the other. But in the case of living as an ascetic or undergoing Concremation, the performance of the one is incompatible with observance of the other. *Scil.* Spending one's whole life as an ascetic after the death of a husband is incompatible with immediate Concremation as directed by Angira and others; and, *vice versa*, Concremation, as directed by Angira and others, is inconsistent with living as an ascetic, in order to attain absorption. Therefore those two authorities are obviously contradictory of each other. More especially as Angira, by declaring that "there is no other way known for a virtuous woman except ascending the pile of her husband," has made Concremation an indispensable duty. And Harita also, in his code, by denouncing evil consequences, in his declaration, that "as long as a woman shall not burn herself after the death of her husband, she shall be subject to transmigration in a female form," has made this duty absolute. Therefore all those passages are in every respect contradictory to the law of Manu and others.

Advocate. When Angira says that there is no other way for a widow except Concremation, and when Harita says that the omission of it is a fault, we reconcile their words with those of Manu, by considering them as used merely for the purpose of exalting the merit of Con-

cremation, but not as prescribing this as an indispensable duty. All these expressions, moreover, convey a promise of reward for Concremation, and thence it appears that Concremation is only optional.

Opponent. If, in order to reconcile them with the text of Manu, you set down the words of Angira and Harita, that make the duty incumbent, as meant only to convey an exaggerated praise of Concremation, why do you not also reconcile the rest of the words of Angira, Harita, and others, with those in which Manu prescribes to the widow the practice of living as an ascetic as her absolute duty? And why do you not keep aloof from witnessing the destruction of females, instead of tempting them with the inducement of future fruition? Moreover, in the text already quoted, self-destruction with the view of reward is expressly prohibited.

Advocate. What you have quoted from Manu and Yajnavalkya and the text of the Veda is admitted. But how can you set aside the following text of the Rig Veda on the subject of Concremation? "O fire! let these women, with bodies anointed with clarified butter, eyes coloured with collyrium, and void of tears, enter thee, the parent of water, that they may not be separated from their husbands, but may be in unison with excellent husbands, themselves sinless and jewels amongst, women."

Opponent. This text of the Veda, and the former passages from Harita and the rest whom you have quoted, all praise the practice of Concremation as leading to fruition, and are addressed to those who are occupied by sensual desires; and you cannot but admit that to follow these practices is only optional. In repeating the Sankalpa of Concremation, the desire of future fruition is declared as the object. The text therefore of the Veda which we have quoted, offering no gratifications, supersedes, in every respect, that which you have adduced, as well as all the words of Angira and the rest. In proof we quote the text of the Kathopanishad: "Faith in God which leads to absorption is one thing; and rites which have future fruition for their object, another. Each of these, producing different consequences, hold out to man inducements to follow it. The man, who of these two chooses faith, is blessed: and he, who for the sake of reward practices rites, is dashed away from the enjoyment of eternal beatitude." Also the Mundakopanishad: "Rites, of which there are eighteen members, are all perishable: he who considers them as the source of blessing shall undergo repeated transmigrations; and all those fools who, immersed in the foolish practice of rites, consider themselves to be wise and learned, are repeatedly subjected to birth, disease, death, and other pains. When one blind man is

guided by another, both subject themselves on their way to all kinds of distress."

It is asserted in the Bhagavad Gita, the essence of all the Smritis, Puranas, and Itihasas, that, "all those ignorant persons who attach themselves to the words of the Vedas that convey promises of fruition, consider those falsely alluring passages as leading to real happiness, and say, that besides them there is no other reality. Agitated in their minds by these desires, they believe the abodes of the celestial gods to be the chief object; and they devote themselves to those texts which treat of ceremonies and their fruits, and entice by promises of enjoyment Such people can have no real confidence in the Supreme Being." Thus also do the Mundakopanishad and the Gita state that, "the science by which a knowledge of God is attained is superior to all other knowledge." Therefore it is clear from those passages of the Veda and of the Gita, that the words of the Veda which promise fruition, are set aside by the texts of contrary import. Moreover, the ancient saints and holy teachers, and their commentators, and yourselves, as well as we and all others, agree that Manu is better acquainted than any other lawgiver with the spirit of the Veda. And he, understanding the meaning of those different texts, admitting the inferiority of that which promised fruition, and following that which conveyed no promise of gratifications, has directed widows to spend their lives as ascetics. He has also defined in his 12th chapter, what acts are observed merely for the sake of gratifications, and what are not. "Whatever act is performed for the sake of gratifications in this world or the next is called Prabartak, and those which are performed according to the knowledge respecting God, are called Nibartak. All those who perform acts to procure gratifications, may enjoy heaven like the gods; and he who performs acts free from desires, procures release from the five elements of this body, that is, obtains absorption."

Advocate. What you have said is indeed consistent with the Vedas, with Manu, and with the Bhagavad Gita. But from this I fear, that the passages of the Vedas and other Sastras, that prescribe Concremation and Postcremation as the means of attaining heavenly enjoyments, must be considered as only meant to deceive.

Opponent. There is no deception. The object of those passages is declared. As men have various dispositions, those whose minds are enveloped in desire passion and cupidity, have no inclination for the disinterested worship of the Supreme Being. If they had no Sastras of rewards, they would at once throw aside all Sastras, and would follow their several inclinations, like elephants unguided by the hook. In order to restrain such persons from being led only by their inclinations, the Sastra prescribes various ceremonies, as Syenayaga for one

desirous of the destruction of the enemy, Putreshti for one desiring a son, and Jyotishtoma for one desiring gratifications in heaven, &c.; but again reprobates such are actuated by those desires, and at the same moment expresses contempt for such gratifications. Had the Sastra not repeatedly reprobrated both those actuated by desire and the fruits desired by them all those texts might be considered as deceitful. In proof of what I have advanced I cite the following text of the Upanishad, "Knowledge and rites together offer themselves to every man. The wise man considers which of these two is the better and which the worse. By reflecting, he becomes convinced of the superiority of the former, despises rites, and takes refuge in knowledge. And the unlearned, for the sake of bodily gratifications, has recourse to the performance of rites" The Bhagavad Gita says: "The Vedas that treat of rites are for the sake of those who are possessed of desire. therefore, O Arjuna! do thou abstain from desires"

Hear also the text of the Veda reprobating the fruits of rites. "As in this world the fruits obtained from cultivation and labour perish, so in the next world fruits derived from rites are perishable." Also the Bhagavad Gita: "Also those who observe the rites prescribed by the three Vedas, and through those ceremonies worship me and seek for heaven, having become sinless from eating the remains of offerings, ascending to heaven, and enjoying the pleasures of the gods, after the completion of their rewards, again return to earth Therefore, the observers of rites for the sake of rewards, repeatedly, ascend to heaven, and return to the world, and cannot obtain absorption"

Advocate Though what you have advanced from the Veda and sacred codes against the practice of Concremation and Postcremations, is not to be set aside, yet we have had the practice prescribed by Harita and others handed down to us.

Opponent. Such an argument is highly inconsistent with justice. It is every way improper to persuade to self-destruction by citing passages of inadmissible authority. In the second place, it is evident from your own authorities, and the Sankalpa recited in conformity with them, that the widow should voluntarily quit life, ascending the flaming pile of her husband. But, on the contrary, you first bind down the widow along with the corpse of her husband, and then heap over her such a quantity of wood that she cannot rise At the time too of setting fire to the pile, you press her down with large bamboos. In what passage of Harita or the rest do you find authority for thus binding the woman according to your practice? This then is, in fact, deliberate female murder.

Advocate. Though Harita and the rest do not indeed authorize

this practice of binding &c., yet were a woman after having recited the Sankalpa not to perform Concremation, it would be sinful, and considered disgraceful by others. It is on this account that we have adopted the custom.

Opponent. Respecting the sinfulness of such an act, that is mere talk: for in the same codes it is laid down, that the performance of a penance will obliterate the sin of quitting the pile. Or in case of inability to undergo the regular penance, absolution may be obtained by bestowing the value of a cow, or three kahans of cowries. Therefore the sin is no cause of alarm. The disgrace in the opinion of others is also nothing: for good men regard not the blame or reproach of persons who can reprobate those who abstain from the sinful murder of women. And do you not consider how great is the sin to kill a woman; therein forsaking the fear of God, the fear of conscience, and the fear of the Sastras, merely from a dread of the reproach of those who delight in female murder?

Advocate. Though tying down in this manner be not authorized by the Sastras, yet we practise it as being a custom that has been observed throughout Hindustan.

Opponent. It never was the case that the practice of fastening down widows on the pile was prevalent throughout Hindustan: for it is but of late years that this mode has been followed, and that only in Bengal, which is but a small part of Hindustan. No one besides who has the fear of God and man before him, will assert that male or female murder, theft, &c., from having been long practised, cease to be vices. If, according to your argument, custom ought to set aside the precepts of the Sastras, the inhabitants of the forests and mountains who have been in the habits of plunder, must be considered as guiltless of sin, and it would be improper to endeavour to restrain their habits. The Sastras, and the reasonings connected with them, enable us to discriminate right and wrong. In those Sastras such female murder is altogether forbidden. And reason also declares, that to bind down a woman for her destruction, holding out to her the inducement of heavenly rewards, is a most sinful act.

Advocate. This practice may be sinful or anything else, but we will not refrain from observing it. Should it cease, people would generally apprehend that if women did not perform Concremation on the death of their husbands, they might go astray; but if they burn themselves this fear is done away. Their family and relations are freed from apprehension. And if the husband could be assured during his life that his wife would follow him on the pile, his mind would be at ease from apprehensions of her misconduct.

Opponent. What can be done, if, merely to avoid the possible danger of disgrace, you are unmercifully resolved to commit the sin of female murder. But is there not also a danger of a woman's going astray during the life-time of her husband, particularly when he resides for a long time in a distant country? What remedy then have you got against this cause of alarm?

Advocate. There is a great difference betwixt the case of the husband's being alive, and of his death; for while a husband is alive, whether he resides near or at a distance, a wife is under his control; she must stand in awe of him. But after his death that authority ceases, and she of course is divested of fear.

Opponent. The Sastras which command that a wife should live under the control of her husband during his life, direct that on his death she shall live under the authority of her husband's family, or else under that of her parental relations; and the Sastras have authorized the ruler of the country to maintain the observance of this law. Therefore, the possibility of a woman's going astray cannot be more guarded against during the husband's life than it is after his death. For you daily see, that even while the husband is alive, he gives up his authority, and the wife separates from him. Control alone cannot restrain from evil thoughts, words, and actions; but the suggestions of wisdom and the fear of God may cause both man and woman to abstain from sin. Both the Sastras and experience show this.

Advocate. You have repeatedly asserted, that from want of feeling we promote female destruction. This is incorrect, for it is declared in our Veda and codes of law, that mercy is the root of virtue, and from our practice of hospitality, &c., our compassionate dispositions are well known.

Opponent. That in other cases you shew charitable dispositions is acknowledged. But by witnessing from your youth the voluntary burning of women amongst your elder relatives, your neighbours and the inhabitants of the surrounding villages, and by observing the indifference at the time when the women are writhing under the torture of the flames, habits of insensibility are produced. For the same reason, when men or women are suffering the pains of death, you feel for them no sense of compassion, like the worshippers of the female deities who, witnessing from their infancy the slaughter of kids and buffaloes, feel no compassion for them in the time of their suffering death, while followers of Vishnu are touched with strong feelings of pity.

Advocate. What you have said I shall carefully consider.

Opponent. It is to me a source of great satisfaction, that you are

now ready to take this matter into your consideration. By forsaking prejudice and reflecting on the Sastra, what is really conformable to its precepts may be perceived, and the evils and disgrace brought on this country by the crime of female murder will cease

গ. ইংরেজী রচনার পরিচিতি

১. পত্রাবলী

১। তাঁর চাকরির জীবনের প্রথম দিকে রামমোহন ভাগলপুরে ছিলেন। সেখানকার কালেক্টার স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিলটন একদিন তাঁর প্রতি অশিষ্টাচার প্রদর্শন করেন। তার প্রতিকার প্রার্থনা করে রামমোহন তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মিন্টোর কাছে এই সুদীর্ঘ পত্রটি প্রেরণ করেছিলেন। ইহা ১৮০৯ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। রামমোহনের প্রাপ্ত ইংরাজী রচনার মধ্যে এটিই প্রথম এবং সেই হিসাবে তাঁর এই পত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পত্রে লেখকের নির্ভীকতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

২। ১৮২১ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করেছিল তা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নির্ধারিত হওয়ায় রামমোহন খুব ক্ষুব্ধ হন। দেশে তখন ইংরাজী শিক্ষার চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রামমোহন তাই ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে এই ঐতিহাসিক চিঠিখানি লিখেছিলেন। দেশের প্রকৃত উন্নতি যদি গভর্ণমেন্টের লক্ষ্য হয় তাহলে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত--এই ছিল রামমোহনের এই পত্রের মূল বক্তব্য।

৩। ১৮৩০ সালে রামমোহন যখন উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কে তাঁর পুস্তিকাটি (রচনা নং ৫) প্রকাশ করেন তখন তার প্রতিবাদে 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় যেসব চিঠি প্রকাশিত হয়, সেইগুলির উত্তরে রামমোহন ঐ বিষয়ে এই পাঁচখানি পত্র 'হরকরা' কাগজে লিখেছিলেন।

৪। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রামমোহন ১৮৩২ সালের শরৎকালে ফ্রান্স যান। তৎপূর্বে তিনি কলকাতায় তাঁর বন্ধু জনৈক মিঃ গর্ডনকে এই পত্রটি লিখেছিলেন . ইনি ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির একজন সভ্য ছিলেন। গর্ডন সাহেব আবার ছিলেন ম্যাকিন্টস য়্যাণ্ড কোম্পানির একজন অংশীদার। রামমোহন যখন বিলাতে ছিলেন তখন এই ম্যাকিন্টস কোম্পানি ছিল তাঁর এজেন্ট। অনুমান হয় এই সূত্রেই রামমোহনের সঙ্গে গর্ডনের পত্র বিনিময় চলত।

৫। রামমোহন তাঁর স্বদেশবাসীর উপকারের জন্য ১৮২০ সালে 'Precepts of Jesus' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইটি গোঁড়া পাদ্রীদের পছন্দ হয়নি। কারণ, রামমোহন খ্রীষ্টের উপদেশ সংকলনে সম্পূর্ণ বাইবেল অবলম্বন করেন নি। ফলে এই গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে সেইসময়ে পাদ্রীসমাজে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এরই উত্তরে রামমোহন ১৮২০, ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে মিশনারী পরিচালিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এই পত্রটি প্রকাশ করেছিলেন।

৬। তাঁর 'Precepts of Jesus' গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর মিশনারীদের পক্ষ থেকে রামমোহনকে তুমুলভাবে আক্রমণ করা হয়। তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে রামমোহন পর পর তিনটি পুস্তিকা রচনা করে মিশনারীদের কটূক্তির জবাব দেন। এই পুস্তিকা তিনটির নাম যথাক্রমে—১. An Appeal to the Christian Public; ২. Second Appeal to the Christian Public ও ৩. Final Appeal to the Christian Public; শেষোক্ত গ্রন্থটি ১৮২৩ সালে প্রকাশিত হয়। তখন বিলাত পর্যন্ত এই মসীযুদ্ধের সংবাদ প্রচারিত হয় ও সেইখানে রামমোহনের অনেক ইংরাজ বন্ধু এর পরিণতি সাগ্রহে লক্ষ্য করতে থাকেন। এঁদেরই মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাল্টিমোরের জনৈক ভদ্রলোক। তাঁর কাছেই রামমোহন ১৮২২ সালের ২৭ অক্টোবর তারিখে এই পত্রটি লিখেছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

৭। এই পত্রটিও উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে লিখিত।

৮। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু উদার মতাবলম্বী খ্রীষ্টান ঐ সময়ে রামমোহন প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মের তাৎপর্য সমর্থন করেন। এ'দেরই মধ্যে অন্যতম ছিলেন লণ্ডনের ডক্টর টি. রীস। এই পত্রটি রামমোহন তাঁকেই ১৮২৪ সালের কোন এক সময়ে লিখে থাকবেন।

৯। ১৮২১ সালে যখন অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল নেপলসের স্বাধীনতাকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিল তখন রামমোহন সেই সংবাদে মর্মাহত হয়ে 'ক্যালকাটা জার্নাল' পত্রিকার সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহামকে এই পত্রখানি লিখেছিলেন। এই পত্রটির শেষেই আছে রামমোহনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি : 'Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful'

১০। মিশনারীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে রামমোহন প্রচলিত খ্রীষ্টীয় মতের যে অসঙ্গতি তুলে ধরেছিলেন তা বিশ্বাস করে পাদ্রী উইলিয়াম এ্যাডাম নিজেকে ইউনিটেরিয়ান বা একেশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করেন। বিলাতের বহু ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানও রামমোহনকে সমর্থন করেন। এরই ফলে ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিস্টলের ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত নেতা মিঃ জে. বি ইস্টলিনের মাধ্যমে সোসাইটি প্রচুর অর্থসাহায্য লাভ করে। মিঃ ইস্টলিনকে লেখা প্রথম পত্রটিতে রামমোহন সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় পত্রখানি তিনি তাকে লিখেছিলেন লণ্ডন থেকে তাঁর ব্রিস্টল গমনের প্রাক্কালে।

১১। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে রামমোহন সেখানকার সুধী সমাজে বিপুল সমাদর লাভ করেন। ভারতের সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য তাঁর বহুবিধ কর্মপ্রয়াসের জন্য সেখানে তাঁর খ্যাতির সীমা-পরিসীমা ছিল না। ন্যায় ও সত্যের এই নির্ভীক পূজারীকে ইংলণ্ডের গুণী ব্যক্তিগণ বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ব্রাইটনের উডফোর্ড দম্পতি এ'দেরই অন্যতম ছিলেন। এই পত্রখানি রামমোহন মিসেস উডফোর্ডকে লিখেছিলেন।

১২। রামমোহন যে সময় ইংলণ্ডে যান ভারতবর্ষের পক্ষে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ সেই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নূতন করে সনন্দ দেওয়া হবে এবং এই জন্য পার্লামেন্টে রিফর্ম বিল উথাপনের সময় রামমোহন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে ঐ বিলের আলোচনা পর্যবেক্ষণ করতেন। বিলটি যাতে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে গৃহীত হয় সেজন্য তাঁর চিন্তা ও প্রয়াসের সীমা ছিল না। তারপর যখন এই বিল পাশ হয় তখন তিনি উল্লসিত অন্তরে এই পত্রখানি লিভারপুলের উইলিয়াম র‍্যাসবোনকে লিখেছিলেন।

১৩। ইংলণ্ডের সুধীসমাজে রামমোহনের পরিচয় যে কত ব্যাপক ছিল, ব্রাইটনের মিঃ উডফোর্ডকে লেখা এই পত্র দুখানি তারই নিদর্শন।

১৪। এদেশে দীর্ঘকাল লবণের একচেটিয়া অধিকার ছিল কোম্পানির হাতে। রামমোহন যখন ইংলণ্ডে তখন তিনি সেখানে এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর দেখেছিলেন পত্র-পত্রিকায় নানা রচনা। অনেকে এ সম্বন্ধে পুস্তিকাও প্রকাশ করলেন। এ'দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন J. Crawford এবং R Rickards ঠিক এই সময়ে সিলেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে লবণের বাণিজ্য সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করে পাঠানো হয় এবং তিনি সেই সব প্রশ্নের উত্তরে সমগ্র বিষয়টি নিপুণভাবে তুলে ধরেন। উল্লিখিত মিঃ রিকার্ডস প্রণীত 'India' নামক গ্রন্থে রামমোহনের এই পত্র তিনখানি সন্নিবেশিত আছে ; কিন্তু কার উদ্দেশে যে এই পত্র তিনটি লিখেছিলেন তা জানা যায় না। *

' ৫-১৪ এর মধ্যে প্রকাশিত পত্রাবলী মিস কার্পেন্টার প্রণীত 'Last Days in England of Raja Rammohun Roy' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

১৫। ডিগবী সাহেব কোম্পানির চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে বিলাত চলে যাওয়ার পর রামমোহন কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন ও বিবিধ সমাজসংস্কার-মূলক কর্মে নিজেকে নিযোজিত করেন। ডিগবীর সঙ্গে তাঁর যে নিয়মিত পত্রালাপ চলতো এই পত্র দুখানি তারই নিদর্শন।

১৬। রামমোহনের ইংলণ্ড আগমনের কিছু পরেই ডাঃ কার্পেন্টার তাঁকে Miss Kiddell ও Miss Castle-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা ব্রিস্টলে স্টেপলটন গ্রোভ-এ বাস করতেন। ব্রিস্টলে মাইকেল ক্যাসেল নামে জনৈক বণিক ডাঃ কার্পেন্টারের উপাসকমণ্ডলীর একজন সভ্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। তখন তাঁদের নাবালিকা কন্যা মিস ক্যাসেলের দেখাশুনার ভার পড়ে ডাঃ কার্পেন্টারের উপর। মিস কিডেল ছিলেন মিস ক্যাসেলের মাতুলানী। এঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর ঠিক হয় যে রামমোহন ব্রিস্টলে এঁদের অতিথি হয়ে বাস করবেন। ব্রিস্টলে যাওয়ার পূর্বে তিনি এই নয়খানি পত্র মিস কিডেলকে লিখেছিলেন।

১৭। এই পত্র তিনখানি রামমোহন লণ্ডন থেকে ব্রিস্টলে মিস ক্যাসেলকে লিখেছিলেন।

১৮। বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রাক্তন সভাপতি মিঃ ওয়েন-এর ইণ্ডিয়ান জুরি বিলে এদেশের অধিবাসীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল এবং তারই প্রতিবাদে রামমোহন কলকাতা থেকে ১৮২৬ সালের নভেম্বর মাসে পার্লামেন্টে আবেদন করেন। কিন্তু তখন সেই আবেদনে কোন ফল হয়নি। পরে বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট মিঃ চার্লস গ্রান্ট এ-সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করে পার্লামেন্টে একটি নূতন বিল নিয়ে আসেন। এই সময় রামমোহন ইংলণ্ডে ছিলেন। এই পত্রটিতে রামমোহন পূর্বেকার জুরি বিলের কথা আলোচনা করেছেন। এটি তিনি কলকাতা থেকে লণ্ডনে মিঃ ক্রফোর্ডকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। *

১৯। লণ্ডনের জনৈক চিত্রশিল্পী—মিসেস এস সি. বেলনোস—রামমোহনকে তাঁর আঁকা কিছু চিত্র উপহার দিয়েছিলেন। তারই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি আছে এই সংক্ষিপ্ত পত্রটিতে।

২০। এই পত্র দুখানি পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডস-এর প্রভাবশালী সদস্য ও বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি Mr Charles Williams Wynns-কে লিখেছিলেন রামমোহন। ইনিই এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে রামমোহন ইংলণ্ডের মহাসভার একজন সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। দ্বিতীয় পত্রে রামমোহন তাঁকে তাঁর লেখা বিচার বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ সম্পর্কিত পুস্তকখানি (Exposition of the practical operation of the Judicial and Revenue system of India) উপহার দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

২১। খ্রীষ্টধর্ম বা খ্রীষ্টের উপদেশ সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশিত হওয়ার পর, কল-কাতার ব্যাপটিস্ট ও অন্যান্য মিশনারীদের সঙ্গে রামমোহনের যে সংঘর্ষ হয়েছিল, বিলাতে সেই সংবাদ পোঁছবার পর সেখানকার বহু বিশিষ্ট খ্রীষ্টান ধর্মযাজক রামমোহনকে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। এঁদেরই একজন—রেভারেণ্ড বেলসাম তাঁকে তাঁর সম্পাদিত বাইবেল গ্রন্থের একটি 'উন্নত সংস্করণ' রামমোহনকে পাঠিয়েছিলেন। এই পত্রটিতে তার সকৃতজ্ঞ উল্লেখ আছে।

২২। এখানকার কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ শাসনব্যবস্থায় রামমোহনের মতামতকে কি রকম মূল্য দিতেন তারই নিদর্শন এই পত্রখানি।

* ১৫-১৮ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পত্রগুলি মিস কলেট প্রণীত 'The Life and Letters of Raja Rammohun Roy' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

২৩। খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের অভিমত যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাতেও কি রকম সাড়া জাগিয়েছিল তারই নিদর্শন এই পত্রখানি।

২৪। দিল্লীর বাদশা রামমোহনকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেছিলেন। ইংলন্ডের রাজার নিকট বাদশা দ্বিতীয় আকবরের বৃত্তি সংক্রান্ত একটি আবেদন পেশ করা ও সেই বিষয়ে যথাযথ তদারকি করা—তাঁর বিলাত গমনের এটি ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দৌত্যকার্য ছিল এবং এই কার্য সম্পাদনের জন্য বাদশা রামমোহনকেই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি বলে বিবেচনা করেছিলেন। এই বারখানি পত্রই এই বিষয় সম্পর্কিত।

২৫। রামমোহন লন্ডনে উপস্থিত হলে সর্বপ্রথমে যিনি তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করবার জন্য রাত্রে হোটেলে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি আধুনিক ব্যবস্থাদর্শনের সৃষ্টিকর্তা জেরিমি বেন্থাম। এই পত্রখানি তাঁকেই লিখেছিলেন রামমোহন।

২৬। এই পত্রখানি তাঁর প্যারিস যাত্রার পূর্বে রামমোহন পারসী ভাষায় লিখেছিলেন ফ্রান্সের তৎকালীন প্রখ্যাত মনীষী মঁসিয়ে তাস্‌সিকে। এই পত্রটি মূলের ইংরাজী অনুবাদ।

২৭। লন্ডন থেকে প্যারিস যাত্রার সময় ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীর নিকট পাসপোর্ট সংক্রান্ত একটি পত্র লিখেছিলেন। তখন পাসপোর্ট ভিন্ন কোন বিদেশীর পক্ষে ফ্রান্স যাওয়ার নিয়ম ছিল না। রামমোহন এই নিয়মে ক্ষুব্ধ হন। ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত পত্রে রামমোহন সমস্ত মানবজাতিকে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে কল্পনা করেছেন। এই তিনটি পত্রই একই বিষয় সম্পর্কিত।

২৮। বিলাতে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে রামমোহনকে শেষের দিকে আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বোর্ড্ অব ডাইরেক্টর্স-এর কাছে দু'হাজার পাউন্ড ঋণ চেয়ে তিনি এই পত্রটি লিখেছিলেন। এই একবারই তিনি ঋণ চেয়েছিলেন।

২. প্রবন্ধ

১। প্রচলিত প্রথা অনুসারে হিন্দু পরিবারে স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর কোন অধিকার ছিল না। রামমোহন তাই ১৮২২ সালে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন এখানে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিবিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন যে স্ত্রীলোকদের দায়াধিকার সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে যে প্রথা সেদিন প্রচলিত ছিল তা প্রাচীন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

২। রামমোহন আজীবন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে ছিলেন। ১৮২৩ সালে গভর্ণর-জেনারেল জন এ্যাডাম যখন দেশীয় সংবাদপত্রের উপর নূতন বিধিনিষেধ আরোপ করেন তখন ঐ আদেশের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রথমে সুপ্রীম কোর্টে একটি আবেদন করেন। ঐ আবেদন অগ্রাহ্য হয়। তখন তিনি বিলাতে রাজার কাছে দ্বিতীয় একটি আবেদন পাঠান। এটিও মঞ্জুর হয় নি। না হোক, তথাপি এই দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই আবেদন দুটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। শাসক ও শাসিত উভয়ের মধ্যে মঙ্গলের জন্যই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজন—ইহাই ছিল রামমোহনের সুস্পষ্ট অভিমত।

৩। রামমোহন এদেশে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য পছন্দ করতেন না। য়ুরোপীয়দের ভারতে বসবাস ও কৃষি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে কলকাতায় যে আন্দোলন শুরু হয় রামমোহন সেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে টাউন হলে এই সম্পর্কে যে সভা হয় তাতে তিনি এই বিষয়ে প্রকাশ্যে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন এবং পরে ১৮৩২ সালে সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরিত রিপোর্টে তাঁর পরবর্তী মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

এদেশে য়ুরোপীয়দের স্থায়ীভাবে অবস্থানের ফলে সুবিধা ও অসুবিধা—দুই দিকই তিনি আলোচনা করেন।

৪। ১৮২৯ সালের ৬ জুন তারিখে চিৎপুর রোডের (বর্তমান নাম রবীন্দ্র সরণি) পাশে একটি পাকা বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের নূতন গৃহ স্থাপিত হয়। ঐ বাড়ি ও বাড়ির সংলগ্ন জমি ক্রয় করা হয় দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রামমোহন রায়ের নামে। পরে ১৮৩০ সালের ৮ জানুয়ারি তারিখে একটি ট্রাস্টডীড তৈরী হয়। ট্রাস্টী হলেন বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায় এবং রমানাথ ঠাকুর। ২৩ তারিখে নূতন গৃহে ব্রাহ্মসমাজ স্থানান্তরিত হয়। এই ট্রাস্টডীড রচনা করেন রামমোহন স্বয়ং। এটি একটি অমূল্য সম্পদ। রামমোহনের জীবনব্যাপী ধর্মসংস্কারপ্রচেষ্টা যেন এরই মধ্যে পূর্ণ, স্পষ্ট ও সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই ট্রাস্টডীডকে রামমোহনের ধর্মমতের বাণীরূপ বলা চলে—এর ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত হয়েছে এক উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ভাব।

৫। হিন্দু উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহুকাল হতে দায়ভাগ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৮২৯-৩০ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি গ্রে সাহেব একটি মামলার নিষ্পত্তিতে মিতক্ষরা আইন অনুসরণ করেন। উত্তরাধিকারিত্বের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে তিনি রায় দেন যে পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করে কোন ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি দান-বিক্রয় করতে পারবে না। রামমোহন এর প্রতিবাদে ১৮৩০ সালে ইংরাজীতে এই সুদীর্ঘ পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন।

৬। লন্ডনে ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েসনের এক সভায় রামমোহন এই বক্তৃতাটি করেছিলেন।

ঘ. জীবনী

১

রাজা রামমোহন রায়, হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ সালের ২২ মে (মতান্তরে ১৭৭৪ সাল) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে চাকরি করতেন এবং স্বীয় দক্ষতার বলে কালক্রমে তিনি নবাবের কাছ থেকে 'রায়-রায়ান' উপাধি লাভ করেন। তখন থেকেই এই পরিবার 'রায' পদবী ব্যবহার করতে থাকেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আদি বাসস্থান ছিল মুর্শিদাবাদের শাঁকাসা গ্রামে। চাকরির প্রয়োজনে তাঁর নূতন বাসস্থান হয় হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধানগর গ্রাম। কৃষ্ণচন্দ্র এই পরিবারের জীবন ও জীবিকার ধারাকে যে নূতন পথে চালিত করেন সেই পথ ধরেই চলেছিলেন তাঁর তৃতীয় পুত্র ব্রজবিনোদ রায়। তিনিও নবাব সরকারে একজন দক্ষ কর্মচারী হিসাবে তাঁর পিতার ন্যায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

ব্রজবিনোদ তাঁর পিতার তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলার অধীনে কর্ম করতেন। তাঁর পঞ্চম পুত্রের নাম রামকান্ত। তিনিও পিতৃদৃষ্টান্তানুসারে কিছুকাল মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে চাকরি করেন। পরে তিনি কোম্পানির কাছ থেকে তালুক ইজারা নিয়ে স্বাধীনভাবে বৈষয়িক কর্ম করতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে তিনি বর্ধমানের মহারাণী বিষণকুমারীর মোক্তারও ছিলেন। তাঁর সময় থেকেই রায় পরিবারের সঙ্গে ঐ রাজপরিবারের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাঁর তিন পত্নীর মধ্যে দ্বিতীয় পত্নী তারিণী দেবীই ছিলেন গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী। রায়পরিবারে তিনি 'ফুলঠাকুরাণী' নামে পরিচিত ছিলেন।

তারিণীদেবী অসাধারণ চরিত্রের নারী ছিলেন। যেমন সুন্দরী, তেমনি তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী এবং নিষ্ঠাবতী ছিলেন। বিষয়বুদ্ধি তাঁর এমন প্রখর ছিল যে রামকান্ত অনেক সময় তাঁর পরামর্শ নিয়ে জমিদারীর কাজ চালাতেন। বৈধব্যে তিনি স্বয়ং জমিদারী পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। তারিণীদেবীর দুই পুত্র জগমোহন ও রামমোহন। রামকান্তের তৃতীয় পত্নীর একটিমাত্র পুত্র, তার নাম রামলোচন। কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের উপর তারিণীদেবীর প্রভাব অনেকখানি ছিল এবং রামমোহন উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর মায়ের চরিত্রের অনেকগুলি সদ্‌গুণ লাভ করেছিলেন। পিতার কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন বিষয়বুদ্ধি আর মায়ের কাছ থেকে চারিত্রিক দৃঢ়তা।

২

বাল্যে একজন গুরুমশাইয়ের অধীনে শুভঙ্করী পাঠ দিয়েই পিতৃগৃহে রামমোহনের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। সেকালে শিক্ষার স্থান ছিল তিনটি—পাঠশালা, চতুষ্পাঠী বা টোল ও মক্তব। তাঁর পিতৃবংশের প্রথা ও তাঁর পিতার ইচ্ছানুসারে রামমোহন এই তিনটি স্থানেই বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। মক্তবে তিনি ফারসী ও আরবী ভাষায় প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। তখন দেশে বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রথা দুটির সর্বাধিক প্রচলন ছিল। রামকান্ত অতি অল্প বয়সেই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন। সম্ভবত আট বছর বয়সে রামমোহনের প্রথম

বিবাহ হয়ে থাকবে। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। যখন তাঁর বয়স প্রায় নয় বৎসর, তখন এক বৎসরেরও কম ব্যবধানে রামকান্ত রামমোহনের দুবার বিবাহ দেন। তাঁর এই দুই স্ত্রীর নাম ছিল যথাক্রমে শ্রীমতী দেবী ও উমাদেবী; পরিবারে তাঁরা বড়বৌ ও ছোটবৌ নামে পরিচিত ছিলেন এবং স্বামীর কাছে তাঁরা দুজনেই পেয়েছিলেন সমান মর্যাদা।

পাঠশালা, টোল ও মক্তবের শিক্ষা শেষ করে রামমোহন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য প্রথমে পাটনা যান, পরে কাশী। পাটনা তখন আরবী ও ফারসী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। পাটনায় এসে রামমোহন খুব যত্নের সঙ্গে এই দুটি ভাষা শিক্ষা করেন ও সেইসঙ্গে অধ্যয়ন করেন ইসলাম সাহিত্য ও শাস্ত্র। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় ইউক্লিড ও এরিস্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁর বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা দুই-ই প্রবল ছিল। পাটনায় শিক্ষাকালে রামমোহন ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরাণ অধ্যয়ন করেছিলেন, সেইসঙ্গে সুফীদিগের গ্রন্থও। এর ফলে কিশোর রামমোহনের চিন্তাজগতে একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। কোরাণই তাঁর ধর্মবিশ্বাসে সর্বপ্রথম এনে দিয়েছিল একটা বিরাট পরিবর্তন। এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস যা তিনি লাভ করেছিলেন তা সম্ভবত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। মোটকথা, ইসলামধর্মের উদারতা তাঁর কৈশোর জীবনেই গভীর ছায়াপাত করেছিল।

পাটনার পরে রামমোহনের শিক্ষাগ্রহণের দ্বিতীয় স্থান হল কাশী। কাশী হিন্দুদিগের অতি পবিত্র তীর্থস্থান। শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নকেন্দ্র হিসাবে কাশীর বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। রামমোহন এখানে যত্নের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু শাস্ত্রাদির পাঠ গ্রহণ করেন। কাশীতে এসে রামমোহন অল্পকালের মধ্যে প্রধান প্রধান আর্যশাস্ত্রে আশ্চর্যরূপ জ্ঞান অর্জন করেন। ইতিপূর্বে তিনি মুসলিম সাধনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এইবার রামমোহন পরিচিত হলেন হিন্দুসাধনার সঙ্গে। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও বেদান্তের ব্রহ্ম-এই দুটির মধ্যে রামমোহন কোন পার্থক্য দেখতে পেলেন না। তার ফলে সেই বয়সেই তাঁর ধর্মচিন্তায় দেখা দিল একটা বিরাট আলোড়ন।

পাটনায় ও কাশীতে শিক্ষালাভ শেষ করে রামমোহন রাধানগরে ফিরে এলেন। তখন থেকেই তিনি যেন এক নতুন মানুষ। তাঁর বয়স যখন ষোল বৎসর তখন রামমোহন হিন্দুদের পৌত্তলিকতাকে আক্রমণ করে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। এটির নাম ছিল : 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী'। এ হল ১৭৮৮ সালের কথা। সেই অমুদ্রিত পুস্তিকাটির প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সাংঘাতিক। প্রতিক্রিয়া শুধু রামপরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র রাধানগরেই তা পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই ষোল বছর বয়সে রামমোহন যে রকম স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি ও নির্ভীক তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সে যুগে অকল্পিত ছিল। প্রচলিত সংস্কারের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য নয়, সুস্পষ্ট ও সুতীক্ষ্ন প্রতিবাদ। চোখ বুজে মেনে নেওয়া নয়, যুক্তি দিয়ে বিচার করা। পুস্তিকাটির মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারার প্রকাশ দেখে রামকান্ত শুধু বিস্মিতই হলেন না, তিনি পুত্রের প্রতি যারপরনাই রুষ্ট হলেন। সমাজের রক্তচক্ষুতে শঙ্কিত পিতা তাঁর পুত্রকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলেন।

রামমোহন স্বয়ং লিখেছেন : 'ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত মনান্তর উপস্থিত হইল। মনান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগপূর্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হই।' এরপর রামমোহন দীর্ঘ ভ্রমণ করেন এবং বহু দূরদেশে পর্যটন করেন এবং তিনি তিব্বত পর্যন্ত গমন করেছিলেন। এইভাবে ভ্রমণ করবার সময় রামমোহন দেশের সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। উত্তরকালে তাঁর জীবনে এই অভিজ্ঞতা খুব কাজে এসেছিল।

৩

চার বছর পরে রামমোহন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। রামকান্ত পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি ভেবেছিলেন পুত্র হয়ত এতদিনে প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই রামকান্ত বুঝতে পারলেন যে, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা সম্পর্কে পুত্রের ধারণার পরিবর্তন তো হয় নি, বরং এর বিরুদ্ধে তিনি যেন আরো সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, রামমোহন যখন অজ্ঞাতবাসে, তখন রামকান্ত রাধানগর ত্যাগ করে লাঙ্গুলপাড়ায় এসে নূতন বাড়ি নির্মাণ করিয়ে সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেছেন। এ ঘটনা ১৭৯১ সালের। রাধানগর থেকে লাঙ্গুলপাড়ার দূরত্ব সামান্যই। সম্ভবত পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাধানগরের পৈতৃক বাড়িতে স্থানাভাব হয় ও সেই কারণেই ঘটেছিল বাস-স্থানের পরিবর্তন। রামকান্তের অবস্থা অনুযায়ী লাঙ্গুলপাড়ার এই বাড়ি ছিল বেশ বিরাট।

রামমোহন গৃহে ফিরে কিছুকাল পিতার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করতে থাকেন। ১৭৯৬ সালে রামকান্ত আইনানুগ একটি দানপত্রের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে বণ্টিত করে দেন। তিন পুত্রই রামকান্তের সম্পত্তির সমান অংশই লাভ করেছিলেন ও দানপত্রে তিন পুত্রেরই স্বাক্ষর ছিল। কলিকাতায় জোড়াসাঁকোতে রামকান্তের যে বাড়ি ছিল, সেটি রামমোহনের অংশে পড়েছিল। পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তি লাভ করে জীবনের পথে স্বাধীনভাবে চলবার সুযোগ হল রামমোহনের। সেই বিষয়-সম্পত্তি আরো বাড়িয়ে তুলবার জন্য সচেষ্ট হলেন তিনি। কারণ তখন থেকেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ছকটা যেন তৈরী হয়ে গিয়েছিল সকলের অজ্ঞাতসারে। নীরবে চলতে থাকে তার প্রস্তুতি।

সম্পত্তি পাওয়ার প্রায় নয় মাস পরে ১৭৯৭ সালে রামমোহন চলে এলেন কলিকাতায়। নূতন শহর কলিকাতা তখন সারা বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র। এখানে এসে তিনি আরম্ভ করলেন তেজারতি ব্যবসা। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরই তিনি টাকা ধার দিতেন। তখন থেকেই ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে থাকেন। তাঁর ইংরাজী শিক্ষার শুরুও এই সময় থেকেই। তখনো দেশে ইংরাজী শিক্ষার তেমন প্রচলন হয়নি। বৈষয়িক কর্মের ফাঁকে ফাঁকে ও মূলত নিজের চেষ্টায় রামমোহন ইংরাজী শিক্ষা করতেন বটে, কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বৎসরেও তিনি এ বিষয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। ইতিমধ্যে তিনি কলিকাতার সন্নিকটবর্তী দুটি বড় তালুক ক্রয় করেছিলেন এবং এই তালুক দুটি থেকে বছরে তাঁর আয় হ'ত প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

বছর দুই বাদে সেই পৌত্তলিকতার চিন্তা রামমোহনকে আবার পেয়ে বসল। এখন তাঁর অর্থের সংস্থান হয়েছে সত্য, কিন্তু শুধু অর্থের জোরেই প্রতিবাদ করা যাবে না। তাই তিনি পুনরায় পাটনা ও কাশী যাওয়ার মনস্থ করলেন। ১৭৯৯ সালের শেষভাগে তিনি পাটনা ও কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে যে ছয়মাসকাল রামমোহন লাঙ্গুলপাড়ার বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন সেই সময় তিনি একাগ্রচিত্তে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এইবার পাটনা ও কাশী যাওয়ার সময় তিনি তাঁর দুই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাঁর এই প্রবাসযাত্রা অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অল্পকাল পরেই তাঁকে আবার কলিকাতায় ফিরে আসতে হল।

১৮০১ সালে রামমোহনের প্রথম পুত্র রাধাপ্রসাদের জন্ম হয় এবং ঐ বছরেই তিনি সিভিলিয়ান জন ডিগবীর সঙ্গে পরিচিত হন। এই পরিচয় তাঁর জীবনে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। ঢাকার কালেক্টার টমাস উডফোর্ডের অধীনে রামমোহন প্রথম চাকরি গ্রহণ করেন কালেক্টারের দেওয়ান হিসাবে। কিন্তু তাঁর এই চাকরির মেয়াদ খুব অল্পদিনের জন্য ছিল। ১৮০৩ সালে রামকান্ত তাঁর বর্ধমানের বাড়িতে মারা যান। রামমোহন কলিকাতায় পৃথকভাবে পিতৃ-

গ্রাম্য করেন। ১৮০৪ সালে রামমোহন মুর্শিদাবাদের রেজিস্ট্রার উডফোর্ড সাহেবের মুন্সী নিযুক্ত হন। এখান থেকেই রামমোহনের গ্রন্থ তুহ্ফত্-উল্-মুওয়াহিদ্দিন্ প্রকাশিত হয়; কথাটির অর্থ 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার'। আকারে ক্ষুদ্র এই গ্রন্থটির ভূমিকা আরবীতে এবং অবশিষ্টাংশ ফারসীতে রচিত। গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮০৪ সালে; অনুবাদ করেন ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মৌলভী ওবেদুল্লা। এই গ্রন্থের শেষে রামমোহন লিখেছেন: 'আমার আর একটি রচনা মনজারাতুল্ আদিয়ান বা নানা ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।' তাঁর এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। 'তুহ্ফত্' গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন: 'সকল দেশের লোকেরা একটি বিষয়ে একমত যে এই জগতে সব কিছুর আদি কারণ ও তার বিধাতারূপে এক পরম সত্য বিরাজমান আছেন।' গ্রন্থটি আগাগোড়া একেশ্বরবাদের জয়গানে মুখর। যুক্তিবাদী রামমোহন তাঁর ধর্মবিশ্বাসের স্পষ্ট ছাপ রেখেছেন এই গ্রন্থে। বলা যেতে পারে, এই গ্রন্থটি দিয়েই তিনি ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে নবযুগের উদ্বোধন করেছিলেন।

৪

রামমোহনের প্রকৃত চাকরি-জীবন আরম্ভ হয় ১৮০৫ সাল থেকে জন ডিগবীর অধীনে। রংপুরেই তাঁর চাকরি-জীবনের বেশীরভাগ সময় অতিবাহিত হয়। ১৮০৯ সাল থেকে কলিকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করা পর্যন্ত প্রায় ছয় বৎসরকাল রামমোহন কালেক্টার ডিগবীর দেওয়ান হিসাবে কার্য করেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক উত্তর-কালে নিবিড় বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়েছিল। ডিগবীর সাহচর্য রামমোহনের জীবনে প্রভূত উপকার সাধন করেছে। ডিগবীর অধীনে কাজ করতে করতেই তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে ইংরাজীভাষা শিক্ষা করতে থাকেন এবং এই বিষয়ে ডিগবী তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। আর রামমোহন তাঁর মনিবকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন।

রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন গভীরভাবে পেলেন পাশ্চাত্ত্য আলো-হাওয়ার স্পর্শ আর খবরের কাগজের মাধ্যমে পরিচিত হলেন য়ুরোপীয় রাজনীতির সঙ্গে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্য দিয়ে য়ুরোপের সর্বত্র মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের যে আয়োজন চলছিল রামমোহন সাগ্রহে তার সঙ্গে পরিচিত হলেন। মানুষের মুক্তিপিপাসা তাঁকে যেন অভিভূত করল। অন্তরে অন্তরে তিনিও উপলব্ধি করলেন তার উত্ত স্পর্শ। স্বজাতির মঙ্গলচিন্তা যেন তখন থেকেই তাঁর চিন্তায় দানা বাঁধতে থাকে। মোটকথা, রামমোহনের জীবনে রংপুরে অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর পরবর্তী সংস্কার-জীবনের সূচনা রংপুরেই ঘটেছিল। এখানে তিনি তাঁর বাসভবনে ছোট ছোট ঘরোয়া সভা আহ্বান করতেন। এই সমস্ত সভায় অনেকেই উপস্থিত থাকতেন। সভায় ধর্মালোচনার কালে পৌত্তলিকতার অসারত্ব ও একেশ্বরবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হত। রংপুরে রামমোহনের কর্ম-প্রচেষ্টা শুধু ধর্মালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, আলোচনার প্রয়োজনে তিনি ফারসী ভাষায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। পরবর্তীকালে বেদান্তের যে-অনুবাদ নিয়ে কলিকাতায় তাঁর ঐতিহাসিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, তারও রচনা শুরু হয় এই রংপুরেই।

রামমোহনের ধর্মজীবনের প্রসঙ্গে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। রাজার ধর্মজীবনের গতি অনেকটা এঁরই প্রভাবে নির্দিষ্ট হয়েছিল। সংসারাশ্রমে এঁর নাম ছিল নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। ইনি রামমোহন অপেক্ষা নয় বৎসরের বড় ছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়স হতেই রামমোহন এঁর সংস্পর্শে আসেন। তারপর রামমোহন যখন রংপুরে সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন হরিহরানন্দ সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

রামমোহন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন ও তাঁর সঙ্গে ধর্মালাপ করে অত্যন্ত সুখী হন। কলিকাতায় আসার পর রামমোহন পুনরায় হরিহরানন্দকে কাশী থেকে আনিয়ে তাঁর কাছে রেখেছিলেন। হরিহরানন্দ বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ছিলেন এবং মহানির্বাণতন্ত্র অনুসারে ইনি ব্রহ্মোপাসনা করতেন। এঁর কাছেই রামমোহন ভাল করে মহানির্বাণতন্ত্র পাঠ করেছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে যে, মহানির্বাণতন্ত্রে উক্ত ব্রহ্মচক্র থেকেই তিনি ব্রহ্মসভার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। হরিহরানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহনের একজন অনুগামী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য হওয়ার সৌভাগ্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই লাভ করেছিলেন।

রামমোহন চাকরিতে প্রবিষ্ট হন ১৮০৩ সালে। তখনকার দিনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে রামমোহন কিভাবে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধ অক্ষুণ্ণ রেখে চাকরি করেছিলেন, তা আজ ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ভাগলপুরের কালেক্টর স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনের শিষ্টাচার বহির্ভূত ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। তাঁর অধীনস্থ দেওয়ানের বিদ্যাবুদ্ধি, কার্যদক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সদগুণ দেখে ডিগবী সাহেব যেমন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি রামমোহনের প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধীন-প্রকৃতি তাঁকে তাঁর মনিবের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। আজীবন তিনি রাজার অনুরাগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

৫

১৮১৪ সালের জুলাই মাসে রামমোহনের রংপুর বাস শেষ হয়। তিনি চলে এলেন কলিকাতায় তাঁর নূতন কর্মক্ষেত্রে। ডিগবী অবসর নিয়ে ইংলন্ড চলে যাওয়ার পর তিনি আর নূতন কোন চাকরির সন্ধান করেন নি। তার প্রয়োজনও ছিল না তখন। ইতিমধ্যে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছেন ও প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তাছাড়া অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে যে জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন এবং তার ফলে জীবনের যে নূতন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন সেই পথের আকর্ষণ বিত্তের আকর্ষণ অপেক্ষা এখন তাঁর কাছে অনেক প্রবল। সেই আকর্ষণেই তো রংপুর থেকে রামমোহন চলে এলেন কলিকাতায়।

রামমোহন যখন রংপুরে অবস্থান করছিলেন সেই সময় রায়পরিবারে একটি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে যায়। ঘটনাটি তাঁর জীবনে গভীর ছায়াপাত করেছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী অলকমঞ্জরী দেবী সহমৃতা হন বা হতে বাধ্য হন।* এই মর্মান্তিক সংবাদ অবগত হওয়ার পর তাঁর মনে তখন থেকেই হিন্দু সমাজের এই নৃশংস কুপ্রথাটি দূর করার চিন্তা উদয় হয়ে থাকবে। কলিকাতায় আসার আগে রামমোহন এখানে নিজের নামে দুটি বাড়ি ক্রয় করেন—একটি চৌরঙ্গীতে, অপরটি সিমলায়। যদিও জোড়াসাঁকোয় তাঁর নিজস্ব একটি বাড়ি ছিল, তবুও সেই বাড়িটিকে তিনি তাঁর বর্তমানে কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি।

রংপুরে থাকার সময় রামমোহনকে কেন্দ্র করে একটি ছোটখাটো গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। কলিকাতায় এসে নূতন পরিবেশে প্রয়োজন হল নূতন করে একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলা। রামমোহন তৎপর হলেন। এ ব্যাপারে তাঁর আর্থিক সঙ্গতিটাই প্রচণ্ড সহায়ক হল। এরই বলে অল্পদিনের মধ্যেই দেওয়ান রামমোহন প্রতিষ্ঠিত হলেন এখানকার ধনী সমাজে। রংপুরে ডিগবীর অধীনে কাজ করার সময় থেকেই তিনি ঐ নামে পরিচিত হন। বিত্তের সঙ্গে

* এই সহমরণের ঘটনাটি ভিত্তিহীন বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন।

রামমোহনের ছিল তীক্ষ্ন বৈষয়িক বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য। এরই ফলে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আকৃষ্ট হলেন তাঁর প্রতি। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদেব নিয়ে তিনি ১৮১৫ সালে স্থাপন করলেন আত্মীয়সভা। এই সভায় যাঁরা যোগ দিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, নন্দকিশোর বসু, বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

আত্মীয়সভার অধিবেশনে শাস্ত্র আলোচনা হ'ত, বেদপাঠ হ'ত এবং ব্রহ্মসংগীত গীত হ'ত। তাছাড়া অন্যান্য সামাজিক সমস্যাও সেখানে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হ'ত। বিষয়ী রামমোহনের এই নূতন পরিচয়ে সকলেই মুগ্ধ হতেন এবং ক্রমে সভার সভাসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রামমোহন যে সময়ে কলিকাতায় এসে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন তখনকার হিন্দুসমাজের অবস্থাটা এই রকম ছিলঃ 'রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল ; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্ম-জ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না : কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গা-স্নান, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দান, তীর্থ ভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল। ইহার বিপক্ষে কেহ একটি কথাও বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্মের কাষ্ঠাভার ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত।'*

দেশের এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে আত্মীয়সভা বাস্তবিকই অভিনব। নবজাগরণের সেই ঊষাকালে এই সভার সমষ্টিগত কার্যকলাপ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই সভার নিয়মিত বৈঠক বা অধিবেশন এবং আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই কলিকাতার বুকে অল্পদিনের মধ্যেই গড়ে উঠল রামমোহনের অনুরক্তমণ্ডলী। এই আত্মীয়সভার বেদী থেকেই সেদিন যুগপ্রবর্তক রামমোহনের রণভেরী বেজে উঠেছিল। আধ্যাত্মিকতার চর্চা, সার্বভৌম ধর্মচিন্তা, একেশ্বরবাদ প্রচার ও সামাজিক সমস্যার আলোচনা আত্মীয়সভাকে কেন্দ্র করে এই যে নূতন প্রাণচাঞ্চল্য সেদিন দেখা গিয়েছিল তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী আর তখন থেকে রামমোহনকে ঘিরে দেশের মধ্যে জ্ঞানী-গুণীর যে গোষ্ঠীটি গড়ে উঠেছিল, উত্তরকালে সেটির দ্বারা রামমোহনের বহুমুখী সংস্কার-প্রয়াস অনেক পরিমাণে সার্থক হয়েছিল।

সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আত্মীয়সভায় যোগদান শুধুমাত্র হিন্দুদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না অথবা এখানকার আলোচনা কেবলমাত্র সভ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। বাইরের যে কেউ সেই আলোচনায় অবাধে যোগদান করতে পারতেন। কেউ প্রশ্ন পাঠালে সভার পক্ষ থেকে তার জবাব দেওয়ার রীতি ছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এই আত্মীয়সভা যতই প্রবল হয়ে উঠতে থাকে, অন্যদিকে শহরের সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের নেতা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে সেই সময় শক্তিশালী একটি বিরুদ্ধ পক্ষও গড়ে উঠেছিল। রামমোহনকে এই বিরুদ্ধ গোষ্ঠীরও সম্মুখীন হতে হয়েছিল নানা সময়ে নানা ব্যাপারে, বিশেষ করে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত।

৬

মানুষের জীবনকে ধর্মের নামে নৃশংসভাবে বলি দেওয়া সেদিনের হিন্দুসমাজে ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। আত্মহননের যতগুলি নৃশংস প্রথা ছিল সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল সতীদাহ এবং সবচেয়ে বেশী প্রচলনও ছিল সতীদাহ। জীবন্ত একটি স্ত্রীলোককে তার মৃত স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় তুলে পুড়িয়ে মারার মত নিদারুণ নৃশংসতার কথা আজ আমরা চিন্তা করতে পারি না। সেই চিতাগ্নিতে এক নিরুপায় নারীর সঙ্গে প্রতিবার নূতন করে পুড়ত হিন্দুর মনুষ্যত্ব। কিন্তু তা অনুভব করার মত কোন হৃদয়বান মানুষ ছিল না সেদিনের হিন্দুসমাজে।

হিন্দুসমাজের প্রচলিত জীবনধারার স্পর্ধিত ব্যতিক্রম রামমোহন। তাঁর সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম সমাজ সংস্কারক আর সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনই এই দেশে প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলেই তো ভারতবাসী ক্রমে ক্রমে সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছে। সমস্ত হিন্দুসমাজ যখন সহমরণের সপক্ষে তখন সেই সমুদ্রপ্রমাণ বিরোধিতার সামনে একা রামমোহন এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সমস্ত শক্তি, সাহস, দৃঢ়তা আর জ্ঞান, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য নিয়ে। এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরলেন, জনমত গঠন করলেন, অমানুষিক পরিশ্রম করলেন, তবেই না এত বড় একটি বিভীষিকার অবসান ঘটেছিল। আজ তাই আমরা রামমোহন ও সতীদাহপ্রথা-উচ্ছেদ এই দুটি কথা একই সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে থাকি। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও নানা কুসংস্কার জীর্ণ করে দিয়েছে তার শ্রী ও সৌন্দর্য এবং সেই সঙ্গে বঞ্চিত করেছে সাধারণ মানুষকে সকল রকম সামাজিক সুখ-সুবিধা থেকে। এক কথায়, ধর্মের নামে সমাজ তার সকল শুভবুদ্ধির কণ্ঠরোধ করেছিল। এই বিকৃত, অসুস্থ সমাজকে সর্বপ্রকার কলুষমুক্ত করার জন্যই অগ্রসর হয়েছিলেন রামমোহন। সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনটি ছিল সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সতীদাহের বিরুদ্ধে আমরা রামমোহনকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে দেখি ১৮১৮ সালে। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তখন থেকেই তিনি এই নিষ্ঠুর প্রথাটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও করেছিলেন। ১৮১৮ সালে আত্মীয়সভার পক্ষ থেকে এই প্রথার বিরোধিতা করে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় রচিত হয়ে কলিকাতা ও তার আশেপাশে সর্বত্র বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু ফল কিছুই হল না। সতীদাহের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। সকলেই যেন নিশ্চেষ্ট—এমন কি সরকার পর্যন্ত। রামমোহন তখন শুরু করলেন একটি সুপরিকল্পিত আলোচনা। ঐ বছরের শেষভাগে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম পুস্তক 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ।' পুস্তকের উপসংহারে রামমোহন সতীদাহের বিধানদাতাদের ধিক্কার দিয়ে লিখলেন: 'যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন তাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই।'

সহমরণের বিরুদ্ধে তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হল ১৮১৯ সালের নভেম্বর মাসে। তাঁর প্রথম পুস্তকের প্রতিবাদ করে কাশীনাথ তর্কবাগীশ নামে জনৈক পণ্ডিত 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। এই পুস্তকের নেপথ্য প্রেরণা যুগিয়েছিলেন রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাধাকান্ত দেব। ইনিই সেদিন রামমোহনের প্রবল প্রতিপক্ষ। এরই প্রত্যুত্তরে রামমোহনকে তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকটি রচনা করতে হয়েছিল। তারপর এই দ্বিতীয় পুস্তকের প্রতিবাদে যেসব পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮২৯ সালে

প্রকাশিত সহমরণ বিষয়ক তৃতীয় পুস্তকে রামমোহন তার সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, এইগুলি সবই tract বা পুস্তিকা জাতীয় গ্রন্থ ছিল।

১৮২৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানির সরকার সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে কার্যত নিশ্চেষ্ট ছিলেন। লর্ড আমহার্স্ট তখন গভর্ণর-জেনারেল। তিনি তাঁর একটি ডেসপ্যাচে লিখেছিলেন, তিনি আশা করেন যে শিক্ষাবিস্তারের ফলে ও সরকারী কর্মচারিগণের আড়ম্বরশূন্য চেষ্টার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই নৃশংস প্রথা লুপ্ত হবে। কিন্তু তাঁর এই আশা ফলপ্রসূ হয় নি। রামমোহন অস্থির হলেন। তাঁর সকল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু তখন হয়ে উঠেছে এই বিষয়টি। তখন এই বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তুমুল আন্দোলন চলছিল, বহু সদস্য এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। রামমোহন দেখলেন শাস্ত্র দ্বারা কুলাবে না। তখন তিনি সরকারের দিকে তাকালেন। ঠিক সেই মুহূর্তে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এসে কার্যভার গ্রহণ করলেন। তিনিও একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। কার্যভার গ্রহণ করেই বেণ্টিঙ্ক সমগ্র বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি রামমোহনের আন্দোলনের কথাও অবগত হলেন।

এরই আশু ফল ছিল—বেণ্টিঙ্ক-রামমোহন সাক্ষাৎকার। তাঁর পুস্তক তিনখানি সঙ্গে নিয়ে রামমোহন এলেন লাটভবনে। সেখানে তিনি গৃহীত হলেন পরম সমাদরের সঙ্গে। সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা এবং তাঁর যা যা বলা আবশ্যক, রামমোহন একে একে সবই বললেন। প্রবল যুক্তি ও শাস্ত্রের নিদর্শন ও সেই সঙ্গে হৃদয়ের সহানুভূতি মিশিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য এমন মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরেছিলেন যে বেণ্টিঙ্ক অভিভূত হয়েছিলেন। আইন ভিন্ন এই কুপ্রথা দূর করা যাবে না, বেণ্টিঙ্কের এই অভিমত রামমোহন প্রথমে সমর্থন করেন নি। কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, এর দ্বারা হিন্দু জনসাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হবে যে সরকার তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করলেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি কাউন্সিলে উঠল এবং সেখানে আইনের সপক্ষে প্রায় সকল সভ্যই একমত হলেন।

১৮২৯, ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ-নিবারণ আইন পাশ হয়ে গেল। এই উপলক্ষে টাউন-হলে রামমোহনের উদ্যোগে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক অভিনন্দিত হলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে সংরক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে এক আপিল করা হয়েছিল, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নি। এই সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে রামমোহন সেদিন তাঁর পুস্তক তিনখানির মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক হিন্দু সমাজে নারীর ভূমিকাটি যে কী করুণ ছিল, সে যে অতিমাত্রায় অবহেলিত ও উপেক্ষিত, সমাজের কাছ থেকে অত্যাচার ও অবিচার ভিন্ন সে যে আর কিছুই পেত না, এই নির্মম সত্যটিকেই সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। হিন্দু নারীর হৃদয়ে যুগ-যুগান্ত ধরে যে দুঃখ, যে বেদনা সঞ্চিত ছিল, গভীর সমবেদনার সঙ্গে তিনি সেটা অনুভব করেছিলেন। আন্দোলনের বহুপূর্বে পরিবারে ও সমাজে নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮১২ সালে ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন; সেটির নাম 'Brief Remarks regarding the modern encroachments on the Ancient Rights of Females according to Hindoo Law of inheritance.' এই পুস্তকে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিবিচারদ্বারা প্রতিপন্ন করলেন যে স্ত্রীলোকদিগের দায়াধিকার সম্বন্ধে হিন্দু সমাজে তখন যে নিয়ম প্রচলিত ছিল তা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শাস্ত্রানুসারে মৃতপতির সম্পত্তিতে পুত্রের ন্যায় পত্নীরও সমান অধিকার। রামমোহনের এই চিন্তা-ভাবনাই উত্তরকালে এদেশের হিন্দু সমাজে নারীর মুক্তি ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। ভারতবর্ষে তাঁর মতো অবলা-বান্ধব আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না।

৭

কলিকাতায় আসার পর থেকেই রামমোহন হিন্দু সমাজকে প্রচলিত সর্ববিধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য বহুবিধ কর্মে নিজেকে নিযোজিত করেছিলেন। তিনি যে শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল পুরোহিততন্ত্র শাসিত সমাজে তিনি ধর্মকে কাল্পনিক অলৌকিকত্ব হতে নামিয়ে এনে তাকে একটি যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তিনি শুধুমাত্র ধর্মদর্শনের বার্তাবিতণ্ডায় আবদ্ধ না থেকে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। জীবনকে সতেজ, কর্মকে সার্থক এবং ধর্মকে ও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত করে সত্য ও বস্তুগত করবার জন্যই রামমোহন একদিকে বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচার আর অন্যদিকে এদেশে যাতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা-বিস্তার হয়, যুগপৎ তার চেষ্টা করেছিলেন। সারাজীবন তিনি বহুদেবত্ব ও পৌত্তলিকতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। অশাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ধর্মের অপব্যাখ্যাশ্রয়ী কদর্য লোকাচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন। তিনি যে শাস্ত্রপ্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠা করা। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মের যাবতীয় মূল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে রামমোহন এক সমন্বয়কারী ঐক্যমতের সন্ধান পান। সকল ধর্মেরই মূল আদর্শ মানবপ্রীতি, সত্যের সন্ধান, সদাচার পালন ও বিশ্বনিয়ন্তার উপাসনা। তিনি যে ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেন তা একান্তভাবেই সার্বভৌমিক। যাবতীয় ধর্মের গোড়ামি খর্ব করার জন্য তিনি সেই সব ধর্মের মূল আদর্শসমূহ সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর একাধিক রচনার মাধ্যমে এবং একাধিক বিতর্ক সভায়। এক কথায়, সম্পূর্ণভাবে সামাজিক কল্যাণচিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রামমোহন ধর্মসংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যেই ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করার প্রচেষ্টা প্রথম দেখা যায়। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সঙ্গে রামমোহনের প্রথম প্রথম খুব সদ্ভাব ছিল। উইলিয়ম কেরী, যশুয়া মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারিগণ তাঁর বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁদের ব্যাপটিস্ট মিশন নামক ছাপাখানা হতে রামমোহনের বিতর্কমূলক বহু পুস্তক-পুস্তিকা গোড়ার দিকে মুদ্রিত হত। রামমোহনের পূর্বে শ্রীরামপুরের মিশনারীরাও সংস্কারকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন এবং তাঁরাও হিন্দুদের পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কারের প্রতিবাদ করতেন। যদিও উদ্দেশ্যের দিক হতে রামমোহনের সঙ্গে এঁদের প্রচেষ্টার এক বিরাট ব্যবধান ছিল তবুও কর্মের বহিরঙ্গ বিচারে এঁরা ছিলেন সমপথিক। তাই উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। রামমোহন মাঝে মাঝে শ্রীরামপুরে যেতেন ও কেরী সাহেবের পারিবারিক প্রার্থনায় যোগদান করতেন। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মিশনারীদের সাহচর্য রামমোহনের জীবনে এক বিরাট উপকার করেছিল। শ্রীরামপুরের এই মিশন সেদিন রামমোহনের পরিচয়কে, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে কলিকাতার ক্ষুদ্র সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

রামমোহন পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করে একেশ্বরবাদের সমর্থন করেন; এবং এই একেশ্বর-বাদের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের মিল থাকার জন্যই মিশনারীরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত এঁদের সঙ্গেই তাঁর প্রবল সংঘর্ষ বেধেছিল। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি রামমোহনের অনুরাগ দেখে মিশনারীরা মনে করলেন অদূরভবিষ্যতে তিনি হয়ত ঐ ধর্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু সংঘর্ষ বাধল ১৮২০ সালে যখন রামমোহন তাঁর স্বদেশবাসীর উপকারার্থে ইংরাজীতে Precepts of Jesus' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। মিশনারীরা গ্রন্থটির তীব্র সমালোচনা করলেন। তাঁদের অভিযোগ, খ্রীষ্টের উপদেশ সংকলনে রামমোহন সম্পূর্ণ বাইবেল অনুসরণ করেন নি, কিছু অংশ বর্জন করেছেন। রামমোহনের পুস্তকে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব এবং

অলৌকিকত্ব স্থান পায়নি। তাই মিশনারীরা তাঁর প্রতি বিরক্ত হলেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করে রামমোহনকে আক্রমণ করা হল। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বয়ং মার্শম্যান। কিন্তু অনেকের মতে, তথ্য সমাবেশে ও বিচার বিশ্লেষণে রামমোহনের এই পুস্তক খ্রীষ্টধর্ম আলোচনায় এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। যাই হোক সেইসব বাদ-প্রতিবাদ, তর্ক-বিতর্কের মধ্য হতে রামমোহনের কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠল তা হল, ধর্মের গোঁড়ামিতে ব্রাহ্মণ আর পাদ্রী দুজনেই সমান।

৮

এই দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে রামমোহনের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনিই প্রথম সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তারই ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। ইংরাজরা এদেশে আসার পর তারা যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনে উদ্যোগী হন, তার রূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তর বাদানুবাদ ঘটে। একদল ইংরাজের ইচ্ছা ছিল এদেশে প্রাচীন চতুষ্পাঠী শিক্ষাপদ্ধতি অর্থাৎ সংস্কৃত শিক্ষা বজায় রাখা। অন্যদিকে মেকলে প্রমুখ অন্য একদলের ইংরাজরা ইংরাজী শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন। রামমোহন এই দ্বিতীয় দলের সমর্থন করেন। কলিকাতায় আসার পর হতে সমাজকল্যাণ মূলক যেসব বিবিধ কর্মপ্রয়াসে রামমোহন লিপ্ত হন, সেগুলির মধ্যে শিক্ষার বিষয়টিও তাঁর কাছে কম প্রাধান্য পায়নি। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে তিনি দেখলেন যে প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই দেশের এত দুর্গতি ও দৈন্য।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশবাসীর জীবনে এবং তাদের সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ সাধনের জন্য নূতন যুগের নূতন শিক্ষা—ইংরাজী শিক্ষা অদূরভবিষ্যতে অপরিহার্য হয়ে উঠবে—এই সত্যটি উপলব্ধি করতে রামমোহনের বিলম্ব হয়নি। তিনি স্বয়ং ইংরেজী ভাষা যত্নের সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়নি এবং বিদেশী শাসকও এই বিষয়ে সংস্কারের কথা আদৌ চিন্তা করে দেখেন নি। ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তা শাসকদের নিজেদের স্বার্থেই, শাসনযন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইংলন্ড হতে আগত কোম্পানির সিবিলিয়ান কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই কলেজ স্থাপনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। অন্যদিকে বেসরকারীভাবে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদেরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করা।

কলিকাতায় এসে রামমোহনকে তাই শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়েছিল এবং অনতিবিলম্বেই তিনি এই বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ (Charter) নূতন করে মঞ্জুর হয়। সেই সময় কোম্পানি শিক্ষাখাতে বার্ষিক একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রসঙ্গটা রইল অনুচ্চারিত। ১৮১৪ সালে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে চুঁচুড়ায় স্থাপিত হল একটি ইংরাজী বিদ্যালয়। এদেশে ইংরাজী স্কুলগুলির মধ্যে এটিই ছিল সর্বপ্রথম। তারপর একে একে হুগলীতে, বর্ধমানে ও কলিকাতায় কয়েকজন ইংরাজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থাপিত হতে থাকে কয়েকটি স্কুল। রামমোহন যখন কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন তখন এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পর্ব চলছে। তিনি এই প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং এদেশীয় যুবকদের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য মহামতি ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে একযোগে এই মহৎ কর্মে ব্রতী হন। কলিকাতায় আসার অল্পকাল

পরেই তিনি ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে পরিচিত হন; হেয়ার সাহেব প্রায়ই তাঁর বাসভবনে আসতেন ও আত্মীয়সভার বৈঠকে যোগদান করতেন। তিনি ধর্মচর্চার পরিবর্তে একটি কলেজ স্থাপনের উপর জোর দেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হলে এদেশের যুবকরা অচিরেই কুসংস্কারমুক্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হবে—হেয়ার সাহেবের এই অভিমত রামমোহন আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন ও এই প্রস্তাবটি কার্যকর করার জন্য সচেষ্ট হলেন।

এই প্রয়াসের ফলেই ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ। তখন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যর জন হাইড ঈস্ট। তিনি একজন যথার্থ বিদ্যানুরাগী ছিলেন। রামমোহন তাঁর কাছে তাঁর এক পরিচিত ও প্রভাবশীল বন্ধুকে পাঠিয়ে দেন একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাবসহ। তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। তারপর হাইড ঈস্ট ও হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা হয়। শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাটি বিচারপতির ভবনেই হয়েছিল এবং রামমোহন ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কথিত আছে যে, ঐ সভায় রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে রামমোহনের সাহায্য গ্রহণে প্রবল আপত্তি উঠেছিল। আপত্তির কারণ তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী। তখন সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে ডেভিড হেয়ারের অনুরোধক্রমে রামমোহন বিষয়টি হতে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। যদিও হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রধান, কিন্তু এই বিদ্যায়তনটির সঙ্গে তাঁর নামটি সংযুক্ত রইল না। না থাকুক, তাঁর স্বপ্ন সার্থক হল, ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের পথ সুগম হল, এতেই তাঁর আনন্দ।

এর পর থেকে রামমোহন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে নূতন করে প্রেরণা পেলেন। ১৮২২ সালে তাঁর সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে তিনি স্থাপন করলেন য়্যাংলো-হিন্দু স্কুল। অবশ্য তাঁর স্বদেশী ও বিদেশী বন্ধুদের কেউ কেউ এই স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে তাঁকে অর্থসাহায্য করেছিলেন। তাঁর বন্ধু ও শিষ্য এ্যাডাম সাহেব ছিলেন এই স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক। রামমোহনের সংস্পর্শে আসার পর থেকে তিনি প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে একেশ্বরবাদী বা ইউনেটেরিয়ান খ্রীষ্টান হয়েছিলেন। মিস্টার মোরক্রফট নামে একজন ইংরেজ ছিলেন এই স্কুলের অধ্যক্ষ। এখানে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য যেসব পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত হয়েছিল তার মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম স্রষ্টা ভলতেয়ার প্রণীত 'History of Charles XII of Sweeden' নামক বইটি স্থান পেয়েছিল। তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের স্কুলের প্রথম ছাত্র ছিলেন।

১৮২৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু কি রকম শিক্ষা এদেশের উপযোগী হবে সেই বিষয়ে তখনো পর্যন্ত সঠিক কোন নীতি নির্ধারিত হয়নি। বিষয়টি নিয়ে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হল—ইংরাজী, না সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী? একদল লোক শুধু প্রাচ্য প্রণালীতে শিক্ষাদান সমর্থন করলেন। অপর দল য়ুরোপীয় প্রণালীতে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হলেন। এই শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন রামমোহন। ঠিক হল কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হবে। রামমোহন যারপর নাই উদ্বিগ্ন হলেন। তবে কি ভারতবর্ষ অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকবে? তখন তিনি গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখলেন। এই চিঠিখানির তারিখ ১১ ডিসেম্বর, ১৮২৩। ভারতে ইংরাজী শিক্ষাপ্রচলনের ইতিহাসে রামমোহনের এই পত্রখানির গুরুত্ব অসাধারণ। বলা যেতে পারে যে, এই পত্র দ্বারাই সেদিন কোম্পানির শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয়ে ভারতে ইংরাজী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তরের সূচনা করে দিয়েছিল।

রামমোহন প্রাচ্য শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পক্ষপাতী হলেও ভারতীয় চিন্তা ও

আর্ধবিদ্যায় তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রচেষ্টা কিছু কম ছিল না। কিন্তু দেশের পশ্চাদপদ জনমনের সঙ্গে মানব প্রগতির সংযোগসাধনের জন্যই তিনি চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার অবাধ সুযোগ। তাই লর্ড আমহার্স্টকে লেখা এই চিঠিখানি এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাতে তিনি শিক্ষায় বেকনের আদর্শ সমর্থন করে বলেন : 'If it had been intended to keep the British Nation in ignorance of real Knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and enlightaned system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences.'

ভারতবর্ষে ইংরাজী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যিনি প্রথম স্বাগত জানিয়েছিলেন সেই রামমোহনের এই পত্রখানিই ছিল আধুনিক ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম Charter বা সনদ। কারণ সেদিন রামমোহনই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে দেশবাসীর নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বোধ ও চেতনার বিকাশ ও উন্মেষের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার আশু প্রয়োজন এবং সে বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টাই সর্বাপেক্ষা কার্যকর। রামমোহনকে তাই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না।

৯

সকল রকম কুসংস্কারের মূলে রামমোহন যেমন কুঠারাঘাত করেছিলেন, তেমনি তিনি মানুষের সহজাত অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পূজারী। সকল জাতির সকল দেশের মুক্তি-সংগ্রামকে তিনি শুভেচ্ছা জানাতেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে তাঁর রাষ্ট্রীয়চিন্তা বিশেষভাবেই অনুধাবনযোগ্য। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন রামমোহনের কালে অকল্পিত ছিল। রাজনৈতিক বিষয়ে সাধারণ মানুষ তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও নিস্পৃহ। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকে রামমোহন তার ক্ষেত্রটা অনেকখানি তৈরী করে গিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন অন্ধকারে নিমজ্জিত মুমূর্ষু জনমনকে রাষ্ট্রীয়চেতনায় উদ্ভাসিত করতে। তাই তিনি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। ভারতের প্রথম রাজনৈতিক মডারেট রামমোহন।

তাঁর স্বদেশবাসীর জন্য রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন করতে রামমোহনকে যেসব আন্দোলনে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল জুরি বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এদেশে জুরি প্রথা কেবলমাত্র সুপ্রীম কোর্টেই প্রচলিত ছিল এবং একমাত্র ইংরেজরাই ছিল জুরি হওয়ার অধিকারী। রামমোহন তাঁর নিজস্ব সংবাদপত্রের মাধ্যমে গভর্ণমেন্টের কাছে আবেদন করেন যে জুরিপ্রথা মফঃস্বলের অন্যান্য আদালতেও প্রচলিত হওয়া উচিত এবং এদেশীয় লোকদেরও জুরি হওয়ার অধিকার থাকা উচিত। ১৮২৬ সালের ৫ই মে পার্লামেন্টে ইণ্ডিয়ান জুরি বিল পাশ হল। এই বিলে এদেশীয় লোকদের জুরি হওয়ার অধিকার দেওয়া হল সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে বলা হল যে কোন হিন্দু অথবা মুসলমান

জুরি দেশীয় অথবা বিদেশীয় খ্রীষ্টানদের বিচার করতে পারবেন না এবং দেশীয়দের বিচারের সময়ে কোন হিন্দু কি মুসলমান গ্র্যান্ড জুরিতে বসবার অধিকার পাবে না। কিন্তু খ্রীষ্টান জুরিদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন নিষেধ থাকবে না।

রামমোহন দেখলেন এই নূতন জুরি আইন সম্পূর্ণভাবে দেশের কল্যাণের পরিপন্থী আর এর দ্বারা বিচারকার্যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে। তাই এর প্রতিবাদে তিনি পার্লামেন্টে একটি আবেদন করলেন। ১২৮ জন হিন্দু ও ১১৬ জন মুসলমানের স্বাক্ষর সম্বলিত এই আবেদনপত্রটি ১৮২৬ সালের নভেম্বর মাসে ইংলন্ডে প্রেরিত হয়। সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমান সুবিচার প্রার্থনা করে রামমোহন তাঁর আবেদনপত্রটি শেষ করেছেন এই বলে : 'If it were indeed necessary to protect the Christian population of Calcutta from the possible operation of Hindoo or Mohamedan prejudices in the administration of criminal justice, surely it would be atleast equally necessary to protect Mohamedans and Hindoos from the operation of Christian justice.' এই সময়ে বিলাতে তাঁর এক ইংরাজ বন্ধুর কাছে একটি পত্রে রামমোহন উল্লেখ করেছিলেন যে, এদেশীয় জনগণের কথা বিবেচনা না করে এবং সে বিষয়ে কোন রকম পরামর্শ না করে গভর্ণমেন্টের কোন আইন পাশ করা কর্তব্য নয়। রামমোহনের এই আবেদন ফলপ্রসূ হয়নি। না হোক, তবু এ কথা সত্য যে, আমাদের জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ আমরা এই দলিলটির মধ্যেই পেয়েছি।

১০

এদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাসে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রামমোহনের প্রয়াস চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর স্বদেশবাসীকে রাষ্ট্রীয়চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এক্ষেত্রেও রামমোহনের প্রতিভা সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। তিনি বাংলা ও ফারসী ভাষায় দুখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন, বাংলায় সংবাদ কৌমুদী আর ফারসীতে মিরাৎ-উল্-আখ্বার।* প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। শ্রীরামপুর মিশনারিদের সমাচার দর্পণ কাগজের হিন্দু-ধর্ম বিরোধী প্রচারকার্যকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হলেও, রাজনীতিই ছিল সংবাদ কৌমুদীর প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর প্রত্যেক সংখ্যায় দেশ-বিদেশের সংবাদ, রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও মন্তব্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হ'ত।

বৈশিষ্ট্যে অনন্য ছিল সংবাদ কৌমুদী। পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনহিত। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য বিষয় নির্বাচিত হ'ত। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা হিসাবে সংবাদ কৌমুদীই সর্বপ্রথম। রামমোহনের এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এমন কি বলা হয়েছিল যে পত্রিকাটি সম্পূর্ণই জনগণের। সংবাদপত্র পরিচালনায় এই যে গণতান্ত্রিকবোধ রামমোহন সেদিন তাঁর স্বজাতির মধ্যে জাগ্রত করেছিলেন, এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। পত্রিকাটি প্রায় তের বৎসরকাল স্থায়ী হয়েছিল।

সংবাদ কৌমুদী ছিল সাধারণদের জন্য; একটু শিক্ষিতদের জন্য রামমোহন প্রকাশ করেন 'মিরাৎ'। এটি ছিল সর্বভারতীয় কাগজ। ১৮২২ সালের ১২ এপ্রিল এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ফারসী ভাষায় মুদ্রিত হয়ে মিরাৎ প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হ'ত এবং এই পত্রিকায়

* মিরাৎ-উল্-আখ্বার কথাটির অর্থ Mirror of intelligence বা সমাচার-দর্পণ।

বিশেষভাবে স্থান পেতো য়ুরোপ ও ইংরাজ জাতির রাজনীতি। সেই সঙ্গে দেশীয়দের প্রতি শাসকজাতির ঔদ্ধত্যের কথাও থাকতো। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এর প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল : 'এই পত্রিকায় যে সমস্ত রচনা স্থান পাইবে তাহা পাঠকদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিবে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইবে। ইহা ভিন্ন এই পত্রিকা মারফৎ এদেশীয় প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা শাসকদের নিকট তুলিয়া ধরা হইবে, অপরপক্ষে শাসকদের আইন-কানুনও প্রজাসাধারণের গোচরে আনয়ন করা হইবে। ইহাদ্বারা একদিকে প্রজাবৃন্দ যেমন শাসকদিগের নিকট হইতে ন্যায়বিচার ও অন্যান্য সাহায্যলাভের পথ-নির্দেশ পাইবেন, অন্যদিকে তেমনি শাসকগণও প্রজাদিগের দুঃখদুর্দশা মোচন করিতে পারিবে।'

শিক্ষিত মনের উপযোগী সংবাদ পরিবেশনে মিরাৎ-এর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। এই পত্রিকার মাধ্যমেই রামমোহন আয়ার্ল্যান্ডের দুর্ভিক্ষে একটি Famine Relief fund খুলে এদেশে জনসেবার এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহাম রামমোহনের একজন অনুরাগী ছিলেন। বাকিংহামের নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা তাকে রামমোহনের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। বাকিংহাম তার পত্রিকায় মিরাৎ এর আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। তাতে তিনি রামমোহনকে 'Father of Indian journalism' বলে উল্লেখ করেন। রামমোহন অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানতেন এবং তাঁর কাগজ দুটি তিনি ঠিক সেই ভাবেই পরিচালনা করতেন। স্বাধীন ও নির্ভীক সংবাদপত্রেরই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু পররর্তীকালে লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি তার কার্যভার গ্রহণ করেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। তারপর ১৮১৮ সালে মুদ্রাযন্ত্রের উপর থেকে সমস্ত বিধিনিষেধ উঠিয়ে নেওয়া হয়। ঐ বছরেই ক্যালকাটা জার্নাল প্রকাশিত হয়। কলিকাতার রক্ষণশীল য়ুরোপীয়গণ দেশীয় সংবাদপত্র পছন্দ করতেন না, বিশেষতঃ সেই সমস্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের স্বাধিকার চেতনার আলোচনা তাঁদের আশঙ্কার কারণ ছিল। তাঁদের মতে, বাকিংহাম ছিলেন এইপ্রকার চেতনার একজন উৎসাহদাতা। তার উপর তিনি ছিলেন সরকারের একজন কঠিন সমালোচক। সাংবাদিক বাকিংহামের এই নির্ভীকতাই তাঁকে রামমোহনের খুব প্রিয় করে তুলেছিল।

সরকারী কর্মের বিরূপ সমালোচনার জন্য ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদককে মাঝে মাঝে তিরস্কার করা হত। কিন্তু অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল জন এ্যাডামের আমলে একটি বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করে বাকিংহামকে সরকারী রুদ্রনীতির সম্মুখীন হতে হল। তাঁকে অবিলম্বে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে রামমোহন নীরব থাকতে পারলেন না। তাঁর মিরাৎ-এর একটি সংখ্যায় তিনি এর কঠিন সমালোচনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নূতন আদেশ জারী হল : 'অতঃপর কোন ব্যক্তি কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রধান সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত স-কৌন্সিল গভর্ণর-জেনারেলের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।' রামমোহন দেখলেন স্পষ্টতই এই আদেশদ্বারা দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হল। তখন এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে সুপ্রীম কোর্ট অনুমোদন না করা পর্যন্ত গভর্ণর-জেনারেল প্রবর্তিত কোন আদেশ বা ব্যবস্থা আইন বলে গণ্য হবে না।

রামমোহন এই সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং সুপ্রীম কোর্টে এই নূতন আদেশের বিরুদ্ধে একটি আবেদন উপস্থিত করলেন। এই আবেদনপত্রে রামমোহন ব্যতীত আরো পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। সুপ্রীম কোর্ট এই আবেদন উপেক্ষা করে গভর্ণর-জেনারেলের আদেশকে আইনে বিধিবদ্ধ করলেন। এই নূতন আইন অসম্মানসূচক বিবেচনা করে রামমোহন মিরাৎ-এর প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। তিনি কিন্তু এখানেই নিরস্ত হলেন না। ইংরাজের ন্যায়বিচারে

তাঁর আস্থা ছিল। তিনি তাই সুপ্রীম কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে ইংলন্ডে রাজার কাছে একটি আবেদন পাঠালেন। এই আবেদনেও অনেকের স্বাক্ষর ছিল। ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য রামমোহনের এই আপিলের তুলনা নেই। অনেকে এই আবেদনটিকে মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা'-র সঙ্গে তুলনা করেন।

রামমোহনের উক্ত আপিলের মর্ম ছিল যে মনুষ্যপ্রকৃতির উৎকর্ষ স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্ত হয়। সে-স্বাধীনতা রোধ কোন আদর্শ সরকারের করা অনুচিত। সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত অপকার ত করেই না, বরঞ্চ সেই অধিকার অবদমনেই অপকার সাধিত হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সরকারকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জনে সহায়তা করে। কিন্তু তাঁর এই যুক্তিপূর্ণ আবেদনও নাকচ হয়ে যায়।

১১

তাঁর স্বজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যাতে হয় সেজন্য রামমোহনের মস্তিষ্ক নানাভাবেই আলোড়িত হ'ত। দেশের আর্থনীতিক উন্নতির বিষয়টি সম্পর্কেও তিনি কম চিন্তা করেন নি। রাষ্ট্রনীতির ন্যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তা বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় রামমোহন সে-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ভূস্বামীদের সুবিধার্থে তাঁর মতামত ব্যক্ত হয়েছে মনে করা ভুল। জনকল্যাণচিন্তাই তাঁর মানসপটে ক্রিয়াশীল থাকত। তিনি সাধারণ মানুষকে জমিদারের দাপট থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত আছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষক ও খেতমজুরেরা যাতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে রামমোহন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ভূমিব্যবস্থার প্রশাসনে সরকারের সরাসরি অনুপ্রবেশ তিনি পছন্দ করতেন না। কারণ তাতে অনুমিত উৎপাদন বৃদ্ধিজনিত অধিক রাজস্ব আদায় হওয়াটা অনিশ্চিত। খাস জমিই সরকারি অব্যবস্থার পরিচায়ক; তাই রামমোহন বলেছেন: 'Every man is entitled by law and reason to enjoy the fruits of his honest labour and good management.' মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থাকে তিনি সমর্থন করতেন-তাতে রায়তওয়ারী প্রথার পরিবর্তে জমিদারী প্রথার প্রতিই তাঁর আকর্ষণ দেখা যায়। অবশ্য জমিদারদের অত্যাচার থেকে নিরীহ প্রজাদের রক্ষার বিষয়ে তিনি সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

বাংলার কৃষকদের দুর্দশা ও চাষীর দুঃসহ দারিদ্র্য রামমোহনকে বিচলিত করত। তাই তিনি জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির অধিকারকে কিছুতেই সমর্থন করেন নি এবং জমিদারদের উপর আরোপিত করের হ্রাস হওয়া প্রয়োজন বোধ করতেন। উদ্দেশ্য, যাতে অনুপাতে সাধারণ প্রজারা উপকৃত হয়। এর ফলে সরকারের আয় কমে যাওয়ার আশঙ্কা প্রসঙ্গে রামমোহনের এই অভিমত ছিল: ১ বিলাস দ্রব্যের উপর এবং অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন সব বস্তুর উপর অধিক কর আরোপ; ২ রাজস্ববিভাগের ব্যয় সংকোচন। হাজার, দেড় হাজার টাকার বেতনের য়ুরোপীয় কালেক্টরের পরিবর্তে তিন-চারশো টাকার বেতনে ভারতীয় কালেক্টর নিয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়; ৩. প্রজাদের খাজনা কমে গেলে তারা সন্তুষ্ট থাকবে। ফলে সরকারের প্রশাসনিক নৈপুণ্য দৃঢ় হবে; ৪ ব্যয়-বহুল স্থায়ী সেনাবাহিনীর পরিবর্তে স্থানিক রক্ষীদলের ব্যবস্থা হলে ব্যয়-সংকোচ ছাড়াও জনসাধারণের সাহচর্য ও আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে।

কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের পরিবর্তে, রামমোহন বিশ্বাস করতেন, যদি অধিকসংখ্যক য়ুরোপীয় এসে এদেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে তবেই ব্যাপক অর্থনৈতিক

উন্নতি সম্ভব। তাই তিনি উপনিবেশ স্থাপন বা কলোনাইজেসনের (colonisation) একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন। অন্যদিকে এই অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নানা যুক্তিজাল বিস্তার করেছিল। রামমোহনই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে একচেটিয়া বাণিজ্য করার নিরঙ্কুশ অধিকার থাকার ফলে কোম্পানির অনুসৃত নীতি এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-প্রচেষ্টার পরিপন্থী ছিল। ইংলন্ডের শিল্পোন্নয়নের জন্য ভারতের কাঁচা-মাল সংগ্রহের প্রতিই তাদের লক্ষ্য ছিল। রামমোহন এই ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধনের জন্যই অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন চেয়েছিলেন। এই বিষয়টির উপর তিনি এমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে তাঁর নিজস্ব পত্রিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রামমোহন লিখেছিলেন : 'যাহারা এদেশে য়ুরোপীয়গণ কর্তৃক ইংরাজি শিক্ষাবিস্তার বিরোধী এবং য়ুরোপীয়গণের বসবাস তথা কৃষি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণে বিরোধী, তাহারা এই দেশের অধিবাসীদের তথা ভবিষ্যৎ বংশধরদের শত্রু।'

বিলাতে সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানকালে রামমোহন এদেশে থেকে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংলন্ডে নিঃসারিত হয়ে যায় তার একটা তথ্য-সমন্বিত চিত্র তুলে ধরেন। আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখন এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ছিল ইতিহাসের নির্দেশ। রামমোহন সেই নির্দেশ অনুভব করেছিলেন। ইংরাজদের সহযোগিতায় তিনি এদেশে যে অবাধ বাণিজ্য ও শিল্পবিপ্লবের পত্তনে অগ্রণী হন তাকে এখনকার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা বলে মনে করা যায়।

১২

এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য রামমোহন শুধুমাত্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি সেই সঙ্গে স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন। ১৮১৭ সালে 'ক্যালকাটা স্কুল-বুক সোসাইটি' স্থাপিত হলে তিনি তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। এই সোসাইটির বিবরণ থেকে জানা যায় যে রামমোহন বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একটি ভূগোল রচনা করে প্রকাশের জন্য সোসাইটিকে অর্পণ করেন। তাছাড়া একটি ইংরাজী খগোলবিজ্ঞান গ্রন্থের (Astronomy) বাংলা অনুবাদও করেছিলেন। সোসাইটির অভিপ্রায়ে রামমোহন সানন্দে বাংলাভাষায় ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাকরণের নাম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। সে সময়ে এই পুস্তক উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ হিসাবে সর্বত্র আদৃত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে রামমোহনের অবদান স্মরণীয়। একথা সত্য যে বাংলা গদ্যের চর্চা তাঁর পূর্বেই শুরু হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশনারীরা এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাগদ্য চর্চায় রাম-মোহনের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। সাধারণ পাঠ্য গ্রন্থের তিনিই প্রথম রচয়িতা। সাধারণের মধ্যে গদ্যগ্রন্থ পাঠের অভ্যাস না থাকার জন্য যখন তিনি কলিকাতায় এসে বেদান্তের অনুবাদ প্রকাশ করলেন তখন সেখানে বাংলাগদ্যের অন্বয়রীতি আলোচনা করেছেন। বাংলাগদ্যের অনুদ্ঘাটিত পথে রামমোহন সুগভীর নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন।

সেদিন সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে রামমোহন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদে ব্রতী হন এবং আপন প্রতিভার মোহনস্পর্শে তা সাধারণের বোধগম্য করে তোলেন। তিনিই বাংলাভাষায় ভাবগম্ভীর প্রবন্ধ রচনার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর বিচার-বিতর্কমূলক পুস্তকগুলির মধ্যে এই ভাষা নূতন মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর গুরুত্বে এবং প্রকাশভঙ্গীর দৃঢ়তায়, ঋজুতায় ও স্বচ্ছতায় রামমোহনের গদ্য এক লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। সংস্কৃতশব্দের বাহুল্যবর্জিত, আড়ম্বতাহীন, সতেজ ও সাবলীল গদ্যের রচয়িতা হিসাবে বাংলাসাহিত্যে রাম-মোহনের স্থানটি সুচিহ্নিত।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন; 'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন।' তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে, রামমোহন বাংলা গদ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। এই প্রসঙ্গে তাঁর ব্রহ্মসংগীতগুলি উল্লেখযোগ্য। এই গীতগুলির মধ্যে রামমোহনের কবিমন এক আশ্চর্য-সুন্দর শিল্পসুষমায় নিজেকে প্রকাশ করেছে। ভাবকল্পনার ঐশ্বর্যে ও প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্যে এই সংগীতগুলি বাংলাসাহিত্যের এক বিশিষ্ট এবং অভিনব সম্পদ। আবার এই সংগীতের মাধ্যমেই রামমোহন বাংলাদেশে ইতিপূর্বে যা ছিল না সেই বাংলা ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতেরও প্রবর্তন করে গিয়েছেন। তিনি নিজে মুসলমান ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদী সংগীত বিশেষ যত্নের সঙ্গে অভ্যাস করেন ও তাঁর রচিত প্রত্যেকটি ব্রহ্মসংগীতে তিনি সুর ও তাল সংযোগ করেছিলেন। রামমোহন-প্রতিভার এও একটি দিক।

১৩

রামমোহন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জীবনবিমুখ সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। রামমোহন শাস্ত্র মানতেন। সেইসঙ্গেই অবশ্য একথাও বলতেন যে শাস্ত্রার্থ নির্ধারণে বিচারের অধিকার আছে, যুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি নিজে কোন ধর্মের প্রবর্তন করেন নি প্রাচীন ধর্মাদর্শের যুক্তিসম্মত সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। যুক্তির সাহায্যেই হিন্দুধর্মকে অর্থহীন বাহ্য আচার ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিমনের বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্লোকে প্রতিষ্ঠাদানই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে মিশে ছিল বিশ্বজনীন মানবতা এবং এরই ফলশ্রুতি ছিল বাহ্য আচারঅনুষ্ঠানমুক্ত সকল ধর্মের বিশ্বজনীন অন্তর্মাধুর্যের ভিত্তিতে একটি সার্বভৌমিক মানবধর্মের (Universa Religion) প্রবর্তন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট তিনি কলিকাতায় যে ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন, ইতিহাসে ইহাই রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত। ১৮৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি নূতন বাড়িতে সমাজ যখন স্থানান্তরিত হয় তৎপূর্বে রামমোহন একটি ট্রাস্টডীড বা অর্পণনামা তৈরী করেন এইটি তাঁর প্রতিভার একটি মহত্তম দান ও ব্রাহ্মসমাজের একটি অমূল্য সম্পদ। রামমোহনের ধর্মসংস্কারপ্রচেষ্টা এতদিনে একটি পূর্ণ, স্পষ্ট ও সার্থক রূপ পরিগ্রহ করল। তাঁর এই অর্পণনামা একদিকে যেমন ধর্মতত্ত্ববিষয়ে একটি স্মরণীয় দলিল, অন্যদিকে এটি হল রামমোহনের ধর্মমতের স্পষ্ট বাণীরূপ। এখানে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা প্রণালীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই উৎসর্গ-পত্রটির রচনায় রামমোহনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়।

বিশ্বমানবের উদ্দেশে রামমোহন সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন, 'যে কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপাসনা করতে আসবেন, এই সাধারণের মিলন-মন্দিরের দ্বার তাঁরই জন্য উন্মুক্ত, তিনি যে দেশের যে জাতির বা ধর্মের লোকই হোন না কেন।' এই ট্রাস্টডীডে কোন শাস্ত্রের উল্লেখ নেই এবং তা কোন শাস্ত্রের উপরও প্রতিষ্ঠিত নয়। সাধারণ জ্ঞান ও নির্বিরোধ যুক্তিই তার ভিত্তিভূমি। উদার, অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ভাবই তার মর্মকথা ট্রাস্টডীডের মূল রচনার কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত হলঃ 'for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and Immutable Being who is th Author and Preserver of the Universe, but not under or by any othe name, designation or title, used for and applied to any particular Bein or Beings by any man or set of men whatsoever.'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল এক উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনী

ভাব। কোন বিশেষ ধর্মপ্রচার করার উদ্দেশ্য সেখানে ছিল না। রামমোহন-মনীষা ধর্মের ক্ষেত্রে সেদিন যে বিপ্লব এনে দিয়েছিল তা পৃথিবীতেও নূতন ছিল; কেন না একটি বিশ্বজনীন ধর্মের পরিকল্পনা সেই প্রথম। এইভাবে রামমোহন একদিকে স্বজাতির অন্ধ-সংস্কারের অচলায়তনে আঘাত করেছিলেন, অন্যদিকে পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের প্রতি। এই জন্যই তাঁকে 'Prophet of the coming humanity' বলা হয়ে থাকে। এবং এই জন্যই তিনি সেদিন সমগ্র পৃথিবীর বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আর এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে 'একটি আশ্চর্য প্রকাশ' বলে অভিহিত করেছেন।

১৪

ইংলন্ড যাওয়ার বাসনা রামমোহনের বহুদিনের। স্বদেশের হিতকামনায় ইংলন্ড যাওয়ার জন্য সাগরে পাড়ি দিলেন তিনি ১৮৩০ সালের ১৬ নভেম্বর। বিশ্বমৈত্রীর পথে বাঙালীর সেই প্রথম অভিযান; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে ভারতের সেই প্রথম প্রচেষ্টা। রামমোহনের বিলাতযাত্রার এটাই ছিল ফলশ্রুতি। সেই সময়ে একটা সুযোগও এসে গিয়েছিল। দিল্লীর বাদশা দ্বিতীয় আকবর তাঁর নিজের প্রয়োজনে রামমোহনকে বিলাত পাঠাতে মনস্থ করলেন। কোম্পানি থেকে তিনি যে বৃত্তি পেতেন তার পরিমাণ ছিল অল্প। সেটি যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য তিনি ইংলন্ডের রাজার কাছে এ বিষয়ে আবেদন করার সংকল্প করেন। রামমোহনকেই তিনি এই দৌত্যকার্যের জন্য উপযুক্ত মনে করেছিলেন। ১৮২৯ সালের আগস্ট মাসে বাদশা রামমোহনকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে দৌত্যকার্যের উপযোগী ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রদান করেন।

এ ছাড়া তাঁর বিলাতযাত্রার আরো দুটি উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমতঃ সতীদাহ-নিবারণ আইনের প্রতিবাদে রক্ষণশীল হিন্দুদের আবেদনের বিরুদ্ধে পাল্টা আবেদন, দ্বিতীয়তঃ কোম্পানির সনন্দ আইন। ১৮১৩ সালের সনন্দ আইনের দ্বারা ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মেয়াদ বিশ বৎসর বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ১৮৩৩ সালে। এই সময় আবার নূতন সনন্দ পাশ হবে। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে তা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে ঐ সময়ে রামমোহন ইংলন্ডে উপস্থিত থাকবার ইচ্ছা করেন। রামমোহন কোম্পানির সকল সংবাদই রাখতেন। নূতন সনন্দ ও সেই সঙ্গে শাসনসংস্কার বিবেচনার জন্য হাউস অব কমন্স থেকে যে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সামনে সাক্ষ্য দিতে রামমোহন আহূত হয়েছিলেন। তখন তিনি এদেশে বিবিধ আন্দোলন কার্যে রত ছিলেন। তাই তিনি বোর্ড অব কণ্ট্রোলের কাছে তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সেই বক্তব্য সরকারি নথিভুক্ত হয়েছিল এবং তিনি ইংলন্ডে উপস্থিত হলে সেটি লন্ডনের এক প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তিনি ওদেশে পৌঁছবার পূর্বেই পথিমধ্যে জানতে পারেন যে ইংলন্ডে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হয়েছে। মধ্যপথে একটি ফরাসী জাহাজ দেখতে পেয়ে রামমোহন সেই জাহাজে গিয়ে বিপ্লবী ফ্রান্সের পতাকাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছিলেন।

অবশেষে রামমোহন লন্ডনে উপনীত হলেন। সেখানে তিনি বিপুলভাবেই সংবর্ধিত হলেন। উইলিয়ম রস্কো, জেরেমি বেনথাম প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষিরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হলেন। লন্ডনের ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশন তাঁকে একটি প্রকাশ্য সভায় অভ্যর্থনা জানালেন, সমিতি-প্রদত্ত মানপত্রে রামমোহনকে 'Apostle of the East' বলে উল্লিখিত করা হয়। তাঁর এই সময়কার প্রবাসজীবনে অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন ডাঃ মেরি কার্পেন্টার। ইংলন্ডের রাজা চতুর্থ জর্জ রামমোহনকে পরম সমাদরের সঙ্গে বাকিংহাম

প্রাসাদে গ্রহণ করেন। লণ্ডনে কিছুকাল স্বতন্ত্রভাবে বাস করার পর, তিনি বেডফোর্ড স্কোয়ারে হেয়ার সাহেবের সহোদর ভাইদের বাড়িতে গিয়ে অবস্থান করতে থাকেন এবং তাঁরা অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রামমোহনের পরিচর্যা করতেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ভারতবর্ষের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। লণ্ডনে অবস্থানকালে একদিকে তিনি নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন, অন্যদিকে ভাবতের রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন ও কল্যাণের চেষ্টায় গ্রন্থ প্রকাশ ও অন্যান্য রাজনৈতিক কার্যে সর্বদাই অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। কিন্তু তাঁর সকল কর্মের ও সকল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'রিফর্ম বিল'। পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে ভারতীয় বিচার বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ও ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে ১৮৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষ থেকে তাঁর যে বক্তব্যটি লিখে পাঠিয়েছিলেন সেটি এখন এখানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। এ ছাড়া আরো দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮০২ সালের ১৪ জুলাই প্রকাশিত তৃতীয় গ্রন্থটিই (*Remarks on Settlement in India by Europeans*) রামমোহনের সর্বশেষ রচনা।

এই পুস্তকে রামমোহন তাঁর স্বদেশবাসীর উদ্দেশে এই পাঁচটি মূল্যবান কথা বলে গিয়েছেন ঃ ১. ভারত—যেখানে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত হবে, ২. ভারত—যেখানে এক উদার ধর্ম প্রাধান্য লাভ করবে; ৩. ভারত—যার সামাজিক অবস্থা পাশ্চাত্ত্য ধরনের হবে, এবং ৫. ভারত—যা এশিযার শিক্ষাগুরু হবে। তেমনি সিলেক্ট কমিটির কাছে রামমোহন যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তারও গুরুত্ব বড় কম ছিল না। ভারতের অবস্থা সম্পর্কে তেরো নম্বর প্রশ্নটির উত্তরের শেষে রামমোহন লিখছেনঃ 'তবে এদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোকের মনোভাব সম্পর্কে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, যে কোন ধরনের সরকারের প্রতি এদের আগ্রহী করে তুলতে হলে তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মানজনক ও দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত করাই হবে একমাত্র নীতি।'

প্রিভি কাউন্সিলে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে সতী-আইনের বিরুদ্ধে যে আপীল করা হয়েছিল, রামমোহন তা বিস্মৃত হন নি। এই সময়ে তিনি ইংলণ্ডবাসীদের সহানুভূতির জন্য সতী-আইন সম্পর্কে কতকগুলি সুচিন্তিত অভিমত মুদ্রিত করে প্রচার করলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় একদিকে তিনি শাস্ত্র প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে সতীদাহ শাস্ত্রানুমোদিত নয়, অন্যদিকে বিস্তারিতভাবে নামোল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্যগণ, সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের বিচারকগণ, গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অফিসাবগণ এবং বিচক্ষণ ও সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয়গণের সমর্থন ও সুপারিশের পর গভর্ণর-জেনাবেল ঐ আইন পাশ করেছেন। ১৮৩২ সালের জুলাই মাসে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলেব শুনানী শুরু হল। রামমোহন উপস্থিত হয়ে আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা শুনতেন। অবশেষে ১১ জুলাই আপীল বাতিল হয়ে গেল। হিন্দু ভারতের একটি নিষ্ঠুব প্রথা চিরকালেব জন্য বিলুপ্ত হল। রামমোহন স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। দেশের দরদী মানুষ আনন্দিত হল।

রামমোহন যখন লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন তখন পার্লামেণ্টে নূতন করে ইণ্ডিয়ান জুরি বিল উত্থাপিত হয। প্রথমবার রামমোহন যখন এই বিলের বিরুদ্ধে আবেদন করেন, পার্লামেণ্ট তা অগ্রাহ্য করেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে যেমন, তেমনি বোম্বাই ও মাদ্রাজ হতেও অনুরূপ দুটি আবেদনপত্র প্রেরিত হযেছিল। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট চার্লস গ্র্যাণ্ট কোর্ট অব ডিরেক্টরসের আপত্তি সত্ত্বেও পার্লামেণ্টে নূতন জুরি বিল পেশ করলেন। এই সময় রামমোহন কোর্ট অব ডিরেক্টরসের আপত্তি খণ্ডন করে যে লিখিত অভিমত পেশ কবেছিলেন তা পাঠ করে চার্লস গ্র্যাণ্ট বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেন। ১৮৩২ সালের ১৮

জন্ন ন্তন বিল পাশ হল এবং ১৬ আগস্ট থেকে এই ন্তন আইন কার্যকর হল। রামমোহন যা দাবি করেছিলেন তার সবটাই গৃহীত হয়। ধর্মের বিভিন্নতার জন্য এদেশীয় ব্যক্তিদের জুরি হওয়ার যে বাধা ছিল তা অপসারিত হ'ল। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এদেশের অধিবাসীরা 'জাস্টিস অব পীস' (J.P.) হওয়ার অধিকার পেল।

রামমোহনের আর একটি উদ্দেশ্যও এই সময় সফল হয়। সেটি হল দিল্লীর বাদশার দৌত্যকার্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় বাদশার বৃত্তি বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৩ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে কোর্ট অব ডিরেক্টরস ভারতে গভর্ণর-জেনারেলকে জানান যে দিল্লীর বাদশার জন্য তাঁরা অতিরিক্ত তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। রামমোহনেব এই সফলতা ভারতবর্ষে আলোড়ন জাগিয়েছিল।

১৮৩২ সালের শরৎকালে রামমোহন লন্ডন থেকে প্যারিস যাত্রা করেন। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতির পীঠস্থান ফ্রান্স দর্শনের জন্য তাঁর বহুদিনের বাসনা ছিল। ইংলন্ডে আসার বহু পূর্বেই এখানে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি এখানকার সারস্বত সভার (সোসিয়েতে আসিয়াতিক) সম্মানিত বিদেশী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৮২৪ সালে। এই সময় পাশপোর্ট ভিন্ন কোন বিদেশীর পক্ষে ফ্রান্সে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। রামমোহন এই নিয়মে ক্ষুব্ধ হন এবং পাশপোর্টের জন্য ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীর নিকট একটি পত্র লেখেন। ঐ স্মরণীয় পত্রে তিনি সমস্ত মানবজাতিকে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে কল্পনা করেছেন। এমন কি, তাঁর এই পত্রটির মধ্যে জাতিসংঘ গঠনের পরিকল্পনার আভাসও পাওয়া যায়।

ইংলন্ডের ন্যায় ফ্রান্সেও রামমোহন যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁকে সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁর সঙ্গে একত্র ভোজন করেন। এখানকাব বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ও পন্ডিত ব্যক্তিগণ রামমোহনের ব্যক্তিত্ব, পান্ডিত্য ও চরিত্র-মাধুর্যে প্রীত হন। সুপ্রসিদ্ধ কবি স্যাব টমাস মুবের সঙ্গে রামমোহন প্যারিসের কোন এক হোটেলে একদিন একসঙ্গে আহার করেন। টমাস মুবের দিনলিপিতে এর উল্লেখ আছে। কয়েক মাস পরে ১৮৩৩ সালের প্রথমদিকে রামমোহন লন্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন।

ফ্রান্স থেকে ফিরে বামমোহন যে কয়দিন লন্ডনে অবস্থান করেছিলেন, তখন অধিকাংশ সময় তিনি পার্লামেন্ট ভবনে অতিবাহিত করতেন। বিফর্ম বিলের আলোচনার সময়ে তিনি নিয়মিতভাবে উক্ত সভাগৃহে উপস্থিত থাকতেন। ১৮৩০ সালের তৃতীয়বাব পঠিত হওয়ার পর রিফর্ম বিল পাশ হল। এখন থেকে কোম্পানি বাণিজ্য অপেক্ষা ভারত-শাসনের দিকেই বেশি করে মনোযোগ দিতে থাকেন। রামমোহনের লন্ডন-প্রবাস শেষ হল। ইংলন্ডে রামমোহন কতভাবে যে ভাবতের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন তা মিস কলেট তাঁর 'রামমোহন-চরিত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। জেরেমি বেনথাম তো চেষ্টা করেছিলেন রামমোহন যাতে পার্লামেন্টের সদস্যপদ প্রাপ্ত হন।

সব কাজ শেষ করে রামমোহন এলেন ব্রিস্টলে। এখানে তিনি স্টেপলটন গ্রোভ-এ মিস্ ক্যাসেলের অতিথি ছিলেন। ১৮৩৩, ১১ সেপ্টেম্বর এখানে একটি সভা হয়। ঐ সভায রামমোহনের সঙ্গে আলোচনার জন্য বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন। রামমোহন সমাগত ব্যক্তিদের সামনে তিন ঘন্টাকাল ধরে ভাবতবর্ষের ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, তার ভবিষ্যৎ এবং ভারতের দার্শনিক মতামত সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও বিভিন্ন প্রশ্নেব উত্তর দেন। এটাই ছিল রামমোহনের শেষ আলোচনা।

১৯ সেপ্টেম্বর রামমোহন জ্বরাক্রান্ত হলেন। অসুস্থ রামমোহন আব সুস্থ হলেন না। মাত্র আটদিনের অসুখ—তারপর ২৭ সেপ্টেম্বর রাত্রি দুটো বেজে পঁচিশ মিনিটের সময়

ব্রিস্টলের শান্ত পরিবেশে নির্বাপিত হল রাজা রামমোহন রায়ের জীবনদীপ। জ্যোৎস্না-প্লাবিত সেই রাত্রে কর্মক্লান্ত এক মহান জীবনের অবসান ঘটল। দিগ্‌বিজয়ী তর্কযোদ্ধা, স্বদেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার পূজারী ও নবীন ভারতের রূপকার রামমোহন রায় মহাপ্রস্থান করলেন সুদূর প্রবাসে।

ঙ. জীবনপঞ্জী

১৭৭২, ২২ মে	রাধানগরে রামমোহনের জন্ম।
১৭৮১-৮২	দ্বিতীয় ও তৃতীযবার বিবাহ।
১৭৮২-৮৬	পাটনা ও কাশীতে শিক্ষালাভ।
১৭৮৭	পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রথম পুস্তক রচনা; পিতামাতার সঙ্গে বিরোধ এবং গৃহ হতে বিতাড়িত।
১৭৯০-৯১	চার বছর অজ্ঞাতবাসের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং পুনরায় গৃহ-ত্যাগ। সপরিবারে কাশীতে অবস্থান ও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন।
১৮০০	জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের জন্ম।
১৮০৩	পিতা রামকান্ত রাযের মৃত্যু। মুর্শিদাবাদে সিবিলিয়ান উডফোর্ডের অধীনে কর্মগ্রহণ।
১৮০৫	জন ডিগবীর অধীনে কর্ম গ্রহণ (ঢাকা)।
১৮০৮	ঐ (ভাগলপুর)।
১৮০৯-১৪	রংপুরে ডিগবীর অধীনে দেওযান।
১৮১১	জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যু।
১৮১২	কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রাযের জন্ম।
১৮১৪	কলিকাতায আগমন ও অবস্থান।
১৮১৫	আত্মীযসভা স্থাপন।
১৮১৫-১৭	বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ; হিন্দু কলেজ স্থাপনে উদ্যোগ।
১৮১৭-২০	সাকারবাদের বিরুদ্ধে ও ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে একাধিক পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার।
১৮১৮	সহমরণ বিষয়ক প্রথম পুস্তক রচনা।
১৮২০	ঐ দ্বিতীয় পুস্তক। ইংরাজীতে 'খ্রীষ্টের উপদেশ' রচনা ও প্রকাশ। মিশনারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও বাদানুবাদ। খ্রীষ্টীয় ত্রিতত্ত্ববাদ অস্বীকার।
১৮২১	রামমোহনের উদ্যোগে ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। সংবাদ কৌমুদী প্রকাশিত।
১৮২২	মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার প্রকাশিত। ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদকের বহিষ্করণের প্রতিবাদ। য়্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন।
১৮২৩	মুদ্রাযন্ত্র আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে ও প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন—প্রতিবাদে 'মীরাৎ' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ। এদেশে য়ুরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য লর্ড আমহার্স্টকে একটি পত্র প্রেরণ।
১৮২৪	ভারতে মিশনারীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রেভারেন্ড এইচ, ওয়্যারকে পত্র প্রেরণ , দাক্ষিণভারতে দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য আবেদন প্রচার।
১৮২৪-২৫	সমাজসংস্কারমূলক বিবিধ পুস্তক-পুস্তিকা প্রণযন ও প্রচার।
১৮২৬	বেদান্ত কলেজ স্থাপন। শিক্ষাপ্রসারে বিবিধ কর্মপ্রযাস।
১৮২৮	নূতন জুরি বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন। কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। জুরি আইন সম্পর্কে পত্র প্রকাশ।

১৮২৯	সতীদাহ প্রথা নিবারণ সম্পর্কে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলোচনা। এই বছরের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ-নিবারণ আইন প্রবর্তিত। নীলকর সাহেবদের সম্পর্কে পত্র প্রকাশ। দিল্লীর বাদশা কর্তৃক রামোহনকে 'রাজা' উপাধি প্রদান।
১৮৩০	সতীদাহ-নিবারণ আইনের জন্য প্রকাশ্যে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন জ্ঞাপন। আদি ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন। সমাজের ট্রাস্টডীড প্রণয়ন। ডাফ সাহেবকে স্কুল স্থাপনে সাহায্য প্রদান।
১৮৩০, ১৯ নভেম্বর	কলিকাতা থেকে য়ুরোপ যাত্রা।
১৮৩১	লিভারপুল হয়ে এপ্রিলে লণ্ডনে উপনীত—রিজেন্ট স্ট্রীটের বাস-ভবনে দুইমাস অবস্থান—ইউনিটেরিয়ান সমিতি কর্তৃক সংবর্ধিত। বেডফোর্ড স্কোয়ারে অবস্থান—রিফর্ম বিল আলোচনাকালে পার্লামেণ্টে উপস্থিতি ও আলোচনায় যোগদান। ভারতের রাজস্ব ও বিচার বিভাগ সম্পর্কে পুস্তক প্রকাশ।
১৮৩২	ফ্রান্স গমন ও প্যারিসে বিপুলভাবে সংবর্ধনালাভ।
১৮৩৩	প্যারিস থেকে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন। রিফর্ম বিল পাশ হওয়ার পর নূতন পার্লামেণ্টের উদ্বোধন। পার্লামেণ্ট কর্তৃক সতীদাহ আইনের বিরুদ্ধে প্রেরিত আবেদন অগ্রাহ্য। এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন পরিত্যাগ করে ব্রিস্টল যাত্রা।
১৮৩৩, ২৭ সেপ্টেম্বর	ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু।

———

চ. সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জী

১৭৭২	গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যভার গ্রহণ। বাংলার শাসনব্যবস্থায় নূতন যুগ।
১৭৭৪	কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত। এই বৎসর হেস্টিংস গভর্ণর-জেনারেল হন।
১৭৭৫	মহারাজা নন্দকুমারের বিচার ও ফাঁসী।
১৭৮১	কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত। প্রথম ইংরাজী পত্রিকা 'হিকির গেজেট' প্রকাশিত।
১৭৮৪	পিটের ভারত শাসন আইন।
১৭৮৫	ওয়ারেন হেস্টিংসের পদত্যাগ।
১৭৮৬	নূতন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ।
১৭৯৩	বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিশ বৎসরকালের জন্য নূতন সনদ লাভ।
১৭৯৮	নূতন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। শ্রীরামপুরে উইলিয়ম কেরীর আগমন ও ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপন।
১৮০০	কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত।
১৮১৩	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুনরায় বিশ বৎসরকালের জন্য সনদ লাভ।
১৮১৭	কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত।
১৮১৮	প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত।
১৮২০	শ্রীরামপুরের মিশনারীদের উদ্যোগে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত। কলিকাতায় ইংরাজী সংবাদপত্র 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশিত।
১৮২৮	লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক নূতন গভর্ণর জেনারেল। নূতন জুরি বিল পাশ।
১৮২৯	সতীদাহ-নিবারণ আইন পাশ।

ছ. গ্রন্থপঞ্জী

রামমোহন আরবী, ফারসী, বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় তাঁর গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। এখানে এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হ'ল।

ক. আরবী-ফারসী

১। তুহ্ফত্-উল্-মুযাওহিদ্দিন। ১৮০৫। ভূমিকা আরবীতে।

২। মনজারাতুল্ আদিয়ান
প্রথম পুস্তকে এই পুস্তকখানির রচনা করবার সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন রামমোহন। কিন্তু এই নামে তাঁর কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি।

খ. বাংলা ও সংস্কৃত

১। বেদান্ত গ্রন্থ। ১৮১৫
২। বেদান্তসার। ১৮১৫
৩। তলবকার উপনিষৎ। ১৮১৬
তলবকার উপনিষৎ অর্থাৎ সামবেদের অন্তর্গত কেনোপনিষৎ।
৪। ঈশোপনিষৎ। ১৮১৬
৫। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার। ১৮১৬
বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃত রচনা।
৬। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার। ১৮১৭
৭। কঠোপনিষৎ। ১৮১৭
৮। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। ১৮১৭
৯। গোস্বামীর সহিত বিচার। ১৮১৮
১০। সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ। ১৮১৮
১১। গায়ত্রীর অর্থ। ১৮১৮
১২। মুণ্ডকোপনিষৎ। ১৮১৯
১৩। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের সম্বাদ। ১৮১৯
১৪। আত্মানাত্মবিবেক। ১৮১৯
১৫। কবিতাকারের সহিত বিচার। ১৮২০
১৬। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার। ১৮২০
১৭। ব্রাহ্মণ সেবধি ও মিসনরির সম্বাদ। ১৮২১
১৮। চারি প্রশ্নের উত্তর। ১৮২২
১৯। প্রার্থনা পত্র। ১৮২৩
২০। পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ। ১৮২৩
২১। গুরুপাদুকা। ১৮২৩
২২। পথ্য প্রদান। ১৮২৩
২৩। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ। ১৮২৬
২৪। কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার। ১৮২৬

২৫। বজ্রসূচী। ১৮২৭
২৬। গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানং। (প্রকাশের তারিখ অজ্ঞাত, অনুমান ১৮২৭ সালে প্রকাশিত হয়।)
২৭। ব্রহ্মোপাসনা। ১৮২৮
২৮। ব্রহ্মসঙ্গীত। ১৮২৮
২৯। অনুষ্ঠান। ১৮২৯।
৩০। সহমরণ বিষয়। ১৮২৯
৩১। ক্ষুদ্রপত্রী
৩২। গৌড়ীয় ব্যাকরণ। ১৮৩৩

গ. হিন্দী

১। বেদান্তগ্রন্থ। ১৮১৫
২। বেদান্তসার। ১৮১৫
৩। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার। ১৮২০
প্রথম দু'খানি গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নি।

ঘ. ইংরাজী

1 Translation of an Abridgement of the Vedant or Resolution of all the Veds; the most celebrated and revered work of Brahmunical Theology; establishing the Unity of the supreme Being; and that He alone is the object of Propitiation and Worship 1815
2 Translation of Cena Upanishad one of the chapters of the Sama Veda etc. 1816
3. Translation of the Ishopanishad, one of the chapters of the Yajur Ved; according to the commentary of the celebrated Sunkurachar ya. 1816
4 A Defence of Hindoo Theism in reply to the attack of an advocate for idolatry at Madras. 1817
5 A second Defence of the Monotheistical system of the Vedas in reply to an apology for the present state of Hindoo Worship 1817
১৮১৭ সালে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'An Apology for the present system of Hindoo Worship' গ্রন্থের উত্তর।
6. Counter-Petition of the Hindoo inhabitants of Calcutta against Suttee. 1818
7. Translation of Conference between an advocate for and an opponent of the Practice of Burning Widows Alive, from the original Bungla. 1818
8 Translation of the Moonduk Opunishud. 1819
9 Translation of the Kuth Opunishud. 1819
10 An Apology for the Pursuit of final Beatitude, independently of Brahmunical observances. 1820

11. A Second Conference between an advocate for and an opponent of the Practice of Burning Widows Alive. 1820
12. The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness etc. with translations into Sanscrit and Bengalee. 1820

    এই গ্রন্থের সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ রামমোহনের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তবে বঙ্গানুবাদ ১৮৫৯ সালে 'যীশু প্রণীত হিতোপদেশ' নামে রাখালদাস হালদার প্রকাশ করেন।
13. An Appeal to the Christian Public in Defence of the 'Precepts of Jesus' by a friend of Truth. 1820
14. Second Appeal to the Christian Public in Defence of the 'Precepts of Jesus.' 1821
15. The Brahmunical Magazine, No. IV. 1821
16. Brief Remarks regarding Modern Encroachments: On the Ancient rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance. 1822
17. Final Appeal to the Christian Public in Defence of the 'Precepts of Jesus'. 1823
18. Humble suggestions to his countrymen who believe in One True God. 1823

    (পুস্তিকাটি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত।)
19. A few Queries for the serious consideration of Trinitarians. Part I & II. 1823
20. A Dialogue between a Missionary and three Chinese converts. 1823
21. A Vindication of the Incarnation of the Deity as the common basis of Hindooism and christianist against the schismatic attacks of R. Tytler Esqr. M.O. 1823
22. A Letter to Lord Amharst on Western Education. 1823
23. Petitions against the Press Regulations. 1823
    (a) Memorial to the Supreme Court.
    (b) Appeal to the -King-in-Council.
24. A Letter to the Rev. Henry Ware on the prospects of Christianity in India. 1824
25. Translation of a Sanscrit Tract on Different modes of Worship. 1824

    (রচয়িতার কোন নাম ছিল না ; লেখা ছিল, 'By a friend of the Author')
26. Bengalee Grammar in the English Language. 1826
27. A translation of a Sanscrit Tract, inculcating the Divine worship, esteemed by those who believe in the revelation of the Veds as most appropriate to the nature of the Supreme Being. 1827

28. Answer of a Hindoo to the question why do you frequent a Unitarian place of worship instead of the numerausly attended established churches? (Published in the name of Chandra Sekhar Dev. 1828)
29. Symbol of the Trinity. 1828
30. The Universal Religion. 1829
31. The Padishah of Delhi to the King George the fourth of England 1829
32. Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands. 1829
33 Address to Lord William Bentinck, Governor-General of India, upon the passing of the Act for the abolition of the Suttee. 1830
*34. Abstract of Arguments regarding the burning of widows, considered as a religious rite. 1830
35. Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal. 1830
36 Letters on Hindoo Law of Inheritance 1830
37 Counter petition to the House of Commons to the memorial of the advocates of the Suttee. 1830
38 English in India should adopt Bengali as their Language 1830 (First Published in 1928)
39 Hindoo authorities in favour of slaying cow and eating its flesh. (Unpublished)

আমেরিকার Yale University গ্রন্থাগারের তালিকায় দেখা যায় যে ১৮১৫ সালে কলকাতা হতে রামমোহনের বাংলা বেদান্তসূত্রের ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির তালিকায় আর একটি বইয়ের নাম পাওয়া যায় ; যথা - "Translation of an Abridgement of the Vedant likewise a Translation of the Cena Upanishad and Note' (Anonymous). Calcutta, 1816
এই তালিকায় উল্লিখিত প্রথম গ্রন্থটির সঙ্গে এই গ্রন্থের কিছুটা পার্থক্য আছে।

'Srictures on the Present System of Hindu Monotheism'. Calcutta. 1823 বইটিতে ব্রজমোহন মজুমদারের নাম আছে। এটিকে কেউ কেউ রামমোহনের রচনা বলেছেন।

রামমোহনের বন্ধুদের অনেক রচনা রামমোহনের নামে এখন চলছে। এর সবগুলিকে রামমোহনের রচনা বলে মেনে নেবার কারণ নেই। এগুলির অধিকাংশেরই প্রচারক ছিলেন রামমোহন। লেখাগুলি তিনি দেখে দিয়েও থাকতে পারেন।

'Petition against the Press Regulations' কে রামমোহনের নিজের রচনা বলা কতদূর সঙ্গত সেটি বিচার্য। কারণ এর রচয়িতা ছিলেন ছয়জন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে প্রথম সহি করেছেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, তারপর দ্বারকানাথ ঠাকুর। তৃতীয় স্বাক্ষর রামমোহনের।

তেমনি 'Native Petition to Parliament against certain provision of the Indian Jury Act—এতে ২২২ জন লোকের স্বাক্ষর আছে।। প্রথম ও দ্বিতীয় সহি হ'ল দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

ঙ. ইংলন্ডে প্রকাশিত ইংরাজী রচনা

1 Translation of an Abridgement of the Vedant etc. With Preface by John Digby. 1817 (with Cena Upanishad)
2 The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness. 1823
3 Final Appeal to the Christian Public in defence of the 'Precepts of Jesus.' 1823
4 Answers to Queries by the Rev. H. Ware. 1825
5 Treaty with the King of Delhi, 1831.
6 Some Remarks in vindication of the Resolution passed in the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of Female Sacrifices in India 1831
7. Essay on the Right of Hindoos over Ancestral Property with Appendix 1830
8 Exposition of the practical operations of the Judicial and Revenue Systems of India and of the general character and condition of its native inhabitants. 1832
9. Answers of Rammohun Ray to Queries on the Salt Monopoly. 1832
10 Translation of several principal Books, Passages and Texts of the Veds and some controversial Works in Brahmunical Theology. 1832

এটি সংকলনজাতীয় পুস্তক, ইহাতে রামমোহনের তেরটি গ্রন্থ ও রচনা স্থান পেয়েছে। ভারতের বাইরে প্রকাশিত এইটিই রামমোহনের একমাত্র ইংরাজী গ্রন্থাবলী।

11. Appeal to the British Nation against a violation of common justice and a breach of public faith by the Supreme Government of India with the Native Inhabitants, end of 1832 or beginning of 1833.
12. Translation of the creed maintained by the Ancient Brahmins as founded on the sacred Authorities. 1833
13. The Autobiographical Letter. 1833

এছাড়া লন্ডনে রামমোহনের আরো কতকগুলি রচনা প্রচারিত হয়েছিল। সেগুলি হল :

14. Translation of an Abridgement of the Vedant. 1816
15. Translation of the Kuth Oopunishud. 1816
16. Translation of the Ishopunishud. 1816
17. A Second Defence of the Monotheistical system of the Veds.
18. Translation of a Conference between an Advocate for and an opponent of the Practice of burning Widows Alive. 1818
19. Translation of the Moonduck Oopunishud. 1819

20. An Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical observances. 1820
21. A second conference between an Advocate for and an Opponent of the Practice of Burning Widows Alive. 1820
22. Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance. 1822
23. Translation of the Cena Upanishad. 1824
24. The Precepts of Jesus etc. to which are added the First, Second and Final Appial to the Christian Public, in reply to the observations of Dr. Marshman of Scrampore (London Unitarian Society). 1824
25. Brief Remarks on the Rights of Hindoo Females. 1826
26. A Translation into English of a Sungskrit Tract, including the Divine Worships. 1827
27. Abstract of the Arguments regarding the burning of widows, considered as a religious rite. 1830

চ. আমেরিকায় প্রকাশিত

1. Correspondence Relative to the Prospects of Christianity and Means of Promoting its Reception in India. Cambridge University Press. 1824
2. The Precepts of Jesus etc with First and Second appeals, New-York. (Reprinted from London Edition). 1825
3. The Precepts of Jesus together with the First, Second, and Final Appeals to the Christian Public. Part I & II. Boston. 1828
4. A Vindication of Incarnation of the Deity as a common basis of Hindooism and Christianity, Salem, Massachusetts. 1828
5. Brief extracts from Rammohun Roy's 'Appeals'. Philadelphia, Unitarian Association. 1828

ছ. জার্মানীতে প্রকাশিত

১৮১৬ সালে কলিকাতা হতে রামমোহনের Translation of an abridgement to the Vedant প্রকাশিত হয়। পরের বছর এটি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। বইটির সম্পূর্ণ নাম হ'ল :
Anftosung des Wedant oderder Anftosung aller Weds deberuhmteste Werke Bramincscher Gottes gelahsthiet Woring die Einheit des Hochsten Wesens dargethan wira, so Wie anch dass Gottallein der Gegenstand der Verahrung and Verehrung seyan Konne Jena, 1817.

লণ্ডন ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে এই বইটির একটি খণ্ড আছে।

জ. হল্যান্ডে প্রকাশিত

লণ্ডনে ১৮৩২ সালে প্রকাশিত Translation of Several Principal Books, Passages and Texts of the Vedas etc. গ্রন্থটি ১৮৪০ সালে ওলন্দাজ ভাষায় প্রকাশিত হয়।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে এ গ্রন্থের একটি খণ্ড আছে।

রামমোহনের গ্রন্থাবলী

রামমোহনের তিরোভাবের ছয় বছর পরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের বাংলা গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করে নিজের ব্যয়ে মুদ্রিত করে প্রচার করেন। অন্নদাপ্রসাদ ছিলেন রামমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু ও শিষ্যবর্গের অন্যতম।

এর পর প্রকাশিত রামমোহনের বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ১) কলকাতা থেকে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলী', ২) কলকাতার কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের পাণিনি অফিস থেকে প্রকাশিত 'রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী', ৩) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্যে এই রচনাপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছে :

১. Rammohun Centenary Volume. 1933.

২. Andrienue Moore: Rammohun Roy and America.

৩. S. D. Collet: The Life and Letters of Raja Rammohun Roy. 3rd Ed. edited by Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli.

সংযোজন

ক বিরুদ্ধবাদীদের রচনাসমূহ ঃ

১. বেদান্তচন্দ্রিকা

২ বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ

৩ চারি প্রশ্ন

৪ পাষণ্ডপীড়ন

খ সংস্কৃত রচনার বঙ্গানুবাদ

গ ফার্সী রচনার বঙ্গানুবাদ

ঘ রামমোহন রায় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য উক্তি

ঙ রামমোহন রায় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

ক. বিরুদ্ধবাদীদের রচনাসমূহ

বেদান্তচন্দ্রিকা

শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি

ব্রহ্ম সর্ব্বে বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি কৌন্তেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।। ইত্যাদি শাস্ত্রের দৃষ্টান্তস্থলাভিষিক্ত তত্ত্বজ্ঞানিমানিরদের স্বকপোলকল্পিত স্বপ্রয়োজনসিদ্ধি তাৎপর্য্যক বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনার খণ্ডনার্থ ইহা লেখা যাইতেছে এমত কেহ মনে করিও না। যেহেতুক বিশিষ্টানুশিষ্ট শিষ্টেরদের সে কথা লক্ষ্যই নহে তবে যে এ গ্রন্থ রচিত হইতেছে বিশুদ্ধমাতাপিতৃক অবিগীত শিষ্টেরদের যদ্যপি স্ব স্ব জাতি ও কুল ও আশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণশতেতেও অন্যথা কখন হইতে পারে না এ নিশ্চয়ই আছে তথাপি এতদ্দেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত জনয়তি কুমুদভ্রান্তিং ধূর্ত্তবকো হি বালমৎস্যানাং এতৎশাস্ত্রার্থ ন্যায় বকধূর্ত্তেরদের বচনে পরমার্থপ্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রে অনাস্থা না হয় কেবল এই তাৎপর্য্যেতে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে।।

হে শিষ্টসন্তানেরা ইদানীন্তন বাগান্ধ তত্ত্বজ্ঞানিমানিরদের উপদেশকে বৈদ্যপুত্রের নেত্ররোগীর প্রতি উপদেশের ন্যায় জানিও যেমন এক বৈদ্যপুত্র স্নানকটাগত নেত্ররোগীকে অশ্বচিকিৎসাপ্রকরণীয় নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্বা গুদং দহেৎ। এই বচনের প্রকরণাদিজ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত তাৎপর্য্যাপরিজ্ঞানে যথাশ্রুতার্থানুসারে নেত্ররোগীকে চিকিৎসোপদেশ করিয়া নেত্রজ্বালা নিবৃত্তি কি করিবে অধিক জ্বালাদায় বৃদ্ধি করিয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছিল।। অতএব শ্রুতি স্মৃতিতে কহিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা ও শ্রোতা ও শুনিয়া বোদ্ধা এমন পুরুষ অতিদুর্লভ কিন্তু কাপটিক তত্ত্বজ্ঞানীই অনেক। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীরদের হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান এই লৌকিক গাথার ন্যায় যে অসদুপদেশ তাহাতে আস্থা করিয়া অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়ে নষ্ট হইও না। যেমন স্বশ্বশুরগৃহে সুখপ্রাপ্ত্যর্থে শ্বশুরালয়গমনেচ্ছু কোন অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুরগ্রামপ্রান্তে দৃষ্ট কোন গোপকে শ্বশুরগৃহ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বাক্যে দুষ্টবৎসাতে স্বশ্বশুরগোপুচ্ছ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শ্বশুরগৃহে গন্তুকাম হইয়া আকর্ষণ ও পথিগত কণ্টকশর্করাদিবেধ ও পাদপ্রহারেতে ছিন্নভিন্ন ভগ্নাঙ্গ হইয়াও তৎসুখপ্রত্যাশাতে গোপোপদিষ্ট গোপুচ্ছধারণ ত্যাগ না করিয়া রাত্রিপ্রথমভাগে শ্বশুরবাহিরবাটীতে উপস্থিত হইয়া গোচৌরজ্ঞানে শ্বশুরশ্যালকাদিকর্তৃক মুষ্টিযষ্টিপ্রহারে চূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল। হে শিষ্টসন্তানেরা তোমরাও তাদৃশোপদেশ গ্রহণে তাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইও না স্ববর্ণাশ্রম পিতৃপিতামহক্রমাগত কুলমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না নৈসর্গিক ভ্রমপ্রমাদকরণাপাটববিপ্রলিপ্সাদোষচতুষ্টয়বিশিষ্ট পুরুষেরদের শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ স্ববুদ্ধিকল্পিত বাক্যে অনাদর করিয়া তদ্দোষচতুষ্টয়গন্ধমাত্রশূন্য পরমেশ্বরের বাক্যে ও বেদব্যাস মন্বাদির তন্মূলবাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া তত্তৎশাস্ত্রব্যাখ্যাতৃভগবৎশঙ্করাচার্য্যাদিবচনানুসারে তত্তৎশাস্ত্রতাৎপর্য্যার্থাবধারণ ও তদ্বিহিতানুষ্ঠান করিয়া ঐহিক পারত্রিক সুখ সম্পাদন করত পুরুষার্থচতুষ্টয়ভাগী হইয়া লোকে সৎপুরুষরূপে বিখ্যাত হও।।

হে বিশিষ্টসন্তানেরা বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শুন। সকলে স্বস্বদৃষ্টান্তে অনুভব কর ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত জীববর্গের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক ত্রিবিধ দুঃখপরীহারে ও সুখপ্রাপ্তিতে অত্যন্ত মনোভিনিবেশ আছে। অতএব প্রজাবর্গের দুঃখপরীহার সুখপ্রাপ্ত্যর্থে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষস্বরূপ পুরুষার্থচতুষ্টয়সম্পাদক বেদ ও আন্বীক্ষিকী ও রাজনীতি ও বার্ত্তারূপ বিদ্যাচতুষ্টয় স্বসৃষ্ট প্রজাবর্গহিতৈষী পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ বিদ্যাচতুষ্টয়

মধ্যে অন্বীক্ষিকী বিদ্যা নানাবিধ যুক্ত্যনুভব প্রদর্শন দ্বারা বেদার্থপ্রামাণ্য স্থাপন উপযুক্ত হইয়াছেন। দণ্ডনীতি বিদ্যানীতি জ্ঞান সম্পাদন দ্বারা ও বার্ত্তাবিদ্যা কৃষিবাণিজ্যপশুপালনাদি জ্ঞান সম্পাদন দ্বারা প্রজাস্থিতিতে উপযুক্ত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে বেদবিদ্যা কর্ম্ম ও উপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদকরূপ কাণ্ডত্রয়াত্মক হন। সংসারিপুরুষেরদের কর্ম্ম তিন প্রকার শুক্ল ও কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ।। যোগীরদের এক প্রকার অশুক্লকৃষ্ণ। শুক্লকর্ম্ম ফলদ্বারা স্বর্গভোগসম্পাদক হন। কৃষ্ণকর্ম্ম দুরদৃষ্টদ্বারা নরকতির্য্যগ্‌যোন্যাদিপ্রাপক হন শুক্লকৃষ্ণকর্ম্ম ফলদ্বারা মনুষ্যযোনিপ্রাপক হন। অশুক্লকৃষ্ণাখ্য কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কাম ধর্ম্ম ও হঠযোগাতিরিক্ত অষ্টাঙ্গ যোগসাধ্য শুদ্ধধর্ম্মস্বরূপ হন। কর্ম্মাশুক্লকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাং। এই পাতঞ্জল সূত্রে ইহা সকল প্রতিপাদিত আছে। ঐ অশুক্লকৃষ্ণাখ্য কর্ম্ম যদি তত্ত্বজ্ঞানরহিত হয় তবে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিদ্বারা ক্রমমুক্তিসম্পাদক হন। যদি তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট হন তবে দেহপাত পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তি ও দেহপাতের পর সদ্যোমুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তিসম্পাদক হন এই দুই প্রকার মুক্তিকে সিদ্ধদশা কহেন।।

বেদেতে প্রথমত নানাবিধ পল্লবিতার্থবাদবাক্যেতে ফল প্রদর্শন দ্বারা কর্ম্মকরণে পুরুষেরদের উৎসাহ জন্মাইয়া স্বাভাবিক রাগদ্বেষমূলক কামাদিজনিত প্রবৃত্ত হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী পুরুষদিগকে বহির্মুখ করিয়া শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তিতে উন্মুখ করিতে সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানকারিপুরুষেরা তৎফলীভূত স্বর্গাদি সুখ ভোগ করিয়া তৎসুখানুভববাসনাবাসিতচিত্ত হইয়া তৎকর্ম্মাবসানে মনুষ্যলোকে শরীর পরিগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার তৎসজাতীয় কর্ম্ম করিয়া তৎফলীভূত স্বর্গাদি ভোগ মনুষ্যশরীরপাতোত্তর দেবাদিশরীর পরিগ্রহ করিয়া পুনস্তদ্দেবশরীরপাতোত্তর মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া তৎসজাতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান করে। এবং বেদনিষিদ্ধকর্ম্মকারিবর্ণাশ্রমবিশিষ্ট পুরুষেরা নরকে তৎফলানুভব করিয়া তদ্বাসনাবাসিতচিত্ত হইয়া পুনর্ম্মনুষ্যশরীরপরিগ্রহে তৎসজাতীয় নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া নরকাদিতে তৎফল ভোগ করে। এইরূপে কাম্য ও নিষিদ্ধকর্ম্মকারিপুরুষেরা ঘটীযন্ত্রের ন্যায় সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। এবং লৌকিক নীতিমাত্র জ্ঞান ও বার্ত্তাবিদ্যামাত্রজ্ঞানবান্ পুরুষেরাও ইহৈব জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে বৃক্ষাদিবৎ ইত্যুক্ত চতুর্থী গতিভাগিমাত্র হইয়া সংসারেই প্রবর্ত্তমান হইয়াছেন। অতএব তাদৃশ পুরুষেরদের আত্যন্তিক ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তি ও নিত্যনিরতিশয়সুখপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষ হইতে পারে না।।০।।০।।০।।

এতাদৃশ পুরুষবর্গমধ্যে যদি কদাচিৎ কোন ব্যক্তি দৃষ্টফলক কর্ম্ম দৃষ্টান্তে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মফলে দোষদৃষ্টিদ্বারা তত্তদ্বিহিতনিষিদ্ধ কর্ম্মেতে ত্যাগেচ্ছু হইয়া পূর্ব্বপুণ্যপুঞ্জপরিপাকবশত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও নিরতিশয় নিত্যসুখপ্রাপ্তেচ্ছু হয় তবে তাদৃশ পুরুষের প্রতি পরমকারুণিক পরমেশ্বর বেদতৃতীয় কাণ্ডে অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ করিয়াছেন। ঐ বিদ্যা প্রথমত নারায়ণ সূর্য্যদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন সূর্য্য মনুকে মনু ইক্ষ্বাকু রাজাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এতদ্রূপ গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমাগত ঐ অধ্যাত্মবিদ্যা মনুষ্যলোকে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিলেন মধ্যে কিছু কাল কর্ম্মকাণ্ডবাহুল্য হওয়াতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল পরে অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগারম্ভে কৃষ্ণরূপী ঐ পরমেশ্বর অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন তদনন্তর জ্ঞানশক্ত্যবতার বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণোপদিষ্টার্থ ও বেদের চরমকাণ্ডার্থমুক্তাবলি গ্রথনার্থে তত্ত্বজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন উপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদন মুমুক্ষু পুরুষেরদের আত্যন্তিক ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বক নিত্য নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থে ঐ অধ্যাত্মবিদ্যা সূত্ররূপ উত্তরমীমাংসাতে করিয়াছেন। তাহার ভাষ্য চতুর্ভিঃ সহ শিষ্যৈশ্চ শঙ্করোঽবতরিষ্যতি এই শাস্ত্রপ্রামাণ্যে কবামলকাচার্য্য ও তোতকাচার্য্য ও সুরেশ্বরাচার্য্য ও পদ্মপাদাচার্য্য এই চারি শিষ্যসেবিত সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার শ্রীভগবৎপূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য করেন এবং কৃষ্ণোপদিষ্ট গীতার ও দশোপনিষদেরো ভাষ্য করেন আচার্য্যকৃত এই তিন ভাষ্য প্রস্থানত্রয় নামে সম্প্রদায়েতে

প্রসিদ্ধ ঐ প্রস্থানত্রয়েতে অধ্যাত্মবিদ্যার সকল অর্থের পর্য্যবসান হইয়াছে। ঐ ভাষ্যকর্ত্তা গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদের শিষ্য ঐ ভাষ্যের টীকা ভামতী নামে শ্রীবাচস্পতি মিশ্র করেন তিনি অন্য পাঁচ দর্শনেরো টীকাকর্ত্তা ঐ টীকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ কল্পতরু নাম তাহার ব্যাখ্যা শ্রীঅপ্পয় দীক্ষিত পরিমল নামে গ্রন্থেতে করেন ।।০।।০।।০।।

ঐরূপে সূত্রাদি পঞ্চক পরম্পরায় কর্ম্মবিষয়ক তাৎপর্য্যার্থ এই অকৃতসন্ন্যাস ব্রাহ্মণ বিবিদিষু বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ই বা ও তাদৃশ ভিক্ষাচর্য্যানধিকারি ক্ষত্রিয়াদি গীতাতে ভগবদুপদিষ্ট কর্ম্মযোগেতেই দেহপাত পর্য্যন্ত থাকিবেন অতএব যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও ষড়্দর্শনটীকাকর্ত্তা বাচস্পতি মিশ্র ব্রাহ্মণ ও জনক রাজা প্রভৃতি ক্ষত্রিয় প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসমকালে সন্ন্যাসাকরণ গীতোক্ত কর্ম্মযোগাচরণেতেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিভাগী হইয়াছেন অতএব টীকাকারের মতে সন্ন্যাস নাহি ইহা তাঁহারি আচরণে বুঝা যায় এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকালেও কর্ম্মযোগানুষ্ঠান অকর্ত্তব্য নয় ইহাও বুঝা যায় এবং পরিমল গ্রন্থকর্ত্তা অপ্পয় দীক্ষিত মতে তত্ত্বজ্ঞানকালেও কর্ম্মযোগানাচরণ বুঝা যায় না যেহেতুক তিনি স্বয়ং কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করিতেছিলেন এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভাষ্যকর্ত্তার পূর্ব্ব যে সকল ভাষ্যকর্ত্তা তাহারদের ও বেদান্তবার্ত্তিককারেরও মতে নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়ে অর্থাৎ যেমন একজন নষ্টাশ্ব অথচ বিদ্যমান রথ ও অন্য একজন দগ্ধরথ অথচ বিদ্যমানাশ্ব এই দুই জনের মধ্যে যে বিদ্যমানরথমাত্র তাহার গন্তব্য প্রাপ্তি হইতে পারে না বর্ত্তমানাশ্ব ব্যক্তির কিছু কষ্টে গন্তব্য প্রাপ্তি হইতে পারে ইহাতে উভয়ের একযোগে অনায়াসে পরম সুখে গন্তব্য প্রাপ্তি হয়। তেমনি অশুক্লকৃষ্ণাখ্য কর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান এই দুয়ের সমুচ্চয়েতে অনায়াসে সুখেতে মুমুক্ষুর গন্তব্য মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। অতএব তাহারদেরো মতে তত্ত্বজ্ঞানকালেও কর্ম্মস্বরূপ ত্যাগ নাহি। এবং প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ এই সূত্রানুসারে দ্বৈতবাদিশ্রীমাধবাচার্য্য ঐ শারীরক মীমাংসার এক ভাষ্যকর্ত্তা ও উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ এই সূত্রানুসারে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজাচার্য্য তিনিও ঐ ব্রহ্মমীমাংসাসূত্রের আর এক ভাষ্যকর্ত্তা এই দুই আচার্য্যের মতে তত্ত্বজ্ঞানকালেও কর্ম্মস্বরূপ ত্যাগ নাহি অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ এতৎসূত্রানুসারে শুদ্ধাদ্বৈতবাদিশ্রীভগবৎপূজ্যপাদের মতে সন্ন্যাসাশ্রমকালে জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসুর আশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা ।।০।। চিহ্নরহিত সন্ন্যাসিপরমহংসেরদের মধ্যে কাহার বা ঋষভদেববৎ অবস্থিতি কাহার বা জড় ভরতাদিবৎ অবস্থিতি কাহার বা বামদেবাদিবৎ অবস্থিতি কাহার বা শুকনারদাদিবৎ অবস্থিতি কাহার বা দত্তাত্রেয়াদিবৎ অবস্থিতি তাঁহার অবস্থানের বিবরণ এই দত্তাত্রেয় হইতে উপদিষ্ট হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা ঐশীশক্তিসম্পন্ন হইয়া সত্যসংকল্প হইলেন ইহাতে অনেক উত্তম লোক উপদেশ গ্রহণার্থে দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে আগত হইলেন। তাহাতে দত্তাত্রেয়ের চিত্তবিক্ষেপ হইয়া ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তির ব্যাঘাত হইতে লাগিল অতএব দত্তাত্রেয় আমাতে অশ্রদ্ধা করিয়া কেহ আমার নিকটে না আসুক ইত্যভিপ্রায়ে নিষিদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই বুঝায় বিহিতাচরণাবস্থানে কিম্বা অনতিশয় নিষিদ্ধাচরণে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপালন যাহাতে হয় তাহাই তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ত্তব্য কেন না দেদীপ্যমান তত্ত্বজ্ঞানানলে যৎকিঞ্চিৎ নিষিদ্ধাচরণতৃণ ভস্মীভূত হয় ইত্যভিপ্রায়ে গীতাতে জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা এই ভগবান্ কহিয়াছেন অতএব তত্ত্বজ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞান সংরক্ষণ যে কোন প্রকারে করিবেন এই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ।।০।। হে শিষ্টসন্তানেরা তোমরা যদি আত্যন্তিক নিষিদ্ধাচারী আধুনিক জ্ঞানিমানিরদিগকে দত্তাত্রেয়াদিবৎ জান তবে তদুপদেশ গ্রহণ করিয়া ঐশীশক্তিসম্পন্ন হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজার মত যদি হইতে পার তবে বড় ভাল নতুবা বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে। এতন্ন্যায় সর্ব্বলোকহাস্যাস্পদ ধূর্ত্ত অবধূতেরদের বচনবিষমোদক ভক্ষণ করিও না কিন্তু পূর্ব্ব-লিখিত নব্য প্রাচীন মত তাৎপর্য্যাবধারণ করিয়া যদি তোমারদের শ্মশানবৈরাগ্যের ন্যায় না হয় কিন্তু দৃঢ়তর মুমুক্ষা হইয়া থাকে এমত মনে নিশ্চয় বুঝ তবে যে বিহিত হয় তাহা করিও

তত্ত্বজ্ঞানের লাভ অতিদুর্লভ শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ও কশ্চিন্দ্ভবতি সিদ্ধয়ে ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যহেতুক।।০।।

আর শুন ন্যায় মীমাংসা সাংখ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক এই আর পাঁচ দর্শন অর্থাৎ বেদার্থ-প্রকাশক এই দর্শনসকলের কর্ত্তা ক্রমেতে গৌতম জৈমিনি কপিল পতঞ্জলি যিনি ফণিভাষ্যকর্ত্তা ও কণাদ এহারা সকলেই শারীরক মীমাংসাকর্ত্তা বেদব্যাসের সমানজ্ঞানযোগবলমাহাত্ম্য তবে যে এহারদের আপাতত মতবৈলক্ষণ্য বুঝা যায় সে কেবল প্রাসঙ্গিকার্থে তাৎপর্য্যার্থে মতবৈলক্ষণ্য কিঞ্চিন্মাত্রও নাহি সাক্ষাৎ পরম্পরাতে সকলেরই এক অর্থেতেই তাৎপর্য্য অন্ধহস্তিদর্শনন্যায় ইহা সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বিবরণ করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন এইরূপে সর্ব্বসুদ্ধা ছয় দর্শনের মধ্যে কেবল বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা শ্রীশঙ্করাচার্য্যমতেই মোক্ষে সাক্ষাৎরূপে কর্ম্মের উপযোগ নাহি এ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে অতএবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা এই সূত্রেতে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আবশ্যকত্ব ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত ইহা নিরূপিত হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ এই সূত্রেতে। এবং এই সূত্রে সর্ব্বপদোপাদানহেতুক ব্রহ্মজিজ্ঞাসোত্তর নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে মুমুক্ষুর মোক্ষের হানি হয় না যেহেতুক ফলদ্বারাই বন্ধক কর্ম্ম হয় স্বরূপত হয় না তথাপি অল্পায়ুচপলচিত্তাদি দোষযুক্ত ইদানীন্তন পুরুষেরদের ফলাভিসন্ধিরহিত কর্ম্মস্বরূপ নির্ব্বাহ করণে তত্ত্বাভ্যাসের ক্ষতিসম্ভাবনাতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসোত্তর নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে বরবিঘাতায় কন্যোদ্বাহঃ এই ন্যায় উপস্থিত হয় অতএব যথাবিধি সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মের ফলত ও স্বরূপত পরিত্যাগরূপ সাধনসম্পন্ন হইয়া বেদান্তশ্রবণ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থের মনন অর্থাৎ যুক্তিতে অবধারণ ও অবধারিতার্থে চিত্তপ্রবাহীকরণরূপ নিদিধ্যাসন ও আশ্রমোচিত কর্ম্মরূপ ধর্ম্মানু-ষ্ঠানেতেই দেহপাতপর্য্যন্ত কাল যাপন সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। আসুপ্তেরামৃতেঃ কালাৎ নয়েদ্বে-দান্তচিন্তয়া ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রামাণ্যপ্রযুক্ত। ইহাতে বিবিদিষার পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত নিষিদ্ধাচরণের নিষ্ঠ্যুতাবলেহবৎ প্রসক্তিই কি অতএব নিষিদ্ধাচারী অনেক সন্ন্যাসী স্বশিষ্যকে আচার্য্য স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহারদের মতানুসারী দশনামা নামে এক প্রকার লোক অদ্যাবধি লোকেতে প্রসিদ্ধ আছে এ বিবিদিষসন্ন্যাস করণে অসমর্থের প্রতি বহূদক কুটীচক্র নামে দুই প্রকার সন্ন্যাস বিহিত আছে তাহাতে নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ যাবজ্জীব কর্ত্তব্য হয়। এবং অতি দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান লাভ ঈশ্বরাজ্ঞাপ্ত কর্ম্মযোগ ও চিত্তৈকাগ্রতাপরমফলক বেদান্তপ্রতিপাদিত কুপিতকপিকপোলবর্ণপদ্মাক্ষমুর্ত্ত্যাদ্যুপাসনাতেই সুলভ হইয়া অবিদ্যা তৎকার্য্য প্রপঞ্চসকলের উন্মূলন করিয়া জীবাভিন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করে। এই সাক্ষাৎকার দেহপাতপর্য্যন্ত জীবন্মুক্তি দেহপাতোত্তর নির্ব্বাণমুক্তি হয়। এবম্বিধ তত্ত্বজ্ঞানীর দণ্ডবিনির্ম্মোকোত্তর সংস্কারবশত কুলালচক্রভ্রমিবৎ পূর্ব্বপূর্ব্বাচিরাভ্যস্ততত্তদনুষ্ঠানবলাৎ সংস্কারবশত অনুবর্ত্তমান হয়। অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন। আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।। পরিনিষ্ঠিতোপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং তদধীতবান্।। আত্মভাবং সমুৎক্ষিপ্য দাস্যেনৈব রঘূদ্বহং। ভজেহং প্রত্যহং রামং সসীতং সহলক্ষ্মণং।। সত্যপি ভেদাবগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচ ন সমুদ্রো তারঙ্গঃ।। বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য নিষিদ্ধাচরণং যদি। শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোহশুচি-ভক্ষণে।। প্রাণাত্যয়ে তথোপদেশাৎ। এই সূত্রে তত্ত্বজ্ঞানীর নিষিদ্ধাচরণ অকর্ত্তব্য ইহা আপনি সূত্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। এবং ক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় অনিবার্য্যবেগ প্রারব্ধ কর্ম্মবশত যদি কদাচিৎ তত্ত্বজ্ঞানীর অনিচ্ছাপ্রাপ্ত দুঃখবৎ গুরুদারাদি গমন হয় তবে তাঁহার নির্ঋতিদেবতাক গর্দ্দভমেধ যাগে দেহপাতরূপ প্রায়শ্চিত্ত লোকশিক্ষার্থ সূত্রকার স্বয়ং প্রতিপাদন করিয়াছেন অতএব সাক্ষাৎ বিষ্ণু অবতার শ্রীউদয়নাচার্য্য নাস্তিক ব্রহ্মহত্যা করিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের অজ্ঞাতে ও লোক-সংগ্রহার্থে তুষানলে দেহপাত করিয়াছেন ইত্যাদি শিষ্টাচার। ও যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।। এবং স্বয়ং ভাষ্যকার দক্ষিণামূর্ত্তির

স্তব ও আনন্দলহরীতে শক্তির গুণরূপস্তবাদিকরণাচার ইত্যাদি নানা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাস অবিগীত শিষ্টাচার প্রামাণ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসমকালেও সৎক্রিয়া করণ নিষিদ্ধের অকরণ বুঝা যায়। তবে যে পূর্ব্বলিখিত ভাষ্যমতে তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাবলপরাক্রম রাজা স্বকার্য্য মোক্ষসিদ্ধ্যর্থে নানাবিধ কর্ম্মরূপ সেনার অপেক্ষা করেন না ইহাতে কি তৎকালে কর্ম্মের অনাচরণ বুঝায়। তাহা নয়।। যেহেতু যে ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনেতে স্বসামর্থ্যপ্রযুক্ত অন্যনিরপেক্ষ হয় তাহার কি তৎকালে অন্যের আনুকূল্যাচরণে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। তাহা নয়।। কিন্তু অন্যানৈরপেক্ষ্যে স্বকার্য্যসিদ্ধিকরণাভিধানে মাহাত্ম্যকথনই হয় এই অভিপ্রায় ও অতএবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা এই সূত্রেতে অনপেক্ষা শব্দোপাদানে সূত্রকারের অভিপ্রায় বুঝিয়া মোক্ষসিদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানমাত্রের সাক্ষাৎ উপযোগ কর্ম্মযোগের তাহা নয় ইহাই ভাষ্যকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। নতুবা নিষিদ্ধাচরণের ন্যায় কর্ম্মযোগাচরণ তত্ত্বজ্ঞানীর বিহিত নহে ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানীর রাগাভাবপ্রযুক্ত রাগমূলক নিষিদ্ধাচরণ সম্ভাবনীয় নহে। রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিষু। কুতঃ শাদ্বলতা তস্য যস্যাগ্নিঃ কোটরে তরোঃ ইতি। অতএব শ্রুতিতে কহিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া বালকের ন্যায় থাকিবে তবেই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়।। ০ ।। ০ ।। হে শিষ্টসন্তানেরা তোমরা যদি সাংসারিক সুখাভিলাষী হও তবে বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবা মোক্ষেচ্ছারূপ মহাবৃক্ষাগ্রারোহণ কদাচিৎ করিও না। সাংসারিক সুখবাসনারূপ রসনাকর্ষণেতে অধ আকৃষ্ট হইয়া অধঃপাতে যাবে। ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টো নচ পূর্ব্বং ন চাপরং। এতন্ন্যায়ের উদাহরণস্থান হইবে। যদি তাহা না হয় তবে কর্ম্মযোগাচরণ ও স্বস্বেষ্ট দেবতার পূজনরূপ উপাসনা করিয়া অন্তঃকরণদর্পণের রজস্তমোগুণাভিভবপূর্ব্বক সত্ত্বগুণোদ্দীপনরূপ পরিমার্জ্জন ও স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া সদসদ্বিবেক ও তন্মূলক ঐহিক পারলৌকিক ভোগবিরাগ ও তন্মূলক দম শম উপরতি মানাপমানাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা শ্রদ্ধা ও সমাধান এসকল সম্পাদন করিয়া মোক্ষপথগামী যদি হও তবেই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনরূপ উপায়ত্রয়েতে জীবাভিন্ন সচ্চিদানন্দৈকরসানন্তসাগরেতে নিমগ্ন হইলেই জলনিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় দৃশ্য বস্তু দর্শনেতে পরিবর্জ্জিত হইবা তখন ভাল মন্দ কিছুই কহিতে ও করিতে পারিবা না। অতএব শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে বলে আমি ব্রহ্ম জানি ও বুঝি সে কিছুই জানে না ও কিছুই বুঝে না। যে তাহা না কহে সেই সকল জানে ও বুঝে। ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হি সঃ। তাহা না হইয়া বিহিতের অনাচরণ ও নিষিদ্ধের আচরণ কেবল করিয়া মিথ্যা তত্ত্বজ্ঞানিত্ব খ্যাপন কেন কর। যদি বল আমি তাদৃশ বটি তবে এই পাপীদিগকে স্বীয় আচরণ করণে প্রবর্ত্তাইতেছো তাহারাও সকলেই কি বামদেব কপিলাদির প্রায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ হইয়াছে যদি না হইয়া থাকে তবে কেন সর্ব্বলোক বালকেরদিগকে বঞ্চনা কর। ও আপনিও ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং ইতি। ও তানকৃৎস্নবিদো মূঢ়ান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ইত্যাদি পরমেশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিবা কির কুণ্ডভণ্ড হও। যদি তুমি পরমেশ্বরেচ্ছাতে ভ্রান্তেরদের ভ্রম দূর করিয়া পরম পদ আরোহণ করাইতে লোকে অবতীর্ণ হইয়া থাক তবে শিক্ষাপঞ্চক গ্রন্থেতে ভাষ্যকার কর্ত্তৃক উপদিষ্ট পরমপদারোহণের যে২ ভূমিকা অর্থাৎ সোপান সেই২ সোপানের ক্রমশঃ প্রত্যেকের আরোহণেতে যেরূপে তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হয় তোমার তাহাই করা উচিত হয় বৃক্ষের মূলাদির আরোহণক্রমব্যতিরেকে হঠাৎ কি অগ্রারোহণ হয় যদ্যপি তাহা কেহ করিতে কিম্বা করাইতে চায় তবে কি তাহারা মধ্যে অধঃপাতে গিয়া চূর্ণাঙ্গ হয় না। যদি বল তত্ত্বজ্ঞানীর ফলাভাবপ্রযুক্ত কর্ম্মাকরণ তাহা নয় লোকশিক্ষারূপ ফল আছে অতএব জ্ঞানীর অধ্যাপনাকর্ম্মত্যাগ নাহি তবে যে জ্ঞানী ফলার্থী সে কেমন জ্ঞানী ইতি কর্ম্মকাণ্ডপ্রকরণং সমাপ্ত।। ০ ।।

হে শিষ্টসন্তানেরা আর শুন জ্ঞানার্থ নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দৈকরস পরমাত্মা ও তজ্জ্ঞানানুকূলোপাসনার্থে সগুণ ব্রহ্ম এই দুইতে বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অতএব মহাকাশ মেঘাকাশের

ন্যায় গুণসম্বন্ধ ভাবাভাবমাত্রকৃত ভেদ ভিন্ন সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম মুক্তিপ্রয়োজনক বেদান্ত শাস্ত্রে প্রতিপাদন করেন অন্যথা সগুণ ব্রহ্ম ও তদুপাসনা যে বেদান্তে প্রতিপাদন করেন সে কাকদন্ত পরীক্ষার ন্যায় নিষ্ফল হয়। অচিন্ত্যানন্তশক্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য তিনি স্বশক্তিপ্রাধান্যবিবক্ষাতে দুর্গা কালী ইত্যাদি নানা নামেতে অভিধেয় ও চতুর্ভুজ অষ্টভুজ দশভুজাদি রূপেতে ধ্যেয় নানাবিধ দেবীরূপেতে উপাস্য হন। ও স্বমাত্রপ্রাধান্যবিবক্ষাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রেন্দ্রাদি নানা পুংদেবরূপেতে উপাস্য হন। যেমন এক মহাপটের একদেশেতে ঘটিত মসীলিখিত বর্ণপুরিতাবস্থাত্রযে ঐ এক মহাপটের স্ত্রীপুরুষাদি বিচিত্র নানাকারতা হয়। ও ঐ অবস্থাত্রয় লোপে শুদ্ধৈকমহাপটস্বরূপাবস্থান হয়। তন্ন্যায় এক ভূমব্রহ্মের একদেশে ঘটজননানুকূল মৃত্তিকাচৈক্কণ্যশক্তির ন্যায স্বশক্তি ও সূক্ষ্ম তৎকার্য্য ও স্থূল তৎকার্য্য সাকল্যরূপ ত্রিতযসম্বন্ধকৃতাবস্থাত্রয় ভেদে মহাপটস্থলাভিষিক্ত ঐ এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তর্যামী ও হিরণ্য-গর্ভ ও বিরাট্ ও তদন্তর্গত ব্রহ্মাদি দুর্গাদি নানা দেব দেবী ও আর আর চরাচর জগদাকারে পরিদৃশ্যমান হন। অতএব ঐ এক ব্রহ্মকে বিশ্বাত্মা ও বিশ্বরূপ ও চিন্তামণি ইত্যাদি শব্দেতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন ইহার প্রমাণ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও পুরুষসূক্ত প্রভৃতি অনেক বেদ। অতএব যে যাহাতে যে কোন বিহিত প্রকারে ও যে কোন জ্ঞানে যাহাকে উপাসনা করে তাহারা সকলেই ঐ এক ঈশ্বরকেই উপাসনা করে। যেমন অতিথিকে অতিথি মাত্র জ্ঞানে যে সেবা করে সে সেবার যে ফল তাহা কি সে অতিথি দেয় তাহা নয। কিন্তু সর্ব্বফলদাতা পরমেশ্বরই সে ফল দেন যদ্যপি ঐ অতিথিকে অতিথিজ্ঞানে সেবা করাতে ঈশ্বর সেবিত না হন তবে তিনি ফলদাতাও হন না। যেহেতুক যবন দেশের পাৎসা উপাসিত হইলে তৎফলদাতা হিন্দুস্থানের পাৎসা হন না। আর ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কেহ কখনো ফলদাতা হয না। ইহা ফলমত উপপত্তেঃ এই সূত্রেতে প্রতিপাদিত আছে।। ০।। এবং অতন্নিরসনাপবাদে অবশিষ্ট ঐ এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হন। যেমন এক বহ্নি তৃণ কাষ্ঠাদি নানা সম্বন্ধে নানাকারে অভিব্যক্ত মূর্ত্তিমান্ হন। তৃণ কাষ্ঠাদি সম্বন্ধাভাবে নির্ব্বাণ হইযা অব্যক্তৈকতেজোরূপে অবস্থিত হন। বেদান্তে জীব ব্রহ্মের ঐক্য এইরূপ জানিও অতএব নির্ব্বাণ মোক্ষ তাহাকে কহি। দুগ্ধজল জললবণাদির ন্যায নহে। কিন্তু মেঘভাবে মেঘাকাশ মহাকাশের একত্বন্যায চেতনামাত্রেণ অবস্থান হয। ভাল মন্দ নাভাল নামন্দ এই ত্রিবিধ কার্য্য সর্ব্বানুভবসিদ্ধ আছে। তদ্দর্শনেতে অনুমিত যে সত্বরজস্তমোগুণরূপ ত্রিবিধ কারণ তৎসাম্যাবস্থারূপা বহ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায ব্রহ্মসত্তাতেই সত্তাবিশিষ্টা স্বাতন্ত্র্যে সত্তারহিতা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসবৎ অযত্নসাধ্য সৃষ্ট্যাদি কার্য্যত্রযানুমেযা মায়াদি নানানাম্নী একা জড়া বিচিত্র ময়ূরাকার সূক্ষ্মাবস্থাত্মক ময়ূরাণ্ডোদকবৎ বটবীজবদ্বা বিচিত্র জগদ্বীজরূপা পরব্রহ্ম-চেতনাশ্রিতা পরতন্ত্রা পারমেশ্বরী শক্তিরূপা মূলপ্রকৃতি তদীক্ষণে সঞ্চলিতা হইয়া মহাপটরূপ কূটস্থ পরব্রহ্মেতে চিত্রবৎ স্বকল্পিত বিচিত্র স্থাবর জঙ্গমাত্মক কার্য্যকারণরূপ জগতের কল্পনা করেন যেমন স্বস্বনিদ্রারূপা শক্তি স্বপ্নাবস্থাতে বিচিত্র নানাকার পদার্থ স্বস্ব স্বরূপেতে কল্পনা করেন। এবং জীবমাত্রের ভোগপ্রদ কর্ম্মাবসানকালে নিদ্রার ন্যায় মহানিদ্রানাম্নী ঐ মূলপ্রকৃতি সাম্যাবস্থাপন্না হন। তাহাকেই প্রাকৃত প্রলয কহি। এতদ্রূপে জাগরণোত্তর নিদ্রা নিদ্রোত্তর জাগরণের ন্যায় সৃষ্ট্যুত্তর প্রলয প্রলয়োত্তর সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ ঐ পরব্রহ্মাশ্রিত মূলপ্রকৃতি পরব্রহ্মেতে করিতেছেন অচিন্ত্যানন্তকার্য্যকারিণী চিচ্ছক্তিরূপা ঐ মূলপ্রকৃতি লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী ঐন্দ্রী সৌরী চান্দ্রী আগ্নেয়ী ইত্যাদি কীটস্তম্বপর্য্যন্ত নানা পদার্থশক্তিরূপে নানা কার্য্য করিতেছেন অয়ঃপিণ্ড দাহ করিতেছে ইত্যাদিবৎ। তত্তদ্বিবিধশক্ত্যুপহিত ঐ একচেতন জলাশয় জলসরাবাদিতে আকাশস্থ এক চন্দ্রের নানাকারতাভাণবৎ ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত নানাবিধ শরীরেতে পৃথক্ পৃথক্ দেব মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। সমরূপে বিবর্ত্তমান যদ্যপি হউন তথাপি তত্তৎশরীরের পাপ তদভাবকৃত স্বচ্ছাস্বচ্ছভাবপ্রযুক্ত তাঁহার প্রকাশতারতম্যেতে তত্তৎশরীরেরও উত্তমাধম মধ্যম ভাব হয়। যেমন সর্ব্বত্র

সমপ্রকাশমান এক সৌরালোকের কাচ ভূমি ও সামান্য ভূমির স্বচ্ছাস্বচ্ছ ভাবপ্রযুক্ত প্রকাশ-তারতম্যেতে তত্তদ্ভূমিরও উত্তমাধমভাব হয় তদ্বৎ। আর জলাশয়াদির অভাবে আকাশস্থ একচন্দ্রাবস্থানবৎ ঐ ভূত ভৌতিক শরীরপ্রপঞ্চাভাবে কেবল চিদেকরসাবস্থান হয় যেমন এ তেমনি জীবচেতনাশ্রিতা সুষুপ্তিকালেতে সর্ব্বানুভূতা তমোময়ী অজ্ঞানরূপা মূলপ্রকৃতির একদেশে অবিদ্যানাম্নী জীবশক্তি সংস্কারাত্মক সূক্ষ্মকার্য্যস্বরূপ স্বপ্নাবস্থা ও স্থূল কার্য্য দর্শনরূপ জাগরণাবস্থাদ্বয়েতে সূক্ষ্মস্থূল কার্য্যায়তনে সূক্ষ্মস্থূল ভোগ ঐ অবস্থাদ্বয়মাত্রকৃত নামভেদমাত্র তৈজস বিশ্বকে করাইয়া ভোগদ কর্ম্মাবসানে নিদ্রারূপে স্থিত হইয়া তদবস্থাকালীন প্রাজ্ঞ নামক জীবাশ্রয়ে থাকেন এই অবস্থাত্রয়ে ভোগ ও ভোগদসংস্কারনিমিত্তক আবৃত্তি মালান্যায়ে জীববর্গের হইতেছে এ অবস্থাত্রয়ে কর্ম্মের অভাব নাহি ঐ অবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্ত জীব ত্রিগুণকর্ম্মাভাবে মুক্ত হন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একরসাবস্থান হন। নির্বিকল্পসমাধিকালে কেবল ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহে অবস্থিত যে জীব তাহার পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ হইতে যে ভেদ সে কেবল তদাকারবৃত্তিমাত্রকৃত অতএব সুষুপ্তি সমাধি মূর্চ্ছা নির্ব্বাণ মুক্তি এই সময় ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানীর সর্ব্বদ্বৈতবিজ্ঞানাভাব হইতে পারে না যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়া করতেই থাকেন ইহাকে কি নিষিদ্ধাচরণ করিয়া থাকাই উপযুক্ত হয় গীতোক্ত কর্ম্মযোগানুষ্ঠানে কি তত্ত্বজ্ঞানের হানি হয় তত্ত্বজ্ঞানীর ব্যাবহারিক ব্যাপার যদি থাকিতে হয় তবে কি যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করণে তত্ত্বজ্ঞানভবাজসেনদের ভান রোধ হয় কোন উপায় । শক্রের আঁটি সহা যায় না।। ০।।

হে বুদ্ধিমানেরা বিলক্ষণ মনোযোগ করিয়া মন স্বরূপ ও স্বশক্তি শক্তিস্বরূপকে স্বানুভব-প্রামাণ্যে নিশ্চয় করো তবেই ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিবা নচেৎ। শরীর স্মরণ ও দর্শন ও মার্জ্জনাদি ভোজন শয়নান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপার যাঁহা বেদোক্তে হইতেছে তবে ঈশ্বরাদিশরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে তদুদ্দেশে শাস্ত্রবিহিত পূজাদি ব্যাপার কোথায় গলীহাচ্ছেদন বাণ মারণাদির ন্যায় কেন না হয় আগ্রহৎ সেবা ইহা কি শুন নাই যেমন গারুড়ী মন্ত্রশক্তিতে একোদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্যফলভাগী হয় তেমন কি বৈদিক মন্ত্রশক্তিতে হয় না। আরো শুন শক্তির কখনো শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ সত্তা নয় শক্তিমান্ আত্মা স্বশক্তি হইতে পৃথক্ সত্তাবান্ বটেন। যেমন বহ্নির দাহিকা শক্তির বহ্নিসত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা নাই বহ্নির সত্তা স্বদাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে বটে বহ্নিতে মণিমন্ত্রমহৌষধি প্রক্ষেপে শক্তির অভাব হয় বহ্নিস্বরূপ দোধুয়মান পূর্ব্ববৎ থাকে অতএব শক্তি শক্তিমান্সত্তানিরূপসত্তাক হন তদুপাদান-কারণক জগতেরো পৃথক্ সত্তা নাহি চেতনসত্তাতেই তাহার সত্তা রজ্জুসত্তাধীন তৎকল্পিত সর্পাদিসত্তার ন্যায় ইত্যভিপ্রায়ে বেদান্তীরা কহেন যে ব্রহ্মই সৎ তদ্ভিন্ন সকলই অসৎ অর্থাৎ তাহার স্বাতন্ত্র্যে সত্তা নাহি পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় যথেচ্ছাচার করণার্থে দেবাদি বিগ্রহের অন্যথা করণার্থে কিম্বা সাক্ষাৎ প্রতীয়মান এ জগতের কুম্ভীরশৃঙ্গাপুত্রবৎ অত্যন্তাভাবাশয়ে কহেন না উন্মত্তপ্রলাপাপত্তিদোষহেতুক।। বেদান্তমতে সত্তা ত্রিবিধা প্রাতিভাসিকী শুক্তিকা রজতাদির। ব্যাবহারিকী আকাশাদি দ্বৈত পদার্থের। পারমার্থিকী কেবল ব্রহ্মের। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানী বেদব্যাসাদির ব্যবহারকালে দ্বৈতসম্বন্ধ সত্য নয় ইহা ভাষ্যকার পরবাদিভিশ্চাবিশেষাৎ এই স্ববাক্যেতে কহিয়াছেন ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ ইতি। অন্যথা সংপ্রদায়োচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। ইহাতে জগতের পরমেশ্বরাধীনতাই বুঝায় যেমন স্বামিধনসত্তাধীনই ভার্য্যাধনসত্তা ইহাতে ভার্য্যার স্বামিপরতন্ত্রতা প্রাপ্তিই হয় নতুবা পত্নীর অলঙ্কারাভাব পর্য্যন্ত নির্ধনতা বুঝায় সত্যসংকল্প পরমেশ্বরের সামান্যাকার সৃষ্টির অলীকত্ব বেদান্ত শাস্ত্রে প্রতি-পাদন করেন না কিন্তু মনোময়ী জীবসৃষ্টিরই হেয়ত্ব তাৎপর্য্যে মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন তবে যে ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈতের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন বেদান্ত শাস্ত্রে করেন সে কেবল প্রাসঙ্গিক।। আর শুন পরমাত্মা ও দেবাত্মা ও আর অন্য জীবাত্মা এ সকল আত্মা আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন ইহা হিন্দু মোসলমান ইংরাজেরা সকলেই প্রায় জানে স্বস্ব দৃষ্টান্তে অনুমানে বুঝে যেমন আমি

আত্মা দেহী তেমনি তুমি সে এ আত্মা সকল দেহী এই দৃষ্টান্তে পরমাত্মা ও দেবাত্মারদেরো দেহ আছে সে দেহ কর্ম্মাসিদ্ধ অস্মদাদির অদৃষ্ট যদি হউক তথাপি সিদ্ধ যোগীরদের দৃষ্ট বটে অস্মদাদির শাস্ত্রজ্ঞানমাত্রগম্য যেমন ঈশ্বর অতএব যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান সেই শাস্ত্র-জ্ঞানে তাহারদের বিগ্রহ কেন না মান অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়াবলম্বন কেন কর যদি বল শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন তবে আমি জিজ্ঞাসি সে কি কেবল দেববিগ্রহের তোমারদের বিগ্রহের নয় যদি বল আমারদের বিগ্রহেরো বটে তবে আগে স্বশরীরকে মিথ্যা করিয়া জান মনে হইতে তাহাকে দূর কর ও তদনুরূপ ক্রিয়াতে অন্যের প্রামাণ্য জন্মাও পরে দেবতাবিগ্রহকে মিথ্যা জানিও তদনুরূপ কর্ম্মও করিও। নতুবা কেন নানা নিষিদ্ধাচরণ দ্বারা এ স্বস্ব মাংস-পিণ্ডকে পুষ্ট করো ও আর আর তদ্যোগক্ষেম করো তন্নিমিত্তক সুখার্থে পুত্র মিত্র কলত্র স্রক্ চন্দন গৃহ ক্ষেত্রাদির আরম্ভ করো ইহারা অথাৎ শাস্ত্রদৃষ্ট দেববিগ্রহস্মারক মৃৎপাষাণাদি প্রতিমাতে অর্থাৎ তসবীরেতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত তৎপূজাদি কেন না করো ইহা আমারদেরও বোধগম্য হয় না। যদি বল ফলাভাবপ্রযুক্ত না করি তবে হে ফলার্থি জ্ঞানমানি মিথ্যা কেন কহো যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে ঘৃতাভোজীর কাছে কি ঘৃত মিথ্যা আর তুমিই বা একচক্ষু না হও কেন কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ব্বাহ হয় না। আর যদি বল আমরা দেবতাত্মাই মানি না তাহার বিগ্রহ ও তৎস্মারক প্রতিমার কথা কি। শিরো নাস্তি শিরোব্যথা। ভাল পরমাত্মা তো মান তবে তাঁহার শাস্ত্রদৃষ্ট নানাবিধ মূর্ত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার করো বস্তুত যদি স্বাত্মার প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব স্বশরীরস্থিতসিদ্ধ মান তবে পরমাত্মারো তাহা অনুমানে মানো আত্মা ও পরমাত্মার রাজমহা-রাজের ন্যায় ব্যাপ্যব্যাপকত্ব ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যকৃত বিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপগত বিশেষ কি যদি বল আমরা পরমাত্মার তাহা মানিলে তোমারদের দেবতাত্মার কি আইসে ইহাতে আমরা এই বলি তবে আমারদের দেবতাত্মাদিগকেও তোমরা মানিলে যেহেতুক পরমাত্মার যে প্রকৃত্যাদি তাহাকেই আমরা স্ত্রীপুংলিঙ্গভেদে দেবীদেবাত্মা নামে কহি তোমরা ঈশ্বরীয় প্রকৃত্যাদিরূপে কহ এই কেবল জল পানি ইত্যাদিবৎ নাম মাত্র বিষবোধে মুখরতা কেন করো অস্মদাদি ও অস্মদাদি-প্রকৃত্যাদি ও পরমাত্মা তৎপ্রকৃত্যাদি বৃক্ষবনবৎ ব্যষ্টিসমষ্টি রূপমাত্র অতিরিক্ত নয়। অতএব আমি দেবতাদিকে মানি না এই যে কথা সে কেবল আমার জিহ্বা নাহি এ কথার ন্যায় হাস্যাস্পদ যদি বল আমরা মাংসপিণ্ড মাত্র মানি মৃৎপাষাণাদিনির্ম্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না তবে আমরা তোমারদিগকে জিজ্ঞাসি হে বেদান্তিম্মন্যেরা মৃৎপাষাণাদি ও মাংসপিণ্ডের ভেদ জীবাভিন্ন-ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবাদীর বেদান্ত শাস্ত্রে তোমরা কোথা পাইয়াছ যদি বল আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি অচেতন পিণ্ড মানি না তবে কি তোমরা সুষুপ্ত মূর্চ্ছিত পিত্রাদিপিণ্ডেতে পৃথিবীর ন্যায় পদাঘাত করো যদি বল আমরা যাহার কখনো করচরণাদি চেষ্টা দেখিয়াছি তাহাই মানি তদ্ভিন্ন পিণ্ড মানি না তবে মীমাংসকমতসিদ্ধ অচেতনমন্ত্রময় দেবতাত্মাই না মান বেদান্তমত-সিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহবতী দেবতা কেন না মান ধ্যানদ্বারা তত্তদ্দেবতারূপেতে প্রবল মত্ত হস্তীর আলানস্তম্ভ ন্যায় প্রমাথি বলবৎ মানস মত্ত মাতঙ্গের বন্ধন করিয়া সবিকল্প সমাধিস্থ হইতে যদি না পার তবে অন্তর্যাগ কর তাহাও না পার মুমুক্ষু যদি হও তবে তৎস্মারক কৃত্রিম তত্তৎপ্রতিমাতে ঐ এক সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা করো ক্রমমুক্তিভাগী হবে সদ্যোমুক্তি না হউক হানি কি। বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্ক্তে ইতি। নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি ইত্যাদি প্রমাণতঃ। মাসোপবাসী কি পারণা সহে না। যদি বিশেষ ফলার্থী হও তবে তত্তদ্বিশেষ দেবতাদের আরাধনা কর। যদি বল আমরা তাদৃশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষুতে দেখিতে পাই তাহাই মানি বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীর চক্ষে দেখিতে পাই না অতএব মানি না তৎপ্রতিমার প্রসক্তিই কি বিম্বাভাবে প্রতিবিম্বাভাববৎ বটে ভাল তবে কি তুমি প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী নাস্তিক-সকলের আদিপুরুষ হও সকল কহিতে ও করিতে পার আর ঈশ্বরই বা কেন মান তাঁহাকে

চক্ষে কখনো দেখিতে পাও নাই ও পাবেও না যদি বল আমি তাহা নই কিন্তু অবৈদিকেরা এইরূপ কহিয়া থাকে আমিও তদ্দৃষ্টিক্রমে কহি কিন্তু এই বিশেষ তাহারা স্বস্ব ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কহে আমরা ঘট্টিং ভবন্তি ন শঠাঃ কিমু নামধেয়ৈঃ এতন্ন্যায়ে বেদান্তের নাম করিয়া লোকবিড়ম্বনা করি তবে এ সকল কথা নূতন নহে ধারাবাহিক প্রসিদ্ধ আছে এবং সেই সেই মতের খণ্ডন পূর্ব্বাচার্য্যেরা নানা প্রকারে করিয়াছেন সে সকল বাক্যের প্রামাণ্য যদি না করো তবে তোমারদের বাক্যের প্রামাণ্য কি। ও তাঁহারা যে ইহা কহেন তাহাতে তাঁহারদের অধর্ম্ম হয় না যেহেতুক তাঁহারদের প্রতি তদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা সেই আজ্ঞা আছে তুমি যে কহো কেন যদি তাহারদের মধ্যে তুমি কেহ হও কিম্বা হইতে চাহ তবে আগে তাহা হও পশ্চাৎ তাহা কহিয়া চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরিমাতুর্গলে ব্যথা এতন্ন্যায়ে অন্য ধনব্যয়ায়াসসাধ্য প্রতিমাপূজা দর্শন জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবৃত্তি করিও সংপ্রতি কেন এক দিক্ আশ্রয় না করিয়া মাজামাজি থাকিয়া আন্দোলায়মান হও। এবং নানা প্রবল শব্দপ্রমাণসিদ্ধ ও বিশ্বকর্ম্মপ্রণীত শিল্পশাস্ত্রীয় তত্তদ্দেবতাপ্রতিমানির্ম্মাণপ্রকারাভিধান লিঙ্গবানুমানপ্রমাণসিদ্ধ ও নানাতীর্থস্থানস্থিত বিবিধ দেবতাপ্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষগোচরতাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ এবং শিষ্টাচারসিদ্ধ প্রতিমাকরণাচার তত্তন্মূর্ত্তি তত্তদ্দেবপূজাধ্যানালম্বনপ্রয়োজনকে অনাদিপরম্পরা প্রসিদ্ধ আছে তাহার অপ্রামাণ্য কল্পনা করিয়া কেবল ইদানীন্তনলোককল্পিতত্ব জ্ঞান করাতে আপনার অপ্রামাণিকত্ব ও অগ্রাহ্যবাক্যত্ব খ্যাপন মাত্র হয় যেহেতুক বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থ যুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণমিতি। অতএব। হে শিষ্ট লোকেরা শুন যেমন কোনহ মহারাজার সেনাপত্যাদি নানা পদ থাকে সেই সেই পদেতে স্বস্ব কর্ম্মানুসারে ঐ মহারাজের প্রসাদেতে কখনো কেহ অভিষিক্ত হয় তেমনি পরমেশ্বর স কর্ত্তার স্বশক্তিসাধ্য ইন্দ্রত্বাদি পদেতে স্বস্বানুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরেচ্ছাতে কখনো কেহো অধিকার প্রাপ্ত হয় তদধিকারপ্রাপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতারদের বিগ্রহবত্তাদি প্রতিপাদন বেদান্তশাস্ত্রে দেবতাধিকরণে সূত্রকর্ত্তা স্বয়ং করিয়াছেন সেই সেই দেবতা তত্তচ্ছরীরে স্বস্ব কর্ম্ম ও ভোগ করেন ও মীমাংসকমতসিদ্ধ মন্ত্রময় দেবতারা বেদোক্ত যাগাদি কর্ম্মসিদ্ধিদশাতে মূর্ত্তিমান্ হইয়া সিদ্ধ পুরুষেরদের প্রত্যক্ষগোচর হন ইহা রামায়ণে অগস্ত্যাশ্রম বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাল্মীকির অভিপ্রায়ে বুঝা যায় অতএব বেদান্তমতে দেবতারদের ভোগার্থে বিগ্রহবত্তাদি মীমাংসক মতে যাগাদি কর্ম্মসিদ্ধ্যর্থে মন্ত্রময় অচেতন দেবতা সে মতে প্রতিমাদির রচনাদি চেষ্টাভাবে ভ্রান্তেরদের যে প্রতিমার অদেবতাত্বাভিধান তাহা হইতে পারে না বস্তুত পূর্ব্বলিখিতানুসারে উভয় মতে বৈলক্ষণ্য কিছুই নাই যাগাদি সাধন সময়ে দেবতারদের মন্ত্রময়তা যাগাদি ক্রিয়াসিদ্ধিকালে দেবতারদের বিগ্রহাদি। এই দেবতারদের বিগ্রহাদি প্রতিপাদন করা গেল ও তৎপ্রতিমা ও তদাধারে তত্তদ্বিশেষ দেবতা পূজা কিম্বা এক ব্রহ্মের পূজার প্রতিপাদন বিশেষ রূপ করা যাইতেছে।।০।।০।।০।।

আর শুন বেদান্তশাস্ত্রে ভাষ্যকার জ্ঞান ও মানস ব্যাপাররূপ উপাসনার বিশেষ করিয়াছেন সে বিশেষ এই জ্ঞান বস্তু যথার্থ স্বরূপেরই অধীন হন পুরুষবুদ্ধির অধীন হন না ভাবনা বস্তুস্বরূপকে অপেক্ষা করেন না যেহেতুক যে পদার্থ যাহা নয় তাহাকে তদ্রূপে ভাবনা করা যায় যেমন পরস্ত্রীকে স্বমাতৃরূপে জানা জ্ঞান তেমন নয় যেহেতুক যে বস্তুর যে যথার্থ স্বরূপ তাহাকে তদ্রূপে যে জানা সেই জ্ঞান ওই মানস ব্যাপাররূপ অর্থাৎ ভাবনারূপ যে উপাসনা সে তিন প্রকার হয়। সম্পদ্রূপ। অধ্যাসরূপ। ও বিশিষ্ট ক্রিয়াসংযোগনিমিত্ত। সম্পদ্রূপ উপাসনা এই। যেমন ক্ষুদ্র যে অবলম্বন অর্থাৎ উপাসনাক্রিয়ার আশ্রয় তাহার অনাদরেতে উৎকৃষ্ট বস্তুর যে অভেদজ্ঞান তাহাকেই সম্পদ্রূপ উপাসনা কহি যেমন রাজকর্ত্তব্য রাজক্রিয়া করণদ্বারা রাজতুল্য হইয়াছেন যে রাজপুরুষেরা তাঁহারা রাজা হইতে অপকৃষ্ট হন এতদ্রূপ অপকৃষ্ট রাজপুরুষেতে রাজরূপে যে উপাসনা তাদৃশ উপাসনা ঈশ্বরের স্বনিরূপিত কার্য্যকারী

রূপগুণবিশিষ্ট সূর্য্যাদি দেবতাতে কিম্বা রূপগুণবিশিষ্ট গন্ধর্ব্বাদি মনুষ্যতে কি হইতে পারে না ।।১।। অধ্যাসরূপ যে উপাসনা তাহাকেই প্রতীকোপাসনা নামে কহেন যেমন রাজার অবয়বেতে অর্থাৎ করচরণাদিতে সেবারূপ যে উপাসনা তাহাতেই রাজার উপাসনা হয় যেহেতুক অবয়বের সেবা ব্যতিরেকে অবয়বীর উপাসনা অন্য প্রকারে হইতে পারে না। অতএব অবয়বের যে সেবা সেই অবয়বীর সেবা এতাদৃশ উপাসনা বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের সর্ব্বাবয়বীর নানারূপ গুণবিশিষ্ট ভূতভৌতিক প্রপঞ্চরূপ অবয়বদ্বারা কি হইতে পারে না ।।২।। বিশিষ্ট ক্রিয়াযোগনিমিত্ত উপাসনা এই। এক জাতীয় ক্রিয়া যে দুই বস্তুতে থাকে সে দুই বস্তুর অভেদ-রূপে যে উপাসনা তাহাকেই বিশিষ্ট ক্রিয়াযোগনিমিত্ত উপাসনা কহেন। তাদৃশ উপাসনা রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুষ্যাত্মাদের ও বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরের চেতনব্যাপাররূপ ক্রিয়াবিশেষের উভয়ত্র সত্তাতে অভেদজ্ঞানে কি হইতে পারে না ।।৩।।

ওই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধোপাসনা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মাতে ফলত দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ আধারেতে যে উপাসনা করা যায়। ও আধিদৈবিক অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতারূপ আধারেতে যে উপাসনা করা যায়। ও আধিভৌতিক অর্থাৎ ভূতভৌতিক প্রপঞ্চ ও তদন্তর্গত গন্ধর্ব্বাদি দেহ ও প্রতিমাদিতে যে উপাসনা করা যায় এতদ্রূপ ত্রিবিধ ভেদেতে প্রত্যেকে তিন তিন প্রকার পূর্ব্বোক্ত উপাসনাত্রয় হন। এইরূপে বেদান্তশাস্ত্রসিদ্ধ যে যে উপাসনা সে সকল উপাসনা মানস ব্যাপাররূপ হয় এ সকল উপাসনার অধিকারী বিহিতানুষ্ঠানে স্থিরচিত্ত যে পুরুষ সেই হয় চঞ্চলচিত্ত পুরুষের সাধ্য এ উপাসনা হয় না অতএব চঞ্চলচিত্ত পুরুষেরদের প্রতি কায়িক বাচনিক ব্যাপার পূজাস্তবাদিরূপ উপাসনা বিহিত আছে এই পূর্ব্বোক্ত উপাসনাসকল বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের ও জগন্ময়ী তৎশক্তির ব্রহ্মাদি পুংদেবশরীরে ও দুর্গা কালী প্রভৃতি স্ত্রীদেবতাশরীরে ও রূপগুণ-বিশিষ্ট গন্ধর্ব্বাদিতে কিম্বা ভূতভৌতিক প্রপঞ্চ ও তদন্তর্গত ঘট পট প্রতিমাদিতে অবিশেষে শাস্ত্রে বিহিত আছে। তবে যে শাস্ত্রেতে উপাসনার আলম্বনের বিশেষোপদেশ সে কেবল উপা-সকেরদের শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ। যেমন বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের যোগবিভূতি কথনে সামবেদ অধ্যাত্মবিদ্যা রাজ [বিদ্যা] প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পদার্থের ঈশ্বরস্বরূপত্ব কথন তেমনি জানিও।। অতএব শাস্ত্রোপদিষ্ট উপাসনার আলম্বনেতে কিম্বা অনুপদিষ্ট অন্য অন্য কাষ্ঠকুদ্দালাদিতে দৃঢতর বিশ্বাসপূর্ব্বক যে যাতে ওই এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে তাহারা সকলেই আপন আপন অভিলাষিতভাগী হয়। ইহাতে মোক্ষশাস্ত্রীয় বিধানেতে যে উপাসনা করে সে মোক্ষভাগী হয় অন্যেরা সাংসারিক ফলভাগী হয় এইমাত্র বিশেষ। অতএব রূপগুণবিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না ও মৃৎসুবর্ণাদিনির্ম্মিত প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না ও গন্ধপুষ্পাদি দ্রব্যার্পণদ্বারা উপাসনা হয় না এই এইরূপ সুবুদ্ধি-কল্পিত কথাসকল পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনাতে উন্মত্তপ্রলাপ হয় কি না ইহা বুদ্ধিমানেরা স্বস্ব বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া বুঝিবেন ।।০।।০।।০।।০।।

আর শুন উপাসনাপরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ কখন হয় না নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা তাহাই বিবেচনা করিয়া বুঝ রাজাদির যে উপাসনা সে কি তদীয় শরীর রূপগুণাদি সেবা স্তবাদি ব্যতিরেকে হয় রাজার যে শরীর রূপগুণাদি সেই কি রাজা কিম্বা তাহা হইতে অতিরিক্ত চেতনরূপী পুরুষ রাজা যদি বল যে শরীরাদি সেই রাজা তবে কি মৃত রাজশরীর দাহেতে রাজার দ্রোহ হয়। তাহা নয়। কিন্তু রাজা প্রাণত্যাগ করিয়া স্বকর্ম্মানুসারে পরলোকগামী হন পার্থিব শরীরমাত্রের দাহ হয় অতএব হে বুদ্ধি-মানেরা সকলে স্বস্ব পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থপ্রায় হইয়া বিবেচনা কর। উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম বস্তুতঃ যদি নিরাকার হউন তথাপি অনির্ব্বচনীয় স্বশক্তির আবেশপ্রযুক্ত যোগীরদের যোগবলেতে নানাকারতার ন্যায় ঐ মহাযোগী মহেশ্বর জগদাকারে বিবর্ত্তমান হইয়াছেন। ও স্বশক্তি সংকোচেতে স্বয়ং এক বর্ত্তমান হন যেমন ঊর্ণনাভি আপন হইতে বৃহদাকার তন্তু-

জালের বিস্তার করে ও সকলকে আপনাতে অন্তর্ভাব করিয়া আপনি এক থাকে এইরূপ পুনঃ পুনঃ করে এমনি ওই এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে তাহাতে উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হবে না।। এই সকল কথার প্রমাণ।। তিনি আপন হইতে এ সকল সৃষ্টি করিয়া সেই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে পুষ্পেতে গন্ধের ন্যায় সর্ব্বত্র আপনি আছেন ও সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি দ্বিপদদিগকে করিলেন ও চতুষ্পদদিগকে করিলেন ও আপনি পক্ষীর মত হইয়া ওই সকলেতে থাকিলেন ওই ব্রহ্মকে মনেতে জানিও এ সংসারে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কিছু নাই ও সে কি তুমি যাহা না হয় এবংরূপার্থ নানা শ্রুতিবাক্য-প্রমাণেতে বেদান্তীবিদের এই নিশ্চয় যে সকল হইয়াছিল ও যে সকল বর্ত্তমান আছে ও যে সকল হবে সে সকল পদার্থরূপে ওই এক ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত আছেন ইহাতে যাহারা রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুষ্যাদির উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না এমন কথা যে কহে সে যে আপনাকে বেদান্তী কহে ও ভেদজ্ঞান করে অথচ আপনাকে অদ্বৈতবাদীও কহে সে কেমন ইহা বুঝা যায় না। বুঝি অভিনব স্ববুদ্ধিকল্পিত বেদান্ত নামে কিছু এক প্রকার হইয়া থাকিবেক এবং সেও তেমনি অদ্বৈতবাদীও হইয়া থাকিবেক। যে যৎকিঞ্চিৎ ভেদজ্ঞান করে অর্থাৎ এ বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ইহা কখনো মনে করে তাহার ভয় হয় অর্থাৎ অভয়ব্রহ্মপ্রাপ্তি কখনও হয় না ইহা বেদ স্পষ্ট কহিয়াছেন ।।০।।

আর শুন যেমন এক মৃৎসুবর্ণাদির অবয়বসংস্থানবিশেষমাত্র ঘটাদি মুকুটাদি নানা মৃন্ময় হিরন্ময়াদি পদার্থ সকলের এক মৃৎসুবর্ণাদি মাত্র স্বরূপজ্ঞানের ন্যায় আকাশাদি ভূতভৌতিক প্রপঞ্চমাত্রের এক ব্রহ্মমাত্রস্বরূপত্বজ্ঞান ও তাদৃশ জ্ঞানেতে যেমন আচরণ অবশ্য সম্ভব হয় তাদৃশাচরণ যে পুরুষের হয় তাদৃশ পুরুষ সুদুর্লভ এবং সকলকে ব্রহ্মরূপে স্ববুদ্ধিদোষে জানিতে না পারে যে ব্যক্তি তাহার প্রতি ঈশ্বরসৃষ্ট একৈক পদার্থকে ঈশ্বররূপে ভাবনা করা রূপ তদুপাসনা শাস্ত্রে বিহিত আছে কেন না সর্ব্বথা যে বস্তু যাহা নয় তাহাতে তাহার দৃঢ়তর ভাবনাতে বাস্তব ফলসিদ্ধি শঙ্কাবিষভক্ষণমরণাদি দৃষ্টান্তে লোকপ্রসিদ্ধ আছে ইহাতে কি যে বস্তু বাস্তব যদ্রূপ তাহাকে স্ববুদ্ধিদোষে তদ্রূপে জানিতে যে না পারা এই অপরাধে পূর্ব্বোক্ত বাস্তব ফলসিদ্ধি কি হইতে পারে না। স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি হয় না।।০।।০।।

আর শুন সৃষ্টিকালে ঘটাদি কার্য্যের সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা যে কোন কুম্ভকারাদি স্বকর্ত্তব্য কার্য্যের উপাদানকারণ যে মৃত্তিকাদি তদুপষ্টম্ভে সৃষ্ট্যাদি করা যাবে যে কার্য্যেরদের তাহার স্বরূপ আগে আপন মনে করে পশ্চাৎ তাহা করিতে ইচ্ছা করে তদনন্তর স্বশক্ত্যনুসারে ক্রিয়াতে ঘটাদি কার্য্যস্বরূপের প্রকাশাদি করে তাহাতে ঐ ঘটাদি কার্য্যের করণাদির অনুকূল উপষ্টম্ভীকৃত যে মৃত্তিকাদি তাহার নানাপ্রকার সংস্থান বিস্তার করিয়া বিস্তারিত সেই সেই মৃত্তিকাদি নানাপ্রকার বিশেষসংস্থানরূপ বিশেষের দ্বারা স্বকার্য্যকরণে অপেক্ষিত যেমন হয় তেমনি সৃষ্টির প্রাক্কালেও ঐ সর্ব্বশক্তিমান্ চেতনরূপী এক অদ্বিতীয় যিনি থাকেন সেই আদিকর্ত্তা ঈশ্বরেরও স্বকার্য্য জগৎকরণাদিতে তৎকালে জানিত তৎকালে স্বাভিন্ন পদার্থান্তরের অভাব-প্রযুক্ত যে স্বশক্তিমাত্রকে উপাদানকারণরূপে ঈশ্বর উপষ্টম্ভ করেন তাঁহাকেই মূলপ্রকৃতি বলি তাঁহারি উপাসনা দুর্গাদি দেবীরূপ নানাপ্রকার নামরূপ দ্বারা। ও যে জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি এই তিন শক্তি তৎপ্রাধান্যপ্রযুক্ত ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণী নামরূপ দ্বারা ও ঐ মূলপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্বপ্রাধান্যরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তারূপে ঐ এক সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম পরম্পরারূপে উপাস্য হন এবং ঐ জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি শক্তিত্রয়বিশিষ্ট স্বমাত্রপ্রাধান্যে ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্ররূপে তিনিই উপাস্য হন ও ঐ মূলশক্তির নানা প্রকার সংস্থানরূপ যে বিশেষ তৎপ্রাধান্যে ইন্দ্রাণী প্রভৃতিরূপে ও সেই সেই শক্তিবিশেষবিশিষ্ট স্বমাত্রপ্রাধান্যে ইন্দ্রাদিরূপে

জ্ঞানেতেই বা কি অজ্ঞানেতেই বা কি ঐ এক পরব্রহ্ম উপাস্য হন তসবীরে প্রিয়বন্ধুর ভাবনার মত। শরাবাদিস্থ নানা জলে প্রতিবিম্বরূপে বর্ত্তমান নানা চন্দ্রাভাসের উপাসনাতে আকাশস্থ এক চন্দ্রের উপাসনার মত।। ০ ।।

এবং যেমন কোনহ মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন তেমনি ঈশ্বরও রামকৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে আচ্ছন্নস্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্ট জগতের রক্ষা করেন ইহাতে যেমন আচ্ছন্ন রূপের উপাসনাতে মহারাজোপাসনা হয় তেমনি আচ্ছন্ন লীলাবিগ্রহোপাসনাতে ঐ পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। মহারাজ প্রজাবর্গেরদের কার্য্যানুরোধে রূপান্তর কল্পনা করিয়াছেন এতাদৃশজ্ঞানী রাজপুরুষেরদের ও ইনি মহারাজের অনুচর পদাতিক কেহ এতাদৃশ জ্ঞানে বাস্তব স্বরূপের অজ্ঞানী প্রজালোকেরদের উপাসনাতে অবিশেষে ঐ এক মহারাজই উপাসিত হন কিন্তু ফললাভেতেই বিশেষ হয় স্বরূপজ্ঞানীরা উপযুক্ত ফলভাগী হন সামান্য পদাতিকজ্ঞানীরা যৎকিঞ্চিৎ ফলভাগী হন তেমনি ঈশ্বরজ্ঞানী ও সামান্য ইন্দ্রাদি দেবতাজ্ঞানীরদের উপাসনাতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনার বিশেষ কিছু নাই কিন্তু কেবল ফলেরি বিশেষ।। এবং নানাবিধ চিত্রপটার্পিত চিত্রপুত্তলিকারদের উপরে গন্ধপুষ্পাদি দ্রব্যার্পণরূপ পূজা করাতে যেমন সর্ব্বাধার পটেতে গন্ধাদি সর্ব্বদ্রব্যের অর্পণ হওয়াতে ঐ এক পট পূজিত হন তেমনি চেতনাচেতন নামরূপ গুণবিশিষ্ট সকলের কিম্বা একৈকের উপাসনাতে ঐ এক ঈশ্বর উপাসিত হন আর যেমন রজ্জুতে আরোপিত সর্পাদির দর্শন স্পর্শাদিতে ঐ এক রজ্জুই দৃষ্ট স্পৃষ্ট হয় সর্পাদি কেবল প্রতীতিমাত্র আদি মধ্য অন্তেতে রজ্জুই বস্তু সৎ তেমনি স্বস্ব ইচ্ছানুসারে যে রূপে নামরূপগুণবিশিষ্ট দেব মনুষ্য পশু পক্ষি প্রভৃতি ভূতভৌতিকের সেবা করে তাহাতে ঐ এক ঈশ্বর সেবিত হন অতিথিসেবার ন্যায় যেহেতুক তিনিই ফলদাতা।। ০ ।।

মৃত্তিকাঘটাদি ও স্বর্ণকুণ্ডলাদি দৃষ্টান্তেও ইহা জানিও ইত্যাদি নানাবিধ যুক্তিতে ও আমি এক অনেক হইবো এই পর্য্যালোচনা করিয়া চেতনরূপী ঈশ্বর বিশ্বরূপে বিবর্ত্তমান হইয়াছেন ইত্যর্থ ও তুমি স্ত্রী তুমি পুমান্ তুমি বৃদ্ধ ইত্যাদ্যর্থ ও এক দেব সর্ব্বভূতেতে ব্যাপ্ত আছেন ইত্যাদ্যর্থ ও মায়াপদবাচ্য মূলপ্রকৃতি আপনাতে বর্ত্তমান চেতনাভাসরূপে ও স্বশক্তি মায়াকার্য্য বুদ্ধ্যাদিতে বর্ত্তমান চিদাভাসরূপে ঈশ্বর ও জীববর্গের প্রকাশ করিতেছেন এতদর্থ নানা বেদপ্রামাণ্যে ও যেপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকং।। ও বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।। ইত্যাদি স্মৃতিপ্রামাণ্যে ও ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিত্রিদশময়মূর্ত্তিস্তিনয়নঃ। ও ভো ভো বৈষ্ণবশৈবশাক্তপরমোদারাঃ পরার্থোৎসুকা ভিক্ষুঃ প্রার্থয়তে রঘূত্তম ইমাং ভিক্ষাং সতাং সম্মতাং। নির্ভেদে পরমেশ্বরে হরিহরে শ্রীকালিকাদ্যাহ্বয়ে ভেদাখ্যাং পরিমুঞ্চ্য মুণ্ডিত জনাঃ স্বা নারকীর্যাতনাঃ।। ও ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ। ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বাক্যপ্রামাণ্যে। ও তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ। ইত্যাদি বেদান্তসূত্রপ্রামাণ্যে সকল বেদান্তশাস্ত্রগ্রন্থের ডিণ্ডিমরূপ সকল অদ্বৈতবাদী বেদান্তীরদের স্বানুভবপ্রসিদ্ধ যে অর্থ তাহার অন্যথা অর্থাৎ রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুষ্যাদিরা ও আকাশ মন অন্নাদিরা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হয় ও ঈশ্বররূপে উপাস্য হয় না ইত্যাদি ও সকলকে ঈশ্বররূপে স্বীকার করা মাত্র অর্থাৎ উপাসনাদি প্রয়োজনরহিত এই বেদের তাৎপর্য্য এই কহে ইহাতে ভেদবাদকে আশ্রয় করে ও আপনাকে অদ্বৈতবাদী অর্থাৎ অভেদ-বাদী বেদান্তী করিয়াও জানে যে লোক সে কেমন ইহা বুদ্ধিমানেরা বিবেচনা করিও এ সকল শাস্ত্রীয় কথা ইহাতে বিলক্ষণরূপে মনোযোগ করিলেই বুদ্ধিমানেরদের উত্তমরূপে বোধগম্য হইতে পারিবে হাটারি বাজারি কথা নয় যে অত্যল্প মনোযোগেই বুদ্ধিগম্য হইবে।। ০ ।।০ ।।

আর শুন নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম বেদান্তের সাক্ষাৎ প্রতিপাদ্য হন না অতএব

সাক্ষাৎ উপাস্যও হন না অবাঙ্‌মনসগোচরত্বহেতুক কিন্তু কেবল জ্ঞেয় হন ঐ ব্রহ্ম স্বশক্তিবিশিষ্ট হওত সগুণ ব্রহ্ম হন ইহাতে সাক্ষাৎ বেদান্তপ্রতিপাদ্য ও উপাস্য হন বাঙ্‌মনসগোচরত্বহেতুক এঁহার শক্তি ও তৎকার্য্যবর্গ অনির্ব্বচনীয় হন যেহেতুক সদ্রূপে কিম্বা অসদ্রূপে নির্বচা যায় না ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপে বেদে নির্বচনীয় হইয়াছেন অন্যথা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ হয় যেহেতুক যে জ্ঞানের যে বিষয় সে অনির্বচনীয় যদি হয় তবে সে জ্ঞান যথার্থজ্ঞান হইতে পারে না অতএব যে যথার্থ্যাবধারণ সেই নির্বচন তাহার যে অভাব সেই অনির্বচন আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে বেদান্তের সাক্ষাৎ প্রতিপাদ্য হন না তাহার এই কারণ বেদান্ত বাঙ্‌ময় বাক্যের বিষয় সেই হয় যাহার কিছু বিশেষ ধর্ম্ম থাকে ব্রহ্মের তাহা নাহি অতএব তিনি বেদবাক্যের সাক্ষাৎ বিষয় হন না তবে যে বেদান্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করেন সে কেবল তটস্থলক্ষণাতে তটস্থলক্ষণা কেমন যেমন কোনহ ব্যক্তি কোনহ পিপাসু মনুষ্যকে অঙ্গুলীতে নির্দেশ করিয়া নদীতীরস্থ বৃক্ষকে দেখাইয়া কহে যে এই নদী ঐ বাক্যে পিপাসু ব্যক্তি বৃক্ষতলে গিয়া নদীকে দেখিতে পায় স্নান পান করিয়া সন্তাপহীন হইয়া তৃপ্ত হয় এই বাক্যে নদীতীরস্থ বৃক্ষকে যে নদী কহা গেল তাহাতে বৃক্ষ কখনো নদী হয় না কিন্তু তন্নিকটস্থ নদী হয় তেমনি বেদান্ত সবিশেষ ব্রহ্মকে বৃক্ষের ন্যায় সাক্ষাৎ দেখাইয়া দেন তাহাতেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম নদীর ন্যায় দেখান হন এইরূপ তটস্থলক্ষণাতে বেদান্ত পরম্পরায় নির্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করেন উপাস্য সগুণ ব্রহ্মকে দেখান অর্থাৎ প্রতিপাদন করেন অতএব নির্বিশেষ ব্রহ্ম মনেরো গোচর হন না সগুণ উপাস্য ব্রহ্ম মনের গোচর হন যেহেতুক যাহা বাক্যেতে কহা যায় তাহা অবশ্য মনে জানা যায় যে মনে জানা না যায় সে বাক্যেতেও কহা যায় না ইহা সকলের অনুভবসিদ্ধ এবং যে মনে জানা যায় না সে উপাস্য হয় না অতএব বেদান্তপরমপ্রতিপাদ্য যে ত্রিগুণাতীত তুরীয় জীবব্রহ্মৈক্য শুদ্ধ চৈতন্য তিনি স্বরূপতঃ জ্ঞেয়মাত্র স্বশক্তিকৃত ঔপাধিক জগৎকারণাদি স্তম্বপর্য্যন্ত রূপোপাসনাতে পরম্পরাতেই উপাসিত হন সাক্ষাৎ উপাসিত হন না পরম্পরা উপাসনা দৃঢ়তর বিশ্বাসে সর্ব্বত্র সমান সাক্ষাৎ উপাসনা উপাস্য স্বরূপসাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে হয় না অতএব ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না ব্রহ্মস্বরূপের যে সাক্ষাৎকার সেই তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা নয় উপাসনাসম্বাদি ভ্রমাত্মক জ্ঞানবিশেষ ভ্রমাত্মক জ্ঞান দুই প্রকার হয় ফলসম্বাদি অর্থাৎ যে ভ্রমাত্মক জ্ঞানেতে বাস্তব ফলের লাভ হয় ও বিসম্বাদি অর্থাৎ যে ভ্রমাত্মক জ্ঞানেতে ফল লাভ হয় না যেমন মাণিক্যপ্রভাতে মাণিক্যবুদ্ধিতে প্রবৃত্তের বাস্তব মাণিক্যপ্রাপ্তি হয় এবং শুক্তিকাতে রজতজ্ঞানে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তির রজতলাভ হয় না ।।১০।।

অতএব দ্বৈতবাদী অর্থাৎ কার্য্যকারণের ভেদবাদীরো মতে যে যে স্থানে যাহাকে দৃঢ়তর বিশ্বাসে ঈশ্বরবুদ্ধিতে কিম্বা তদ্বিশেষ দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করে সে অবশ্য ঐ এক সর্ব্বত্রাবস্থিত চেতনরূপী ঈশ্বরকেই উপাসনা করে ফলপ্রাপ্তিও স্বস্ব উদ্দেশানুসারে ঐ ঈশ্বর হইতেই হয় । যদি ঈশ্বর উপাসিত না হন তবে সর্ব্বফলদাতা তিনি হন না এক উপাসিত হয় অন্য ফলদাতা হয় এমন কখনো হইতে পারে না বস্তুতঃ বেদান্ত অভেদবাদী হইয়া যদি ভেদবাদী হন তবে বেদ স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারেন না পরতঃপ্রমাণই হন স্বতঃপ্রমাণ সেই হয় যে অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া স্বার্থ প্রতিপাদন আপনি করে যেমন রাজাজ্ঞা। পরতঃপ্রমাণ সেই হয় যে অন্যকে অপেক্ষা করিয়া স্বার্থ প্রতিপাদন করে যেমন মন্ত্রীর আজ্ঞা । যদি স্বতঃপ্রমাণ বাক্যবিশেষ না মান তবে কোনহ ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না উত্তরোত্তর প্রমাণান্তরাকাঙ্ক্ষাতে কোনহ বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না তবে ব্যবহারিকরূপে সিদ্ধ হইতে পারে স্বয়ং অসিদ্ধ অন্যের সাধক হইতে পারে না অতএব সকল মনুষ্যকে স্বস্ব ব্যবহার নির্বাহার্থে স্বতঃপ্রমাণ বাক্যবিশেষ মানিতে হইবে অতএব আবালবৃদ্ধবনিতাপ্রসিদ্ধ যে ভেদ তৎপ্রতিপাদক যে বেদ সে প্রমাণান্তরেতে জ্ঞাত অর্থের প্রতিপাদক হইয়া আপন সহজ ধর্ম্ম স্বতঃপ্রামাণ্য হইতে চ্যুত হন অতএব বেদরহস্যার্থবেত্তা বেদান্তীরা অদ্বৈতবাদী হন যেহেতুক

অদ্বৈত অর্থাৎ অভেদ বেদান্ত ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রমাণে জ্ঞাত নয় অতএব হে সর্ব্বজাতীয় সৎপুরুষেরা শুন তোমারদের মধ্যে যদি কেহো কখনো সর্ব্বত্র সম পরমেশ্বররূপ পরমধামকে পাইতে ইচ্ছা করো কিম্বা প্রাপ্ত হইয়া থাকো তবে কি স্বস্ব স্বতঃপ্রমাণবাক্যরূপ শাস্ত্রেতে দর্শিত ও প্রাচীন পণ্ডিতেবদের কর্তৃক পরিষ্কারিত ও গত যে পথ তাহাতে যাও না। কিম্বা আপনারা গিয়া সে পথে কণ্টক কর্দ্দম প্রক্ষেপ করো কিম্বা সে পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথ কল্পনা কর স্বস্ব শাস্ত্রে বিহিত পথে যে চলে সেই ফলভাগী হয় অতএব যজ্ঞপ্রতিমাদি পূজাদি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগাদিরূপ অনেক পথ ঐ ঈশ্বরপ্রাপ্ত্যর্থে সকলেরি প্রাচীন শাস্ত্রেতে দর্শিত ও মহাজনপরিষ্কারিত আছে তাহাতে এই বিশেষ কেহ সকল পথ মানে কেহ বা কিছু মানে কিছু না মানে অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়াশ্রয় করে।। আর যদি মন্দির মসজিদ গির্জা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিতক্রিয়াদ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণমৃত্তিকাপাষাণকাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয় কিম্বা দৃষ্টিকৌরূপ্য হয় স্বগৃহাগত প্রিয় বন্ধুকে গৃহমধ্যে স্বর্ণাদিপীঠে বসাইয়া গন্ধ-পুষ্পাদি প্রদানে কি তার অসম্ভ্রম করা হয় কিম্বা অন্যকে ভাল দেখায় না কিম্বা মহারাজাধিরাজকে অতি ক্ষুদ্র লোকেরা শ্রদ্ধাভক্তিতে যৎকিঞ্চিৎ ফল জল ফুল যদি দেয় তবে কি তিনি তাহাতে আমোদ করেন না। স্বমহত্ত্বাভিমানে পাদেতে কি ফেলিয়া দেন পিতাকে বালকেরা মিষ্টান্ন বলিয়া মৃৎখণ্ড দিলে তিনি তৎপরিতোষার্থে হাতে লইয়া মুখ লাড়েন না কিম্বা সর্ব্বত্রগ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর অন্যত্র প্রতিমাদিতে পূজাস্তবাদি যাহা যাহা হয় তাহা দেখিতে পান না ও শুনিতে পান না দেখিয়া শুনিয়া কি জগদীশ্বর উপাসকের অভীষ্ট প্রদান করেন না বস্তুত উপাসনার যৎকিঞ্চিদুপলক্ষে উপাস্য ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়াবৃত্তিদ্বারা তদৈকাগ্র্যে পরম তাৎপর্য্য। হে সৎপুরুষেরা তোমরা যে স্বপরিজন ভৃত্যবর্গের প্রতিপালন করো তাহার ফল স্বর্গ কি তোমারদিগকে তাহারা দেয় তাহা নয় কিন্তু সর্ব্বথা সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী চেতনরূপী পরমেশ্বরই সকলের ফলদাতা হন অতএব জ্ঞানেতে বা কি অজ্ঞানেতেই বা কি তিনিই এক সকলেরি উপাস্য হন এই বেদান্তসিদ্ধান্ত অতএব ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করো সকলকে ব্রহ্মময় দেখ কিম্বা এক ব্রহ্মকে সর্ব্বময় দেখ নির্দ্বন্দ্ব হও নিত্য নিরতিশয় সুখরূপ হও ।।০।। ইহাতে সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা মাত্র অর্থাৎ তাহাতে কিছু ফল নাই এমন যে কেহ বলে তাহার সে ভ্রান্তি মাত্র আপনি নূতন সম্প্রদায়কারী হব ইহা মনে করিয়া আপনার অহঙ্কারসোদরতা লোকে প্রকাশ করে ।।০ ।।০ ।।

আর শুন বেদান্তমতে কার্য্যমাত্রের কারণ দুই প্রকার হয় নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ যেমন পট কার্য্যের তন্তুবায় নিমিত্ত তন্তু উপাদান তেমনি এ জগৎকার্য্যের নিমিত্ত যে এক অচিন্ত্যানন্তশক্তিমৎ ব্রহ্ম তিনিই স্বশক্তিদ্বারা উপাদানও হন এইরূপে ঐ এক চেতন ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণও হন জান। কার্য্যের প্রতি ঊর্ণনাভির ন্যায়। অতএব যেমন বস্ত্র কার্য্যের উপাদানকারণ যে তন্তু সে বস্ত্র কার্য্যের পূর্ব্বে ও বস্ত্রাকারতারূপ কার্য্যকালে ও তাহার ধ্বংসে পরকালেও ঐ এক তন্তুস্বরূপের ব্যাঘাত ব্যতিরেকেই থাকে ও বস্ত্রেতে রাগাদি প্রদানে তন্তুরি রাগাদি যেমন হয় তেমনি এ জগতের পূর্ব্বে ও নানাবিধ জগদাকারতারূপ কার্য্যকালে ও জগতের নাশকালে ঐ এক ব্রহ্ম স্বরূপ-ব্যাঘাত ব্যতিরেকেই থাকেন ও ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেব ও গন্ধর্ব্বাদি মনুষ্য মৃৎপাষাণাদিতে পূজাদি করাতে ঐ এক জগদুপাদানকারণ ব্রহ্মেরি পূজাদি হয় এই বেদান্তসিদ্ধান্ত ।। এবং আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তত্তথা এতন্ন্যায়ে এ জগৎ অনিত্য। আর যেমন তন্তু হইতে পৃথক্ করিয়া জানিলে বস্ত্র কেবল নামমাত্র থাকে স্বরূপতঃ সৎ হয় না তেমন উপাদানকারণ হইতে উপাদেয় কার্য্য পৃথক্ নয় কিন্তু উপাদানকারণেরি সংস্থানবিশেষ তেমনি ব্রহ্ম ও তাৎকার্য্য জগৎ। জগতের অসত্তা এইরূপ জানিও ।।০।।০।।

আর শুন পূর্ব্বকালে যে সকল তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছিলেন তাহারাও এ সমস্ত জগৎকে অসৎ কহিয়াছেন ও মুক্তও হইয়াছেন কিন্তু এ জগৎপ্রবাহ পূর্ব্ববৎ বরাবর চলিতেছে তবে জগৎ যে অসৎ সে কেমন ইহাতে এই হয় দৃষ্টিসৃষ্টিন্যায়ে এ জগতের অসত্তা দৃষ্টিসৃষ্টি ন্যায় এই যাহা দেখি সেই হয় অর্থাৎ আছে যাহাকে কখনো না দেখি সে হয় না অর্থাৎ নাহি অতএব নির্ব্বাণ মোক্ষ যাঁহারদের হইযাছে তাঁহারদের সংসারদর্শন আর বার হয় না সর্ব্বদা অসৎ এই অভিপ্রায়ে বেদান্তীরা জগৎকে ঐন্দ্রজালিক বস্তুর মত অসৎ কহেন।। অতএব যে ব্রহ্মকে অনির্ব্বচনীয় বলে তাহার মতে ব্রহ্ম জগতের মত অনিত্য হইতে পারেন অনির্ব্বচনীয় হেতুর সমতাপ্রযুক্ত হে বুদ্ধিমানেরা মাৎসর্য্যদোষ ত্যাগ করিয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া বুঝ এ অনির্ব্বচনীয় অত্যাশ্চর্য্য বেদান্তী ঈশ্বরকে সদ্রূপ কহে আর বার অনির্ব্বচনীয়ও কহে যাহাতে ঐন্দ্রজালিক বস্তুর মত ঈশ্বর মিথ্যা হন। আর শুন সৃষ্টি দুই প্রকার হয় ঈশ্বরসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টি যেমন মাংসময়ী স্ত্রী মাত্র ঈশ্বরসৃষ্টি তাহাতে অবযবসংস্থানাদিকৃত বিশেষ চিহ্ন ব্যতিরেকে স্বস্ব বুদ্ধ্যনুসারে জীবেরা মাতা পত্নী ভগিনী ইত্যাদি নানা প্রকার বিশেষ কল্পনা করে এই জীবসৃষ্টি মোক্ষপ্রতিবন্ধক বালকজ্ঞানবৎ যে সামান্যকার জ্ঞান সে মোক্ষপ্রতিবন্ধক হয় না অতএব মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবসৃষ্টির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন বেদান্তের অভিপ্রায় সত্যসংকল্প ঈশ্বরসৃষ্টির অন্যথাকরণ বেদান্তের অভিপ্রায় নয় অশক্য নিষ্ফলক কর্ম্মকরণেতে প্রবৃত্তি কেবল হাস্যাস্পদ হয়। তবে যে ঈশ্বরসৃষ্টি জগতের সৃষ্টি প্রলয় সে কেবল আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র যেমন পট বিস্তার ও সঙ্কোচেতে তদর্পিত বিচিত্র চিত্রের দর্শনাদর্শন মাত্র তেমনি চৈতন্যেশ্বরশক্তির বিস্তার আর সঙ্কোচেতে এ বিচিত্র জগতের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব সেই সৃষ্টি ও প্রলয় হয় সত্যসংকল্পের মনোবাঞ্ছারূপ এ জগৎ অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা হয় না। মায়াখ্যং সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বাবস্থমিদং জগৎ। ইত্যাদি প্রমাণতঃ এ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের মত। এই সকল শাস্ত্রতাৎপর্য্য না জানিযা আপাতদর্শিদের যে স্বকপোলকল্পিত বাঙ্মাত্র কল্পনা সে কেবল কল্পনামাত্র তাহাকে পণ্ডিতেরা বালভাষিত জ্ঞান করিযা অমৃতাভিষিক্ত হইযা হাস্য করেন।।০।।

আর শুন ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু ঘটপটাদিবৎ লৌকিক বস্তু নয কেবল শাস্ত্রেতে ব্রহ্ম জানা যান কাযিক বাচিক মানসিক ব্যাপাররূপ যে তাঁহার উপাসনা সেও কেবল শাস্ত্রীয়। শযনাসনভোজনাদির ন্যায অলৌকিক নয যে যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি করিবে কিন্তু যার যে শাস্ত্র সে শাস্ত্রেতে যেরূপ ঈশ্বরোপাসনা বিহিত আছে তার সেইরূপ করিলেই ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হয অন্যথা হয না যেমন শাস্ত্রীয় যজ্ঞকর্ম্মের সাধনসামগ্রী যে যূপ স্রুক্ স্রুব্ চমসাদি তাহা শাস্ত্রবিহিত প্রকারে করিলেই হয অন্যথা আপন আপন অভিপ্রাযমত প্রকারে করিলে সে যূপাদি হয না অতএব হিন্দু মুসলমান ইঙ্রাজেরা স্বস্ব শাস্ত্রানুসারে জপ পূজাদিদ্বারা ও রোজা নমাজাদিদ্বারা ও গির্জ্জাদিদ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করেন অন্যথা কেহ করে না যদি করে তবে সে ঈশ্বরোপাসনা হয না কেবল উৎপাত হয়। অতএব শ্রুতিস্মৃতিবিধানানি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরেভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।। শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইত্যাদি প্রমাণতঃ শ্রুতিস্মৃতিবিধানরূপ উপাস্যেশ্বরাজ্ঞা না মানিয়া স্বেচ্ছানুসারে ঈশ্বরোপাসনা করে যে উপাসকেরা তাহারদের সে উপাসনা উপাসনা হয না প্রত্যুত সর্ব্বনাশিনী হয় রাজাজ্ঞাতিক্রমীর রাজোপাসনার ন্যায় ঈশ্বরাজ্ঞাবিরুদ্ধ তদুপাসকেরদের সেবা করা তদাজ্ঞাবিরোধে স্বেচ্ছানুসারে যাহা করিবে তাহাতেই কি তাহারা উপাসিত হইয়া সেবক ভৃত্যাদিকে বেতন দিবে তাহা নয় কিন্তু তাহারদের আজ্ঞার্পিত সমস্ত কর্ম্মকারি সেবকেরদিগকেই নিয়মিত বেতন দিবে বরং পারিতোষিকও কিছু অধিক দিবে আজ্ঞাবিপরীত সেবাকারী সেবকদিগকে দণ্ড দিযা দূর করিয়া দিবে। উপচারার্পণদ্বারা প্রতিমাদিতে ঈশ্বরপূজাদি কি ঈশ্বরাজ্ঞাপ্ত নয় অতএব সকল বেদান্তসিদ্ধ ঈশ্বরোপাসনার্থ প্রতিমাদি

পূজা। এই কারণে প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা ও যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যেরদের বুদ্ধিমত্ত্বাধিক্যে ধিক্‌কৃত হইয়াছে মুক্তিপরাঙ্‌মুখ ধর্ম্মার্থকামার্থি পুরুষেরদের তত্তৎফলার্থে তত্তদ্বিশেষদেবতারদের উপাসনা তাহার আধুনিকত্ব ও স্বার্থপরবচনসিদ্ধত্ব কল্পনা করে যে অস্বার্থপববচন সে আপনারি আধুনিকত্ব উত্তমলোকেরদের নিকটে বিখ্যাত কবে।। দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধাব করিয়া প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত পথেব পরিষ্কার কবিয়া সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকাবীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেবা তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতব পণ্ডিতেবদের হইতে বড় হন না যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদনুত্তবপণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ইতি। আধুনিক ধনমদমত্ত ভ্রান্তেরদেব স্বাহঙ্কারকুজ্ঞানেতে কৃত যে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ কিম্বা তাবদেব রাজপথ পরিত্যাগে নূতনপথগামীবা বিপদ্‌গ্রস্ত অবশ্য হয় ও গমনকালে নানা নিষেধবাক্য না মানিয়া তৎপথগামীরা ততোধিক বিপত্তিভাগী হয। ইত্যাদি নানাবিধ প্রমাণ ও যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ ও প্রত্যন্তদেশীয় নানাজাতীয প্রাচীন শিষ্ট পণ্ডিতব্যবহারপ্রসিদ্ধ কুমারিকাখণ্ডীয নব্য প্রাচীনাচাব প্রসিদ্ধ এতদ্রূপে অনাদি শিষ্ট-পরম্পরাগত দান যাগ হোমরূপ ধর্ম্মান্তর্গত প্রতিমাপূজা। অর্থাৎ উপচারার্পণ নিমিত্ত সুন্দর প্রতিমাবলোকনদ্বাবা স্বভাবতঃ সদাচঞ্চল চিত্তকে স্থিব করিবা উপাস্যবিষয়ক ভাবনাধাবা কবা যে ক্রিয়াকৌশল তাহা বুঝিতে না পাবাব মত হইযা ঈশ্বরোপাসনামানকেরদেব সে বিষযে আত্যন্তিক দ্বেষভাব যে বুদ্ধিতে হয তাদৃশ বুদ্ধিমন্তেব বুদ্ধিতে অপরিষ্কৃত আমমাংস-খণ্ডচর্ব্বণ হইতে সুপরিষ্কৃত পক্ক মাংসাস্বাদনেতে উত্তমতাবোধ কি হয না। আপাততঃ সেবাকাবী সেবকেব ও প্রভুর আজন্ম পরিপাটীতে সেবাকাবী সেবকের বিশেষ যে প্রভুব কাছে কিছু নাহি তিনি কি এমনি প্রভু ইহাই কি তোমবা জান ভাল তোমাবদের প্রতি তেমনি ঐ চিন্তামণি ঈশ্বব হউন্‌। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ইত্যাদি প্রমাণতঃ। ঈশ্বরোপপাসনা অনীশ্বববাদী ব্যতিবেকে সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। তাহার প্রকারবিশেষ মাত্রে যে বিপ্রতিপত্তি সে পণ্ডিতেব গ্রাহ্য নয সকলেব কর্ত্তব্য শরীরযাত্রা কর্ম্মেব প্রাণিবিশেষেব প্রকারবিশেষেব ন্যায। ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্য দেব মনুষ্য প্রতিমাদ্যুপাসনা এ যে কথা সে বেদান্ত-বেত্তাবদেব নয় যেহেতুক ঈশ্বর ভিন্ন যে কিছু আছে ইহাতে বেদান্তীবা সুষুপ্ত হইযাছেন বেদান্তানভিজ্ঞেবাই তাহাতে বড় জাগরূক তাহাবদের বুদ্ধিরূপ নটী পণ্ডিতেবদেব গ্রাহ্য নয। যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।। ইত্যাদি প্রমাণতঃ।।০।। ইতি উপাসনাকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ।।০।।

অথ জ্ঞানকাণ্ডারম্ভঃ।। এবং তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘযোরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ। এই বেদান্তসূত্রেব ভাষ্যকারসম্মত ব্যাখ্যাতে মহামোহনিদ্রোত্থিত স্বাভিন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্‌ পুরুষেব তত্ত্বপ্রবোধপূর্ব্বকালীন অনাদি জন্মসঞ্চিত কর্ম্মসকলের নিদ্রোত্থিত প্রবুদ্ধ পুরুষের স্বপ্নকৃত বিহিতনিষিদ্ধ স্বাভাবিক যাবৎ কর্ম্মেব কাবণীভূত নিদ্রাবিনাশের ন্যায মহামোহ-রাত্রিরূপাবিদ্যাপগমে বিনাশ ও তন্তুনাশে পটনাশ ক্ষণবিলম্বস্বীকারবৎ তত্ত্বজ্ঞানীর মুক্ত হওয়ার সেই বিলম্ব যাবৎ পর্য্যন্ত ক্ষিপ্তবাণবৎ অনিবার্য্যবেগ প্রাবব্ধ কর্ম্মপ্রবাহেতে উপনীত ইচ্ছা অনিচ্ছা পরেচ্ছাপ্রাপ্ত সুখদুঃখভোগ হইতে বিমুক্ত না হয তদনন্তর ব্রহ্মসম্পন্ন হয় এতদর্থ বেদপ্রমাণসিদ্ধ তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ প্রবোধোত্তর ভৃষ্টবীজবৎ বিদ্যমান অবিদ্যা ও তৎকার্য্য বুদ্ধ্যহঙ্কাবাদিকৃত প্রাবব্ধ ভোগার্থ বিহিত নিষিদ্ধাচরণের ফল তত্ত্বজ্ঞানীতে সংশ্লিষ্ট হয় না কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীব দেহপাতোত্তর যেমন পিত্রাদিমরণোত্তব পুত্রাদিরা দায়ভাগী হয় তেমনি তৎসুহৃদেবা তৎকৃত পুণ্যফলভাগী হয তদ্দ্বেষকারীরা পাপফলভাগী হয ইহাতে এই বুঝায় তত্ত্বজ্ঞানীব পূর্ব্বসংস্কারবশত বিহিত নিষিদ্ধাচরণের অনুবৃত্তি ও তত্তৎকর্ম্মের ফলজনকতা আছে কিন্তু সে ফলজনকতা তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি নয় তৎসুহৃদাদির প্রতি অতএব

বিণ্টিগৃহীত ন্যায়েতে জ্ঞানীর যে প্রারব্ধমাত্র ভোগ সে দুঃখবৎ সুখও কেবল জঞ্জাল জ্ঞানীর বিহিতনিষিদ্ধকরণাকরণে আগ্রহ নাহি আগ্রহ ব্যতিরেকে রাগদ্বেষাভাবে সুখ কিম্বা দুঃখ ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত যখন যাহা উপস্থিত হয় তাহাতেই হর্ষবিষাদশূন্য হইয়া সমভাবে অবস্থানমাত্র। ইহার প্রমাণ। পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া বালভাবে থাকিবে তবেই ব্রহ্মজ্ঞানী হয় ইত্যর্থক শ্রুতিও যদি ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বমনোবাসনাশূন্য হয় তবেই ব্রহ্মকে পাইতে পারে এতদর্থক শ্রুত্যন্তর ও অজ্ঞানীরদের স্থূল দেহেতে আত্মজ্ঞান ও চিদাত্মার সর্ব্বদা অজ্ঞান যেমন প্রসিদ্ধ আছে তেমনি চিদাত্মাতে আত্মজ্ঞান ও স্থূলদেহাদিতে সর্ব্বথা আত্মজ্ঞানাভাব যখন স্থিরতররূপে হয় ও দেহাদিতে অহংকার ও তন্মূলক মমকার এই দুইতে রহিত যখন হয় তখনি তত্ত্বজ্ঞানী হয় ইহারেই সিদ্ধিদশা কহি এতাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীর পরিচয় গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণ ও জীবন্মুক্তিবিবেকাদিতে বিশেষরূপে জানিবে অতএব শাস্ত্রতত্ত্বার্থজ্ঞানশূন্য ও অবিধিকৃত বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ ও নিষিদ্ধসেবী যদি তত্ত্বজ্ঞানী হয় তবে কাক কুকুর শূকরাদি কেন তত্ত্বজ্ঞানী না হয় ও বৈষয়িক যৎকিঞ্চিৎ সুখ ধনব্যয় শারীরিক ক্লেশ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে না নিরতিশয় সুখরূপ মোক্ষ যদি কামকারি পুরুষেরদের অনায়াসে হইতে পারে তবে বেদেতে অতিকষ্টসাধ্য যোগাদি সাধনোপদেশ তাদৃশ মোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থে কেন করেন অর্কে চেৎ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ। এই লৌকিক গাথাজ্ঞান কি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের ছিল না যে অতি অনায়াসসাধ্যের সিদ্ধিনিমিত্তে পর্ব্বতখননাদিবৎ অতিকষ্টসাধ্য নানাসাধনোপদেশ করিয়া আপনার লোকপ্রতারকতামাত্র প্রকাশ করেন। আরো শুন বেদান্তে পরমার্থদৃষ্টিতে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ যথার্থ বাস্তব তদন্য সকলি মিথ্যা অর্থাৎ অযথার্থ অবাস্তব যেমন যে যদ্বিষয়েতে একান্ত অনুরক্ত সে তদ্বিষয়কে কহে যে এই সত্য ও যদ্বিষয়েতে অত্যন্ত বিরক্ত তদ্বিষয়প্রসঙ্গে কহে যে দূর করো যাতে দেও ও সকল মিথ্যা তদ্বৎ অতএব ইহাতে ব্রহ্মের অহেয়ত্ব ও আস্থেয়ত্ব বুঝায় ও তদন্যের হেয়ত্ব অনাস্থেয়ত্ব বুঝায় আর রজ্জুতে সর্পাদির ন্যায় ব্রহ্মেতে এ জগতের ভ্রম ইহাও কহিয়াছেন ইহাতে সংসারের তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্ব বুঝায় এবং ঐন্দ্রজালিকপ্রাসাদাদিবৎ এ জগৎ ইহা কেহো কেহো কহেন তাহাতে জগতের মায়িকত্ব বুঝায় এবং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থবৎ এ জগৎ ইহাও কেহো কহেন ইহাতে চিচ্ছক্তি মহানিদ্রাকার্য্যত্ব বুঝায় সবিতার প্রকাশসত্ত্বে দিবান্ধপক্ষিকল্পিতান্ধকারের ন্যায় এ প্রপঞ্চসকল ইহাও কথিত আছে ইহাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসমকালে এ জগৎ অসৎ দিবান্ধতুল্য অজ্ঞানীরদের দৃষ্টিতে এ জগৎ সর্ব্বদা সৎ এই বুঝায় অতএব টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র কহেন এ জগৎ ব্রহ্মের মত সৎ নয় তাহা যদি হয় তবে কাহারো কখন মুক্তি হইতে পারে না ও বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎও নয় তাহা যদি হয় তবে প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিরোধ হয় তদ্বিরোধে অনুমানের বাধ হয় এতদুভয় প্রমাণবিরোধে শব্দপ্রমাণমাত্রে প্রমেয়সিদ্ধি হওয়া দুর্ঘট অতএব স্বয়ং শ্রুতি স্বার্থ প্রতিপাদন বিষয়ে তর্কের সাহায্য স্বীকার করিয়াছেন হে বুদ্ধিমানেরা তোমরা সকলে স্বস্ব বুদ্ধিতে বুঝ এ সকল মতে এই বুঝায় যে সংসারপ্রীতিপরিত্যাগে চিদেকরস ব্রহ্মেতেই নিরতিশয় প্রীতি কর্ত্তব্য যেমন মনু ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনতাৎপর্য্যক পূর্ব্বমীমাংসামতে অধর্ম্মানুরাগত্যাগে ধর্ম্মানুরাগ বুঝায় তদ্বৎ ইদানীন্তন নাস্তিকৈকদেশি ভ্রান্তেরদের অভিপ্রায়সিদ্ধ বিহিত কর্ম্মমাত্রত্যাগে নিষিদ্ধমাত্রানুরক্তত্ব বুঝায় না।।০।।

আরো শুন কোনহ বেদান্তীরা কহেন যেমন এক চন্দ্র নানাবিধ জলাশয় জলসরাবাদিতে অনেকাকারে প্রতিভাসমান হন তেমনি এক চেতন ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত নানাবিধ দেহেন্দ্রিয়াদিতে পৃথক্ পৃথক্ অনেকাকারে বর্ত্তমান আছেন। ইহাতে এই বুঝায় জলগত চন্দ্রাভাসের ভ্রমাত্মকত্বজ্ঞানীর তৎপ্রমাত্মকত্বাভিমানীর ন্যায় যেমন জলসত্ত্বে আভাসদর্শনাভাব হইতে পারে না তেমনি প্রমেয় শুদ্ধচৈতন্যমাত্রজ্ঞানীরো ভ্রমাত্মকাভাসের প্রমাত্মকত্বাভিমানীর মত দেহেন্দ্রিয়াদিসত্ত্বে আভাসজ্ঞাননিবৃত্তি হইতে পারে না অতএব তন্মূলক ত্রিপুটী অর্থাৎ কর্ত্তা কার্য্য ক্রিয়া

জ্ঞানও থাকে কিন্তু বিশেষ এই বাস্তব বিম্বজ্ঞানীর ভ্রমাত্মকাভাস জ্ঞানে হর্ষাদি হয় না আভাস মাত্রের বাস্তবত্বাভিমানীর তদ্দর্শনে হর্ষাদি হয় অতএব পদার্থপ্রতীতিসত্ত্বে তদভাবমাত্র নিশ্চয়ে তদনুরূপ ব্যাপার করা উচিত হয় না যেমন রোগী ব্যক্তির সত্ত্বে তন্মরণমাত্রনিশ্চয়ে দাহাদি ব্যাপার উপযুক্ত হয় না কিন্তু যাবদবস্থান তাবদ্বিহিতানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য হয় অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের এই তাৎপর্য্য যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানীর দেহেন্দ্রিয়াদি জ্ঞান থাকিবে তাবৎ তত্ত্বজ্ঞান-বলেতে চিদাভাস জীবজ্ঞানানুবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না তৎকর্ত্তব্য বিহিতানুষ্ঠান ও অভ্যাসবশতঃ স্বয়ংক্রিয়মাণ হয় অতএব বিদ্যারণ্য তীর্থস্বামী কহিয়াছেন। পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নং।। ইহাতে যদি কেহ কহে যে বেদান্তে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিতাবিহিত বিভাগ কি। তবে কি সে কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য বা কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য বা কি গম্যা বা কি অগম্যা বা কি যখন যাহাতে আত্মসন্তোষ হবে তখন সেই কর্ত্তব্য যাহাতে অসন্তোষ হবে সেই অকর্ত্তব্য এতাদৃশ অনৈকান্তবাদী আর্হতনাম বৌদ্ধবিশেষের যে মত তৎপ্রতিপাদনার্থেই বেদান্ত সকলের ব্রহ্মত্ব কথন ইহাই মানে কিম্বা অগ্নি ও তপ্তায়োগোলক বিষ ও জল ভার্য্যা ও তদিতরস্ত্রী বারিকুণ্ড ও বহ্নিকুণ্ড ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থসকলের ব্যবহারকালে যে দৃষ্টফলক ভেদজ্ঞান তাহাও নাহি। ইহাও বলে উভয়থা সে ব্যক্তি অতিবড় মহাপুরুষ আমাদের পর্য্যনুযোগের বিষয় নয় চির-জীবী হইয়া থাকুক যদি বলে ব্রহ্মভিন্ন সকলই মিথ্যা অতএব আমিও যাহা করি সেও মিথ্যা স্বপ্নদৃষ্ট রাজ্যসুখাদির ন্যায় তবে তাহাকে এইরূপ জ্ঞানে তৎফল নরকভোগও করিতে হবে। এবং যেমন প্রত্যক্ষবিরোধে অনুমানের প্রামাণ্য নাহি। অনুমানের মন্তব্যং শিরশ্ছেদে ন জীবতি ইত্যাদিবৎ তেমনি আগমবিরোধে অনুমান অপ্রমাণ যেমন মানুষের মাথার খুলি পবিত্র বটে প্রাণ্যঙ্গত্বহেতুক দন্তিদন্ত শঙ্খাদিবৎ ইত্যাদি এতাদৃশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিতা-নুমানে বৈধ বহু পশুবধস্থানের সিদ্ধপীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে বহুচরখানার স্বসিদ্ধপীঠত্ব কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতরস্ত্রী মাত্রেতে কিরূপ ব্যবহার করে ইহা তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিও। হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা আমরা তোমারদিগকে জিজ্ঞাসি তোমরা কি যদি বল আমরা শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী তবে কি তোমারদের কেবল কথাতেই অদ্বৈত মনে নয় যদি বল আমরা অদ্বৈতজ্ঞানী ও অদ্বৈতবাদীও বটে তবে তোমরা আপনাকে দুই প্রকার করিয়া কহিলে যে আমরা অদ্বৈত বস্তুকে জানি এবং কহি। তবে তোমরা শুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞানী হও না যেহেতুক তোমরা আপন মুখেই আপনাদের দ্বৈতজ্ঞানিত্ব প্রকাশ করিলে। যেহেতুক অদ্বৈতজ্ঞানাভাবে তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ হইতে পারে না যদি বল অদ্বৈতজ্ঞানীরা কাষ্ঠলোষ্টের ন্যায় থাকেন কিছু কহেন না ও কিছু করেন না। আমরা তাহা কহি না। কিন্তু এই কহি যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েতে দ্বৈতপদার্থজ্ঞানকালরূপ জাগরণাবস্থাতে এবং দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরাভ্যস্ত তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারবশত ইন্দ্রিয়সকল স্বস্ব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত লইয়া অন্তঃকরণে লীন হইলে পর জাগরণকালীন সংস্কারজন্য স্ববিষয়ক প্রত্যয়রূপ স্বপ্নাবস্থাতে ও পরমার্থিক অদ্বৈতাসক্তচিত্ততাতে ব্যাবহারিক দ্বৈতজ্ঞানপূর্ব্বক তত্তৎসময়োপ-যুক্ত ব্যাপারসকল কর তত্ত্বভাষীর ন্যায় কিম্বা শ্বশুরাদি গুরুজন সেবাদি গার্হস্থ্য সকল ব্যাপারকারিণী প্রোষিতপতিকা পতিপ্রাণা কুলবতী যুবতী বধূর ন্যায় ব্যবহারকালে যে থাকে সেও এবং ব্যবহারাভাবকালে অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানাভাবকালে সমাধিস্থ তত্ত্বজ্ঞানী যে সেও শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানী হয় সুষুপ্ত মূর্চ্ছিত তত্ত্বজ্ঞানহীন নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থ পুরুষেরা ঘটপটাদি অচেতনেরা বা দ্বৈতজ্ঞানভাবমাত্রপ্রযুক্ত অদ্বৈতজ্ঞানী হয় না ।।০।।০০।'

আর শুন জ্ঞান দ্বিবিধ হয় পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ইহারি নামান্তর সাক্ষাৎকার যেমন জ্বরিব্যক্তির স্বশরীরেতে জ্বরানুভব সে তেমনি আর বৈদ্যের যে নাড়ীদর্শনাদিদ্বারা তদীয় জ্বরজ্ঞান সে পরোক্ষ জ্ঞান। তাদৃশ জ্ঞান মুক্তির প্রয়োজক হয় না যেমন বেদচারী

এতাবন্মাত্রজ্ঞানে চতুর্বেদজ্ঞব্যপদেশ হয় না কিন্তু জন্বরানুভব ন্যায় সর্ব্বত্র স্বস্বরূপাভিন্ন সচ্চিদানন্দাদ্বৈতসাক্ষাৎকারবান্ যে সেই অদ্বৈতজ্ঞানী হওত ব্যবহারকালে অদ্বৈতবাদীও হয় ও দ্বৈতপ্রতিপাদক শাস্ত্রার্থবাদীও হয় ও তাদ্বহিতব্যাপারকারীও হয়। যদি বল আমি তাদৃশ অদ্বৈতজ্ঞানী হই এমন কহিও না তুমি তাদৃশ নও গীতাতে জীবন্মুক্তিবিবেকেতে তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ কহিয়াছেন তাহার গন্ধমাত্র স্পর্শ তোমাতে নাহি বরং বিরুদ্ধ অনেক সংপূর্ণ লক্ষণ আছে যেহেতুক তোমারদের লোকৈষণা ও বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা ও স্রক্চন্দনবনিতাদি ভোগবাসনা আছে এ সকলের মধ্যে একৈকের থাকাতেও তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্কুরও হইতে পারে না যে বৃক্ষের কোটরে অগ্নি থাকে তাহার কি মঞ্জরী হইতে পারে সে যে আপনি ভস্মীভূত না হয় সে যথেষ্ট যদি বল আমার মনে কোনহ বাসনা নাহি বটে তুমি এমন ভাল ভাল এমন পুরুষ বড় দুর্লভ পাতঞ্জল দর্শনে নির্বিকল্পসমাধির উত্তমাধিকারী এতাদৃশ পুরুষকেই কহিয়াছে। তবে তোমারো নির্বিকল্পসমাধি বড় সুলভ। তাহা করিয়া দ্বৈতমাত্রজ্ঞানশূন্য হইয়া অদ্বৈতৈকরস সাগরে মগ্ন হইয়া থাক ভালমানুষেরদের সন্তানগুলি রক্ষা পাউক অনধিকারচর্চা বা তোমরা কেন করো।। অনধিকারচর্চা যে করিয়াছিলো ও তাহার যে প্রতিফল পাইয়াছিলো তাহা কি তোমরা শুন নাই আপনার চক্ষুর চোঁকি দেখিতে পায় না পরের চক্ষুর ধুলি তুলিতে চায়। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য হইতে নহে কহে আর যদি বল সাধনদশাতেই বিহিতানুষ্ঠানে থাকা সিদ্ধদশাতে নয় তবে তোমরা তত্ত্বজ্ঞানিসম্প্রদায়েতে সিদ্ধদশা যাহাকে বলে তাহাই কি অবিহিতানুষ্ঠান করিবার জন্যে চাও। দেহপাত হইলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন ইহাই কথা সম্প্রদায় সিদ্ধ আছে দেহ বিদ্যমানে জীবন্মুক্তিদশাকেও সিদ্ধদশা কহা যায় জীবন্মুক্ত পুরুষ গীতোক্ত লক্ষণ দ্বারা জানা যায় এতদুভয় ব্যতিরিক্ত যে যে দশা সে সকলিই মুমুক্ষুর সাধনদশা। অতএব সে সকল দশাতে নিষিদ্ধাচরণ পরিবর্জনপূর্ব্বক বিহিতাচরণের আবশ্যক।। ০ ।।

পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষেরদের নির্ম্মলজলনদবুদ্ধিতে বেদান্তসিদ্ধার্থ কিন্তাবার্থে তৈলবিন্দুবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতিযত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।।
ইতি জ্ঞানকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।। ০ ।।

ইতি বেদান্তচন্দ্রিকা সমাপ্তা।।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং

বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ

প্রথম বিধায়কের বাক্য।--শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদিতে বিহিত আছে যে সহমরণ ও অনুমরণ এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ের ব্যবস্থা দিতেছেন এমন বিষয়ে যে তোমরা প্রতিবন্ধক হও এ বড় অনুচিত

নিষেধকের উত্তর। -তোমরা শাস্ত্র না জানিয়া কহিতেছ যে এ অনুচিত কিন্তু শাস্ত্র জানিলে এমন কহিবা না

বিধায়ক।- আমরা শাস্ত্র জানি না ইহা তুমি কহিতেছ অতএব সহমরণ অনুমরণ বিষয় শাস্ত্র কহি শুন। অঙ্গিরার বচন ।।*।। মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতী- সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে।। তিস্রঃ [২] কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে। তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।। ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে।। মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে। পুনাতি ত্রিকুলং সাধ্বী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।। তত্র সা ভর্তৃ পরমা পরা পরমলালসা। ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ। ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি মানবঃ। তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতং।। সাধ্বীনামেব নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃতে। নান্যোহস্তি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ ।।*।। পতি মরিলে যে স্ত্রী ঐ পতির জ্বলচ্চিতা আরোহণ করে সে বশিষ্ঠের পত্নী যে অরুন্ধতী তাহার সমান হইয়া স্বর্গভোগ করে ।। এবং যে স্ত্রী পতির সহিত পরলোক গমন করে সে মনুষ্যশরীরে যে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে তাবৎ বৎসর স্বর্গবাস করে ।। আর যেমন সর্পগ্রাহকেরা আপন বলদ্বারা গর্ত্ত হৈতে সর্পকে উদ্ধার করিয়া লয় তেমন আপনার বলদ্বারা ঐ স্ত্রী পতিকে উদ্ধার করিয়া লইয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করে ।। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোক [৩] গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃকুল পতিকুল এই তিন কুল পবিত্র করে।। এবং ঐ স্ত্রী অন্য স্ত্রী হৈতে শ্রেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠইচ্ছাবতী পতির অত্যন্ত অনুগতা হইয়া চতুর্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত পতির সহিত ক্রীড়া করে ।। এবং পতি যদি ব্রহ্মহত্যা করিয়া থাকে কিম্বা কৃতঘ্ন থাকে কিম্বা মিত্রহত্যা করিয়া থাকে তথাপি ঐ পতিকে সর্ব্বপাপ হৈতে মুক্ত করে ঐ স্ত্রী এই অঙ্গিরার বাক্য ।।*।। পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রীর অগ্নি প্রবেশ ব্যতিরেকে আর এমন ধর্ম্ম নাই।। এবং পরাশরের বচন।।*।। তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটীচ যানি লোমানি মানবে। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।।*।। যে স্ত্রী পতির সহিত পরলোক গমন করে সে স্ত্রী মনুষ্যশরীরে যে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে তাবৎ কাল স্বর্গবাস করে।। হারীতের বচন।।*।। যাবচ্চাগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রী নাত্মানং প্রদাহয়েৎ। তাবন্ন মুচ্যতে সাহি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চন ।।*।। পতি মরিলে স্ত্রী যাবৎ পর্য্যন্ত আত্মশরীরের দাহ না করে তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রীশরীর হৈতে মুক্ত হয় না ।। এবং মহাভারতের বচন ।।*।। অব[৪]মত্য চ যাঃ পূর্ব্বং পতিং দুষ্টেন চেতসা। বর্ত্তন্তে যাশ্চ সততং ভর্তৃণাং প্রতিকূলতঃ।। ভর্ত্রানুগমনং কালে যাঃ কুর্ব্বন্তি তথাবিধাঃ। কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়াম্মোহাৎ সর্ব্বাঃ পূতা ভবন্ত্যত।।*।। যে সকল স্ত্রী পতি বর্ত্তমান থাকিতে দুষ্ট চিত্তদ্বারা পতির অপমান করিয়া থাকে এবং পতির

প্রতিকূল আচরণ সর্ব্বদা করিয়া থাকে সে সকল স্ত্রীও যদি পতির মৃত্যুর পরকালে কামহেতুক কিম্বা ক্রোধহেতুক কিম্বা ভয়হেতুক কিম্বা মোহহেতুক পতির সহিত পরলোক গমন করে তবে তাহারাও পবিত্র হয়।। বিষ্ণু ঋষির বচন।। ॰ ।। মৃতে ভর্ত্তার ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বেতি।। ॰ ।। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পর স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য করিবেন কিম্বা জ্বলচ্চিতারোহণ করিবেন। এমন অর্থ করিলে ইচ্ছাবিকল্প হয় তাহাতে অষ্ট দোষ শাস্ত্রে কহিয়াছেন অতএব অষ্ট দোষে দুষ্ট যে ইচ্ছাবিকল্প তাহাকে ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থিত বিকল্প গ্রাহ্য করিতে হবেক তাহাতে অর্থ এই যে জ্বলচ্চিতারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী সে ব্রহ্মচর্য্য করিবেক এই অর্থের গ্রাহ্যতা। ইহার প্রমাণ স্কন্দপুরাণের [৫] বচন।। ॰ ।। অনুযাতি ন ভর্ত্তারং যদি দৈবাৎ কথঞ্চন। তথাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ।। ॰ ।। পতি মরিলে স্ত্রী যদি দৈবাৎ কোনো রূপে সহগমন অনুগমন না করিতে পারে তথাপি বিধবার ধর্ম্মরক্ষা করিবেক যদি ধর্ম্ম রক্ষা না করে তবে সে স্ত্রী নরক গমন করে।। এবং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গিরার বচন। নান্যোহস্তি ধর্ম্ম ইত্যাদি। সাধ্বী স্ত্রীর এমন ধর্ম্ম আর নাই অর্থাৎ সহগমন অনুগমনতুল্য প্রধান ধর্ম্ম আর নাই।। এই সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্র কহিলাম।। এখন অনুমরণ বিষয় শাস্ত্র শুন।। মৎস্যপুরাণ।। ॰ ।। দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং। নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং।। ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী। ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ।। ॰ ।। বিদেশে পতির মৃত্যু হইলে পর সাধ্বী স্ত্রী স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া পতির পাদুকাদি গ্রহণ করিয়া জ্বলচ্চিতারোহণ করিবেক। ঐ স্ত্রী আত্মঘাতিনী হয় না ঋগ্বেদের বাক্যহেতুক। এবং তাহার মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয় ঐ অশৌচ অতীত হইলে পুত্রাদিরা তাহার যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিবেক এবং [৬] উশনার বচন।। ॰ ।। পৃথক্চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি। অন্যাসাঞ্চৈব নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোয়ং পরঃ স্মৃতঃ।। পৃথক্চিতারোহণ করিয়া ব্রাহ্মণী পরলোক গমন করিবেক না ব্রাহ্মণী ভিন্ন যে সকল স্ত্রী তাহাদিগের ঐ পরম ধর্ম্ম।। ॰ ।।

নিষেধক। তুমি যে সকল শাস্ত্র কহিলা ইহার দ্বারা সহমরণ অনুমরণ প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু বিধবাধর্ম্মে মনু যে কহিয়াছেন তাহা শুন।। ॰ ।। কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। নতু নামাপি গৃহ্নীযাৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু ।। আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং।। অনেকানি সহস্রাণি কুমার-ব্রহ্মচারিণাং। দিবং গতানি বিপ্রানামকৃত্বা কুলসন্ততিং।। মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।। ॰ ।। পতির মৃত্যু হইলে পর স্ত্রী শুভ পুষ্প মূল ফল ভোজন দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না। এবং মরণ কাল পর্যন্ত ক্ষমাযুক্তা হইয়া এবং নিয়মপরা হইয়া এক [৭] পত্নীদিগের যে ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রীদিগের যে ধর্ম্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। কুলসন্ততি না করিয়াও কুমার ব্রহ্মচারী যে ব্রাহ্মণ তাহার সহস্র২ স্বর্গে গিয়াছেন। পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অপুত্রা হইয়াও স্বর্গে যান যেমন কুমার ব্রহ্মচারীরা স্বর্গে গিয়াছেন।। ইহাতে মনু এই বিধি দিয়াছেন যে পতি মরিলে স্ত্রী যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যে থাকিবেন অতএব মনুস্মৃতির বিপরীত যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদে কহিয়াছেন।। শ্রুতিঃ।। যৎকিঞ্চিন্মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজমিতি। যে কিছু মনু কহিয়াছেন সেই পথ্য জানিবে ।। এবং বৃহস্পতিস্মৃতি ।। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে। মনুস্মৃতিবিপরীত যে স্মৃতি তিনি প্রশংসনীয় নহে ।।

বিধায়ক। [তুমি] যে কহিতেছ সকল স্মৃতি অপেক্ষায় মনুস্মৃতি বলবতী এ যথার্থ কিন্তু বৃহস্পতিবচনে সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে এই একবচন নির্দেশ দ্বারা এই অর্থ হয় যে এক স্মৃতির [৮] সহিত যদি মনুস্মৃতির বিরোধ হয় তবে সে স্থলে মনুস্মৃতির বলবত্তা এ স্থলে

অঙ্গিরা পরাশর হারীত স্মৃতি ভাবত স্কন্দপুরাণ প্রভৃতির সহিত মনুস্মৃতির বিরোধে অনেকের মতসিদ্ধ যে তাহারি গ্রাহ্যতা একের মতের গ্রাহ্যতা নহে ইহার প্রমাণ জৈমিনিসূত্র ।। বিরুদ্ধধর্ম্মসমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বং।। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি যদি এক স্থলে হয় তবে অনেকের যে ধর্ম্ম তাহারি গ্রাহ্যতা ।। এবং শ্রুতি স্মৃতি বিরোধ হইলে শ্রুতির বলবত্তা ইহার প্রমাণ যাবালের বচন ।। শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে তু কর্ত্তব্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সদা ।। ।। শ্রুতি স্মৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতির বলবত্তা যে স্থলে বিরোধ নাই সে স্থলে বৈদিক কর্ম্মের ন্যায় স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম করিবেক। অতএব এ বিষয় ঋগ্বেদশ্রুতি শুন।। শ্রুতিঃ।। ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্নাঃ আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।। ।। এই নারী শ্রেষ্ঠ স্ত্রী অবিধবা পতির শরীরের সহিত শীঘ্র চিতা প্রবেশ করিয়া অগ্নি প্রবেশ করুন এবং ঐ স্ত্রী বিশিষ্ট কর্ম্মাবলম্বনদ্বারা সুন্দর পত্নী ঘৃতাভ্যক্তা দুষ্ট [৯] শব্দরহিতা অর্থাৎ কীর্ত্তিমতী রোগরহিতা সুন্দর রত্নাভরণযুক্তা প্রথমত পতির প্রাপ্তি কারণ জ্বলচ্চিতারোহণ করুন ।। এই সহমরণ অনুমরণবোধক শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যবোধক মনুস্মৃতির সঙ্কোচ হইয়া অর্থ এই হইল পতি মরিলে স্ত্রী দৈবাৎ কোনোরূপে যদি সহগমন অনুগমন না করে তবে সে স্ত্রী মরণকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক ।।

নিষেধক।— তুমি যে কহিতেছ ঋগ্বেদশ্রুতি দ্বারা মনুস্মৃতির সঙ্কোচ হইল ইহা হৈতে পারে কিন্তু সহমরণ অনুমরণ না হৈতে পারে এ বিষয় শ্রুতি আছে তাহাতে মনোযোগ কর।। শ্রুতিঃ।। তস্মাদু হ ন পুরায়ুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াদিতি।। যেহেতু জীবন থাকিলে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হৈলে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হৈতে পারে অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুঃ সত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না এই স্বর্গ কামনাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্যয়নিষেধক শ্রুতি দ্বারা স্বর্গ কামনাপূর্ব্বক সহমরণ অনুমরণবোধক ঋগ্বেদশ্রুতি প্রভৃতি বাধিত হইলেন অতএব [১০] পতি মরিলে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যই করিবেক সহগমন অনুগমন করিবেক না ইহা প্রাপ্ত হইল।

বিধায়ক।— তুমি যে কহিলা কামনাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্যয়নিষেধক শ্রুতিদ্বারা সহমরণ অনুমরণবোধক ঋগ্বেদশ্রুতি প্রভৃতি বাধিত হইলেন এ অতি অসঙ্গত যেহেতু অন্য শাস্ত্রদ্বারা বাধিত শাস্ত্রেরো বিষয় কোন স্থলে অবশ্যই থাকে নতুবা বাধিত শাস্ত্র ব্যর্থ হয় অতএব তুমি যে বাধিত২ কহিতেছ ইহা হইলে ঐ ঋগ্বেদশ্রুতি প্রভৃতি একেকালে ব্যর্থ হয় এ কারণ বৃহস্পতি কহিয়াছেন।। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য না কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ।। কেবল এক শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া নির্ণয় করিবেক না যেহেতু যুক্তিহীন বিচার করিলে যথার্থ ধর্ম্মের হানি হয় অতএব তোমার পঠিত শ্রুতির এবং ঋগ্বেদশ্রুতি প্রভৃতির উপপত্তি শুন। মনুঃ। শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।। যে স্থলে এক শ্রুতি দ্বারা এক অর্থ বোধ হয় অন্য শ্রুতির দ্বারা অপর এক অর্থ বোধ হয় সে স্থলে উভয়ই ধর্ম্ম ইহা জানিবেক এই মনু কহিয়াছেন ।। [১১] এবং এক বিষয়ে যদি বিধি নিষেধ উভয় থাকে তবে উভয়েরই শাস্ত্রমূলকত্বপ্রযুক্ত বিকল্প হয় ইহার উদাহরণ। শ্রুতিঃ। অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি। নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি।। অতিরাত্র নামে এক যাগ আছে তাহাতে ষোড়শী যে সোমপানপাত্রবিশেষ তাহার গ্রহণ করিবেক এই এক শ্রুতির অর্থ এবং ঐ যাগে ষোড়শীর গ্রহণ করিবেক না এই অপর এক শ্রুতির অর্থ এই দুই শ্রুতির তাৎপর্য এই ষোড়শী গ্রহণ করিলে প্রধান কর্ম্মের উপকারবাহুল্য হয় গ্রহণ না করিলেও প্রধান সিদ্ধ হয় ।। ইহার প্রমাণ কর্ম্মমীমাংসায় জৈমিনিসূত্র।। অর্থপ্রাপ্তবদিতি চেন্ন তুল্যহেতুত্বাদুভয়ং শব্দলক্ষণং।। রাগপ্রাপ্ত যে কর্ম্ম তাহার যেমন নিষেধবিধিদ্বারা সর্ব্বথা নিষেধ হয় সেইরূপ কোন শাস্ত্রপ্রাপ্ত যে কর্ম্ম তাহারো নিষেধ না হয় ইহা হৈতে পারে না যেহেতু উভয়ই তুল্য হইয়াছেন তুল্যতার কারণ এই যে বিধি

এবং নিষেধ উভয়ই শাস্ত্রমূলক অতএব এ স্থলে এই প্রাপ্ত হইল স্বর্গ কামনা থাকে সহমরণাদিরূপ আয়ুর্ব্যয় করিবেক মুমুক্ষু হয় যদি তবে স্বর্গকামনাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্যয় করিবেক না এইরূপ [১২] ব্যবস্থিত বিকল্প হইল। এবং তোমার পঠিত শ্রুতি মুমুক্ষুপ্রকরণীয় এ প্রযুক্তও তাহার অর্থ এই হয় যে মুমুক্ষু ব্যক্তি স্বর্গকামনা করিয়া মরিবেক না অতএব স্বর্গকামীর সহমরণাদি কোনোরূপে নিষিদ্ধ নহে ।। ইহার প্রমাণ জৈমিনিসূত্র ।। প্রকরণান্যত্বে প্রযোজনান্যত্বমিতি। প্রকরণের ভেদ থাকিলে প্রযোজনেরো ভেদ জানিবা।।

নিষেধক।—তুমি উভয় শাস্ত্রের যে মীমাংসা দ্বারা উপপত্তি করিলা তাহা গ্রাহ্য করিলাম কিন্তু নানা শাস্ত্রেই কাম্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন ইহাতেই কাম্য যে সহগমন অনুগমন তাহার সর্ব্বথা অকর্ত্তব্যতা হয়।। ইহার প্রমাণ কঠোপনিষৎ।।*।। অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে।।*।। শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক্ হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম সেও পৃথক্ হয় ঐ জ্ঞান আর কর্ম্ম ইঁহারা পৃথক্২ হইয়া পুরুষকে আপন২ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত [১৩] করেন এই দুয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তাহার কল্যাণ হয় আর যে কামনাসাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় ।। এবং মুণ্ডকোপনিষৎ ।। প্লবা হ্যেতে অদৃঢা যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢা জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি।। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।* ।। অষ্টাদশাংগ যে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয়ঃ করিয়া জানে তাহারা পুনঃ২ জন্মজরা মরণকে প্রাপ্ত হয়। আর যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডেতে মগ্ন হইয়া অভিমান করে যে আমরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়েরা জন্মজরা মরণাদি দুঃখে পীড়িত হইয়া পুনঃ২ ভ্রমণ করে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্ধ সকল গমন করিলে পথে নানাপ্রকার ক্লেশ পায় ।। এবং সকল স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসের সার যে ভগবদ্গীতা তাহাতে লিখিয়াছেন ।।* ।। যামিমাং [১৪] পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিম্প্রতি ।। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।। যে সকল মূঢ়েরা বেদের ফলশ্রবণবাক্যে রত হইয়া আপাতত প্রিয়কারী যে ঐ সকল শ্রুতি তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহে আর কহে যে ইহার পর আর ঈশ্বরতত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকুলচিত্ত ব্যক্তিরা দেবতার স্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরম পুরুষার্থ করিয়া মানে আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফলপ্রদান করে এবং ভোগৈশ্বর্য্যেতে প্রলোভ দেখায় এমৎ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে এমৎ বাক্য সকলকে পরমার্থসাধন কহে অতএব ভোগৈশ্বর্য্যেতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তনিষ্ঠা হয় না।। এবং ভগবান্ মনু সকাম ও নিষ্কামের বিবরণ ১২ অধ্যায়ে করিয়াছেন।। ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে।। [১৫] প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাষ্টিতাং। নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ।। কি ইহলোকে কি পরলোকে বাঞ্ছিত ফল পাইব এই কামনাতে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার নাম প্রবৃত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগের পর জন্মমরণরূপ সংসারে প্রবর্ত্তক হয় আর কামনা পরিত্যাগ করিয়া যে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করে তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম কহি অর্থাৎ সংসার হৈতে নিবৃত্ত করায় যে সকল ব্যক্তি প্রবৃত্ত কর্ম্ম করে তাহারা দেবতার সমান হইয়া স্বর্গাদি ভোগ করে আর যে ব্যক্তি নিবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে শরীরের কারণ যে পঞ্চ ভূত তাহা হৈতে অতীত হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়।

বিধায়ক।—তুমি এই সকল শাস্ত্রদ্বারা যদি কাম্য কর্ম্মের সর্ব্বথা অকর্ত্তব্যতা ইহা কহ তবে

প্রামাণিকেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিবেক।। এবং স্কন্দপুরাণের বচন।। যেষাং বিশ্বেশ্বরে বিষ্ণৌ শিবে ভক্তির্ন জায়তে। ন তেষাং বচনং গ্রাহ্যং ধর্ম্মনির্ণয়-সিদ্ধয়ে।। জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা যে বিষ্ণু শিব ইহাতে যাহার ভক্তি না জন্মে তাহার বাক্য ধর্ম্মনির্ণয়ের নিমিত্ত গ্রহণ করিবেক না।

নিষেধক। এ যে কহিলা সে সপ্রমাণ কিন্তু ইহাতে সংকল্পাসিদ্ধি কিরূপে হয় যেহেতু জ্বলচ্চিতারোহণ করিব বলিয়া [২৪] সংকল্প করে তাহা না করিয়া পূর্ব্বে চিতারোহণ করে।

বিধায়ক।—তুমি সংকল্পের অসিদ্ধি যে কহিতেছ সেও অনবধানপ্রযুক্ত যেহেতু গ্রামের কিঞ্চিদ্দগ্ধ হৈলে এবং বস্ত্রের কিঞ্চিদ্দগ্ধ হইলে গ্রামো দগ্ধঃ পটো দগ্ধঃ গ্রাম দগ্ধ হইল বস্ত্র দগ্ধ হইল এমত বাক্য পণ্ডিতেরা কহে সেইরূপ অল্পজ্বলন্ত যে চিতা সেও জ্বলচ্চিতাই হয় অতএব সংকল্পের অসিদ্ধি নাই।

নিষেধক।—এ যে কহিলা গ্রাহ্য করিলাম কিন্তু স্ত্রী জ্বলচ্চিতারোহণ করে তাহাকে দাহকেরা বন্ধনাদি করে কি প্রমাণে এবং দাহকেন্দিগের বা কেনো ইহাতে স্ত্রীহত্যাজন্য পাপ না হয়।।

বিধায়ক।—দাহকেরা যে দেশাচারপ্রযুক্ত বন্ধনাদি করে সেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যেহেতু পূর্ব্বোক্ত হারীতবচনে বুঝাইয়াছে যাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী আত্মশরীরে প্রকৃষ্টরূপে দাহ না করে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে দাহ না করে তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রীশরীর হইতে মুক্তা হয় না এই প্রযুক্ত [২৫] স্ত্রীর মৃত শরীর যদি খণ্ড২ হইয়া চিতা হৈতে ইতস্তত পড়ে তবে স্ত্রীর শরীরের প্রকৃষ্ট দাহ হয় না এই জন্যে দাহকেরা বন্ধনাদি করে সেও শাস্ত্রের অনুগত ব্যবহার এবং দাহকেরা বন্ধনাদি করে ইহাতে তাহান্দিগের পাপ নাই পরন্তু পুণ্য হয় ইহার প্রমাণ আপস্তম্বের বচন।। প্রযোজয়িতা অনুমন্তা কর্ত্তা চেতি সর্ব্বে স্বর্গনরকভোক্তারো যো ভূয় আরভতে তস্মিন্ ফলে বিশেষঃ।। প্রযোজয়িতা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক এবং অনুমতিকর্ত্তা এবং কর্ত্তা এঁহারা সকলে স্বর্গ নরক ভোগ করেন ইহার বিশেষ এই বৈধ কর্ম্মের প্রযোজক অনুমতি-কর্ত্তা কর্ত্তা এঁহারা স্বর্গভোগ করেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রযোজকাদি সকলে নরক ভোগ করেন। এবং বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পুনঃ২ যে করে তাহার পুণ্যের বিশেষ হয় আর নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পুনঃ২ যে করে তাহার পাপের বিশেষ হয় অতএব বৈধ কর্ম্ম হইয়াছে যে সহমরণ এ বিষয়ের প্রযোজকাদির পুণ্যই হয় পাপ হয় না।।

নিষেধক।—বন্ধনাদির কারণ যে কহিলা তাহা বুঝিলাম [২৬] অপর এক কথা জিজ্ঞাসা করি স্ত্রী ঐ চিতাতে আরোহণ করিলে তাহাকে দাহকেরা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া স্ত্রীহত্যার পাপভাগী কেন [না] হয়।।

বিধায়ক।—তুমি এ অত্যন্ত বিপরীত কহিলা যেহেতু অল্পজ্বলন্ত চিতাগ্নি দাহকেরা তৃণ কাষ্ঠাদিদ্বারা ঐ স্ত্রীর অনুমতিক্রমে যে প্রজ্বলিত করে ইহাতেও দাহকেন্দিগের পুণ্যই হয় পাপ হয় না ইহার প্রমাণ মৎস্যপুরাণের বচন।।*।। অভিরূপেণ সম্পন্নান্ ঘটয়িত্বা বিনা ভৃতিং। ধর্ম্মকার্য্যমিতি জ্ঞাত্বা ন গৃহ্ণাতি কদাচন।। যোসৌ সুবর্ণকারশ্চ দরিদ্রোপ্যতি-সত্ত্ববান্। ন মূল্যমাদাদ্বেশ্যাতঃ সভার্য্যো ঋদ্ধিসংযুতঃ। সপ্তদ্বীপপতির্জাতঃ সূর্য্যাযুত-সমপ্রভঃ।। লীলাবতী নামে এক বেশ্যা ছিল তাহার লবণাচল দানকালে হেমতরুঘটক নামে এক স্বর্ণকার সে ধর্ম্মকার্য্য জ্ঞান করিয়া বেশ্যা হৈতে মূল্য গ্রহণ না করিয়া ঐ বেশ্যার লবণ-পর্ব্বত সুন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছিল পরে ঐ দরিদ্র ও সাত্ত্বিক স্বর্ণকার ঐ পুণ্যদ্বারা ভার্য্যার সহিত অতিশয় ধনবান্ হইয়া সপ্তদ্বীপের রাজা হইল এবং [২৭] অযুত সূর্য্যের তেজের তুল্য তাহার তেজ হইল।। অতএব বেতন গ্রহণ না করিয়া পরের পুণ্য কার্য্যের আনুকূল্য যে করে তাহার অত্যন্ত পুণ্য হয় অতএব ঐ দাহকেন্দিগের পুণ্যব্যতিরিক্ত পাপের প্রসঙ্গ কি।।

নিষেধক।—সহমরণ অনুমরণ বিষয়ে আমান্দিগের যে নানাপ্রকার সংশয় ছিল তাহা তোমার নানা শাস্ত্রপ্রমাণ শুনিয়া দূর হইল।।

বিধায়ক।—তুমি শাস্ত্রপ্রমাণ শুনিলা এখন আদ্যোপান্তের শিষ্টব্যবহার প্রমাণ শুন।। মিতাক্ষরাধৃত কপোতিকার ইতিহাস বিষয় ব্যাসের বচন।। পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং। তত্র চিত্রাঙ্গদধরং ভর্ত্তারং সান্বপদ্যত।। পতিব্রতা যে এক কপোতিকা ছিল সে পতি মরিলে প্রজ্বলিত অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল পরে ঐ কপোতিকা স্বর্গে যাইয়া পতিকে পাইয়াছিল। শ্রীভাগবতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের বচন।। দহ্যমানেঽগ্নিভির্দেহে পত্যুঃ পত্নী সহোটজে। বহিঃস্থিতা পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি।। পত্রকুটীরাগ্নি [২৮] দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের শরীর দাহকালে তাঁহার পত্নী যে গান্ধারী তিনি পর্ণ কুটীরের বাহির ছিলেন পরে পতির পশ্চাৎ সেই অগ্নি প্রবেশ করিবে। শ্রীভাগবতের বচন।। রামপত্ন্যশ্চ তদ্গাত্রমুপগৃহ্যাগ্নিমাবিশন্। বসুদেবপত্ন্যস্তদ্গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ স্নুষাঃ।। বলরামের শরীর গ্রহণ করিয়া তাঁহার পত্নী সকল অগ্নি প্রবেশ করিলেন। এবং বসুদেবের শরীর গ্রহণ করিয়া বসুদেবের পত্নী সকল অগ্নি প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণপুত্রবধূ সকল প্রদ্যুম্নাদির মৃত শরীর গ্রহণ করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিলেন।। এমত সহস্র২ সহগমন ও অনুগমনের প্রমাণ আছে তাহা সকল লিখিতে অত্যন্ত বাহুল্য হয়।। ৺।। এই বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদের মধ্যে যে মুণ্ডকশ্রুতি প্রভৃতি আছে তাহা শূদ্রাদির পাঠ্য নয় এবং শ্রোতব্য নয়।।

চারি প্রশ্ন

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত, জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান্ সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রের ২৫ চৈত্র ১২২৮ (৬ এপ্রিল ১৮২২) তারিখের সংখ্যায় "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" প্রেরিত চার প্রশ্ন সম্বলিত এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়। পত্রের শেষে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেনঃ

"এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অর্পণ করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব।'

প্রেরিত পত্র।।—শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু এই পশ্চাদ্বর্ত্তী কএক পংক্তি ধর্ম্মপ্রশ্ন দর্পণে অর্পণ করিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সকলজনহিতৈষী ব্যক্তি প্রেরিত প্রশ্নপত্রমিদং।

সংপ্রতি যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা প্রকার দুরাচার কুব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্মহানি পাপবৃদ্ধি জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রশ্ন চতুষ্টয় করিতেছি ইহাতে কোন ব্যক্তির নিন্দা কিম্বা দ্বেষ উদ্দেশ্য নহে কেবল বিশিষ্ট লোকের পাপকর্ম্ম নিবারণ এবং তৎসংসর্গজ দোষ নিবারকরণ তাৎপর্য্য অতএব ইহা প্রকাশ করণে লোকহিত ব্যতিরেকে দোষলেশও নাই।

প্রথম প্রশ্নঃ। ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিবিশেষেরা এবং তদনুরূপ অভিমানী তৎসংসর্গী গড্ডরিকাবালিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনিলোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন এতাদৃশ সাধু সদাশয় বিশিষ্ট সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ যোগবাশিষ্ঠ বচনানুসারে ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না। যথা সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতিবাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা।।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ। যাহারা বেদস্মৃতি পুরাণাদ্যুক্তস্বস্বজাতীয় সদাচার সম্প্রদায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন তাহারদিগের তবে অনাদর পূর্ব্বঃসর যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বৃদ্ধব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বীর ন্যায় বিশ্বাসকারণ অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিরদিগের স্কান্দ ও মহাভারতবচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা। সদাচারো হি সর্ব্বার্হো নাচারাদ্বিচ্যুতঃ পুনঃ।। তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা। দুরাচাররতো লোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ। তথাচ। সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্র ইতি নির্দ্দিশেৎ।।

তৃতীয় প্রশ্নঃ। ব্রাহ্মণসজ্জনের অবৈধ হিংসাকরণ কোন ধর্ম্ম বিশেষতঃ সর্ব্বভূতহিতে রত অহিংসক পরম কারুণিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানীরদিগের আত্মোদর ভরণার্থে পরমহর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদিচ্ছেদন করণ কি আশ্চর্য্য এতাদৃশ সাধু সদাচার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণবচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়। যথা। যো জন্তুনাত্মপুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্য তস্যেহ নামুত্রাপি সুখং ক্বচিৎ।।

চতুর্থ প্রশ্নঃ। অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোকলজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরা পান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়েরদিগের কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা ছিনত্তি যঃ কেশান্ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকং। তথাচ। যো ব্রাহ্মণোহদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। অপেতব্রহ্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ। অপিচ যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ। তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি।। তথাচ।। চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি। অন্ত্যা ম্লেচ্ছযবনাদয়ঃ। ইতি কুল্লূকভট্টঃ।।—'সমাচার দর্পণ,' ৬ এপ্রিল ১৮২২। ২৫ চৈত্র ১২২৮।

পাষণ্ডপীড়ন

শ্রীশ্রীদুর্গা।।—

জয়তি।।—

(পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর)

A

REPLY, ENTITLED

"A TORMENT TO THE IRRELIGIOUS"

— o —

কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডি-
তের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ
প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল

PREPARED AND PUBLISHED WITH THE
ASSISTANCE OF A PUNDIT,

By a Person, wishing to defend and disseminate Religious principles.

FOR THE BENEFIT OF HIS COUNTRYMEN.

সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।।

[Printed at] the Sumachara Chundrica Press.
CALCUTTA,
1823.

কলিকাতা সন ১২২৯, ২০ মাঘ।

পাষণ্ডপীড়ন

।। প্রয়োজন ।।

-- o

অব্যক্তভাক্ততত্ত্বজ্ঞব্যক্তীনাং ব্যক্তকারণাৎ। প্রকাশিতশ্চতুঃপ্রশ্নঃ পূর্ব্বমুত্তরদর্শনাৎ।। তদুত্তর-স্বরূপেণ পাশেন পাশবেন চ। বন্ধনারবন্ধনা পাষণ্ডান্ পণ্ডান্ ভণ্ডান্ ক্ষণেন চ।। দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় শিষ্টানাং ত্রাণহেতবে। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় স্বর্গারোহণসেতবে।। শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানি তন্ত্রাণি বিবিধানি চ। শ্রুতিস্মৃত্যবিরুদ্ধানি প্রকৃতানি শুভানি চ।। এবম্বিধানি চান্যানি শাস্ত্রাণি চ তথাপরান্। সাধূনাং ব্যবহারাংশ্চ সদাচারাংশ্চ শাশ্বতান্।। বিলোক্য-শক্যাশক্যার্থমালোক্য শুদ্ধয়া ধিয়া। বিমৃশ্য তত্ত্বমাকৃষ্য যত্নাৎ রত্নং সুচিন্তয়া।। কর্ম্মব্রহ্মো-ভয়াসক্তা যুক্তিযুক্তা বিনির্ম্মিতা। মুক্তাসূত্রমতাসিক্তা ধর্ম্মাণাং সংহিতা হিতা।। শোধ্যা বোধ্যা কৃপাবদ্ভির্বিদ্বদ্ভিঃ সা হি সাম্প্রতি। নলিনী মলিনী তত্র যত্র নো ভাতি ভাপতিঃ।।৮।। ' ।।

(নমো ধর্ম্মায় মহতে)

(পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর)

জয়তি জয়তি ধর্ম্মঃ পাতু বিশ্বস্য শর্ম্ম,
হসতু নটতু নিত্যং ধার্ম্মিকঃ সচ্চ কর্ম্ম।
ভজতু ভজতু লজ্জাশ্চীর্ণপাষণ্ডধর্ম্ম
স্তপতু দহতু তূর্ণং পূর্ণপাষণ্ডমর্ম্ম।।

শ্লোকের ভাষা।।

জয় জয় জয় ধর্ম্ম, বিতর বিশ্বের শর্ম্ম, ধার্ম্মি-
কের কর লজ্জা ছেদ। বিপক্ষ পক্ষের গর্ব্ব,
অবিলম্বে কর খর্ব্ব, পাষণ্ডের কর মর্ম্মভেদ।।

(পরমাত্মনে নমঃ)

।।ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর ভূমিকা।।

চৈত্র মাসের সম্বাদলিপিতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী...মনস্তাপাবিশিষ্ট।

[২] ।।ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ভূমিকা।।

অবিরত মনস্তাপতাপিত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী পাণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিবিশেষদিগের এবং প্রতারক-প্রতারণাস্বরূপ মহাধূমান্ধকারে জন্মান্ধের ন্যায় অন্ধ তৎসংসর্গী জীববিশেষদিগের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম দিবসে প্রেরিত, চিরচিন্তিত, স্বকপোলকল্পিত নানাবাগাড়ম্বরিত, মন্বাদিবচনতাৎপর্য্যার্থ-বহিস্কৃত, স্বানুচরজীবসমাজসন্তোষার্থ রচিত, অন্তঃসাররহিত, অল্পবুদ্ধিজনগণের আপাততঃ শ্রবণমধুর নয়নধূলিপ্রক্ষেপসদৃশ, উত্তরাভাস প্রাপ্ত হইবামাত্র হৃষ্টচিত্ত কৃতকৃত্য হইলাম।।

উত্তরাভাসের বচনরচনার বিবেচনা তৎপ্রত্যুত্তরপ্রদান দ্বারা তদ্ব্যক্তির যন্ত্রণা, মর্ম্মান্তিক বেদনা, পশ্চাৎ ধর্ম্মের প্রভাবে বিধিরোধিতরূপেই হইবেক। এবং সুরসিক সুচতুর জনসন্নিধানে সুব্যক্ত বচনরচনাপেক্ষা সব্যঙ্গবচনরচনায় মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য বিনা অপ্রাচুর্য্য কদাচ হইবেক না।

[৩] ইদানীন্তন সুবুদ্ধি সুপণ্ডিত সদ্বিবেচক গতানুগতিক অনেক সজ্জন সৎসন্তানদিগের দেহান্তরকৃত বহুবিধ কর্ম্মবিশেষার্জ্জিত গুরুতরাদৃষ্টবিশেষবলতঃ তাঁহারা ইহ জন্মে জন্মাবধি কর্ম্মক্লেশলেশাভাবেও অপ্রাকৃত অপ্রতারক পরমকারুণিক দৈবাৎসমাগত সদ্গুরুসন্নিধানে অনির্ব্বচনীয় অচিন্তনীয় সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অপূর্ব্বদিব্যজ্ঞানপ্রভাবে কেহ চতুষ্পাদ্ কেহ ত্রিপাদ্, কেহ দ্বিপাদ্, কেহ একপাদ্, কেহ ব্যক্ত, কেহ অব্যক্ত, কেহ বা ব্যক্তাব্যক্ত, অকস্মাৎ এইরূপ অদৃষ্ট অশ্রুত অভূত আস্তিক হইয়া স্বস্ব জাতীয় বর্ণাশ্রমবিহিত, পূর্ব্বপুরুষকৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ও ব্যবহার জলাঞ্জলিপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিয়া অত্যানন্দে অহোরাত্র অপূর্ব্ব বেদ স্মৃতি পুরাণবিহিত সৎকর্ম্ম সদাচার সদ্ব্যবহার সদনুষ্ঠান সৎসঙ্গ সদালাপে সদা আসক্ত ও অনুরক্ত হইতেছেন, তাঁহারদিগের এতাদৃশ সদাচার সৎকর্ম্মাদিকরণ নিষ্প্রয়োজন নহে, এই এক [৪] অতি প্রয়োজন দেখিতেছি যে, যাবজ্জীবন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অত্যল্প ধনব্যয়ে অনায়াসে পরম সুখে দিব্য যানারোহণ, দিব্য বসন ভূষণ পরিধান, বারাঙ্গনাসেবন, স্বোদর পূরণ সুসম্পন্ন হইবেক, সে যাহা হউক, এ অতি আশ্চর্য্য, যে তাঁহারা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য শোক সন্তাপ পরনিন্দা পরহিংসা পরদ্বেষাদিগুণপরায়ণ, অথচ পরোপদেশে নিপুণ, বিশেষতঃ দেশবিদেশের জাতিবিশেষের ক্ষণিক মনোরঞ্জনার্থ অনর্থ অম্লান বদনে স্বজাতীয় ধর্ম্ম নিন্দা করণ ততোধিক সাধু লক্ষণ, হায়২ কিবা পাপ কালমাহাত্ম্য, কিবা কলিপ্রেরিত সদ্গুরুর সদুপদেশ কিবা গতানুগতিক সচ্ছিষ্যদিগের সম্বোধ, কিবা সৎসঙ্গের গুণ, কলিকালের উদয় মাত্রেই পাষণ্ড দণ্ড কাক সন্তোষার্থ পাপমহামহীরুহ প্রায়ঃ শাখাপল্লবিত, মুকুলিত, পুষ্পিত, ফলিত হইতেছে, তাহাতে পুরাতন সনাতন ধর্ম্মকর্ম্ম লুপ্তপ্রায়ঃ এবং [৫] বেদস্মৃতিসদাচার-বিরুদ্ধ বিবিধ অভিনব অপূর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রাবল্য বাহুল্যের উপক্রম তদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছে, যদ্রূপ পূর্ব্বকালীন বহুবিধ নাস্তিকের নাস্তিকতারম্ভে এবং মহাপুণ্যশীল বেণ রাজার রাজ্য-শাসন প্রথমে পূর্ব্বে পুরাণাদিতে শ্রুত আছে।

পরন্তু ধর্ম্মবিপ্লবকারক, প্রতারক, গর্দ্দভিকাবলিকাপালক, নগরান্তবাসী, মাংসাশী, বকাণ্ড-প্রত্যাশাবৎ পণ্ডপ্রত্যাশী, সুরাচার্য্যের কিবা আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যপ্রাচুর্য্য এবং তন্মতাবলম্বী

তৎসংসর্গী অপূর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রপ্রকাশক গোপাল আচার্য্যেরাও সুরাচার্য্যসংসর্গে সুরাচার্য্যকল্প, এ অত্যাশ্চর্য্য নহে, অঙ্গারের আসঙ্গে গৌরাঙ্গও শ্যামাঙ্গ হন।।

সর্ব্বজনহিতৈষী ধর্ম্মসংস্থাপনকাঙ্ক্ষীদিগের সর্ব্বজনগোচর সমাচারপত্রের দ্বারা প্রশ্নচতুষ্টয় প্রকাশ করণের তাৎপর্য্য এই যে, [৬] সর্ব্বজনের সর্ব্ব অনর্থের মূলীভূত ব্যক্তিবিশেষদিগকে বিশেষ বিজ্ঞাত হইয়া তৎসংসর্গ পরিত্যাগ করণ ও বিশিষ্ট সন্তানসকলের কুকর্ম্মনিবারণ, নগরান্তবাসীর প্রেরিত উত্তরাভাস দর্শন মাত্রেই তাঁহারদিগের তাৎপর্য্য নিয়ম সিদ্ধ হইয়াছে, যদি নগরান্তবাসী, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী না হইতেন, তবে তাবল্লোকের মধ্যে কেবল তেঁহ প্রশ্নচতুষ্টয় দর্শনে ক্রোধাকুল হইয়া এতাদৃশ দোষাকাশ উত্তরাভাস প্রকাশ করিতেন না এবং উত্তরদান বিষয়ে নিজভূমিকালিখিত তদীয় সাধারণ নিয়মানুসারেই তেঁহ, আপনার ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানিত্ব আপনিই স্বমুখে স্বহস্তে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত করিয়াছেন, যদি কহেন যে, আমার এই সাধারণ নিয়ম, পরমতখণ্ডনপূর্ব্বক স্বমতসংস্থাপনার্থ নহে, কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার সন্দেহভঞ্জনার্থ, সে কেবল প্রতারণা, তাহা সুবোধলোকদিগের অবোধের বিষয় কি, যেহেতু তৎপ্রেরিত উত্তর, কেবল পরনিন্দা পরদ্বেষ [৭] আত্মপ্রশংসা বিজিগীষা ক্রোধ অহঙ্কারাদি দোষে পরিপূরিত ও দুরাত্মার চিহ্নেতে চিহ্নিত। দুরাত্মার লক্ষণ এই। মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যদ্দুরাত্মনামিত্যাদি। অর্থাৎ দুরাত্মার মনে এক প্রকার বাক্যে অন্য প্রকার কর্ম্মে তদ্বিপরীত। কিন্তু সম্প্রতি কর্ম্মের যাহা হউক, ধর্ম্মের প্রভাবে বাক্যমনের ব্যবহারের ঐক্য অবশ্যই হইবেক, কুন্দযন্ত্রের মুখে কাষ্ঠের বক্রভাব কি নিরাকরণ হয় না। সে যাহা হউক অহো ধর্ম্মস্য মাহাত্ম্যং কিমাশ্চর্য্যমতঃ-পরং। দেখ, ধর্ম্মের নাম শ্রবণমাত্রেই এতাদৃশ দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জীবেরো সম্প্রতি পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধাদিরূপ কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হইয়াছে, যে দুর্জ্জীব পূর্ব্বে অনেক অবোধ জীবকে অসদুপ-দেশদ্বারা মুক্তিকারণ গঙ্গাদিতে অভক্তি ও অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া অট্টালিকোপরি দিব্যাসনে অপূর্ব্ব-তত্ত্বজ্ঞানে প্রাণ বিয়োগপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখসম্ভোগস্থানে প্রস্থান করাইয়াছেন, তবে যে, প্রচ্ছন্নভাবে কাপট্যরূপে তত্তৎকালে স্থানান্তরে [৮] প্রস্থান করিয়া তত্তৎকর্ম্মকরণ, সে কেবল স্বানুচর অবোধ জীবদিগের অনর্থের নিমিত্ত এবং আপনার পূর্ব্বাভ্যাস ও কাপট্যের অপ্রকাশ-যুক্ত তাহা কি, সে অবোধ জীবদিগের মধ্যে এক জীবেরো বোধগম্য হইবেনা।

—o—

এ কি আশ্চর্য্য, দুষ্টান্তঃকরণ দুর্জ্জনদিগের শিষ্টাচরণ প্রিয়বচন খেদোক্ত ও নম্রোক্তি কেবল স্বকার্য্যসাধনার্থ ও বিশ্বাসজননার্থ মৌখিকমাত্র, আন্তরিক নহে, ইতো দ্রষ্টব্যস্ততো নষ্ট মহাশয়েরাই তাহার সাক্ষী, যেহেতু, তাঁহারা প্রথমতঃ নিজ অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতাতে আপনার-দিগের সমাগমনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপবিশিষ্ট এই নাম প্রকাশ করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদং প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া। পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ।। এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য পরমধার্ম্মিক বকের ন্যায় বিশ্বাস জন্মাইয়া পশ্চাৎ অভোজ্য ভোজন অপেয় পান অগম্যা গমন ইত্যাদির প্রমাণান্বেষণে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন ও অদ্যাপি [৯] করিতেছেন। ধর্ম্মসংস্থা-পনাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তর দ্বারায় ভাবান্তরে প্রকাশ করণ, নগরান্তবাসীর অত্যাবশ্যক বটে, যেহেতু, তাহাতে সতের নিন্দা, অসতের প্রশংসা, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান ও অগম্যা গমন ইত্যাদির যথাশ্রুত যথাদৃষ্ট বিরুদ্ধ শাস্ত্রানুসারে প্রকাশের দ্বারা দেশাধিপতিদিগের মনোরঞ্জনস্বরূপ তাঁহার ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ হইবেক, যদ্যপি উত্তরাভাসের প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রয়োজনাভাব তথাপি সর্ব্বজনহিতৈষী ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের অপূর্ব্ব আস্তিকমতখণ্ডনে পূর্ব্বাবধি বিশেষ নিয়ম সন্দর্শনে প্রত্যুত্তর প্রদান অবশ্যই কর্ত্তব্য হয়, অতএব শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির যথার্থ তাৎপর্য্যার্থের অনুসারে এবং শাস্ত্রসিদ্ধ লোকপ্রসিদ্ধ

যুক্তিদৃষ্টান্তদৃষ্টিতে প্রত্যুত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম. অপক্ষপাতী ধার্ম্মিক সদ্বিবেচক মধ্যস্থ মহাশয়দিগেব স্থানে অসদ্বিচাব [১০] ও পক্ষপাতেব বিষয কি, তন্মতাবলম্বী পক্ষপাতী ব্যঙ্গাবাক্ত গূঢ়াভিমানী মহাশয সকলকে বিনযপূর্ব্বক নিবেদন যে. বিনা পক্ষপাতে ধৈর্য্যাবলম্বনে সংশোধ সদ্বিবেচনা সম্মনোযোগপূর্ব্বক উত্তব প্রত্যুত্তবেব সদসদ্বিবেচনা কবিবেন. কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষেব নামশ্রবণ মাত্রেই ভাবে গদগদ হইবেন না, ইত্যলমতিবিস্তবেণ।।

শ্রীমদ্ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষসর্ব্বজনহিতৈষিণঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।

শবণং।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগেব প্রকাশিত প্রশ্নচতুষ্টয দৃষ্টি কবিযা মর্ম্মপীডা প্রাপ্ত হইযা পাণ্ডিত্যাভিমানী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী স্বানুচবজীবগণমনোবঞ্জনার্থ স্বীয বিদ্যাপ্রভাবে প্রথমতঃ অগত্যা আত্মদোষ স্বীকাব কবিযা পশ্চাৎ দোষাকব উত্তব দ্বাবা নির্দ্দোষে দোষপ্রক্ষেপপূর্ব্বক তদ্দোষ নিবাবণার্থ অপূর্ব্ব বুদ্ধি সৃষ্টি কবিতেছেন, যেমন এব ব্যক্তি প্রথমতঃ মহাপঙ্কহ্রদে নিমগ্ন হইযা পশ্চাৎ স্বশবীবে লিপ্ত পঙ্কেব কণিকা, কবদ্বযেব দ্বাবা স্থানে২ প্রক্ষেপ কবিযা অতঃপব সমল সলিলদ্বাবাং প্রক্ষালন কবিতে যত্ন কবে।

[২] ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রথম প্রশ্ন।

ইদানীন্তন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিবিশেষেবা, তাজেদংতাজং যথা।।ঁ ।।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীব উত্তব। কি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী কি অভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী অপাবক জ্ঞান কবিবেন কি না।

[৪] ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তব।

স্বদোষ স্বীকাবে সুতবাং সজ্জনেবা অক্রোধ ও অনুত্তর হযেন।। ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী শব্দে স্বধর্ম্মেব লক্ষাংশেব একাংশেবো অনুষ্ঠান কবে না কিন্তু বাহ্যে লোকপ্রতাবণার্থ জ্ঞানীব ন্যায ব্যবহাব কবে অর্থাৎ ভণ্ডতত্ত্বজ্ঞানী যেমন ভণ্ডতপস্বী. ভাক্তকর্ম্মী শব্দেবো সেইরূপ অর্থ। কি আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যাভিমানী স্বযং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী. অথচ ভাক্ত শব্দেব অর্থ জানেন না, যেহেতু. ইদানীন্তন কর্ম্মীদিগেব সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যপূজা হোমাদি পিতৃমাতৃকৃত্য. যাত্রা মহোৎসব. জপ যজ্ঞ. দান ধ্যান অতিথিসেবা প্রভৃতি, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক, কাম্য কর্ম্ম, সর্ব্বদা দর্শন ও শ্রবণ কবিতেছেন তথাপি [৫] স্বযং প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী হইযা সম্পূর্ণ কিম্বা অসম্পূর্ণ কর্ম্মসকলকে কোন্ শাস্ত্রদৃষ্টিতে নিবপবাধে ভাক্তকর্ম্মী কহিযা নিন্দা কবেন উত্তমেব নিন্দায কেবল নিন্দাকর্ত্তা পাপী হযেন, এমৎ নহে যাঁহাবা শ্রোতা তাঁহাবাও তদ্রূপ অতএব অপক্ষপাতী ভদ্রলোকেবা. তাঁহাকেই অন্ধ. বধিব, পবনিন্দক, ও পবদ্বেষী কহিবেন কি না। কিম্বা তেঁহ. ভাক্ত শব্দেব অর্থ অবগত আছেন. কিন্তু বুঝি, অন্য ভদ্রলোক সকলকেও আপনাব সমান দোষী কবিবাব বাঞ্ছায অপবাদ দিতেছেন, দুষ্টেব স্বভাব এইরূপই বটে. কিন্তু যুগসহস্রেও সে অপবাদ যথার্থবাদ হইবে না. কোন্ চোব. তিরস্কৃত ও তাডিত হইলে ভদ্রলোকের অপবাদ না জন্মায়, তাহাতে কি তাহাব চৌর্য্যদোষ খণ্ডন ও

ভদ্রলোকের চৌর্য্যাবধারণ হয়, যে চোর, সে চোরই যে সাধু, সে সাধুই তাহার অন্যথা কদাচ হয় না। যদি বল, ন্যায়ার্জ্জিত ধনেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, অন্যায়ার্জ্জিত ধনে কর্ম্ম সিদ্ধ [৬] হয় না অতএব অন্যায়ার্জ্জিত ধনদ্বারা কর্ম্মকরণপ্রযুক্ত ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা কর্ম্ম করিলেও ভাক্তকর্ম্মী হয়েন সেও অশাস্ত্র, যেহেতু মীমাংসাদর্শনে লিপ্সাসূত্রে তৃতীয় বর্ণকে গুরু, এতদ্বিষয়ের পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পশ্চাৎ অন্যায়ার্জ্জিত ধনেও কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যথা নিয়মাতিক্রমঃ পুরুষস্য ন ক্রত্বোরিতি। অস্য চার্থ এবং বিবৃতো গুরুণা। যদা দ্রব্যার্জ্জননিয়মানাং ক্রত্বর্থত্বং তদা নিয়মার্জ্জিতেনৈব দ্রব্যেণ ক্রতুসিদ্ধিরিতি নিয়মাতিক্রমার্জ্জিতেন দ্রব্যেণ ন ক্রতুসিদ্ধিরিতি ন পুরুষস্য নিয়মাতিক্রমদোষঃ পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তে তু অর্জ্জননিয়মস্য পুরুষার্থত্বাৎ তদতিক্রমেণার্জ্জিতেনাপি দ্রব্যেণ ক্রতুসিদ্ধিরিতি পুরুষস্যৈব নিয়মাতিক্রমদোষ ইতি। অর্থাৎ ধনার্জ্জনের শাস্ত্রীয় যে২ নিয়ম, সে যজ্ঞার্থ কি পুরুষার্থ, যদি ধনার্জ্জনের শাস্ত্রীয় নিয়মসকল যজ্ঞার্থ হয় তবে নিয়মার্জ্জিত [৭] ধনেই যজ্ঞসিদ্ধ হইতে পারে নিয়মাতিক্রমার্জ্জিত ধনে যজ্ঞসিদ্ধি হয় না অতএব পুরুষের নিয়মাতিক্রমনিমিত্ত দোষাভাব এই পূর্ব্বপক্ষের অনন্তর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ধনার্জ্জনের শাস্ত্রীয় নিয়মসকল পুরুষার্থ হয়, অতএব নিয়মাতিক্রমার্জ্জিত ধনেও যজ্ঞসিদ্ধ হয় কিন্তু পুরুষের নিয়মাতিক্রম নিমিত্ত দোষভাগিতামাত্র ফলতঃ নিয়মাতিক্রমার্জ্জিত ধনে পুরুষের স্বত্ব জন্মে না এবং তৎপুত্রাদিরো তদ্ধন দায়পদার্থ হয় না এমত নহে অতএব অর্জ্জকের নিয়মাতিক্রমনিমিত্ত দোষের প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন মনু। যথা। যদ্গর্হিতেনার্জ্জয়ন্তি কর্ম্মণা ব্রাহ্মণা ধনং। তস্যোৎসর্গেণ শুধ্যন্তি জপ্যেন তপসৈব চ॥ অর্থাৎ গর্হিত কর্ম্মে ফলতঃ অসৎপ্রতিগ্রহ কৃষিবাণিজ্যাদির দ্বারা ব্রাহ্মণ যে ধন অর্জ্জন করেন সেই ধনের উৎসর্গে এবং জপে ও তপস্যায় তেঁহ শুদ্ধ হয়েন। এবং ব্রাহ্মণভিন্ন জাতিরো গর্হিত কর্ম্মের দ্বারা ধনার্জ্জনে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত [৮] হইবেক যেহেতু একত্র নির্দ্দিষ্টঃ শাস্ত্রার্থোঽন্যত্রাপি তথা বাধকাভাবাৎ। অর্থাৎ এক স্থানে নির্দ্দিষ্ট যে শাস্ত্রার্থ তাহা অন্য স্থানেও গ্রাহ্য হয় যদি বাধক না থাকে, এই ন্যায় আছে। চৌর্য্যধনে এবং চোর-নিকটে প্রাপ্ত ধনে স্বত্ব জন্মে না, যেহেতু লোকব্যবহারবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অতএব চোর হইতে যাজনাদিদ্বারাও ধন গ্রহণ করেন যে ব্রাহ্মণ, তাঁহারো দণ্ড বিধান করিয়া চোরের চৌর্য্যধনে এবং ব্রাহ্মণের যাজনাদিপ্রাপ্ত চৌরধনে স্বত্বাভাব সিদ্ধ করিয়াছেন মনু। যথা। যোঽদত্তাদায়িনো হস্তাল্লিপ্সেত ব্রাহ্মণো ধনং। যাজনাধ্যাপনেনাপি যথা স্তেনস্তথৈব সঃ॥ অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ চোর হইতে যাজন ও অধ্যাপনার দ্বারাও ধন গ্রহণ করেন তেঁহ চোরের ন্যায় দণ্ডভাগী হয়েন।

পরন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং নিরন্তর পরধর্ম্মানুষ্ঠানমাত্রে নিরত, অথচ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশ-সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রপ্রমাণানুসারে সামাজি-[৯]ক কর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তাকে নিরন্তর পরধর্ম্মানুষ্ঠায়ী কহিয়া নিন্দা করেন, সে স্বধর্ম্মচ্যুত সজ্জননিন্দক পাপিষ্ঠের কি গতি হইবেক। যথা। স্মৃতিঃ। নিজধর্ম্মাবিরোধেন যস্তু সাময়িকো ভবেৎ। সোঽপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মো রাজকৃতশ্চ যঃ॥ অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সজ্জনেরা, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশসময়ে অন্য যে সামাজিক ধর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্ম তাহাও যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন। অথবা তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ অর্থাৎ দুর্জ্জন সন্তুষ্ট হউক যদি পূর্ব্বোক্ত ভাক্তলক্ষণাক্রান্ত এক ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভাক্তকর্ম্মী উভয়েই স্বস্ব ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানাদিতে তুল্যরূপ অন্ধ খঞ্জ, বধির ও বামন হয় কিন্তু তাহার মধ্যে ঐ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী দুরাগ্রহবশতঃ কিম্বা চিত্তবিকারবশতঃ কহেন যে আমি পদ্মচক্ষুর্দ্বারা চন্দ্রসূর্য্য দর্শন করিতেছি কিম্বা সমুদ্রলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হয়েন কিম্বা দৈববাণী শ্রবণ করিয়া অন্য২ ব্যক্তিকে উপদেশ করেন অথবা অত্যুচ্চ বৃক্ষশিখরস্থ ফল গ্রহণ করিতে অ[১০]ঙ্গুলি মাত্রের দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হয়েন, তবে ঐ অকিঞ্চন ভাক্তকর্ম্মী ঐ অন্ধ, খঞ্জ, বধির ও বামন, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীকে উপহাস ও ব্যঙ্গ করিতে

পারেন কি না, এবং অপক্ষপাতী মহাশয়েরাও ঐ নির্লজ্জ প্রতারক দুরাশয়কে কি শব্দ উচ্চারণ না করিতে পারেন।

ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—যোগবাশিষ্ঠে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর বিষয়ে. কি কহিতে পারা যায়।।

[১১] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।**—পণ্ডিতাভিমানীর লিখিত বচনসকল, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানিত্বপ্রকা-[১২]শক যোগবাশিষ্ঠবচনের ন্যায় ভাক্তকর্ম্মিত্ববোধক প্রমাণ নহে, কেবল অসম্বন্ধ প্রলাপদ্বারা বাগাড়ম্বরমাত্র, মনুবচনে শূদ্রান্ন শব্দে শূদ্রের আমান্ন, যেহেতু, পক্কান্নগ্রহণ অসম্ভব, আমান্ন গ্রহণে অসৎপ্রতিগ্রহ মাত্র। অসৎপ্রতিগ্রহের ও সুরাপানাদির মহদ্বৈষম্যপ্রযুক্ত সুরাপান জবনীগমনাদিনিমিত্ত পাতিত্য ও শূদ্রান্নগ্রহণনিমিত্ত পাতিত্য উভয়ের বিস্তর বৈলক্ষণ্য, যেমন, অশ্বমেধাদি যাগের পুস্তকাধ্যয়নজন্য ফল ও অশ্বমেধাদি যাগকরণজন্য ফল উভযের বৈলক্ষণ্য এবং প্রতিমাসলভ্য আত্মজন্মনক্ষত্রে ও পুষ্যা নক্ষত্রে গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধার এবং অতি দুষ্প্রাপ্য মহামহাবারুণীতে গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধার এ স্থানে উদ্ধারের মহদ্বৈলক্ষণ্য এবং যেমন, মশকাদি বধের ও গবাদি বধের পাপেব অত্যন্ত তারতম্য।

শূদ্রসম্পর্ক শব্দে, যাজকত্ব যজমানত্বাদিরূপ সম্বন্ধ, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগেব মধ্যে কে [১৩] শূদ্রযাজক এবং শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণেব একাসনে উপবেশনে পাপ শ্রবণে ব্রাহ্মণের বহুত্ব আপনার একত্বপ্রযুক্ত বিশিষ্ট শূদ্রেরা, আপনিই পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট হয়েন। অধিকন্তু শূদ্রযাজনাদি কবণে যে সকল দোষশ্রুতি আছে. সে তাবৎ অসৎ শূদ্র অন্ত্যজাদিপর, যেহেতু চারি বর্ণ. চারি যুগেই প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহারদিগের ক্রিয়াকর্ম্ম, যট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণসকল চিরকাল করিয়া আসিতেছেন, এবং অদ্যাবধি সৎশূদ্রযাজী ও অশূদ্রযাজী বিপ্রদিগেব পবস্পর তুল্যরূপে মান্যমানকতা কুটুম্বতা ও আহাব ব্যবহাব সর্ব্বদেশেই হইতেছে. কিন্তু অন্ত্যজযাজী ব্রাহ্মণের সহিত এতাদৃশ ব্যবহাব বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ দূরে থাকুন সৎশূদ্রেবাও কবেন না অতএব তাঁহারা কেবল অন্ত্যজবর্ণ যাজনদ্বাবা পতিত ও অব্যবহার্য্য হইযা সর্ব্বত্র আছেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এবং ব্রাহ্মণেব শূদ্রমাত্রের সহিত একাসনে উপবেশন পাতিত্যজনক নহে, যেহে[১৪]তুক. অন্ত্যজ জাতি বৈষ্ণব হইলে সেও বিশ্বপবিত্রকাবক হয এবং তীর্থগণ, আত্মপাপক্ষযার্থ তাহারদিগের সঙ্গ বাঞ্ছা কবেন। যথা পাদ্মে। অন্ত্যজাঃ শ্বপচাশ্চ জবনাদ্যাস্তথৈবচ। যদি তে বিষ্ণুভক্তাশ্চ বিশ্বং পবিত্রয়ন্তি বৈ।। অর্থাৎ জবনাদিশ্বপচপর্য্যন্ত অন্ত্যজ জাতিসকল বিষ্ণুভক্ত হইলে তাহারাও বিশ্বপবিত্রকাবক হয। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। সদা বাঞ্ছন্তি তীর্থানি বৈষ্ণবস্পর্শদর্শনে। পাপিদত্তানি পাপানি তেষাং নশ্যন্তি সঙ্গতঃ।। অর্থাৎ তীর্থগণেরা বৈষ্ণবেব স্পর্শন ও দর্শন সর্ব্বদা বাঞ্ছা কবেন. যেহেতু. বৈষ্ণবেব স্পর্শমাত্রেই তীর্থগণেব পাপিকর্তৃক দত্ত যে সকল পাপ. তাহা নষ্ট হয়।

কোন্ ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে বিদ্যাভ্যাস কবেন, কেবল অনুপনীতকালে শূদ্রশিক্ষকস্থানে বর্ণমালাদি শিক্ষা দেখিতেছি ও দেখিতেছেন. কিন্তু এতদ্বিষযে মনু বিশেষ কহিযাছেন। যথা। শ্র-[১৫]দ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।। অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইযা শূদ্র হইতেও উত্তম বিদ্যা এবং অন্ত্যজ হইতেও পরম ধর্ম্ম এবং কুৎসিত কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবেক।

উদিতে জগতীনাথে ইত্যাদি বচনের এ তাৎপর্য্য নহে যে, সূর্য্যোদয়ানন্তব দন্তধাবনকর্ত্তা বিষ্ণুপূজাদিরূপ কর্ম্মে অনধিকারী হয়, যেহেতু দন্তধাবন. স্নান ও আচমন. তাবৎ কর্ম্মের কর্তৃসংস্কাররূপ অঙ্গ. তাহার যথোক্ত কাল ও মন্ত্রাদিব বৈগুণ্যে অনধিকাবিকৃত কর্ম্মেব ন্যায় যথোক্তকালমন্ত্রাদিরহিত দন্তধাবনাদিকর্ত্তার কৃত দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম অসিদ্ধ হয় না এবং প্রতিদিনকর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি বিষ্ণুপূজাদি কর্ম্ম যথাকথঞ্চিদ্রূপে কৃত হইলেও সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ উদিতে জগতীনাথে ইত্যাদি বচনের তাৎপর্য্যার্থ এই যে. অশাস্ত্রীয দন্তধাবনাদিকর্ত্তা অসম্পূর্ণ অধিকারী, এ কারণ অসম্পূর্ণ ফল[১৬]প্রাপ্ত হয়। অতএব তীর্থস্নানাদিতে

সংযতহস্তপাদাদি ব্যক্তির সম্পূর্ণ ফল, অসংযতহস্তপাদাদি ব্যক্তির অসম্পূর্ণ ফল শাস্ত্রে কথিত হয়। যথা। স্কান্দে। যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতং। বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে।। অর্থাৎ যে ব্যক্তির হস্ত, পাদ ও মনঃ সংযত, ফলতঃ অসৎপ্রতিগ্রহাদি, অগম্য দেশগমনাদি ও পরস্ত্রীলোভাদি হইতে নিবৃত্ত হয় এবং যেঁহ বিদ্বান্ তপস্বী ও যশস্বী, তেঁহ তীর্থের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েন, অন্য অসম্পূর্ণফলভাগী হয়, এবং কর্ম্মের আরম্ভে কর্ত্তার শুদ্ধ্যর্থ মন্ত্র ও তৎপাঠের ব্যবহারো দৃষ্ট হইতেছে। যথা। অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাঙ্গতোপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।। অর্থাৎ কি পবিত্র, কি অপবিত্র, কি সর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্ত, যে পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণুর স্মরণ করে, সে অন্তঃশুদ্ধ ও বহিঃশুদ্ধ হয় এবং কর্ম্মান্তেও পূর্ব্বাবধি ব্রহ্মাদিরো কর্ম্মবৈগুণ্যসমাধানার্থ ম [১৭]ন্ত্রপাঠের ব্যবহার লোকপরম্পরা শ্রুত আছে ও অদ্যাপি লোকে দৃষ্ট হইতেছে। যথা। যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ।। অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।। অর্থাৎ অজ্ঞানতঃ কিম্বা জ্ঞানতঃ যেং কর্ম্ম অঙ্গরহিত কৃত হইয়াছে, সে সকল কর্ম্ম, শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনে অঙ্গসহিত হউক্। এবং এই যজ্ঞে যেং কর্ম্ম অজ্ঞানপ্রযুক্ত কিম্বা মোহপ্রযুক্ত অসম্পূর্ণ হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম, সেই বিষ্ণুর স্মরণ মাত্রেই সম্পূর্ণ হয়, শ্রুতিও এই প্রকার।

প্রায়শ্চিত্তবিশেষ ব্যতিরেকে কেবল মুখের দ্বারা কে ভোজন করে, এবং কোন্ বিশিষ্ট লোক আসনারূঢপাদপূর্ব্বক ভোজন এবং দক্ষিণহস্ত স্পর্শ বিনা বাম হস্তে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া জল পান করেন, পরন্তু ভোজনাসনোপরি চরণরক্ষণপূর্ব্বক ভোজন ও বামহস্তে ধারণক জলাধার ধা-[১৮]রণপূর্ব্বক জলপান, ধনী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রায়ঃ হয় না, কারণ, তাঁহারা দিব্য কাষ্ঠাসনে উপবেশন ও ভূমিতলে চরণ বিন্যাসপূর্ব্বক দিব্যকাষ্ঠাধারোপরি দিব্যপাত্রবিশেষস্থ অন্ন ভোজন এবং দক্ষিণহস্তদ্বারা ধারণপূর্ব্বক দিব্য পানপাত্রকরণক দিব্য জল পান প্রায়ঃ করেন, কিন্তু নির্ধন ও অল্পধন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের ধনব্যয়ে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত সুতরাং অগত্যা প্রায়ঃ মাংসবিশেষের ও পেয়বিশেষের অনুরূপ স্বীকার করিতে হয়। সে যাহা হউক, অত্রবচনে তাদৃশ অন্নের গোমাংসতুল্যত্ব ও তাদৃশ জলের সুরাতুল্যত্ব কীর্ত্তন যেমন তর্পণস্থলে সুবর্ণ রজতের তিলপ্রতিনিধিত্ব কথনদ্বারা তিলতুল্যত্ব কীর্ত্তন। যথা। তিলানামপ্যভাবে তু সুবর্ণ-রজতান্বিতং। অর্থাৎ তিলের অভাবে সুবর্ণরজতযুক্তজলকরণক তর্পণ করিবেক।

বস্তুতঃ ইত্যাদি দোষে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তবিশেষের প্রায়ঃ বিশেষরূপে অকথনপ্রযুক্ত [১৯] ইত্যাদি দোষ, অতি ক্ষুদ্র কিম্বা অতি মহান্ হউক, কিন্তু যদি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের সন্ধ্যা গায়ত্রী ও গায়ত্রীর স্তব কবচাদির সংস্কারলোপ না হইত, তবে কর্ম্মীদিগের প্রতি ইত্যাদি দোষের উল্লেখও করিতেন না অতএব জ্ঞানসাধনের একাংশেরো অনুষ্ঠান, কি প্রমাদে, কি ভ্রমে, কি স্বপ্নে জন্মাবধি কস্মিন্ কালেও করেন না, অথচ কর্ম্মানুষ্ঠানের অতি ক্ষুদ্র দোষে তিলপ্রমাণকে তালপ্রমাণ করিয়া নিরপরাধে অপূর্ব্ব জ্ঞানীর ধর্ম্ম রক্ষার্থে কর্ম্মিসকলকে স্বধর্ম্ম-চ্যুত ও পতিত বলিয়া নিন্দা করেন, এতাদৃশ পরদোষান্বেষক স্বধর্ম্মচ্যুত পতিত দম্ভাশয়দিগের প্রতি অপক্ষপাতী মহাশয়েরা, মুখে স্পষ্ট কোন উক্তি না করুন, কিন্তু মনে মনেও কি করিবেন না।'

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ কি শব্দ প্রয়োগ কর্ত্তব্য য়।।

[২২] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।**—ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞানীত্ব সংস্থাপন এবং দুরাচারের সদাচারত্ব প্রমাণ, এই সকল উন্মত্তপ্রলাপ দ্বারা হয় না। তিন পুরুষের অপেক্ষা কি, যে স্বয়ং ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে, তাহাকেও স্বধর্ম্মচ্যুত কি জাত্যন্তরো কহিলে কহা যায়, যদি পণ্ডিতাভি-মানীর মন্বাদিবচন, শুকপক্ষীর ন্যায় শ্রুত কিম্বা পঠিত না হইত এবং দাস শব্দের অর্থ কর্ণকুহরে

প্রবেশ করিত, তবে ইদানীন্তন দেশাধিপতিদিগের রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তিসকলকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া নিন্দা করিতেন না। মিতাক্ষরাতে নারদ, দাসের বিবরণ করিয়াছেন। যথা। শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ। চতুর্বিধঃ কর্ম্মকরস্তেষাং দাসাস্ত্রিপঞ্চকাঃ।। শিষ্যান্তেবাসিভৃতকাশ্চতুর্থস্ত্বধিকর্ম্মকৃৎ। এতে কর্ম্মকরাঃ জ্ঞেয়া দাসস্তু গৃহজাদয়ঃ।। কর্ম্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়মশুভং শুভমেবচ। অশুভং দাস[২৩]কর্ম্মোক্তং শুভং কর্ম্মকৃতাং স্মৃতং।। গৃহদ্বারাশুচিস্থানরথ্যাবস্করশোধনং। গুহ্যাঙ্গস্পর্শনোচ্ছিষ্টবিন্মূত্রগ্রহণোজ্ঝনং।। অশুভং কর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং শুভমন্যদতঃ পরং। গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ।। অনাকালভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ। মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাদ্ যুদ্ধপ্রাপ্তঃ পণে জিতঃ। তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ।। ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাহৃতঃ। বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ।। অর্থাৎ শাস্ত্রে শুশ্রূষক পঞ্চপ্রকার দৃষ্ট হয়, শিষ্য, অন্তেবাসী, ভৃতক, অধিকর্ম্মকৃৎ ও দাস, তাহার মধ্যে প্রথম চারিপ্রকার, কর্ম্মকর অন্তিম যে দাস তাহারা গৃহজাত প্রভৃতি পঞ্চদশপ্রকার হয়। শিষ্য শব্দে বেদবিদ্যার্থী, অন্তেবাসী শব্দে শিল্পশিক্ষার্থী যে বেতনার্থে কর্ম্ম করে তাহার নাম ভৃতক, অধিকর্ম্মকৃৎ শব্দে কর্ম্মকরদিগের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ভৃত্যেরা যাহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করে। কর্ম্মও দুই [২৪] প্রকার শুভ ও অশুভ, কর্ম্মকরদিগের শুভ কর্ম্ম, দাসদিগের অশুভ কর্ম্ম। গৃহদ্বার, অশুচিস্থান, অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট প্রক্ষেপ, মূত্রত্যাগাদিস্থান রথ্যা অর্থাৎ অপকৃষ্ট স্থানবিশেষ অবস্কর অর্থাৎ গৃহের মার্জ্জিত ধূলি প্রভৃতির সঞ্চয়স্থান, এই সকল স্থানের শোধন এবং গুহ্য অঙ্গের স্পর্শন উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন বিষ্ঠা মূত্রের গ্রহণ ও ত্যাগ ইত্যাদি অশুভ কর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন শুভ কর্ম্ম। গৃহজাত, ক্রীত, লব্ধ পৈতৃক, অনাকালভৃত, আহিত অর্থাৎ ধন গ্রহণার্থ উত্তমর্ণের নিকট স্বামী যাহাকে বন্ধক দিয়াছেন। মোক্ষিত অর্থাৎ ঋণ মোচনার্থ যে স্বয়ং উত্তমর্ণের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, যুদ্ধপ্রাপ্ত, পণে জিত, স্বয়ংস্বীকৃতদাস্য, ভক্তদাস, বড়বাহৃত অর্থাৎ দাসীলোভে স্বয়ংস্বীকৃতদাস্য, আত্মবিক্রেতা, এই পঞ্চদশপ্রকার দাস। অতএব এই সকল দেদীপ্যমান শাস্ত্র সত্ত্বেও ইদানীন্তন রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত লোকসকলকে ভৃতক কিম্বা অধিকর্ম্মকৃ[২৫]ৎ না কহিয়া ম্লেচ্ছের দাস শব্দ প্রয়োগকর্ত্তাকে অপূর্ব্ব পণ্ডিত কহা যায় কি না। নগরান্তবাসীই ম্লেচ্ছের প্রকৃত দাস হইবেন, যেহেতু, তেঁহ নিজ অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতাতে, সে যদি, যে নিজে ম্লেচ্ছের চাকরি করিয়াছে তাহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত ও ত্যাজ্য কহে এই বাক্যের দ্বারা আপনিই আপনার ম্লেচ্ছদাসত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন, অতএব নগরান্তবাসী, নিজে জ্ঞানী অকিঞ্চন কর্ম্মী লোকেরা তাঁহাকে কি কহিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রেও তাঁহার ম্লেচ্ছদাসত্ব সম্ভব হয়, তাহার কারণ কিরূপে কহা যায়। যথা নারদঃ। বর্ণানাং প্রাতিলোম্যেন দাসত্বং ন বিধীয়তে। স্বধর্ম্মত্যাগিনোঽন্যত্র দারবদ্দাসতা মতা।। অর্থাৎ অধম উত্তমের দাস হইতে পারে উত্তম অধমের দাস হইতে পারেন না, যেমন, ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, শূদ্র ব্রাহ্মণাদির কন্যা বিবাহ করিতে পারে না, কিন্তু স্বধর্ম্মত্যাগী লোক আপনা হইতে অধমেরো দাস হইতে পারে এ[২৬]ই বচনে নারদ, সামান্যতঃ স্বধর্ম্মত্যাগী মাত্রের প্রতি স্বাপেক্ষা অধমমাত্রের দাসত্ব বিধান করিয়াছেন, কিন্তু স্বধর্ম্মত্যাগীর অপরাধিত্বপ্রযুক্ত দণ্ডাধিকারী রাজার দাসত্বই যুক্তিসিদ্ধ। অতএব স্বধর্ম্মচ্যুত যতির প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন। যথা। প্রব্রজ্যাবসিতো রাজ্ঞো দাস আমরণান্তিকঃ। অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্মচ্যুত যতিকে রাজা আপনার দাস করিবেন, যাবৎ তাহার মৃত্যু না হয়। অতএব কলির স্বধর্ম্মচ্যুত ভাক্তত্তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কলির ম্লেচ্ছরাজের দাসত্বই উচিত হয়।।

জবনের কৃত মিশী কি, গোলাব আতরই বা কি, রোগশান্তির নিমিত্ত অভক্ষ্যও ভক্ষ্য হয়, অপেয়ও পেয় এবং অস্পৃশ্যও স্পৃশ্য হয়, যেহেতু, শাস্ত্রে তাহার বিধি দৃষ্ট হইতেছে। যথা সুমন্তুঃ। লশুনপলাণ্ডুগৃঞ্জনকুম্ভীশ্রাদ্ধান্নসূতিকান্নাভোজ্যান্নমধুমাংসমূত্ররেতোঽমেধ্যাভক্ষ্য-

ভক্ষণেগায়ত্র্যষ্টসহস্রেণ মূর্দ্ধ্নি সম্পাতা[২৭]নবনষেৎ উপবাসশ্চ এতানি ব্যাধিতস্য ভিষক্-ক্রিযাযামপ্রতিষিদ্ধানি ভবান্ত যানি চান্যানোবংবিধানি তেষ্বপ্যদোষ ইতি। রশুন, পলাণ্ডু অর্থাৎ পেযাজ, গৃঞ্জন অর্থাৎ গাজর, কুম্ভী অর্থাৎ পানা, প্রেতশ্রাদ্ধান্ন, সূতিকান্ন, অভোজ্যান্ন, মধু, মাংস, মূত্র, রেতঃ, অমেধ্য অর্থাৎ অশুদ্ধ, অভক্ষ্য, এই সকল দ্রব্যের ভক্ষণে অষ্টাধিকসহস্র গাযত্রীকরণক মস্তকে জলবিন্দু প্রক্ষেপ ও উপবাস করিবেক, কিন্তু ব্যাধিত ব্যক্তির ভিষক্-ক্রিয়াতে এই সকল দ্রব্য অনিষিদ্ধ হয এবং এই প্রকার অন্য যে২ দ্রব্য তাহাতেও দোষাভাব, যাহারা জবনী নর্ত্তকীর নৃত্যদর্শনসময়ে গোলাব আতর ব্যবহার করেন, তাহারা কার্য্যানুরোধে সময়ক্রমে জবন স্পর্শ করিলে যেরূপ শুদ্ধার্থ হস্তপাদাদি প্রক্ষালন বস্ত্রত্যাগ ও বিষ্ণু-স্মরণাদির ব্যবহার আছে তাহাতেও সেইরূপ করিযা থাকেন। যদি কোন সভ্যাদি দিব্যচক্ষুঃ মনুষ্য ভোজনকালেও কোন ব্যক্তিকে গো[২৮]লাব আতর ব্যবহার করিতে দেখিযা থাকেন তবে তাঁহাকে রোগী বিনা তাহার কি বোধ হয। দন্তরোগ শান্তির নিমিত্ত বৈদ্যকশাস্ত্রেও মিশী লিখিয়াছেন, যাহার নাম মঞ্জন লোকপ্রসিদ্ধ এবং ব্রাহ্মণাদিকৃত গোলাব আতর, বারাণস্যাদি হইতে এতদ্দেশেও আসিযা থাকে তাহাও কি তেঁহ না দেখিযাছেন ও না শুনিযাছেন, কিন্তু পরের গ্লানির নিমিত্ত শ্রুতমশ্রুত ন্যায এইরূপেই কি পরের গ্লানি করিতে হয, রোগাদি ব্যতিরেকে যে কেহ ঐ সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার করেন তেঁহ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী হইতেও নরাধম অতএব ভদ্রলোকের অস্পৃশ্য ও অসম্ভাষ্য হযেন, নগরান্তবাসী মহাশয়কে জবন স্পর্শ করিযা থাক বলিযা কোন্ ভদ্রলোকে নিন্দা করিযা থাকেন, যদি কেহ করেন, সেও অনুচিত, যেহেতু অত্যল্পপাপৈর্ব্বিপদঃ শুচীনাং পাপাত্মনাং পাপশতৈর্ন কিম্বা। অর্থাৎ শুচি ব্যক্তির অত্যল্প পাপেই বিপদ্ হয। পাপাত্মার [২৯] শত২ পাপেও সমুদ্রের জলের ন্যায় হ্রাসবৃদ্ধি হয না, কি জানি, কে দেখিযাছে, পরমেশ্বরই জানেন, কিন্তু অনেকেই জবনান্নভোক্তা বলিযা মহাপুরুষকে নিন্দা করিযা থাকেন, লোকপরম্পরা শুনিতে পাই, ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ, বহু জনের বাক্য প্রাযঃ অমূল হয না, সুবোধ লোকেরাই বিবেচনা করিবেন।

যে ব্যক্তি বাল্য অবধি অহোরাত্র জবনমাত্রের সহিত আলাপ পরিচয একাসনে সহবাস ও অন্য২ তাবদ্ব্যবহার করিতেছেন, তেঁহ সুতরাং আত্মবন্মনাতে জগৎ ইহার ন্যায় অন্য ব্যক্তিকেও জবনজ্ঞান করিতে পারেন, সে যাহা হউক, তাঁহার এইরূপ জবনজ্ঞানে পরমাপ্যাযিত হইলাম, বুঝিলাম যে, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানীর বহু কালে বহু পরিশ্রমে এক্ষণে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে, ভাল ভাল, ঈশ্বর মঙ্গল করুন, ক্রমে সর্ব্বত্রই জবন-জ্ঞান হইবেক, যেমন যথার্থ তত্ত্ব[৩০]জ্ঞানের ফল, ব্রহ্মমাত্রে তদ্গতমানসপ্রযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময দর্শন করেন, এবং আপনিও ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হযেন, তেমন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানের ফল, জবনমাত্রে তদ্গতচিত্ততাপ্রযুক্ত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী, ব্রহ্মাণ্ডই জবনময দর্শন করেন এবং আপনিও জবন জাতি প্রাপ্ত হযেন, যে নিতান্ত তদ্গতচিত্ত হয, সে স্বপ্নেও তাহাকেই দর্শন করে এবং এক ক্ষুদ্র কীটবিশেষ, অন্য এক ক্ষুদ্র কীটবিশেষে তদ্গতচিত্ত হইযা তৎকীটজাতি প্রাপ্ত হয, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে ও লোকেও দৃষ্ট হইতেছে, অতএব মৃত্যুকালে ভগবদ্গীতাও কহিতেছেন। যথা। অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরং। যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। ময্যর্পিতমনো-বুদ্ধির্মামেবৈষ্য[৩১]স্যসংশয়ং।। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, অন্তকালে যে জীব কেবল আমাকে স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করে, সে মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা নিশ্চয। যে২ ভাব স্মরণ করতঃ জীব অন্তকালে শরীর ত্যাগ করে সর্ব্বদা সেই ভাবে ভাবিত হইযা সেই ভাব প্রাপ্ত হয। অতএব তুমি সকল কালে আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধও কর, যে আমাতে মনঃ ও বুদ্ধি সমর্পণ করে, সে নিশ্চয আমাকেই পায়। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীর যে ব্রহ্মস্বরূপত্বপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মাণ্ডকে

ব্রহ্মময় দর্শন, তাহার শ্রুতিপ্রমাণ নগরান্তবাসীর পুণ্যপ্রতাপে সম্প্রতি ম্লেচ্ছেরাও বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যরূপে জ্ঞাত আছেন, পণ্ডিতাভিমানীর ন্যায় ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের এরূপ বাঞ্ছা নাই যে, আমি অনেক শ্রুতি জানি এই প্রকারে সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকটে আপনার নাম প্রকাশ কিরূপে হইবেক, সামান্য জাতির নিকটে অগত্যা মন্বাদিবচন প্রকাশ করণেই ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা যে প্রকার কুণ্ঠি[৩২]ত ও দুঃখিত আছেন, তাহা কি কহিতে পারেন।

বিষয় ব্যাপারের নিমিত্ত জাবনিকাদি বিদ্যাভ্যাস, তত্তজ্জাতি ব্যতিরেকে তাহা কিরূপে হইতে পারে। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের সর্ব্বজনগোচর সমাচার পত্রে মন্বাদিবচনসহিত প্রশ্ন-চতুষ্টয় প্রকাশ করণ, পণ্ডিতাভিমানীর বেদান্ত প্রকাশের ন্যায় ম্লেচ্ছাদিগের বোধার্থ নহে, কিন্তু সকলের অনর্থের মূলীভূত ব্যক্তিবিশেষকে জ্ঞাত হইয়া সকলের তৎসংসর্গ পরিত্যাগার্থ ও জগতের মঙ্গলার্থ তাহা ক্রমে হইতেছে ও হইবেক, তবে যে, ম্লেচ্ছের বোধে উদ্দেশ্যতার অভাবেও পাপের আশঙ্কা, সে অবোধ মাত্র, মহাপুণ্যজনক কর্ম্মেও কি অল্প দোষ ক্ষতিকর হয়। এবং জাবনিক বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ বলিয়া নগরান্তবাসী মহাশয়কে কে নিন্দা করে, ইত্যাদি বিষয় লিখনে লিপিপরিষ্কারক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের হস্তবেদনামাত্র* এ কি দ্রব্য[৩৩]গুণবশতঃ, কি চিত্তবিকারনিমিত্ত, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি*

দৈবাৎ সমাগত, কদাচিদাগত ও সদাগত অতিমান্য, মান্য ও সামান্য, কোন্ যুগে না ছিলেন ও না আছেন, কোন্ যুগেই বা যে লোক যদ্রূপ, তাঁহার তদ্রূপ সম্মান না হইয়াছে ও না হইতেছে, দৈবাৎ সমাগত, অতিমান্য নারদাদির কোন্ স্থানে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভ্যর্থনা পৃথক্ আসন প্রদান পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়করণক পূজা না হইয়াছে, কদাচিদাগত মান্য রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ ধৌম্য প্রভৃতির দশরথ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নিকটে কি বিশিষ্ট সমাদর না হইয়াছে, এবং সদাগত সামান্য ব্যক্তিরো সর্ব্বকালেই কি উত্তমের কি অধমের নিকটে যথোচিত সামান্যাদরের কি কুত্রাপি অভাব আছে। যো যত্র সততং যাতি ভুঙ্‌ক্তে চাপি নিরন্তরং। স তত্র লঘুতাং যাতি যদি শক্রসমো ভবেৎ।। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে স্থানে সতত গমনাগমন করেন, সে ব্যক্তির সে স্থানে [৩৪] লঘু সমাদর অবশ্যই হয়, যদ্যপি তেঁহ ইন্দ্রতুল্যও হয়েন, কিন্তু তাহাতে না তাঁহার উত্তমতার অল্পতা, না সম্বর্দ্ধক ব্যক্তির দোষভাগিতা হয়, দৈবাৎ আবাহিত ইন্দ্রাদি দেবতারো ষোড়শোপচারে পূজা হয়, প্রতিনিয়ত শালগ্রামশিলারো গন্ধপুষ্পমাত্রেই পূজা হয়, দেখ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের পাদপ্রক্ষালনোদক দানার্থ, নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে কি তাঁহার অনুত্তমতা ও অমান্যতা হইয়াছে, কি যুধিষ্ঠির নিন্দিত ও পাপী হইয়াছেন, এই সকল দৃষ্টিতে কার্য্যবশতঃ কিম্বা সম্প্রীতিবশতঃ নিয়ত গমনাগমন-কারী অতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরো সতত সমাগমনপ্রযুক্ত সমাদরের তারতম্যে শূদ্র ও ব্রাহ্মণের কিরূপে জঘন্যতা ও দোষভাগিতা সম্ভব হয়, শূদ্রস্থানে ব্রাহ্মণের আগমনে শূদ্র কর্তৃক গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বতন্ত্রাসন প্রদান বিনা একাসনে সহোপবেশনে ব্রাহ্মণের পাতিত্যবিধায়ক যে বচন, তাহার এই [৩৫] তাৎপর্য্য যুক্তিসিদ্ধ হয় কি না যে, স্বস্থানে দৈবাৎ সমাগত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ দর্শনে এইরূপ বিশেষ সম্বর্দ্ধনার অকরণে শূদ্র, পাতিত্য জন্মান ও ব্রাহ্মণ পতিত হয়েন। পরন্তু, জাতিব্রাহ্মণ কর্ম্মশূদ্রের দোষক্ষালন শূদ্রনিন্দা দ্বারা হয় না এবং এমৎ কোন্ শূদ্র আছে যে, সর্ব্বারাধ্য ভূদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিগকে দেখিয়া অভ্যুত্থান ও ভিন্নাসন প্রদান না করে এবং যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত বিষয় ব্যাপারে নিযুক্ত অহরহ অবিরত সমাগত দ্বিজের প্রতি পৌনঃপুন্য গাত্রোত্থানাসম্ভবেও তাহারা প্রয়োজনাধীন স্বতন্ত্রাসনে উপবেশন করেন এবং তাবৎ ধনী মানী বিশিষ্ট শূদ্রগৃহে প্রতিনিয়ত ও কর্ম্মোপলক্ষো ব্রাহ্মণ শূদ্রের পৃথক্ পৃথক্ আসন হইয়া থাকে, তাহা ভ্রান্ততত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞানের বিষয় কি, যেহেতুক, স্বয়ং দুরাচার ও স্বদেশে বিদেশে অব্যবহার্য্য এ প্রযুক্ত ভদ্রলোকের বাটীতে ও সভাতে তাঁহার গমনের প্রসক্তি কি, এবং পণ্ডিতাভিমানীর পূর্ব্বোক্ত মনু পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্ম[৩৬]বৈবর্ত্ত পুরাণের বচন

জানিবারি বা সম্ভাবনা কি, সুতরাং দ্রব্যগুণবশতঃ যাহা চিত্তমধ্যে উদয় হয়, তাহাই অনর্গল জল্পন করেন।

স্ববিদ্যার্জ্জিত ধনদ্বারা অবশ্য পোষ্য কুটুম্ব ভরণ ও ধনসাধ্য স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশে বিদ্যাভ্যাসকালে তৎপ্রতিবন্ধক অবশ্য পোষ্য পরিবার পোষণ নিমিত্ত দুশ্চিন্তানিরাকরণার্থ মনুবচনপ্রমাণে অগত্যা কিয়ৎকাল অল্পায়াসসাধ্য দেশভাষাধ্যাপনে কি পাপ হয়। যথা—মনুঃ। বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ। অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ।। অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতা ও বৃদ্ধ পিতা সাধ্বী ভার্য্যা এবং শিশুসন্তান এই সকলকে শত সহস্র অসৎকর্ম্ম স্বীকার করিয়াও ভরণ করিবেক, ইহা মনু কহিয়াছেন। অতএব মাতৃপোষণে পারদার্য্যেও দোষাভাব, জীমূতবাহনাদির গ্রন্থে উক্ত আছে, তাহা যদ্যপি দৃষ্ট না হয় তথাপি শ্রুত হইতে পারিবেক* ভাষাপরিচ্ছেদে দ্রব্যাদি [৩৭] পদার্থের নিরূপণ, তাহার ভাষা বিক্রয়ে ন্যায়দর্শনের ভাষা বিক্রয় কিরূপে হইতে পারে, তাহাতেই বা কি পাপ' যদ্যপি পণ্ডিতাভিমানীর মতে ভাষাপরিচ্ছেদও ন্যায়দর্শন হয়, তবে তাহার ভাষা প্রকাশের ও সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকটে তাহার বিক্রয়ের এই অভিপ্রায় কেন বোধ না করেন যে, আশু মনোরঞ্জক, প্রতারক, নাস্তিকপথগমনে উদ্যত অজ্ঞানান্ধিবিড়ম্বিতমিবাবৃতনয়ন জনগণের নাস্তিকপথপ্রস্থান নিরাকরণার্থ ও মুদ্রাকরগণের ব্যয়ার্থ তাহার ভাষারচন ও বিক্রয়করণ, যেহেতু, গোতম মুনি, দুঃখপঙ্কনিমগ্ন জগদুদ্ধরণ ও নাস্তিকমত খণ্ডন নিমিত্ত ন্যায়দর্শনের প্রকাশ করিয়াছেন, ম্লেচ্ছসংসর্গের উত্তর ২৮ পৃষ্ঠে ১৩ পঙ্ক্তিতে পূর্ব্বেই করিয়াছি, কিন্তু ম্লেচ্ছনিকটে ভাষারচিত বেদান্তদর্শনের প্রদানে অনেকে স্বধর্ম্মচ্যুত কহিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন সে তাহারদিগের অনুচিত, যেহেতু, প্রয়াগে মূত্রিতং যেন তস্য গঙ্গা বরাটিকা [৩৮] অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম হয় যে প্রয়াগে তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া মূত্রত্যাগ করিয়াছেন যে পুণ্যবান্, তাঁহার কেবল গঙ্গায় মূত্রত্যাগ কি আশ্চর্য্য। অর্থসহিত বেদমাতা গায়ত্রীই ম্লেচ্ছহস্তে সমর্পণ করিয়াছেন যে সজ্জন সৎসন্তান তাঁহার ভাষারচিত বেদান্তদর্শন ম্লেচ্ছনিকটে সমর্পণ কোন্ বিচিত্র। অতএব দোষাকর শশধরের, মাসবিশেষের তিথিবিশেষে তদ্দর্শক নির্দ্দোষে স্বদোষ সমর্পণের ন্যায়, স্বয়ং প্রকৃত খ্যাত স্বধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তি, তদ্দোষ প্রকাশক অধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিসকলে স্বীয় স্বধর্ম্মচ্যুত দোষ সমর্পণ করিলে যদ্যপি তাঁহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত কহিলে কলঙ্কীকে কলঙ্কী কথনের ন্যায় স্বরূপকথন দোষ না হয় তথাপি তাঁহার স্বধর্ম্মচ্যুতত্ব দোষের সাধনে সিদ্ধসাধনদোষ অবশ্যই হইবেক।।

[৩৯] **ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।**—যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে পূর্ব্বোক্ত বচনসকল...কি কহিতে পারি।

[...৪০] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।**—পণ্ডিতাভিমানী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের নিন্দাকরণার্থ, শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্ক ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচনসকলকে যে নিন্দার্থবাদ কহিয়াছেন, সে যথার্থ, কিন্তু যেমন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী আপনার যথার্থবাদকে নিন্দার্থবাদ জ্ঞান করিয়া আপনাকে আপনিই অনিন্দিত জ্ঞান করিয়াছেন, তেমন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা অত্যল্প নিন্দাবাদেও অত্যন্ত পাপবোধে আপনাকে অনিন্দিত জ্ঞান করেন না, যেহেতু, গোমূত্রমাত্রেণ পয়ো বিনষ্টং তক্রেণ গোমূত্রগতেন কিম্বা। অর্থাৎ গোমূত্রকণিকামাত্র স্পর্শেই দুগ্ধ দুষ্ট হয়, কিন্তু গোমূত্র বর্ষণেও তক্রের পূর্ব্বেও যে ভাব পরেও [৪১] সেই ভাব, অতএব তাঁহারা ২৯ পৃষ্ঠে ২ পঙ্ক্তিতে পূর্ব্বেই আত্মনিন্দাদোষের পরিহরণ করিয়াছেন, পরের নিন্দাবাদে আপনার যথার্থবাদ কি অযথার্থবাদ হয় বরঞ্চ সেই যথার্থবাদ অপূর্ব্ব না হইয়া অতিপূর্ব্বই হয়। সে যাহা হউক, পণ্ডিতাভিমানীর এ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে কোন্ বচন নিন্দার্থবাদ ও কোন্ বচন না যথার্থবাদ হইতে পারে যে যে বচনে পাপবিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তবিশেষ এবং নরকবিশেষ উক্ত নাই, কেবল কর্ত্তার ভয়প্রদর্শনমাত্র, সেই

সেই বচন নিন্দার্থবাদ হয়। যথা। অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি যে। প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতস্তৎ পাপং তেষু গচ্ছতি।। অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক প্রায়শ্চিত্তোপদেশক হইলে পাপী কদাচিৎ পাপমুক্ত হইবেক, কিন্তু তেঁহ তৎপাপভাগী হইবেন। ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ স্তেয়ে চ গুরুতল্পগে। নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।। অর্থাৎ ব্রহ্মঘ্ন সুবর্ণচোর ও গুরুপত্ন্যাদিগামী, ই[৪২]হারদিগেরও নিষ্কৃতি মন্বাদি কহিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই। বহুশত্রুঃ পটোলে স্যাদ্ধহানিস্তু মূলকে। অর্থাৎ তৃতীয়াতে পটোল ভক্ষণে বহু শত্রু হয় এবং চতুর্থীতে মূলক ভক্ষণে ধনহানি হয় ইত্যাদি। এবং কুশুম্ভং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পূতিকাং তথা। ভক্ষয়ন্ পতিতশ্চ স্যাদপি বেদান্তগো দ্বিজঃ।। অর্থাৎ কুশুম্ভশাক নালিকাশাক ক্ষুদ্রবার্ত্তাকী ও পূতিকা এই সকল দ্রব্য ভক্ষণে পতিত হয়, যদ্যপি তেঁহ বেদের পারদর্শী ব্রাহ্মণও হয়েন। এবং যে২ বচন, কর্ত্তার নরক প্রায়শ্চিত্তবিশেষ ও ত্যাগাদির প্রতিপাদক, সেই সেই বচন যথার্থবাদ হয়। যথা। স্ত্রীতৈল-মাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্। বিন্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং মৃতঃ।। অর্থাৎ এই পঞ্চ পর্ব্বে স্ত্রীসঙ্গী তৈলাভ্যঙ্গী মাংসভোজী পুরুষ বিষ্ঠামূত্রভোজননামক নরকে গমন করে। আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ। ছিত্বা লিঙ্গং বধস্তস্য সকামায়াঃ স্ত্রিয়াস্তথা।। অ[৪৩]র্থাৎ আচার্য্যপত্নীগমন কিম্বা কন্যাগমন করে যে, তাহার নাম গুরু-তল্পগ, তাহার লিংগচ্ছেদপূর্ব্বক বধ করিবেন, সকামা স্ত্রীরও সেইরূপ দণ্ড। হীনবর্ণোপ-ভোগ্যা যা ত্যজ্যা বধ্যাপি বা ভবেৎ। অর্থাৎ নীচজাতির ভুক্তা যে স্ত্রী সে পতির ত্যজ্যা কিম্বা বধ্যা হয়। এবং মহাপাতকী প্রভৃতি অধিকার করিয়া কহিয়াছেন। ত্যজেদ্দেশং কৃত-যুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ। দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারন্তু কলৌ যুগে।। অর্থাৎ সত্য-যুগে মহাপাতকী প্রভৃতির দেশ পরিত্যাগ করিবেক, ত্রেতাযুগে সে গ্রাম, দ্বাপর যুগে পাপী ব্যক্তির কুল এবং কলিযুগে পাপকর্ত্তাকে ত্যাগ করিবেক, যেহেতু পাপীর সংসর্গে তত্তুল্য পাপ হয়, পণ্ডিতাভিমানী মহাশয় এই সকল বচনকে নিন্দার্থবাদ কহিবেন, কি যথার্থবাদ কহিবেন, অবশ্যই যথার্থবাদ কহিবেন, অন্যথা গুরুতল্পগ প্রভৃতির বধাদি এবং কলিযুগে পাপকর্ত্তার পরিত্যাগ হইতে পারে না এবং পাপীর সংসর্গে প্রা[৪৪]য়শ্চিত্তবিধিরো বৈয়র্থ্য হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি ইত্যাদি বচনসকলকেও অবশ্যই নিন্দার্থবাদ কহিবেন, অন্যথা ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করিলে পাপী ব্যক্তির তৎপাপের প্রায়শ্চিত্ত উপদেশক ব্যক্তিকেও করিতে হয়, ইহা কোন শাস্ত্রে কোন নিবন্ধকর্ত্তা লিখেন নাই, অতএব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের নিন্দার্থ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রকাশিত, শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্ক ইত্যাদি বচনসকলকে তেঁহ নিন্দার্থবাদ কহিযাছেন ও এক্ষণেও কহিবেন, কিন্তু ভাক্ততত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের প্রতি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের লিখিত যে, সংসারবিষয়াসক্তং ইত্যাদি তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা ইত্যন্ত যোগবাশিষ্ঠবচন, তাহাকে তেঁহ এক্ষণে যথার্থবাদ কহিবেন কি না কি জানি, তেঁহ নিজে পণ্ডিতাভিমানী, যদ্যপি স্নানুচর জীবগণের নিকটে অভিমানভঙ্গভয়ে না কহেন ও সে জীবেরাও কিঞ্চিদ্বোধ করিতে না [৪৫] পারেন, তথাপি অপক্ষপাতী মধ্যস্থ মহাশয়েরাও কি বোধ করিবেন না এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী কহেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত যোগবাশিষ্ঠবচনের এই তাৎপর্য্য যে, সংসার বিষয়ে আসক্ত হওয়া ও আপনাকে জ্ঞানী স্বীকার করা জ্ঞানীর জন্যে নিষিদ্ধ এতাবন্মাত্র অর্থাৎ অন্ত্যজসংসর্গের ন্যায় ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর সংসর্গ ভদ্রলোকের অকর্ত্তব্য, সে বচনের এ তাৎপর্য্য নহে এ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রকাশ, কারণ, তাঁহার মতে বুঝি গুরুতল্পগদিগের বিষয়ে যে২ পূর্ব্বোক্ত বচন, তাহারও এইরূপ তাৎপর্য্য যে গুরুতল্পগ প্রভৃতির বধাদি হইবে না, কেবল আচার্য্যপত্নীগমনাদিই নিষিদ্ধ, কি আশ্চর্য্য, আত্মদোষক্ষালনার্থ কি শাস্ত্রের যথার্থাপলাপও করিতে হয়, পণ্ডিতাভিমানীর কি ধর্ম্মই এই, এক্ষণে মধ্যস্থ মহাশয়েরা এরূপ জ্ঞান করিবেন কি না যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর নিকটেই

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর নিস্তার পাওয়া ভার ইহাতে ধর্ম্মের নি[৪৬]কটে কিরূপে নিস্তার পাইবেন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা, তাঁহারদিগের নিন্দা করিবার এক্ষণে কোন উপায় দেখিতে পান্ কি না? এবং অপূর্ব্বজ্ঞানিসকলকে কোন শব্দ কহিতে পারেন কি না? ইহাতে নিবৃত্তর হইবেন না, স্বরূপ কথনে যদ্যপি নিবৃত্তর হইতে হয়, তথাপি পরের আরোপিত দোষোৎকীর্ত্তনে

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।- বস্তুত যোগবাশিষ্ঠের যে শ্লোক, গুণের আরোপ করিয়া থাকেন। বিশিষ্ট মহাশয়দিগের অবশ্যই অত্যন্ত উৎসাহবৃদ্ধি হইবেক।

[.. ৪৮] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।**—ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত যে সংসার-বিষয়াসক্তং ইত্যাদি যোগবাশিষ্ঠবচন, তাহার প্রকৃত অর্থই এই যে, সাংসারিক সুখে আসক্ত, অথচ আপ[৪৯]নাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহে, অর্থাৎ যে লোক, সুগন্ধি সুকুসুমরচিত মাল্য চন্দন দিব্য বসন ভূষণ ধারণ স্বাভিলষিত ভোজন দিব্যাঙ্গনা সম্ভোগজন্য সুখে সতত অত্যন্ত অনুবর্ত্তচিত্তনিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হয়, যেমন নবযুবকের রতিরসাস্বাদনে নবযুবতি বৃদ্ধ পতির প্রতি বিরক্তা, ফলতঃ যেমন নবযুবকে আসক্ত নবযুবতির বৃদ্ধ পতির প্রতি মৌখিক প্রীতি, তেমন সাংসারিক সুখে আসক্ত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি মৌখিক প্রীতি মাত্র। এবং কর্ম্মকাণ্ডের অকরণার্থ আমি ব্রহ্মজ্ঞানী আমার কর্ম্মকাণ্ডে প্রয়োজন কি এই কথা কহিয়া লোকসকলকে প্রতারণা করে এতাদৃশ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা কর্ম্ম ও ব্রহ্ম হইতে ভ্রষ্ট ও অন্ত্যজের ন্যায় ত্যজ্য অর্থাৎ উভয়বর্জ্জিত না স্বর্গ, না ব্রহ্ম পায়, ক্লীবের ন্যায় পণ্ড হয়, না পুংধর্ম্ম না স্ত্রীধর্ম্ম, অতএব সুতরাং ম্লেচ্ছাদির সংসর্গের ন্যায় তাঁহার-দিগের সংস[৫০]র্গও বিশিষ্ট লোকের অকর্ত্তব্য, যেহেতু, সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা।। কুলার্ণবে এই প্রকার পাঠ দেখিতেছি। এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ও পূর্ব্বে আপনার অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতার ২ পৃষ্ঠে ১৬ পঙ্‌ক্তিতে যোগবাশিষ্ঠবচনের তাৎপর্য্যার্থ লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি সংসারসুখে আসক্ত হইয়া ইত্যাদি। অতএব পূর্ব্বলিখনের বিস্মরণে যোগবাশিষ্ঠবচনের পুনর্ব্বার স্বমত রক্ষার্থ অন্যার্থ কল্পনা করিয়া যোগবাশিষ্ঠের বচনান্তর কথনে ও নিরর্থ নানাবাক্যোচ্চারণে উন্মত্তপ্রলাপ এবং তাঁহার বস্তুতঃ অবস্তুতঃ হয় কি না? যদ্যপি প্রলাপের উত্তর প্রদানে উত্তরকর্ত্তার বাক্যও তদ্রূপ হয়, তথাপি প্রথমাবধিই অগত্যা তদ্দোষ স্বীকারে প্রলাপেরো শান্তি করা কর্ত্তব্য হয়। সে যাহা হউক্, যেমন যোগবাশিষ্ঠের বহির্ব্যাপারসংরম্ভ ইত্যাদি শ্লোকের উত্থাপন করিয়া জনকার্জ্জুনের দৃষ্টান্ত [৫১] দ্বারা আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক আপনারদিগের বৈষয়িক ব্যাপার করণ সুসিদ্ধ করিতেছেন, তেমন তল্লোক্ত বচনান্তরের দ্বারা ঐ জনকার্জ্জুনের লৌকিকাচার দৃষ্টিতে কলির জ্ঞানী মহাশয়দিগের লৌকিকাচার কর্ত্তব্য, কি সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ ও সাবানের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন ক্ষৌরকর্ম্ম, ইত্যাদি লোকবিরুদ্ধ কর্ম্মই কর্ত্তব্য হয়। যথা। শিবতুল্যোহপি যো যোগী গৃহস্থশ্চ যদা ভবেৎ। তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ।। অর্থাৎ গৃহস্থ যোগী যদ্যপি শিবতুল্যও হয়েন তথাপি লৌকিকাচারের লঙ্ঘন মনেতেও করিবেন না। যদি কহেন যে, কর্ম্মীদিগের বিপরীত কর্ম্ম না করিলে কলির জ্ঞানী হওয়া হয় না, তবে যেমন জবনেরা ব্রাহ্মণাদি জাতির বিপরীত তাবৎ কর্ম্ম করে, তেমন মুক্তকচ্ছ হওয়া দণ্ডায়মান হইয়া মূত্রত্যাগ করা ও মলমূত্রত্যাগানন্তর জলশৌচ না করা, ইত্যাদি কর্ম্মীদিগের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া কলির সম্পূর্ণ জ্ঞানী হওয়া [৫২] তাঁহারদিগের উচিত হয় কি না? ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা এ সকল কর্ম্ম বুঝি না করিয়া থাকেন, কি তাহাতেও বা পরমেশ্বরকে সাক্ষী করেন? মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্বরই জানেন, এ অতিযথার্থ বটে, যেহেতু তেঁহ সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী, কিন্তু মনুষ্যেও বাহ্য চিহ্নের দ্বারা সে ভাব বোধ করিতে পারেন। নতুবা দুষ্ট ও শিষ্ট কিরূপে বোধ হইতেছে, হস্তপাদাদির কোন বৈলক্ষণ্য নাই, সকলেই দুষ্ট কি সকলেই শিষ্ট কেন না হয়। অতএব দুষ্টের লক্ষণ যাহাতে মনের যথার্থ

ভাব বোধ হয়, তাহা শাস্ত্রে কহিতেছেন। যথা পরাশরঃ। বাহ্যৈর্বিভাবয়েল্লিঙ্গৈর্ভাবমন্তর্গতং নৃণাং। স্বরবর্ণেঙ্গিতাকারৈশ্চক্ষুষা চেষ্টিতেন চ।। অর্থাৎ সুবোধ লোকেরা বাহ্য চিহ্নের দ্বারা দুষ্টের অন্তর্গত ভাব বোধ করিবেন, সেই বাহ্য চিহ্ন, গদ্‌গদস্বর বৈবর্ণ্য ইঙ্গিত আকার চক্ষুঃ ও চেষ্টা। এবং কলির জ্ঞানীদিগের অন্তর্গত ভাব যোগবাশিষ্ঠের বচনান্তরের দ্বারাও বোধ হইতেছে। [৫৩] যথা। সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে চ কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।। অর্থাৎ পাপ কলিকাল প্রবল হইলে সকলেই মুখে আমি ব্রহ্ম জ্ঞানি এই কথামাত্র কহিবেক, হে মৈত্রেয়, কিন্তু কেহ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবে না, যেহেতু সকল লোক শিশ্নোদরপরায়ণ হইবেক, অর্থাৎ বেশ্যাসেবন ও স্বোদরপূরণ মাত্রকেই স্বর্গসাধন করিয়া জানিবেক। এ বচনের যথার্থ লক্ষণাক্রান্ত কলির জ্ঞানী মহাশয়েরা, তাহা অপক্ষপাতী মহাশয়দিগের অগোচর কি, যদি বিশেষ অনুধাবন না করিয়া থাকেন, তবে কিঞ্চিন্মনোযোগ করিলেই অবগত হইবেন। অতএব পরমেশ্বরকে মনের যথার্থভাবে সাক্ষী করিয়া সামান্য মনুষ্যকেই প্রতারণা করা অসাধ্য ইহাতে সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী জগৎসাক্ষী যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে কিরূপে তাহারা প্রতারণা করিতে ইচ্ছা করেন, এ প্রকার দুর্ব্বোধ কেবল ঈশ্বরের বিড়ম্বনা বিনা কি বোধ হইতে পারে। এবং কলির জ্ঞানী মহাশ[৫৪]য়েরা বিষয় ব্যাপারে আসক্ত, কি অনাসক্ত, এই দুয়ের অনুভবের সম্ভাবনা কি, প্রথম পক্ষের বিলক্ষণ অনুভব হইতেছে, দুর্জ্জনেরা সজ্জনকে চিরকালই দুর্জ্জন কহিয়া থাকে, তাহাতে কি দুর্জ্জনের দুর্জ্জনত্ব ও সজ্জনের সজ্জনত্ব দূর হয়। উভয়ভ্রষ্ট মহাশয়েরাই চিরকাল সজ্জননিন্দক, যেমন জনকেরাও ব্রাহ্মণাদির নিন্দক, ভাক্তত‌ত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের কি দুর্ব্বুদ্ধি, জনকাদির বৈষয়িক ব্যাপারে নিজমনঃকল্পিত নিন্দকের উল্লেখ করিয়া আপনাদিগেরো জ্ঞানিত্ব সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, যেমন সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দৃষ্টান্ত দিয়া পরদারগমনেও দোষাভাব সিদ্ধ করিয়া থাকেন, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, কোন গুণসাগর উত্তমের দৃষ্টান্তে কোন দোষসাগর অধমের কি দোষরাশি খণ্ডন হয়, এবং রত্নাকর সমুদ্রের সহিত ও সুধাকর চন্দ্রের সহিত কি কূপের ও জ্যোতিরিঙ্গনের কোন অংশে দৃ[৫৫]ষ্টান্ত হয়, আর ইদানীন্তন জ্ঞানীদিগের বিষয়ে জনকাদির দৃষ্টান্তের এ তাৎপর্য্য নহে যে, এহাঁরা তাঁহারদিগের তুল্য, এই বাক্যের দ্বারা শিষ্টাচরণে এইরূপ বোধ হয় কি না যে, ভাক্তত‌ত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের মনেং এইরূপ অভিমান আছে যে, সকল লোক আমারদিগকে জনকাদির তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, এ প্রকার ভ্রান্ত কে আছে যে, ভাক্তত‌ত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগকে জনকাদির তুল্য জ্ঞান করে, যদ্যপি অশ্বলোম অতি নির্ম্মল এবং শূকর কৃশম লাহারীও হয়, তথাপি মলিন শ্বেত চামরের এবং অভক্ষ্যভক্ষক গোর কোন অংশে কি কখন তুল্য হইতে পারে? এবং যথার্থজ্ঞানীর বিপক্ষ কে আছে, ভাক্তত‌ত্ত্ব-জ্ঞানীর বিপক্ষ সর্ব্বকালেই আছে, কিন্তু অন্য যুগের ন্যায় ক্ষত্রিয় রাজা হইলে দুর্ব্বল বিপক্ষ, কি প্রবল বিপক্ষ, তাহা বিলক্ষণরূপেই বোধ করিতেন, এবং সুজন ও দুর্জ্জন সর্ব্বকালেই আছে, সে সত্য, কিন্তু যে মহাশয়েরা নারদকে দাসীপুত্র, ব্যাস[৫৬]দেবকে ধীবরকন্যাজাত, পঞ্চ পাণ্ডবকে জারজ, ব্রহ্মাকে কন্যাগামী মহাভারতকে উপন্যাস, দেবপ্রতিমাকে মৃত্তিকা, এবং শালগ্রামকে শিলা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা সুজন, কি দুর্জ্জন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। এবং কোন্ দুর্জ্জন দুগ্ধকে তক্র, শর্করাকে বালুকা, শ্বেত চামরকে অশ্বলোম, সুবর্ণকে পিত্তল, পদ্মপুষ্পকে তগর, সিংহকে কুক্কুর ও অশ্বকে গর্দ্দভ বলিয়া নিন্দা করে, এবং কোন্ সুজনই বা তক্রকে দুগ্ধ, বালুকাকে শর্করা, অশ্বলোমকে শ্বেতচামর, পিত্তলকে স্বর্ণ, তগরপুষ্পকে পদ্ম, কুক্কুরকে সিংহ ও গর্দ্দভকে অশ্ব বলিয়া প্রশংসা করেন? কিন্তু কার্য্যানুরোধে দণ্ডবাহককে কর্ণধার অর্থাৎ দাঁড়ীকে মাঝি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা, তাঁহারদিগকে তৃতীয় প্রশ্নে যে,আত্মতত্ত্বজ্ঞানী কহিয়াছেন, সেও সেইরূপ উপহাসমাত্র" তাহাতেই বুঝি, কর্ণধার সম্বোধনে দণ্ডবাহকের ন্যা[য়] [৫৭]

আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় আপনার জ্ঞানিত্ব যথার্থ করিতে প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন, যেমন দৈবাৎ বৃহৎ নীলের কুণ্ডে পতিত, পরমায়ুর বলে পুনরুত্থিত ধূর্ত্ত শৃগাল, আপনার দিব্য নীল বর্ণ দেখিয়া বন্য পশুগণের নিকটে আপনার প্রতি বনদেবতার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পশুর রাজা হইতে বহু যত্ন করিয়াছিল, কিন্তু যুগসহস্রে শত সহস্র যত্নেও কি কাক শুক, গর্দ্দভ অশ্ব, এবং কুক্কুর সিংহ হইতে পারে, এ অনর্থ চেষ্টামাত্র, যেমন সেই নীলবর্ণ শৃগাল, পশুগণকে প্রতারণা করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পশুর রাজা হইয়া পশ্চাৎ স্বভাবদোষে নষ্ট হইয়াছিল, তেমন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ও অনালোচক লোকগণের নিকটে কিঞ্চিৎ কাল জ্ঞানিত্ব প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ স্বভাবদোষে সেই নীল শৃগালের দশা প্রাপ্ত হইবেন, অথবা যেমন চটক খঞ্জনের নৃত্যশিক্ষার যত্ন করিয়া লাভে হইতে আপনার নৃত্য বিস্মৃত হইয়াছিল, তা[৫৮]হার সেইরূপই হইবেক, এবং দুর্জ্জন বিশ্বা সুজন, দোষ ও গুণ উভয়ের একাধারের সম্ভাবনা স্থলে কি করিয়া থাকেন

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর। ঐ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত যোগবাশিষ্ঠবচনে অভিমান কর এ পর্য্যন্ত কথা।।

[৫৯] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।**—ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় প্রথমতঃ স্বীকার করেন যে, ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত অথচ কহে যে, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী সে সুতরাং কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্ট, অতএব সে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যজ্য, পশ্চাৎ কহেন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে না জানে সেই কহে যে, আমি ব্রহ্মকে জানি, কিন্তু যে ব্যক্তি জানে, সে কদাচ কহে না, তবে দুর্জ্জন ও খলেরা মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, তুমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহিয়া থাক। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এই কপট বাক্যের দ্বারা এই বোধ হয় কি না যে, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় আপনাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী কহিতেছেন, অতএব তেঁহ উভয়ভ্রষ্ট ও ত্যজ্য হবেন কি না? এবং সেই অপবাদ যথার্থবাদ হয় কি না? এবং যথার্থবক্তা দুর্জ্জন ও খল কি, যে যথার্থবক্তাকে দুর্জ্জন ও খল কহে, সেই দুর্জ্জন ও খলের মধ্যে অতি[৬০]পূর্ব্ব হয়? অপক্ষপাতী মহাশয়েরা যথার্থ বিবেচনা করিবেন, যদি কহেন, যে না জানে সেই কহে, যে জানে, সে কহে না, এ বাক্যের এ তাৎপর্য্য নহে যে, আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহা, কিন্তু যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বরূপ বর্ণনমাত্র, তবে সে কথান্তর, এ বাক্য অসম্বন্ধ প্রলাপ মাত্র, এবং দুর্জ্জন খলে মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, তুমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহিয়া থাক, এই ক্রোধোক্তি অনর্থ এবং তেঁহ যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও এই ক্রোধোক্তি করিতেন না। যদি তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় দুই চারি কথা কহিলেই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী হয়, তবে কে না হইতে পারে? এবং চৈত্রোৎসব সময়ে ইতর লোকসকলকেও যথার্থ সংন্যাসী কেন না কহা যায়? এবং বেশমাত্রধারী হইলেও তাহার সেইরূপ হয়, যেমন এক মেষপালক, ব্যাঘ্র হইতে মেষগণ রক্ষণার্থ রাত্রিযোগে কৃষ্ণবর্ণ কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত করিয়া সিংহবেশধারী হইয়া বহুকাল মেষ রক্ষা করিত, পশ্চাৎ এক সুবুদ্ধি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক [৬১] সেই মেষগণের সহিত সেই মেষপালক ভক্ষিত হইয়াছিল, সে যাহা হউক, শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা অমান ও অদম্ভ ইত্যাদি সকল বিষয় জ্ঞানীদিগের সাধনাবস্থায় যত্নসাধ্য এবং সিদ্ধাবস্থায় স্বভাবসিদ্ধ হয়, তাহা গীতা ও তাহার টীকাকার শ্রীধরস্বামিকর্তৃক বর্ণিত আছে কিন্তু যদি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতার ১১ পৃষ্ঠে ১১ পঙ্‌ক্তিতে লিখিত প্রণব ও গায়ত্রী এই দুই নিগূঢ় শাস্ত্রে নঞ্‌পূর্ব্ব শমদমাদি কলির জ্ঞানীদিগের সাধনাবস্থায় যত্নসাধ্য এবং সিদ্ধাবস্থায় স্বভাবসিদ্ধ হয়, তবে কলির জ্ঞানী মহাশয়দিগকে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী কহিয়া নিন্দা করা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের অতি অনুচিত, অতএব তাঁহারদিগকে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীরো অধম কহা যায় না যেহেতু, তাঁহারদিগের প্রণবাদি নিগূঢ় শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থের অনুসারে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী অপ্রসিদ্ধ হয়। পরন্তু প্রথমতঃ বেদান্তে ব্রহ্মজিজ্ঞা[৬২]সার অধিকারীর লক্ষণ কহিয়াছেন। যথা। ইহামুত্র ফলভোগবিরাগনিত্যানিত্যবস্তু-

বিবেকশমাদিসাধনষট্‌কসম্পন্নমুমুক্ষুত্বানি অধিকারিবিশেষণানি। অর্থাৎ যে জন ইহলোকে ও পরলোকে ফলভোগকামনারহিত এবং এই পদার্থ নিত্য, এই পদার্থ অনিত্য, এইরূপ বস্তুবিবেচনাকর্ত্তা এবং শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা, এই সাধনষট্‌কবিশিষ্ট এবং মুমুক্ষু হয়েন, তেঁহ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। জ্ঞানসাধনের প্রকার ভগবদ্‌গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন। যথা। অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং। আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং।। অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ।। ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্য[৬৩]ভিচারিণী। বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি।। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং। এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞানসাধক হয়েন, তেঁহ অভিমান, দম্ভ ও হিংসা পরিত্যাগ করিবেন, ক্ষমাশীল ও সরলান্তঃকরণ হইবেন এবং শুচি, স্থিরচিত্ত ও সংযত হইয়া আচার্য্যের উপাসনা করিবেন। ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকলে বৈরাগ্যবিশিষ্ট ও নিরহঙ্কার হইবেন, এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা, নানা ব্যাধি ও নানা দুঃখ, এইরূপে সংসারের নানা দোষ দর্শন করিবেন। স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে প্রীতি ত্যাগ ও পুত্রাদির সুখে ও দুঃখে সুখদুঃখ ত্যাগ করিবেন এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়েতেই সমভাব হইবেন। ব্রহ্মরূপ আমাতে অনন্যচিত্তে অচলা ভক্তি, শুদ্ধ নিভৃত স্থানে বসতি, প্রাকৃত জনসভাতে অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ দর্শন করিবেন, এই সকল জ্ঞানের প্রকার, ইহার [৬৪] বিপরীত জ্ঞানবিরোধী যে মান ও দম্ভ প্রভৃতি তাহা সর্ব্বথা ত্যাজ্য। এবং ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ এইরূপ কথিত আছে। যথা দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে।। অর্থাৎ দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখেতেও নিস্পৃহ, বিষয়ানুরাগশূন্য, অভয়, অক্রোধ, এবং মুনি অর্থাৎ মৌনশীল যে মনুষ্য, তাঁহার নাম স্থিতধী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী। এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রকারও ভগবদ্‌গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন। যথা। সিদ্ধিম্প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।। বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ।। বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং। বিমুচ্য নি[৬৫]র্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসকের যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, তাহা শ্রবণ কর, জ্ঞানের যে উৎকৃষ্টা নিষ্ঠা, তাহা তোমাকে সংক্ষেপে কহি, সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিক ধৈর্য্যাবলম্বনে নিশ্চলা বুদ্ধি করিয়া শ্রবণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং তাহাতে রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করিবেন, পশ্চাৎ শুদ্ধদেশবাসী, লঘ্বাশী, সংযতবাক্য, সংযতকায়, সংযতমানস, ব্রহ্মধ্যানে তৎপর এবং সর্ব্বদা বৈরাগ্যাবলম্বী হইয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও প্রতিগ্রহাদি ত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য, শান্তিরসে পরিপূর্ণ হইলে ব্রহ্মাহং অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চলমতি হইয়া স্থির হইবার যোগ্য হয়েন। অতএব এই সকল দৃঢ়তর শাস্ত্রপ্রমাণের অনুসারে কলির জ্ঞানী মহাশয়েরা ভ্রান্ত, কি অভ্রান্ত হয়েন? অপক্ষপাতী মহাশয়দিগের কি বোধ হয়? ভ্রান্তই বোধ হইবেক, যেহেতু তাঁহারা আপনাদিগের [৬৬] না অধিকারাবস্থা, না সাধনাবস্থা, না সিদ্ধাবস্থা, এক অবস্থাও স্বীকার করিতে পারিবেন না, এ কি দুরবস্থা, যদ্যপি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করা, এই এক প্রকার প্রতারণার উপায় তাঁহারদিগের আছে, তাহাতেই প্রথমাবস্থায় অবোধ লোকদিগের নয়নে ধূলি প্রক্ষেপ করেন, তথাপি অপক্ষপাতী সুবোধ লোকদিগের নিকটে কিরূপে প্রতারণা করিবেন, পূর্ব্বেও শ্রীগুরুগোপেশ্বর প্রভৃতি অনেক প্রতারক ছিল, তাহারদিগের প্রতারণাই বা কোন্ সুবোধ লোকদিগের অবোধ হইয়াছিল, তাহারদিগের নিকটে এঁহারা কোন্ কীটস্য কীট হইবেন এবং

লজ্জায় জলাঞ্জলি প্রদান না করিলেই বা সাধনাবস্থায় স্বীকার কিরূপে করিবেন, যদ্যপি অপক্ষপাতী মহাশয়েরা কহেন যে, তাঁহারা কি আজি লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, না অনেক কাল দিয়াছেন, তথাপি সিদ্ধাবস্থায় মুনি শব্দ শ্রবণে অবশ্যই মৌনী হইবেন, কিন্তু তাহাতে অপক্ষপাতী মহাশয়েরা মৌনং সম্মতিলক্ষণং, এই বচন দৃষ্টি[৬৭]তে সিদ্ধাবস্থায় তাঁহার দিগের স্বীকার করা বোধ করিবেন না, যেহেতু অজপালকে তুরঙ্গবলের আধিপত্য কদাচ সম্ভব হয় না, তবে যে তাঁহারা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিস্বরূপ অত্যুচ্চ ফলের গ্রহণেচ্ছায় অতি সুগম বোধে পুনঃ পুনঃ হস্তোত্তোলন করেন তাহাতে কেবল হাস্যাস্পদ হওয়া এবং উভয়ভ্রষ্টতার দৃঢ়তা করা বিনা কি বোধ হইতে পারে?

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।–কোন এক বৈষ্ণব যে আপন, নিন্দিত করিয়া জানিবেন কি না?

[৬৮] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।**–প্রথমতঃ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের পূর্ব্বোক্ত লিখনানুসারে ভাক্ত বৈষ্ণব ও ভাক্ত শাক্ত খপুষ্পের ন্যায় অলীক, দ্বিতীয়তঃ কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, যে কোন উপাসক যদি নানাবেশধারী নটের ন্যায় ও মায়াবী রাক্ষসের ন্যায় কোন ব্যক্তিকে কখন বামাচারী, কখন ভোগী, কখন যোগী, কখন বা ব্রহ্মজ্ঞানী দেখিয়া অঙ্কুশাঘাতের দ্বারা মত্ত হস্তিমূর্খের দর্পশান্তির ন্যায়, দুর্জ্জনের দৌর্জ্জন্য শান্তির নিমিত্ত প্রিয় বচনের দ্বারা উপদেশ না করিয়া অপ্রিয় ভয়প্রদর্শন বচনের দ্বারা উপদেশ করেন এবং স্ব স্ব শাস্ত্র অনুসারে স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানেও রত থাকেন, তবে সেই বৈষ্ণব আদি উপাসকেরা যথার্থ বৈষ্ণবাদি এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বজনহিতৈষী না হইয়া ভাক্তবৈষ্ণবাদি ও নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত কিরূপে হয়েন? এবং যেমন কলির জ্ঞানী মহাশয়েরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী না হইয়া আপনারদিগকে যথার্থ তত্ত্ব[৬৯]জ্ঞানী করিয়া মানেন, তেমন বৈষ্ণবাদি উপাসকেরা, ভাক্ত বৈষ্ণবাদি না হইয়া আপনারদিগকে ভাক্ত বৈষ্ণবাদি কিরূপে মানিতে পারেন? এবং সভাক্ত উপাসকদিগের অভিমান করা সর্ব্বথা অসম্ভব, যেহেতু ভাক্তদিগেরই অভিমান অঙ্গের ভূষণ ও জীবনধন এবং যদ্যপি বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসক আপনার২ উপাসনার সর্ব্ব অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত হয়েন, তথাপি পাপক্ষয় ও মোক্ষপ্রাপ্তি তাঁহারদিগের অনায়াসলভ্য, যেহেতু বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চ দেবতার নাম স্মরণমাত্রেই সর্ব্বপাপক্ষয় ও অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। যথা কাশীখণ্ডে। উমানামামৃতং পীতং যেহেন জগতীতলে। ন জাতু জননীস্তন্যং স পিবেৎ কুম্ভসম্ভব।। উমেতি দ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং যোঽহর্নিশমনুস্মরেৎ। ন স্মরেৎ চিত্রগুপ্তস্তং কৃতপাপমপি দ্বিজ।। অর্থাৎ হে অগস্ত্য, যে ব্যক্তি এই জগতীতলে উমানামস্বরূপ অমৃত পান করিয়াছেন তেঁহ কদাচ জননীর স্তনপান করেন না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা [৭০] উমা এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র স্মরণ করেন, তেঁহ পাপী হইলেও চিত্রগুপ্ত তাঁহাকে স্মরণ করেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। শিবেতি শব্দমুচ্চার্য্য লভেৎ সর্ব্বশিবং নরঃ। পাপঘ্নো মোক্ষদো নৄণাং শিবস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ। শিবেতি চ শিবং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে। কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতং।। অর্থাৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনুষ্য সর্ব্বকল্যাণভাজন হয়েন, যেহেতু শিব মনুষ্যদিগের পাপনাশ ও মোক্ষ দান করেন, সেই হেতু তেঁহ শিবনামে খ্যাত হয়েন। যে ব্যক্তির মুখ হইতে শিব এই শুভদায়ক নাম নির্গত হয়, তাঁহার কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ অবশ্য নষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে। পরদাররতঃ পাপী পরহিংসাপকারকঃ। মুক্তিমায়াতি সংশুদ্ধো হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ।। নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ। তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ।। মহাভারতে। কৃষ্ণেতি ম[৭১]ঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে। ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ।। অর্থাৎ পরদাররত পাপী পরহিংসক ও পরাপকারক যে মনুষ্য, সেও হরির নামানুকীর্ত্তনে নিষ্পাপ হইয়া মুক্ত হয়, পাপহরণে হরিনামের যত শক্তি, পাতকী জন তত পাপ করিতে শক্ত হয় না। হে রাজেন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এই মঙ্গল নাম যে ব্যক্তির মুখ হইতে নির্গত হয়, তাঁহার কোটি২ মহাপাতক ভস্মত্ব পায়। ভবিষ্যোত্তরে। দ্বাদশাদিত্যনামানি প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ। সর্ব্বপাপবিমুক্তাত্মা

দুঃস্বপ্নশ্চ বিনশ্যতি।। যঃ স্মরেৎ প্রাতরুত্থায় ভক্ত্যা নিত্যমতন্দ্রিতঃ। সৌখ্যমায়ুস্তথারোগ্যং লভতে মোক্ষমেবচ।। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাঠ করেন, তেঁহ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন ও তাঁহার দুঃস্বপ্ন নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য দ্বাদশ আদিত্যের স্মরণ করেন, তাঁহার সুখ, আয়ুঃ, আরোগ্য ও মোক্ষ হয়। স্কান্দে গণেশং প্রতি শিববাক্যং। শ্রুত্বা স্তুতিং [৭২] মহাপুণ্যাং স্মৃত্বৈতান্ বিঘ্ননায়কান্। জন্তুর্বিঘ্নৈর্ন বাধ্যেত পাপেভ্যোহি প্রহীয়তে।। যে ত্বাং স্মরন্তি করুণাময় বিশ্বমূর্ত্তে সর্ব্বৈনসামপি ভবো ভুবি মুক্তিভাজঃ। তেবাং সদৈব হরসীহ মহোপসর্গান্ স্বর্গাপবর্গমপি সংপ্রদদাসি তেভ্যঃ।। অর্থাৎ হে গণেশ, সর্ব্ববিঘ্ননায়কদিগের মহাপুণ্যজনক স্তব শ্রবণ ও তাহারদিগকে স্মরণ করিয়া জীব সকল বিঘ্ন হইতে ও পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে করুণাময়, যাঁহারা তোমাকে স্মরণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপের আলয় হইলেও মুক্তিভাজন হয়েন এবং তাঁহারদিগের উপসর্গসকল নষ্ট হয়, এবং তুমি তাঁহারদিগকে স্বর্গ ও অপবর্গও প্রদান কর।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইকে অনুগ্রহপূর্ব্বক তুল্যরূপে স্বীকার করিয়া আপনার আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত দোষপঙ্কের প্রক্ষালনার্থ বহু যত্ন করিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃশ্চকভয়ে পলায়মান ব্যক্তির ভ্রান্তি[৭৩]প্রযুক্ত সর্পমুখে পতনের ন্যায় পশ্চাৎ জ্ঞানের প্রতি করুণাবলোকনপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উত্তমত্ব স্বীকার করিয়া নিজ দোষপঙ্ক প্রক্ষালনে পুনর্ব্বার বহু যত্ন করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে সেই দোষপঙ্ক কেবল বজ্রলেপ ও অন্তর্নাড়ী পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইবেক, যেমন কোন ব্যক্তি কেশাগ্র পর্য্যন্ত আর্দ্র মলে লিপ্তনিমিত্ত পশ্চাৎ তাহার প্রক্ষালনের প্রয়াসে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া অঙ্গুষ্ঠমাত্রপ্রমাণ জলে আচ্ছন্ন মহাপঙ্ক হ্রদে ঝম্প প্রদান করিলে তাহাতে প্রক্ষালনের নিঃশেষ কি, বরঞ্চ সেই আর্দ্র মল নব দ্বারের দ্বারা তাহার অন্তরেও প্রবিষ্ট হয়। ভাল ক্ষতি কি, যদি সে পথেও তাঁহারদিগের সর্ব্বাঙ্গলিপ্ত মলপঙ্কের প্রক্ষালন হয়, তবে তাহাতেও অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়, যেহেতু যেমন পাপীদিগের পাপমোচনার্থ পরমেশ্বর প্রায়শ্চিত্তের ও পুণ্যতীর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষসকলকেও তন্নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে যে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা মধ্যে২ [৭৪] সেই সকল ব্যক্তিকে ভাবান্তরে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বলিয়া উপহাস করেন, সে তাঁহারদিগের তামস স্বভাবপ্রযুক্ত, তামসিকদিগের ধর্ম্মই এই যে, কুসঙ্গ কুব্যবহার ও ধার্ম্মিক লোক দেখিলে উপহাস করা, কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা তাহাতে তাঁহারদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন, কারণ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা শ্রীজগন্নাথদেবকেই নিম্বকাষ্ঠ কহিয়া ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন এবং শ্রীশালগ্রামচন্দ্রকেও ভস্ম করিয়া চূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিকে উপহাস করা তাঁহারদিগের কোন্ বিচিত্র, বরঞ্চ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা তাঁহারদিগের মঙ্গলার্থে প্রতিনিয়ত ধর্ম্মের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, হে ধর্ম্ম, এই দুষ্টান্তঃকরণ দুর্জ্জনদিগের দুঃস্বভাব দূর কর।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইকে সমানরূপে আত্মজ্ঞান তাহা হইতে মুক্তি হয়।

[৭৪] ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—যদ্যপি জ্ঞানের প্রাধান্য মন্বাদিবচনে কথিত আছে তথাপি কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব কর্ম্মবিষয়ে ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবানের বাক্য। যথা। ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে। ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।। অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে পুরুষের কদাচ জ্ঞান জন্মে না এবং কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বিনা কেবল সন্ন্যাসেও মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না। অতএব যোগবাশিষ্ঠেও সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। যথা। উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।। অর্থাৎ যেমন উভয় পক্ষের দ্বারা পক্ষিগণের আকাশে গতি হয়, তেমন জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয় পক্ষের দ্বারাই মনুষ্যদিগেরও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, নতুব

হয় না। অতএব ভগবদ্গীতাতে পুনর্ব্বার শ্রীভগবানের বাক্য। যথা। য[৭৯]জ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যজ্যং কার্য্যমেব তৎ। যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং।। এতন্যাপি হি কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং।। নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে। মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ। স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ।। কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ।। অর্থাৎ যজ্ঞ দান ও তপস্যা ইত্যাদি কর্ম্ম কদাচ ত্যজ্য নহে, অবশ্যই কর্ত্তব্য, যেহেতু যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য, হে অর্জ্জুন, আমার এই মতই উত্তম। কর্ম্মের পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে, যদি মোহপ্রযুক্ত পরিত্যাগ করে তবে সে ত্যাগকে তামস কহা যায়। কর্ম্ম দুঃখ[৮০]জনক হয়, এই দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত কায়ক্লেশভয়ে যদি কর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে সে ত্যাগকে তামস ত্যাগ কহা যায়, তাহাতে ত্যাগের ফল হয় না। হে অর্জ্জুন, কর্ম্ম অবশ্যই কর্ত্তব্য, এই জ্ঞান করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য ফলকামনারহিত হইয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার নাম সাত্বিক ত্যাগী এবং সেই ত্যাগকেই সাত্বিক কহা যায় ফলতঃ কর্ম্মের অকরণের নাম কর্ম্মত্যাগ নহে, কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিমান ফলকামনাশূন্য হইয়া যে কর্ম্মকরণ, তাহার নাম কর্ম্মত্যাগ। অতএব ভগবদ্গীতার তৃতীয়াধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উপদেশ। যথা। তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।। যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।। ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।। যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্য-[৮১]তন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।। উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং। সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।। সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং।। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, সেই হেতু নিষ্কাম হইয়া সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে২ আচরণ করেন ইতর লোকেও সেই২ আচরণ করে এবং শ্রেষ্ঠ লোক যাহাকে প্রমাণ করেন, অন্য লোকও তাহারই পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। আমার কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম নাই এবং ত্রিভুবনেও অপ্রাপ্ত কোন বস্তু নাই যে তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিব, তথাপি আমিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি। যদি আমি কর্ম্ম না করি তবে কায়ক্লেশভয়ে কেহ কর্ম্ম করিবেক না, সকলেই আমার ব্যবহারের [৮২] পশ্চাৎবর্ত্তী হইবেক। আমি কর্ম্ম না করিলে কোন লোক কর্ম্ম করিবেক না। তবে ক্রমে কর্ম্মলোপে বর্ণসঙ্কর হইয়া তাবৎ লোক নষ্ট হইবেক। যেমন অজ্ঞানী লোকেরা ফলকামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তেমন জ্ঞানী লোকেরাও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। অতএব ভগবদ্গীতার চতুর্থাধ্যায়ে শ্রীভগবদ্বাক্য। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ। কুরু কর্ম্মাণি তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং।। অর্থাৎ এই প্রকার জ্ঞান করিয়া পূর্ব্বের মুমুক্ষু লোকেরাও কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, হে অর্জ্জুন, অতএব তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, পূর্ব্বে জনকাদিও কর্ম্ম করিতেন, অতএব ভগবদ্গীতার পঞ্চমাধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্ন। শ্রীভগবানের উত্তর। অর্জ্জুন উবাচ। সন্ন্যাসং কর্ম্মণং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। যচ্ছে য এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং ।। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন হে কৃষ্ণ আমি তোমার মুখে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ শ্রবণ করিলাম [৮৩] কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে যে উত্তম শ্রেয়স্কর হয় তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া কহ। শ্রীভগবানুবাচ। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।। শ্রীভগবান্ উত্তর করিলেন, হে অর্জ্জুন, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়ই

মোক্ষসাধন, কিন্তু তাহার মধ্যে সন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হয়। এই সকল শাস্ত্রপ্রমাণের অনুসারে কর্ম্মের আবশ্যকতা ও উত্তমতা এবং কর্ম্মী ও ভাক্তকর্ম্মত্যাগী এই উভয়ের মধ্যে কাহার উৎকৃষ্টতা হয়, তাহা অপক্ষপাতী মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্মের মোক্ষসাধনত্ব ভগবদ্‌গীতা কহেন। কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তা মনীষিণঃ। জন্মবন্ধ-বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং।। অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিত লোকেরা কর্ম্মজন্য ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করতঃ জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। এবং কর্ম্ম-জন্য স্বর্গাদি ভোগাভা[৮৪]বপ্রযুক্ত বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কর্ম্মও বন্ধনের হেতু হয় না, অতএব বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কর্ম্মেরও মোক্ষসাধনত্ব ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন। যথা। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যে কর্ম্ম বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় কৃত না হয়, সেই কর্ম্মেই লোক কর্ম্মবন্ধনগ্রস্ত হয়, ফলতঃ বিষ্ণুপ্রীতিকামনায়কৃত কর্ম্ম মোক্ষসাধন, অতএব তুমি কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কর্ম্ম কর। অতএব মোক্ষধর্ম্মে অকামনার ও বিষ্ণুপ্রীতিকামনার তুল্যত্ব দর্শন হইতেছে। যথা। নিষ্কামঃ কুরু কর্ম্মেহাতঃ কৈবল্যেচ্ছোদিচ্ছাস তাত। কুরু বা বিষ্ণুপ্রীত্যৈ কর্ম্ম ভাবি তদৈবাহি নিত্যং শর্ম্ম।। অর্থাৎ হে তাত, তুমি যদি কৈবল্যের ইচ্ছা কর, তবে নিষ্কাম অথবা বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইয়া কর্ম্ম কর, তাহাতেই তোমার নিত্যসুখ হইবেক। বস্তুতঃ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের না কর্ম্মজন্য [৮৫] সুখবোধ, না জ্ঞানজন্য সুখবোধ আছে, তাঁহারা উভয়ভ্রষ্ট, না জানেন কর্ম্মীর ফল, না জানেন জ্ঞানীর ফল, অতএব তাঁহারদিগের কর্ম্মের ও জ্ঞানের এবং কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর যে বিশেষ বিবেচনা করা, সে কেবল শুকপক্ষীর রাধাকৃষ্ণ২ বাক্যের ন্যায়, বরঞ্চ তাহাতে তাঁহারদিগের সেইরূপ হাস্যাস্পদ হইতে হয়, যেরূপ এক কপর্দ্দকের বণিক্, কুবেরের ধনসংখ্যায় বাঞ্ছা করিলে এবং হস্তমাত্রপরিমিত জলে কেশাগ্র পর্য্যন্ত মগ্ন হয় যে ব্যক্তির, সে সমুদ্রজলের পরিমাণ করিতে উদ্যত হইলে এবং এক শূকর আপনার চতুষ্পদ্ দর্শন করিয়া আপনাকে দ্বিপাদ্ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ও চতুষ্পাদ্ হস্তীর সমান কহিলে হাস্যাস্পদ হয়। এ দৃষ্টান্ত দিবার এই তাৎপর্য্য মাত্র যে, কেবল শ্রুতির আবৃত্তি মাত্রেই লোক তত্ত্বজ্ঞানী হয় না, তাহা হইলে এক্ষণে ম্লেচ্ছেরাও তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারে, যেহেতু এক্ষণে অনেক ম্লেচ্ছেই শ্রুতি আবৃত্তি করিয়া থাকে, ম্লেচ্ছাদি[৮৬]গের নিকটে বেদ যদ্রূপ কম্পান্বিতকলেবর হন, অল্পবিদ্য ব্যক্তির নিকটেও তদ্রূপ। অতএব স্মৃতিঃ বিভেত্যল্পশ্রুতা-দ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি। অর্থাৎ অল্পশ্রুত, ফলতঃ অল্পবিদ্য মনুষ্য বেদের ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইলে বেদের সর্ব্বাঙ্গে কম্পজ্বর হয়, যেহেতু বেদের মনে এই ভয় জন্মে যে, এই অল্প-বিদ্য দাম্ভিকশিরোমণি অসদর্থকল্পনাস্বরূপ শাণিত খড়্গের দ্বারা আমাকে এক্ষণে প্রহার করিবেক।

পরন্তু যোগী তিন প্রকার হয়, যোগারূঢ়, যুক্ত ও পরম। অপ্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ যোগারূঢ়। কি আশ্চর্য্য, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়, মনে ২ আপনি পরমযোগী হইয়া অনুচর মহাশয়সকলকে অপ্রতিষ্ঠিত নামে প্রসিদ্ধ করিয়া তাহাতে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাঁহারদিগের লোভ প্রদর্শনার্থ আকাশের চন্দ্র হস্তে প্রদানের ন্যায় পুনর্ব্বার যোগভঙ্গেও উৎকৃষ্ট ফল শ্রবণ করাই[৮৭]তেছেন যে, অপ্রতিষ্ঠিত যোগী যোগভ্রষ্ট হইলেও সেই পুণ্যকারী ব্যক্তির কদাচ দুর্গতি হয় না, বরঞ্চ পূর্ব্বদেহত্যাগানন্তর পুণ্যকারী ব্যক্তির লোকে বহুকাল বাস করিয়া পশ্চাৎ শুচি অথচ শ্রীমান্ যে লোক, তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ভাল, যদি নগরান্তবাসী মহাশয়ের বাক্‌সিদ্ধির গুণে যাহাকে যাহা কহেন, সে তাহাই হয়, তবে অনুচর মহাশয়সকলকে অপ্রতিষ্ঠিত যোগী কহিয়া কেন অধম কল্পে পতিত করেন, আরও কিঞ্চিৎ লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারদিগেরো উত্তম মধ্যম কল্প হইতে পারে, কলির প্রথমাবস্থাতেই এই পর্য্যন্ত বাক্‌সিদ্ধি হইয়াছে, বুঝি মধ্যাবস্থাতে তাঁহার বাক্‌সিদ্ধির প্রভাবে অনুচর মহাশয়েরাও বা গুরুপদে অভিষিক্ত হয়েন,

কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টি করিলে প্রমাদ ঘটিবে, প্রধান ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের নিজে অধম কল্পেও স্থান পাওয়া ভার হইবে, তাহাতে অনুচর মহাশয়েরা কোন্ কল্পে স্থান পাইবেন, তাঁ[৮৮]হার বিশ্বাসঘাতকতা ও মতের অস্থিরতাপ্রযুক্ত ম্লেচ্ছদিগের কল্পেও স্থান প্রাপ্তির সন্দেহ। ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান্ জ্ঞানীর লক্ষণ কহিতেছেন। যথা। যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুসজ্জতে। সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।। যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।। অর্থাৎ যে কালে যে মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকলে ও কর্ম্মে আসক্ত না হন ও সর্ব্বসংকল্প ত্যাগ করেন, সে কালে সে মনুষ্যকে যোগারূঢ় কহা যায়। যে যোগী জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই দুয়ের বিবেচনা করিয়া তৃপ্তান্তঃকরণ, পরমাত্মার ধ্যানে নিরত ও জিতেন্দ্রিয় হয়েন এবং মৃত্তিকা, পাষাণ ও কাঞ্চন, ইহাতে তুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহার নাম যুক্ত যোগী। [৮৯] এবং যে কালে যে ব্যক্তির চিত্ত কেবল আত্মাতেই স্থিরতর হয়, আর যে মনুষ্য সর্ব্বকামনারহিত হয়েন, তাহাকে সেই কালে যুক্তযোগী কহা যায়। হে অর্জ্জুন, যে যোগী সর্ব্বভূতে আপনার সমান দর্শন করেন, এবং যাহার সুখ দুঃখে সমান ভাব, তাহার নাম পরমযোগী। এই শাস্ত্রদৃষ্টিতে অপক্ষপাতী মহাশয়দিগের কি বোধ হয়, ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা যোগারূঢ়, যুক্ত ও পরমযোগী, এই তিনের কি হইতে পারেন, যোগারূঢ়ের লক্ষণ শ্রবণেই প্রধান ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ই মুদ্রিতনয়ন ও অধোবদন হইবেন, অধিকন্তু অনুচরদিগের মুখম্লান দর্শনে ও অপ্রিয় বচনে একে উভয়ভ্রষ্ট, পুনর্ব্বার স্থানভ্রষ্টই বা হয়েন, কি, কি করেন, কিছু বলা যায় না, ইহাতে অনুচর মহাশয়েরা ইহার কোন্ লক্ষণের লক্ষ্য হইতে পারিবেন আস্ফালনই বা কিরূপে করিবেন এবং কাকের বালকহস্তস্থিত পিষ্টক গ্রহণের ন্যায় অপ্রতিষ্ঠিত যোগীর ফলই বা কিরূপে অনায়াসে গ্রহণ ক[৯০]রিবেন; অতএব ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা জ্ঞানীর ফল, কি উভয়ভ্রষ্টের ফল, কোন্ ফল পাইতে পারিবেন, তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন। এবং। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।। অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠিত যোগী যোগভ্রষ্ট হইলেও পুণ্যকারী লোকদিগের লোকে বহুকাল বাস করিয়া পশ্চাৎ শুচি অথচ শ্রীমান্ যে মনুষ্য, তাঁহার গৃহে জন্মেন, ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের লিখিত এই ভগবদ্গীতার শ্লোকে যোগ শব্দে তাঁহার অভিপ্রেত কোন্ যোগ, জ্ঞানযোগ, কি কর্ম্মযোগ, কি সাংখ্যযোগ, যদ্যপি জ্ঞানযোগ তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তথাপি এক্ষণে কহিতে লজ্জিত হইবেন, যেহেতু, তাহাতে পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া নিস্তার পাওয়া ভার, ৫২ পৃষ্ঠে ৪ পঙ্‌ক্তিতে পূর্ব্বেই তাহার বিস্তার করিয়াছি, কিন্তু কর্ম্মযোগ কহিতে সাহস করিতে পারেন, যেহেতু তাঁহারা অনাসক্ত হইয়া বৃথাকেশচ্ছেদন, সুরা[৯১]পান, যবনীগমন, অবৈধ হিংসা ও শৈববিবাহ, ইত্যাদি অনেক সৎকর্ম্ম করিতেছেন, এবং যেমন সাংখ্যদর্শনে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগ লিখিয়াছেন, তেমন যদি কলির জ্ঞানীদিগের নিগূঢ় সাংখ্যদর্শনে মিথ্যাবচন, পরনিন্দা, বৈধ কর্ম্মত্যাগ, স্বস্ত্রীতে জলাঞ্জলি, অবৈধ হিংসা, বৃথাকেশচ্ছেদন, সুরাপান ও যবনীগমন, এই অষ্টাঙ্গ যোগ লিখিত থাকে, তবে সাংখ্যযোগ কহিতেও সাহস করিতে পারেন, কিন্তু তাহার ফল অপুণ্যকারী ব্যক্তিদিগের লোকে বহুকাল বাস করিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যলোকে অশুচি অথচ অশ্রীমান্ যে লোক, তাহার গৃহে জন্ম হইবে কি না? বস্তুতঃ ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের লিখিত ভগবদ্গীতার ঐ শ্লোকে যোগ শব্দের অর্থ আত্মসংযমযোগ, অথবা ধ্যানযোগ, যেহেতু ভগবদ্গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের সে শ্লোক, ষষ্ঠাধ্যায়ের নাম আত্মসংযমযোগ, অথবা ধ্যানযোগ, সেই [৯২] আত্মসংযমযোগ দুঃসাধ্য, বিষয়ান্তরসঞ্চারের লেশসত্ত্বেও তাহা সম্ভব হয় না, ভগবদ্গীতার আত্মসংযমযোগ দৃষ্টি করিলেই, শিরঃকম্পন ও বাক্যরোধ হইবেক, অতএব

যদি তাঁহারা আপনারদিগের সেই আত্মসংযমযোগও স্বীকার করিতে সাহস করেন, তবে তাঁহার-দিগকে সাহসিক, অত্যন্ত প্রতারক, লজ্জালেশশূন্য, ছিন্ননাসিক ও ছিন্নকর্ণ কে না কহিবেন।

এবং সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, এই বিষয়ে পণ্ডিতাভিমানী মহাশয় যেমন এক মনুবচন প্রকাশ করেন, তেমনি কলিযুগে কেবল দানের শ্রেষ্ঠত্ববোধক মনুর অন্য বচনও দৃষ্ট হইতেছে। যথা। তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে।। অর্থাৎ সত্যযুগে তপস্যামাত্র, ত্রেতাযুগে জ্ঞানমাত্র, দ্বাপরে যজ্ঞমাত্র, এবং কলিযুগে কেবল দান শ্রেষ্ঠ হয়। এবং যেমন পণ্ডিতাভিমানী মহাশয়ের লিখিত মনুবচনে জ্ঞানের [৯৩] মোক্ষসাধনত্ব বোধ হইতেছে, তেমন ধর্ম্মসংস্থাপনকাঙ্ক্ষীর পূর্ব্বলিখিত ভগবদ্‌গীতাদির অনেক শ্লোকেই কর্ম্মেরও মোক্ষসাধনত্ব জ্ঞান হইতেছে।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর। অন্যের সংসর্গাধীন জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্তে যত্ন করিলে তাহাকে গড্ডলিকাবলিকার ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব এ দুয়ের বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর। ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন ব্যক্তি শাস্ত্র ও যুক্তির অনুসারে জ্ঞানপথ অবলম্বন করেন, অন্য২ ব্যক্তিও সেই২ শাস্ত্র ও যুক্তি দৃষ্টি করিয়া জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্ত তদ্ব্যক্তির পশ্চাৎ২ গমন করেন, তবে সে স্থানে গড্ডলিকা-বলিকা ন্যায়ের প্রয়োগ কিরূপে হইতে পারে, যেহেতু শাস্ত্র ও যুক্তি অন্বেষণ না করিয়া অগ্রগামী ব্যক্তির পশ্চাৎগামী হইলে সে স্থানে গড্ডলিকাবলিকার ন্যায়ের প্রয়োগ গ্রন্থকারেরা করিয়া থাকেন, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, অন্য২ ব্যক্তি জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্ত যে ব্যক্তির পশ্চাৎ২ গমন করেন সে ব্যক্তির জ্ঞানিত্বাভিমান, এই তাৎপর্য্যের [৯৬] অনুসারে বোধ হয় কি না। যদ্যপি সেই অভিমানীর অভিমান যথার্থই হয়, তথাপি তাঁহার সে প্রকার জ্ঞান বানরের গল-লগ্ন মুক্তাহারের ন্যায় এবং পঞ্চদশীর বচনানুসারে তাঁহাতে ও কুক্কুরেতে অবিশেষ হয় কি না? যথা পঞ্চদশ্যাং। বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি। শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোহশুচিভক্ষণে।। অর্থাৎ নিত্য অদ্বৈত যে পরমাত্মা, তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াও যদি জ্ঞানী যথেষ্টাচরণ করেন, তবে অশুচিদ্রব্য ভক্ষণ বিষয়ে তাঁহাতে ও কুক্কুরেতে ভেদ কি? এই শাস্ত্রদৃষ্টিতে জ্ঞানীরা কদাচ যথেষ্টাচরণ করেন না, কিন্তু মিথ্যাভিমানী মহাশয়েরা এই শাস্ত্রকে নিন্দার্থবাদ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং যথেষ্টাচরণেও প্রবৃত্ত হয়েন, অতএব যদি কোন ব্যক্তি কুযুক্তি কুব্যবহার ও অশাস্ত্রপ্রমাণের অনুসারে কুকর্ম্ম করে, তাহা দেখিয়া হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাশক্তিবিশিষ্ট বিশিষ্টসন্তানেরাও বিবেচনা না করিয়া [৯৭] সেই কুকর্ম্মপঞ্চাননের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, তবে সে স্থানে পণ্ডিতেরা গড্ডলিকাবলিকার ন্যায়ের প্রয়োগ করিতে পারেন, কি সদ্যুক্তি সদ্ব্যবহার সৎপ্রমাণের অনুসারে অবৈধ কর্ম্মের ত্যাগ এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম ও পিতৃমাতৃকৃত্য প্রভৃতি বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন, যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষেরা ও বিশিষ্ট মহাশয়েরা, তাঁহারদিগের সেই২ কর্ম্ম দেখিয়া বিশিষ্ট লোকেরা তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে সেই স্থানে গড্ডলিকাবলিকার ন্যায়ের প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহা বিজ্ঞ মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, এবং সর্ব্বসম্মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোন্ উপাস্য দেবতার উপাসনার অপ্রাপ্তিতে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের সন্দেহ আছে, তাহার প্রশ্ন করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক, এবং দুর্জ্জয় মানভঙ্গ প্রভৃতি কালিয়দমন যাত্রার অন্তর্গত, তাহার প্রমাণ, শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে ৩২ দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে আছে এবং রাম-যাত্রা-[৯৮]র প্রমাণ হরিবংশে বজ্রনাভবধে প্রদ্যুম্নোত্তরে আছে যদি সন্দেহ হয়, তবে সেই২ পুস্তক দৃষ্টি করিলেই নিঃসন্দিগ্ধ হইবেন। মলিনচিত্ত ব্যক্তিদিগের দুর্জ্জয় মানভঙ্গাদি দর্শনে চিত্তের মালিন্য হওয়া কোন্ আশ্চর্য্য, তাঁহারদিগের কন্যা ভগিনী ও পুত্রবধূ প্রভৃতি দর্শনেও এ প্রকার হইতে পারে, যাঁহারা সুসংস্কৃত অথচ অন্যের মন্দসংস্কার পরিষ্কার করণে সচেষ্ট, তাঁহারদিগের মন্দসংস্কার হওনের প্রসক্তি কি, কিন্তু অসংস্কৃত কুসংস্কার ব্যক্তিদিগেরই

মন্দসংস্কার হওনের সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবনা এবং যে কোন ভাবে ঈশ্বরের প্রসঙ্গমাত্রেই পুণ্য জন্মে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হইতেছে। যথা। কামাৎ দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবঃ সদ্গতিং গতাঃ।। সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।। অর্থাৎ কামভাবে দ্বেষভাবে ভয়প্রযুক্ত স্নেহপ্রযুক্ত [৯৯] কিম্বা ভক্তিভাবে পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া অনেকেই নিষ্পাপ হইয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সঙ্কেতে পরিহাসে স্তোভে কিম্বা অবহেলায় যদ্যপি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করে তথাপি সর্ব্বপাপক্ষয় হয়।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর। আর ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী প্রথম প্রশ্নে লিখেন যে ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীরা বাসনা করি। ইতি।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর। -বহু বিজ্ঞ জনের অগোচরে যে শাস্ত্র, তাহার নাম নিগূঢ় শাস্ত্র, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র প্রায়ঃ তাবদ্দ্যোতক[১০০]ই গোচর হয় অতএব তাহাকে নিগূঢ় শাস্ত্র কিরূপে কহা যায়, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের জিজ্ঞাসার এই তাৎপর্য্য যে, ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যাগমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি? কি দুঃসাহস, ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি প্রমাণের অনুসারে অতি সুগম কর্ম্মকাণ্ডে অশক্ত হইয়া অতি দুর্গম জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত করিতেছেন, যেমন একজন সামান্য পশুরক্ষণে অসমর্থ হইয়া হস্তিরক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ তাহার যে দুর্গতিশ্রবণ আছে, তাঁহারদিগেরো বুঝি সেই দুর্গতি হইবেক। কি আশ্চর্য্য সুরাচার্য্য সুরাসঙ্গে পরম রঙ্গে অচৈতন্য হইয়া শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত অবতারকে এবং তদুপাসক সকলকে অমান্য ও জঘন্য জ্ঞানে অম্লানবদনে অতিসামান্যের ন্যায় ব্যঙ্গ ও নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও [১০১] মাতা চিরকাল যে গৌরাঙ্গাবতারাদির সাধন ও তদ্ভক্তগণের অধরামৃত পান করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন, সেই আপন কুলদেবতাকে কুলমুষলের ন্যায় উক্তি করিয়াছেন, ধিক্২ এ নরাধমের কি গতি হইবেক, পিতামাতার বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতপুণ্যপুঞ্জের ফলেই এতাদৃশ সুসন্তান জন্মিয়া কুল উজ্জ্বল করে। অতএব নীতিশাস্ত্রে। একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা। দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা।। অর্থাৎ বনস্থ এক কুবৃক্ষেতে কোটরস্থ বহ্নির দ্বারা সেই সকল বন দগ্ধ করে যেমন কুপুত্রে সমস্ত কুল দগ্ধ করে। পাদ্মে। অবতারান্ হরেস্তত্তন্নাম ভক্তাংশ্চ নিন্দতি। অবমন্যতি দেবর্ষে নারকী স জনোঽধমঃ।। অর্থাৎ হে নারদ, হরির অবতারসকলকে অবতারের নামসকলকে ও ভক্তবর্গকে যে নরাধম নিন্দা ও অবজ্ঞা করে, সে নারকী হয়। ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানী জানিতে বাসনা করিয়াছেন যে, গৌরাঙ্গাবতারাদির ভক্তগণে কোন্ শাস্ত্রপ্রমাণে [১০২] কলিকিল্বিষনাশন তদ্দেবতার সাধন করেন, হায়২ একাল পর্য্যন্ত দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত সৎসঙ্গাভাবে ভগবৎশাস্ত্র কর্ণকুহরেও প্রবিষ্ট হয় নাই, এ কারণ এতাদৃশ দুরাচার ও পাষণ্ড ব্যবহার দেখিতেছি এবং মিথ্যাজ্ঞানী অভিমানে ভজনসাধনবিহীনে বৃথা কালক্ষেপণ হইয়াছে। তথাচোক্তং। গতং জন্ম গতং জন্ম গতং জন্ম নিরর্থকং। কৃষ্ণচন্দ্রপদদ্বন্দ্বভজনং ভাবনং বিনা।। সাধু২ পরমাহ্লাদিত হইলাম, বুঝিলাম যে, এক্ষণে এ নরাধমের প্রতিও শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের করুণাকটাক্ষপাত হইয়াছে কি করুণাসাগর শ্রীগৌরাঙ্গাবতার, অনিচ্ছাপূর্ব্বক অন্তঃকরণে স্মরণ করিলেও করুণা বিতরণ করেন। হে ধর্ম্মধ্বজি বৈড়ালব্রতি, এই পরমার্থসাধন প্রমাণ নানা পুরাণ ও সংহিতাদিতে আছে, তাহা যদ্যপি পাষণ্ড ভণ্ড পঞ্চমকারসাধক ত্রিপণ্ড নিকটে অবক্তব্য ও অপ্রকাশ্য হয়, তথাপি যুষ্মদাদির এক্ষণে ভগবৎ[১০৩]শাস্ত্র শ্রবণে অধিকার হইতে পারে, যেহেতু স্বকীয় উত্তরাভাসে মনস্তাপে পাপের হ্রাস দেখিতেছি, এবং সুরাভিসুরারসরসিক রসনা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ এই পতিতপাবন নাম নির্গত হইয়াছে, অতএব সুরাচার্য্য সম্প্রতি কিঞ্চিৎ ভগবৎ-

শাস্ত্রপ্রমাণ শ্রবণ করিতে যোগ্য হইতে পারেন। যথা। অনন্তসংহিতায়াং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং। কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ।। কৃষ্ণশ্চৈতন্যগৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ। প্রভুর্গৌরহরির্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে।। ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি সেই২ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইব। কালেতে নষ্ট যে ভক্তিপথ, তাহার পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিব। আমার এই সকল নাম ভক্তিদায়ক হয়। কৃষ্ণ, চৈতন্য, গৌরাঙ্গ, গৌরচন্দ্র, শচীসুত, প্রভু, গৌরহরি ও গৌর। এবং এই কলিযুগে ভগবানের ভক্তরূপে অবতারের প্রমাণ পুরাণান্তরেও শ্রবণ করিতেছি। যথা মাৎস্যে। শৃণু ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ ত্রিজগন্মোহকারণং। দ্বাপরে যঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ [১০৪] সোঽবধূতঃ কলৌ যুগে।। অর্থাৎ হে নারদ, ত্রিজগতের মোহ-কারণ শ্রবণ কর, যিনি দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কলিযুগে অবতীর্ণ। ভগবদ্গীতায়াং। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে২।। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যে২ কালে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, সেই২ কালে সাধুদিগের পরিত্রাণের ও পাপীদিগের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে২ অবতীর্ণ হই। ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের বিবেচনাসিদ্ধ এই হয় যে, ভক্ততত্ত্বজ্ঞানীর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা আর গত্যন্তর নাই, যেহেতু, এতাদৃশ পাপিষ্ঠকে জগাইমাধাইনিস্তারক ব্যতিরেকে আর কে পরিত্রাণ করিবেন, এবং নরাধিপ পাপকারী কি প্রকার উদ্ধার হইবেক এ প্রকার সন্দেহ করিবা না, যেহেতু ঈদৃশ মহামহাপাতকীরো উদ্ধা[১০৫]রোপায জগদ্গুরু শ্রীমহাদেব, পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে আজ্ঞা করিয়াছেন। যথা। বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রাঃ সঙ্করান্ত্যজজারজাঃ। কানীন-গোলকশ্চৈব পিতৃর্জাতাশ্চ ক্ষেত্রজাঃ।। ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা। যদ্যেতে পাপিনো বিপ্র মহাপাতকিনোপি বা।। উপপাতকিনশ্চাতিপাপিনো হ্যনুপাপিনঃ। ভ্রষ্টাচারাশ্চ পাষণ্ডাঃ স্বস্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ ।। জীবহত্যারতা ব্রাত্যা নিন্দকাশ্চাজিতেন্দ্রিয়াঃ। পশ্চাৎ জ্ঞানসমুৎপন্না গুরোঃ কৃষ্ণপ্রসাদতঃ।। ততস্তু যাবজ্জীবন্তি হরিনামপরায়ণাঃ। শুদ্ধাস্তেঽখিল-পাপেভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যো হি নারদ।। সংসারবিষয়ালিপ্তাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। মুক্তাস্তে সর্ব্বতস্তস্মাদুচ্চবনেতো হরেদ্দ্বিজ।। বিশেষতঃ কলিযুগে কৃষ্ণনামৈব কেবলং।। ত্যক্তা নাস্ত্যেব দেবর্ষে লোকস্য গতিরন্যথা।। ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেয়ী হ্যজ্ঞানাদ্গুরুতল্পগঃ। ভবার্ণবং তরেদন্তে কৃষ্ণনামপরায়ণঃ।। ঋগ্বেদোহি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনো-[১০৬]ক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ, বর্ণসঙ্কর, অন্ত্যজ, জারজ, কানীন, গোলক, পিতৃজাত, ক্ষেত্রজাত, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও যতি, যদি এঁহারা পাতকী, মহাপাতকী, উপপাতকী, অতিপাতকী, কিম্বা অনুপাতকী, এবং আচারভ্রষ্ট, পাষণ্ড, স্বধর্ম্মচ্যুত, জীবহত্যারত, ব্রাত্য, নিন্দক ও অজিতেন্দ্রিয় হন, কিন্তু পশ্চাৎ গুরু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পরে হরিনামপরায়ণ হইয়া যাবৎ কাল জীবন ধারণ করেন, হে নারদ, তাঁহারা তাবৎ কাল অনুক্ত সর্ব্বপাপ এবং পূর্ব্বোক্ত মহাপাতকাদি হইতে মুক্ত হন, এবং যদ্যপি সংসারবাসনাতে লিপ্ত ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হন, তথাপি হরিনামোচ্চারণে তাঁহারদিগের সর্ব্বপাপক্ষয় হয়, বিশেষতঃ কলিযুগে কৃষ্ণনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই, যদ্যপি মনুষ্য ব্রহ্মহা, মদ্যপ, চৌর, গুরুতল্পগও হয়, তথাপি হরিনামপরায়ণ হইলে অন্তকালে ভবসমুদ্রের পার হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি, হরি এই অক্ষর[১০৭]দ্বয় উচ্চারণ করিয়াছে, সে চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, অতএব এতদ্বচনোক্ত সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির এতদ্বচনোক্ত সৎপথাবলম্বন অবশ্যই কর্ত্তব্য, নতুবা ঘোর থাকিতে ঘোর নরক হইতে কিরূপে নিস্তার পাইবেন *। ইতি *

শ্রীমদ্ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিবিরচিতে পাষণ্ডপীড়ননামক প্রত্যুত্তরে উন্মত্তপ্রলাপখণ্ডনো নাম প্রথমোল্লাসঃ সমাপ্তঃ।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর দ্বিতীয় প্রশ্ন।

যাঁহারা বেদ স্মৃতি পুরাণাদ্যুক্ত স্বস্বজাতীয় শূদ্র ইতি নির্দ্দেশেৎ।

পঞ্চমকারসাধক, বিতর্কাবক ও যবনবেশধারক মহাশয় ভ্রান্তিপ্রযুক্ত উপযুক্ত বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া অনুপযুক্ত পঞ্চ বিতর্কের দ্বারা কেবল আপনার কুতর্কতার্কিকতা ও বাচালতা প্রকাশ করিতেছেন।

ভাক্তত‌ত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।- ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সদাচারসদ্ব্যবহারহীন স্বদোষ দর্শনে অন্ধের যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথাও হইতে পারে।।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।- পণ্ডিতাভিমানী লিখেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর দ্বিতীয় প্রশ্নে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দে তাঁহার কি তাৎপর্য্য তাহা স্পষ্ট বোধ হয় না, এ কি অবোধ, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ঐ প্রশ্নে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্বস্বজাতীয় এই শব্দ লিখিত আছে, তাহাতে স্বীয়২ জাতির সদাচার সদ্ব্যবহার এই তাৎপর্য্যই সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে, তবে যে অনুপস্থিত অর্থের কল্পক ও পরদোষমাত্রদর্শক অভিমানী মহাশয় পূর্ব্ববর্ত্তী স্বস্বজাতীয় শব্দ দৃষ্টি না করিয়া উপাসকের সদাচার সদ্ব্যবহার এই তাৎপর্য্য বোধে কিম্ভূতকিমাকার নানাপ্রকার বিতর্ক করেন, তাহাতে তাঁহাকে কি পণ্ডিত কহা যায়? ভাক্তত‌ত্ত্ব[১১৬]জ্ঞানী মহাশয়দিগকে এ অনুযোগ করাও অনুচিত, কারণ, স্বভাবের কার্য্য অনিবার্য্য, তাঁহারদিগের স্বভাবই এই যে, বৃক্ষের মূল স্পর্শ না করিয়া অগ্রে আরোহণ করা, যেমন তাঁহারা মোক্ষফলের যে সাধনরূপ বৃক্ষ, তাহার মূল যে কর্ম্মকাণ্ড, তাহা স্পর্শ না করিয়া জ্ঞানকাণ্ডস্বরূপ অগ্র অবলম্বন করিয়া থাকেন, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারদিগের এ বিবেচনাও নাই যে, কোন্ আচারের ব্যতিক্রম হইলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, উপাসকের আচারের ব্যতিক্রম হইলে বরং উপাসনার ত্রুটি হইতে পারে, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ হয়, যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, ইহাতে কি শাস্ত্র, কি যুক্তি, তাহা বৃহস্পতিরো অগোচর, ব্রাহ্মণজাতির ত্রিকালীন সন্ধ্যোপাসনাদির অকরণে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, ইহা কে না কহিবেন, শাস্ত্র ও যুক্তি অধিক মাত্র। স্মৃতিঃ। তত্র নাস্ত্যাদরো যস্য ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে। অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যাতে যে ব্যক্তির আদর না [১১৭] থাকে, তাহাকে ব্রাহ্মণ কহা যায় না, অতএব উপাসকের সদাচার সদ্ব্যবহারের বিষয়ে নানা কুবিতর্করূপ অনর্থ বাক্য প্রয়োগে কেবল ব্যয়কর্ত্তার ব্যয়াধিক্য ও মুদ্রাকারকের আয়াধিক্য বিনা কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। সদাচারের লক্ষণ মনু কহিয়াছেন। যথা। সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।। তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে।। অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যস্থ যে দেশ, তাহা দেবতার নির্ম্মিত, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত, সেই ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ও অন্যান্য জাতির পূর্ব্বপুরুষপরম্পরায় ক্রমে আগত যে জাতির যে আচার, সে জাতির সে আচারকে সর্ব্বদেশেই সদাচার কহা যায়, সেই সদাচার ব্রাহ্মণের শৌচাচরণ বৈধ স্নান আচমন ও ত্রিসন্ধ্যোপাসন ইত্যাদি। তদ্বিপরীত আচার অসদাচার হয়। অহঙ্কার হিং[১১৮]সাদ্বেষাদিরহিত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ যে মনুষ্য, তাঁহার নাম সাধু, সেই সাধুপরম্পরায় আগত অতি প্রাচীন যে ব্যবহার তাহার নাম সদ্ব্যবহার, সেই সদ্ব্যবহার বেদের ন্যায় প্রমাণ ও ধর্ম্মের অনুমাপক হয়। অতএব স্মৃতিঃ। ব্যবহারোঽপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ। অর্থাৎ সাধুদিগের যে ব্যবহার, সেও বেদের ন্যায় প্রমাণ হয়, যেহেতু, তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারদর্শী। কাত্যায়নঃ। ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে। অর্থাৎ সন্দেহস্থলে ও বিরোধস্থলে ব্যবহার বলবান্ হয়,

যেহেতু সেই ব্যবহারের দ্বারা ধর্ম্মের অনুমান করা যায়। পুরাণাদি পাঠস্থলে, নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।। এই শ্লোকের পাঠের ব্যবহার এবং নানা মুনিবচন সত্ত্বেও বিধবার বিবাহের নিবৃত্তির ব্যবহার এবং মদ্যপানে ও হিংসায় প্রা[১১৯]বর্ত্তক প্রমাণ সত্ত্বেও তাহার অকরণের ব্যবহার ইত্যাদি সদ্ব্যবহার হয়, ইহার বিপরীত অসদ্ব্যবহার। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বিবেচনা করিবেন যে, যাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতি হইয়া বেদ স্মৃতি পুরাণাদি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যোপাসনাদি পরিত্যাগ এবং অবৈধ হিংসা, সুরাপান, যবনীগমন ও শৈববিবাহাদি অন্তর্ভূত সৎকর্ম্মের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, কি যাঁহারা শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যোপাসনাদি পরিত্যাগ করেন না এবং অবৈধ হিংসা, সুরাপান, যবনীগমন ও শৈববিবাহ ইত্যাদি অপূর্ব্ব সদনুষ্ঠানের কথাকে কর্ণকুহরেও স্থান দেন না, তাঁহারদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়? এবং ভাক্তত্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়, এক্ষণে কবিরাজ গোঁসাই প্রভৃতিকে গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মহাজন কহেন না, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা চিরকাল কহিয়াছেন ও তাঁহারদিগের আচার ও ব্যবহার[১২০]কেও সদাচার সদ্ব্যবহার বলিয়া ব্যবহার করিতেন তাহা দৃষ্ট ও শ্রুত আছেন এবং যেহেতু এতাদৃশ দিব্যজ্ঞানের অনুদয়কালে তাঁহারদিগকে মহাজন কহিতেন কি না, তাহা আপনিও জ্ঞাত আছেন। এবং বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসকের উপাসনার কোন অংশে ত্রুটি হইলেও তাঁহারদিগের যাহাতে শ্রেয়ঃ হয়, তাহা ৬৯ পৃষ্ঠে ৬ পঙ্ক্তিতে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতি হইয়া তজ্জাতির অত্যাবশ্যক কর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত, কি যাঁহারা আদরপূর্ব্বক তজ্জাতির আবশ্যক কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত হন? এবং আপনার দোষদর্শন দূরে থাকুক, ইহারা পরের নিন্দা করিবার নিমিত্ত পরকীয় প্রশ্নের পূর্ব্বাপর দর্শনেও অসমর্থ, তাহারা অন্ধ ও তাহারদিগের খঞ্জস ধারণ মিথ্যা, কি যাহারা শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ স্বধর্ম্মচ্যুত ও দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি সকলের ঐহিক ও পারত্রিক [১২১] দুঃখ দর্শন করিয়া তাঁহারদিগকে সদুপদেশ করিতেছেন, তাহারা অন্ধ ও তাঁহারদিগের খঞ্জস ধারণ মিথ্যা হয়?

ভাক্তত্তত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ ব্যাঘ্র বিড়ালতপস্বীর যে দৃষ্টান্ত সুবোধ লোকেরা জানিবেন ।।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর। ভাক্তত্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের এ বাক্যের এই তাৎপর্য্য যে, বৃদ্ধ ব্যাঘ্র ও মার্জ্জার তপস্বীর দৃষ্টান্ত ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রতিই শোভা পায়, যেহেতু, তাঁহারা বাহ্যে লোক [১২৩] নিকটে সর্ব্বদা আপনারদিগের শুদ্ধাচার, ধার্ম্মিকতা, সরলতা, ক্রিয়ানিষ্ঠতা, দয়া, অহিংসা প্রকাশ করিয়া অন্তরে তাহার বিপরীত আচরণ করেন, তাঁহারদিগের এ তাৎপর্য্য আশ্চর্য্য নহে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের বিষয়ে এ প্রকার অনুভব হইতে পারে, কারণ, স্বীয় স্বীয় স্বভাবের অনুসারেই ইতর লোকে পরকীয় স্বভাবেরো অনুভব করিয়া থাকে। তথাচ নীতিশাস্ত্রে। স্বকীয়েন স্বভাবেন পরেষামিতরে জনাঃ। স্বভাবান্ পরিগৃহ্ণন্তি ব্যবহারেণ পণ্ডিতাঃ।। অর্থাৎ ইতর লোকেই স্বকীয় স্বভাবের দ্বারাই পরকীয় স্বভাবেরো অনুভব করে কিন্তু পণ্ডিতেরা সদসদ্ব্যবহারের দ্বারাই অন্যের স্বভাব বোধ করেন, যেমন ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও পারদারিক পুরুষ তাবৎ স্ত্রীকে ও তাবৎ পুরুষকেই ব্যভিচারিণী ও পারদারিক অনুভব করিয়া থাকে কারণ, তাহারদিগের এই নিশ্চয় আছে যে, সকলেরি চিত্ত-বিকার সমান, অতএব আমরাও যেরূপ [১২৪] ব্যবহার করি অন্যেও সেইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে বিশেষ এই যে, আমরা ব্যক্ত, অন্যে অব্যক্ত, কিন্তু সে অবোধেরা এ বিবেচনা করে না ও দেখে না যে কোন প্রকারে গোপন করা যায় না যে ক্রোধ লোভ শোকাদি, তাহার বশীভূত হইয়া কেহ২ কি২ গর্হিত কর্ম্ম আচরণ না করেন, কেহ বা সেই ক্রোধাদিকে বশীভূত

দাস করিয়া পরম সুখী হইতেছেন, অতএব ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের ওই সকল অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা অসন্তুষ্ট নহেন, বরঞ্চ কৌতুকাবিষ্ট আছেন, মদ্যপানে মত্ত কিম্বা উন্মত্ত ব্যক্তিদিগের নৃত্যগীত ও অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন্ জন কৌতুকাবিষ্ট না হন, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এই বিবেচনা করা আবশ্যক যে, যাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধাদি ত্যাগ, গঙ্গা তুলসী শালগ্রামাদিতে অশ্রদ্ধা ও সুরাপান যবনীগমনাদিতে প্রবৃত্ত করেন তাঁহারদিগকে সদুপদেশ দ্বারা তদ্বিষয় [১২৫] হইতে নিবৃত্ত করান যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারদিগের প্রতি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র ও মার্জ্জার তপস্বীর দৃষ্টান্ত উচিত হয়, কি, যাঁহারা বাহ্যে কপট-ভাব প্রকাশের দ্বারা অবোধ লোক সকলকে প্রতারণা করিয়া বালকহস্তে আকাশের চন্দ্রসমর্পণের ন্যায় তাহারদিগকে বাক্যমাত্রেই অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করাইয়া এই সকল পূর্ব্বোক্ত গর্হিত কর্ম্মে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মান, তাহারদিগের প্রতি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র ও মার্জ্জার তপস্বীর দৃষ্টান্ত উচিত হয়? এবং পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে, স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্রের দ্বারা মোহজনক, অথচ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দক যে ব্যক্তি, তাহার নরক শ্রবণ হইতেছে। যথা। শ্রুতিস্মৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম্ম শাশ্বতং। স্বং স্বং ধর্ম্মং প্রযত্নেন শ্রেয়োহর্থীহ সমাচরেৎ।। স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মোহয়িত্বা জনং নরাঃ। বিষ্ণুবৈষ্ণবয়োঃ পাপা যে বৈ নিন্দাং প্রকুর্ব্বতে। তেন তে নিরয়ং যান্তি যুগানাং সপ্তবিংশতিং।। অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি সদাচারবিহিত যে কর্ম্ম, [১২৬] সেই নিত্য হয়, আপনার মঙ্গলার্থী লোক যত্নপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, স্ববুদ্ধিরচিত শাস্ত্রের দ্বারা লোকসকলকে মুগ্ধ করিয়া যে পাপিষ্ঠ নরাধমেরা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে পাপিষ্ঠেরা সেই পাপে সপ্তবিংশতি যুগ পর্য্যন্ত নারকী হয়। পরন্তু, বৈষ্ণবের তিলক সেবনে ও শৈবাদির ত্রিপুণ্ড ধারণে কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে কি দুরদৃষ্ট এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের নূতন ব্রাহ্ম্য বস্ত্র ও চর্ম্মপাদুকা, যাহা যবনাদিগের ব্যবহার্য্য ও যে বস্ত্রসকলকে যবনেরা ইজের কাবা প্রভৃতি কহিয়া থাকে ও যে চর্ম্মপাদুকার যাবনিক নাম মোজা, সেই বস্ত্র পরিধানে ও সেই চর্ম্মপাদুকা বন্ধনে দণ্ডদ্বয় দণ্ডচতুষ্টয় কাল বিলম্বেই বা কি শুভাদৃষ্ট জন্মে, তাহার শ্রবণের প্রত্যাশায় রহিলাম। অধিকন্তু অদ্য পরমাহ্লাদিত হইলাম, কারণ, অনেক কালের পরে অনেক অন্বেষণে এক্ষণে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহা[১২৭]শয়দিগের নিগূঢ় শাস্ত্র দর্শন করিলাম, যে নিগূঢ় শাস্ত্রে নির্ভর করিয়া তাঁহারা শৈববিবাহ, যবনীগমন ও সুরাপানাদি অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং ছাগীমুণ্ড, বরাহতুণ্ড, হংসাণ্ড ও কুক্কুটাণ্ড ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারদিগের সেই নিগূঢ় শাস্ত্র এই। যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনং।। এই নিগূঢ় শাস্ত্রের যথার্থ স্পষ্টার্থ এই, যে উপায় লোকের শ্রেয়স্কর হয়, ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের তাহাই কর্ত্তব্য, তাঁহারদিগের সেই ধর্ম্মই নিত্য। এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়-দিগের কল্পিত নিগূঢ়ার্থ এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা বাহ্যে বেশের কিম্বা আলাপের কিম্বা ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে আপনাকে শুদ্ধসত্ত্ব ও সিদ্ধপুরুষ জানিতে পারে, তাহা করিবেন না, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মদ্যমাংস ভোজনাদি গর্হিত কর্ম্মই করিবেন, যাহাতে অনেকে অশ্রদ্ধা করে, এই সকল কথা শুনিয়া হাসি[১২৮]ও পায় দুঃখও হয়। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যদি এই সকল গর্হিত কর্ম্ম করিলেই লোক ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, তবে হাড়ি ডোম চাঁড়াল ও মুচি ইহারা কি অপরাধ করিয়াছে, ইহারদিগকেও কেন ব্রহ্মজ্ঞানী না কহা যায়, তাহারা ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়সকল হইতেও এই সকল কর্ম্মে বরং অধিকই হইবেক, ন্যূন কোন মতেই হইবেক না, অধিকন্তু তাহারা রাজপথের মধ্যে কত প্রকার হাস্যকৌতুক নৃত্যগীত অঙ্গভঙ্গ রঙ্গরস করে, কেহ বা পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে, এই তন্ত্রোক্ত শ্লোকের অযথার্থ যথাশ্রুত অর্থ দর্শন করায়, অর্থাৎ পান করিয়া পান করিয়া পুনর্ব্বার পান করিয়া রাজপথের প্রান্তে বস্ত্ররহিত ধূল্যবলুণ্ঠিত, আলুলায়িতকেশ, মৃতবেশ হইয়া পথস্থ লোকসকলকে উপস্থ দর্শন করাইয়া ধ্যানস্থ হয়, কেহ বা এই প্রকার পরম ব্রহ্মে লীন হয় যে, কুক্কুরাদিতে স্বগাত্রমাংস ভোজন

করিলেও ধ্যানভঙ্গ হওয়া [১২৯] দূরে থাকুক, ভ্রূভঙ্গও করে না, অতএব তাহারদিগকে পরম ব্রহ্মজ্ঞানী কহিলেও কহা যায় ইতি"

শ্রীমদ্ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিবিরচিতে পাষণ্ডপীড়ননামক প্রত্যুত্তরে সন্দেহভঞ্জনো নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ সমাপ্তঃ।।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর তৃতীয় প্রশ্ন।

ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবৈধ হিংসাকরণ নামত্রাপি সুখং ক্বচিৎ।।

দুষ্টান্তঃকরণ দুর্জ্জনদিগের আন্তরিক ভাব বোধ করিতে বুঝি বিধাতাও ভগ্নোদ্যম, তাহাতে সরলান্তঃকরণ সজ্জনেরা সে ভাব বিরূপে বোধ [১৩০] করিতে পারেন, দেখ, ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়, দোষের সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত হইয়া মদ্যমাংসাদি ভোজনের লোভে ও বিকার শান্তির আশায় এক্ষণে বামাচারস্বরূপ ঔষধ পান করিতেছেন, যেমন কোন সান্নিপাতিক বিকারের রোগী রোগশান্তির বাঞ্ছায় ও কুপথ্য ভোজনের আকাঙ্ক্ষায় বিষপ্রয়োগ করে, কিন্তু তাহাতে রোগ শান্তির বিষয় কি, কেবল বিষজ্বালায় প্রাণ যায়, অধিকন্তু আত্মঘাতীও হইতে হয়, ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগেরো তাহাতে সে দোষের শান্তি দূরে থাকুক, বরং দ্বিগুণ বৃদ্ধিই হইবেক, অধিকন্তু ছিলেন গুপ্ত ভাক্ত বামাচারী ও ব্যক্ত ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী, এক্ষণে হইলেন ব্যক্ত ভাক্ত বামাচারী, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, লোকে জ্ঞানীও কহিবেক, অথচ কৌল ধর্ম্মপ্রযুক্ত কেহ নিন্দা করিবেক না, স্বচ্ছন্দ মদ্যমাংস ভোজনাদিও করা যাইবেক, যেমন, বুদ্ধিমতী বেশ্যা যৌবনাবস্থার অভাবে দুরবস্থার ভয়ে যৌবনের [১৩১] হ্রাসোপক্রমেই বৈষ্ণবী হয়, তাহার মনের মানস এই যে, বৈষ্ণবী বলিয়া কেহ অশ্রদ্ধা করিবেক না, ভিক্ষাবৃত্তি অবাধে হইবেক, বেশ্যাবৃত্তিও নির্ব্বিঘ্নে চলিবেক, আর্ত্ত হইলে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া লোকের কি২ দুরবস্থা না হয়, হায়২ এ কি অদৃষ্ট, এত কষ্ট ,তথাপি না তাঁতিকুল, না বৈষ্ণবকুল, এ কুল ও কুল, দুই কূল নষ্ট, যে পথে যান সেই পথেই অনিষ্ট, এক পথে সিংহ, এক পথে ব্যাঘ্র, পুনর্ব্বার যে উভয়ভ্রষ্ট সেই উভয়ভ্রষ্ট। অতএব ভগবদ্গীতা কহেন যে, জীব যত্নপূর্ব্বক স্বয়ং আত্মার উদ্ধার করিবেন, আত্মাকে কদাচ অবসন্ন করিবেন না, সুকৃতির দ্বারা আত্মাই আত্মার বন্ধু ও দুষ্কৃতির দ্বারা আত্মাই আত্মার রিপু হয়েন। যথা। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।

ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—ধর্ম্মাধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে অপূর্ব্বধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী হইবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—ধর্ম্মকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার ধর্ম্মের কি মহিমা অপার বুঝি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মনস্কার পূর্ণ হয়, ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীদিগের দুর্ব্বোধ দূরে যায়, কি মধুর বচন শুনিতে পাই অন্তঃকরণে পুলকিত হই, দুষ্ট ভুজঙ্গের প্রচণ্ড তুণ্ড হইতে কি অমৃত নির্গত হয় ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীদিগের বিষময় বদন হইতেও দেবপূজা পিতৃযজ্ঞ নিবেদন ও অপ্রোক্ষিত মাংসের অভোজন ইত্যাদি বাঙ্ময় সুধার[১৩৫]সের শ্রবণ হয়, কর্ণকুহর শীতল হইল, সকল দুঃখ দূরে গেল, কিন্তু মনের সন্দেহ দূর হয় না, বিশ্বাসও জন্মে না, দুষ্ট লোক তিরস্কৃত হইলে ধর্ম্মকাহিনী শ্রবণ করায় যাহাতে ধার্ম্মিকরূপে লোকের জ্ঞান হয়। সে যাহা হউক, নানারূপধারী উদরম্ভরি ভাক্তবামাচারী মহাশয় কহেন যে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা কিরূপে জানিয়াছেন যে, আমরা অনিবেদিত মাংস ভোজন ও পরমহর্ষে ছেদন করিয়া থাকি, তাঁহারা কি তত্তৎকালে উপস্থিত হইয়া তত্তৎকর্ম্ম করিতে দর্শন করিয়াছেন। এ স্থানে ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর কি ভ্রান্তি, দর্শনের অপেক্ষা কি, দশের মুখে কে হস্ত প্রদান করে, দশের বচনই সত্যাসত্যের প্রমাণ হয়, অতএব সাক্ষিস্থলে ও বিচারস্থলে অনেকের বাক্যের প্রামাণ্য

দৃষ্ট হইতেছে, কি শুভ, কি অশুভ, দশের মুখ হইতে যাহা নির্গত হয় তাহা কদাচ অন্যথা হয় না, ধর্ম্মই আবির্ভূত হইয়া দশের মুখ হইতে সুরব ও কুরব প্রকাশ করেন, [১৩৬] দেখ মহাকবি কালিদাসের পারদার্য্যদোষ কোন্ ব্যক্তির দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি লোকে খ্যাত আছে, এবং কোন্ মদ্যপ, পারদারিক ও চোরই বা সাক্ষী করিয়া মদ্যপানাদি করিয়া থাকে, কোন্ প্রকৃত ধার্ম্মিকই বা আপনার ধর্ম্মানুষ্ঠান আপনি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে ঐ উত্তম ও অধমের সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি কিরূপে প্রকাশ হয়, কেই বা প্রকাশ করে। এবং যিনি তাবদ্ব্যক্তির পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ নিবর্ত্তক, তাঁহার প্রোক্ষিত ও নিবেদিত মাংস ভোজনই বা কোন্ অবোধ বোধ করিবেক, অতএব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, কি ভাক্ত-বামাচারী মহাশয় দিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত বামাচারী মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন। বস্তুতঃ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর হিংসামাত্রই অবিহিত হয়, কিন্তু যেং কর্ম্মে হিংসার বিধি আছে, সেই সকল কর্ম্মে তাঁহারদিগের প্রতি অনুকল্পের বিধান করিয়াছেন, অ[১৩৭]তএব যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী অভিমান করেন, অথচ ঐ বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া আত্মপুষ্টির কারণ পশুছেদনেও তৎপর হয়েন, তাঁহারা নিজ কর্ম্মদোষে সুতরাং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী এবং পশুছেদনের পাপে নরকগামী অবশ্যই হইবেন। মনুঃ। মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি। অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ।। গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ। নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ।। অর্থাৎ মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকর্ম্ম ও দৈব কর্ম্ম, এই সকল কর্ম্মেই পশুহিংসা করিবেক, অন্যান্য কর্ম্মে করিবেক না, মনু এই আজ্ঞা করিয়াছেন। এবং জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ স্বগৃহে গুরুগৃহে কিম্বা অরণ্যে বাস করতঃ আপদ্ কালেও বেদবিহিতভিন্ন হিংসা করিবেন না। এই মনুবচনে অবৈধ হিংসার নিষেধ কি, কিন্তু অবৈধ হিংসার নিষেধে প্রকারান্তরে বৈধ হিংসা-মাত্রের প্রাপ্তি হইতেছে, অতএব অগস্ত্যসংহিতা ও মহাকালসংহিতা তাঁহার[১৩৮]দিগের বৈধ হিংসারো নিষেধ করিয়া হিংসার স্থলে তাহার অনুকল্প বিধান করিতেছেন। অগস্ত্যসংহিতা। হিংসা চৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা চ রাজসী। ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ।। অর্থাৎ কি বৈধ, কি অবৈধ কেহ হিংসাই করিবেক না বৈধ হিংসা যদ্যপি কর্ত্তব্যা হয়, তথাপি সে রাজসী, অতএব ব্রাহ্মণেরা বৈধ হিংসাও করিবেন না, যেহেতু তাঁহারা সাত্ত্বিক, এ স্থানে কোন নিপুণমতি কহেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর সর্ব্বশাস্ত্রেই অহিংসা দর্শনে এবং ব্রাহ্মণ জাতির শাস্ত্রান্তরে বৈধ হিংসার বিধি শ্রবণে এই বচনে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ জাতি নহে, কিন্তু ব্রহ্মকে জানেন, এই ব্যুৎপত্তির অনুসারে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানী, এই অর্থ সুতরাং বক্তব্য হয়। মহাকালসংহিতা। বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা দয়াপরঃ। সাত্ত্বিকো ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ যশ্চ হিংসাবিবর্জ্জিতঃ।। তে ন দদ্যুঃ পশুবলিমনুকল্পং চরন্ত্যপি। অর্থাৎ বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী [১৩৯] আর দয়াবান্ গৃহস্থ, এবং সাত্ত্বিক, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও হিংসাবর্জ্জিত ব্যক্তি, এঁহারা পশুবলিদান করিবেন না, কিন্তু যে স্থানে বলিদানের আবশ্যকতা হয়, সে স্থানে অনুকল্পের আচরণ করিবেন। এই সকল শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক এক জীব, অপর জীবের জীবন, এই ঔদরিকদিগের সম্মত শাস্ত্রে নির্ভর করিয়া যাঁহারা উদরদরী সম্ভরণার্থ পশুছেদন করেন, সে ঔদরিক পাপিষ্ঠদিগের প্রতি পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কহিতেছেন। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডং। ভূতানি যেঽত্র হিংসন্তি জলস্থলচরাণি চ। জীবনার্থং হি তে যান্তি কালসূত্রগতিং নরাঃ।। মাংসস্য ভোজনাত্তত্র পূয়শোণিতপায়িনঃ। মজ্জন্তশ্চাবশাঃ পঙ্কে দষ্টাঃ কীটৈরধোমুখাঃ।। অর্থাৎ এই মর্ত্যলোকে যাহারা অজ্ঞান অল্পবল জলচর কিম্বা স্থলচর যে কোন পশুকে মদমত্ত বলদর্পিত হইয়া আত্মপুষ্টির নিমিত্ত বধ করে, সে ব্যাধেরা কালসূত্রগতি পায় অর্থাৎ নরকা[১৪০]ন্তে জন্ম, মরণান্তে নরক, এইরূপে পুনঃ পুনঃ সংসারেই ভ্রমণ করে, এবং সেই মাংসের ভোজনে পূয়শোণিতপায়ী হয় অর্থাৎ পূজ ও রক্তের পান করে এবং তাহারা অবশ ও অধোমুখ হইয়া মহাপঙ্কে মগ্ন হয়, কীটেরা সর্ব্বদা দংশন করে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডং। লোভাৎ

স্বভক্ষণার্থায় জীবনং হন্তি যো নরঃ। মজ্জকুণ্ডে বসেৎ সোপি তদ্ভোজী লক্ষবৎসরং।। অর্থাৎ যে পাপিষ্ঠ জীব লোভপ্রযুক্ত আত্মভক্ষণার্থ অন্য জীবকে বধ করে, তাহার ও তদ্ভোজীর মজ্জকুণ্ডে লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত বাস হয়। এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় কহেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা পরমেশ্বরকে চৌর্য্য পারদার্য্য দোষের অপবাদ দিয়া থাকেন, এ অতি আশ্চর্য্য, কারণ, তাঁহারাই ভগবান্ আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ব্রজগোপিকাদিগের দধিদুগ্ধনবনীতচোর, বসনতস্কর ও পারদারিক বলিয়া চিরকাল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ উপহাস করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে বুঝি ধর্ম্মসং[১৪১]স্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রতি দোষোল্লেখের অন্য কোন উপায় দর্শন না করিয়া অগত্যা এই অপবাদ দিতেছেন, ভাল, এও অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়, বুঝিলাম যে, তাঁহারদিগের দুর্ব্বোধ দূর হওনের উপক্রম হইতেছে, যেহেতু তাঁহারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চৌর্য্যপারদার্য্যকে এক্ষণে অযথার্থবোধ করিতেছেন। এবং শ্রীভগবানের জনন ও মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহা যায়, যেহেতু ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ই কহিতেছেন। যথা। শ্রীভগবানুবাচ। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন, তোমার ও আমার বহু জন্ম গত হইয়াছে, কিন্তু তুমি মায়ার বশীভূত হইয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত তাবৎ বিস্মৃত, আমি মায়ারহিত, এ কারণ আমার সকল স্মরণ হয়। এই শ্লোকে শ্রীভগবানের জন্ম বোধ হইতেছে। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং [১৪২] শোচিতুমর্হসি।। অর্থাৎ জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যই হয়, হে অর্জ্জুন, অতএব অবশ্য ভাবিতব্য বিষয়ে শোকের বিষয় কি। এই শ্লোকে জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, ইহা অবধারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ। অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ং।। অর্থাৎ যে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক এই সকল জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহাকে অবিনাশি জানহ, অক্ষয় যে ব্রহ্ম, তাঁহার বিনাশ করিতে কেহ যোগ্য নহেন। আমি সকলের নিকটে প্রকাশ নহি অর্থাৎ ভক্তের নিকটেই প্রকাশ পাই, জন্মমৃত্যুরহিত আমাকে যোগমায়াতে আবৃত মূঢ় লোক বিশেষরূপে জানে না, এই ভগবদ্গীতার শ্লোকে শ্রীভগবানের জন্মমৃত্যুরাহিত্য বোধ হইতেছে। এবং বিষ্ণুপুরাণে [১৪৩] যোগমায়ার প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য। যথা। প্রাবৃট্কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহানিশি। উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি।। অর্থাৎ বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে মহানিশায় আমি উৎপন্ন হইব, তুমি নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে। অগস্ত্যসংহিতায়াং। চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ। অর্থাৎ চৈত্র মাসে শুক্লনবমীতে স্বয়ং হরি, রামরূপে জাত হইয়াছিলেন। এই বিষ্ণুপুরাণের ও অগস্ত্যসংহিতার বচনে পরমেশ্বরের জন্ম শ্রবণ হইতেছে। এবং মহাভারতে ও রামায়ণে তাঁহার মৃত্যুর বিবরণও দেখিতেছি। অতএব পরমেশ্বরের জন্ম মৃত্যু শব্দ প্রয়োগ লোকের ব্যবহারিক মাত্র, কিন্তু বাস্তব নহে, ফলতঃ পরমেশ্বরের আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই লোকে জন্মমৃত্যু কহিয়া ব্যবহার করেন, যেমন, সর্ব্বদা বিদ্যমান সূর্য্যের যে দর্শন ও অদর্শন, তাহাকেই উদয় ও অস্ত কহিয়া ব্যবহার করা যায়। অতএব অ-[১৪৪]গস্ত্যসংহিতায়াং। আবিরাসীৎ সকলয়া কৌশল্যায়াং পরঃ পুমান্। অর্থাৎ সেই পরম পুরুষ, ফলতঃ পরমেশ্বর, কৌশল্যাতে কলার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।। অর্থাৎ সেই ভগবতী, যে কালে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ আবির্ভূতা হয়েন, সেই কালে সেই ভগবতী নিত্যা হইলেও তাঁহাকে লোকে উৎপন্না করিয়া কহেন। তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ। অর্থাৎ হে নৃপ, সেই ভদ্রকালী ভগবতী যোগমায়া, দেবগণকে অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। স্মৃতিঃ। উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ। অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান রবির যে দর্শন ও অদর্শন, তাহার নাম উদয় ও

অস্ত। ইহাতেও যদি ঐ ব্যঙ্গকর্ত্তার ব্যঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ ভঙ্গ না হয়, তবে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি মনুষ্যের [১৪৫] জন্ম মৃত্যু কহিয়া থাকেন কি না? পরমার্থ বিবেচনায় মনুষ্যেরো জন্ম মৃত্যু বলা যায় না। অতএব অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্য। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। অর্থাৎ এই আত্মা নিত্য উৎপত্তিরহিত ও আদিপুরুষ, অতএব তেঁহ না জন্মেন ও না মরেন, না জন্মিয়াছেন ও না জন্মিবেন এবং শরীরনাশে তাঁহার নাশ হয় না, যেমন, মনুষ্য পুরাতন বসন ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমন, আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন করেন। কি কৌতুক, নগরান্তবাসী মহাশয়ের কর্ম্ম-কাণ্ড লোপের সময়ে জ্ঞানকাণ্ডে নির্ভর, আর অভক্ষ্য ভক্ষণাদির সময়ে আগমে নির্ভর, কখন ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী, কখন বা ভাক্তবামা-[১৪৬]চারী, বুঝি বা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সকলকেও তেঁহ সেই প্রকার কৌতুকাবিষ্ট ও অবিবেচকশ্রেষ্ঠ করেন, যেমন, এক মূর্খ চতুর মনুষ্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীমণ্ডিত সভাপ্রবিষ্ট নির্মিও বিশিষ্ট বোধে পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক তুমি কোন্ বিদ্যাব্যবসায় কর এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইলে আপাততঃ আপনার মূর্খতা প্রকাশভয়ে চতুরতা প্রকাশ করিলেন, তদ্দেশে দার্শনিকের বাহুল্যপ্রযুক্ত কহিলেন যে, আমি স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ী, তাহাতে লজ্জিত হইয়া তদ্দেশে বেদান্তের প্রচরদ্রূপ প্রচার না থাকাতে ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিলেন যে, আমি বেদান্তী, তাহাতেও তিরস্কৃত হইয়া পলায়নের উপক্রমে কহিলেন যে, আমি তন্ত্রশাস্ত্র ব্যবসায় করিয়া থাকি, তাহাতেও অপমানিত হইয়া অগত্যা অধোমস্তকে অতি কষ্টে কৃষ্ণমুখে কহিলেন, আজ্ঞা আমি কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকি, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতব[১৪৭]র্গেরা কৌতুকাবিষ্টে মুক্তকণ্ঠে প্রচণ্ড হাস্য ও উপহাস্য করিয়া-ছিলেন যে, তুমি কৃষিকর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র বট, তাহা বাক্যের ও আকারের দ্বারাই বোধ হইতেছে, শরীরটিও বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি, তুমি বুঝি কৃষিকর্ম্মে অতি উৎকৃষ্ট হইবা, একা সমস্যা সুধিয়ঃ পরীক্ষা, অর্থাৎ এক সমস্যাতেই সুকবির পরীক্ষা হয়, আমরা অবিবেচনা-প্রযুক্ত তোমার বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য বোধ না করিয়া তোমাকে এ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু আমারদিগের সমুচিত ফল হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আপনার কর্ম্মে প্রস্থান করুন, কিছু মনে করিবেন না, সে যাহা হউক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতাতে লিখিত, বেদোক্তের বিধানের ইত্যাদি মহানির্ব্বাণবচনে লোকযাত্রা শব্দে কেবল মদ্য মাংস ভোজনাদি, এই অর্থই কি মহাদেব তাঁহার কাণে২ কহিয়াছেন? আর ঐ বচনে জ্ঞানীদিগের স্বস্ব ধর্ম্মানুসারে নিবেদিত মাংসাদি ভোজনই বা কি[১৪৮]রূপে প্রাপ্ত হয়, এবং স্বস্ব উপাসনা শব্দেই বা তাঁহার অভিপ্রেত কি, যদি পঞ্চ দেবতার মধ্যে দেবতাবিশেষের উপাসনা হয়, তবে কেবল ভোজনকালেই তাঁহার স্মরণপ্রযুক্ত সুতরাং তেঁহ ভাক্তকর্ম্মীর অন্তঃপ্রবিষ্ট হইবেন, যদি ব্রহ্মোপাসনাই হয়, তবে ব্রহ্মের উদ্দেশে পশুঘাতের ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা শৃগালাদি কর্তৃক দষ্ট, কিম্বা যে কোন প্রকারে দুষ্ট, অর্থাৎ না দেবতার ইষ্ট, না বিশিষ্টের অভীষ্ট, এবং অতিকৃশাঙ্গ কিম্বা কাণব্যঙ্গ অথবা অতি শিশু ছাগলসকলকে অত্যল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া স্থূলাঙ্গ হইবার আশায় তাহার মধ্যে কাহারো বা পুরুষাঙ্গ হানি পূর্ব্বক উত্তম আহারাদির দ্বারা প্রতিপালন করতঃ প্রতিনিয়ত সুনিরীক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গে অঙ্গুলির দ্বারা ভোজনের উপযুক্তানুপযুক্তত্ব পরীক্ষণ করিয়া যৎকালে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দর্শন করেন, তৎকালে প[১৪৯]রম হর্ষে স্ববন্ধুবান্ধববর্গের সহিত স্বহস্তে বহু প্রহারে ছেদনানন্তর স্বোদর পূরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি কোন গৌরাঙ্গোপাসককে দৈবাৎ কেবল স্বহস্তে মৎস্য বধ করিতে দর্শন করিয়া আপনাকে উৎকৃষ্ট তাহাকে অপকৃষ্ট বোধ করেন, তবে তাহার মধ্যস্থ করা নগরান্তবাসী মহাশয়কেই উচিত হয়, যেহেতু যোগ্য

ব্যক্তিকেই লোকে যোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় ইহার কোন্ বিষয়ে বঞ্চিত, সকল বিষয়েই পণ্ডিত। অতএব শাস্ত্রে কহেন। তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ। অর্থাৎ যে লোক যে বিষয়ে বিজ্ঞ, সেই লোকই সে বিষয়ের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ হয়েন। অতএব বিষয়বিশেষে মধ্যস্থবিশেষ, নারদও কহিয়াছেন। যথা। বেশ্যা প্রাধানা যাস্তত্র কামুকাস্তদ্গৃহোষিতাঃ। তৎসমুত্থেষু কার্য্যেষু নির্ণয়ং সংশয়ে বিদুঃ।। অর্থাৎ বেশ্যাদিগের বিবাদে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহারাই নির্ণয় করিবেক, যাহারা [১৫০] প্রধানা২ বেশ্যা ও বেশ্যাদিগের গৃহবাসী প্রধান২ কামুক। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা এ সকল বিষয়ে বঞ্চিত, এ কারণ তাঁহারদিগের নিকটে অতি নিন্দিত ঈশ্বর স্থানে এই প্রার্থনা যে, তাঁহারদিগের নিকটে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রশংসিত না হইতে হয়, অতএব ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগকে অপূর্ব্ব অধর্ম্ম ইত্যাদি কত২ ব্যঙ্গোক্তি ও শ্লেষোক্তি করেন। এবং যাঁহারা প্রতিপালনাদির দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া পশ্চাৎ সেই পশুকে বধ করেন, তাঁহারদিগের প্রতি শ্রীমদ্ভাগবত কহিতেছেন। যথা। যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।। অর্থাৎ যাহারা এই পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র না জানে এবং অসাধু অথচ আমরা সাধু এই অভিমান করে, এবং স্তব্ধ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিবেচনারহিত, [১৫১] আর প্রতিপালনাদির দ্বারা বিশ্বস্ত, সে পাষণ্ডেরা সেই প্রতিপালিত পশুর যে প্রকারে হিংসা করে, সেই পশু পরলোকে সেই পাষণ্ডদিগকে সেই প্রকারে হিংসা করিয়া ভোজন করে। পরন্তু, "অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদি কঞ্চন।" এ বচনে মৎস্যমাংসাদি তাবৎ দ্রব্যের স্বতঃ কিম্বা পরতঃ সামান্যতঃ দেবতাকে অনিবেদিত ভোজনের নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে, অন্যথা, অন্যে অন্যের নিবেদিত দ্রব্য এবং এক দেবতার উপাসক, দেবতান্তরের প্রসাদ ভোজন করিতে পারেন না, অতএব "অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতং"। এই বচনে সামান্যতঃ অবিশেষে অনিবেদিত অন্নজলে মলমূত্রত্ব কীর্ত্তনরূপ নিন্দা শ্রবণ হইতেছে, এ স্থানে বিষ্ণু শব্দে যথাশ্রুত অর্থ করা যায় না, যেহেতু শক্তি প্রভৃতিকে নিবেদিত দ্রব্যেও নিন্দাপ্রাপ্তি হয়, এবং স্বস্ব ইষ্টদেবতাও কহা যায় না, যেহেতু দেবতান্তরকে নিবেদিত দ্রব্যেও তন্নিন্দাপ্রাপ্তি প্রযুক্ত অন্যো[১৫২]পাসকের অন্য দেবতার প্রসাদ ভোজনে বাধা জন্মে, অতএব এ বচনে বিষ্ণু শব্দে দেবতামাত্রে তাৎপর্য্য, ইহাতে কোন দোষ সম্ভাবনা নাই, অতএব পুরুষের রাগপ্রাপ্ত যে মৎস্য-মাংসাদি ভোজন, তাহাতে পুরুষের রাগাভাবে নিবৃত্তি ও রাগসত্ত্বে প্রবৃত্তি জন্মে, যে ব্যক্তির রাগপ্রযুক্ত মৎস্যমাংসাদি ভোজনে প্রবৃত্তি হয়, সে ব্যক্তি স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতি তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধার আধিক্যপ্রযুক্ত সুতরাং সেই ইষ্টদেবতাকেই নিবেদন করিয়া ভোজন করেন, যদি স্বীয় ইষ্টদেবতাকে অনিবেদ্য যে দ্রব্য তাহাতে প্রবৃত্তি হয়, তবে স্বতঃ কিম্বা পরতঃ দেবতান্তরের নিবেদিত করিয়া ভোজনে তাঁহার বাধা কি। যেহেতু দেবতাকে অনিবেদিত দ্রব্যের ভোজনেই শাস্ত্রীয় নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়। কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি।।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—এ স্থানে কি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী কি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী, উভয়েরি ভ্রান্তি, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর সজ্জনতাতে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর মৎসরতার ভ্রম, এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ঐচ্ছিক ভোগের ভ্রম, সজ্জনের এই স্বভাব যে, সদ্বংশজাত ব্যক্তিসকলকে অসৎ কর্ম্মে অসৎ সঙ্গে ও অসৎপথগমনে প্রবৃত্ত দেখিলে তাঁহারদিগকে তাঁহারা সদুপ[১৫৪]দেশ সদ্যুক্তি ও সৎকথার দ্বারা নিবৃত্ত করান, তাহাতেও যদি না হয়, তবে অন্ততঃ প্রিয়ভর্ৎসন ভয়প্রদর্শন পুরস্কার ও তিরস্কারও করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারদিগের নিমিত্ত সর্ব্বদা অন্তঃকরণে অত্যন্ত ক্লেশও পান, চিন্তাও করেন যে, কি প্রকারে এই সৎসন্তানেরা অসদ্বৃত্ত হইতে নিবৃত্ত হইয়া সদ্বৃত্ত হইবেন, তাহাতেই

দুর্জ্জনেরা নিজে দৌর্জ্জন্যের গুণে ঐ সজ্জনদিগের সৌজন্যকে দৌর্জ্জন্য করিয়া ব্যাখ্যা করেন, ও নানাপ্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করিয়া থাকেন, এবং অন্তঃকরণে অবিরত এই চিন্তাও করেন যে, এমন দিন কি হবে যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য বিচার যাবে, আমরা নিষ্কন্টকে স্বেচ্ছানুসারে স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক স্ব স্ব অভিলাষ সাধন করিব, যেমন ভাঙখোরেরা প্রার্থনা করে যে, মা গঙ্গে তুমি যদি হও ভঙ্গে, তবে ডুবুকি ডুবুকি খাও চুমুকি চুমুকি খাও। এবং তস্করেরা ও পারদারিকেরাও প্রার্থনা করিয়া থাকে যে, কবে এরা[১৫৫] জক রাজা হবে যে, স্বচ্ছন্দ চৌর্য্য পারদার্য্য করিব, যদি দুষ্টের মনোভিলাষ সম্পূর্ণ হইত, তবে জগতের কিং অসম্ভব অমঙ্গল অসম্ভাবিত রহিত, দুষ্টের মনোরথও পূর্ণ হয় না, মনস্তাপও দূর হয় না, যেমন দরিদ্রের মনোরথ ও মনস্তাপ। বরঞ্চ আশাবায়ুতে মনের আগুন দ্বিগুণ হয়, পশ্চাৎ কিঞ্চিৎকাল প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ করিয়া সেই অগ্নিতেই দগ্ধ হইয়া লীলা সম্বরণ করেন। কেহ কাহারো প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ কদাচ নিবারণ করিতে পারেন না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কীটভক্ষক পক্ষী, গবাদি ও শূকর, ইহারা উত্তম আহারের দ্বারা গৃহস্থের গৃহে প্রতি-পালিত হইলেও প্রারব্ধের গুণে পতঙ্গ, উচ্ছিষ্ট পত্র ও মলমূত্র ভক্ষণে ব্যাপৃত হয়, ভাক্তত্ত্ব-জ্ঞানীদিগেরো মদ্যমাংসাদি ভোজন সেই প্রকার প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ, অতএব তাঁহারা সে কর্ম্ম-ভোগ কি প্রকারে ত্যাগ করিবেন, সজ্জনদিগের সদুপদেশে বা কি করিতে পারে, ধর্ম্মসংস্থাপনা[১৫৬]কাঙ্ক্ষীরা পূর্ব্বে ভ্রান্তিপ্রযুক্ত এ মর্ম্ম অজ্ঞাত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারদিগের সে ভ্রম দূর হইয়াছে, মদ্যমাংসাদি কদর্য্য ভোগই ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রারব্ধ ভোগের উপযুক্ত, যে ব্যক্তি যে প্রকার হয়, তাহার প্রারব্ধ ভোগও সেই প্রকার, অতএব উত্তমাধম মধ্যম ভেদে ত্রিবিধ প্রকার ভোগ ভগবদ্‌গীতা কহেন। যথা। আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।। আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃস্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ। আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।। যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্ট-মপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং।। অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার মনুষ্যের আহারও তিন প্রকার, এবং যজ্ঞ তপস্যা ও দান, ইহাও তিন প্রকার হয়, [১৫৭] তাহার ভেদ শ্রবণ কর, যে ভোগ ভোক্তার আয়ুঃ উৎসাহ বল আরোগ্য সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধক এবং মধুর স্নিগ্ধ স্থির ও হৃদ্‌গত হয়, সেই ভোগ সাত্ত্বিকের প্রিয়, তাহার নাম সাত্ত্বিক এবং কটু অম্ল লবণ অত্যুষ্ণ অতিতীক্ষ্ণ অতিরূক্ষ কিম্বা সর্ষপাদিজাত যে ভোগ, সেই ভোগ রাজসপ্রিয়, তাহার নাম রাজসিক, তাহাতে দুঃখ শোক ও রোগ জন্মে। প্রহরাতীত বিরস দুর্গন্ধ পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্ট অথবা অস্পৃশ্য, এই প্রকার যে কদর্য্য ভোগ, সেই তামসদিগের প্রিয়, তাহার নাম তামসিক ইতি। ॰।

শ্রীমদ্ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিবিরচিতে পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রস্তাবে দুর্জ্জনহৃদয়বিদারণো নাম তৃতীয়োল্লাসঃ সমাপ্তঃ।।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর চতুর্থপ্রশ্নঃ।

অনেক বিশিষ্টসন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতাপ্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া, অন্ত্যাঃ ম্লেচ্ছযবনাদয় ইতি কুল্লুকভট্টঃ।

কপট ব্রতাচারী ম্লেচ্ছবেশধারী ভাক্তব্রাহ্মচা[১৫৯]রী মহাশয় আপনারদিগের যথা কেশ-চ্ছেদন, সুরাপান, জবনীগমন, সংপ্রতি স্বয়ং স্বমুখে স্বহস্তে ব্যক্ত করিয়া কেবল আপনারদিগের জবনাকারত্ব, মদ্যপত্ব ও জবনজাতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন, ইহাদিগে এক্ষণে ধর্ম্মের গুণে

বাক্যমনের অনৈক্য দূর হইয়া তাহার ঐক্য হইতেছে, আরও হইবেক, কুন্দযন্ত্রের মুখে কাষ্ঠের বক্রভাবের অভাব কত কাল হয়।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতাপ্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া .অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং।। অর্থাৎ যৌবন, ধন, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা, এই চতুষ্টয়, প্রত্যেকেও সকল অনর্থের কারণ হয়, ইহাতে যে সকল ব্যক্তির প্রতি ঐ চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ, সে সকল ব্যক্তির কি২ অঘটনঘটনার সম্ভাবনা না হয়। এই নীতিশাস্ত্রীয় বচনের এ তাৎপর্য্য নহে যে, এই যৌবনাদি চতুষ্টয় ব্যক্তিমাত্রেরি অনর্থের কারণ, কিন্তু দুঃশীল দুর্জ্জনদিগেরি সকল অনর্থের সাধন হয়, তাহার সাক্ষী রাবণ, বেণ, দুর্য্যোধন [১৬১] প্রভৃতি দেখ, রাবণের দৌর্বৃত্তের বৃত্তান্তের অন্ত করিতে বুঝি অনন্তও অশক্ত হইবেন, বেণ রাজার বাল্যকালেই পিতৃবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্বের অভাবেও কেবল অবিবেকতাতেই কি২ পুণ্য প্রতিষ্ঠা প্রকাশ না হইয়াছে, এবং দুর্য্যোধনাদির দৌর্জ্জন্যই বা তাঁহারদিগের গুণ বর্ণনে কি অবর্ণিত আছে এবং সুশীল সুজন-দিগের যৌবনাদি কদাচ অনিষ্টের সাধন হয় না, তাহার প্রমাণ অতিকায়, বিভীষণ, জনক ও অর্জ্জুন প্রভৃতি। ইতিহাস পুরাণে তাঁহারদিগের উপাখ্যান শ্রবণে পাপাত্মারো পাপ মোচন ও বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে। এবং ইদানীন্তন অনেক দুর্জ্জন ও সুজনেরও যৌবনাদিতে দৌর্জ্জন্য ও সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে, দেখ কেহ২ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিরূপে বিখ্যাত, কেহ২ ভাক্ততত্ত্ব-জ্ঞানিরূপে নিন্দিত হইতেছেন। অতএব নীতিশাস্ত্রের বচনান্তরে দুর্জ্জন ও সুজনের বিদ্যাদিরো বিপরীত ফল দৃষ্ট হইতেছে। যথা। বিদ্যা বিবা[১৬২]দায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়। খলস্য সাধোর্ব্বিপরীতমেতৎ জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়।। অর্থাৎ দুর্জ্জনের বিদ্যা, ধন ও বল, এই তিন বিবাদ, মত্ততা ও পরপীড়নের নিমিত্ত হয়, সুজনে তাহার বিপরীত, ফলতঃ সুজনের বিদ্যা, ধন ও বল, এই তিন জ্ঞান দান ও পররক্ষণের কারণ হয়। অতএব সুশীল সুজনদিগের কি পিতার বিদ্যমানতায়, কি অবিদ্যমানতায়, কি অধিক সহকারীতে, কি অল্প সহকারীতে, কোন কালে কোন ক্রমেই যৌবনাদির প্রভুত্ব হয় না, এবং তাহার ফলও জন্মে না। বর্ষাসহকারীতে কি সমুদ্রের জল বৃদ্ধি হয়, কি কৃষ্ণপক্ষেও জ্যোতিরিঙ্গনের উত্তম জ্যোতিঃ হয়, এবং পাষাণে বীজ বপন করিলে কি তাহার অঙ্কুর জন্মে, কি অমৃতফলের তরুতে বিষফল জন্মে, অতএব তাঁহারদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, সম্বিদাভক্ষণ, যবনীগমন, ও বেশ্যাসেবন সর্ব্বকালেই অসম্ভব, শাসনও অ[১৬৩]সম্ভব, কিন্তু নগরান্তবাসীর অদ্যাপি যবনীগমনের চিহ্ন প্রকাশ হইতেছে, যেহেতু, নিজ বাসস্থানের প্রান্তেই যবনীগমনের ধ্বজপতাকা রোপণ করিয়াছেন। সম্বিদাপান সুরাপানতুল্য হয় কি কারণে ও কি প্রমাণে তাহা জানিতে বাসনা করি? এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে কোন২ ব্যক্তির যৌবনাবস্থাতেও কেশের শুক্লতাদৃষ্টি হইতেছে, যদি তাঁহারা যবনের কৃত কলপের দ্বারা কেশের কৃষ্ণতা করিতেন, তবে শুক্লতার প্রত্যক্ষ, কি সপক্ষ, কি বিপক্ষ, কাহারো হইত না, দেখ, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের বৃদ্ধাবস্থার চিহ্ন, কেবল দন্তভঙ্গ, তাহাও কোন২ মহাত্মা কৃত্রিম দন্তের দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, কেহ২ বার্দ্ধক্যের প্রত্যক্ষ ভয়ে মেষের ন্যায় বক্ষঃস্থলেরো লোম কর্ত্তন করিয়া থাকেন, এবং কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেই মুণ্ডিতমুণ্ড, তাহাতে বৃদ্ধদিগেরো সেই মুণ্ডিতমুণ্ডের ও কৃষ্ণতুণ্ডের কেশেরো শুক্লতাদৃ-[১৬৪]ষ্টি কখন কাহারো হয় না, ইহাতে বুঝি ঐ মহাত্মারা গৃহজাত কলপ কিম্বা কালির দ্বারাই ঐ মুণ্ডিতমুণ্ডের ও কৃষ্ণতুণ্ডের অপূর্ব্ব শোভা করিয়া থাকেন। ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের এও এক প্রকার বিধিকৃত দণ্ড, এবং তাঁহারদিগের অবিরত অবিহিত আচরণ নিমিত্ত অপরাধের মস্তক মুণ্ডন ও মুখে মসীলেপন, এই দণ্ড উপযুক্তও বটে, অতএব সম্প্রতি তাদৃশ অপরাধে রাজশাসনাভাবপ্রযুক্ত বিধাতা তাঁহারদিগের দ্বারাই

তাঁহারদিগের দণ্ড করিতেছেন। পরন্তু, যদি প্রধান ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর মানিত হইয়া কোন২ ক্ষুদ্র ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মিথ্যাবাণী কহেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যেও কোন২ ব্যক্তিকে যবনীগমনাদি করিতে আমরা দর্শন করিয়াছি, তবে সেই২ সাক্ষীর প্রামাণ্য কিরূপে হইতে পারে, যেহেতু শাস্ত্রে তাদৃশ দুষ্ট ব্যক্তিদিগের অসাক্ষিত্ব কহিতেছেন। যথা নারদঃ। স্তেনাঃ সাহসিকাশ্চণ্ডাঃ কিতবা[১৬৫]বঞ্চকাস্তথা। অসাক্ষিণস্তে দুষ্টত্বাৎ তেষু সত্যং ন বিদ্যতে।। অর্থাৎ চোব, ডাকাইত, স্বাভাবিক ক্রোধী, ও জুয়াচোব, এই সকল ব্যক্তিতে সত্য সম্ভব হয় না, ইহাবা দুষ্টত্বপ্রযুক্ত অসাক্ষী হয়। যাজ্ঞবল্ক্য। স্ত্রীবালবৃদ্ধকিতবমত্তোন্মত্তাভিশস্তকাঃ। রঙ্গাবতারিপাষণ্ডিকূটকৃদ্বিকলেন্দ্রিয়াঃ।। পতিতাপ্তার্থসম্বন্ধিসহায়রিপুতস্করাঃ। সাহসী দৃষ্টদোষশ্চ নির্দ্ধূতাদ্যাস্ত্বসাক্ষিণঃ।। অর্থাৎ স্ত্রী, বালক, অশীতিপব বৃদ্ধ, কিতব, মত্ত, উন্মত্ত, অপবাদগ্রস্ত, স্ত্রীজীবী পাষণ্ড, মিথ্যালিপিকাবকাদি, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, সুহৃদ্ অর্থ-সম্বন্ধী, অর্থাৎ যাহাব জয পবাজয়ে যাহাব জয পবাজয হয, সহায, বিপু, তস্কব, সাহসী, মিথ্যাবাদিরূপে খ্যাত ও জ্ঞাতিবর্গ কর্ত্তৃক ত্যক্ত, ইহারা সাক্ষী হয না, যদি এক প্রধান চোব আত্মকার্য্য সাধনার্থ অন্য২ ক্ষুদ্র চোব অর্থাৎ লোকে যাহাদিগকে সিন্দাল, গাঁটকাটা, জুয়াচোব, হাটচোব ও ঘাটচোব কহিযা [১৬৬] থাকে, তাহাবদিগকে সাক্ষী মানিলে তাহাবদিগেব সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইত, তবে পৃথিবীতে কেহ সাধু হইতেন না।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীব উত্তর।--ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জানা উচিত যে প্রাযশ্চিত্ত পূর্ব্ব২ শাস্ত্রকারেরাই লিখিযাছেন।।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয লিখেন যে, প্রযাগ ও পিতৃমরণাদি ব্যতিরিক্ত বৃথা কেশচ্ছেদ করিবেক না, এই নিষেধে বৃথা শব্দেব দ্বারা নৈমিত্তিক কেশচ্ছেদেব নিষেধ বুঝায না, অতএব পণ্ডিতাভিমানী মহাশযকে জানা উচিত যে, প্রযাগাদি সপ্ত, আব প্রাযশ্চিত্ত ও চূড়া, এই নয প্রকার কেশচ্ছেদেব নিমিত্ত হয, তাহাব কোন নিমিত্ত[১৬৮]প্রযুক্ত যে কেশচ্ছেদন, তাহাবি নাম নৈমিত্তিক কেশচ্ছেদন, বৃথা শব্দেব দ্বারা এই নববিধ নিমিত্তেব অতিবিক্ত নিমিত্তপ্রযুক্ত যে কেশচ্ছেদন, তাহাবি নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে। যথা। প্রযাগে তীর্থযাত্রাযাং মাতাপিত্রোর্মৃতে গুবৌ। আধানে সোমপানে চ বপনং সপ্তসু স্মৃতং।। অর্থাৎ প্রযাগ, তীর্থযাত্রা, মাতৃমবণ, পিতৃমবণ, গুরুমরণ, গর্ভাধান ও সোমরসপান, এই সপ্তবিধ নিমিত্তে কেশবপন কবিবেক, ইহা মন্বাদি কর্তৃক কথিত আছে। প্রাযশ্চিত্তে ও চূডাতে কেশচ্ছেদন প্রসিদ্ধই আছে। অতএব যেমন প্রযাগ, তীর্থযাত্রা, ইত্যাদি কেশচ্ছেদনেব নিমিত্ত তেমন মস্তকেব ভাবলাঘব ও যবনীমনোরঞ্জন ইত্যাদিও কেশচ্ছেদনেব নিমিত্ত হয, এবং যেমন ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত গঙ্গাযাং ভাস্কবক্ষেত্রে ইত্যাদি বচনে প্রযাগাদিনিমিত্তক কেশচ্ছেদের নিষেধ বুঝায না, তেমন যবনীমনোরঞ্জনাদিনিমিত্তিক কেশচ্ছেদনেবও নিষেধ বুঝা[১৬৯]য় না, এই প্রকাব যে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশযেব অভিপ্রায, তাহা কোন প্রকাবেই সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু, ধর্ম্মশাস্ত্রে যবনীমনোবঞ্জনাদিকে কেশচ্ছেদনেব নিমিত্ত কহেন না, যদি যবনী-মনোবঞ্জনাদির নিমিত্ত তাঁহাবদিগেব কেশচ্ছেদন কর্ত্তব্য হয, ত্বকছেদনও আবশ্যক হয কি না? যদ্যপি উপদংশ রোগেই তাঁহারদিগেব ত্বকছেদনও বিধিকৃত হইযাছে, তথাপি যাবনিক মন্ত্রাদিরূপ অঙ্গের বৈগুণ্যে প্রধানেরো বৈগুণ্য হইযা থাকিবে, কিন্তু অঙ্গেব অসিদ্ধিতেও প্রধানেব সিদ্ধি হয, এ প্রকার ব্যবস্থাও কোন২ স্থানে কোন২ পণ্ডিতেরা কহিযা থাকেন যে, গৃহদাহে দগ্ধ ব্যক্তিব পুনর্ব্বাব কুশপুত্তলিকা দাহ করিবেক না, যেহেতু, দহ ধাতুর অর্থ যে ভস্মীকরণ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতেছে, মন্ত্রাদিরূপ অঙ্গের বৈগুণ্যে তাহার বাধ জন্মে না, তদ্রূপ এ স্থলেও উপদংশবোগে ত্বকছেদন হইলে সেই পণ্ডিতদিগেব মতে সেই মহাত্মাদি[১৭০]গের মন্ত্রাদির অভাবেও ত্বকছেদনসংস্কার সিদ্ধ হইতে পাবে, যেহেতু, ছিদ ধাতুব অর্থ যে ছেদন, তাহাব বাধ হয় নাই। এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে অনেকে সর্ব্বদাই ত্রিকচ্ছ পবিধান করিয়া

থাকেন, কেহ২ কেবল পূজাদিকালে। আর ক্ষুৎ, প্রপতন, ও জৃম্ভণ অর্থাৎ হাঁচি, ভূমিতে হঠাৎ পতন, ও হাঁই, ইহাতে জীব, উত্তিষ্ঠ, ও অঙ্গুলিধ্বনি, শাস্ত্রানুসারে সকলেই গুরু-পরম্পরা ব্যবহার দৃষ্টিতে অভ্যাসবশতই করিয়া থাকেন, আর এই সকল স্থানেও বৃথা কেশ-চ্ছেদনে কেবল ব্রহ্মহত্যার পাপ শ্রবণে ইহারদিগের তুল্যতা হয় না, তবে হইতে পারে, যদি দীপ্তিকারকত্বপ্রযুক্ত চন্দ্র সূর্য্যেরও দীপের তুল্যতা হয়। অতএব ইহার বিবেচনা করা আবশ্যক, দেখ, বৃথা কেশচ্ছেদনে শিখাবিরহে সুতরাং শিখাবন্ধনের অভাবে সেই শিখারহিত ব্যক্তির তৎকৃত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মের প্রত্যহ বৈগুণ্য জন্মে, যেহেতু, শিখা[১৭১]বিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিবেক, এই বিধি আছে, তথাচ স্মৃতিঃ। গায়ত্র্যা তু শিখাং বদ্ধা নৈঋত্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ। জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ।। অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা প্রথমতঃ গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নৈঋত কোণে শিখা বন্ধন করিয়া পশ্চাৎ সকল কেশ একত্র বন্ধন করিবেক, তদনন্তর কর্ম্মারম্ভ করিবেক, অতএব শিখার অভাবে ক্রমে ঐ পাপ মহাপাতকতুল্য হয়, যেমন উপপাতক ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া মহাপাতককেও লঙ্ঘন করে, এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ্যাদিরো হানি হইতে থাকে, ক্ষুৎ, প্রপতন ও জৃম্ভণ ইত্যাদি স্থলে জীব, উত্তিষ্ঠ ও অঙ্গুলিধ্বনি, এই শব্দ না করিলে এতাদৃশ কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, অতএব বৃথা কেশচ্ছেদনকে সাধারণ পাপ কিরূপে কহা যায়, তাহার এ প্রকার সাধারণ প্রায়শ্চিত্তই বা কিরূপে হইতে পারে, প্রয়াগাদিতে কেশচ্ছেদনে কিন্তু সে ব্যক্তির সে দোষ হয় না, যেহেতু তাহাতে বিধি আছে। এবং পণ্ডিতা[১৭২]ভিমানী মহাশয় অন্য দুই বচন লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অন্নদানে ও সুবর্ণাদিদানে ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপের ক্ষয় হয়, সে যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহাকেই ইহা জিজ্ঞাসা করি যে, পুস্তকে লিখিত প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক, কি আচরিত প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক হয়, যদি প্রথম কল্প তাঁহার সম্মত হয়, তবে কাহারো প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, যদি দ্বিতীয় কল্পে নির্ভর করেন, তবে তাঁহারদিগের কিরূপে নিস্তার হয়, যেহেতু পণ্ডিতাভিমানীর লিখিত অন্নদানের পাপ-নাশকতাবোধক বচনে স্ত্রীপুত্রাদিপরিজনবর্গকে যে অন্নদান, তাহার তত্তৎপাপনাশকতা কহিতে পারিবেন না, কারণ, তবে তত্তৎপাপে প্রায়শ্চিত্তের অভাব প্রসঙ্গ হয়, স্ত্রীপুত্রাদিকে অন্নদান কে না করিয়া থাকে, অতএব ঐ বচনে অন্নদান শব্দে অন্নদানব্রত কহিতে হইবেক, যাহাকে লোকে সদাব্রত কহিয়া থাকে, যেহেতু ঐ বচন অতিথিসেবা প্রকরণে লিখি[১৭৩]ত আছে, সে প্রকার অন্নদান ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মধ্যে কে করিয়া থাকেন, যে কহিবেন, কহিলেই বা কে প্রত্যয় করিবেক, কাহারো২ তাহার দর্শন, কাহারো২ বা শ্রবণ হইতেছে, এবং সুবর্ণাদিদানে সাধারণ পাপের ক্ষয় হয়, ইহাও যথার্থ, যদ্যপি তাঁহারাও কদাচিৎ২ সুবর্ণদান করিয়া থাকেন, তথাপি তাহাতে তৎপাপের ক্ষয় হয় না, যেহেতু তত্তৎপাপে পুনঃপুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইলে তাহার নিবৃত্তি কোন প্রকারেই হইতে পারে না, অতএব গঙ্গাস্নানস্থলে সে প্রকার বচনও দেখিতেছি। যথা। কুর্য্যাৎ পুনঃ পুনঃ পাপং ন চ গঙ্গা পুনাতি তং। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুনঃপুনর্ব্বার পাপ করে, তাহাকে গঙ্গাও পবিত্র করেন না, যদি বল, যেমন গৃহস্থেরা প্রতিদিন পঞ্চসূনা-জনিত পাপ করিতেছে, এবং প্রতিদিন পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা তাহার নাশও হইতেছে, তেমন আমারদিগেরও পুনঃ পুনঃ বৃথাকেশচ্ছেদনাদিনিমিত্ত পাপের পুনঃ পুনঃ সুবর্ণাদি [১৭৪] দানরূপ প্রায়শ্চিত্তে নাশ হইবার বাধা কি। তাহার উত্তর, সূনাশব্দে অতিক্ষুদ্র কীটাদি বধের স্থান, সে পাঁচ প্রকার হয়, চুল্লী যাহাকে চুলা কহে, পেষণী অর্থাৎ শিলনোড়া ইত্যাদি, উপস্কর যাহাকে খেঙ্গরা কহে, কণ্ডনী অর্থাৎ যাহাতে নিক্ষেপ করিয়া ধান্যাদির তুষাদি পরিহরণ করা যায়, আর উদককুম্ভ, এই সকল স্থানে প্রতিদিন অতি ক্ষুদ্র কীটাদির অবশ্যই নাশ হয়, তাহার বারণ কোন প্রকারে করা যায় না, কিন্তু তাহাতে গৃহস্থদিগের না সঙ্কল্প, না যত্ন আছে, অতএব পাঠ, হোম, অতিথিসেবা, তর্পণ ও বলিবৈশ্বদেব, এই পঞ্চ যজ্ঞেতেই তৎপাপ ক্ষয় হয়, ইহা শাস্ত্রে কহিয়াছেন, ইহাতে পুনঃপুনর্ব্বার অতিযত্নপূর্ব্বক কৃত যে বৃথা

কেশচ্ছেদনাদিনিমিত্ত পাপ, তাহার ক্ষয় সুবর্ণাদিদানে কি প্রকারে হইতে পারিবেক, পুনঃ পুনর্ব্বার তাদৃশ পাপকারী লোকেরা পাপকর্ম্মে [১৭৫] রত হয়, তাহারদিগের নিস্তার, সর্ব্বপাপনাশিনী পতিতপাবনী ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গাও করেন না, ইহা গঙ্গাবাক্যাবলীর বচনে বোধ হইতেছে। যথা। ষষ্টিবিঘ্নসহস্রাণি গঙ্গাং রক্ষন্তি সর্ব্বদা। নিবারয়ন্ত্যভক্তাংশ্চ পাপকর্ম্মরতাংস্তথা।। অর্থাৎ ষষ্টিসহস্র বিঘ্নকারকেরা সর্ব্বদা গঙ্গাকে রক্ষা করেন, তাঁহারদিগের এই কর্ম্ম যে, অভক্ত কিম্বা পাপকর্ম্মে রত যে সকল লোক, তাহারদিগকে বারণ করিবেন। পরন্তু ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় অন্য এক বচন লিখেন, তাহার অর্থ এই যে, আমি ব্রহ্ম, এই প্রকার চিন্তা ক্ষণমাত্রকাল করিলেই সকল পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাকেই এই জিজ্ঞাসা করি যে, এই প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ কাহার প্রতি করেন, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পাপভাবপ্রযুক্ত তাঁহা[দিগে]র প্রতি অসম্ভব, যেহেতু যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের আত্মার স্বরূপ ভূমিতল তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ দহনে সংদগ্ধ এবং বাসনাস্বরূপ সলিলের সম্বন্ধাভাবে শু[১৭৬]ষ্ক, অতএব মরুভূমিতুল্য, তাহাতে সৎকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্মস্বরূপ বীজ বপন করিলে তাহা হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অঙ্কুর জন্মে না। অতএব ভগবদ্গীতা ও যোগশাস্ত্র কহিতেছেন। যথা। যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।। অর্থাৎ যেমন প্রজ্বলিত সামান্য অগ্নি সামান্য কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে, তেমন প্রজ্বলিত তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ অগ্নি প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতিরেকে সুকৃতদুষ্কৃতকর্ম্মস্বরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করেন। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাৎপরে।। অর্থাৎ সেই পরাৎপর যে পরম ব্রহ্ম তেঁহ দৃষ্ট হইলে ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সে ব্যক্তির হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয়, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনার নাশ হয় এবং সকল সংশয়ের ছেদ হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জীব ব্রহ্মের ঐক্য অনৈক্য ইত্যাদি সংশয় নষ্ট হয়, [১৭৭] এবং সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয়, অর্থাৎ সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের অঙ্কুর জন্মে না। যদি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রতি কহেন, তবে তাহাও অসম্ভব, যেহেতু ব্রহ্মপুরাণীয় বচনানুসারে তাদৃশ দুষ্ট পাপিষ্ঠদিগের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শোধন হয় না। যথা। চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানে ন শুধ্যতি। শতশোথ জলৈর্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচিং।। ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ। দুষ্টাশয়ং দম্ভরুচিং পুনন্তি ব্যথিতেন্দ্রিয়ং।। অর্থাৎ অন্তর্গত দুষ্ট যে চিত্ত তাহা তীর্থস্নান করিলে শুদ্ধ হয় না, যেমন জলেতে শতং বার ধৌত হইলেও সুরাভাণ্ড অশুচিই থাকে, ফলতঃ যেমন শতং বার জলধৌত হইলেও সুরাভাণ্ড শুচি হয় না, তেমন দুষ্টচিত্ত লোকেরা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হয় না। এবং দুষ্টাশয় দাম্ভিক ও অবশেন্দ্রিয় মনুষ্যকে কি তীর্থ, কি দান, কি ব্রত, কি কোন আশ্রম, কেহ পবিত্র করেন না। অতএব কূর্ম্মপুরাণে ক্রিয়ারহিত যথেষ্টা[১৭৮]চারী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের মরণান্ত অশৌচ কহিয়াছেন। যথা। ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ। যথেষ্টাচরণস্যাহুর্মরণান্তমশৌচকং।। অর্থাৎ ক্রিয়াহীন, ফলতঃ নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ারহিত এবং মূর্খ, ফলতঃ অর্থসহিত গায়ত্রীরহিত এবং মহারোগী, ফলতঃ মধুমেহাদি রোগগ্রস্ত এবং যথেষ্টাচরণ, ফলতঃ দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান ও বেশ্যাদি ইহাতে আসক্ত, ইহারা প্রত্যেকেই যাবজ্জীবন অশুচি থাকে, ইহা মন্বাদি কহিয়াছেন।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বচন লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে পাতকগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হইবেন।।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় সৌত্রামণীযজ্ঞে সুরাপানে এক শ্রুতিকে প্রমাণরূপে দর্শন করান, তাহাতে এই বোধ হইতেছে, যে তাঁহারা সর্ব্বদাই সুরা[১৮০] পানার্থে সৌত্রামণীযজ্ঞমাত্র করিয়া সুরাপান করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারদিগকে ভাক্তযাজ্ঞিক কহিলেও কহা যায়, সে যাহা হউক, মৈথুন, মাংসভোজন ও মদ্যপান পুরুষের ঐচ্ছিক হয়,

তাহাতে নিয়ম, বিনা বিধি সম্ভব হয় না, কর্ম্মবিশেষে তাহাতে যে শাস্ত্র আছে সেও রাগী ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম কিন্তু নিবৃত্তিধর্ম্মরত মুমুক্ষুর পক্ষে নহে। সেই স্থলে বিধি কহা যায়, যে স্থলে অত্যন্ত অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তির নিমিত্ত কথন হয়, সেই বিধি, প্রতিদিন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করিবেন, গ্রহণাদিতে শ্রাদ্ধাদি করিবেক, আর স্বর্গকামাদি ব্যক্তি অশ্বমেধযাগাদি করিবেক, ইত্যাদি, এবং পুরুষের ইচ্ছাতেই যে বিষয়ের প্রাপ্তি হয়, তাহাব প্রাপ্তির নিমিত্ত যে শাস্ত্র, তাহার নাম নিয়ম সেই নিয়ম ঋতুকালে ভার্য্যাগমন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ভগিনীহস্তে ভোজন আর শ্রাদ্ধের শেষ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক ইত্যাদি। অতএব মদ্যপানাদি স্থলে যে বিধির আকার [১৮৪] শাস্ত্র দর্শন করা যায়, সে বিধি নহে, কিন্তু নিয়ম, তাহার উল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রে দোষশ্রবণপ্রযুক্ত নিষিদ্ধকালে ভোজনে ও পানে তদ্দ্রব্যের আঘ্রাণমাত্র বিহিত হয়, অতএব কলিযুগে মদ্য-পানে নিষেধ দর্শনে যে২ স্থানে মদ্যপানে নিয়ম আছে, সে সকল স্থানে মদ্যের আঘ্রাণগ্রহণই যুক্তিসিদ্ধ হয়, অতএব শ্রাদ্ধে শেষ দ্রব্য ভোজনের নিয়ম রক্ষার্থে উপবাসদিনে শেষ দ্রব্যের আঘ্রাণের শাস্ত্র ও ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে, অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে যজ্ঞাদিতে মদ্যপানাদি স্থলে সর্ব্বকালে আঘ্রাণাদিই সুস্পষ্ট করিয়াছেন। যথা। লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈস্তাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।। যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোবালভনং ন হিংসা। এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রৈত্যে ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং।। অর্থাৎ ইহলোকে মৈথুন, মাংসভোজন ও মদ্যপান, ইহাতে সকল জীবেব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেছে, [১৮৫] কিন্তু তাহাতে বিধি নাই, তবে যে ঋতুকালে ভার্য্যাগমনে, যজ্ঞে পশুহননে ও সৌত্রামণীযাগে সুরাসেবনে প্রাবর্ত্তক শাস্ত্র দেখিতেছি, সে কেবল রাগী ব্যক্তিব প্রতি জানিবা, মুমুক্ষু লোক তাহাতে সর্ব্বথা বিরক্ত হইবেন, যেহেতু, সৌত্রামণীযাগে সুরাপান অবিহিত, কিন্তু আঘ্রাণমাত্র বিহিত, এবং অন্যান্য যজ্ঞে পশুর হিংসা অকর্ত্তব্য, কেবল তাহার আলভন বিহিত হয়, অর্থাৎ যথেষ্টাচরণ করিবেক না, এবং স্ত্রীসঙ্গও সন্তানার্থ বিহিত হয়, সুখার্থ নহে, মূর্খ লোকেরা এই বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম না জানিয়া নানা দুষ্কর্ম্ম করিতেছে। এবং সৌত্রামণীযজ্ঞে সুরাস্থলে শ্রুতিতে সোমরসই শ্রুত আছে। বস্তুতঃ কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মদ্য অদেয়, অপেয় ও অগ্রাহ্য হয়, ইহা নানা পুরাণাদিতে ও নানা তন্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, অতএব মদ্যপানাদির যে সকল শাস্ত্র, তাহা সত্যাদি যুগেই ব্যবহার্য্য, ইহা সুবাচার্য্য মহাশয়ের অবশ্যই স্বীকা[১৮৬]র করিতে হইবেক, যেহেতু কলিযুগ অধিকার করিয়া ব্রহ্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ এবং উশনাঃ কহিতেছেন। ব্রহ্মপুরাণং। নবাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্যং দ্বিজাতিভিঃ। অর্থাৎ দ্বিজাদি সকল ফলতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ কলিযুগে নরমেধ ও অশ্বমেধ যাগ এবং মদ্য ইহার বর্জ্জন করিবেন। কালিকাপুরাণং। স্বগাত্ররুধিরং দত্ত্বা হ্যাত্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ। মদ্যং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীযতে।। অর্থাৎ কি ব্রাহ্মণ, কি অন্য বর্ণ, স্বশরীরেব রুধির দান করিলে আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণ মদ্যপান করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন। উশনাঃ। মদ্যমদেয়মপেয়ম-নির্গ্রাহ্যং। অর্থাৎ মদ্য অদেয়, অপেয় ও অগ্রাহ্য হয়। উশনার বচনে মদ্যেব অদেয়ত্ব অপেয়ত্ব ও অগ্রাহ্যত্ব শ্রবণপ্রযুক্ত ব্রহ্মপুরাণেব বচনে বর্জ্জন শব্দের ঐ প্রকার অর্থ, এবং কালিকাপুরাণেব বচনেও দানশব্দে পান ও গ্রহণ বক্তব্য হয়। এবং ব্রহ্মপুরাণের বচনে কলি-যুগ শ্রবণপ্রযুক্ত কালিকাপু[১৮৭]রাণে ও উশনার বচনেও কলিযুগের সম্বন্ধ করিতে হইবেক। এ স্থানে কলিযুগে মদ্যের নিষেধপ্রযুক্ত অনেক নব্য প্রাচীন সর্ব্বজনমান্য গ্রন্থকারেরা মদ্যাপানাদি স্থলে মদ্যপ্রতিনিধিদানাদিরো নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহারদিগের অভিপ্রায় এই যে, যৎকর্ম্মে যদ্দ্রব্য বিহিত ও অনিষিদ্ধ হয়, তৎকর্ম্মে তদ্দ্রব্যের অভাবে তাহার প্রতিনিধিরূপে দ্রব্যান্তরের গ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ হয়, যেমন শ্রাদ্ধে মধুর অভাবে তৎপ্রতিনিধিরূপে গুড়াদির গ্রহণ, কিন্তু প্রধানের নিষেধস্থলে তাহার প্রতিনিধিরূপে দ্রব্যান্তরের গ্রহণ

অযুক্ত, অতএব মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধে কলিযুগে গোমাংসের নিষেধপ্রযুক্ত শাস্ত্রে তাহার প্রতিনিধি বিধান না করিয়া হরিবংশাদিতে বিহিত যে মৃগমাংসাদি, তাহার অভাবে তাহার প্রতিনিধিরূপে পায়সের বিধান করিয়াছেন। অতএব যাঁহারা শাস্ত্রীয় নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া কলিযুগে নিষিদ্ধ মদ্যাদির ব্যবহাব করিতে পাবেন, [১৮৮] তাঁহারা বুঝি কলিযুগে নিষিদ্ধ অন্য মহামাংসও ব্যবহার করিযা থাকেন এবং উশনার বচনে অদেয ইত্যাদি শব্দ বিক্ষুবাচক হয়, এই কথা কহিযা পাষণ্ডেরা ঐ বচনেব এই প্রকাব অর্থ কল্পনা করিয়া থাকে যে, মদ্য বিক্ষুকে দেয়, বিক্ষুব পেয় ও বিক্ষুর গ্রাহ্য হয, যে পাষণ্ডেবা পরদারান্ ন গচ্ছেৎ পবধনং ন গৃহ্নীযাৎ অর্থাৎ পবদার গমন করিবেক না এবং পবধন অপহরণ করিবেক না, ইত্যাদি স্থলে শিবশ্চালনে নঞ্ এই কথা কহিয়া এই প্রকাব অর্থ কবে যে, সর্ব্বদা পরদার গমন ও পরধন অপহরণ করিবেক, সে পাযণ্ডেরাও এক্ষণে ব্রহ্মপুবাণে ও কালিকাপুবাণে মদ্যের নিষেধ দর্শনে উশনার বচনেও মদ্য অদেয় অপেয় ইত্যাদি স্থানে অশব্দ নিষেধার্থ অবশ্যই কহিবেন। পাষণ্ডেব লক্ষণ পদ্মপুবাণ কহিতেছেন। যে ত্বসংভক্ষ্যপানাদিবতা লোকা নিবন্তবং। শিবে পার্ষাণ্ডনো জ্ঞেযা ইহাতে নাত্র সংশযঃ।। যে বেদসম্মতং কার্য্যং [১৮৯] ত্যক্ত্বানাৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতে। নিজাচাববিহীনা যে পাষণ্ডাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।। অর্থাৎ ভগবতীব প্রতি শিব কহিতেছেন, হে শিবে, যে সকল লোক নিবন্তব অভ্যক্ষ্যভক্ষণে ও অপেয় পানে বত হয, তাহাবদিগকে পাষণ্ড কবিয়া জানিবে। এবং যাহাবা বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ কবিযা অন্য কর্ম্ম কবে আব স্বস্বজাতীয সদাচাবহীন হয, তাহাবদিগকে শাস্ত্রে পাষণ্ড কবিয়া কহিযাছেন। সিদ্ধলহরীতন্ত্রে। পশুভাবে সদা সিদ্ধির্নান্যভাবে কদাচন। দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে।। অর্থাৎ হে পার্ব্বতি, কলিযুগে পশুভাবে সর্ব্বদা সিদ্ধি হয়, অন্য ভাবে কদাচ হয না, যেহেতু কলিকালে দিব্যভাব ও বীবভাব নাই। ব্রহ্মতন্ত্রে। যস্মিন্ তন্ত্রে মদ্যপানং তত্তন্ত্রং সত্যসম্মতং। কলৌ ন সম্মতং মদ্যং মৈথুনং ন চ সম্মতং। পশুভাবাৎ পবো ভাবো নাস্তি নাস্তি কলের্মতঃ।। অর্থাৎ হে পার্ব্বতি, যে তন্ত্রে মদ্যপান উক্ত আছে, সে তন্ত্র সত্য-যুগেব সম্মত, [১৯০] কলিযুগে মদ্য ও মৈথুন সম্মত নহে, এবং পশুভাব হইতে উত্তম ভাব নাই নাই। কালীবিলাসতন্ত্রে। মদ্যং মৎস্যং তথা মাংসং মুদ্রাং মৈথুনমেবচ। শ্মশান-সাধনং ভদ্রে চিতাসাধনমেবচ।। এতত্তে কথিতং সর্ব্বং দিব্যবীরমতং প্রিযে। দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে।। কলৌ পশুমতং শস্তং যতঃ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। ত্রিসন্ধ্যং স্নানদানঞ্চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিযঃ। ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদ্দেবীং ত্রিসন্ধ্যং কবচং পঠেৎ। ত্রিসন্ধ্যং শতনামানি পঠেৎ সংসিদ্ধিহেতুকাৎ। ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বজাতিষু সম্মতং।। অর্থাৎ হে প্রিযে, মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চ মকার আব শ্মশানসাধন ও চিতাসাধন, এই দিব্যমত ও বীরমত তোমাকে কহিয়াছি, কিন্তু কলিকালে দিব্যমত ও বীরমত নাই, কেবল পশুমত প্রশস্ত, যাহাতে সিদ্ধি হয, ত্রিস[১৯১]ন্ধ্যায স্নান ও দান করিবেক এবং হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইবেক এবং সিদ্ধির নিমিত্ত ত্রিসন্ধ্যায় দেবীর পূজা, কবচ পাঠ ও শতনাম পাঠ কবিবেক, সর্ব্বজাতিতে সম্মত এই পশুভাব তোমাকে এক্ষণে কহিলাম।

অতএব যদ্যপি এই সকল শাস্ত্র ও যুক্তিস্বরূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণে উজ্জ্বল জগন্মণ্ডল দর্শন করিয়া ভাক্তবামাচারী মহাশযেব লিখিত মনুবচন ও তন্ত্রবচনেব অযথার্থ অর্থস্বরূপ পেচক ভীত ও মুদ্রিতলোচন হইয়া উৎকৃষ্ট স্থানে অপকৃষ্ট ও অপদস্থ হওয়াতে পণ্ডপাষণ্ড-মণ্ডলীস্বরূপ অস্থানস্থ অধম অন্ধকারাবৃত শাকোট বৃক্ষের অর্থাৎ শেওড়া গাছেব অন্তরেই প্রচ্ছন্নভাবে আচ্ছন্ন হইবেক, তথাপি ব্যক্ত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী গুপ্ত ভাক্তবামাচারীদিগের মুখ শ্যামল এবং ধার্ম্মিকদিগের মুখ উজ্জ্বল কবিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বিশেষ লিখন আবশ্যক হয়। ভাক্তবামাচারী মহাশয় স্বমত সাধন কারণ [১৯২] মদ্য, মাংস ও মৈথুনের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিধান দর্শন করাইবার আশায়, ন মাংসভক্ষণে দোষ ইত্যাদি মনুবচনের শেষ দুই পাদ অপহরণ

করিয়া প্রথম দুই পাদ দর্শন করাইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, শেষ দুই পাদ দর্শন করাইলে তাঁহারদিগকে চতুষ্পাদ হইতে হয়, কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের এই প্রতিজ্ঞা যে, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগকে চতুষ্পাদ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, অতএব যদ্যপি ভাক্ততত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতার অত্যল্প উত্তর প্রত্যুত্তর করণের যোগ্য হয়, তথাপি ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা কি প্রত্যুত্তরের যোগ্য কি অযোগ্য, প্রতি বাক্যের প্রতি পদের প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিলেন, কারণ পূর্ব্বে এক অতি বিখ্যাত বিজ্ঞ প্রধান পণ্ডিত প্রথমতঃ উৎকৃষ্ট বোধে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ অপকৃষ্ট বোধে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় গূঢ়াভিমানী এবং অনেক কাল[১৯৩]অবধি অনেক অবোধের নিকটেই সর্ব্বজয়ী, এইরূপে খ্যাত আছেন, অতএব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রত্যুত্তর, সর্ব্বাংশে অষ্টগুণ উৎকৃষ্ট হইলেও তাঁহারদিগের নিকটে অপকৃষ্ট হওনের সম্ভাবনা, কি জানি, যদি কেহ কহেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের বয়সের নব্যতা এবং বিদ্যাবো অল্পতা, সুতরাং সর্ব্বাংশের প্রত্যুত্তর করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, এবং যদ্যপি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী-দিগের বিবেচনায় ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রত্যুত্তরসমুদয়ই প্রত্যুত্তর করণের অযোগ্য অবশ্যই হইবেক, তথাপি উত্তম কিম্বা অধম, যাহা হউক, যদি প্রত্যেক বাক্যের প্রত্যেক পদের প্রত্যুত্তর না করিয়া যথাশক্তি দুই এক বাক্যের প্রত্যুত্তর করণ ও নানাপ্রকার অনুপযুক্ত কটু-ভাষণদ্বারা আপনাকে প্রত্যুত্তরকর্ত্তা ও সদ্বক্তা এইরূপে খ্যাত করেন, তবে ধর্ম্মসংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষীরা তাহার প্রত্যুত্তর করিবেন না, কারণ, তাহাতেই কি পক্ষ[১৯৪]পাতী কি অপক্ষপাতী বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের তারতম্য বোধ হইবেক। যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা কটুবাক্য কহিতেন, তবে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের অনেকের অনেক ব্যক্ত অব্যক্ত আত্যন্তিক মর্ম্মান্তিক যথার্থ কটুবাক্য আছে, তাহা কহিলেও কি কিছু কহিতে পারিবেন না, বিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের তাহা অবক্তব্য, সে যাহা হউক, ভাক্তবামাচারী মহাশয়ের লিখিত মনুবচনের পূর্ব্বাপরের বচন ও কুল্লুক ভট্টের ব্যাখ্যা প্রকাশ করা গেল, তাহাতেই বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে তদ্বচনের যথার্থ তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ হইবেক। মনুঃ। বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ। মাংসানিচ ন খাদেদ্যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমং।। ফলমূলাশনৈর্ম্মেধ্যৈর্ম্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ। ন তৎ ফল-মবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জ্জনাৎ।। মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহং। ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা। অর্থাৎ [১৯৫] যে ব্যক্তি শত বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর অশ্বমেধ যাগ করে এবং যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাংস ভোজন না করে, সেই দুই ব্যক্তির স্বর্গাদি পুণ্যফল তুল্য হয়। পবিত্র ফলমূল ভক্ষণে ও মুনিদিগের ভোজনযোগ্য অন্নের ভোজনে যে ফল না হয়, মাংসের অভোজনে সে ফল জন্মে। ইহলোকে যাহার মাংস আমি ভোজন করি, পরলোকে আমার মাংস সে ভোজন করিবেক। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের স্বীয় স্বীয় অধিকারানুসারে শাস্ত্রবিহিত অনিষিদ্ধ যে ভক্ষণ, পান ও মৈথুন, তাহাতে কোন দোষ হয় না, যেহেতু মাংসভক্ষণে, মদ্যপানে ও মৈথুনে যে প্রবৃত্তি, সে ভূতদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু শাস্ত্রীয় নিয়মিত অনিষিদ্ধ মদ্যপান ও মৈথুন ইহার নিবৃত্তিতে সেই মহাফল হয়, যে মহাফল মাংসের বর্জ্জনে হয়।

এবং কুলার্ণবমহানির্ব্বাণতন্ত্রমাত্রদর্শী ভাক্তবামাচারী মহাশয় কলিকালে জাতিমাত্রের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মদ্যপানে কুলার্ণবের ও [১৯৬] মহানির্ব্বাণের বচন দর্শন করাইয়া তাহাতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর চতুর্থ প্রশ্নে লিখিত মন্বাদিবচনের সহিত বিরোধপ্রযুক্ত নিজপাণ্ডিত্যের প্রভাবে বিরোধভঞ্জনার্থ মীমাংসাও করিয়াছেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত স্মৃতি-পুরাণবচনে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে যে নিষেধ, সে অসংস্কৃতের অর্থাৎ অশোধিত মদ্যের আর মহানির্ব্বাণাদির বচনে মদ্যপানের যে বিধি, সে সংস্কৃতের অর্থাৎ শোধিত মদ্যের এবং পুনর্ব্বার তাহার দৃঢ়তার কারণ শিরো নাস্তি শিরোব্যথা, ইহার ন্যায় দৃষ্টান্তও কহিয়াছেন,

যমন নাস্তিকেরা জগতের উৎপত্তিস্থিতিসংহারকর্ত্তা কেহ নাই, এই কথা কহিয়া অরণ্যস্থ বৃক্ষে তাহার দৃষ্টান্ত দর্শন করায় এবং মদ্যপানে পাণ্ডিত্য প্রকাশের নিমিত্ত তাহার ইতি-কর্ত্তব্যতাও দর্শন করাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা প্রথমতই কুলার্ণবাদি তন্ত্রমাত্র দর্শন করিয়া চরকাল মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া [১৯৭] শাস্ত্রান্তর দর্শন করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে বিধি দিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, যেহেতু ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ অধিকার করিয়া কালীবিলাসতন্ত্রে মহাদেব কলিযুগে মদ্য শোধনের নিষেধ করিয়াছেন। যথা। ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি কলিকালে কদাচন। পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পতিত ভূতলে।। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। ইত্যাদি বচনং দেবী সত্যত্রেতার্দ্ধসম্মতং।। পীত্বা মদ্যং কলৌ দেবি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে। সত্যত্রেতাপরার্দ্ধেষু প্রশস্তং মদ্যশোধনং।। ন কলৌ শোধনং মদ্যে নাস্তি নাস্তি বরাননে। ন কর্ত্তব্যং কলৌ মদ্যপানঞ্চ নগনন্দিনি।। অর্থাৎ মহাদেব ভগবতীর প্রতি কহিতেছেন যে, হে দেবি, কলিকালে কদাচ মদ্যপান করিবেক না, পান করিয়া পান করিয়া পুনর্ব্বার পান করিয়া পুনর্ব্বার ভূমিতলে পতিত হয়, উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার পান করিয়া পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইত্যাদি বচন সকল [১৯৮] সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগের অর্দ্ধ পর্য্যন্তের সম্মত হয়, কলিযুগে মদ্যপান করিলে পদে পদে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। সত্যযুগে ও ত্রেতাযুগে মদ্যশোধন প্রশস্ত হয়। কলিযুগে মদ্যশোধন নাই নাই। এবং মদ্যপানও কর্ত্তব্য নহে। অতএব কালীবিলাসতন্ত্রে মদ্যশোধনের নিষেধ দর্শনে ভাক্তবামাচারীর যে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানের ব্যবস্থা, তাহার এক্ষণে কি দুরবস্থা হইবেক, শাস্ত্রান্তরের অপ্রদর্শন নিমিত্ত ভ্রান্তিস্বরূপ মহাকুজ্‌ঝটিকাতে আচ্ছন্ন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর চতুর্থ প্রশ্নলিখিত যে মন্বাদিবচনস্বরূপ সূর্য্য, তাঁহার প্রচণ্ড কিরণে এক্ষণে ঐ ব্যবস্থার শাখাপল্লব কি দগ্ধ হইবে না, অর্থাৎ কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যনিষেধ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত মন্বাদিবচন ও কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপান বিধানে ভাক্তবামাচারীর কুলার্ণবাদিবচন, উভয়ের পরস্পর যে বিরোধ, [১৯৯] পুনর্ব্বার সেই বিরোধ এবং পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মপুরাণাদির সহিতও বিরোধ হয়। এবং তন্ত্রান্তরের সহিত বিরোধও দৃষ্ট হইতেছে। যথা মহাকালসংহিতায়াং। মদ্যং দত্ত্বা মহেশান্যৈ ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। চণ্ডালত্বমবাপ্নোতি সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে মদ্যদান করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন, সর্ব্বকর্ম্মরহিত ও চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীক্রমে। ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন। বামকামো ব্রাহ্মণোপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে মদ্য দান করিবেন না, এবং বামাচারী ব্রাহ্মণও নিশ্চয় মদ্যমাংস ভোজন করিবেন না। বারাহীতন্ত্রে। মৎস্যং মাংসং তথা মদ্যং মৈথুনং পরমেশ্বরি। মানুষেণ বলিং পঞ্চ ব্রাহ্মণো ন স্মরেৎ কলৌ।। অর্থাৎ কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা মৎস্য, মাংস, মদ্য, মৈথুন ও নরবলি, এই পঞ্চের স্মরণও করিবেন না।

অতএব এ স্থানে এই সংশয় হইতেছে যে, শাস্ত্র [২০০] সকলের পরস্পর বিরোধপ্রযুক্ত সকল শাস্ত্রই অপ্রমাণ, কি সকল শাস্ত্রই প্রমাণ, তাহাতে এই অনর্থ উপস্থিত, যদি সকল শাস্ত্র অপ্রমাণ কহা যায়, তবে শাস্ত্র উচ্ছিন্ন ও নাস্তিকতাপ্রসঙ্গ হয়, যদি সকল শাস্ত্রই প্রমাণ হয়, তবে উভয় পথেই ব্রাহ্মণ পাপী হন, মদ্যপান করিলে নিষিদ্ধ কর্ম্মের করণে আর না করিলে বিহিত কর্ম্মের অকরণে, যেহেতু ভাক্তবামাচারীর কুলার্ণবাদি তন্ত্রের বচনে কলিযুগেও ব্রাহ্মণের মদ্যপানে বিধি দেখিতেছি, আর ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত মন্বাদি স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রান্তর, এই সকল শাস্ত্রে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে নিষেধও দেখিতেছি, অতএব এক শাস্ত্রের প্রামাণ্য, অন্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক, তাহাতে যুক্তি ও প্রমাণ কূর্ম্মপুরাণে হিমালয়ের প্রতি মহাদেবের বাক্য। যথা। যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী।। করাল[২০১]ভৈরবঞ্চাপি জামলং নাম যৎ কৃতং। এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিচ। ময়া সৃষ্টান্যনেকানি

মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে।। অর্থাৎ ইহলোকে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ নানাপ্রকার যে সকল শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, তাহার যে নিষ্ঠা, সে তামসী, ফলতঃ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ শাস্ত্রে কেহ কদাচ শ্রদ্ধা করিবা না, যেহেতু তদনুসারে কর্ম্ম করিলে তামসী গতি হয়, এবং করালভৈরব নামে ও জামল নামে যে তন্ত্র কৃত হইয়াছে, আর এই প্রকার অন্য যে২ তন্ত্র আমার রচিত হয়, তাহা কেবল লোকমোহনার্থ জানিবা এবং এই প্রকার অন্য২ যে তন্ত্র আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা এই ভবার্ণবে তামসিক লোকদিগের মোহের কারণ মাত্র হয়, ফলতঃ সে সকল তন্ত্রে কেহ কোন কালে শ্রদ্ধা করিবা না। অতএব কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপান বিষয়ে ভাক্তবামাচারীর লিখিত যে কুলার্ণবের ও মহানির্ব্বাণের বচন, তাহারি অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক, যেহেতু সেই [২০২] সকল তন্ত্র শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ ও নানাতন্ত্রবিরুদ্ধ, এ কারণ কল্পিত আগম হয়, তাহাকে অসদাগম বলা যায়। এবং পদ্মপুরাণে শ্রীদুর্গার প্রতি শ্রীমহাদেব কল্পিত আগমের অন্য কারণও কহিয়াছেন। যথা। নমুচ্যাদ্যা মহাবীর্য্যা দেবানপ্যতিশেরতে। অজেয়াঃ সর্ব্ব-দেবানাং তপোনির্দ্ধূতকল্মষাঃ।। ত্বমেব তান্ মহাদৈত্যান্ জেতুমর্হসি কেশব। ইত্যাকর্ণ্য হরিস্তদ্বাক্যং দেবানাঞ্চ ভয়াত্মকং।। তানবধ্যান্ বিদিত্বাথ মামাহ পুরুষোত্তমঃ। শ্রীভগবানুবাচ।। ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরদ্বিষাং। পাষণ্ডাচরণং ধর্ম্মং কুরুষ্ব সুরসত্তম।। মোহনানিচ শাস্ত্রাণি কুরুষ্ব চ মহামতে। কপালভস্মচর্ম্মাস্থিচিহ্নান্যমরপূজিত।। ত্বমেব ধৃত্বা তান্ লোকান্ মোহয়স্ব জগত্রয়ে। তথা পাশুপতং শাস্ত্রং ত্বমেব কুরু সুব্রত।। কঙ্কালশৈবপাষণ্ডমহাশৈবাদি-ভেদতঃ। অবলম্ব্য মতং সম্যক্ বেদবাহ্যং দ্বিজাধমাঃ।। ভস্মাস্থিধারিণঃ সর্ব্বে বভূবুস্তে ন সংশয়ঃ। মত[২০৩]মেতদবষ্টভ্য পতন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।। কপালভস্মচর্ম্মাস্থিধারণং তৎ কৃতং ময়া। পাষণ্ডশৈবশাস্ত্রন্তু যথোক্তং কৃতবানহং।। মৎশক্ত্যা বৈ সমাবিশ্য গোতমাদীন্দ্বিজানপি। বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি সম্যগুক্তানি চানঘ।। ইমং মন্ত্রমবষ্টভ্য মাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বরাক্ষসাঃ। ভগবদ্বিমুখাঃ সর্ব্বে বভূবুস্তমসাবৃতাঃ।। ভস্মাস্থিধারণং কৃত্বা মহোগ্রতমসাবৃতাঃ। মামেব পূজয়ামাসুর্মাংসাসৃক্‌চন্দনাদিভিঃ।। অত্যন্তবিষয়াসক্তাঃ কামক্রোধসমন্বিতাঃ। শক্তিহীনাস্তু নির্ব্বীর্য্যা জিতা দেবগণৈস্তদা।। সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাঃ কালে যান্ত্যধমাং গতিং। কঙ্কালশৈব-পাষণ্ডমহাশৈবাদিকং মতং।। অসদাগমমিত্যাহুঃ কৃত্বাচরণমেব চ। ইহামুত্র গমিষ্যন্তি নরকং ত্বতিদারুণং।। যে মে মতমবষ্টভ্য চরন্তি পৃথিবীতলে। সর্ব্বধর্ম্মে চ রহিতা যাস্যন্তি নিরয়ং সদা।। এবং দেবহিতার্থায় বৃত্তির্দেবি বিগর্হিতা। বিভোরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য কৃতং ভস্মাস্থি-ধারণং। বাহ্যচিহ্নমিদং দেবি মোহনা[২০৪]র্থং সুরদ্বিষাং।। অর্থাৎ শ্রীমহাদেব কহিতেছেন, হে ভগবতি, কল্পিত আগমের কারণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বে তপস্যার দ্বারা নিষ্পাপ, সকল দেবতার অজেয় নমুচি প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত দানববর্গেরা দেবগণকে অতিক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া-ছিল, তাহাতে দেবগণেরা ভগবান্ হরিকে নিবেদন করিলেন যে, হে কেশব, তুমি সেই মহাদৈত্যগণকে জয় করিতে যোগ্য হও, পরে শ্রীভগবান্ দেবগণের এই সভয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দৈত্যগণকে অবধ্য জানিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ কহিতেছেন, হে রুদ্র, তুমি দৈত্যদিগের মোহনার্থ পাষণ্ডধর্ম্ম ও মোহনার্থ শাস্ত্র প্রকাশ কর, এবং নৃকপাল, ভস্ম ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া জগতের লোকসকলের মোহ জন্মাও, সেই প্রকার কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড, মহাশৈব ইত্যাদি নামভেদে পাশুপত শাস্ত্র প্রকাশ কর, তাহাতে বেদবিরুদ্ধ সেই সকল মত অবলম্বন করিয়া [২০৫] দ্বিজাধমেরা সকলেই ভস্মাস্থিধারী হইবেক, পরে তাহারদিগের মতাবলম্বন করিয়া সকল দৈত্যেরা ক্ষণকাল মাত্রে নিশ্চয় আমাকে পরিত্যাগ করিবেক, পশ্চাৎ ঐ মত আশ্রয় করিয়া অবশ্য নরকে পতিত হইবেক, হে পার্ব্বতি, আমি সেই হেতু কপাল ভস্ম চর্ম্ম ও অস্থি ধারণ করিয়াছি এবং ভগবদ্বাক্যানুসারে পাষণ্ডাদি পাশুপত শাস্ত্রও প্রকাশ করিয়াছি, তদনন্তর আমার শক্তি, গোতমাদি দ্বিজসকলকে আকর্ষণ করিয়া সেই সকল বেদ-বিরুদ্ধ শাস্ত্র সম্যক্ প্রকারে কহিয়াছিলেন, ঐ মন্ত্রে বিশ্বাস করিয়া আমাকে দেখিয়া সকল

রাক্ষস তমোগুণে আবৃত হইয়া ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া ভস্মাস্থিধারী হইয়া আমাকেই মাংস ও রক্তাদির দ্বারা পূজা করিয়াছিল, পশ্চাৎ যে কালে সেই দৈত্যেরা ক্রমে অত্যন্ত বিষয়াসক্ত কামক্রোধযুক্ত শক্তিহীন ও অতি ক্ষীণ হইল, সেই কালে দেবতারা তাহারদিগ্‌কে জয় করিয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম[২০৬]পরিভ্রষ্ট হইয়া কালক্রমে অধমা গতি পাইবেক। সেই কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড ও মহাশৈবাদি শাস্ত্রকে অসদাগম কহা যায়, তাহার আচরণ করিয়া লোকসকল ইহলোকে ও পরলোকে অতি দারুণ নরক পাইবেক, যাহারা আমার এই মত অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে কর্ম্ম করিবেক, তাহারা সর্ব্বধর্ম্মরহিত হইয়া সর্ব্বদা নরকে বাস করিবেক, আমি দেবতারদিগের হিতার্থ এই প্রকার শাস্ত্র প্রচার করিয়াছি, তাহা নিন্দিত জানিবা। হে দেবি, আমি ভগবানের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া যে ভস্মাস্থি ধারণ করিয়াছি, তাহা কেবল অসুরদিগের মোহনার্থ বাহ্য চিহ্ন মাত্র। এবং বরাহপুরাণেও কল্পিত আগমের কারণান্তর কথিত আছে, সেই কল্পিত আগমের এই সকল শ্লোক। গোমাংসং ভক্ষয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীং। গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে বালরণ্ডাং তপস্বিনীং।। হস্তে প্রগৃহ্য তাং রণ্ডাং বলাৎকারেণ [২০৭] যোজয়েৎ। মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিসু।। স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা। গুরুশিষ্যপ্রণালীঞ্চ ত্যজেৎ স্বহিতমাচরন্।। অর্থাৎ। প্রত্যহ গোমাংস ভক্ষণ ও সুরাপান করিবেক, এবং গঙ্গা যমুনার মধ্যে তপস্বিনী বালরণ্ডার হস্ত গ্রহণ করিয়া বলাৎকারে তাহাকে মৈথুন করিবেক, এবং মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া সকল যোনিতেই বিহার করিবেক এবং কি স্বদার কি পরদার স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বযোনিতেই বিহার করিবেক, কেবল গুরুশিষ্যপ্রণালী ত্যাগ করিবেক, অতএব যদি ভাক্তবামাচারী মহাশয়েরা কল্পিত আগমে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সুরাপানে আসক্ত হন, তবে তাঁহারদিগের কল্পিত আগমের উক্ত অন্য২ কর্ম্মও উপযুক্ত হয় কি না? পশ্চাৎ মহাদেব নিজভক্তগণকেও ঐ সকল কল্পিত আগমের অনুষ্ঠানে উদ্যত দেখিয়া তাঁহারদিগের রক্ষণার্থ ফেৎকারীতন্ত্রে ঐ সকল তন্ত্রের যথার্থ অর্থ করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণাদিও কল্পিত [২০৮] ও অসদাগম হয়, যেহেতু শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ, অতএব ভাক্তবামাচারীদিগের মহানির্ব্বাণে নির্ভর করিয়া নরকে নির্ব্বাণ বিনা প্রকৃত নির্ব্বাণের বিষয় কি, যদ্যপি তথাপি অভ্যাসদোষবশতঃ পুনর্ব্বার মহানির্ব্বাণে নির্ভর করেন, তবে তাহার এই প্রকার অর্থে নির্ভর করা তাঁহারদিগের উচিত হয়। "কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ মমাজ্ঞয়া।। অতএব দ্বিজাতীনাং মদ্যপানং বিধীয়তে। দ্বেষ্টারঃ কুলধর্ম্মাণাং বারুণীনিন্দকাশ্চ যে। শ্বপচাদধমা জ্ঞেয়া মহাকিল্বিষকারিণঃ।।" এই মহানির্ব্বাণের বচনে পশুর্ন স্যাৎ ইত্যাদি স্থানে নঞের অর্থ নিষেধ নহে, কিন্তু শিরশ্চালন এবং পুনঃ পুনঃ পশুর্ন স্যাৎ এই শব্দ প্রযোগে নিশ্চয় অর্থবোধ হইতেছে, তাহাতে এই স্থির হয় যে, কলিযুগে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা কি পশু হইবেন না, ফলতঃ অবশ্যই পশু হইবেন, অতএব যাহারা কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপান বিধান করে, এবং যাহারা [২০৯] কুলধর্ম্মের ফলতঃ গ্রামনগরাদির কিম্বা স্বজাতীযগণের ধর্ম্মের দ্বেষ করে, এবং বারুণীনিন্দক ফলতঃ শিবশক্তির নিন্দা করে, তাহারা মহাপাতকী ও অন্ত্যজ হইতেও অধম হয।

যদ্যপি ভাক্তবামাচারী মহাশয কহেন যে, কলৌ যুগে মহেশানি ইত্যাদি মহানির্ব্বাণের বচন শিববাক্য, আর যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেস্মিন্ বিবিধানি চ ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণীয বচন বেদব্যাসবাক্য, অতএব বেদব্যাসবাক্যের দ্বারা শিববাক্যের বাধ কি প্রকারে জন্মান যায়, তথাপি সেই কূর্ম্মপুরাণীয় বচনকে শিববাক্য বলিযা তাহাতে তাঁহারদিগের শ্রদ্ধা করিতে হইবেক, যেহেতু তাঁহারা সাধন প্রকরণের শিববাক্য ব্যতিরেকে তাবৎ শিববাক্যেই আদর করিয়া থাকেন, যেমন মহাভারতনামক ইতিহাসের অন্তর্গত ভগবদ্গীতার ভগবদ্বাক্যত্ব প্রযুক্ত তাহাতে শ্রদ্ধা করিতেছেন, যদি কি শিববাক্য, কি পুরাণাদির বাক্য, যাহাতে সুরাপানাদির বিধি আছে, [২১০] কেবল তাহাতেই শ্রদ্ধা করেন, এবং অন্য২ পুরাণাদি শাস্ত্র ধূর্ত্তপ্রলাপ অর্থাৎ

মিথ্যা কহেন, তবে তাহাতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা কর্ণদ্বয়ে হস্তদ্বয় আচ্ছাদন করিবেন, যেহেতু সে বাক্য অশ্রোতব্য ও অগ্রাহ্য। অতএব স্মৃতিশাস্ত্র কহিতেছেন। বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং।। অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি ও ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন, ফলতঃ ইতিহাস পুরাণাদির বাক্য, এই সকল প্রমাণ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তির সম্বন্ধে এই সকল প্রমাণ অপ্রমাণ হয়, তাহার বাক্য প্রমাণ করিয়া কে গ্রহণ করে। বিবুদ্ধাবিরুদ্ধ নানাপ্রকার শাস্ত্র সন্দর্শনে সন্দিগ্ধ হইয়া হিমালয় মহাদেবকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, বিবুদ্ধাবিবুদ্ধ নানাবিধ শাস্ত্র দর্শন করিতেছি, ইহার মধ্যে কোন্ শাস্ত্র ব্যবহার্য্য, কোন শাস্ত্র বা অব্যবহার্য্য। তাহাতে সকল আগমের কর্ত্তা ও তত্ত্ববেত্তা শ্রীমহাদেব [২১১] স্বয়ং উত্তর করিয়াছিলেন যে, শ্রুতিস্মৃতিবিবুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র, তাহা অব্যবহার্য্য। এবং ভগবতীর প্রতি শ্রীমহাদেব কল্পিত আগমের যে কারণ কহিয়াছেন, তাহাও পদ্মপুরাণে ও বরাহপুরাণে দেদীপ্যমান আছে, সেই সকল বাক্যই কূর্ম্মপুরাণে ও পদ্ম-পুরাণে ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত বেদব্যাস কর্তৃক অবিকল লিখিত হয়, যেমন মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদ তৎকর্তৃক লিখিত হইয়াছে, এ কারণ সেই কূর্ম্মপুরাণীয় ও পদ্মপুরাণীয় শিববাক্যের দ্বারা ভাক্তবামাচারীর লিখিত কলৌ যুগে মহেশানি ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ মোহনার্থ কল্পিত অসদাগম, সুতরাং সকলের অগ্রাহ্য হইবেক, ইহাতে কোন আশঙ্কা নাই। অতএব বৃহস্পতি কহিতেছেন। বেদার্থো যঃ স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেৎ যদি। ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং।। অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রের যে অর্থ স্বয়ং জ্ঞাত হইয়াছে, তাহাতে যদি সংশয় উপস্থিত হয় তবে ঋষি[২১২]গণ কর্তৃক সেই অর্থ নিশ্চিত হইলে পণ্ডিতদিগের আশঙ্কার বিষয় কি। অতএব কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে ভাক্তবামাচারীর যে অধিকারি-ভেদে ব্যবস্থা, তাহার দূরবস্থাপ্রযুক্ত তাঁহারা এক্ষণে স্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মহত্যাদি দোষগ্রস্ত হইয়া মদ্যপানে নিবস্ত কিম্বা নরকস্থ হইবেন কি না?

কালভেদে বিষয়ভেদে ও অধিকারিভেদে ব্যবস্থা সেই স্থলে হয়, যে স্থলে অকল্পিত শাস্ত্রদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হয়, কল্পিত ও অকল্পিত শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধস্থলে কিন্তু কল্পিত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্যই সর্ব্বজনের মান্য, যেমন সমূলক স্মৃতিপুরাণাদির পরস্পর বিরোধে বিষয়াদিভেদে ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু সমূলক ও অমূলক স্মৃতি পুরাণাদির পরস্পর বিরোধে অমূলকই ত্যজ্য হয়। এবং এক শাস্ত্র অমান্য করিলে তাহাতে কি অন্য শাস্ত্র অমান্য হয়, শ্রুতিস্মৃতির বিরোধে স্মৃতির অমান্যতায় কি শ্রুতির অমান্যতা হয়, কি মনুস্মৃতি [২১৩] ও অন্য স্মৃতির বিরোধে অন্য স্মৃতির অমান্যতায় মনুস্মৃতির অমান্যতা হয়, বরঞ্চ অধিক মান্যতাই হইতেছে। যদি বল যেমন পুরাণে তন্ত্রের হেয়ত্বসূচক বচন আছে, তেমন তন্ত্রেও পুরাণাদির হেয়ত্বসূচক বচন দেখিতেছি, তাহা গ্রাহ্য করিলে পুরাণ ও তন্ত্র পরস্পর খণ্ডিত হইয়া উচ্ছিন্ন হয়। যথা শ্রীভাগবতে। নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ। ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী।। তথা সর্ব্বপুরাণানাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ। অর্থাৎ যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা, দেবতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের মধ্যে মহাদেব শ্রেষ্ঠ, তেমন পুরাণের মধ্যে শ্রীভাগবত এবং যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীর মধ্যে রাধা প্রাণাধিকা, ঈশ্বরীর মধ্যে লক্ষ্মী ও পণ্ডিতের মধ্যে সরস্বতী, তেমন সকল পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রেষ্ঠ হয়, অন্য২ পুরাণেও এই প্রকার আছে। মহানির্ব্বাণে [২১৪]। নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাং। বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা ভুবি।। মন্মার্গবিমুখা লোকাঃ পাষণ্ডা ব্রহ্মঘাতিনঃ। অতো মন্মতমুৎসৃজ্য যোহন্যন্মতমুপাশ্রয়েৎ।। ব্রহ্মহা পিতৃহা স্ত্রীঘ্নঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ। মদ্বক্ত্রাদুত্থিতং ধর্ম্মং ত্যক্তবানাং ধর্ম্মমীহতে।। অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি। ষড়্দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে। ন জানন্তি পরং তত্ত্বং বৃথা নশ্যন্তি পার্ব্বতি।।

অর্থাৎ ভগবতীর প্রতি মহাদেব কহিতেছেন। হে পার্ব্বতি, নানা ইতিহাসযুক্ত ও নানা পথপ্রদর্শক যে পুরাণশাস্ত্র, তাহার নাশ হইবেক, আমার এই পথে বিমুখ যে সকল লোক, তাহারা পাষণ্ড ও ব্রহ্মঘাতক হয়, অতএব আমার এই মত পরিত্যাগ করিয়া যে অন্য মত আশ্রয় করে, সে ব্রহ্মঘ্ন, পিতৃঘ্ন ও স্ত্রীঘ্ন হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই, আর আমার মুখ হইতে নির্গত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে, [২১৫] অন্য ধর্ম্মের আশ্রিত হয়, সে স্বগৃহস্থিত অমৃত ত্যাগ করিয়া অর্কক্ষীর অর্থাৎ আকন্দের আটা বাঞ্ছা করে, এবং ষড়্দর্শনরূপ মহাকূপে পতিত হইয়া পশুগণেরা পরম তত্ত্ব জানিতে পারে না, কেবল বৃথা নষ্ট হইতেছে। এ স্থানে বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে বিবেচনা করিবেন যে, পুরাণে তন্ত্রের নিন্দাবোধ হয়, কি তন্ত্রে পুরাণের নিন্দা জ্ঞান হইতেছে, শ্রীভাগবতাদির শ্লোকে কেবল তত্তদ্‌গ্রন্থের উত্তমতা কহিতেছেন। অতএব তত্তদ্‌গ্রন্থে লোকের শ্রদ্ধাতিশয়ার্থে তত্ত্বদ্বচনকে তত্তদ্‌গ্রন্থের স্তাবক কহা যায়, একের স্তুতিবাদে অন্যের নিন্দা কুত্রাপি কেহ কহিবেন না এবং কূর্ম্মপুরাণে ও পদ্মপুরাণে সর্ব্বতন্ত্রকর্ত্তা মহাদেব স্বয়ং মীমাংসক হইয়া পূর্ব্বে হিমালয়ের প্রতি ও ভগবতীর প্রতি শাস্ত্রের যে মীমাংসা কহিয়াছিলেন, তাহাই বেদব্যাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দার প্রসঙ্গও নাই, কেবল লোকে কি২ তন্ত্র গ্রাহ্য কি২ [২১৬] অগ্রাহ্য তাহার নির্ণয় করিয়াছেন, যদি এক ব্যক্তি সৎপরীক্ষক বহু বস্ত্রের মধ্যে কোন২ বস্ত্রকে অপকৃষ্ট কহেন, তবে তাহাতে কি বস্ত্রজাতির নিন্দা হয়, কি সেই বাক্য যে প্রকাশ করে, তাহাকে নিন্দক কহা যায়, যে নিন্দিত সেই নিন্দিত হয়, কিন্তু সেই নিন্দিত বস্তু সকল লোকের অগ্রাহ্য হয় না, যাহারা নিন্দিত, তাহারদিগের গ্রাহ্য হয়। মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্রের বচনে কিন্তু কেবল পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দাবোধ হইতেছে, যেহেতু সেই বচনে তৎপথবিমুখ ব্যক্তিসকলের প্রতি পাষণ্ড ও ব্রহ্মঘাতক ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রকে অর্কক্ষীর এবং ষড়্দর্শনকে কূপ কহিতেছেন। উত্তমের রীতি এই যে, পরের প্রশংসার দ্বারা আপনিও প্রশংসিত হন, অধমে তাহার বিপরীত, অর্থাৎ পরের নিন্দার দ্বারা আপনি প্রশংসিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাও কি হয়, পরের যে নিন্দা সে পরের নহে, তাহাতে কেবল আপনিই নিন্দিত হয়, কিন্তু [২১৭] যাঁহার নিন্দা করে, তেঁহ নিন্দিত হইলেও প্রশংসিত হন, যেহেতু প্রশংসিত ব্যক্তির স্বভাব এই যে, প্রশংসিতেরি স্বানুপাখ্যান প্রশংসা করেন, নিন্দিতের এই স্বভাব যে, প্রশংসিতেরি নিন্দা করে, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। যদ্যপি ভাক্তবামাচারী মহাশয় কহেন যে, মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্র অসদাগম, এ কারণ অগ্রাহ্য ও অপ্রমাণ হইলেও তথাপি পুরাণাদির মতাবলম্বী ও মহানির্ব্বাণাদির মতাবলম্বী এই উভয়েরি তুল্য ফল, যেহেতু পুরাণাদির মতাবলম্বীদিগের ইহলোকে নানাবিধ ব্রতনিয়মাদি তপঃক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া পরলোকে পরম সুখ হইবেক, আর মহানির্ব্বাণাদি অসদাগমের মতাবলম্বীদিগের ইহলোকেই যথেষ্ট মদ্যমাংসাদি আহারে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দ যবনীগমনাদি নানাবিধ সুখ সম্ভোগ হইতেছে, পরলোকে কাহার কি হয়, তাহা কে দেখিয়াছে ও দেখিবেক, ভাল, যদি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা হতপরলোক হইয়াও ধর্ম্মসংস্থা[২১৮]পনাকাঙ্ক্ষীদিগকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বৌদ্ধেরা কি অপরাধ করিয়াছে, বরঞ্চ তাহারদিগকেও উত্তম কহা যায়, যেহেতু তাহারদিগের মতে যদ্যপি পরলোক নাই, এবং সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দিব্যাঙ্গনাদি সম্ভোগজনিত সুখ ও দশদন্তাভ্যন্তরে অভিলষিত দ্রব্যভোজনই স্বর্গ এবং মৃত্যুই অপবর্গ হয়, তথাপি তাহারা অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম কহিয়া থাকে, তোমরা হিংসাকেই পরমধর্ম্ম করিয়া কহ। এবং মহানির্ব্বাণের সহিত যদি কলিযুগে ব্রাহ্মণাদির মদ্যপান নির্ব্বাণ হইলেন, তবে তাহার পরিসংখ্যা বিধিও সুতরাং নির্ব্বাণ হইবেক, যেমন সর্প পলায়ন করিলে তাহার সহিত পুচ্ছও পলায়ন করে। এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত স্মৃতিপুরাণাদিবচনে ব্রাহ্মণাদির মদ্যপানে নিষেধ দর্শনে শূদ্র ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা লম্ফ উল্লম্ফ প্রলম্ফ প্রদান করিবেন না, যেহেতু শূদ্র কমলাকরধৃত পরাশরবচন দর্শন করিলে [২১৯] তাঁহারদিগেরো বাক্যরোধ ও হৃদরো

হইবেক। যথা পরাশরঃ। তথা মদ্যস্য পানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ। বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ।। অর্থাৎ শূদ্রজাতি যদি মদ্যপান, ব্রাহ্মণীগমন কিম্বা বেদের বিচার করেন, তবে তাঁহারদিগের চণ্ডালজাতি প্রাপ্তি হয়।

এবং স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ হইবেন, শ্রীকালীশঙ্কর নামে এক ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে উত্থাপিত করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জয় করিবার আশায় ভাক্তবামাচারী মহাশয় আষাঢ় মাসে চতুর্থ দিবসে তাঁহার এক প্রশ্ন ও আপনার উত্তর প্রকাশ করেন, সে এই প্রকার হয়। হতে ভীষ্মে হতে দ্রোণে কর্ণে চ বিনিপাতিতে। আশা বলবতী রাজন্ শল্যো জেষ্যতি পাণ্ডবান্।। অর্থাৎ যেমন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধযজ্ঞে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নষ্ট হইলে কুরুশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডববিজয়ার্থ শল্যকে রথোপস্থ করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, আশা কি বলবতী, শল্যও পাণ্ডব জয় করিবেক, সেই শল্যও এই [২২০] সকল স্মৃতিপুরাণতন্ত্রযুক্তিদৃষ্টান্তস্বরূপ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা এই মহারাগযুদ্ধে বাগ্দেবতার প্রীত্যর্থে আগতমাত্রেই ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কর্ত্তৃক নিহত হইলেন, যেমন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধযজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের প্রীত্যর্থে আগতমাত্রেই প্রকৃত শল্য, মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। সেই প্রশ্ন ও উত্তর যাঁহারদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাঁহারদিগের বিলক্ষণ বোধ হইবেক। তাহার সংক্ষেপে বিবরণ করা যাইতেছে। প্রশ্ন। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে আপনি তন্ত্রের প্রমাণ লিখিয়াছেন, এ স্থানে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, কূর্ম্মপুরাণে যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী।। ইত্যাদি বচন লিখিয়াছেন, ইহার সিদ্ধান্ত আপনারা কি করেন। উত্তর, আমরা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে ২৩ পৃষ্ঠে ২০ পঙ্ক্তি অবধি ওই প্রশ্নের উত্তর দুই প্রকার লিখিয়া[২২১]ছি, প্রথম, এক শাস্ত্রকে অমান্য করিলে অন্য শাস্ত্র মান্য হইতে পারে না, দ্বিতীয়, এ স্থানে বিরোধই হয় না, যেহেতু, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ভেদে এবং অধিকারিভেদে মদ্যপানের বিধি ও নিষেধ, অধিকন্তু সকল শাস্ত্রই মান্য হয়, যদ্যপি স্মৃতিপুরাণাদিই মান্য ও তন্ত্র অমান্য হয়, তথাপি উভয়ের উভয় রক্ষা পায়, স্মৃতিপুরাণাদির মতাবলম্বীদিগের পরলোক ও তন্ত্রমতাবলম্বীদিগের ইহলোক।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—যবনী কি অন্য জাতি পরদার মাত্র গমনে, সেই২ জাতি প্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন।। ইতি।।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রস্বরূপ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাই শৈববিবাহেরো নাসাকর্ণ ছিন্ন হইয়াছে, তথাপি এ স্থানে কিঞ্চিৎ বিশেষ উক্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার প্রবৃত্তি হইতেছে, শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র অমান্য করিলে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণাদি নিরর্থ হইয়া তাহারদিগের পরমার্থও নষ্ট হয় এ যথার্থ, কিন্তু শিবোক্ত অকল্পিত তন্ত্র যাঁহারা মান্য করেন, তাঁহারদিগের পরমার্থ হানির বিষয় কি, পরন্তু শিবোক্ত মোহনার্থ কল্পিত তন্ত্রে [২২৪] যাঁহারা নির্ভর করিয়া যথেষ্টাচার করেন, তাঁহারদিগের কি পরমার্থ হইবেক? এবং খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্রানুসারেই হয়, অতএব বিশিষ্ট লোকেরা যথার্থ শাস্ত্রানুসারেই তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা অযথার্থ কল্পিত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিয়া খাদ্যাখাদ্যের ও গম্যাগম্যের বিচার না করেন, তাঁহারদিগকে ম্লেচ্ছ কি পশু কহা যাইতে পারে, এবং এই শৈব বিবাহে বয়স ও জাতির বিচার নাই, কেবল সপিণ্ডা ও সধবা না হইলেই হইতে পারে, কিন্তু এ স্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহাশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি যে, যাঁহারা যবনীগমনে ও বেশ্যাসেবনে সর্ব্বদা রত, তাঁহারদিগের স্ত্রীও বিধবাতুল্যা, যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয় তবে ঐ সকল স্ত্রীকে শৈব বিবাহ করা যায় কি না? পরন্তু, অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্ম্যমপ্যাচরেন্ন তু অর্থাৎ লোকের বিদ্বিষ্ট যে কর্ম্ম, তাহা শাস্ত্রীয় হইলেও স্বর্গের বিরোধী হয়, তাহা বিশিষ্ট লোকের আচরণীয় নহে, এই মনুবচনে যে কর্ম্ম লোকের [২২৫] দ্বেষ্য হয়, সে অবশ্যই

নরকের কারণ, অতএব বিশিষ্ট লোকে কদাচ তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না, এই প্রকার বোধ হইতেছে, অতএব শৈববিবাহ যথার্থ হইলেও সজ্জনদিগের কদাচ কর্ত্তব্য হয় না।

এবং ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতার ২৪ পৃষ্ঠের ১৪ পঙ্‌ক্তি অবধি ২৫ পৃষ্ঠের ৪ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত, আর ২৬ পৃষ্ঠের ৮ পঙ্‌ক্তি অবধি ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত যে সকল কটুবাক্য আছে, তাহার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বেই করা গিযাছে, পুনঃ পুনঃ করণে কেবল পৌনরুক্ত্য ও লোকের বৈরক্ত্য হয়। অলমতিপল্লবিতেন ইতি * শ্রীমদ্ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিবিরচিতে পাষণ্ডপীড়ননামক প্রত্যুত্তরে কৌলকুলহৃৎকম্পনো নাম চতুর্থোল্লাসঃ সমাপ্তঃ। গ্রন্থঃ সম্পূর্ণঃ। শকাব্দা ১৭৪৪। বাঙ্গলা সন ১২২৯। ২০ মাঘ শ্রীমতা ধীমতা কেন ধর্ম্মসংস্থাপনার্থিনা। নিবন্ধোঽয়ং কৃতঃ কেন কৃতিনা সহকারিণা।। সম্মতিং সঙ্গতিং শান্তিং সম্পত্তিং যান্তু ধার্ম্মিকাঃ। বিদ্রবন্তু দ্রুতং পণ্ডাঃ পাষণ্ডাঃ কর্ম্মকণ্টকাঃ।। ইতি

খ. সংস্কৃত রচনার বঙ্গানুবাদ

[উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ]

প্রশ্ন

ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ শরণম্

মুক্তিরূপ রমণীর কর্ণভূষণদ্বয়, মুনিহৃদয-পক্ষীর দুইটি পক্ষমূল সংসাররূপ অপারসিন্ধুর তীরভূমিদ্বয়, কলিকলুষরূপ তমোরাশির চন্দ্র ও সূর্য্যবিম্বযুগল, প্রস্ফুটমান রম্য পুণ্য-বৃক্ষের ললিতপত্রস্বরূপ বেদসমূহের দুইটি চক্ষু 'রাম' এই দুইটি বর্ণ সর্ব্বদা সজ্জনদিগের যথেষ্ট মঙ্গল বিধান করুন।

সচ্চিদানন্দানন্তস্বরূপ, পরব্রহ্ম বলিযা কথিত
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ এই জগতে মনীষিগণের ভক্তিগম্য।

ইহলোকে ভগবানের সচ্চিৎসুখানন্তবিগ্রহ মূঢবুদ্ধিদিগের যে যে বিরোধ জন্মে সেই সেই বিপ্রতিপত্তি আমরা অনুকূল যুক্তির সাহায্যে সমাধান করিব—ইহাই আমাদের চেষ্টা।

অনন্তর আপনাকে প্রশ্ন করিব--আপনাদের মতে জীবন্মুক্তি কি? তাহার অস্তিত্বেই বা কি প্রমাণ? কি প্রকারে তাহা সম্পাদনীয় এবং কাহা দ্বারাই বা ইহা সম্পন্ন হইবে? জীবন্মুক্ত, ব্রাহ্মণ, অতিবর্ণাশ্রমী, কৃষ্ণভক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যাদিপদবাচ্য একই কিনা? প্রথমতঃ ব্রহ্মজ্ঞে ত এই শব্দসমূহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলে কৃষ্ণ ও ব্রহ্ম এই দুইটি শব্দের একার্থত্ব বিশেষভাবেই বাচ্য। তাহা হইলে আপনাদ্বারা প্রণীত বেদান্তসারভাষায় 'কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ দেব, তাঁহাকে ধ্যান করিবে'—এই তাপনীশ্রুতি প্রতিপাদিত প্রধান দেবের সহিত রুদ্র-আকাশোদর-বায়ু প্রভৃতির সাম্য অনুচিত বলিযা মনে হয়, যেহেতু ইহারা সগুণ, নির্গুণত্ব হেতু উহার সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছায আপনাকে দেখিবার অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে জানিবার ইচ্ছা সঞ্জাত হইযাছে।

[রামমোহন রায]

উত্তর

।।ওঁ তৎ সৎ।।

রূপসমূহের আদি-নির্দ্দেশ-বিশেষ বিবর্জিত, অপক্ষয় বিনাশ এবং পরিণাম-আর্ত্তি জন্ম-বর্জ্জিত, যাহার সম্বন্ধে কেবল বলা যাইতে পারে যে তিনি সর্ব্বদাই আছেন।।

কোন বৈষ্ণব ভগবান্ চিদাত্মা পরমেষ্ঠি কৃষ্ণে সমর্পিতচিত্ত নির্গুণ কৃষ্ণের সহিত সগুণ শিব প্রভৃতির সাম্যে কি কারণ এই ধারণায প্রেপ্সিত ব্রহ্মবিদে মিথ্যাত্বে পরিগৃহীতনামরূপে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদিতে বিহিতসাম্যভাব সম্বন্ধে পৃষ্ট হইয়া তত্রস্থ কোন শৈব, পরাৎপর জগৎ-সমূহের অধীশ্বর মহেশ্বর অদ্বৈত পরমানন্দতত্ত্ব শিব রুদ্র সকলের একমাত্র মঙ্গলস্বরূপে সমবধাবিতমনোবাক্ কর্মযুক্ত, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"হায়! এই বৈষ্ণব কি কৈবল্যাদি উপনিষৎসমূহ দেখেন নাই? মহাভারত পুরাণাদিও কি অবলোকন করেন নাই? কেবলমাত্র কতকগুলি বিষ্ণুপ্রতিপাদিকা শ্রুতিই পাঠ করিয়াছেন? তাহা না হইলে তুরীয় অদ্বিতীয়

শান্ত শিবে গুণের আরোপণ, তদ্‌ভক্ত তন্দত্তাবিষ্ণুত্বযুক্ত বিষ্ণুতে নির্গুণত্বপ্রতিপাদন করিতেন না। যদি ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রভৃতির জনয়িতা সাক্ষান্মুক্তিপ্রদাতা শিবের বাস্তবিকপক্ষে সগুণত্ব ও অনীশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হয়, শিবভক্ত কৃষ্ণের নির্গুণত্ব এবং ঈশ্বরত্ব হয়, তাহা হইলে এই শ্রুতি-সমূহের, ভারতাদি বচনগুলির কি গতি হইবে?

কৈবল্যোপনিষদে দেখা যায়—

"তিনি (শিব) আদিমধ্যান্তবিহীন, এক, বিভু, চিদানন্দ অরূপ, অদ্ভুত, উমাসহায়, পরমেশ্বর, প্রভু, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ, প্রশান্ত (তাহাকে ধ্যান করিয়া) ইত্যাদি।

আবার—"তিনি সব, যাহা ভূত, ভব্য এবং সনাতন। তাহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে; বিমুক্তির জন্য অন্য পন্থা নাই।" ইত্যাদি।

সেইরূপ শতরুদ্রীতে—

ঋত, সত্য, পরব্রহ্মপুরুষ কৃষ্ণপিঙ্গল, ঊর্দ্ধরেতাঃ বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপকে প্রণাম।

যে রুদ্র অগ্নিতে, যিনি জলে, ওষধীসমূহে, যে রুদ্র বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই রুদ্রকে নমস্কার। ইত্যাদি।

এই সমস্ত শ্রুতি যদি ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করা হয় তাহা হইলে কৃষ্ণই পর দেব ইত্যাদি শ্রুতি-সমূহও কৃষ্ণপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

কিন্তু হায়! এই বৈষ্ণব মহাভারতীয় দানধর্মে ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে শিবসহস্রনামপ্রকরণও দেখেন নাই। সেই প্রকরণস্থ কয়েকটি শ্লোক শিববিমুখ মূঢবুদ্ধিদের প্রবোধের জন্য এখানে পঠিত হইতেছে।

ভীষ্ম বলিলেন -

ধীমান, দেবদেবের গুণসমূহ আমি বলিতে অশক্ত, যিনি সর্বগত দেব কিন্তু সর্ব্বত্র দৃষ্ট হন না। যিনি ব্রহ্ম বিষ্ণু সুরেশের স্রষ্টা, যিনি প্রভুই। যাহাকে ব্রহ্মাদিদের হইতে আরম্ভ করিয়া পিশাচগণও উপাসনা করেন।

প্রকৃতিসমূহের পরম পুরুষেরও যিনি পর বলিয়া যোগবিদ, তত্ত্বদর্শিগণ-কর্ত্তৃক চিন্তিত হন। পরম অক্ষর ব্রহ্ম, যিনি অসৎ এবং সদসৎ, প্রকৃতি এবং পুরুষকে স্বতেজে ক্ষুব্ধ করিয়া দেবদেব প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ধীমান্ দেবদেবের গুণসমূহ বর্ণনা করিতে কে সমর্থ? দেবদেব প্রজাপতি গর্ভজন্মজরাযুক্ত মৃত্যুসমন্বিত মদ্বিধ কোন্ মনুষ্য পরমেশ্বর শিবকে জানিতে সমর্থ? দেবদেব প্রজাপতি হে পুত্র শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণ ব্যতীত। এই বিদ্বান্ যদুশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু পরমদুর্জ্জয়। দিব্যচক্ষু, মহাতেজা, যোগচক্ষুদ্বারা দেখিয়া থাকেন। রুদ্রভক্তিদ্বারা মহাত্মা কৃষ্ণকর্ত্তৃক জগৎ ব্যাপ্ত।

অপিচ।

বরদাতা চরাচর গুরুদেব শিবকে প্রসন্ন করিয়া যুগে যুগে মহেশ্বরকে কৃষ্ণ তোষিত করিয়াছেন।. ইত্যাদি।

এইরূপ কাশীখণ্ডেও দৃষ্ট হয়।

এক ব্রহ্মই অদ্বিতীয়, সমস্ত সত্য। ইহাও সত্য যে এই জগতে নানা কিছু নাই। রুদ্র এক, দ্বিতীয় কেহ নাই, অতএব এই প্রকারে হে মহেশ্বর আপনার নিকট উপস্থিত হই। ইত্যাদি। বহু মহাভারতীয় পর্ব্বে, বহু পুরাণে, এইরূপ অনেক বচন পাওয়া যায়। সেই সমস্ত বচনের সাহায্যে পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, সচ্চিদানন্দত্ব, সর্ব্বজ্ঞাদি মাহাত্ম্য বেদে ও পুরাণসমূহে বর্ণিত রহিয়াছে; সেই সমস্তই পরমাত্মা শিবের প্রসাদে কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক লব্ধ হইয়াছে।

তারপর এই দুই শৈব ও বৈষ্ণবের শিব এবং বিষ্ণুর স্তুতিনিন্দাবিষয়ক বিরোধগুলি শুনিয়া কোন এক হরিহরোপাসক বিষণ্ণ হইলেন এবং বলিলেন। হায়! তোমরা দুইজন বেদ

পুরাণাদির বিরুদ্ধ অর্থ কল্পনা করিয়া একাত্মক হরিহর দুইজনের নরকোৎপাদক ভেদ ব্যাখ্যা করিয়াছ।

"পক্ষপাত বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্ম তখন সম্পন্ন হন"

এই শ্রুতি ধ্বনিও কি তোমাদের দুইজনের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই? অপিচ, ব্যস্ত ত্র্যক্ষরাত্মক প্রণবের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের একাত্মত্ব প্রতিপাদন কি তোমরা দুইজন জান না? হরিবংশও দেখ নাই?

তত্রস্থ কয়েকটি শ্লোক শোন—

"যিনিই বিষ্ণু তিনিই রুদ্র, যিনিই রুদ্র তিনিই পিতামহ (ব্রহ্মা) এক মূর্ত্তি, তিন দেব রুদ্র, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা।।

জগতের শুভদাতা প্রভুদ্বয় বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, তাঁহারা দুইজন কর্ত্তৃকারণকর্ত্তা, কর্ত্তৃ-কারণকারক, ভূতভব্যের উদ্ভবস্থল নারায়ণ এবং মহেশ্বর এই দেবদ্বয়। রুদ্রের প্রধান বিষ্ণু, বিষ্ণুর প্রধান শিব। একই দ্বিধাভূত সর্ব্বদা জগতে বিচরণ করেন। ইত্যাদি।

এই প্রকারে কৈলাসযাত্রায় হরিহরের ভেদ মহাপাতকোৎপাদক রূপে নিরূপিত হইয়াছে।

এই শাস্ত্রযুক্তিতে এবং শিষ্টপরম্পরায় ভগবান্ শ্রীধরস্বামীও ভাগবতটীকাপ্রারম্ভে হরি এবং হর উভয়কে একাত্মরূপে প্রণাম করিয়াছেন।

মাধব এবং উমাধব (শঙ্কর, শিব) ঈশদ্বয়, উভয়ই সর্ব্বসিদ্ধি বিধায়ক। পরস্পরাত্মা পরস্পর-নতিপ্রিয়, দুইজনকে বন্দনা করি।

তারপর ইদানীং পক্ষপাতব্যাকুলিতচিত্ত বহুপরিবারযুক্ত শৈববৈষ্ণবদ্বয়ের শাস্ত্রবিরুদ্ধযুক্তি-দ্বারা দুঃখকারুণ্যব্যাপ্তমানসহরিহরোপাসকবাক্যশ্রবণে হর্ষযুক্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ঔৎসুক্যযুক্ত তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন।

আমরা যাহারা একত্ব দেখি, তাহার-পক্ষে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যা কিছু নামরূপ মায়াকার্য্য-সমূহ দিক্‌কালআকাশবৃত্তি পরিমিত সত্যাশ্রিত হয় সদধ্যাসের দরুণ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, অতএব অধ্যাসবলে সব কিছুই ব্রহ্ম। এইরূপ আমরা বলি এবং আমরা বেদানুগগত। আমরা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে সমষ্টি বা ব্যষ্টিগতভাবে ব্রহ্মত্বে বর্ণনা করি। অতএব দেবাদিস্থাবরপর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর সুখানন্তবিগ্রহত্বে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"—ইত্যাদি পাঠকারী আমাদের কদাপি বিপ্রতিপত্তি উৎপন্ন হয় না। এইরূপে যাথার্থ্যতঃ "তাহারা যাহাদের মাঝখানে", "দ্বিতীয় হইতে ভয় উৎপন্ন হয়"—এই সমস্ত শ্রুতির অর্থানুসারে যাহা যাহা নামরূপাত্মক বস্তু তাহা তাহাকে মিথ্যা বলিয়া দেখি।

জীবন্মুক্তির স্ফুটলক্ষণ তৎপ্রমাণভূতগীতাবশ্লোকদ্বয় হইতে গ্রহীতব্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—

যখন তিনি সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করেন, নিজেই নিজেতে তুষ্ট, তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। দুঃখসমূহেঅনুদ্বিগ্নমনা, সুখসমূহে বিগতস্পৃহ, রাগভয়ক্রোধবিবর্জ্জিত মুনি স্থিতধী বলিয়া অভিহিত হন।।

জীবন্মুক্তি কি প্রকারে কিসের দ্বারা সম্পন্ন হয় আপনার এই প্রশ্ন সমালোচিত অগ্রিমগীতা-শ্লোকার্থের অনুচিত বলিয়া প্রতিভাত হয়।

সেই শ্লোকটি এইরূপ—

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণকে যথাবৎ প্রণামদ্বারা, নানা বিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা এবং আত্মসাক্ষাৎকারীর সেবাদ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ দিবেন।

ইতি।

আত্মীয়সভা

নির্ব্বাহক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সংস্কৃত ছাপাখানায় ছাপা হইল।

[উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ]

*শ্রীরামঃ।।

অগ্নিপ্রভৃতি পঞ্চভূতের গুণরূপ বিবর্জ্জিত দিক্‌কালআকাশাদি নিখিল বিশ্ব বিশেষভাবে দেখ—একথা ইনি বলিতেছেন। যিনি সর্ব্বদা শুকসনাতনবিজ্ঞম্ভিত, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ইহলোকে কাহা হইতে ভীত হইবে।

বিষ্ণুর ন্যায় স্বরূপতঃ বা উপাধিতঃ 'অন্য আছে' এই কথা শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যরূপে যাহারা মনে করেন নাই বিদ্বজ্জনগণের বচনে যুগপৎ দুঃখ ও হর্ষযুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ নিবেদন করা যাইতেছে। কোন বৈষ্ণবই সচ্চিৎসুখানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে দেহেন্দ্রিয়প্রাণ সমর্পণ করিয়া কখনও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করেন না। পরন্তু তাঁহাকে নিখিল সদ্‌গুণ রত্নের রত্নাকর বলিয়াই উপদেশ করেন। ইহার প্রমাণগুলি কোন কোন পুণ্যবান ব্যক্তিদের কর্ণকুহর গোচর হইয়া থাকে।

যাঁহারা ক্ষীরোদকশায়িভগবদুপাসক বৈষ্ণব, তাঁহারা ও প্রখ্যাত গুণ বিষ্ণুর নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করেন না। সত্ত্বগুণোপাধিবৈশিষ্ট্য সর্ব্বত্র অদূষণ। অতএব বৈকুণ্ঠনাথোপাসক অন্যেরাও ইলাবৃতাদি নয়টি বর্ষে অবস্থিত ভবানীনাথাদি (শৈব) উপাসকগণদ্বারা পূজিত চরণ-সংকর্ষণাদিরূপ উপাসকগণ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব -এই তিনই সৃষ্টিপ্রভৃতির জন্য বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া গুণাবতাররূপেই তাঁহাদের একাত্মত্ব, কখনও স্বরূপত ভিন্ন নহেন। এই কথা বলেন।

আরও দেখুন—যে চণ্ডালও 'শিব' এই শব্দ বলে, তাহার সঙ্গে বাস করিবে, তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবে, তাহার সঙ্গে ভোজন করিবে।

অহো আশ্চর্য্য! অতএব, যে চণ্ডালের জিহ্বাগ্রে তোমার জন্য নাম থাকে, যাহারা তোমার নাম গান করে তাহারা তপস্যা করে, হোম করে, বেদপাঠ করে।—এই প্রকারের শ্রুতি এবং স্মৃতি বাক্যাদির সাহায্যে শিব ও বিষ্ণুর নামসমূহের ও পরমপবিত্রতা স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে—সেই সমস্ত বচনকে নামমহিমার প্রশংসাবাদ মাত্র যাহারা মনে করেন, তাহারা নারকী—এই কথা স্মরণ দ্বারা নাম এবং নামীর অভেদত্ব নির্ণয় করিয়া অসাধারণত্ব প্রতিপাদনদ্বারা শিব ও বিষ্ণুর নামসমূহের দ্বারাই সকলের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এইরূপ যাহারা জানেন তাহারাই বিষ্ণু এবং শিবকে পৃথক্ ঈশ্বররূপে দর্শনকারি মূঢ়জনদিগকে নামাপরাধের দরুণ নরকগমনের যোগ্য বলিয়া থাকেন।

অতএব,—

যে শিব এবং বিষ্ণুর গুণনামাদি সকল বুদ্ধিদ্বারা ভিন্ন দেখে যে নিশ্চিতই হরিনামের অহিতকারী"—ইত্যাদি।

সর্ব্বাপরাধকারীও "হরিকে আশ্রয় করিয়া মুক্তি লাভ করে।"

যে মনুষ্যাধম হরিসম্বন্ধে অপরাধ করে, সে কখনও নামাশ্রয় করিলে সেই নামেতেই মুক্তি পায়, সকলের সুহৃৎ সেই নাম-বিষয়ে অপরাধ করিলে অধঃপতিত হয়। ইত্যাদি।

অতএব বিষ্ণু ও শিবের ভেদ মনে করিলে কাহারও শ্রেয়ঃ সাধিত হয় না। এই উদ্দেশ্যে শ্রুতি ও স্মৃতি অনেক আছে। পুণ্যবান্ জনেরা তাহা শুনিয়াছেন। অতএব হরিহরোপাসকদের সঙ্গে কেহই বিবাদ করে না। তাহাদের মতবাদসকল সজ্জনের মনোরঞ্জনকারী।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিনের একাত্মত্বসত্ত্বেও কোন কোন ভাগবতাভিজ্ঞ বিষ্ণুর উপাসক সত্ত্বতনু বাসুদেব হইতে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ হইয়া থাকে—এতদনুসারে ভাগবৎস্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকাদৃষ্টানুসারে এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। আরও দেখুন গুণত্রয়মধ্যে

তমঃ ভূতের উপাদানহেতু আধিভৌতিক, রজঃ ইন্দ্রিয়বর্গের কারণতাহেতু আধ্যাত্মিক, সত্ত্ব দেহস্রষ্টা বলিয়া আধিদৈবিক নিয়ন্তা, সত্ত্বোপহিত বিষ্ণুই ঈশ্বর।

তদুপহিতত্বস্বরূপে কোন ক্ষতিও নাই। তমোগুণেরই আবরকত্ব, রজোগুণেরই অন্যথা-ভানহেতুত্ব, সত্ত্বের আবরকত্ব নহে অন্যথাপ্রত্যায়কত্বও নহে, কিন্তু যথাবস্থিত স্বরূপস্ফুরণ-পক্ষপাতিত্ব বটে। অতএব সচ্চিদানন্দানন্ত বিগ্রহ বাসুদেব বলিয়া খ্যাত বিষ্ণুই ঈশ্বর।

এই জন্যই প্রাচীন পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই স্থলে অনুপদেশশব্দের সঙ্কোচ অভিপ্রেত না করিয়া নিরতিশয় সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব অধ্যবসায় করিয়া পরমেশ্বর পরমাত্মা—এই দুই শব্দদ্বারা বিষ্ণুকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

"নারায়ণ পরব্রহ্ম, নারায়ণ পরমাত্মা"-এই শ্রুতি অনুসারে।

"কে প্রজাপতি?" এইরূপ পৃষ্ট হইয়া "আমি সমস্ত দেহীর ঈশ্বর, আমরা দুই জন আপনার অঙ্গসম্ভূত, সেই জন্য কেশব নামধারী।"-এই শিববচনানুসারে, তাঁহারই পরমেশ্বরত্ব পরমাত্মত্ব নির্ণীত হওয়ায় তিনিই আবাস্য আবাসের যোগ্য স্থান অর্থাৎ আধার সত্তাস্ফূর্তিপ্রদ যাহার, সেইরূপ।

সেই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু জগতে চলনশীল তাহা তাঁহারই আবাস্য বাসের যোগ্য অথবা ব্যাপ্য স্বপ্নদৃষ্টানুগত তদাধারিকস্বপ্ন প্রপঞ্চের ন্যায়।

এখানে জগতীশব্দ ভূমিবাচক, সমস্ত ভূতভৌতিক প্রপঞ্চের উপলক্ষণ, জগচ্ছব্দ-গচ্ছতি (চলে) এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রবৃত্ত্যাত্মকেন্দ্রিয়াদি আধ্যাত্মিকোপলক্ষণ, তাদের দুইজনের সর্বনিয়ন্তা ঈশানুগতত্ব এই আধিদৈবিকত্ব দ্যোতক ঈশশব্দের দ্বারা তদাবাস্যত্ব কথনের দ্বারা, উহাঁতে বাস করে এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সকলের বাসুদেবনিয়ম্যত্ব তদধিষ্ঠানকত্ব ধ্বনিত হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, জগৎ যদি বাসুদেবে অধিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে জাগতিক বোধের মধ্যে বাসুদেবের শরীর প্রতীতিও আবশ্যক হইবে। (অধিষ্ঠান বা অধিকরণের প্রতীতি ভিন্ন আধেয় বা অবস্থিত বস্তুর প্রতীতি হইতে পারে না)। কিন্তু এই প্রশ্নও সমীচীন নহে কারণ শুক্তিকে লক্ষ্য করিয়া যখন ইহা রজত এইরূপ প্রতীতি জন্মে তখন শুক্তির উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ অংশের প্রতীতি হইলেও তাহার পৃষ্ঠদেশস্থিত নীলাংশের প্রতীতি হয় না- এই দৃষ্টান্তানু-সারে এখানেও বলা যায় যে অধিষ্ঠানভূত ভগবানের সৎ এবং চৈতন্যাংশের প্রতীতি জাগতিক বোধের মধ্যে অনুস্যূত হইলেও তাহার অখণ্ড আনন্দময় অংশের প্রতীতি হয় না।

ভগবান্ ব্যাপকবিগ্রহাব্যক্তত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অব্যক্তমূর্ত্তি আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি। আমি সকলের নিকট প্রকাশ নহি। ইতি।

কেহ কেহ তিনের একাত্মত্বেও-

যাহার পাদ ও নখাবসৃষ্ট জগৎ বিরিঞ্চোপহৃতপূজার জল ঈশ্বরের সহিত পবিত্র করিয়া থাকে, জগতে মুকুন্দ ব্যতীত অন্য কে ভগবান্?—ইত্যাদি শ্লোকবিচারের দ্বারা দুইয়ের সেবকত্ব, একজনের সেব্যত্ব বলিয়া থাকেন, তাহারাও তাহাদের দুইয়ের অনীশ্বরত্ব প্রতিপাদন করেন না।

কদাচিৎ ব্রহ্মার যে জীবত্ব মনে করেন, সেই বিষয়টি হইল কোন কল্পে কোন প্রকৃষ্টজীব উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়—সেই অভিপ্রায়েই একথা বলা হয় এবং ইহা সর্ব্বাংশে অনিন্দ্য।

ইদানীং বর্ত্তমানকালীয় যে কোন শৈব অদ্বৈত পরমানন্দতত্ত্ব শিবস্বরূপে মনসমব-ধারিত করিয়া ও যে শ্রীকৃষ্ণের নির্গুণত্ব শ্রবণ করিয়া ক্রোধ করিয়াছেন তাহা অতিশোভন নহে। তাঁহারা অদ্বৈততত্ত্ব অনুশীলন করিয়াছেন। যিনি একত্ব দেখিয়াছেন তাঁহার কি মোহ? কি শোক? ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া তিনি কোপাদিবিষয় নিরূপণ করেন নাই। তিনি আক্ষেপ

করিয়াছেন যে আমরা কৈবল্যাদি উপনিষৎসমূহ দেখি নাই ইতিহাসপুরাণাদি অবলোকন করি নাই তাহাও বৈষ্ণবদিগের অতি অননুকূল নহে, কারণ বহুগ্রন্থকলাভ্যাসবর্জ্জন ভক্তির অঙ্গ বলিয়া বিহিত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রে রহিয়াছে -বহুগ্রন্থ অভ্যাস করিবে না, বহুগ্রন্থকথা-কন্থা বৃথা রোমন্থন করিয়া কি ফল? তত্ত্বজ্ঞগণ প্রযত্নের সহিত অভ্যন্তরীণ জ্যোতিঃ অন্বেষণ করিবেন। ইত্যাদি।

এইরূপে শিবের অনীশ্বরত্ব কোন বৈষ্ণব প্রতিপাদন করেন নাই। কিন্তু কস্তুত তৎপদার্থেরও সগুণত্ব ঘটিত হয় না, তৎপদার্থলক্ষ্যীভূত সদানন্দঘনরূপ শিবের কথা কি?

কোপাবেশে তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির শ্রীশিব হইতে অভিব্যক্তি বলিয়াছেন কিন্তু তাহাও তাহাদের বিরোধের কারণ হয় না। গর্ভোদকশায়ি মহাবিষ্ণুরই শিবত্ব এবং মৎস্যাদিরূপে অবতারিত্ব।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের শিবভক্তত্ব প্রতিপাদক এই শৈব কোন পৌরাণিক বৈষ্ণবগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইতেছেন—নিত্যধাম স্থিত নিত্য লীলাকারী, অখিল সৌভাগ্যযুক্ত ভগবান্ সচ্চিদানন্দ ঘন-বিগ্রহ যোগেশ্বরের ঈশ্বর কদাচিৎ শিবকে পূজা করিয়াছেন? বৈবস্বতমন্বন্তরীণ অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় দ্বাপরে স্বয়ম্ অবতার হইয়াছেন? প্রথমটি নহে- কারণ তাঁহার স্বধামনিষ্ঠাবাণ্যংশ কর্ম্মের উপযোগ নাই। কোনও শ্রুতি বা স্মৃতি নিজমহিমায় অভিরত যে তিনি তাঁহার পক্ষে অন্যের আরাধনা দেখান নাই। "তাঁহার দীপ্তির দ্বারাই সব কিছু দীপ্তিযুক্ত হয়", "তাঁহার কোন কার্য্য বা করণ নাই" "বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ তিনি।" 'উঁহার পাদ বিশ্বভূতসমূহ", "ত্রিপাদ স্বর্গে অমৃত।" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাঁহারই স্বতন্ত্রপরমেশ্বরত্ব কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মত সম্বন্ধে বলা যায় 'আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে সঙ্করের কর্তা হইব' এই উক্তি অনুসারে লোকসংগ্রহার্থ নানা কর্ম্ম করিয়া দুষ্টবিনাশের দ্বারা সাধুসংরক্ষণ করিয়া ধর্ম্মস্থাপনার্থ স্বয়ম্ অবতার হইয়া থাকেন, অতএব ব্যাস নারদ-যুধিষ্ঠিরাদিরও পূজাদি করিয়া থাকেন, অতএব লোকবৎ লীলাকৈবল্য ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে পরমেশ্বরত্ব হানি হয় না অথবা তদ্ভক্তত্বও নষ্ট হয় না, যেহেতু তাহাদের দ্বারা তিনিও সেইরূপেই সম্মানিত হইয়াছিলেন।

অপিচ শ্রীকৃষ্ণের ব্যাসাদিভক্তত্ব অপ্রসিদ্ধ, ব্যাসাদিরই ভক্তত্ব অতি প্রসিদ্ধ। সেইরূপ, শিবের গঙ্গাধরত্বেই বিষ্ণুভক্তত্ব ও ঈশ্বরত্ব অভিব্যক্ত, বিষ্ণুর শিবভক্তত্বেও পরমেশ্বরত্ব, অতএব বিবাদের কোন অবসর নাই।

হরিহরোপাসক যিনি বিষ্ণু শিব প্রতিপাদক শ্রুতিস্মৃতিবাক্যগুলি বৈষ্ণব শৈবদের জন্য পঠিত হইলেও স্তুতিনিন্দাপর মনে করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছেন তাহা সম্যক নহে কারণ সেই বচন-গুলি নিন্দাসূচক নহে তাহা যথাবৎস্বরূপ নির্ণায়ক বটে, স্তুতিপরত্বশ্রবণে বিষাদ অনুচিত। তিনিও নিজে দুইয়ের একাত্মপ্রতিপাদক স্তুতিপ্রধান বচনগুলি পাঠ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বেশী আলোচনার দরকার নাই।

ইদানীং যাহারা নামে মাত্র শৈব বৈষ্ণব এবং লোচন গোচরীকৃত কেবল পক্ষপাতব্যামোহিত চিত্ত পরদুঃখে দুঃখিতমনা করুণাসিন্ধু হরিহরোপাসকাদির অনুগ্রহ পরবশ বৈদিক প্রত্যক্-তত্ত্ববিদ, আচার্যকল্প একদেশদর্শী মায়াকার্য্যত্বেই আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত নামরূপের পরিচ্ছিন্ন-পদার্থসমূহের সত্তাশ্রিতত্বেই অধিষ্ঠান সৎ দ্বারা সত্যবদ্ভাসমানদের যথোক্তশ্রুত্যনুসারে ব্রহ্মত্ব বর্ণনা করিয়া নিত্যবিজ্ঞানানন্দবিগ্রহাধিষ্ঠানরূপে দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত বস্তুর সুখানন্তবিগ্রহে অনুৎপন্ন বিপ্রতিপত্তি আনন্দযুক্ত পরমমঙ্গলাস্পদ যথাসুখ বিজয় লাভ করুন, কিন্তু তাহা কোন কোন বিরক্তচিত্তদের অনুসন্ধেয় নহে ইহার অনুসন্ধানাভাবে রাগদ্বেষাদিক্লেশ দূর না হওয়ার দরুণ বৈরাগ্য প্রভৃতির আত্মজ্ঞানান্তম ফলান্তর হয় না।

যে কেহ কেহ কেবল বিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহের আগ্রহরূপগ্রাহ (জলজন্তু) গৃহীত শুষ্কতার্কিক

তাহাদেরও "তর্কের সাহায্যে এই শ্রুতিমত আপনেয় নহে"। "নৈষা তর্কেণ অতিরাপনেয়", "তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ" তর্কে তার প্রতিষ্ঠান নাই।' এই শ্রুতি এবং সূত্র শ্রবণ করিয়া নিজমত পরিহারপূর্ব্বক অন্যতম অনুসন্ধেয়, উপেক্ষণীয় নহে। শার্করাক্ষারুণ্যাদি উদরদহরোপাসকদের শেষফলরূপেই আদরণীয়, এই সব উপাসনা চিত্তশুদ্ধির সাধনরূপে অভিহিত হইয়াছে। **

** উদরদহরোপাসক—

উৎ=অল্প, থর-থপি, দহর=অবকাশ, আকাশ। দহর শব্দের অন্য অনেক অর্থও হইতে পারে। সে সব এখানে বিবেচ্য নহে।

ছান্দোগ্যোপনিষদে দহরোপাসনা বর্ণিত আছে। যদিও এই উপাসনা মোক্ষপ্রদ নহে, তথাপি চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে স্বীকৃত। এইখানে লেখক দহরোপাসনার উল্লেখ করিয়া ছান্দোগ্যোক্ত উপাসনার কথাই বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে এই উক্তি বিরোধিপক্ষের প্রতি বিদ্রূপরূপেও গৃহীত হইতে পারে।

উদর শব্দের অর্থ জঠর, দহর শব্দের অর্থ অল্প পরিসর আকাশ। সুতরাং যাহারা উদর-পূর্ত্তির জন্যই উপাসনা করে অর্থাৎ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে তাহাদের চরম ফলের জন্য অর্থাৎ ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির ঐরূপ উপাসনাকে সমাদর করিতে হয়।

ভগবানের অখণ্ডানন্দস্বরূপসেবনেরই চিত্তশুদ্ধিফলত্ব অভিহিত হইয়াছে। অতএব উপ-নিষৎতত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। সেই একমাত্র আত্মাকেই জান, অন্য কথা ত্যাগ কর। উহা বাক্যের পক্ষে গ্লানিকর। "তাহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে"। "গমনের আর অন্য পথ নাই।" "একটিতে বিজ্ঞান হইলে, সব বিজ্ঞাত হয়।" "এক দেব সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা।" "ইহজগতে নানা কিছু নাই।" 'এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতার্থ-দর্শির একদেশীয় শ্রৌতমার্গাভিনিবেশিতচিত্তমুমুক্ষুদের এ বিষয়ে বিবাদাবসরের প্রসঙ্গ নাই। কেবল যাহারা কাম্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই এবং যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বাসনাবাসিতমনা এবং শুষ্ক কর্ম্মে কর্ম্মঠ, তাহাদের যাহা রুচিকর হয় না, তাহা দ্বারা জগৎসমূহের নির্ব্বাচ্যা-জ্ঞানকারণকত্বাদি ব্রহ্মবিদ্‌দের কোন হানি নাই যেহেতু সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নেরই অধিকার হয়।

অতএব অন্যরা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত বস্তুমাত্র দৃষ্টিযুক্ত ভগবানের সুখানন্তবিগ্রহ চিচ্ছক্তিপতিবিষয়ে বিবাদ করিতে করিতে যত সব নামরূপাত্মক প্রাকৃত বস্তু সত্যরূপে দেখিয়া বারংবার ভ্রমণ করিতে করিতে কেবল ক্লেশভাগী হন তাহাদের সঙ্গে সম্ভাষণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু যাহারা ভগবানের নামরূপগুণলীলাদির চিচ্ছক্তিকার্য্যত্ব দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না ক্ষণপরিণামিভাবসমূহ চিচ্ছক্তি ব্যতীত মুক্ত হইয়াও লীলা দ্বারা বিগ্রহ করিয়া ভগবানকে ভজনা করেন, ইত্যাদি উক্তিদৃষ্টে পরম সত্যত্ব অনুভব করিয়া মায়িকপ্রপঞ্চজাতের অধিষ্ঠান সত্তা হেতু সত্যবৎপ্রতীয়মান বলিয়াই মিথ্যাত্ব বলিতে বলিতে বিশিষ্টাদ্বৈতিগণ উপনিষদানুসারীদের দ্বারা অনুগৃহ্যমান হইয়া ভগবৎসেবানুকূলমানসরূপে জগতের জীব-সমূহানুগ্রহ পরবশ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া যোগভ্রষ্টের ন্যায্য কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহাদের সন্দর্শনস্পর্শন স্তুতি অভিনন্দন সেবা পরিপ্রশ্নাদিদ্বারাও মুমুক্ষুদের অতীব শ্রেয়ঃ হইবে।

আর কেবলাদ্বৈতিগণ ব্রহ্মাদিতৃণান্ত জগতের প্রাতীতিক সত্তার কথা বলিয়া থাকেন তাহারা ভগবদ্‌ বিগ্রহাদির চিচ্ছক্তিবৃত্তি বিশেষদের 'নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্‌ পূর্ব্বমর্ষৎ' ইত্যাদি দ্বারা সর্বেন্দ্রিয়াদির অবিষয়ত্বে মুক্তগম্যত্বে স্বয়ং প্রকাশমানদের দৃশ্যত্ব কল্পনার দ্বারা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া বলিয়া থাকেন—

> জীবন্মুক্তগণও পুনরায় সংসার বাসনা প্রাপ্ত হন যদি তাহারা অচিন্ত্যমহা-শক্তিযুক্ত ভগবানে অপরাধী হন। ইতি। যে অন্যথা স্থিত আত্মাকে

অন্যথা প্রতিপন্ন করেন, সেই আত্মাপহরী চোর কোন্ পাপ করিল না? সেই ক্ষতি সেই মহৎ ছিদ্র সেই অন্ধত্ব, জড়তা, মূকতা তাহার যদি সে মুহূর্ত্তেব বা ক্ষণের জন্য বাসুদেবকে চিন্তা না করে। যে কেহ আত্মহত্যাকারী সে মৃত্যুর পর অসূর্য্যনামক অন্ধতমসাবৃত লোকে গমন করিয়া থাকে।

ইত্যাদি প্রমাণসমূহানুসারে বহির্মুখদের আত্মঘাতিত্বাদি স্মৃতি দ্বারাই প্রতীত হয় যে তাহারা শোচনীয়ের ন্যায় বৃথাই থাকে—সেই জ্ঞানাদির ও ভক্তি ব্যতিরেকে সিদ্ধির অভাব হয় বলিয়া তদনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মাদির অত্যন্ত শ্রমত্ব--এই অর্থে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রীগুরু এবং পরমেশ্বরে ভক্তি দ্বারাই উপনিষদের অর্থ প্রকাশ হয়। আবার শ্রুতিও আছে 'যাহার দেবে পরা-ভক্তি, যেমন দেবে তেমন গুরুতে, ইত্যাদি ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত ইত্যাদি অনন্য প্রোক্তা গতি এ বিষয়ে নাই 'আচার্য্যবান্ পুরুষ জানেন।' 'এই আত্মা প্রবচনের দ্বারা লভ্য নহে।'

ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি হইতে গুরুকারুণ্য রহিতদের কেবল বেদানুগতিমাত্রে তত্ত্বজ্ঞানাদি দুর্লভ বলিয়া কথিত হওয়ায় তাহারা কেবল নির্বিশেষ অশেষ পরব্রহ্মে লয়ই পরমপুরুষার্থ এই মনে করিয়া নিত্যপ্রকটিতচিচ্ছক্তি বিলাস শ্রীকৃষ্ণের 'ঈশ্বরে পরানুরক্তি ভক্তি' 'ভক্তি উঁহার ভজন, তাহা ইহলোকে এবং পরলোকে উপাধিনৈরাশ্যে উঁহাতে মনঃকল্পন, ইহাই নৈষ্কর্ম্য— এই শ্রুতি এবং বেদান্ত সূত্রের দ্বারা লক্ষিত হইলেও ভজন যাহারা জানেন না, যাহারা পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, সেই পণ্ডিতম্মন্যগণ মায়িক জীবসমূহকে বিমোহিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া সমুৎসাহিত। তাহাদিগকে উপহাস করিয়া এখনও কোন এক ভগবদনুকারি কর্ত্তৃক গীত পাঠ করিতেছেন—

বরং শূন্য বৃন্দাবনে যে শৃগালত্ব ইচ্ছা করে,
হে গৌতম, সে নির্বিষয় মোক্ষ মনন করিতে পারে।

তিনি আরও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য নির্ণীত প্রমেয়সমূহ সকলকে উপদেশ করেন। শুষ্কতর্ককর্ম্মে আত্মজ্ঞদিগকে অনাদর করিয়া শ্রুতিসমূহের দ্বারা তাহার অনুগত যুক্তি দ্বারা ভগবানের পারতম্য সর্ব্ববেদগম্যত্ব জগৎসত্যত্ব জীবভেদ জীবসমূহের হরিদাসত্ব নিজচরণলাভ মোক্ষ, আত্যন্তিকী ভক্তিই তাহার সাধন এই বিষয় প্রতিপাদন করেন।

তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীগোপালোপনিষদে 'কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ দেব, তাঁহাকে ধ্যান করিবে।' শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে--
'দেবকে জানিয়া সমস্তপাশ হইতে মুক্তি'<br>'ক্লেশ ক্ষীণ হইলে জন্মমৃত্যুপ্রহাণি', তাঁহার অভিধ্যানের দ্বারা দেহভেদে তৃতীয় বিশ্বৈশ্বর্য্য, কেবল আপ্তকাম্য নিত্যই আত্মসংস্থ এইটি জ্ঞেয়' ইহার চেয়ে বেদিতব্য আর কিছু নাই।'

গীতাসমূহে— হে ধনঞ্জয়, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর অন্য কিছু নাই। হেতুত্ববশতঃ, বিভুচৈতন্যা-নন্দত্বাদি গুণাশ্রয়বশতঃ, নিত্যলক্ষ্মী[illegible] কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠতম মনে হয়।

শ্বেতাশ্বতরমতাবলম্বিগণ যেরূপ হেতুত্ব বলিতেছেন—এক সেই দেব ভগবান্ বরেণ্য। যোনি-স্বভাবসমূহে একা থাকেন। যিনি বিশ্বযোনি স্বভাবকে পরিপক্ব করেন, সর্ব্ব পাত্য দিগকে পরিণত করেন।

বিভুচৈতন্যানন্দত্ব কাঠকে—মহান্ বিভু আত্মাকে মনে করিয়া ধীর শোক করেন না। ইতি।
বিজ্ঞানসুখরূপত্ব আত্মশব্দের দ্বারা কথিত হয়।
ইহা দ্বারা মুক্তগম্যত্ব ব্যুৎপত্তি অনুসারে—এই কথা তজ্জ্ঞরা বলেন।
য়গণ বলেন—"বিজ্ঞানকে আনন্দকে ব্রহ্ম"—। ইতি।

গোপালোপনিষদে—'সেই এক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে।' ইতি।

চিৎসুখের বোগমূর্ত্তি প্রতিপাদিত যোগ্য, বিজ্ঞান ঘ। শব্দাদি দ্বারা তিনি কীর্ত্তিত হন বলিয়া। দেহ এবং দেহীর ভেদ নাই—ইহা দ্বারাই উপদর্শিত হইয়াছে।

মূর্ত্তেরই বিভুত্ব, যথা মাণ্ডূকে—

"বৃক্ষের মত স্তব্ধ, আকাশে একা থাকেন, সেই পুরুষদ্বারা সকল পূর্ণ।" ইতি।

"দূরস্থ হইলেও নিখিলব্যাপী"—এই আখ্যানের দর্শন মূর্ত্তিমান্ বিভু যুগপৎ ধ্যাতৃবৃন্দে সাক্ষাৎকার-বশতঃ সেইরূপ।

শ্রীদশমে ও—'যাহার অন্তরও নাই বাহিরও নাই, যাহার পূর্ব্বও নাই অপরও নাই, যিনি জগতের পূর্ব্বাপর এবং বাহির, যিনি জগৎ। তুমি আত্মজ, অব্যক্ত মর্ত্ত্যলিঙ্গ অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশ করিয়াছে অর্থাৎ বিষ্ণু), তোমাকে প্রাকৃতের (সাধারণের) মত গোপিকা উলূখলে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়াছিল।

গীতায়-আমি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি, আমাতে সকল প্রাণী অবস্থিত' কিন্তু আকাশবৎ অসঙ্গ বলিয়া আমি সেই সকল প্রাণীতে অবস্থিত নাই আমার অনাসক্তিবশে ভূতসমূহ আমাতে স্থিত হইয়াও স্থিত নহে। আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।

ঈশ্বরে অচিন্ত্য শক্তি রহিয়াছে। তাহাকে যোগ বলা হয়। সেই শক্তি বিরোধ-ভঞ্জিকা—ইহাই তত্ত্ববিদ্‌দের মত।

মুণ্ডকোপনিষদে আদি শব্দ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা উক্ত হইয়াছে—"যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ।' ইতি

আনন্দিত্ব তৈত্তিরীয়কে—'ব্রহ্মের আনন্দ উপলব্ধি করিয়া, কোথা হইতেও ভীত হয় না।' ধর্ম্মসমূহ ধর্ম্মী হইতে ভিন্ন নহে, বিশেষতঃ ভেদজ্ঞান। যেহেতু কাল সর্ব্বদ আছে-ইত্যাদি বুদ্ধি জ্ঞানীদেরও রহিয়াছে।

নারদ পঞ্চরাত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—নির্দ্দোষ পূর্ণগুণবিগ্রহ, আত্মতন্ত্র, নিশ্চেতনাত্মক শরীরগুণরহিত, আনন্দমাত্র করপাদমুখোদরাদিযুক্ত, সর্ব্বত্রই স্বগত ভেদ-বিবর্জ্জিতাত্মা।। ইতি।

নিত্যলক্ষ্মীকত্ব সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে—

সেই জগন্মাতা নিত্যা, বিষ্ণুর শ্রী অবিনশ্বর, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, শ্রীও সেইরূপ। বিষ্ণুর তিনটি শক্তি, তাহার মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিতা, তিনিই শ্রী, বিষ্ণু হইতে অভিন্না—এইরূপ মহান্ প্রভু শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে—উঁহার শক্তি পরা, বিবিধ বলিয়াও শ্রুতিতে রহিয়াছে। জ্ঞান, বল ক্রিয়া ও স্বাভাবিকী। প্রধান ক্ষেত্রপতি, গুণেশ।

বিষ্ণুপুরাণে—বিষ্ণুশক্তি পরা বলিয়া প্রোক্তা, আর এক শক্তি ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা। তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা।। পরা বিষ্ণু হইতে অভিন্না শ্রী। এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

তাহাতেই-কলাকাষ্ঠানিমেষাদি কালসূত্রের গোচরে যে শক্তির শক্তি নাই, সেই আমাদের হরি প্রসন্ন হউন।

অখিনাম্নায় বেদ্যত্ব গোপালোপনিষদে—এই যিনি সমস্ত বেদের দ্বারা গীত হইয়া থাকেন।

কাঠকে—সমস্ত বেদ যে পদ প্রতিপাদন করেন, যাহাকে সমস্ত তপস্যা বলিয়া থাকেন।

হরিবংশে—বেদে, রামায়ণে এবং পুরাণে, ভারতে। সর্ব্বত্র আদিতে, অন্তে মধ্যে হরি গীত হইয়া থাকেন। সাক্ষাৎ এবং পরম্পরায় বেদসমূহ মাধবকে স্তব করিয়া থাকেন।

সমস্ত বেদান্ত সাক্ষাৎভাবে, অপরগণ পরম্পরায়। কোথায় কোথায় যে বেদসমূহে অবাচ্যত্ব দৃষ্ট হয় সম্পূর্ণভাবে বাচ্য হয় না, এইভাবে সেখানে সঙ্গতি হইবে। অন্যথা সেই অবলম্ভ ব্যর্থ হইবে ইহাই আমার মত। শব্দপ্রবৃত্তিহেতু জাত্যাদির অভাববশতঃ ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বাচ্য নহে এরূপ জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন। সমস্ত শব্দ দ্বারা অবাচ্যে লক্ষণা কিন্তু হইবে না। অতএব লক্ষ্যও হইবে না, ব্রহ্ম ধর্ম্মহীন - ইহাই আমার সম্মত।

তারপর বিশ্বসত্যত্ব।—সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু নিজশক্তিতে যথার্থতঃ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এই উক্তি অনুসারে ইহা সত্যই বৈরাগ্যার্থে এই বাক্য অসৎ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যে অদ্বিতীয় নির্বাহক (প্রচ্ছন্নশক্তিপ্রদ) [পরমাত্মা] বহু প্রকার শক্তি-যোগে অনেক বিষয়ের সৃষ্টি করেন।

বিষ্ণুপুরাণে—'একদেশ স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেমন বিস্তারিণী হয়।'

ঈশাবাস্যোপনিষদে—"তিনি উজ্জ্বলকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ইত্যাদি স্থলে "যথার্থভাবে বস্তু-সকল বিধান করিয়াছেন চিরকালের জন্য।"

ভাগবতেও—ব্রহ্ম সত্য, তপঃ সত্য, প্রজাপতি সত্য সত্য হইতে প্রাণিসমূহ জাত হইয়াছে, প্রাণিময় জগৎ সত্য।। 'ইহাই আত্মা' ইত্যাদিতে কালীন বিহঙ্গবৎ। বিশ্বকে সত্য মনে করিতে হইবে। বেদবাদীরা ইহাই বলিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতরগণ বিষ্ণু হইতে জীবসমূহের ভেদ পাঠ করেন "দ্বা সুপর্ণা সযুজা" ইত্যাদিতে। মুণ্ডকে - "যদা পশ্যঃ পশ্যতে"। কাঠকে - "যথোদকং শুদ্ধে" ইত্যাদিতে -

গীতায়—এই জ্ঞানসাধন অবলম্বনে আমার সাধর্ম্য লাভ করায় সৃষ্টিকালে তাহারা উৎপন্ন হন না, প্রলয়কালেও দুঃখবোধ করেন না, তাহারা এই জ্ঞানের সাধনে জন্ম-মৃত্যুর বশবর্ত্তী আর হন না। এই সবেতে মোক্ষেও ভেদোক্তি থাকাতে পার-মার্থিক ভেদ থাকিবে। আমি এক ব্রহ্ম, একমাত্র জীব, অন্য জীবও নাই ঈশ্বরও নাই। তাহারা আমার অবিদ্যাকল্পিত হইবে এই প্রকারে দোষ হয়। তাহা না হইলে, 'নিত্য' ইত্যাদি শ্রুত্যর্থ উপপন্ন হয় না।

"নিত্যদের মধ্যে নিত্য, চেতনদের মধ্যে চেতন, বহুর মধ্যে এক যে কামসমূহ বিধান করে।" ইত্যাদি।

এক চেতন ঈশ্বর হইতে এতাদৃশ্যগণের পরস্পর ভেদ হয়। জীবও বহু, কাজেই ভেদ সনাতন। প্রাণৈকাধীনবৃত্তিবশতঃ বাগাদির যেমন প্রাণতা সেইরূপ ব্রহ্মা-ধীনবৃত্তিযুক্ত জগতের ব্রহ্মতা কথিত হইয়া থাকে। বাক্যসমূহ নহে চক্ষুসমূহ নহে, শ্রোত্রসমূহ নহে, মনঃসমূহও এইরূপ আখ্যাত হয় না, প্রাণসমূহই এই-রূপ কথিত হইয়া থাকে, প্রাণই এই সমস্ত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মব্যাপ্যত্বের জন্য কেহ কেহ জগৎকে ব্রহ্ম মনে করেন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে- হে দেব, যে দেবতাগণ তোমার সমীপে আসিয়াছেন, তাঁহারা ও 'তুমিই' এবং জগৎস্রষ্টা, যেহেতু তুমিই সর্ব্বগত।।

উপাধিতে প্রতিবিম্বিত, তাহা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম জীবরূপ হইবে উপাধিযোগে ব্রহ্মৈক্য— এই কথা তিগণ বলিয়া থাকেন, তাহার নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন—প্রতিবিম্ব-পরিচ্ছেদপক্ষদ্বয় যাহা অন্যরা স্বীকার করিয়াছেন সেই দুইটি বিভুত্ব অবয়বত্ব দ্বারা বিদ্বদ্-গণ নিরাকরণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মের বিভুত্বহেতু এবং নৈরূপ্যবশতঃ তাহার প্রতিবিম্ব নাই, পরিচ্ছেদবিষয়ক অস্বীকারের দরুন তাহার পরিচ্ছেদ নাই, বাস্তব পরিচ্ছেদে কিন্তু কুঠারচ্ছিন্নপাষাণবৎ বিকারাদি-প্রাপ্তি ঘটিবে। ব্রহ্মের অদ্বৈত ভিন্ন অথবা অভিন্ন তুমি বল, ভিন্ন হইলে দ্বৈতাপত্তি, অভিন্ন

হইলে শ্রুতির সিদ্ধসাধনতা। প্রমাণের অবিষয় বলিয়া নির্গুণ ব্রহ্ম অলীক, বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধেয় নহে—তত্ত্ববাদিরা একথা বলিয়াছেন।

জীবসমূহের ভগবদ্দাসত্ব শ্বেতাশ্বরতরগণ বলেন—"ঈশ্বরদের পরম মহেশ্বর, দেবতাদের পরম দেব, পতিদের পরম পতি, অব্যক্তাদি পর হইতে পর, বিশ্বের অধিপতি এই স্তবনীয় দেবকে আমি জানি।"

স্মৃতি—"ব্রহ্মা, শম্ভু, সূর্য্য, চন্দ্র, শতক্রতু (ইন্দ্র) এই প্রকারের অন্য দেবতারা বৈষ্ণব তেজোযুক্ত।" ইত্যাদি। ব্রহ্মার সহিত, রুদ্রের সহিত, ইন্দ্রের সহিত দেবগণ মহর্ষিদের সঙ্গে সুরশ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণ বা হরিকে অর্চ্চনা করেন।। ইত্যাদি।

পদ্মপুরাণে জীবলক্ষণে—"হরিরই দাসস্বরূপ কদাচ অন্যের নহে"।। ইত্যাদি।

ভগবৎপ্রাপ্তির মোক্ষত্ব—

"দেবকে জানিয়া সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তি'। ইত্যাদি। "এক বশী সর্ব্বব্যাপী কৃষ্ণ স্তুতিযোগ্য"। ইত্যাদি। বহুপ্রকারে বহু বেশে স্বয়ংপ্রভ কৃষ্ণ দীপ্তি পান। তাঁহাকে পূজা করিয়া মোক্ষার্থিগণ তৎপদে সর্ব্বদা সুখে থাকেন।

একান্তভক্তির মোক্ষসাধনত্ব -

'যাহার দেবে পরাভক্তি"—ইত্যাদি।

উত্তম শ্রেয় জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি শব্দব্রহ্মে এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত উপশমাশ্রয় গুরু লাভ করিবে।

সেখানে গুরুকে মায়াহীন অনুবৃত্তি সহকারে নিজ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া ভাগবত ধর্ম্মসমূহ শিখিবে। তাহাতে আত্মস্বরূপ আত্মদ হরি তুষ্ট হইবেন। এইপ্রকারে গুরুর দয়ায় জ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিয়া ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া বিরাজ করেন।

যিনি জানেন না মনে করেন তিনি জানেন, যিনি জানেন মনে করেন তিনি জানেন না কিন্তু 'যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ যঃ" (কেনোপনিষদ) এই বচনানুসারে বাক্য ব্যতিরেকেই প্রকৃষ্টভাবে বলেন। এই দর্শনানুসারে অজ্ঞম্মন্য কাহাকেও কিছু বলেন না। যদি কদাচিৎ বেদান্তবাদীদিগের কাহাকেও পায়, তাহা হইলে কোন প্রকারে প্রশ্ন করে। তাহা হইল—

সাধুদের সঙ্গ উভয়মতবাদীরই সম্মত।। যেহেতু সম্ভাষণ-সংপ্রশ্নদ্বারা সকলের মঙ্গল বিস্তার করে।।

ইত্যাদি রীতি সাহায্যে 'ভাগবত রস লয়প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পান কর' এই উক্তানুসারে সৎসঙ্গে তৎকথাশ্রবণে ভগবদ্‌রসাস্বাদনকেই পুরুষার্থশিরোমণিরূপে জানিয়া অনন্য প্রকারে এই অনুসারে 'পৃষ্ট না হইয়া কিছু বলিবে না' এই শ্রুতিতে প্রশ্নাভাবে জ্ঞানিগণের উপদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ।

এইপ্রকার নিবেদনান্তর তিনিই জগন্মিথ্যাত্ববাদীদের বিশ্বসত্যত্ববাদিগণের এবং প্রপঞ্চানির্ব্বাচ্যত্ববাদিসমূহের পরস্পরমতবিবাদ দেখিয়া পক্ষপাতপরায়ণদের বচনে অতীব দুঃখিতান্তঃকরণে কেবলশুষ্ককর্ম্মাত্মজ্ঞানপরদিগকে উপহাসকারীদের কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্তমনা ভগবদ্‌ বিগ্রহের সত্যত্ববাদে আমোদ লাভ করিয়া ক্রোড়ীকৃত বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বী হইয়া কেবলাদ্বৈতবাদীদের পরাজয়ে তাহাদের বাক্যসমূহে অত্যন্ত সুখ লাভ করিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। কি জন্য হায়।! মনোমাত্রবিলসিত অনাত্মভূত দেবাদিস্থাবর পর্য্যন্ত জগৎসমূহের সত্যত্ব মিথ্যাত্ব অনির্ব্বাচ্যত্ব প্রতিপাদন পক্ষপাতে ব্যাকুলীকৃত বুদ্ধি লোকায়তদের ন্যায় বৃথাই কাল নির্য্যাপন করিয়া মনুষ্যত্বকে বিফল করিতেছেন? অনাত্মবিচারে বেদের তাৎপর্য্য নাই।

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ. "। ইত্যাদি শ্রুতিবলে ইন্দ্রিয়সমূহের প্রপঞ্চত্ব কথনদ্বারা তাহা আছে

এই কথা বলা যায় না, ফলবদর্থাববোধক বেদের অফলোদ্দিষ্ট প্রপঞ্চবিষয়ত্ব প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য অসম্ভব বলিয়া শ্রুতি প্রামাণিকত্বে তাহার বাধ নাই ভ্রান্তপ্রতীতির অনুবাদের দ্বারা আত্মাতে থাকিয়া আত্মাকে অন্তরে সংযমিত করেন ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ অন্তরাত্ম ভগবানের তদবিষয়যথা-পাদনে তাৎপর্য্য রহিয়াছে বলিয়া এবং তাৎপর্য্যার্থকেই শব্দার্থ বলিযা স্বীকার করা হয়। যথা—'বিষ খাও' এই বাক্যার্থের বিষভোজনে তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু পবগৃহভোজন নিষেধেই তাৎপর্য্য। সেইরূপ এখানেও—সুধী ইহাই গ্রহণ করিবেন। এই বিষয়ে যে যে অনুকূলতর্কাদি রহিয়াছে সেইগুলি পরে নির্দ্দেশ করিব।

জীবন্মুক্তিবিষয়ের প্রশ্নোত্তররূপে আপনি যাহা লিখিযাছেন তাহা অযুক্ত বলিয়া মনে হয়। চিঠিতে অশেষরূপে বিশেষটি লিখিবার অবকাশ নাই বলিযা বিবৃত হইল না। স্বয়ং যদি হইতে পারে জানেন তাহা হইলে ভগবদিচ্ছাব ফলদাতৃত্ব, বিদ্বানের স্বাতন্ত্র্য মনন নহে।

স্বেচ্ছায কিঞ্চিৎ লিখিত হইল, কিঞ্চিৎ পরের ইচ্ছানুসাব, যথাযোগ্য বিবেচন, সমদর্শী সুধীর।।

শ্রীউৎসবানন্দ শর্ম্মণাম্ ১৯ আশ্বিন ১২২৩। স্বাক্ষব কবা এই প্রত্যুত্তর শ্রীযুক্তবাবু ভৈরবচন্দ্র দত্তের দ্বারা পাওয়া যায়।

[রামমোহন রায়]

।।ওঁ তৎ সৎ।।

পরমানন্দ, ব্রহ্মাদির অগোচব, কার্য্যকাবণভাবনির্ম্মুক্ত পবম সত্য অদ্বয ব্রহ্মেব উপাসনা করি।

আপনি পবম ভাগবত বৈষ্ণব, প্রথমত আপনি যে ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদসমুদ্রশাযী বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবেব সগুণত্ব এবং শবীরিত্ব কহিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইযাছে। কারণ যে সকল বস্তু দিক্ কাল ও আকাশেব সহিত সম্বন্ধযুক্ত, মনঃপ্রভৃতিব জ্ঞেয, তাহাদেব সগুণত্ব ও পবিচ্ছিন্নত্ব—এই দুইই যুক্ত। আপনি প্রশংসিত হরিহরোপাসকদিগেব অভিলষিত এবং সজ্জন। আপনি সাধু, বিদ্বজ্জনেব প্রশংসাভাজন।

কিন্তু আপনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ঐক্য এবং ঈশ্বরত্ব স্বীকাব করিয়াও তাঁহাদেব মধ্যে এক বিষ্ণু সেব্য এবং ব্রহ্মা ও মহাদেব সেবক এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা সকল সৎযুক্তি বিরুদ্ধ, শ্রুতিস্মৃতিপুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্রসম্মত নহে। ইহা আপনার উক্তিরও বিরুদ্ধ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনই যদি এক হন, তাহা হইলে দ্বিতীয না থাকায সেব্য সেবকত্বভাব অসম্ভব হইয়া পড়ে। একের সেব্যত্ব, অপব দুইটিব সেবকত্বেব বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি নাই। তাব উপর সেবকত্ব এবং পরমেশ্বরত্বের বিরুদ্ধধর্ম্মত্বহেতু উহা এক বস্তুর ধর্ম্ম হইতে পারে না।

বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্বসূচনার জন্য এবং তাহাব ব্রহ্মা এবং ঈশানেব চেযে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য পরমাত্মপ্রধান 'ঈশাবাস্যম্' ইত্যাদি দশোপনিষদের যে যে শ্রুতি সিদ্ধান্তবিরুদ্ধভাবে কষ্ট-সাধ্য ব্যুৎপত্তিবলে আপনি যে যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই সেই ভাবে যুক্তিদ্বারা সেই সমস্ত শ্রুতি শিবের সাক্ষাদ্ ব্রহ্মত্বের জন্য বিষ্ণু হইতে সর্ব্বপ্রকাবে শ্রেষ্ঠত্বের জন্যেও শিবোপাসকগণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

বরঞ্চ, শ্রুতিগুলির সগুণত্বপ্রতিপাদকত্ব স্বীকার করিলে, ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর পদগুলির কোষসাহায্যে এবং ব্যবহারবলে 'শিবে' তেই প্রসিদ্ধ শক্তি প্রতীত হব। এইরূপে সৌরগণ সূর্য্যের ব্রহ্মত্বের জন্য, শাক্তগণ শক্তিব প্রাধান্যেব জন্য সেই সেই শ্রুতিই উদ্ধৃত করিতে পারেন।

যদি এইরূপ বলেন যে কৃষ্ণোপনিষৎ প্রভৃতির বিষ্ণুপ্রধান শ্রুতিগুলির দশোপনিষদীয়

শ্রুতিসমূহের সহিত একবাক্যতার জন্য সমস্ত শ্রুতিই বিষ্ণুপ্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন, তবে কৈবল্যোপনিষদাদির শিবপ্রধান শ্রুতিসমূহের সেই দশোপনিষদীয় শ্রুতিগুলির সহিত একবাক্যতার জন্য সমস্ত শ্রুতিই শিবপ্রধান এই কথা শৈবগণ বলিবেন। এইরূপ কালিকোপনিষদাদির তাহাদের সঙ্গে একবাক্যতার জন্য শাক্তাদিকর্ত্তৃক শক্ত্যাদিপরত্বে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে স্বমতে পক্ষপাতযুক্ত সগুণোপাসকগণ নিজের স্বস্বমতানুকূল্যের জন্য পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া বেদমন্ত্রসমূহের বিরোধ ঘটাইতেছেন এবং দুর্ব্বোধত্ব প্রকট করিতেছেন।

আপনি বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়া বিষ্ণুর প্রাধান্যখ্যাপনের জন্য ভগবদ্গীতার শ্লোক, শ্রীভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণবচনসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেইরূপ শিবভক্তিপরায়ণ সাধুজনগণ শিবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য মাহেশ্বর গীতা, স্কন্দপুরাণ, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ এবং মহাভারতীয়বচনসমূহ এবং বিবিধতন্ত্রবচনসমূহ উদ্ধৃত করেন। তাহাতে একটির প্রতি মান্যতা, অপরটির প্রতি অবমাননা—এই বিষয়ে অববোধক প্রমাণের অভাব।

অপিচ, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রস্থাপনের জন্য আপনি যে নারদপঞ্চরাত্রবচন প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই বিষয়েও শক্তির উৎকৃষ্টত্ব প্রখ্যাপনের জন্য শাক্তভক্তিপরায়ণগণও অগণিত আগমবচন পরমোৎসাহে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে কয়েকটি বচন উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—নির্ব্বাণতন্ত্রে—

"অনন্তর, মুরলীধর ভক্তিসহকারে যত্নপূর্ব্বক মহাবিদ্যাকালীর আরাধনা করিয়া বৈকুণ্ঠাধিপতি হইয়াছেন।" "সেই গোলোকাধিপতি দেবীর স্তুতি করিয়া এবং ভক্তিপরায়ণ হইয়া কালীপদপ্রসাদে লোকপালক হইয়াছিলেন।" "লোকসমূহের রক্ষণার্থে সস্ত্রীক মুরলীধর ভদ্রকালীর আরাধনা করিয়া গোলোকে বাস করেন।" "বিষ্ণু কালিকাদেবীর নির্মাল্য গ্রহণ করেন, এইজন্য বিষ্ণু মহাসত্ত্বপরায়ণ ও পালক।" "হে দেবেশি, পদ্মযোনি ব্রহ্মা কালীর আজ্ঞায় সৃষ্টি করেন, তাঁহার আজ্ঞায় সনাতন বিষ্ণু লোকসমূহ রক্ষা করেন।"

"প্রথমপটলে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় রহিয়াছে--সত্ত্বগুণাশ্রয় দ্বিতীয় পুত্র বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলেন।" ইত্যাদি। "বিষ্ণু সত্ত্বগুণাশ্রয়ী বলিয়া রজোগুণযুক্ত ব্রহ্মা এবং তমোগুণাশ্রয় শিব হইতে প্রধান"—ইহা আপনাদ্বারা উক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে শৈবগণ প্রপঞ্চময় জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণুর অপেক্ষায় মুক্তিকল্প সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা ভগবান্ শিবেরই প্রাধান্য কথনের দ্বারা উত্তর দিয়া থাকেন। এই বিষয়ে মহাভারতে দানধর্ম্মে মহেশ্বরের প্রতি বিষ্ণু বলিয়াছেন,—তোমাকে নমস্কার তুমি শাশ্বত, সর্ব্বযোনি ; ঋষিগণ তোমাকে ব্রহ্মার অধিপতি বলিয়া থাকেন ; সাধুগণ তোমাকেই তপঃ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এবং সত্য বলিয়া থাকেন।" ইত্যাদি।

সেইরূপ, সেইখানেই রহিয়াছে-

যিনি অব্যয়, অনুপম, অচিন্ত্য, শাশ্বত, প্রভু, অংশরহিত, সম্পূর্ণ, নির্গুণ ব্রহ্ম, গুণগোচর, যোগিগণের পরমানন্দ, অক্ষর, মোক্ষ বলিয়া অভিহিত, তাঁহাকে—ইত্যাদি। ইহা পাঠ করিয়া তত্ত্ববিদ্গণ বলেন, ভগবান্ শিব ত্রিগুণের অধিষ্ঠাতা, বস্তুতঃ তমোগন্ধবিবর্জ্জিত, নির্গুণ। এইরূপ মনে করিয়া এই বিষয়ে তাঁহারা কিছু সন্দেহ করেন না। অতএব বেশী বাক্য প্রয়োগের দরকার নাই।

আপনি আরও বলিয়াছেন—বৃদ্ধ পূজপাদ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' এই শ্রুতির উপপদশূন্য ঈশ শব্দের ব্যাখ্যার সময়ে "পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা" এই দুইটি শব্দদ্বারা বিষ্ণুকেই অভিপ্রায় করিয়াছেন। তাহা আপনারই কল্পিত, পূজপাদ আচার্য্যের ইহা কদাপি অভিমত নহে, যেহেতু ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"ঈশাবাস্য—" ইত্যাদি মন্ত্র আত্মার স্বরূপ প্রকাশের দ্বারা, আত্মবিষয়ক, স্বাভাবিক অজ্ঞান দূর করতঃ শোকমোহাদিরূপ সংসারের বিনাশের কারণ

আত্মার একত্বাদিবিজ্ঞান উৎপাদন করে। এই হেতু, এইরূপে উদ্দেশ্যবাচক উক্তাভিধেয় সম্বন্ধ-নির্ণায়ক মন্ত্রসমূহকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব।

ঈশা শব্দের নির্ব্বচন—ঈষ্টে প্রভু হন এই অর্থে ঈশ্ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহারই তৃতীয় বিভক্তিতে ঈশা পদটি হইয়াছে। ঈশিতা, পরমেশ্বর, পরমাত্মা। তিনিই সকলের প্রভু, সর্ব্বজন্তুর আত্মা হইয়া নিজের স্বরূপের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন। কি আচ্ছাদন করিয়াছেন?—এতদুত্তরে বলিতেছেন—এই সকল,—যাহা কিছু পৃথিবীতে গমনশীল ধ্বংস-শীল ইত্যাদি।।

আরও যে আপনাকর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণেরই নির্গুণত্ব শ্রবণে শৈবের কোপ অসঙ্গত। ইহাও অত্যন্ত অসঙ্গত। বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুর অপেক্ষা শিবের প্রাধান্য শ্রবণে এবং শৈবগণের শিব হইতে বিষ্ণুর প্রাধান্য শ্রবণে ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যাহারা সর্ব্বত্র একত্ব দর্শন করেন তাহাদের কাহারও স্তুতিতে বা শ্রেষ্ঠত্বশ্রবণে কখনও ক্রোধের লেশ উৎপন্ন হয় না।

আরও যে কথিত হইয়াছে উপনিষৎ প্রভৃতি এবং শিববিষয়ক পুরাণ ইত্যাদি না দেখা বৈষ্ণবদেরই অনুকূল, কারণ বহুগ্রন্থকলাভ্যাসবর্জ্জন ভক্তির অঙ্গ বলিয়া বিহিত হইয়াছে। এই কথা অতি আশ্চর্য্য এবং আপনার মত বিদ্বান ব্যক্তির অযোগ্য। যেহেতু বিষ্ণুপ্রতিপাদক বলিয়া বেদের একাংশ পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি একদেশের গ্রহণযোগ্যতা এবং শিববিষয়ক বলিয়া সেই বেদেরই এবং পুরাণাদির অপর অংশের অগ্রাহ্যতা কোন সদ্‌যুক্তিদ্বারা বা শাস্ত্রপ্রমাণে সঙ্গত নহে। "সমস্ত বেদ যে বিষয় প্রতিপাদন করিতেছেন," "এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে সকল বেদ স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসাদিকে প্রত্যক্ষরূপে অথবা পরম্পরায় পরব্রহ্মেরই প্রতিপাদকরূপে বিদ্বজ্জনকর্ত্তৃক আদরণীয় এবং গ্রহণীয়।

"বহুগ্রন্থ পাঠ করিবে না" ইত্যাদি আপনি লিখিয়াছেন। এই নিষেধবচন যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ইহা অনীশ্বরবাদিগ্রন্থপাঠ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই যে স্বমতের প্রতিকূলশাস্ত্রাভ্যাস নিষেধ তাহা শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ ইতিহাস প্রভৃতির সমাধানে অপারগ বৈষ্ণবদের পলায়নের সমীচীন পন্থা।

আপনি যে বলিয়াছেন—যেখানে যেখানে শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে শিবের বিষ্ণুপ্রভৃতির জনকত্ব কথিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে 'শিব' এই পদটি গর্ভোদকশায়ি মহাবিষ্ণুকে বুঝাইয়াছে। সেই বিষয়ে শুনুন। বৈষ্ণব আপনারা স্বমতস্থাপনের জন্য রুদ্র ত্র্যম্বক মহেশ্বর শিবাদিপদের অর্থবোধক শক্তি এবং কোষ (অভিধান), আপ্তবাক্য এবং ব্যবহারাদি অনাদর করিয়া কেবলপক্ষপাতের বলে গর্ভোদকশায়ি মহাবিষ্ণুতে শক্তি কল্পনা করিয়াছেন। সেইরূপ যেখানে যেখানে বিষ্ণু ব্রহ্মার এবং শিবের সেবা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন সেখানে সেখানে কৃষ্ণ, বিষ্ণু নারায়ণ প্রভৃতি শব্দসমূহেরও আনন্দকাননবাসি মহারুদ্রে শক্তিকল্পনায় বাধা কি? এইরূপে স্ব স্ব মত স্থাপনের জন্য পরস্পরশক্তিকল্পনে শক্তির বোধক কোষাদির নিষ্ফলতা হয়, এবং শাস্ত্রতাৎপর্য্য ব্যাহত হয়। অতএব এই কথা অকিঞ্চিৎকর এবং অগ্রাহ্য।

আপনাকর্ত্তৃক আরও উক্ত হইয়াছে—গোলোকরূপনিত্যধামস্থায়িকৃষ্ণের পক্ষে অন্যের উপাসনা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। সেই কৃষ্ণই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ব্যাস, নারদ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির এবং শিবের যে সেবা করিয়াছেন, তাহা লোকশিক্ষার জন্য। ইহাতে বস্তুত তাহাদের সেব্যত্ব এবং কৃষ্ণের সেবকত্ব আসে না। এই বিষয়েও শ্রবণ করুন—স্বধামস্থায়ি কৃষ্ণের শিব-শক্তিপরায়ণতা সর্ব্বপ্রকারেই সম্ভব হয়। নির্ব্বাণতন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"গোলোকাধি-পতিকে ভক্ত করিয়া যেই শিব রক্ষা করিতেছেন, হে চণ্ডিকে সেই দেবের মাহাত্ম্য বিস্তারিত-ভাবে শ্রবণ কর।" ইত্যাদি। পৃথিবীতে অবতীর্ণ বিষ্ণুর শিবসেবা প্রসিদ্ধতর এবং আপনাদেরও স্বীকৃত।

আরও দেখুন, লোকেরা বর্ণ-গুরু এবং বান্ধবগুরুদিগের সেবা করুক, শিবের পূজা করুক —এই লোকশিক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসপ্রভৃতির এবং শিবের পূজা করিয়াছেন। এই কথা আপনি যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন সেইরূপ ভবানীর, ভৈরবপ্রভৃতির, বিষ্ণুর স্তব যাহা শিবকর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে তাহাও লোকশিক্ষার জন্য তাহা কেন কল্পনা করা যাইবে না? কেবল এক পক্ষের জন্য যুক্তি নহে। উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আরও যে বলিয়াছেন শৈববৈষ্ণবপঠিত বিষ্ণু ও শিবের ভেদসূচক বচনসমূহ শুনিয়া হরি-হরোপাসকের বিষাদ অনুচিত, তাহাও অসঙ্গত। যেহেতু, বিষ্ণু ও শিবের একাত্মত্ববাদী হরিহরোপাসকগণের বিষ্ণু ও শিবের ভেদশ্রবণে বিষাদ স্বভাবতই যুক্তিসম্মত। আপনি যে একত্বদর্শী পরমাত্মতত্ত্ববিদ্‌দের বিজয় আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহা আপনার ন্যায় পরমার্থদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং পরোপকারব্রত জনের পক্ষে যুক্তই হইয়াছে।

"কেবল কুতর্ক পরমার্থসাধক নহে", "দহরোপাসনা চিত্তশুদ্ধির জন্য", "কাম্যকর্ম্মে এবং নিষিদ্ধকর্ম্মে আসক্তচিত্তগণ মুক্তিবহির্ভূত"। "ঈশ্বর সম্বন্ধে বিবাদকারিগণ সম্ভাষণের অযোগ্য"।-আপনার এই মতগুলি আমাদেরও সম্মত।

আর যে, আপনি বিশিষ্টাদ্বৈতি ভগবদ্ বিষ্ণুসেবিগণকে, প্রশংসা করিয়া কেবলাদ্বৈতী-দিগকে যাহারা ব্রহ্মাদিতৃণান্তজগতের প্রাতীতিকসত্তা স্বীকার করেন, যাহারা আত্মরত, কেবল তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া ভক্তির উৎকর্ষ স্থাপনের জন্য "বরং শূন্য বৃন্দাবনে সে শৃগালত্ব ইচ্ছা করে" এই শ্লোক পাঠ করিয়াছেন। তাহা সর্ব্বপ্রকারেই উত্তরের অযোগ্য কারণ তাহা সর্বপ্রকারে বেদদর্শনস্মৃতি হইতে বহির্ভূত।

ঈদৃশ অধিকারীর সম্বন্ধে শ্রীমান্ আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা অনুমোদন করি। "অয়ি খঞ্জন-রম্যলোচনে, তোমার জন্য আমার শির যদি যায় যাক" যাহারা এই কথা বলিয়া পরস্ত্রীতে রত হইয়া 'বরং রম্য বৃন্দাবনে শৃগালত্ব প্রার্থনা করিব' এইরূপ বলিয়া থাকে, সেই সব লোক অবিবেকী এবং মুক্তির অধিকারী নহে। এইভাবে তাহারা মুক্তির চেয়ে শৃগালত্বের প্রশংসা করিয়া মুক্তিকামীদিগকে উপহাস করে। এইরূপ বিজাতীয় রুচিযুক্তদিগকে শাস্ত্র-প্রমাণ দেখান নিষ্প্রয়োজন।

এই বৈষ্ণব মধ্বাচার্যমত অবলম্বন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতমত্ব সর্ব্ববেদগম্যত্ব জগতের সত্যতা, জীবের ভিন্নতা, জীবসমূহের হরিদাসত্ব, বিষ্ণুপাদলাভ মোক্ষ, আত্যন্তিকী ভক্তি মুক্তির উপায়। স্বমতস্থাপনের জন্য আরও বলিয়াছেন,—"এই দেবকে জানিয়া সর্ব্বপাপ-হানি"। 'মহান্ বিভু আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি শোক করেন না", "যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিদ্, তিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া কোথা হইতেও ভয় পান না।" "সমস্ত বেদ যে তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন", সমস্ত তপ বলিয়া আখ্যাত করিতেছেন, যাহাকে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন, সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। তাহা হইতেছে 'ওঁম্' শব্দ বাচ্য। তিনি আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, শুভ্র, অশরীর, অক্ষত। সাক্ষাৎ আত্মার প্রতিপাদক এই শ্রুতিগুলিকে ইনি হস্তপদাদিঅবয়বযুক্ত কৃষ্ণের অবরোধক বলিয়াছেন। ইনি আরও বলিয়াছেন, সমস্ত বেদান্তই সাক্ষাৎ কৃষ্ণের প্রতিপাদক, অন্য শাস্ত্রও পরম্পরায় উহার প্রতিপাদক। এ বিষয়ে চিত্ত সমাহিত করিয়া শ্রবণ করুন। অভিধান, ব্যবহার এবং প্রসঙ্গের সাহায্যে যে-যে শব্দের অর্থ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেই সব মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল কষ্টসাধ্য ব্যুৎপত্তিলভ্য গৌণার্থস্বীকারের দ্বারা কোনও শাস্ত্রেরই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন এবং তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে কেহ কি সমর্থ হয়?

অপিচ, "ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়", "যাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া মনের সহিত বাক নিবৃত্ত হয়", "আনন্দরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া কিছু হইতেও ভীত হয় না", "যিনি অশব্দ, স্পর্শ-শূন্য, অরূপ, অব্যয়, তেমনই যিনি রসহীন, যিনি গন্ধরহিত, যিনি অনাদি, অনন্ত, মহত্তত্ত্বের

কূটস্থ সেই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয়" "যাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, যাহাদ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়, তাহাই ব্রহ্ম, তাহা জান। সাধারণতঃ যাহাদের উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে।" "মহান্ বিভু আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিদ্বান্ শোক করেন না।" "হস্তপাদবিহীন অথচ বেগবান্, গ্রহণকারী, চক্ষুহীন অথচ দেখিতে পান, কর্ণহীন অথচ শুনিতে পান। তিনি স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, ষণ্ড নহেন"। এই সমস্ত শ্রুতির কোষাদি-বলে, ভগবান্ ব্যাসাদি বৃদ্ধগণের ব্যবহারের সাহায্যে এবং প্রকরণের সামর্থ্যে সর্ব্ববিশেষরহিত পরব্রহ্মপ্রতিপাদকত্ব নিশ্চিতভাবে জানা যায়। "সাধনচতুষ্টয় লাভ করিয়া পরে ব্রহ্মবিচার করিবে।" তম্মাত্র বলিতেছেন। তাহার প্রধানত্ব অবুপবৎ। শ্রুতি নির্ব্বিশেষে চৈতন্যমাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ব্রহ্মলোকগত প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। ব্রহ্মসূত্রাদিবও তত্তদ্বলেই ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বই নির্ণীত হয়, হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট কৃষ্ণ নহেন।

সেই সব শ্রুতির, এবং ব্রহ্মসূত্রসমূহের কণ্টকল্পনাসাহায্যেকবচবর্ণাদি অবয়বশালী বনমালী শ্রীকৃষ্ণই যদি প্রতিপাদ্য হন, তাহা হইলে অন্য দেবদেবীগণ সেই কল্পনার সাহায্যে সেই সকল শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য কেন হইবেন না? "কৃষ্ণই পরম দেব" কৃষ্ণোপনিষদের এই শ্রুতি-বলে, "আমিই সমস্ত বেদের বোধ্য" এই সমস্ত গীতাবচনবলে এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়কপুরাণবলে যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যত্ব বর্ণিত হয় তাহা হইলে "ঋত সত্য পরব্রহ্ম" ইত্যাদি নানা শ্রুতিবলে "সমস্ত বেদ, পুরাণ স্মৃতিসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা আমিই প্রতিপাদ্য, আমি ভিন্ন জগতে অন্য প্রভু নাই", ইত্যাদি শিববাক্যবলে শিবগীতাবলে শিবপ্রতিপাদক-পুরাণবলে সর্ব্বজ্ঞ পরমানন্দবিগ্রহ মহেশ্বর শিবের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববেদান্তপ্রতিপাদ্যত্বও কেন স্বীকৃত হইবে না? এইরূপে কালিকোপনিষদ্, দেবীসূক্ত, দেবীপ্রতিপাদক বিবিধ পুরাণ ও নানা তন্ত্রাদিবলে ভগবতী, সর্ব্বজগতের জননী কালিকার পারতম্য সর্ব্ববেদবেদ্যত্বই কেন না বর্ণিত হইবে? এই প্রকারে সূর্য্য গণেশ ইন্দ্র পবনাদি প্রতিপাদক শ্রুত্যাদিবলে তাহাদেরও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব কেন না অঙ্গীকৃত হইবে?

যদি উপরিউক্ত কথা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে "এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম"। এই ব্রহ্মেতে ভেদ নাই যে ইহাতে ভেদ দৃষ্ট হয়। "দ্বিতীয় হইতে ভয় উৎপন্ন হয়" বেদের এই অঙ্গীকার, লোকসমূহের ব্রহ্মসম্বন্ধে একত্ব প্রতীতি সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। আর একটি কথা এই যে শাস্ত্রে এক ব্রহ্মতেই শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে ঐ পারতম্য এবং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব অনেক দেবদেবতার ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু "এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম", "এই সমস্ত জগৎই তদাত্মক", "তুমি সেই ব্রহ্ম" ইত্যাদির "ব্রহ্মই দাস" "ব্রহ্মই কিতব" "মনব্রহ্ম—এইরূপে উপাসনা করিবে" "অন্নব্রহ্ম এই কথা বলেন"। এই সকল শ্রুতির অর্থ আলোচনা করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ দেবতাদের ও দেবতেতরদিগের ব্রহ্মে অধ্যাসের দ্বারাই ব্রহ্মত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন এবং ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব মনে করিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদরহিত ব্রহ্মের নানাত্ব স্বীকার করেন না। এই কথাই বেদান্তসূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন।

মধ্বাচার্য্য যে জগৎকে সত্য বলেন, তাহা যদি ব্রহ্মের সত্যত্বের জন্য স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বভাবতঃ জগতের সত্যতা-নিদর্শক না হয়, তাহা হইলে ইহা আমাদের মতের অনুকূলই হইল। আর যদি পরমাত্মা হইতে নিরপেক্ষভাবে জগতের সত্যতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আর ব্রহ্ম স্বীকার করিবার দরকার কি? তাহা হইলে গৌরব হয়। যদি তাহাই হয়, তবে চার্ব্বাকীয় এবং মাধ্বীয় মতের পার্থক্য কি?

আর যে জীবভেদ বলা হইয়াছে—'মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় 'যে এখানে 'নানা'র মত দেখে' 'মনের দ্বারা উহাকে লাভ করিতে হইবে', "এখানে 'নানা' কিছু নাই" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের অবহেলাবশতঃ, 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতি

উপাধিকৃত ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়া সহজ উপদেশের দ্বারা প্রথমাধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যায় প্রবর্ত্তিত করায়। তাহা আত্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ। প্রত্যক্ষীভূত কার্য্যের ব্রহ্মসত্যতাহেতু সত্যবদ্-ভাসমান জগতের দর্শনে সেই কারণ সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম আছেন এই কথা অনুভূত হয়। যে সকল শ্রুতি পরমাত্মাকে উপাধিবিশিষ্টরূপে প্রতিপাদিত করে, তাহারা অপ্রধান। সিদ্ধান্ত এইরূপ—"সত্যস্বরূপ নির্দ্দেশানন্তর—যেহেতু সত্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিব, সেইজন্য ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিতেছি—"ইহা নয়, ইহা নয়" ইত্যাদি শ্রুতি ব্যক্ত করে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বিষ্ণুপাদলাভ মোক্ষ, কেহ কেহ বলেন শিবপাদপদ্মে লীন হওয়া মুক্তি, আর কেহ কেহ বলেন 'কালিকাচরণরেণুপ্রসাদ পরমপুরুষার্থলাভ', আর বেশী বলিব কি? কেহ কেহ বলেন বৃন্দাবনে শৃগালত্বলাভই মুক্তি, কেহ কেহ গঙ্গায় কচ্ছপাদি-যোনিপ্রাপ্তি পরম শ্রেয় মনে করেন। তাহা স্বস্বরুচিবৈচিত্র্যবশতঃই।

অপিচ, "এক শাস্ত্রে অন্য শাস্ত্রের বিবরণ" এই কথা মধ্বাচার্য্য এবং তন্মতানুসারিগণ শুনেন নাই, এই জন্য বেদান্তসম্মত অদ্বৈতবাদ এবং ন্যায়াদিশাস্ত্রাদি বিশেষভাবে আলোচনা না করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বেদান্তের বিষয়স্বরূপ, আনন্দপ্রাপ্তি মোক্ষ বেদান্তের প্রয়োজন; এই বেদান্ত-সিদ্ধ পক্ষটিকে বিপক্ষের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া, জীবভেদ বেদান্তসম্মত, বিষ্ণুপাদলাভ মোক্ষ এই কথা সৎপ্রমাণ ব্যতিরেকেই কল্পনা করিয়াছেন। তর্কশাস্ত্রাদিতে বিবাদের জন্য দ্বৈতবাদকে কখনও বেদান্তসম্মত বলিয়া উদ্ধৃত করা হয় নাই অথবা বিষ্ণুপাদলাভ মোক্ষ এই কথাও বলা হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতবাদকে বেদান্তসম্মত ও স্বরূপানন্দপ্রাপ্তিকে মোক্ষ বলিয়া অবতারণা করা হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! পক্ষপাতবশতঃ দৃষ্ট বস্তুও অদৃষ্টের ন্যায়, শ্রুত বস্তুও অশ্রুতের ন্যায় হইতেছে।

জাত্যাদিধর্ম্মরহিত ব্রহ্মের শক্তিদ্বারা বা লক্ষণাদ্বারা কোন শব্দবাচ্যত্ব নাই যে মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন তাহা অদ্বৈতবাদীদের অনভিমত নহে, যেহেতু "প্রকাশ করিতে না পারিয়া যেই ব্রহ্ম হইতে মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়", "সেই ব্রহ্মে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না।" যাহা বাক্যদ্বারা অনভ্যুদিত যাহাদ্বারা বাক্য অভ্যুদিত এই জন্য আদেশ করা হইতেছে "ইহা নয়, ইহা নয়" ইত্যাদি শ্রুতি এবং সেই পরব্রহ্ম সৎ অথবা অসৎ নহেন। ইত্যাদি স্মৃতিসমূহের সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াও শব্দব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইহাতে অসম্ভবকেই বোঝান হইতেছে।

শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, যাহা বাক্যের বাক্য, "যাহা হইতে এই ভূতসমূহ জাত হইয়াছে" এই সকল শ্রুতি এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ সদ্‌যুক্তির সাহায্যে কোন অনির্ব্বচনীয় অধিষ্ঠাতা এবং নিয়ন্তা আছেন ইহা নির্ণীত হইতেছে।

ব্রহ্ম বিভু এবং রূপহীন বলিয়া তাহার কোন প্রতিবিম্ব নাই এবং পরিচ্ছেদবিষয়তা মানা হয় নাই বলিয়া পরিচ্ছিন্নতা হইতে পারে না।—মধ্বাচার্য্য যে এই দোষ দিয়াছেন তাহা অদ্বৈত-মতের অনভিজ্ঞতার জন্যই। বস্তুতঃ সমস্ত বিশেষরহিত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা পরিচ্ছেদ সম্ভব হয় না। অদ্বৈতবাদীরাও তাহা স্বীকার করেন না। তবে প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তে এই দেখান হইয়াছে যে, একই বস্তু উপাধিভেদে নানা প্রকার প্রতীত হয় এবং পরি-চ্ছিন্নের উপমাদ্বারা দেখান হইয়াছে যে অবয়বরহিত বিভুর উপাধিভেদে নানারূপ প্রতীত হয় এবং পরিচ্ছিন্নের উপমায় দেখান হইয়াছে—নিরবয়ব বিভু পদার্থ উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। ইহাই অদ্বৈতবাদীদের তাৎপর্য্য। শাস্ত্রানুসারেই হউক, ব্যবহারানুসারেই হউক, উপমানের সমস্ত ধর্ম্মের দ্বারা উপমা সম্ভব হয় না। চন্দ্রের ন্যায় মুখ বলিলে মুখের দেবত্ব, আকাশস্থত্ব, কলঙ্কবত্ত্ব উভয়পক্ষে বৃদ্ধি এবং হ্রাসশালিত্ব বুঝায় না।

অদ্বৈত, সুখ, আনন্দ, বিজ্ঞান, ইচ্ছা ইত্যাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। "নিত্য, বিজ্ঞান, আনন্দ, ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি।

"জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই তিনটি মায়াদ্বারা প্রকাশিত হয়। তিনটি বিচার করিলে এক আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। চিৎস্বরূপ আত্মাই জ্ঞান। চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই জ্ঞেয় এবং স্বয়ং আত্মাই জ্ঞাতা-ইহা যে জানে সেই আত্মবিৎ।" "ইত্যাদি বচন শ্রোতব্য এবং মন্তব্য।" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মোপাসনার জন্যই। ঐ বচনসমূহ কেবল আত্মার অদ্বয়ত্বপ্রতিপাদক নহে। এইস্থলে মধ্বাচার্য্যোক্ত সাধ্যসাধনতা দোষের অবসর নাই। "যাহা শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, সেইরূপ সত্তা অব্যয় ও নিত্য", "যিনি অদৃষ্ট কিন্তু নিজে দ্রষ্টা, শ্রবণের বিষয়ীভূত নন, অথচ নিজে শ্রোতা, স্থূল নন, সূক্ষ্মও নন," "অধ্রুপবৎ নির্গুণ ব্রহ্মেতে গুণবৃত্তিসমূহ", "অনুল্লেখ্য নির্গুণ ব্রহ্মেতে গুণবৃত্তিসমূহ", "তিনি নির্ব্বিকার, নিরাধার নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল, গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সকলের আত্মা, সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বব্যাপী।" ইত্যাদি শ্রুতিসূত্রপুরাণতন্ত্রাদি প্রমাণরূপে থাকা সত্ত্বেও 'নির্গুণ ব্রহ্ম অলীক, প্রমাণের অবিষয়।"—মধ্বাচার্য্যের এইটি উক্তি। তাহাই বরং অপ্রমাণ, "বেদপ্রমাণ, স্মৃতিপ্রমাণ, মীমাংসকগণের বাক্যপ্রমাণ, যাহার নিকট এই তিনটি প্রমাণ গ্রাহ্য নয়, তাহার বাক্যকে কে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করে?"-এই স্মৃতি অনুসারে মধ্বাচার্য্যের কথা অপ্রমাণ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরীরকে সত্য বলায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদক অদ্বৈতবাদীদিগকে প্রপঞ্চবাদী মনে করিয়া মনুষ্যত্বকে বিফল করিতেছেন -এই বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাদ্বারা স্বকীয় উক্তির উপরই দোষ বর্ত্তাইতেছে।

কেবল অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চকে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বলিয়া জানেন না, প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানেন, সেইজন্য তাহাদের পক্ষে প্রপঞ্চের বিচার অসম্ভব। যেহেতু, প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া, সেই প্রপঞ্চের বিচার করা সম্ভব নহে। পরমেশ, প্রভো, সর্ব্বরূপসম্পন্ন, অবিনাশিন্, অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য, সত্য, অচিন্ত্য, অক্ষর, অব্যাপক, অব্যক্ততত্ত্ব, জগদ্ভাসক, অধীশ্বরের অধীশ্বর নিত্য তোমাকে আশ্রয় করিতেছি। ওঁ তৎ সৎ।।

[রামমোহন রায়]

।।ওঁ তৎ সৎ।।

যাহা শ্রোত্রাদির অধিষ্ঠান, চক্ষু, বাক্ প্রভৃতির অগোচর, স্বতঃ অধ্যক্ষ, নিত্য, পরব্রহ্ম আমরা তাহার উপাসনা করি।

আমাদের প্রস্থাপিত প্রথম ও দ্বিতীয় উত্তর সমালোচনা করিতে করিতে আপনি বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে আমাদের বিরুদ্ধভাব রহিয়াছে এবং আমরা এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত জল্পনা করিয়াছি এবং উহা অত্যন্ত অনুচিত বটে। এই কথা অতীব আশ্চর্য্য, সেই সেই উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অথবা অন্যের বৈরসূচক বাক্যই নাই। আমরা ব্রহ্মাদিতৃণান্ত বস্তুর ব্রহ্মাধ্যাসে ব্রহ্মত্ব দেখিয়া থাকি কাজেই আমাদের কাহারও প্রতি দ্বেষোৎপত্তি অসম্ভব।

কচিৎ দ্বৈতমত কচিদ্ বিশিষ্টাদ্বৈতমত অবলম্বন করিয়া যে বারংবার শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব, নিত্যত্ব, প্রচ্যুতিরহিতত্ব, বিভুত্ব, সচ্চিদানন্দত্ব উক্ত হইয়াছে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তদীয় বিগ্রহ পাঞ্চভৌতিক অথবা তদ্ভিন্ন কিনা। যদি পাঞ্চভৌতিক হয় তাহা হইলে ক্ষিতিপ্রভৃতি হইতে উদ্ভূত শরীর অবয়বিরূপে বৃদ্ধিহ্রাসশালিত্ববশতঃ পরিচ্ছিন্নত্ব-হেতু তদীয় বিগ্রহ নিত্য, প্রচ্যুতিরহিত, বিভু কোন প্রকারেই হইতে পারে না। 'তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম' 'অরূপদের হি তৎপ্রধানত্বাৎ' ইত্যাদি শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের-বিরোধ হয়।

দ্বিতীয় মতে, পাঞ্চভৌতিক ভিন্ন সেই বিগ্রহের রূপবত্ত্বের অভাবে দর্শন অসম্ভব। জগতে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, তৎসমবেতভিন্ন বস্তুর চক্ষুর অবিষয়ত্বই অধিক প্রসিদ্ধ। তাহা হইলে তদ্বিগ্রহে হস্তপদাদির শ্রীবৎস, বনমালা, বেণু, ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, নূপুর, পীতাম্বর প্রভৃতির কল্পনা এবং তাহাদের দ্বারা উপহিত সেই বিগ্রহকে দেখিবার ইচ্ছা কোনও যুক্তিতেই সঙ্গত হয় না।

যদি বা শাস্ত্র, প্রত্যক্ষ, তন্মূলকানুমান তুচ্ছ করিয়া স্বদলের পরিতোষণের জন্য বৈষ্ণবগণ বলেন শ্রীবৎস-বনমালাদি পরিহিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ অপ্রাকৃত নিত্যানন্দরূপ, প্রাকৃতচক্ষুরাদির অগোচর হইলেও দৃঢ়তর ভক্তিদ্বারা দ্রবীভূত চিত্তগণ কেবল মনের সাহায্যে দেখিয়া থাকেন তাহা হইলেও বলিব জগতে চক্ষু প্রভৃতিদ্বারা পূর্ব্বে যাহা অনুভূত হয় নাই সেইরূপ অবয়বীর স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় মনে প্রকাশ হইতে পারে না। চক্ষুরাদির অগোচর সেই আনন্দবিগ্রহের মানসদর্শন অসম্ভব। চক্ষু প্রভৃতিদ্বারা উপলব্ধ অবয়বী দিক্‌কালবৃত্তিত্বে অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া অনীশ্বর।

আবার, যিনি স্বপ্নে শশাদিতে শৃঙ্গাদির অলৌকিক দর্শন, জাগ্রদবস্থায় তাহাদের কল্পনা বলিয়া থাকেন, তাহাকে বলিতে হয়, তাহা পৃথক্ ভাবে, শশ এবং শৃঙ্গ এই দুইয়ের পূর্ব্ব-দর্শন হইতেই। সর্ব্বপ্রকারে জন্মান্ধের পূর্ব্বে না দেখা স্বপ্নপ্রভৃতিতে শশকে শৃঙ্গদর্শন এবং অন্য বস্তুসমূহের দর্শন সম্ভব হয় না। অপিচ, ভক্তিবশে অবয়বীর আনন্দত্বে পরিগ্রহ স্নেহবশতঃ কুৎসিত পুত্রেরও সুন্দর বলিয়া অনুভূতি, দ্বেষবশতঃ বিদ্বান্ শত্রুকেও অজ্ঞ বলিয়া বোধ ভক্তিস্নেহ এবং দ্বেষযুক্তদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ তদ্‌তদ্ বিকারোদ্ভূত বলিয়া এই জ্ঞানসমূহের ভ্রমত্বে অবয়বী পুত্রে এবং শত্রুতে আনন্দত্ব, রুচিরত্ব অজ্ঞত্ব অলীকই বটে। ব্রহ্মবুদ্ধিদ্বারা আনন্দময়ত্ব অপরিচ্ছিন্নতাদি স্মরণে কৃষ্ণ মহেশ্বর দেবীপ্রভৃতির তুল্যত্ব, অতারতম্য প্রত্যেকের সঙ্গে। তাঁহাদের মাহাত্ম্যসূচক বহু গ্রন্থ রহিয়াছে।

আমাদের লিখিত বিনিগমনাবিরহদোষ সম্বন্ধে অনবহিত হইয়া যে আবার বলিয়াছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনের প্রকৃতপক্ষে ঐক্য থাকিলেও আকাশবৎ উপাধিভেদে সেব্যসেবকভাব অপ্রসিদ্ধ নহে—সেই বিষয়ে বিরোধের প্রয়োজন নাই। পরন্তু এই উক্তসাদৃশ্য এবং তদনুগত যুক্তি তাহাদের এক বিষ্ণুর সেব্যত্ব এবং অপর দুইয়ের সেবকত্ব যাহারা বলেন তাহাদের মতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ঐক্য উপাধিতা পরস্পর সেব্যসেবকত্ব ভাবদর্শনকারক শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্র-অনাদরকারী বৈষ্ণবদের কদাপি অনুকূল নহে। আপনার মিথ্যাত্বে পরিগৃহীতো-পাধিক প্রত্যক্‌তত্ত্ববিদ্‌দের এবং ব্রহ্মবিদ্যা যাঁহাদের অভিলষিত তাঁহাদের উপাধিবৈলক্ষণ্য নিয়া বিচার করিয়া কাজ নাই।

আপনি যে বলিয়াছেন ভগবান্ কৃষ্ণেই পরস্পর-বিরোধী বিচিত্র শক্তিসমূহ সম্ভব। এই সম্বন্ধে অবধান করুন—"অস্থূল অণু নহে" "হস্তপদরহিত কিন্তু চলচ্ছক্তিযুক্ত এবং গ্রহণ-কারী" "অণু হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতে মহীয়ান্" ইত্যাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশে পরমাত্মার ব্যাপকত্বই প্রতিপাদনকারী শ্রুতিসমূহ ব্যোমবদ্ অপরিচ্ছিন্ন অবাঙ্‌মনসগোচর পরব্রহ্মেই সঙ্গত হয়।" "অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ" ইত্যাদি সিদ্ধান্ত বাক্য হইতে বোধ হয়। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন কোন বিগ্রহে পরস্পর বিরোধিশক্তিসমূহ এবং সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্ভব নহে।

আরও যে দেখা যায়, "হে অর্জ্জুন আমি সদসৎ" ইত্যাদিদ্বারা বিষ্ণুতে, "অক্ষর পরম ব্রহ্ম অসৎ এবং সদসৎ যিনি" ইত্যাদিদ্বারা মহেশ্বর শিবে, "সদসৎ বা অখিলাত্মিকে" ইত্যাদিদ্বারা দেবী বিশ্বমাতায়, "তুমি অন্তক্, ইহজগতের ধ্রুবাধ্রুব সর্ব্ব, ইত্যাদিদ্বারা ভগবান্ গরুড়ে, "এই সদসৎ পরাবর সদসৎ তোমার রূপ" ইত্যাদিদ্বারা সুদর্শন চক্রে—যে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাভিধান স্মৃত হয়, তাহা ব্রহ্মবুদ্ধিতেই, উপাধিপরিচ্ছিন্নতাভিপ্রায়ে নহে। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো

বামদেববৎ" ইত্যাদি মীমাংসা বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। অতএব নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যযুক্ত হরিতে কোনও বিষয় অসম্ভব নহে ইত্যাদি বাক্যদৃষ্টিতে বিশেষভাবে বিষ্ণুতেই ব্রহ্মত্ব এবং সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ত্ব—এই কথা কেবলবিষ্ণুপ্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহে শ্রদ্ধাপরায়ণ আপনি বলিয়াছেন। তাহা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রামাণ্য সম্পাদকদের অসম্মত বটে।

প্রত্যুত শৈবগণ 'রুদ্রভক্তিসাহায্যে মহাত্মা কৃষ্ণ জগৎব্যাপ্ত হইয়াছেন' ইত্যাদি বাক্যানুসারে বিষ্ণুর বিভুত্ব এবং আনন্দবিগ্রহত্ব শশিসূর্য্যাগ্নিনেত্র মহেশ্বরের প্রসাদে সম্পন্ন এই কথা বলেন, আবার শাক্তগণ "গোলোকাধিপতি দেবীর স্তুতি করিয়া এবং ভক্তিপরায়ণ হইয়া কালীপদপ্রসাদে লোকপালক হইয়াছেন" ইত্যাদি দর্শনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোলোকাধিপতিত্ব এবং জগৎপালকত্ব নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী দেবীর অনুগ্রহে মনে করিয়া থাকেন। অন্যোন্যা-কর্ষণের দ্বারা এবং শাস্ত্রসংঘর্ষণের দ্বারা পরস্পরব্যাকুলীকরণ স্বপক্ষের প্রতি পক্ষপাতপরায়ণ সোপাধিকোপাসকগণের ন্যায় প্রেপ্সিতব্রহ্মবিদ্যা এবং বিশেষদর্শী আপনি কদাপি আশঙ্কা করিবেন না। যেহেতু শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ উপপুরাণ তন্ত্র সংহিতা নিগম আগম প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রসমূহ সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় পরব্রহ্ম প্রতিপাদকরূপে আস্তিকদের অনুকূলই হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপরায়ণ আপনি যে বলিয়াছেন বিষ্ণুর উৎকর্ষ শুনিয়া শিবের প্রাধান্যের জন্য মাহেশ্বর গীতা, শৈব-স্কান্দ-বচনসমূহ পাঠ করিয়া শৈবগণ এবং দেবীর উৎকর্ষদ্যোতনের জন্য আগমোক্ত বচনসমূহ পাঠকারী শাক্তগণ হরিহরোপাসকদের মতে দণ্ডনীয়, তাহাদের সঙ্গে অপরিচ্ছিন্ন-বিগ্রহোপাসনা রসিকদের আলাপ করাও অযুক্ত তাহা বলার ব্যাঘাত। যদি নিজেদের ইষ্ট-দেবের উৎকর্ষ প্রতিপাদনহেতু শৈব এবং শাক্তগণ হরিহরোপাসকদিগের দণ্ডনীয় হন এবং এই প্রকারে অপরিচ্ছিন্নোপাসনা রসিকদের আলাপের অযোগ্য হন তাহা হইলে নিজেদের ইষ্ট-দেবের উৎকর্ষ কথনাপরাধে বৈষ্ণবগণও কেন দণ্ডনীয় এবং আলাপের অযোগ্য না হইবেন?

বস্তুত দেবতাদের এবং দেবতেতরদিগের উৎকর্ষকে যাহারা ব্রহ্মোৎকর্ষ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন সেই অপরিচ্ছিন্নোপাসনারসিকতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বস্ব ইষ্টদেবের উৎকর্ষ বর্ণনাকারী শাক্ত শৈব এবং বৈষ্ণবগণকে দ্বেষের পাত্ররূপে অথবা আলাপের অযোগ্যরূপে কখনও বিবেচনা করেন না।

অপিচ, পুরুষোত্তম বিষ্ণুর মাহাত্ম্যসূচনের জন্য যেসব স্বকৃত বহুবিধ গদ্য এবং ভাগবত-ভগবদ্‌গীতাবচনসমূহ লিখিয়াছেন তার সমস্ত ব্রহ্মাত্মক। সর্ব খিল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির অর্থসকল উদ্ভাবন করিয়া অভিলষিতব্রহ্মবিদ্যগণ এইরূপ

"চরাচরগুরু বরদ দেব শিবকে প্রসন্ন করিয়া যুগে যুগে কৃষ্ণ মহেশ্বরকে তুষ্ট করিয়াছেন" এই মহাভারত বচনসমূহ শৈবগণ পাঠ করিয়াছেন আর-

"কালিকাদেবীর নির্ম্মাল্য সৎস্বরূপ বিষ্ণু সর্ব্বদা গ্রহণ করেন এই জন্যই মহাসত্ত্বপরায়ণ বিষ্ণু পালক" এই বাক্যসমূহ পাঠকারী শাক্তদের বিরুদ্ধার্থের কারণ হয় না।

'যতক্ষণ না শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্‌ভাগবত দৃষ্ট হয় ততক্ষণই অন্যান্য পুরাণসমূহ সৎলোকদের গণে বিরাজ করে।' ইত্যাদিদ্বারা ভাগবতের অন্য পুরাণাপেক্ষা প্রাধান্য ব্যক্ত হয়। এইরূপ "গীতা সুষ্ঠুরূপে গীত হওয়া উচিত, অন্য শাস্ত্রবিস্তরে প্রয়োজন কি?" ইত্যাদি উক্তিদ্বারা মাহেশ্বরগীতাদির অপেক্ষা ভগবদ্‌গীতার যে উৎকর্ষ ধ্বনিত হইয়াছে তাহা অতীব অসঙ্গত, ভগবান্ ব্যাসের আপ্তত্ববশতঃ তদীয় বাক্যসমূহের প্রমাণত্বে বৈষম্য নাই।

আমাদের মত কিছুলোক 'ভাগবৎকে' পুরাণ বলিয়া মান্য করেন। তবে সেই ভাগবতকে সর্ব্বলোকপরিগৃহীত শিবপুরাণ লিঙ্গপুরাণ স্কন্দপুরাণাদির অপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া সর্ব্বজ্ঞ হিসাবে তুল্য ভগবান্দ্বয় পদ্মনাভ এবং মহেশ্বরের মুখনিঃসৃত ভগবদ্গীতা এবং মাহেশ্বর গীতার মধ্যে বৈষম্যজ্ঞান্‌পক্ষপাতসঞ্জাত দৃঢ়সংকল্পযুক্ত লোকদেরই রুচিকর হয়।

যেমন আপনি ভগবদ্‌গীতার এবং ভাগবতের প্রাধান্য দিতে ইচ্ছুক হইয়া এই দুইয়ের স্তুতি-প্রধান বচন লিখিয়াছেন, তেমন প্রত্যেক পুরাণের এবং স্মৃতি, আগম, সংহিতার প্রশংসাসূচক বহু বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার মধ্যে কতিপয় বচন লিখিতেছি—

মহাভারতের আদিপর্বে রহিয়াছে—

পুরাকালে একদিকে চারি বেদ এবং একদিকে মহাভারতকে সমস্ত দেব একত্র হইয়া তুলাদণ্ডে ধারণ করিলে সরহস্য চতুর্বেদ হইতে যখন উহা অধিক হইল, তখন হইতে এই জগতে মহা-ভারত বলিয়া উক্ত হইল।

শিবপুরাণে -

যেমন গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য, নদীদের মধ্যে জাহ্নবী, যেমন দেবতাদের মধ্যে বিশ্বেশ্বর, পুরাণগুলির মধ্যে তেমন এইটি (শিবপুরাণ)।

মহানির্বাণতন্ত্রে

যেমন পর্ব্বতদের মধ্যে হিমবান্‌, তারকাদের মধ্যে শশী, তেজস্করদের মধ্যে সূর্য্য, তেমনি তন্ত্রসমূহের মধ্যে এই তন্ত্ররাজ।

কুলার্ণবতন্ত্রে

হে শিবে, বেদসমূহের দ্বারা কি হইবে পুরাণদের দ্বারা কি সাধিত হইবে, বহু শাস্ত্রদ্বারাই বা কি হইবে? এই মহাতন্ত্র বিজ্ঞাত হইলে সর্ব সিদ্ধীশ্বর হইবে।

এই সমস্ত বচন কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের মাহাত্ম্য প্রতিপাদক, পরস্পর প্রামাণ্য ব্যবচ্ছেদক নহে। তাহা না হইলে পরস্পরবিরোধিতা সমস্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাহত করিবে।

সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তদুপহিত বিষ্ণুর রজস্তমোগুণোপহিত ব্রহ্মা এবং শিব হইতে প্রাধান্য মনে করেন যে বৈষ্ণবগণ, তাহাদের মত আপনি স্বয়ংই অনভীষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছেন সেই বিষয়ে বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। তাহাদের প্রবোধনের জন্য পূর্ব্বপ্রস্থাপিত উত্তরই বহু মনে করি।

আপনি যে বলিয়াছেন পূজ্যপাদ ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কোথায়ও ভাষ্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্বাদি আশঙ্কা করেন নাই, তাহা অশেষ শাস্ত্রদর্শী আপনার পক্ষে অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তনামরূপসমূহ মায়াকার্য্য বলিয়া যিনি মনে করেন সেই পূজ্যপাদ ভাষ্যকার তলবকারোপনিষদ্‌ভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি" -এই বাক্যের দ্বারা 'আত্মা ব্রহ্ম' এই কথা প্রতিপাদিত হইলে শ্রোতার আশঙ্কা হয় "কি প্রকারে আত্মা ব্রহ্ম হইতে পারে? আত্মা কর্ম্মে ও উপাসনে অধিকৃত হয়, সংসারী কর্ম্ম, উপাসনা বা সাধন অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মাকে, দেবদিগকে, অথবা স্বর্গ পাইতে ইচ্ছা করেন সেইজন্য অন্য উপাস্য– বিষ্ণু, ঈশ্বর, ইন্দ্র বা প্রাণ ব্রহ্ম হইতে পারেন কিন্তু আত্মা নহে, লোকপ্রত্যয়বিরোধ হয় বলিয়া। সেইরূপ অন্য তার্কিকগণ 'ঈশ্বর হইতে আত্মা অন্য' এই কথা বলেন সেইরকমে "কর্ম্মিগণ ইহাকে পূজা কর, এই কথানুসারে উহার আরাধনা করে। ইহা দ্বারা অন্য দেবতাদিগের উপাসনা করে, কাজেই 'যদ্‌ বিদিতম্‌' ইত্যাদি যুক্তই বটে এবং উপাস্য ব্রহ্ম হওয়ার যোগ্য তাহা হইতে অন্য উপাসক এইজন্যে সেই আশঙ্কা শিষ্যের লিঙ্গের দ্বারা উপলক্ষ্য করিয়া তদ্‌বাক্যের দরুন সেই আশঙ্কা করিও না 'যৎ চৈতন্য মাত্রম্‌' ইত্যাদি

আপনার প্রশংসিত রামনারায়ণ ক্ষত্রিয়, এবং শ্রীমদ্‌ অনূপনারায়ণ শিরোমণি জয়লাভ করুন এবং স্ব স্ব শিষ্যদিগকে নিজমত উপদেশ করুন। এইরূপে শাক্তশৈবাদিসংস্তুত শ্রীযুক্ত কালী-প্রসাদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শ্রীল শ্রীহরিহরানন্দ গোস্বামী মহাশয়গণও বিজয়ী হউন, স্বকীয় ছাত্রদিগকে শাস্ত্রার্থসমূহও অধ্যাপন করুন। তাহাদের দুইজনের প্রতি অথবা তিনজনের প্রতি আমাদের কোন বৈর নাই। আর আমাদের কোন হানি বা লাভ নাই।

আপনি লিখিয়াছেন যে যত যত রোগ নিবর্ত্তক ঔষধ আছে এক রোগীর সেই সবগুলিই

সেব্য নহে কিন্তু রোগ নির্ণয় করিয়া সেই রোগ নিবর্ত্তক ঔষধটি সেবন করিবে—এই যুক্তি দ্বারা নিজের অজ্ঞান দূরীকরণ পর্য্যন্ত তদনুকূল শাস্ত্রাভ্যাসকে গুণরূপে অভিহিত করা হয় বলিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রাভ্যাস, অন্য শাস্ত্রত্যাগ বৈষ্ণবদের পক্ষে যুক্ত এই বলিয়া তাহা পাক্ষিকোপাসকদিগের পক্ষে আপাততঃ রমণীয়। কিন্তু সকলশাস্ত্র সৎতর্কবিবদ্ধে বলিয়া মনে হয়। অবিদ্যাবন্ধন লক্ষণযুক্ত রোগের তত্ত্বজ্ঞানরূপ এক ভেষজ ব্যতীত অন্য ঔষধ নাই কাজেই 'যাওয়ার অন্য পন্থা নাই। বিমুক্তির জন্যও অন্য পন্থা নাই।" সর্বত্র প্রসিদ্ধ উপদেশ রহিয়াছে।

এই সকলের মধ্যে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্মৃত হয়, সেইটিই হইতেছে সর্ব্ববিদ্যার প্রধান, তাহা হইতে অমৃত লাভ হয়। সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতে করিতে এবং শত শত কষ্টভোগ করিয়াও যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ করা যায় ততক্ষণ মোক্ষ লাভ হয় না। -ইত্যাদি শ্রুতি, বাদরায়ণ সূত্র, মানব-স্মৃতি আগম প্রভৃতির প্রমাণ। অতএব সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদক সর্ব্ব শাস্ত্র আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুদের যথাশক্তি আলোচনীয়।

সমস্ত বেদ যে পদ প্রতিপাদন, যাহাকে সমস্ত তপস্যা বলিয়া থাকে, যাহাকে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সেই পদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতেছি। ইহাই এই ওঁ বটে।

অনুবাদঃ শ্রীদুর্গাশরণ চক্রবর্ত্তী

গ ফার্সী রচনার বঙ্গানুবাদ

তুহ্ফত্-উল্-মুওয়াহিদ্দিন্

একেশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে উপহার

রামমোহন রায়

অনুবাদক

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস

ফারসী ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৮০৪

মৌলভী ওবেদউল্লা-কৃত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ ১৮৮৪

বর্ত্তমান বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ১৯৪৯

অনুবাদকের নিবেদন

চল্লিশ বছরেরও আগে এক রামমোহন-স্মৃতিসভায় কোন একজন বক্তার মুখে প্রথম শুনি যে রামমোহন আরবী ও ফারসী ভাষায় 'তুফাতুল্' নামক একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ প্রথম যৌবনে লিখেছিলেন এবং তা'তে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। শুনে আমার সেই কিশোর বয়সেই মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল যে আমি যদি ঐ ভাষা শিখতে পারি তাহলে ঐ গ্রন্থ পড়ে রসসম্ভোগ করতে পারব। তখন আমি জানতাম না যে তাঁর ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে, এবং তা' পাওয়া যায়। কতবার 'আলেফ্' 'বে' 'পে' 'তে' প্রভৃতি ফারসী অক্ষর শিখতে সুরু করেছি, আর বাদ দিয়েছি, তার অন্ত নাই। যাক্, সে ভাষা শেখাও হয়নি, মূল বইখানা পড়ে রসসম্ভোগ করবারও সৌভাগ্য হয়নি।

কিছুদিন হলো সরকারী কর্ম্ম হ'তে অবসর নিয়ে রামমোহন-গ্রন্থ পাঠ আবার সুরু করি, ও 'তুফাতের' ইংরেজী থেকে বাংলা করবার ইচ্ছা হয়। প্রথমে 'পাণিনি সংস্করণ' থেকেই বাংলা সুরু করি, পরে মৌলবী ওবেদ্উল্লা সাহেবের ইংরেজী অনুবাদের সন্ধান পাই। ঋষি রাজনারায়ণ বসু এই অতি মূল্যবান গ্রন্থখানা শিক্ষিত সমাজে পরিচিত করবার জন্যই তাঁর বন্ধু মৌলবী সাহেবকে দিয়ে তা'র ইংরেজী অনুবাদ করান এবং তাই প্রথম ইংরেজী অনুবাদ।

আমার এই অনুবাদটি অকেজো হয়েই পড়েছিল, এবং অন্যান্য অনেক অসম্পূর্ণ লেখার মতই হয়ত পড়ে থাকত। এক সময়ে কথা প্রসঙ্গে এই অনুবাদের কথা বন্ধুবর অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগের কাছে প্রকাশ করি। তিনি তা' দেখ্তে চাইলে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই তাঁকে দেখাই। তিনি দেখেই তা' ছাপিয়ে ফেলতে বলেন। ইচ্ছা ছিল আবার দেখে শুনে একটু সুখপাঠ্য করে দেবো। কিন্তু তিনি সে অবসরও দিলেন না। বল্লেন, 'ছাপতে ছাপতেই সে কাজ করে নিতে পারবেন।' বস্তুতঃ তাঁরই আগ্রহে এ অনুবাদ ছাপতে দিই। তিনি নিজে এত কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও সমস্ত করে লেখাটি পাঠ করে স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। এবং বিষয় বিবেচনার প্যারাগ্রাফের শিরোনাম সংযোগ সম্পূর্ণ তাঁরই পরিকল্পনা ও ইচ্ছায় হয়েছে। মূল পুস্তকে বা ইংরেজী অনুবাদে ইহা ছিল না। এতে রামমোহনকে বুঝা অনেক সহজ হয়েছে সন্দেহ নাই। তদুপরি তিনি একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে ঋণী করেছেন। ডাঃ নাগের এই প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্য আমি তাঁর কাছে কত যে কৃতজ্ঞ তা' ভাষায় ব্যক্ত করতে অক্ষম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই অনুবাদের কথা প্রকাশ করা হ'লে তাঁরা সমাজ হ'তেই ইহা প্রকাশ করতে সম্মত হন। এ'জন্য আমি সমাজের নিকটও কৃতজ্ঞ। এ' অনুবাদ সমাজেরই সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হবে। আমার এই অনুবাদ যে তাঁরা গ্রহণ করেছেন, ইহাই আমি বিশেষ পুরস্কার মনে করি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের সকল লেখাই ক্রমশঃ প্রকাশের আয়োজন করেছেন। তাঁর ইংরেজী গ্রন্থের প্রায় সবই নব সংস্করণে প্রকাশিত হয়ে গেছে। বাংলা গ্রন্থও শীঘ্র প্রকাশিত হবে। এই "তুফাতের" উর্দ্দু ও হিন্দী সংস্করণ, এবং মূল ফারসীর পুনর্মুদ্রণ ঢাকা থেকে করবার চেষ্টা হচ্ছে। হয়ে গেলে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের লোকই শুধু এই একখানা পুস্তিকা পড়ে বুঝতে পারবে রামমোহন কত বড় জ্ঞানী গুণী ছিলেন, কিরূপ বিচক্ষণ ও উদার ছিলেন, কিরূপ মহাপ্রাণ পুরুষসিংহ ছিলেন। তাঁর মত মহামানবের চিন্তার সঙ্গে আমার স্বদেশবাসীর সামান্য পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করে আমি নিজে গৌরব বোধ করছি ও নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ইংরেজী অনুবাদ পড়ে রামমোহনের যে বিশেষত্ব আমাকে প্রথম বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল তা' তাঁর নিছক যুক্তিবাদ (pure rationalism)। এর অভাবেই মানুষ সাধারণতঃ অন্ধ গোঁড়ামীর (dogmatism) ও তা'র আনুষঙ্গিক হিংসা দ্বেষ ও অন্যান্য নীচভাব প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। এই অনুবাদ পাঠ করেই মনে হলো কেন লোকে সেই সময় তাঁকে একাধারে 'জবরদস্ত মৌলবী' 'খাঁটি পাদ্রী' ও 'পরম পণ্ডিত' বলত। যিনি সত্যাশ্রয়ী যুক্তিবাদী, তাঁর কাছে সত্য যে রাত্রের অন্ধকার ভেদ করে প্রভাত সূর্য্যের মতই প্রকাশিত হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি?

সত্যনির্ণয়ে তিনি আনন্দ সম্ভোগ করতেন বলেই মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে যাঁরা নানা ধর্ম্ম-নীতি ও তত্ত্বের সত্যাসত্যের বিচার করে দেখেন, তাঁদের সময় কি আনন্দেই কাটে! তাই তিনি তাঁর এই উপহার পুস্তকে দেশবাসীকে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠে বিচার বুদ্ধি দিয়ে ধর্ম্মের তত্ত্ব যাচাই করে গ্রহণ করতে বলেছেন। ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি কোথায়, কেন মানুষ ধর্ম্মের নামে লোক-নির্য্যাতন ও নরহত্যা প্রভৃতি গর্হিত কাজ করে, কি ভাবে ধর্ম্মগুরুদের প্রভাব মানুষকে অন্তর্দৃষ্টিহীন অন্ধবিশ্বাসী করে, কি করেই বা অলৌকিকত্বের ভেল্কিতে প্রতারিত না হয়ে যুক্তির ভিতর দিয়ে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃতির নানা জটিল রহস্যভেদ করা সম্ভব হয়, তা' এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অল্পকথায় অতি চমৎকার ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর উপসংহারে যেখানে তিনি বিশ্বমানবের জন্য শান্তি প্রার্থনা করেছেন, তা' কি মনোরম! কি প্রাণস্পর্শী! এমন অমূল্য বস্তু তাঁর মত মহামানবই বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে পারেন। যা'তে আমার দেশবাসীরা—যা'রা আরবী জানে না, ফারসী জানে না ইংরেজী জানে না, জানে শুধু তা'দের মাতৃভাষা (বাংলাভাষা)—সহজে এই মহাপুরুষের আশীর্ব্বচনের মূল্য বুঝতে পারে তারই জন্য আমার এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

এই পুস্তকে রামমোহন অনেক দুরূহ বিষয় উল্লেখমাত্র করেছেন এবং যত সংক্ষেপে পারেন তাঁর অপূর্ব্ব যুক্তি সকল ব্যক্ত করেছেন। পড়তে পড়তে কত সময় মনে হয়েছে আরো একটু বিশদ করে বল্লে হয়ত আরো অনেক লোকে বুঝতে পারত। কিন্তু তিনি তার কৈফিয়ৎ নিজেই পুস্তকের শেষে দিয়েছেন। তাঁর "মানাজারাতুল্ আদিয়ান্" বা "নানাধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা" নামক পুস্তকে তিনি অনেক বিস্তারিত আলোচনাই করেছিলেন বলে লিখেছেন। এবং তারই জন্য এই পুস্তকে নানাস্থানে অনেক কথা শুধু ইঙ্গিতে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সে পুস্তক আর পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে যদি কেউ সে বস্তু উদ্ধার করতে পারেন তবে জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হবে।

বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
৮ই আষাঢ়, ১৩৫৬

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস

ভূমিকা

(মূল আরবী ভাষায়)

(যেমন "মনজাবাতুল্ আদিয়ান" গ্রন্থে)

বিশ্বজনীন ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস

আমি পৃথিবীর বহু দূর দেশে গিয়েছি। কখনো সমতলভূমিতে, কখনো বা পার্ব্বত্য-প্রদেশের নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি। সর্ব্বত্রই দেখেছি যে সে সকল দেশের লোকেরা একটী বিষয়ে একমত যে এই জগতে সব কিছুরই আদি কারণ ও তার বিধাতারূপে (governor) এক পরম সত্ত্বা বিদ্যমান আছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে (personality) সাধারণভাবে সকলেই বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই সত্ত্বার বিশেষ বিশেষ স্বরূপ লক্ষণ এবং ধর্ম্মের বিভিন্ন মত ও বিধি (*halal*) নিষেধের (*haram*) বিচিত্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে একমত নন। এই ব্যাপ্তি-নির্ণয় (Induction) থেকেই আমি জানতে পেরেছি যে সাধারণভাবে মানুষের পক্ষে এক অনন্ত সত্ত্বার দিকে তাকানো অত্যন্ত স্বাভাবিক, এবং সর্ব্বমানবের যেন এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। পরন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ গুণবিশিষ্ট এক বা বহু দেবতার দিকে আকর্ষণ, এবং কোন বিশেষ উপাসনা বা পূজা প্রণালীর বশবর্ত্তী হওয়া, এ সমস্তই বাহ্য লক্ষণ, যেগুলি অভ্যাস ও দলগত শিক্ষা থেকেই উদ্ভূত। এ সকলই বাহিরের জিনিষ অবান্তর গুণ মাত্র। স্বভাব ও অভ্যাসের মধ্যে কত আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

কোন কোন সম্প্রদায়ের লোককে দেখতে পাই যে তারা অন্যের ধর্ম্মমতের সঙ্গে নিজের মতের মিল নেই বলে অন্যের মতকে এই বলে অগ্রাহ্য করতে চান যে তাদের সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব পুরুষেরা যা' বলে গেছেন, তা' নির্ভুল। কিন্তু তাদের ঐ পূর্ব্ব পুরুষেরাও তো অন্যান্য মানুষের মতই অন্যায় বা ভুল করতে পারেন। সুতরাং যদি বলা হয় যে এরূপ মতাবলম্বীরা সকলেই হয় অভ্রান্ত, অথবা ভ্রান্ত, তাহলে সেটা খুব সুসংগত হয় না। এখানে প্রথম ক্ষেত্রে,-অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সকলেই অভ্রান্ত ধরলে-দুটী পরস্পর বিরোধী মত স্বীকার করতে হয়, যা তর্কশাস্ত্রানুমোদিত হতে পারে না (Principle of non contradiction). দ্বিতীয় ক্ষেত্রে—অর্থাৎ সকলেই ভ্রান্ত ধরলে, কোন বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মে ভ্রান্তি রয়েছে বলা যেতে পারে, কিম্বা সকল ধর্ম্মেই সাধারণভাবে ভ্রান্তি রয়েছে বলা চলে। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের উপর ভ্রান্তি আরোপ করলে, অকারণেই একটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তা'ও ন্যায়-শাস্ত্রানুমোদিত (principle of sufficient reason) নয়। সুতরাং কোন বিশেষ পার্থক্য না করে বলা যায় যে সকল ধর্ম্মেই সাধারণভাবে কিছু কিছু ভ্রান্তি রয়েছে। আমার এই মত, এবার আমি পারসী* ভাষায় ব্যাখ্যা করলাম কারণ আজমবাসীদের (অনারবীয়দের) কাছে এই ভাষাই অধিকতর বোধগম্য হবে।

*এর আগে রামমোহন আরবী ভাষায় তাঁর অধুনালুপ্ত "মনজারাৎ-উল-আদীয়ান" বা "বিচিত্র ধর্ম্মের আলোচনা" গ্রন্থটী লিখেছিলেন সে কথা "তুফাৎ" পুস্তিকার শেষে তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—"রাজা রামমোহন রায়" পৃঃ ৫৫২ ৫৯৩ পঞ্চম সংস্করণ (১৯২৮) দ্রষ্টব্য। জ ন দ

একেশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে উপহার

(মূল পারসী ভাষায়)

সত্য নির্ণয়ের আনন্দ

মানুষেব অভ্যাস ও পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার ফলে যে সকল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা' যাঁ'রা বিশ্লেষণ কবে দেখা'তে চেষ্টা করেন, আবার সমগ্রভাবে প্রাণীজগতের বিশেষ বিশেষ জাতির (species), কিম্বা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির খেয়াল, স্বভাব বা প্রকৃতির ফলস্বরূপ যে সকল দোষ ও গুণের উদ্ভব হয়, তা' যাঁ'রা পৃথক কবে দেখান, এবং যাঁ'রা নানাধর্ম্মের বিভিন্ন নীতির (principles, বা তত্ত্বের কোন একটাকে বেশী মূল্য না দিয়ে তা'র সত্যাসত্যের পরীক্ষা করেন,—শুধু তাই নয়, যাঁ'রা সাধারণের প্রচারিত মতের প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে, তাঁ'দের সাধ্যমত, সেই প্রায়-স্বতঃসিদ্ধ মতগুলি বিচার কবে দেখেন, তাঁ'দের সময় কি আনন্দেই কাটে! কাবণ, যেমন নানা প্রয়োজনীয় বস্তুর নানা সার্থকতা (utility) ও তথ্য নিরূপণ কবা আদর্শ মানুষের (perfect man) সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, তেমনি বিভিন্ন কাজের মাত্রার অনুপাত এবং তা'র বিচিত্র নিগূঢ় ফলেব যথার্থ পরিমাণ নির্ণয় করাও তাঁ'দের শ্রেষ্ঠ কাজ।

অলৌকিকতার (miracles) আড়ালে অসত্য ও অন্যায়

কিন্তু সেটি বহুলাংশে অজ্ঞানতার আবরণে ঢাকা থাকে বলে সহজে বোধগম্য হয না। তাই দেখি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী নেতারা তা'দেব নাম সহজে অক্ষয করবাব জন্য এবং নিজের নিজেব যশ বাড়াবার জন্য, বিশুদ্ধ সত্য (pure truth) গুলিকে নিজেদের বিশেষ বিশেষ মতের আবরণে ঢেকে রাখেন। সেগুলিকে কোথাও বা অলৌকিকতাব (miracles) উপর দাঁড় করিয়ে দেন, কিম্বা মণ্ডলীব অবস্থাব উপযোগী মনভোলান ভাষায়, অথবা নানা ফন্দির ভিতর দিয়ে সত্যেব আকাবে প্রচার কবেন।

ধর্ম্মের নামে নির্য্যাতন ও নরহত্যা

অধিকাংশ লোককেই এই সব নেতারা তাঁ'দের দিকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছেন যে ঐ অসহায মানুষগুলি বাধ্যতা ও দাসত্বেব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, এবং তা'দের দেখবার চোখ ও বুঝবাব হৃদয সম্পূর্ণরূপে হাবিয়ে ফেলেছে। তাই নেতাদেব হুকুম তামিল করবার সময় তা'বা সত্যিকার মঙ্গল ও সুস্পষ্ট পাপেব মধ্যে প্রভেদ কবাকেও অপরাধ বলে মনে করে। এবং যদিও মানুষ হিসাবে তা'বা মূলতঃ একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র, তবু শুধু তা'দের মতবাদের জন্য ও সম্প্রদাযের খাতিরে অন্যকে বধ করা বা নির্য্যাতন করা বিশেষ পুণ্য কাজ বলেই মনে করে। মিথ্যাচার, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি নিকৃষ্টতম দুষ্কার্য্য—যা' আত্মার পক্ষে পারত্রিক অমঙ্গলজনক এবং মানব সাধাবণের পক্ষে ঐহিক অনিষ্টকর—এই প্রকার পাপ হ'তে তা'রা শুধু তা'দের নেতাদের উপর অবিচলিত বিশ্বাস রাখলেই মুক্তি পাবে বলে মনে করে। মানুষ তা'দের অমূল্য সময এমন সব পুরাণ কাহিনী পাঠ করে কাটায় যেগুলো বিশ্বাস করাও কঠিন। অথচ এ'তেই প্রাচীন ও নবীন নেতাদের উপর তা'দের বিশ্বাস যেন আরও দৃঢ় হয়।

বিচার বুদ্ধি কি শয়তানের প্ররোচনা?

তবে তাদের মধ্যে যদি একটী চিন্তাশীল ব্যক্তিও হঠাৎ ঐ মত ও বিশ্বাসের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করবার একটু আগ্রহ দেখায়, তা' হ'লে সেই ধর্ম্মাবলম্বীরা সাধারণতঃ এরূপ প্রচেষ্টাকে শয়তানের প্ররোচনা বলেই ধরে নেয়। এ'তে তাঁর সাংসারিক বা ধর্ম্মজীবনের বিনাশ অনিবার্য্য বলে তারা মনে করে। তাই সে অচিরে সেই সন্ধানের পথ থেকে ফিরে আসে।

সামাজিক শিক্ষা ও সত্যবোধ

অপরিণত বয়সে যখন মানুষের বৃত্তিগুলি নমনীয় থাকে, সেই সময় নানাভাব তার মনে সহজে ছাপ ফেলতে পারে। তখন যদি সে তার পূর্ব্বপুরুষদের মত আজগুবি ও আশ্চর্য্য-জনক ঘটনার কথা অনবরত শুনতে থাকে, এবং যে সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষ জন্মে বেড়ে উঠেছে, সেই সম্প্রদায়ের মতে বিশ্বাস করলে যে কত সুফল পাওয়া যায়, এ' সম্বন্ধে নানা প্রশংসার কথা যখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মুখে সর্ব্বদা শুনতে পায়, তখন সেই সব মতের সত্যতা সম্বন্ধে তার মনে এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায় যে সে তার ঐ গৃহীত মতে অনেক ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বে অন্যমত অপেক্ষা নিজ গোষ্টির মতকেই অধিক মূল্য দেয়। এবং দিনে দিনে ঐ মতেই নূতন নূতন আসক্তি ও বিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে কোন বিশেষ ধর্ম্মমত আঁকড়ে ধরবার পর, এবং সেই মতের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করে নির্বিচারে বহু বৎসর বিশ্বাস করবার পর, সেই সব ধর্ম্মমতের সত্যকার প্রকৃতি নির্ণয় করতে মানুষ সাবালক হয়েও সক্ষম হয় না।

সাধারণ মানুষের উপর ধর্ম্মগুরুদের প্রভাব

এবং সেই মানুষ 'মুজতাহিদ' বা বরণীয় ধর্ম্মগুরু হ'বার আশায় তার মামুলী ধর্ম্মমতকে আরও জোরাল করে' তোলবার জন্য কত সেকেলে ও আধুনিক যুক্তিপূর্ণ তর্কজালের উদ্ভাবন করতে লেগে যায়। আর সেই ধর্ম্মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে যে সকল 'মুকাল্লিদ' বা সাধারণ লোক,—যা'রা সব সময়ই "পাগলকে খেপা'তে এক 'হু'ই যথেষ্ট" এই প্রবাদ অনুসারে অন্তরে অন্তরে তা'দের ধর্ম্মকে অন্য ধর্ম্মের চাইতে উন্নততর বলে মেনে নেয়, এবং নিজেদের উদ্ভাবিত যত গিল্টিকরা যুক্তিগুলিকেই মতানৈক্যের হেতু করে তোলে,—তা'রা নিজের বিশ্বাসকেই শ্রেষ্ঠ বোধ করে, এবং অন্যের ধর্ম্মের নিন্দা করে। যদি হঠাৎ কখন কেউ অসাবধানতা বশতঃ মামুলী ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে একটী কথাও উচ্চারণ করে, তা'হলে তা'র সমধর্ম্মাবলম্বীরা শক্তিশালী হ'লে, সেই অনভিজ্ঞ, আনাড়ী লোকটীকে হয় শূলে চড়ায় (অর্থাৎ মেরে ফেলে), কিম্বা ততটা সাহস বা সুযোগ না থাকলে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করে।

এই সব গুরুদের চেলার উপর এমনই প্রভাব, ও চেলাদের বশ্যতাও এমন বিষম যে কেউ কেউ তা'দের গুরুদের কথামত একটা পাথর কিংবা উদ্ভিদ, কিম্বা জন্তু-জানোয়ারকেই প্রকৃত উপাস্য দেবতা মনে করে। এ' সকল উপাস্য বস্তু কেউ নষ্ট করতে চাইলে, কিম্বা তা'দের অপমান করলে, তার বিরুদ্ধে অন্যের রক্তপাত করা, কিংবা নিজের জীবন উৎসর্গ করা, ইহ-লোকের গৌরব ও পরলোকের মুক্তির উপায় বলে মানুষ মনে করে। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 'মুজতাহিদ্‌রা' অন্যান্য ধর্ম্মনেতাদের অনুকরণে ন্যায় ও সততাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ ধর্ম্মমতের স্বপক্ষে এমন সব বচন যুক্তির মুখোস পরিয়ে খাড়া করে, যা' স্পষ্টতঃ যুক্তি-

শূন্য ও অর্থহীন। আর তাই দিয়েই অন্তর্দৃষ্টি বা ভালমন্দ বিচারশক্তিহীন সাধারণ লোকদের অন্ধ বিশ্বাসকে আরো কঠিন বা দৃঢ় করে তুলতে চেষ্টা করে।

"আমাদের নিকৃষ্টসত্ত্বার এই সব প্রলোভন ও দুষ্কর্ম্মজনিত অপরাধ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য ঈশ্বরের শরণ মাগি।" (কোরাণ্)

স্বার্থ ও পরার্থ সমাজ চেতনা

এ কথা অস্বীকার করা যায় না বটে যে মানুষের সামাজিক (social instinct) প্রবৃত্তি অনুসারে স্ব স্ব শ্রেণীর জীব তা'দের জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় একত্রে বসবাসের জন্য কতকগুলি স্থায়ী নিয়ম গড়ে তুলবে। কিন্তু সামাজিক আইন নির্ভর করে পরস্পরের মতামত বুঝে চলার উপর। যা'তে একের সম্পত্তি অন্যের থেকে পৃথক এ বোধটা থাকে, এবং একজন অন্যজনের উপর নির্য্যাতন করলে তা' বন্ধ করা যায়, এমন কতকগুলি নিয়মের উপর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। এইগুলিকে ভিত্তি করেই কি সুদূর দ্বীপবাসী, কি সমুন্নত পর্ব্বতবাসী, সকল দেশের লোকরাই তাঁদের নিজ নিজ উৎকর্ষতা ও বুদ্ধি অনুসারে আপন আপন ধর্ম্মের অর্থ ও উৎপত্তি সূচক পদাবলী সৃষ্টি করেছে। এবং তা'র উপরই বর্ত্তমান জগতের নানা রাষ্ট্র ও শাসন প্রণালী গড়ে উঠেছে।

আত্মা ও পরকাল

ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি রয়েছে দুইটী সত্যের উপর (১) আত্মার বর্ত্তমানতার সত্যতার উপর,- যে আত্মা এই দেহ পরিচালনার কারণ, আর (২) পরকালের উপর যে পরকাল দেহমুক্ত আত্মার ইহলোকের সুকৃতি দুষ্কৃতির দণ্ড পুরস্কারের স্থল। সুতরাং মানুষ ক্ষমার্হ এইজন্য যে তা'রা লোকসমাজের হিতের (welfare of society) জন্য আত্মা ও পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করে ও শিক্ষা দেয় (তা'দের প্রকৃত রহস্য যতই গূহ্য থাকুক না কেন)। কারণ মানুষ ত শুধু পরলোকের দণ্ডের ভয়ে, এবং ইহলোকের শাসকদের শাস্তির ভয়েই বে-আইনী অপরাধ থেকে বিরত থাকে।

নিরর্থক বিধি নিষেধ

কিন্তু এই দু'টী অপরিহার্য্য বিশ্বাসের সঙ্গে যে আবার পানাহার শৌচাশৌচ এবং শুভাশুভ ব্যাপার নিয়ে শতশত কণ্টকর ও নিরর্থক বিধি নিষেধ লেজুড়ের মত লাগিয়ে দে'য়া হয়েছে, আর এ'গুলোই সমাজের উন্নতি না করে অনিষ্টের কারণ হয়েছে, এবং সামাজিক উন্নতি না করে, সাধারণ লোকেদের উদ্‌ভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত করেছে।

হে ঈশ্বর! 'মুজ্‌তাহিদ্' বা ধর্ম্মগুরুদের আদেশে অবিচলিত আস্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষের প্রকৃতিতে এমন একটা স্বাভাবিক বৃত্তি রয়েছে যে যদি কোন সুস্থ মনের লোকে একটী বিশেষ ধর্ম্মমত গ্রহণ করবার আগেই হোক কি পরেই হোক্, বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মমতের উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করে, তবে খুবই আশা করা যায় যে অসত্য থেকে সত্যকে, ও ভ্রান্তমত থেকে সত্যমত বেছে নিতে পারবে। সেই সব ধর্ম্মের যে সকল অসার বিধি নিষেধ আছে—যা' সময় সময় একের বিরুদ্ধে অন্যের কুসংস্কারের, এবং শারীরিক ও মানসিক অশান্তির কারণ হয়, সেগুলি থেকে মুক্ত হয়ে, পরমেশ্বর যে বিশ্বের সকল সুসংগত ব্যবস্থার উৎস, তাঁ'রই দিকে মানুষ মুখ ফিরাবে, ও সমাজের কল্যাণে মনোনিবেশ করবে।

"যাকে ঈশ্বর সুপথে নিয়ে যান, তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না, যাকে তিনি বিপথে নেন, তার পথপ্রদর্শক আর কেউ নেই।" (কোরাণ)

পৃথিবীর মানুষের সাধারণ অধিকার

প্রত্যেক ধর্ম্মই দেখি দাবী করে যে সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝি একমাত্র সেইধর্ম্মেরই মতগুলি পালন করেই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, এবং যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা তাদের মত মানে না, তারা ভবিষ্যৎ জীবনে শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজেদের কাজের সুফল ও অন্যদলের কাজের কুফল প্রত্যাশা করে মৃত্যুর পর। তাই কেউই ইহলোকে অন্যের শাস্ত্র বাক্য খণ্ডন করতে পারে না। সেইজন্য পবিত্রতা ও সরলতার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র পক্ষপাত ও অপ্রেমের বীজই তাঁদের অন্তরে বপন করে এবং অন্যেরা পরলোকে কোন সুবিধাই পাবে না এরূপ কল্পনা করে। অথচ এটা খুবই স্পষ্ট যে তারা সকলেই, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী না হয়েও ইহলোকে যেমন জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আলোক, বসন্তের আনন্দ বর্ষার বৃষ্টিধারা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দেহ ও মনের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি এই পৃথিবীতে প্রাপ্য সব স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদই সমভাবে সম্ভোগ করছে তেমনি মানুষ সর্ব্ব-ধর্ম্ম-নিরপেক্ষভাবে একই রকম অসুবিধা যন্ত্রণা অন্ধকার ও শারীরিক প্রকোপ, মানসিক ব্যাধি, আর্থিক অবস্থার দৈন্য, দেহ ও মনের বিকৃতি ইত্যাদি অবস্থায় সমান ভাবেই সহ্য করে এই পৃথিবীতে বাস করছে।

প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কার--সৃষ্টি ও স্রষ্টা

প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই অন্য কারো শিক্ষা বা নির্দ্দেশ না নিয়েও প্রকৃতির রহস্য বুঝতে পারা সম্ভব। কেবলমাত্র গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি দ্বারা মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য,-যথা ভিন্ন ভিন্ন জীবের ও উদ্ভিদের জন্য বিভিন্ন জীবন যাত্রা প্রণালী ও বংশ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা, গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধির নিয়ম, প্রতিদানের কোন প্রত্যাশা না করেও প্রাণীদের স্বাভাবিক সন্তান বাৎসল্য, খনিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ প্রভৃতি আবিষ্কার করতে পারে। এ'সকল বিষয় জানবার যেমন একটা স্বাভাবিক মনোবৃত্তি মানুষের আছে, তেমনি সে অনুমান করে নিতে পারে যে তার উপর এক পরম সত্ত্বা আছেন, যিনি তাঁর দিব্যজ্ঞানে এই বিশ্বকে পরিচালনা করেন।

অভ্যাস ও স্বভাব

তবু মানুষ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেড়ে উঠে তা'রই অনুকরণে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিধান গুলিকেই চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস করে। যেমন কেউ বিশ্বাস করে তার ন্যায়বান ঈশ্বর মানুষের মতই, রাগ, দয়া, ঘৃণা বা ভালবাসার আধার। কেউ বিশ্বাস করে তিনি প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। কারো বা নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝোঁক (অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব না মেনেও প্রকৃতির মধ্যেই বিশ্বসৃষ্টির মূল খুঁজে পাওয়া যায়); কেউ বা সৃষ্ট কোন বিরাট বিরাট প্রাণীদের ঈশ্বর ভেবে তা'দেরই পূজা করে। এরা দুটি জিনিষ পৃথক করে দেখতে পারে না,—এক, বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসজাত বিশেষ সংস্কার, এবং অন্যটি সৃষ্টির আদি কারণে যে মানুষের নির্ব্বিশেষ (absolute) স্থির বিশ্বাস। এ' দু'টোর মধ্যে কোন প্রভেদ তা'রা দেখতে পায় না। কার্য্য ও কারণের ক্রমপরম্পরায় অনুসন্ধানে

অভ্যস্ত না থাকাতে তারা কোনও বিশেষ নদীতে স্নান করা কিংবা কোন গাছ বা পাথর পূজো জপ তপ এবং পুরুতদের কাছ থেকে অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত মার্জ্জনাদি কাঞ্চনমূল্যে কিনে নেয়াকে (বিভিন্ন ধর্ম্মের বিশেষত্ব অনুসারে) সারা জীবনের পাপক্ষালনের ও মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস করে। তা'রা মনে করে যে এই বিশুদ্ধীকরণ তা'দের বিশ্বাসের আধারের গুণে এবং পুরুতদের অলৌকিকতার জন্যই হয়, কিন্তু এতে তা'দের নিজেদের দায়িত্ব কিছুই নাই। আর যা'রা তা'দের সঙ্গে এই বিশ্বাসে এক মত নয় তা'দের উপর আর কোন ফল হয় না। এই কাল্পনিক বস্তুগুলির যদি সত্যিকার কোন গুণ থাকতো, তবে তা' ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সকল জাতের লোকের উপরই সমভাবে ফলপ্রসূ হ'তো, কোন বিশেষ জাতের বিশ্বাস ও অভ্যাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো না। কারণ যদিও ফলের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সামর্থ্যের তারতম্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তা' বলে কোন বিশেষ মতাবলম্বীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। দেখতে পাও না কি, যে কেউ যদি মিষ্টি মনে করে বিষ খায়, তবে বিষেরই ক্রিয়া হয়, আর তা'তে প্রাণ যায়? "হে ঈশ্বর আমাকে 'অভ্যাস' ও 'স্বভাবের' পার্থক্য বুঝবার শক্তি দাও।"

অলৌকিকত্ব (Miracle)

বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমণ্ডলীর কেন্দ্র স্থানীয় নেতারা (অথবা বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তকরা) অলৌকিকত্বের (miracle) এমন ব্যাখ্যা করেছেন যে তা'রাই যেন ভক্তহৃদয়ে ছাড়পত্রের (passport) মালিক। তা'র ফলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ধর্ম্মগুরুদের প্রতি বেড়েই চলেছে।

সাধারণ লোক প্রচলিত মতের দ্বারাই অভিভূত হয়। তা'দের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে যখন তা'রা এমন কোন কিছু দেখতে পায়, যা'র রহস্য তা'দের বুদ্ধির অগম্য অথবা যা'র কোন কারণ দেখতে পায় না, তখন তা'রা ইহা এক অলৌকিক বা অতি প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া বলে বর্ণনা করে। এর রহস্য আসলে এই যে জগতের যাবতীয় বস্তুর বর্ত্তমানতাই কোন না কোন আপাত কারণের এবং বিভিন্ন অবস্থার (conditions) ও ন্যায় বিধির (modes of justice) উপর নির্ভর করে। সুতরাং আমরা যদি কোন বস্তুর ভাল ও মন্দের মুখ্য এবং গৌণ কারণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করে দেখি, তবেই আমরা বলতে পারি যে ঐ বস্তুর সত্ত্বার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বই অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। কিন্তু, যখন অভিজ্ঞতার অভাবে এবং মতের সংকীর্ণতার জন্য কোন কিছুর কারণ কা'রো নিকট অপ্রকাশিত থাকে, তখন তা'র সুযোগ নিয়ে অন্য যে কোন মতলবী মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব ঘটনাকে নিজের অলৌকিক শক্তি বলে বর্ণনা ক'রে তা'র দলেই লোককে আকর্ষণ করে।

বর্ত্তমান ভারতে অতিপ্রাকৃত প্রভাব

ভারতের বর্ত্তমান যুগের অলৌকিক (miraculous) ও অতিপ্রাকৃতিক (supernatural) বস্তুতে বিশ্বাস এত বেড়েছে যে লোকে যখনই কোন আশ্চর্য্য বস্তু দেখে, তখনই সেটি তা'দের পৌরাণিক যুগের বীরগণের কিম্বা বর্ত্তমানের সাধু সন্ন্যাসীদের ওপর আরোপ করে, এবং তা'র সুস্পষ্ট কারণ বর্ত্তমান থাকলেও সেটা অগ্রাহ্য করে। কিন্তু তা'র কারণ ত যা'দের সুস্থ মন, ও যা'রা ন্যায়ানুরাগী তা'দের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে না। ইয়োরোপের লোকদের অনেক অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার, বাজীকরের হাত সাফ্ ও নৈপুণ্য প্রভৃতি এমন অনেক জিনিষ আছে, যা'র কারণ দৃশ্যতঃ যেন অজ্ঞাত এবং মানববোধ শক্তির বহির্ভূত বলেই মনে হয়;

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাজাত তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখা যায় তা' হলেই এই আপাত-গুহ্য কারণগুলি বেশ সন্তোষজনক ভাবেই জানা যায়। এই সন্ধান পেলে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় বিশ্বাসী দ্বারা বুদ্ধিমান লোকেরা আর প্রভাবিত হবেন না। তবে এ বিষয়ে আমরা বড় জোর এই বলতে পারি যে কোন কোন ব্যাপারে, তীক্ষ্ম গভীর অনুসন্ধান সত্ত্বেও অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার কারণটা লোকের অজ্ঞাত থেকেই যায়। সে সব ক্ষেত্রে আমাদের সুযুক্তির উপর নির্ভর করা উচিত, এবং নিজেকে এই প্রশ্নই করা উচিত যে এর কারণটার জন্য আমাদের বুঝবার বর্ত্তমান অক্ষমতাই আসলে দায়ী, না, প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত অসম্ভব কোন মাধ্যমের উপর আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত। আমি মনে করি যে আমাদের সুযুক্তি প্রথমোক্ত পন্থা বেছে নেবে। তাছাড়া শত শত বছর আগে কোন মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে, বা কেউ স্বর্গারোহণ করেছে, ইত্যাদি অসম্ভব ও অযৌক্তিক ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধান করবার এমন কি দরকার পড়েছে?

যুক্তিবাদের সার্থকতা

সাংসারিক ব্যাপারে এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ না জানলে মানুষ একটাকে কারণ ও অন্যটাকে তার ফল বলে মেনে নিতে রাজী নয়, কিন্তু যখন ধর্ম্মের বা ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রভাব এসে পড়ে তখন যেখানে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই সেখানেও একটাকে কারণ ও অন্যটাকে কার্য্য বলে স্বীকার করতে মানুষ দ্বিধা বোধ করে না। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যে কোন সংগ্রাম না করে অথবা কোন রকম প্রতিকারের চেষ্টা না করেই কেবল প্রার্থনার জোরে দুর্গতি দূর হয়েছে বা অসুখ সেরেছে এসবের মধ্যে কোন কার্য্য কারণ সম্পর্ক নাই। এই সকল রহস্যজনক ব্যাপারের আপাত কারণগুলো মানুষের যুক্তি মেনে নিতে ইতস্ততঃ করে, অথচ সে সব বিষয়ের রহস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গেলে ধর্ম্ম নেতারা তাদের চেলাদের সন্তোষের জন্য এমন ব্যাখ্যা করেন, যেন ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপারে যুক্তি তর্কের কোন স্থান নেই, এবং ধর্ম্মের ব্যাপারে শুধু বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র নির্ভর। যে বিষয়ের কোন প্রমাণ নাই, যা' যুক্তি বিরুদ্ধ, তা' একজন যুক্তিবাদী কি করে গ্রহণ বা স্বীকার করতে পারেন? "যা'দের চোখ আছে, তা'রা এ' থেকেই সাবধান হও।" (কোরাণ)

সম্ভব ও অসম্ভব তর্ক

যারা তর্কশাস্ত্রে খুব ব্যুৎপন্ন, তা'দের মধ্যে সময় সময় দেখি তার্কিকরা তর্ক সুরু করে দেন যে সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা যদি একেবারে শূন্য থেকেই এই বিশ্বসৃষ্টি করতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে মৃতদেহে দ্বিতীয়বার জীবন সঞ্চার করা কিম্বা জাগতিক কোন বস্তুতে আলোর গুণ সঞ্চার করা, অথবা দূর দূরান্তরে যাতায়াতের জন্য বায়ুর শক্তি প্রয়োগ করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু এই তর্ক এরূপ কিছু ঘটবার **সম্ভাবনা** ছাড়া তা'র বেশী কিছুই প্রমাণ করে না। এর উপর তার্কিকদের প্রমাণ করতে হবে যে তা'দের প্রাচীন বা নবীন ধর্ম্ম-নেতাদের জীবনে তথাকথিত অলৌকিক ক্রিয়া **বাস্তবিক সংঘটিত** হয়েছিল। তা'র অভাবে বুদ্ধিমানদের কাছে, পরিষ্কার হয়ে যাবে যে এই ধরণের যুক্তিতে কোন 'তার্কিবর' বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য নাই।

তাছাড়া, এই মতই যদি স্বীকার করে' নেয়া হয়, তা' হ'লে ত আলোচনার সময় তর্কের (munazara) মধ্যে কোন পরিগৃহীত উক্তির সত্যতায় আপত্তি (mana) উত্থাপন করাই চলে না, এবং কিম্বদন্তী বাতিল করবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কারণ যে কেউ কোন

একটা অসম্ভব কিছু প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে গিযে এই ধরণের যুক্তির অবতারণা কবতে পারেন। সুতরাং 'সম্ভব' ও 'অসম্ভবের' অর্থের মধ্যে কোন তফাৎই থাকবে না। ফলে তর্কের ও ন্যায়শাস্ত্রেব সমস্ত ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই স্বীকাব করেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা অসম্ভব কিছু সম্ভব করেন না। যেমন পরমেশ্বরেব ভাগীদাব সৃষ্টি, কিম্বা ঈশ্বরেব বিনাশ, অথবা চিরবিরুদ্ধ মতের ঐক্যীকরণ প্রভৃতি অসম্ভব কিছু করতে পারেন না।

"৭২টী সম্প্রদাযেব বিবাদ সহ্য করতে হবে, কারণ তারা সত্য না জেনে আজগুবী অর্থহীন গালগল্পেব পথ মাড়িযে চলেছে।" (হাফিজ)

অতীত কালের ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রমাণ

অপরদিকে দেখি বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম্ম সম্প্রদাযের নেতাদের অতিমানবীয ক্ষমতা অনেক-দিনেব আগেব ব্যাপার বলে বহির্বিন্দ্রিয়েব জ্ঞান দিযে প্রমাণ করা অসম্ভব, এবং আমি মনে করি যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই বহিরিন্দ্রিয়েব জ্ঞানই অনেকটা নিশ্চিত জ্ঞান (positive knowledge)। বিভিন্ন মতের পণ্ডিতেরা তাঁদেব শিষ্যদেব বিশ্বাসপ্রবণতাব উপর নির্ভর করে' 'তাওযাতুরে'র (অর্থাৎ সাধারণ বিবরণ থেকে সংকলিত "কিম্বদন্তী") সাহায্যে এরূপ অনেক অদ্ভুত কথা প্রমাণেব চেষ্টা করে গিয়েছেন। পক্ষান্তরে যে 'তাওযাতুর' নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মায়, আর যে 'তাওযাতুর' শুধু ধর্ম্মমতেব বাহন, এই দুইপ্রকার ঐতিহ্যের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে যদি একটু চিন্তা করা যায়, তা হলেই এই অসঙ্গত যুক্তির (fallacy) ঘোমটা খসে পড়ে। কারণ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদেব মতে "তাওযাতুর" হচ্ছে এমন সব লোকেব বর্ণিত বিবরণ, যাদের মিথ্যাবাদী বলে কোন সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু তেমন লোক প্রাচীনকালে কতজন ছিলেন, বর্ত্তমান সমযেব সাধারণ লোকেব ইন্দ্রিয গ্রাহ্য জ্ঞানে বা অভিজ্ঞতায সেটা জানবার উপায নাই। বরং তা' অত্যন্ত অস্পষ্ট ও সন্দেহ-সঙ্কুল। তা' ছাড়া, প্রত্যেক প্রাচীন ধর্ম্ম নেতাদেব কিম্বদন্তীতে বহু অসামঞ্জস্য তাদেব কথার অসারতাই প্রমাণ করে। যদি বলা যায় যে প্রথম যারা তা'দেব নেতাদের অলৌকিকত্বেব বিষয় নিজ চোখে দেখেছেন বলে বিবরণ দিযেছেন, সেই বিবরণেব সত্যতা তা'দেব সমসাময়িক আর একদল লোকেব উক্তি দিযে প্রমাণ করা যায় তা'হলে ঐ দ্বিতীযদলেব লোকেব উক্তি আবার তা'দের সমসাময়িক আর একটী (তৃতীয) দলেব লোকেব উক্তি দিযে প্রমাণ করতে হয। কারণ দ্বিতীয দলেব লোকেব উক্তির সত্যতাও বিশ্বাস এবং প্রমাণ সাপেক্ষ। এমনি করে' তৃতীয দলেব উক্তির সত্যতা প্রমাণেব জন্য চতুর্থ আর এক দলকে আনতে হয। এবং এইভাবে ক্রমশঃ বর্ত্তমান কালের লোক পর্য্যন্ত এসে পৌঁছানো যায। সুতরাং প্রমাণের পর প্রমাণেব জের বংশ পরম্পরা অনুসারে টেনে ভবিষ্যতেও চালিযে দিতে পারা যায। এ' থেকে পরিষ্কারই বুঝা যায যে সুস্থ মনের লোক মাত্রেই এ'কথা মেনে নিতে ইতস্ততঃ করবেন যে তা'দেব সমসাময়িক একদল লোক বিশেষ করে' ধর্ম্মের ব্যাপারে মোটেই মিথ্যা বলে না। তা'ছাড়া, বিভিন্ন ধর্ম্মের নেতাদের গুণাবলীর ও ভবিষ্যদ্বাণীর নিশ্চয়তা বা অনিশ্চযতা সম্বন্ধেও অনেক মতদ্বৈধ রযেছে দেখা যায। এবং এই বিপরীত উক্তির বিবরণও আবার ঐ রকম ঐতিহ্য বা "তাওযাতুর" দ্বারাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক দলের উক্তির সত্যতা মেনে নিলে দুটী বিরুদ্ধ মতকেই স্বীকার করে' নিতে হয। আর, কোন যুক্তি না দিযে একদলের উক্তির চাইতে অন্যদলেব উক্তির অধিক মূল্য দিলে সেটা অকারণেই অধিক মূল্য দে'যা হয। কারণ প্রত্যেক দলেরই নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষদেব উক্তির সত্যতায ও মহত্ত্বে সমান দাবী করবার আছে। আসল কথা এই যে, যে ঐতিহ্য বা জনশ্রুতি (তাওয়াতুর) লোকের যুক্তিসঙ্গত উক্তি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, ও যা'র কোন প্রতিবাদ

হয়নি, সেই সব জনশ্রুতিই বিশ্বাসের প্রমাণরূপে গৃহীত হ'তে পারে। কিন্তু এরূপ নির্ভরযোগ্য ঐতিহ্য বা জনশ্রুতি যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসংলগ্ন বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ধর্ম্মগ্রন্থের কিম্বদন্তী ও ঐতিহাসিক সমালোচনা

এই সিদ্ধান্ত থেকে (ধর্ম্মনেতাদের প্রদর্শিত) নিম্নলিখিত যুক্তিটী সহজেই খণ্ডন করা যায়। তাঁরা বলেন,—প্রথমতঃ, যে সকল লোক প্রাচীনকালের রাজাদের ইতিহাস বর্ণিত কথা কিম্বা কিম্বদন্তী হিসাবে প্রচলিত কথায় বিশ্বাস করেন, তাঁরা কি করে' প্রাচীন পুস্তকে লিখিত বিভিন্ন ধর্ম্মের নেতাদের অলৌকিক কাজের বিবরণে, কিম্বা বহুদিন ধরে' প্রচলিত কিম্বদন্তীতে অবিশ্বাস ও তা' বর্জ্জন করতে পারেন? দ্বিতীয়তঃ, মানব সন্তানদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রভেদ সত্ত্বেও, এবং তাদের জন্ম-রহস্য অজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, যখন কেবলমাত্র একটী সাধারণ কিম্বদন্তীর (তাওয়াতুর্) উপর নির্ভর করে' মানুষ তা'দের জন্ম ও বংশাবলীর কথা বিশ্বাস করে, তখন তা'রা কি করে' প্রাচীন 'মুজতাহিদ্‌দের' (ধর্ম্মগুরুদের) যে সকল অলৌকিকতা ও পবিত্রতার কথা ঠিক এমনি জনশ্রুতির (তাওযাতুর) ভিতর দিয়ে পাওয়া গেছে তা'তে বিশ্বাস করতে ইতস্ততঃ করতে পারে?

অতীতের রাজাদের সিংহাসনে আরোহণ বা কোন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপার এমনই যে তা' তখনই লোকে একবাক্যে বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু অলৌকিক ঘটনাদির বর্ণনা অত্যাশ্চর্য্য ত বটেই, এবং তা'র প্রতিবাদও হয়েছে অনেক। যেমন কোন প্রাণীর জন্ম যে তা'র পিতামাতা থেকে হয়, তা' দেখা জিনিস, কিন্তু বাপ মা ছাড়া সন্তানের জন্মলাভ সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। "একটার সঙ্গে অন্যটার কত তফাৎ দেখ।"

তা'ছাড়া অতীতের রাজাদের বংশাবলী বা ঘটনাবলীর মধ্যে অনুমানের ক্ষেত্র উন্মুক্ত আছে। কিন্তু কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস সেই ধর্ম্মের মতানুসারে একটী সুনিশ্চিত ব্যাপার। সুতরাং এই অতিবাস্তব পার্থক্যের জন্য একটার সঙ্গে অন্যটার তুলনা চলে না। আবার, অতীতের রাজাদের কোন ঐতিহাসিক ঘটনায় বা তা'দের বংশানুক্রম ইত্যাদিতে কোন সন্দেহ উপস্থিত হ'লে, সে সব বৃত্তান্ত বর্জ্জন করা এবং অবিশ্বাস্য বলে' দূরে ফেলে দে'য়া হয়। যেমন আলেকজাণ্ডারের চীন বিজয় ও তা'র অদ্ভূত জন্ম কাহিনী সম্বন্ধে গ্রীস বা পারস্যের ঐতিহাসিকরা প্রতিবাদ করেছেন। সে'জন্য ঐ কাহিনী গুলোকে ঐতিহাসিকেরা সত্য বলে' গ্রহণ করেননি।

অদ্বিতীয় ঈশ্বর ও মধ্যবর্ত্তী মতবাদ

কোন কোন লোক এইভাবে তর্ক করেন যে সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা ধর্ম্মগুরু বা ভবিষ্যদ্বক্তার সাহায্যে মরজগতের লোকের চলার পথ খুলে দিয়েছেন। ইহা স্পষ্টতঃই অর্থহীন। কারণ সেই সব লোকই আবার বিশ্বাস করে যে জগতের ভালমন্দ সব রকমের সৃষ্টবস্তুই কোন "মধ্যবর্ত্তীর" (Intermediate agency) ভিতর দিয়ে না এসে স্বয়ং মহান্ সৃষ্টিকর্ত্তা দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে; এবং এই সৃষ্টির দৃশ্যতঃ কারণ বলে যা' মনে হয় তা' প্রকৃতপক্ষে তা'দের বর্ত্তমানতার ও তদবস্থাপ্রাপ্তির উপায় মাত্র। সুতরাং ইহা দেখা দরকার যে পয়গম্বর (prophet) পাঠানো ও তা'দের কাছে ঈশ্বরের বাণী (revelation) প্রকাশ সোজা তাঁর কাছ থেকে হয়, না কোনও "মধ্যবর্ত্তীর" সাহায্যে হয়। প্রথমটা সত্য হ'লে, মুক্তির পথ দেখাবার জন্য কোন মধ্যবর্ত্তীর দরকার হয় না। এবং পয়গম্বরের কিছু করবার বা বাণী দেবারও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আর দ্বিতীয়টা হ'লে ত একটার পর একটা করে' বহু "মধ্যবর্ত্তীর" দরকার হয়। সুতরাং এই পয়গম্বরের আবির্ভাবের এবং বাণী প্রকাশের সঙ্গে অন্যান্য

বহির্জগতের বস্তুর মতই ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নাই, সেগুলি কোন আবিষ্কারকের (inventor) আবিষ্কার বলে' ধরে' নিতে পারা যায়। পয়গম্বর বা অন্য কাউকেই ধর্ম্মমতের সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। তা'ছাড়া এক জাতি যা'কে সত্যধর্ম্মের একমাত্র পথপ্রদর্শক বলে' বলে থাকে, অন্য জাতি তা'কেই ভুল পথের নির্দ্দেশক বলে।

ঈশ্বর ও রাজা

কেউ কেউ এই বলে তর্ক করেন যে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অমিল কোন ধর্ম্মকেই ভুল বলে প্রতিপন্ন করে না। পৃথিবীতে রাজাদের সেকালের আইনের সঙ্গে একালের আইনের যেমন প্রভেদ, এই ধর্ম্মগত প্রভেদকেও সেইভাবে গ্রহণ করা উচিত। বর্ত্তমান কালের রাজারা প্রাচীন আইন সময়োপযোগী করে' বদলে থাকেন। এবং এক আইন বদলিয়ে আর এক আইন প্রবর্ত্তন করা সত্ত্বেও লোকে এই আইন সত্যি বলে মানে এবং উপযুক্ত রাজশক্তি থেকেই হচ্ছে বলে' জানে। সেই রকম নানা ধর্ম্মপ্রণালী ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী করে' ঈশ্বরই তৈরী করেছেন, এবং তাঁরই ইচ্ছায় একটার বদলে আর একটার ব্যবস্থা হয়েছে।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে আমার এই উত্তর যে রাজায় ও ঈশ্বরে তুলনা হ'তে পারে না। যিনি ঈশ্বর, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর কাছেই তিনি প্রতিটী অণু পরমাণুর খবর জানেন বলে স্বীকৃত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সবই তাঁর কাছে সমান পরিজ্ঞাত আছে। তিনি তাঁর অসীম শক্তিতে মানব অন্তরে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারেন। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বস্তুরই কারণ। তিনি সকল স্বার্থ ও খেয়ালের ঊর্দ্ধে। এই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের পাশে যে মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, যে মানুষ সকল কাজের পরিণতি জানতে অক্ষম, যা'র ভুল ভ্রান্তি হবার সম্ভবনা অনেক, যা'র কাজে স্বার্থপরতা, প্রতারণা বা ভণ্ডামী রয়েছে, তার তুলনা করাই চলে না। যে দুই বস্তুর মধ্যে বিশেষ গুণ বৈষম্য আছে তা'দের পরস্পরের সঙ্গে তুলনার মত এটা নয় কি? তা'ছাড়া, এই ধরণের মত পোষণ করায় অনেক প্রবল আপত্তি

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ইস্‌লাম

ব্রাহ্মণদের একটা বিশ্বাস যে তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অমোঘ আদেশ পেয়েছেন যে তাঁরাই সব ক্রিয়া কলাপ নবাবর ক্ষরে' যাবেন, এবং তাঁরাই ধর্ম্মকে চিরকাল ধরে' থাকবেন। সংস্কৃত ভাষায় এ বিষয় এমন অনেক দৈবী অনুশাসন রয়েছে। আমার মত ঈশ্বরের এই দীনতম জীবটী ঐ ব্রাহ্মণ বংশেই জন্মগ্রহণ করেছি, ঐ ভাষা শিখেছি, ও ঐ সব অনুশাসন কণ্ঠস্থ করেছি। ঐ সব দৈবী নির্দ্দেশে আস্থা রাখার জন্য ইস্‌লাম ধর্ম্মীরা ব্রাহ্মণ জাতির অনেক ক্ষতি করেছে, ও তা'দের উপর অনেক নির্য্যাতন করেছে, এমন কি মৃত্যু ভয়ও দেখিয়েছে, তবু তা'রা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতে পারেনি। ইস্‌লামানুবর্ত্তীরা কোরাণের পবিত্র শ্লোকের মর্ম্মানুসারে (যথাঃ—পৌত্তলিকদের যেখানে পাও বধ কর, ও অবিশ্বাসীদের ধর্ম্মযুদ্ধ করে' বেঁধে আন, এবং তা'দের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুক্ত করে' দাও, বা বশ্যতা স্বীকার করাও) এগুলি ঈশ্বরের নির্দ্দেশ বলে' উল্লেখ করে, যেন পৌত্তলিকদেরে বধ করা ও তা'দেরে নানাভাবে নির্য্যাতন করা ঈশ্বরাদেশে অবশ্য কর্ত্তব্য। মুসলমানদের মতে ঐ পৌত্তলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই সব চেয়ে পৌত্তলিক। সেই জন্যই ইস্‌লামানুবর্ত্তীরা সর্ব্বদাই

ধর্ম্মোন্মাদে মত্ত হয়ে, এবং তাঁদের ঈশ্বরের আদেশ মানবার উৎসাহে 'বহু-দেববাদিদের" ও শেষ পয়গম্বরের ধর্ম্মপ্রচারে "অবিশ্বাসীদেরে" বধ করতে ত্রুটী করেনি।

এখন প্রশ্ন এই যে যিনি স্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, দয়ালু, বদান্য এবং অনাসক্ত, সেই ভগবানের পক্ষে বিরুদ্ধ মতের উপদেশ ও আদেশ দেওয়া কি সম্ভব? অথবা এ সবই কি ধর্ম্মানুবর্ত্তীদের মন-গড়া জিনিস? আমার তো মনে হয় যে সুস্থ মনের লোক কেউই শেষেরটী মানতে ইতস্ততঃ করবে না। তারপর এ'কথা ভেবে দেখা দরকার যে এ'দুইএর মধ্যে কোন্‌টা যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ এই আদেশ ঈশ্বরের বলে' মানা উচিত, না, এই পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবাদ একেবারে বাতিল করে' দেওয়া উচিত। একদল তাঁদের শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলে যে পয়গম্বরী উদ্দেশ্য তাঁদের নেতার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। আর একদল দাবী করেন যে, ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে এই উদ্দেশ্য ডেভিডের বংশে গিয়ে শেষ হবে। এই দুইটী উক্তিই বস্তুতঃ প্রবাদ মাত্র বা ভবিষ্যদ্বাণী, কিন্তু এমন কোন আইনের কথা নয় যে তা' আবার বদ্‌লাবে। কারণ একটাকে সত্যি মান্‌লে অন্যটা মিথ্যা হবেই। সুতরাং পরিবর্ত্তন বা বিকৃতির সম্ভাবনা দুটোতেই প্রযোজ্য।

হয়তো শুনে মানুষ অবাক্ হবে যে যে সকল ধর্ম্মগুরুদের সঙ্গে সঙ্গে পয়গম্বরী উদ্দেশ্য শেষ হয়ে গেছে বলে' কথিত আছে, তাঁদের সময়ের শত শত বৎসর পরেও ভারতে ও অন্যান্য দেশে নানক এবং অপরাপর সন্ত সাধুরা অভিনব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের (prophetic mission) পতাকা তুলেছেন ও বহুলোক তাঁদের অনুবর্ত্তী হয়েছে। ধর্ম্মশিক্ষা ব্যাপারে স্বার্থসিদ্ধির দরজা পল্লবগ্রাহী ও অনভিজ্ঞদের জন্য চিরকালই খোলা থাকবে। এবং প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে যে শত শত লোক কোন বিশেষ সম্মান লাভের জন্য, কিম্বা সামান্য প্রাপ্তির আশায়, কতরকম অনশন উপবাস, একটা হাত অনড় করে' রাখা, শরীর পুড়িয়ে ফেলা প্রভৃতি নানা-রকম দৈহিক নির্য্যাতন ও কষ্টভোগ করে' থাকে। সুতরাং এ'টা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে সেকালে কোন অত্যুৎসাহী লোক জনসাধারণের গুরু হবার আশায়, কিম্বা নিজেকে লোকের ভক্তির পাত্র করে' তোলবার লোভে অনেক সাময়িক দুঃখ বিপদ বরণ করবে।

হয় সত্য, নয় মিথ্যা

একটা কথা প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাচার্য্যদের মুখে শোনা যায়, এবং কথাটা তাঁরা তাঁদের নিজেদের মতে জোর দেবার জন্যই বলে থাকেন। প্রত্যেকেই বলেন যে, মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে পুরস্কার বা শাস্তির বিধান যা' তাঁদের ধর্ম্মে দিয়েছে, তা' হয় সত্যি নয়ত মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয়, এবং ভবিষ্যতে কোন পুরস্কার বা শাস্তি না থাকে, তাহলে এ' কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি সত্যি হয় তাহলে অবিশ্বাসীর মহাবিপদ। যে সকল বেচারারা এই সব ধর্ম্মের উক্তির ব্যাখ্যাতাদের মেনে চলে, যারা তাঁদের গুরুদের উক্তি অকাট্য যুক্তি বলেই ধরে নেয়, তারা আবার এ' নিয়ে মহা গৌরবও করে। আসল কথা অভ্যাস ও দলগত শিক্ষা মানুষকে তাঁদের চোখ কান থাকা সত্ত্বেও অন্ধ ও বধির করে।

উপরের তর্কের ভ্রম দুরকমে সংশোধন করা যায়। প্রথমতঃ, তারা যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ মিথ্যা হলে) কোন ক্ষতি নাই বলে, তা' স্বীকার করা যায় না। কারণ কোন বস্তুর সত্যতায় বিশ্বাস মানুষ সেই বস্তুর বর্ত্তমানতায় বিশ্বাস করেই লাভ করে। এবং যে বস্তু যুক্তির বহুদূরে, এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গেও মোটেই খাপ খায় না (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিকূল), এমন বস্তুর বর্ত্তমানতায় বিশ্বাস যে কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল বস্তুতে বিশ্বাস থাকা মূর্খতা ও অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ, এবং গোড়ামী প্রতারণা প্রভৃতির জন্য নানারকম ক্ষতিকর কষ্টদায়ক ও নীতিবিগর্হিত

ব্যাপারের কারণ হয়। যা'ই হোক্, এ'যুক্তি সত্য বলে ধরে নিলে, এই থেকেই সকল রকমের ধর্ম্মের আপেক্ষিক সত্যতা প্রমাণ করা দরকার হয়। কারণ প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীই সেই একই যুক্তি দেখাতে পারে। সেইজন্য একজন লোকের পক্ষে সব ধর্ম্মই সত্য বলে বিশ্বাস করা, অথবা একটা গ্রহণ করা বা অন্যটা বর্জ্জন করা, এক মহা গোলমেলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রথমটা যেমন অসম্ভব, দ্বিতীয়টাও তেমনি অসম্ভব। এবং এ' ক্ষেত্রে আবার তা'কে নানা ধর্ম্মের আপেক্ষিক সত্যতা ও অসত্যতার বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে হয়।

ইহাই আমার আলোচনার প্রধান কারণ। মানুষে আর একটা যুক্তি দেখায় যে পূর্ব্ব-পুরুষদেব আচার ও রীতিনীতির সত্যতা ও অসত্যতার সন্ধান না করেই অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত। সে সকল আচার আচরণে ঘৃণা করলে, অবহেলা করলে, বা তা'র একটু এ'দিক ওদিক করলে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক অকল্যাণ আনে। এবং এরূপ বিচার-মুখী আচরণ প্রকৃত পক্ষে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঘৃণা বা অপমান করাবই সামিল হয়। যা'রা পূর্ব্ব-পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ও উচ্চধারণা পোষণ করেন, এরূপ লোকের মনে এই ভ্রমাত্মক যুক্তি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এবং এর ফলে সত্যানুসন্ধানে ও সত্যপথ গ্রহণে বিষম প্রতি-বন্ধক জন্মে।

একটু ভাবলেই সকলের কাছেই এই যুক্তিব ভ্রম পরিস্ফুট হয়। কারণ প্রথমতঃ, যাঁ'রা কোন নূতন ধর্ম্মস্থাপন করে' লোককে তাঁ'দেব দিকে আকর্ষণ করেছেন, তাঁ'দের প্রতি ইহা যেমন প্রযোজ্য দ্বিতীয়তঃ, যাঁ'রা গুরুর কাছ থেকে নতুন মত গ্রহণ করে' নিজেদের পূর্ব্ব-পুরুষদেব প্রাচীন পন্থা পরিত্যাগ করেছেন, এবং সে সকল পূর্ব্বপুরুষদের মতের ভিত্তি ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁ'দেব প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। এই অপবাদ থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র সহজ উপায় হয়, মানুষ যদি তা'ব নিজেব আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও আবিষ্কার সবই ঈশ্বরেব উপব নিবেদন করে' দেয়। আসল কথা এই যে প্রাচীনদেব সময়ে সাধারণ এক ধর্ম্মমত ছেড়ে অন্য আব একটা মত গ্রহণ এই প্রমাণ করে যে ধর্ম্মান্তব গ্রহণ মানুষেব প্রকৃতিগত। তা'ছাড়া, প্রত্যেক মানুষকে যে ঈশ্বব বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন তা'র মধ্যে এই ভাব নিহিত যে অন্য নিম্নস্তবেব জীবেব মত স্বজাতীয়ের দৃষ্টান্ত চরম অনুকরণ করা উচিত নয়। পরন্তু নিজেব বুদ্ধি ও অর্জ্জিত জ্ঞান দিয়ে ভালমন্দ এবংপভাবে বিচাব করা চাই যা'তে ঈশ্ববদত্ত এই মহামূল্য দান যেন অকেজো করে ফেলা না হয়।

একেশ্বরবাদের ভিত্তি শুধু সংখ্যায় নয়, সত্যে

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা পৃথিবীতে এক ঈশ্বরেব বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা কম দেখে মাঝে মাঝে এই বলে গর্ব্ব করেন যে তাঁ'রাই দলে ভারী। কিন্তু এটাও দেখা দরকার যে একটা উক্তির সত্যতা শুধু উক্তির পরিপোষকদেব সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে না। তেমনি কোন উক্তির অবিশ্বাস্যতা শুধু অল্প সংখ্যক লোকের উক্তি বলেই জন্মাতে পারে না। কারণ সত্যানুসন্ধিৎসুদের দ্বারা ইহা স্বীকৃত হয়েছে যে একমাত্র সত্যই সংখ্যাগরিষ্ঠদেব মতের বিরুদ্ধে হলেও পালনীয়। তা'ছাড়া কম লোকে বল্লেই কথাটা অবিশ্বাস্য হয়ে যায়,—এই যুক্তি যদি সর্ব্বাবস্থায় সত্য বলে মেনে নে'য়া হয়, তা' হ'লে সকল ধর্ম্মের মূলেই বিষম আঘাত করা হবে। কারণ প্রত্যেক ধর্ম্মেরই গোড়ার দিকে তা'র পৃষ্ঠপোষক কম থাকেন,—যেমন শুধু সেই সেই ধর্ম্মেব প্রবর্ত্তক, এবং তাঁ'র অল্পসংখ্যক সরল অনুবর্ত্তী, যাঁ'রা তাঁ'র মতে পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তারপর তাঁ'দের প্রচারেব ফলে, খড়ের উপর পর্ব্বত তৈরীর মত, হাজার হাজার বড় বড় গ্রন্থ ও নানা যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ লিখিত হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলসূত্র। জাতি বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল

মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পূজা। এই হৃদয় জয়ের চেষ্টা না করে' যা'রা ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক ও সহজ প্রেরণার চাইতে তথাকথিত মনগড়া যে প্রত্যাদেশ—যা' শুধু তা'দের সমজাতীয় জীবের সামাজিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে,—সেই প্রত্যাদেশেরই অধিক মূল্য দেয়, তা'রা কোন বিশেষ তন্ত্র মন্ত্র বা যোগাদি অঙ্গচালনাকেই মোক্ষের কারণ, এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার লাভের উপায় মনে করে। প্রকৃতপক্ষে তা'রা যেন তা'দের দেবতাতেই একটা পরিবর্ত্তন আনার ভাণ করে, এবং মনে করে যেন তা'দের বাহ্যিক প্রক্রিয়া ও মানসিক উচ্ছ্বাসের প্রভাবে অপরিবর্ত্তনশীল ঈশ্বরের মধ্যেও পরিবর্ত্তন আনতে পারে। আমাদের তুচ্ছ প্রচেষ্টা কিছুতেই ঈশ্বরের রাগ প্রশমনের, কিম্বা তা'র ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের কারণ হ'তে পারে না। একটু চিন্তা করলেই এই ঘৃণ্য মতের (heresy) অসারতা ধরা পড়বে।

চরম উপদেশ "বিশ্বমানবকে শান্তি দাও"

"ধর্ম্মগুরু 'সেখের' বহু ভণ্ডামীপূর্ণ কাজের কোন মূল্যই নাই। লোকের অন্তরে শান্তি দাও, ইহাই একমাত্র পারমার্থিক উপদেশ।"

সংক্ষেপতঃ মানব জাতির সাধারণ লোকদের **প্রতারক, প্রতারিত,** ও **তদতিরিক্ত আরো দুটী** অর্থাৎ চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথাঃ -

১ম। একশ্রেণীর লোককে **প্রতারক** বলা যায়, যা'রা লোককে তা'দের দলে টানবার জন্য ইচ্ছামত নানা মতবাদ, ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস প্রভৃতি বানিয়ে প্রচার করে, লোককে কষ্ট দেয়, ও তা'দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

২য়। আর এক শ্রেণীর লোককে **প্রতারিত** বলা যায়, যা'রা কোন সত্য খবর না করেই অন্যের দলে যোগ দেয়।

৩য়। এক শ্রেণীর লোক, --যা'রা **প্রতারক এবং প্রতারিত।** তা'রা অন্যের উক্তিকে বিশ্বাস করে, এবং অপরকেও তা' আঁকড়ে ধরতে প্ররোচিত করে।

৪র্থ। যা'রা ঈশ্বরের অনুগ্রহে **প্রতারকও নয়, প্রতারিতও নয়।**

"কা'রো অনিষ্টের চেষ্টা করো না, আর যা' খুশী তা'ই কর. কারণ অন্যের অনিষ্ট করা ভিন্ন আমাদের কাছে আর কোন পাপ নাই"। (হাফেজ)

এই দীনতম ঈশ্বর-বিশ্বাসীর এই কয়েকটি ছোট ও প্রয়োজনীয় কথা কোন লোকের পক্ষপাত বা ধর্ম্মান্ধতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে' শুধু এই আশায় লিখিত হ'ল যে, সুস্থ মনের লোকেরা এ'দিকে সত্য ও শুদ্ধ দৃষ্টি দেবেন। আমার আর একটী রচনা "মানাজারুতুল্ আদিয়ান" বা "নানা ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

'একেশ্বরবাদিদের উপহার' গ্রন্থ এখানেই শেষ হ'ল।

সমাপ্ত

রামমোহন রায় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি

'তিনি কোম্পানি সংক্রান্ত অনেক সম্ভ্রান্ত কর্ম করিয়াছিলেন, সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দু, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, ইংরেজী. ফরাসী, এই নয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও বিলক্ষণ বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, এবং স্বদেশীয় লোকদিগকে দেব, দেবীর আরাধনা হইতে বিরত করিয়া বেদান্ত প্রতিপাদিত পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না, তাঁহারাও তদীয় বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেন। রামমোহন রায় এদেশের একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন, সন্দেহ নাই।'

—বিদ্যাসাগর

'তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তূরীধ্বনি অদ্যাপি বারবার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশেও জয় সাধন করিয়া আসিতেছে। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুমার্জিতবুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। . কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন তুমি জগতের বন্ধু।'

--অক্ষয়কুমার দত্ত

'রাজা মানবের কর্তব্য সকলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন. আপনার প্রতি কর্তব্য, জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য এবং পরমেশ্বরের প্রতি কর্তব্য। . রাজা রামমোহন রায় মনে করিতেন যে, জনহিত-সাধনই নীতির মূলতত্ত্ব। .একদিকে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি, অন্যদিকে জীবের কল্যাণ-সাধন, রাজার মতে ধর্মের এই দুইটি দিক। ইহাই প্রকৃত ধর্ম। রাজা বলিতেন, পরমেশ্বর দয়াময়, সুতরাং তিনি তাঁহার জীবগণের কল্যাণ ইচ্ছা করেন। যাহাতে জীবের কল্যাণ হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। সুতরাং জীবের হিতসাধন ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিয়ম। ইহাই পরম ধর্ম।'

- নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

'রামমোহন রায়ের ধর্মবিশ্বাস প্রথমে হিন্দুদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তিনি বেদান্ত-দর্শনাদি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিয়া স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলেন, এবং আত্মীয়-সভার অধিবেশনে সেই সকল বিষয়ের বিচার করিতেছিলেন। তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রতি স্বদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে. ১৮১৭ সালে যখন মহাবিদ্যালয় বা হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়, তখন সহরের ভদ্রলোকগণ তাঁহার সহিত এক কমিটিতে কার্য করিতে সম্মত হন নাই। রামমোহন রায় উক্ত বিদ্যালয়ের কমিটি হইতে তাড়িত হইয়া নিজে ধর্মানুমোদিত শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল আন্দোলন তো পূর্ব হইতেই চলিতেছিল. ইহার উপরে আবার ১৮২০ সালে রামমোহন রায় যীশুর উপদেশাবলী নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের সংস্রবে আসিয়া ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারি মিস্টার উইলিয়াম আডাম খ্রীষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগপূর্বক একেশ্বরবাদ অবলম্বন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের সঙ্গে রামমোহন রায়ের বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি উপর্যুপরি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।'

—শিবনাথ শাস্ত্রী

'রাজাকে যীশু বা মোহাম্মদ, বুদ্ধদেব বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতন ধর্ম বা সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপে দেখিলে চলিবে না। রাজা কোন নূতন সাধন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন নাই।.. এইজন্যই রাজাকে একটা নূতন ধর্মের প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, করিলে তাঁর কার্যের সত্যতা ও গুরুত্ব উভয়ই নষ্ট করা হয়। সনাতন ধর্মের খাত বহুবিধ সংস্কারে ভরিয়া উঠিয়াছিল, বহুবিধ [illegible] সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা সেই খাতের পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহাকে গভীর ও প্রশস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।'

'রাজার সিদ্ধান্তে শাস্ত্র গুরু এবং স্বাভিমতের একাধারতার উপরেই সমুদায় সত্যের ও প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইউরোপীয় যুক্তিবাদিগণের মতন রাজা সত্য নির্ণয়ে একান্ত-ভাবে স্বাভিমতের উপর নির্ভর করিয়া চলেন নাই।'

'রাজা মানুষ বলিয়াই মানুষের একটা অধিকার আছে ধর্ম সাধনের বা সমাজ শাসনের অজুহাতে কিছু যে এই অধিকারকে নষ্ট করিতে পারা যায় না, এই মহাসত্য নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সত্যের প্রেরণাতে রাজা সতীদাহ নিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের দায়াধিকার সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিলাতে গিয়া পার্লামেন্টের ভারত শাসন সম্বন্ধীয় কমিটির নিকট তিনি যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহার ভিতরেও তাঁর এই মানবতার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ভারতের প্রত্যেক কৃষক যাহাতে তাহার চাষের জমির উপরে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পার্লামেন্টকে অনুরোধ করেন। ফলত যে সকল শাসনসংস্কারের কথা বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমরা কহিয়া আসিতেছি তাহার প্রায় সকলগুলির আলোচনাই রাজা রামমোহন শতবর্ষ পূর্বে করিয়া গিয়াছেন।'

'রাজা এই অধিকার-ভেদ মানিতেন এবং অধিকার-ভেদ মানিয়াই তিনি বৈষম্যের মধ্য দিয়া সাম্য এবং স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়া একতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।'

বিপিনচন্দ্র পাল

'নানাধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে শাশ্বত ধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী সংগ্রহ করে বলতে পেরেছিলেন সর্বমানবের ধর্ম এক বিশ্বধর্ম। রামমোহন যে সত্য নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ও যুক্তি এবং বিচার-বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাকে বলেছেন Universal Religion, রবীন্দ্রনাথ তাঁর আন্তর-দৃষ্টি থেকে অনুভবের দ্বারা সেই সত্যের নাম দেন Religion of Man

– মানুষের ধর্ম - তা হিন্দুর ধর্ম নয়, মুসলমানের ধর্ম নয়, খ্রীষ্টানের ধর্ম নয় - তা শাশ্বত মানবের ধর্ম। আজ জগতে ভাষা ভূগোল ও ইতিহাসের স্পর্শে ধর্ম খণ্ডিত হয়েছে।'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

'Rammohan Roy was a truly great man, a man who did a truly great work, and whose name, if it is right to prophesy, will be remembered for ever as one of the great benefactors of mankind. The German name for prince is Furst, in English first, he who is always to the fore, he who courts the place of danger, the first place in fight, the last in

flight. Such a furst was Rammohan Roy, a true prince, a real Rajah, if Rajah also like Rex means originally the steersman, the man at the Helm'. —Max Muller

'In the panorama of modern culture and civilisation, three peaks stand out prominently. The first is represented by Rammohan Roy. He was the harbinger of the idea of Universal Humanism. Though Voltaire and Volney had a glimpse of the rising sun of Humanism, they distorted the view by Pitting the East against the West and minimising and traducing Christian culture. Theirs was a militant Humanism as opposed to the Raja's synthetic and universalistic point of view.

He strove to reconcile opposites. In the sphere of speculation, he sought to reconcile individual reason with collective wisdom and scriptural authority, while in the sphere of social construction, he aimed at the reconciliation of the good of the individual with the good of the greatest number.

But the old order changes, and the race grows evermore. Yet Rammohan Roy shall be honoured as the prophet and precursors of Universal Humanism' —Dr. Brajendra Nath Seal

Rammohan had a multiple personality and his activity was many-sided; but it will be seen that his writings constituted the chief work of his life. . . By his vigorous writings and eminent position he gave an impetus to some of the social, educational and political movements of his day, but it is exaggeration to say that they all started from him alone, .

As a matter of fact, Rammohan did not reject any truth to be found in any scripture, but his rational mind would not accept any particular book or teacher as infallible. . . . In his rationalistic enquiry he was, as Monier Williams justly says, the first earnest student of the science of comparative theology.

. . . Nevertheless, it stands to Rammohan's great credit that even though his mind was deeply rooted in the past and drew its sustenance

from ancient scholastic learning, he was yet one of the foremost men of his time, whose rational outlook was not rigid, but was fully alert and deeply sensitive to the new influence in its liberalising bearing upon old problems, which now crowded at the crossways.'

—Dr. Sushil Kumar De

By his intensive studies of these other great religions he came to conclude that the course of all religions is the same and their contents are fundamentally identical. He also recognised that all great religions are moving along their own lines of historic tradition towards an universal ideal, though they will not merge but continue to grow along their path of historic continuity Thus with him the world saw the birth of comparative religion.' —Prabhat Chandra Ganguli

His political views were far in advance of the age and his conception of international brotherhood, though it had little effect in the 19th century, may be said to have inspired even the great Rabindranath in the present century To sum up Rammohan Roy did not create the New Age, but he was one of the greatest representatives of that age and reflected in himself many distinguished features that heralded Renaissance in Bengal Ramesh Chandra Majumdar

'As the history of Western political thought practically begins with the name of Aristotle, the history of political thought in modern India begins with the revered name of Raja Rammohan Roy. After a full swing of twenty-three centuries there is a cry in the western world to go back to Aristotle and it is not unlikely that when the nature of political thought of the Raja comes to be correctly appreciated, there may be a movement in modern India to go back to the ideal of the Raja, who in so many fields of social and religious movements is regarded as the true pioneer

Rammohan attached the greatest importance to the right of expressing one's opinion freely. . . . Like Milton, he drew upon History as well as the broad principles of Political Science to show that the freedom of the Press is as beneficial to the governed as to the government Like Milton, Rammohan shows that whatever is of highest excellence in government, or of greatest virtue and enlightenment in society, can be secured only by the freedom of the Press; . . .'

—Biman Behari Majumder

'Among India's great men Rammohun Roy holds a high rank. Like all great men he brought into the world his own idea and devoted his life to its realization. That idea was catholic worship Whoever has

deeply studied his life and carefully looked into his speculations and movements, cannot but admit this to have been his guiding principle. That he was a religious reformer of India is universally admitted. He is also reputed as an extraordinary theologian. He knew English, Arabic, Sanskrit, Greek, Latin, and Hebrew, and his writings bear testimony to his vast and varied learning He it was who abolished the obnoxious custom of Suttee; he was one of the pioneers of native education, and his name also figures in the valuable suggestions he offered in furtherence of the reforms which took place in the early political administration of this country . . . His name shines in undying glory not only in India but in England and America for the valuable theological works which his master mind indited, and religious and social reforms which his philanthropic heart promoted; but the real mission of his life, his peculiar ideal was to give to the world a system of catholic worship'
—Keshub Chunder Sen

'Rammohun thus presents a most instructive and inspiring study for the New India of which he is the type and pioneer. He offers to the new democracy of the West a scarcely less valuable index of what our greatest Eastern dependency may yet become under the Imperial sway of the British commonalty. There can be little doubt that, whatever future the destinies may have in store for India, that future will be largely shaped by the life and work of Rammohun Roy. And not the future of India alone. We stand on the eve of an unprecedented intermingling of East and West. The European and the Asiatic streams of human development, which have often tinged each other before, are now approaching a confluence which bids fair to form the one ocean-river of the collective progress of mankind.'
—Sophia Dobson Collet

রামমোহন রায় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

১। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় – নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
২। ভারতপথিক রামমোহন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। রামমোহন-প্রসঙ্গ— প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৪। রামমোহন— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
৫। রামমোহন—মণি বাগচি
৬। রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৭। Life and Letters of Raja Rammohun Roy S D Collet Ed. by Dilip Kumar Biswas & Provat Chandra Ganguly
৮। The Last Days in England of Raja Rammohun Roy Mary Carpenter
৯। Rammohun Roy and America—Adriene Moore
১০। Rammohun Roy: The Man and His Work—Amal Home
১১। Rammohun. The Universal Man—Dr. B N Seal
১২। The Father of Modern India: Commemoration Volume of the Rammohun Centenary Celebration
১৩। Raja Rammohun Roy: Progressive Movements in India —J. K Mazumdar
১৪। Rammohun Roy—Iqbal Singh
১৫। Selections from Official Letters and Documents Relating to the Life of Raja Rammohun Roy—R. Chandra & J. K. Mazumder
১৬। History of Political Thought from Rammohun to Dayananda —Dr. B. B. Mazumder
১৭। On Rammohun Roy—Dr. R. C. Mazumdar